আল-কুরআন
বাংলা অনুবাদ

আল-কুরআন বাংলা অনুবাদ

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

সৈয়দ ওয়ালিউল আলম

অনূদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ফাল্গুন ১৪৩২

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০২৪, আষাঢ় ১৪৩১

প্রকাশক
জাহাঙ্গীর আলম
ছায়াবীথি
১০/২ পুরানা পল্টন লাইন, দ্বিতীয় তলা, ঢাকা ১০০০
মোবাইল : ০১৭২৩-৮০৭৫৩৯, ০১৫৮০-৫৮৩৯৭৮
E-mail : chayabithi2012@gmail.com
Web: www.chhayabithi.com

প্রচ্ছদ
সুজন জাহাঙ্গীর

গ্রন্থস্বত্ব
অনুবাদক

অনলাইন পরিবেশক
www.chhayabithi.com
http://rokomari.com/chayabithi
http://boiferry.com/publisher/chayabithi

কম্পিউটার কম্পোজ
এলিয়েন গ্রাফিক্স
৪৫/১-এ পুরানা পল্টন, ৪র্থ তলা, ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
ক্রিয়েটিভ প্রিন্টিং
৮৬ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

ছাপা মূল্য : ৫৭০.০০ টাকা

AL-QUR'AN BANGLA ANUBAD translated by Syed Waliul Alam
Published by Jahangir Alam, Chhayabithi,
10/2 Purana Paltan Lane (1st Floor), Dhaka 1000

Printing Local Price in BDT : 570.00 Only
Printing Intl. Price in USD : $ 30.00 Only

ISBN : 978-984-98826-7-1

দ্বিতীয় সংস্করণ : অনুবাদকের কথা

'পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ'

যে কোনো অনুবাদকের দক্ষতা ও সাফল্য নির্ভর করে তিনি যে গ্রন্থ অনুবাদ করছেন তার সেই অনুবাদে তিনি মূল গ্রন্থের কত কাছাকাছি থাকতে পারেন।

মূল গ্রন্থের সকল বৈশিষ্ট্য অনুবাদে অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টায় সেই গ্রন্থের বর্ণনার শব্দের ধারাবাহিকতা, শব্দ ব্যবহার কৌশল, বর্ণনার পদ্ধতি, বক্তব্য উপস্থাপনা কৌশল, ভাষার উৎকর্ষতা এবং গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের অর্থ ধারণ ও মূল গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তার প্রতিশব্দ গ্রহণ- এ সবই অনুবাদ বিজ্ঞানের অংশ। উল্লিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে মূল গ্রন্থের প্রতিটি বাক্যে বহনকৃত ভাব বা বার্তা অবিকৃতভাবে পরিষ্কার করে তুলে ধরাসহ আরও বহুবিধ বিষয় এর সাথে জড়িত। অনুবাদক এই অনুবাদে এর সকল দিক বিবেচনায় রেখে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন, যাতে এই সকল দিক থেকে অনুবাদটিকে মূল গ্রন্থের 'কাছাকাছি' রাখতে পারা যায়।

কুরআনই আমাদের জানাচ্ছে যে, কুরআনের একটি বড় অংশ অনুবাদকৃত। যেমন কুরআনে বহু নবী-রাসূলের কথা বা তাদের সম্প্রদায়ের ঘটনা ও কথা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তাদের ভাষা আরাবী ছিল না- এটিও কুরআনের দেওয়া তথ্য। কিন্তু তাদের সেই কথা কুরআনে 'সরাসরি উক্তি' হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা যে উক্তি তাদের নিজ ভাষায় করেছেন সেটি হুবহু আরাবীতে অনুবাদের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই অনুবাদের কাজটি করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। আমরা বিশ্বাস করি তিনি সর্বক্ষেত্রে তাঁর কর্মে নিখুঁত।

তবে মানুষের ক্ষেত্রে সে পরম অনুবাদ বা নিখুঁত অনুবাদ করা সম্ভব নয়। মানুষ হিসাবে আমরা যা পারি তা হলো যতোটা সম্ভব নিখুঁতের 'কাছাকাছি' থাকার চেষ্টা করা।

পবিত্র কুরআনেও আমাদের প্রভু এই 'কাছাকাছি' থাকার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আল্লাহর কাছাকাছি, সত্যের কাছাকাছি হওয়ার কঠোর চেষ্টায় লেগে থাকার তাগাদা দিয়েছেন। সে কঠোর প্রচেষ্টা কিভাবে করতে হবে তার বিভিন্ন কৌশল তিনি কুরআনে শিক্ষা দিয়েছেন। কুরআনই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে সত্যের নৈকট্য লাভ, প্রভুর 'নৈকট্য' লাভ-ই মানুষের জন্য পরম সফলতার ভিত্তি।

গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি কথা বহুল প্রচলিত: 'সহজ কথাটি সহজভাবে তুলে ধর'। কিন্তু গণযোগাযোগের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় এই কাজটিই একজন গণযোগাযোগ কর্মীর জন্য বড় কঠিন। অন্যদিকে আমাদের প্রভু সকল ক্ষেত্রেই নিখুঁত। কুরআন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরম সহজ-সরল সাবলীল ধারা বর্ণনা। এই ধারা বর্ণনায় প্রতিটি শব্দ চয়ন এবং তার ব্যবহারে পরম উৎকর্ষতা। প্রতিটি বর্ণনায় পরিমিত বোধের অসাধারণ প্রকাশ। প্রতিটি বর্ণনা সরাসরি, পরিষ্কার। সহজ সরল মুক্তমনা যে কোনো পাঠকের কাছেই কুরআনের বাণী সহজেই পৌঁছাতে বাধ্য।

এ ক্ষেত্রে এই অনুবাদক মূল কুরআনের সেসব বৈশিষ্ট্য এই অনুবাদে কতটুকু ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং মূল গ্রন্থের কতটুকু কাছাকাছি থাকতে পেরেছেন– সে বিবেচনা পাঠকের উপর।

আরেকটি বিষয় 'ভাষা'। বিশ্বের প্রতিটি ভাষাতেই ভাব প্রকাশে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে পরম জ্ঞানী প্রভু 'এক আরাবী' ভাষার 'পরম ব্যবহারের' মাধ্যমে যে জ্ঞান ও বাণী প্রকাশ করেছেন, অনুবাদে তার অর্থ উদ্ধার করা গেলেও সেই গ্রন্থের বর্ণনার ধারাবাহিকতা, বর্ণনার পদ্ধতি, বক্তব্য উপস্থাপনা কৌশল, ভাষার উৎকর্ষতা ইত্যাদির মাধ্যমে যে ভাব প্রকাশ করেছেন তা পুরোপুরি ধরে রাখা অসম্ভব। সেই সাথে মূল গ্রন্থের 'পরম সরজ-সরল বর্ণনার' ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে অন্য একটি ভাষাতে তা প্রকাশ করার সীমাবদ্ধতা বহুগুণ বেশি। এ অনুবাদে আরাবী ভাষার 'পরম ব্যবহারের উদাহরণে সমৃদ্ধ' সেই কুরআন, বাংলা ভাষায় 'ধারণ' করতে কতটুকু সফল হতে পারা গেছে- সেটি অবশ্যই পাঠক বিবেচনা করবেন।

এই অনুবাদের উদ্দেশ্য মূলত জাতি-ধর্ম-মত নির্বিশেষে বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী সকল পাঠকের কাছে 'এক জ্ঞানের জগতকে' উন্মোচিত করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র।

সুমহান প্রভু আমাদের সহায় হবেন, ইনশা আল্লাহ।

সৈয়দ ওয়ালিউল আলম

নিউইয়র্ক

জানুয়ারি, ২০২৬

অনুবাদ নীতিমালা

১. মূল গ্রন্থের ব্যবহৃত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ গ্রহণের ক্ষেত্রে 'আভিধানিক অর্থ' ব্যবহার করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রে মূল আরাবী শব্দের বাংলায় নিকটতম আভিধানিক প্রতিশব্দ গ্রহণ করা হয়েছে। বাক্যের অর্থ উদ্ধারে মূল প্রতিশব্দ অন্যান্য শব্দগুলোর সাথে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে- তখন সমার্থক দ্বিতীয় শব্দটি ব্যবহারে চিন্তা করা হয়েছে। ঠিক একইভাবে সামান্য কিছু বাক্যে অর্থ স্পষ্ট করার জন্য কিছুটা দূরবর্তী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২. মূলত এই অনুবাদ করা হয়েছে আরাবী ও বাংলা ভাষার শব্দের অভিধান ও বাক্য গঠনের ব্যাকরণ নীতিমালা অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে অভিধানে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে শব্দের মূলের কাছাকাছি থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। এই অনুবাদের ক্ষেত্রে 'অভিধান এবং ব্যাকারণ নীতিমালাই' প্রধান উৎস। কিন্তু কুরআনে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো অতীত বা বর্তমান প্রচলিত আরাবী ভাষার অভিধানে নেই। এমনকি আরাবী ভাষার সুপ্রাচীন অভিধানেও এমন বেশ কিছু শব্দ পাওয়া যায় না। এমন বেশ কিছু শব্দ আছে যেগুলো কুরআনে একবারই মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু এই শব্দগুলো বিশ্বাসযোগ্য প্রাচীন ও সমকালীন অভিধানে নেই। এই ক্ষেত্রে কুরআনের প্রাচীন ও সমকালীন অনুবাদ পাঠ করে সেগুলোর সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে ওইসব অনুবাদকরা যখন তাদের অনুবাদে একেকজন একেক অর্থ গ্রহণ করেছেন অথবা এমন কিছু অর্থ করেছেন যা কুরআনের মূল দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়- সেক্ষেত্রে ওই শব্দের মূল উৎস বা আরবী ব্যাকারণের 'তিন অক্ষরের' মূল এবং আয়াতে ব্যবহৃত অন্য শব্দের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনুবাদকের অভিমত হচ্ছে, এই শব্দগুলো নিয়ে আরাবী ভাষা বিজ্ঞানীরা আধুনিক অনুসন্ধান পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে কুরআনের ওইসব আয়াতের অর্থ আরও স্পষ্টভাবে উঠে আসবে।

৩. মূল কুরআনে ব্যবহৃত শব্দগুলোর আরাবী ব্যাকারণে যেসব পদে বিভক্ত করা হয়েছে অনুবাদেও বাংলা ব্যাকারণ অনুযায়ী ওইসব শব্দের প্রতিশব্দ– যেমন

বিশেষ্য-এর অনুবাদ বিশেষ্য দিয়ে করা হয়েছে। ঠিক একইভাবে বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়ার অনুবাদে– যথাক্রমে বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া দিয়ে করা হয়েছে।

৪. বাংলা ভাষা রীতি অনুযায়ী কাউকে সম্ভাষণ করতে আপনি, তুমি বা তুই- তিনটি পৃথক শব্দ ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে আরবীতে সকল সম্ভাষণে একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলায় সাধারণ রীতি অনুযায়ী প্রভু বা সম্মানীয় গুরুজনদের আপনি বলে সম্মোধন করা হয়। কিন্তু প্রভু বা সম্মানীয় গুরুজনরা তার অধস্তনদের তুমি বলে সম্ভাষণ করেন। আল্লাহ মানুষের রব, সৃষ্টিকর্তা, প্রভু। তিনি তাঁর সৃষ্ট মানুষকে তাঁর দাস হিসেবে বর্ণনা করেন। সকল নবী-রাসূলসহ সকল মানুষই তাঁর দাস। সুতরাং এই অনুবাদে বাংলা ভাষা রীতি অনুসরণ করে মানুষ যখন তার রব আল্লাহকে সম্ভাষণ করে সে আয়াতের অনুবাদ 'আপনি' এবং আল্লাহ যখন তার দাসকে সম্ভাষণ করেন তখন 'তুমি' ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. সর্বনাম ব্যবহারে আরাবী ভাষায় পুরুষবাচক এবং নারীবাচক শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেটি স্পষ্ট। কিন্তু বাংলা ভাষায় সে পার্থক্য নেই। একই সর্বনাম পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এই ক্ষেত্রে এই অনুবাদে গুরুত্ব অনুসারে কিছু কিছু স্থানে পুরুষ এবং নারী উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে প্রকৃতির বর্ণনায় মূল কুরআনে সর্বক্ষেত্রে নারীবাচক সর্বনাম ব্যবহার করা হলেও অনুবাদে বাংলায় এই বর্ণনায় পার্থক্য বর্ণনা করা হয়নি।

৬. কুরআনের যিনি বর্ণনাকারী কুরআনের দর্শন অনুযায়ী তিনি একজন, একমাত্র। কিন্তু তিনি একজন হলেও তাঁর একক সার্বভৌমত্বে কুরআনে যখন আদেশ নিষেধ, বিধান, উপদেশ বা ঘোষণা দান করছেন- সেখানে নাহনূ- 'আমরা', ইন্না -'নিশ্চয়ই আমরা' ইত্যাদি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। বহু ভাষায় রীতি অনুযায়ী, প্রধানত যেমন অতীতে সম্রাট, রাজা-বাদশা এবং বর্তমানে রাষ্ট্র- এসকল ক্ষেত্রে সে সম্রাটের, রাজ্যের বা রাষ্ট্রের এক সার্বভৌমত্বের পক্ষ থেকে যখন কোনো ঘোষণা, আদেশ বিধান জারী করা হয়, সেই ঘোষণায় বা বিধানের ভাষায় 'আমরা' বহুবচন ব্যবহৃত হয়। খুব সম্ভবত পবিত্র কুরআনেও 'আরাবী ভাষার' ঐ রীতি বজায় রেখে সুমহান প্রভু একজন– একমাত্র, পরম এক- হলেও তিনি তাঁর 'পরম একক সার্বভৌমত্বের' বিধান আদেশ, উপদেশ বা ঘোষণা দানে বহুবচন 'আমরা' ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই অনুবাদে 'আল্লাহর একক সার্বভৌমত্ব' সম্পর্কে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের মধ্যে

যেন ভুল-বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় সে কারণে সুমহান প্রভুর ক্ষেত্রে বহুচন 'আমরা' শব্দটির পরিবর্তে একবচন 'আমি' ব্যবহার করা হয়েছে।

৭. মূল কুরআনের আয়াতের যতি চিহ্নের ব্যবহার করা হয় নি। তবে 'ফা'- এরপর 'ওয়া'- এবং, যখন; ইন্না বা ইন্নি- নিশ্চয়ই আমি; অথবা 'ইজহা'- যখন; -এমন কয়েকটি শব্দের ঘন ঘন ব্যবহারের মাধ্যমে এই যতি চিহ্নের সহজ অনুসরণ করা যায়। খুব সম্ভবত সেই সময়ের আরাবী ভাষার প্রমিত রীতি অনুযায়ীই এই শব্দগুলো এভাবেই ব্যবহারের মাধ্যমে যতি চিহ্নের কাজটি করা হতো। এই অনুবাদে অনুবাদক বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করতে উপরোক্ত শব্দগুলোর আগে প্রয়োজনীয় যতিচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। সেই সাথে অনুবাদে বাংলা ভাষার রীতি অনুযায়ী বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করতে ক্ষেত্র বিশেষে আরও বহু স্থানে অনুবাদকের চিন্তা প্রসূত বিভিন্ন যতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

৮. অতীতে প্রায় সকল ভাষার 'প্রমিত লিখিত রূপ'-এ কবিতার ছন্দের প্রভাব বিদ্যমান। প্রাচীন আরাবী ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। কুরআন পাঠেও আমরা তার প্রভাব লক্ষ্য করি। আল্লাহ কুরআনে স্পষ্টভাবে বলেছেন তিনি 'এক আরাবী' ভাষায় কুরআন নাজিল করেছেন। অর্থাৎ তিনি সেই আরাবী ভাষার 'প্রচলিত প্রমিত' রূপটিকে তার বাণী বা তাঁর প্রদত্ত 'জ্ঞান' বহনের জন্য বেছে নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সেই ভাষার রীতি-নীতি পরিবর্তনকরণ বা ভাষার সংক্রান্ত কিছুই নাজিল করেন নি। কুরআনে তা স্পষ্টভাবে জানিয়েও দিয়েছেন। সেই সাথে প্রচলিত প্রমিত ভাষা রূপ কবিতার ছন্দে হওয়ায় তিনি সেভাবেই তা ব্যবহার করেছেন– আমাদের জন্য সেটিই ধরে নেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সুমহান প্রভু সেই সাথে কুরআনে স্পষ্ট করেছেন, 'কুরআন কবিতা গ্রন্থ নয়, রাসূল কবি নন'।

৯. এই অনুবাদে যেহেতু কঠোরভাবে কুরআনের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দু'টি পর্যায়ে এই অনুবাদ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই অনুবাদের প্রথম সংস্করণে কুরআনের শব্দের ধারাবাহিকতা বা বর্ণনার ধারাবাহিকতা বাংলা অনুবাদেও কঠোরভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা হয়েছে। তবে সে অনুবাদে বাক্য গঠনে শব্দের অবস্থান নির্ধারণে বাংলা ব্যাকারণের রীতি অনুসরণ না হওয়ায় অনেক পাঠকের জন্য তা পাঠ করে বাক্যের অর্থ উদ্ধার বেশ করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু যে সকল পাঠক মূল কুরআনের আয়াতগুলোর অর্থ নিজে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে চান তাদের জন্য প্রথম সংস্করণ যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

এ অনুবাদের এই দ্বিতীয় সংস্করণে কুরআনের আরাবী শব্দের ধারাবাহিকতা রক্ষার পরিবর্তে প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত শব্দ একই রেখে অর্থবোধক বাক্য গঠনে- বাংলা ব্যাকারণ নীতিমালা অনুযায়ী 'বাক্যে শব্দের অবস্থান' কঠোরভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে দ্বিতীয় এ সংস্করণটি পাঠকের জন্য সুখপাঠ্য হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

শব্দের অর্থ গ্রহণে সন্ধানসূত্র

১. Arabic-English Lexicon by Edward William Lane
২. Quranic Arabic Corpus, Quran Dictionary
৩. আল-কুরআনুল করীম (আরাবীসহ বঙ্গানুবাদ): ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৪. বাংলা একাডেমি ইংলিশ বেঙ্গলী ডিকশনারী: জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
৫. Lisān al-ʿArab (Arabic: لسان العرب, lit. 'The Tongue of the Arabs') by Ibn Manzur published by Ādāb al-Ḥawza, Iran
৬. Kitāb al-ʿAyn by al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. reviewed by Dr. Mahdi al Makhzūmi and Dr. Ibrāhim Al Samirā'ì by Dar al-Kitab al-'Alamiyya
৭. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান- বাংলা একাডেমি
৮. google translate: Arabic- English & English-Bangla
৯. The Meanings of the Glorious Qur'an
Book by Marmaduke Pickthall
১০. The Holy Quran Translation by Abdullah Yusuf Ali
১১. The Noble Qur'an by Muhammad Muhsin
Khan and Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali.
১২. Tafsīr al-Qur'ān al-ʿAẓīm -Tafsir Ibn Kathir, By Abu al-Fida Isma'il ibn Umar ibn Kathir al-Dimashqi
১৩. Tafsīr al-Qurṭubī: Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Anṣārī al-Qurṭubī

সূচিপত্র

১. সূরা ফাতিহা • ১৩
২. সূরা বাকারা • ১৩
৩. সূরা আল 'ইমরান • ৫৫
৪. সূরা নিসা • ৭৮
৫. সূরা মায়িদা • ১০৪
৬. সূরা আন্'আম • ১২২
৭. সূরা আ'রাফ • ১৪৩
৮. সূরা আনফাল • ১৬৭
৯. সূরা তাওবা • ১৭৬
১০. সূরা ইউনুস • ১৯৪
১১. সূরা হূদ • ২০৬
১২. সূরা ইউসুফ • ২১৯
১৩. সূরা রা'দ • ২৩১
১৪. সূরা ইবরাহীম • ২৩৭
১৫. সূরা হিজ্‌র • ২৪৩
১৬. সূরা নাহ্‌ল • ২৪৯
১৭. সূরা বনী ইস্‌রাঈল • ২৬১
১৮. সূরা কাহ্‌ফ • ২৭৩
১৯. সূরা মার্‌ইয়াম • ২৮৪
২০. সূরা তা-হা • ২৯২
২১. সূরা আম্বিয়া • ৩০২
২২. সূরা হাজ্জ • ৩১১
২৩. সূরা মু'মিনূন • ৩২০
২৪. সূরা নূর • ৩২৯
২৫. সূরা ফুরকান • ৩৩৭
২৬. সূরা শু'আরা • ৩৪৪
২৭. সূরা নামল • ৩৫৬
২৮. সূরা কাসাস • ৩৬৪
২৯. সূরা আনকাবুত • ৩৭৩
৩০. সূরা রূম • ৩৮১
৩১. সূরা লুকমান • ৩৮৭
৩২. সূরা সাজ্‌দা • ৩৯০
৩৩. সূরা আহ্‌জাব • ৩৯৩
৩৪. সূরা সাবা • ৪০২
৩৫. সূরা ফাতির • ৪০৮
৩৬. সূরা ইয়া-সীন • ৪১৩
৩৭. সূরা সাফ্‌ফাত • ৪১৯
৩৮. সূরা সোয়াদ • ৪২৭
৩৯. সূরা জুমার • ৪৩২
৪০. সূরা মু'মিন • ৪৪০
৪১. সূরা হাম-মীম আস-সাজ্‌দা • ৪৪৯
৪২. সূরা শূরা • ৪৫৫
৪৩. সূরা জুখ্‌রুফ • ৪৬১
৪৪. সূরা দুখান • ৪৬৮
৪৫. সূরা জাসিয়া • ৪৭১
৪৬. সূরা আহ্‌কাফ • ৪৭৪
৪৭. সূরা মুহাম্মদ • ৪৭৯
৪৮. সূরা ফাত্‌হ • ৪৮৩
৪৯. সূরা হুজরাত • ৪৮৭
৫০. সূরা কাফ • ৪৯০
৫১. সূরা জারিয়াত • ৪৯৩
৫২. সূরা তূর • ৪৯৬
৫৩. সূরা নাজ্‌ম • ৪৯৯
৫৪. সূরা কামার • ৫০২
৫৫. সূরা আল-রাহমান • ৫০৫
৫৬. সূরা ওয়াকিত'আঃ • ৫০৮
৫৭. সূরা হাদীদ • ৫১২
৫৮. সূরা মুজাদালা • ৫১৬

সূচিপত্র

৫৯. সূরা হাশ্‌র • ৫১৯
৬০. সূরা মুম্‌তাহিনা • ৫২২
৬১. সূরা সাফ্‌ফ • ৫২৫
৬২. সূরা জুম'আ • ৫২৬
৬৩. সূরা মুনাফিকূন • ৫২৮
৬৪. সূরা তাগাবুন • ৫২৯
৬৫. সূরা তালাক • ৫৩১
৬৬. সূরা তাহ্‌রীম • ৫৩৩
৬৭. সূরা মুল্‌ক • ৫৩৫
৬৮. সূরা কালাম • ৫৩৮
৬৯. সূরা হাক্‌কা • ৫৪০
৭০. সূরা মা'আরিজ • ৫৪৩
৭১. সূরা নূহ • ৫৪৫
৭২. সূরা জিন • ৫৪৭
৭৩. সূরা মুজ্জাম্মিল • ৫৪৯
৭৪. সূরা মুদ্দাচ্ছির • ৫৫১
৭৫. সূরা কিয়ামা • ৫৫৩
৭৬. সূরা দাহ্‌র বা ইন্‌সান • ৫৫৫
৭৭. সূরা মুর্‌সালাত • ৫৫৭
৭৮. সূরা নাবা' • ৫৫৯
৭৯. সূরা নাজি'আত • ৫৬১
৮০. সূরা 'আবাসা • ৫৬৩
৮১. সূরা তাকভীর • ৫৬৪
৮২. সূরা ইন্‌ফিতার • ৫৬৬
৮৩. সূরা মুতাফ্‌ফিফীন • ৫৬৭
৮৪. সূরা ইন্‌শিকাক্‌ • ৫৬৮
৮৫. সূরা বুরূজ • ৫৬৯
৮৬. সূরা তারিক • ৫৭০
৮৭. সূরা আ'লা • ৫৭১
৮৮. সূরা গাশিয়া • ৫৭২
৮৯. সূরা ফাজ্‌র • ৫৭৩
৯০. সূরা বালাদ • ৫৭৪
৯১. সূরা শাম্‌স • ৫৭৫
৯২. সূরা লায়ল • ৫৭৬
৯৩. সূরা দুহা • ৫৭৭
৯৪. সূরা ইনশিরাহ্‌ • ৫৭৭
৯৫. সূরা তীন • ৫৭৮
৯৬. সূরা 'আলাক • ৫৭৮
৯৭. সূরা কাদ্‌র • ৫৭৯
৯৮. সূরা বায়্যিনা • ৫৭৯
৯৯. সূরা জিল্‌জাল • ৫৮০
১০০. সূরা 'আদিয়াত • ৫৮০
১০১. সূরা কারি'আ • ৫৮১
১০২. সূরা তাকাছুর • ৫৮১
১০৩. সূরা 'আসর • ৫৮২
১০৪. সূরা হুমাযা • ৫৮২
১০৫. সূরা ফীল • ৫৮২
১০৬. সূরা কুরায়শ • ৫৮৩
১০৭. সূরা মা'ঊন • ৫৮৩
১০৮. সূরা কাওছার • ৫৮৩
১০৯. সূরা কাফিরূন • ৫৮৪
১১০. সূরা নাস্‌র • ৫৮৪
১১১. সূরা লাহাব • ৫৮৪
১১২. সূরা ইখ্‌লাস • ৫৮৫
১১৩. সূরা ফালাক • ৫৮৫
১১৪. সূরা নাস • ৫৮৫
• কুরআনে কিছু দু'আ, প্রার্থনা ও অঙ্গিকার • ৫৮৬

১. সূরা ফাতিহা

৭ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. সকল প্রশংসা এই বিশ্ব জগতের রব আল্লাহরই জন্য।
২. পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।
৩. পরম দ্বীন দিবসের মালিক।
৪. আমরা শুধুমাত্র আপনারই দাসত্ব করি; এবং আমরা শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য চাই।
৫. আমাদেরকে পথ দেখান- পরম সরল সোজা সেই পথ।
৬. আপনি যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন তাদের পথ- তাদের সামনের।
৭. চরম অসন্তোষপ্রাপ্ত ভিন্ন- তাদের সামনের; এবং বিভ্রান্তদেরটি নয়।

২. সূরা বাকারা

২৮৬ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আলিফ্-লাম-মীম।
২. সেই-ই এই কিতাব। এর মধ্যে সন্দেহ নেই। সকল সাবধানীর জন্য এক পথ-নির্দেশ।
৩. তাদের যারা পরম অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস করে ও 'পরম যোগাযোগ' (আল-সালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে; এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি- তারা তার থেকে ব্যয় করে।
৪. এবং তাদের যারা তোমার কাছে যা নাজিল হয়েছে ও তোমার আগে থেকেই যা নাজিল হয়েছে- তার প্রতি বিশ্বাস করে; এবং যারা পরম আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত হয়েছে-
৫. তারাই তাদের রবের থেকে এক পথ-নির্দেশের উপরে; এবং তারাই- তারা পরম সফল।

৬. নিশ্চয়ই তাদের যারা অস্বীকার করে- তুমি তাদেরকে সতর্ক কর অথবা তুমি তাদেরকে সতর্ক নাই কর- তাদের সামনে এক সমান। তারা বিশ্বাস করে না।
৭. আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর ও তাদের শ্রুতির উপর সিল-গালা করে দিয়েছেন। তখন তাদের দৃষ্টির উপর এক আবরণ; এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তি।

রুকূ ২

৮. এবং এই মানুষের মধ্যে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহর প্রতি ও সর্ব শেষ পরম দিনের প্রতি বিশ্বাস করেছি'- কিন্তু তারা বিশ্বাসীদের সাথে নয়-
৯. তারা আল্লাহকে ও যারা বিশ্বাস করেছে- তাদেরকে প্রতারিত করতে চায়। কিন্তু তারা তাদের নিজেদেরকে ছাড়া কাউকে প্রতারিত করতে পারে না; এবং তারা বুঝতেও পারে না।
১০. তাদের হৃদয়ের মধ্যে অসুখ। এরপর আল্লাহ তাদেরকে এক অসুখ বাড়িয়ে দেন; এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা তার প্রতিই মিথ্যা বলাতে ছিল।
১১. এবং তাদের প্রতি যখন বলা হয়, 'এই পৃথিবীর মধ্যে ফাসাদ ছড়াবে না'; তারা বলে, 'আমরা শুধুমাত্র সংশোধনকারী'।
১২. লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই তারা- তারাই চরম ফাসাদকারী। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।
১৩. এবং তাদের প্রতি যখন বলা হয়, 'বিশ্বাস কর- যেমন সকল মানুষ বিশ্বাস করে'; তারা বলে, 'আমরা কি বিশ্বাস করব, যেমন সকল বোকা বিশ্বাস করে'? লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই তারা- তারাই সেই বোকা। কিন্তু তারা জানে না।
১৪. এবং যখন তারা তাদের সাক্ষাত করে- যারা বিশ্বাস করেছে; তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি'; এবং যখন তারা তাদের শয়তানদের কাছে চলে যায়; তারা বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথেই। আমরা শুধুমাত্র ঠাট্টা-তামাশাকারী'।
১৫. আল্লাহ তাদের সাথেই তামাশা করতে থাকেন। তিনি তখন তাদেরকে তাদের সীমালঙ্ঘন প্রবণতা বাড়িয়ে দেন। তারা অন্ধ হতে থাকে।
১৬. তারাই তারা- যারা এই পথ-নির্দেশনা দিয়ে চরম বিভ্রান্তি কিনেছে। এরপর তাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নি। তখন তারা পথপ্রাপ্তও ছিল না।

১৭. তাদের উদাহরণ, যেমন উদাহরণ যে, একজন এক আগুন জ্বালাল, তারপর যখন তা আলোকিত করল- যা এর চারপাশে; আল্লাহ তার আলোসহ সরিয়ে নিলেন; এবং তাদেরকে এক অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন। তারা দেখতে পারে না-

১৮. বধির, বোবা, অন্ধ। এরপর তারা ফিরতে পারে না।

১৯. অথবা এই আকাশের মধ্যের এক ঝোড়ো-বৃষ্টির মতো। তার মধ্যে অন্ধকার ও বজ্রপাত এবং বিদ্যুৎ-চমক। তারা সেই বজ্রপাতের শব্দের মধ্যে মৃত্যু ভয়ে তাদের আঙুলগুলো তাদের কানে রেখে থাকে। আল্লাহ সকল অস্বীকারকারীর প্রতি ঘিরে থাকেন।

২০. এই বিদ্যুৎ-চমক তাদের চোখের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার কাছাকাছি হয়। যখন তাদের জন্য তা উদ্ভাসিত হয়, তারা এতে চলতে থাকে; এবং যখন তাদের সামনে এ অন্ধকার হয়, তারা দাঁড়িয়ে পড়ে; এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছে করেন, তিনি নিশ্চিত তাদের শ্রবণ শক্তি ও তাদের দৃষ্টিশক্তিসহ নিয়ে নিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

রুকূ ৩

২১. 'ও তোমরা এই মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের দাসত্ব কর, যাতে সাবধানী হতে পার। তিনি একজন তোমাদেরকে ও যারা তোমাদের আগে থেকে- তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন'।

২২. তিনি একজন তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে এক বিশ্রামস্থান ও এই আকাশকে এক নির্মাণ কাঠামো বানিয়েছেন; এবং তিনি এই আকাশের মধ্য থেকে পানি বর্ষণ করেন। এরপর তিনি তোমাদের জন্য তা দিয়ে সকল ফলমূলের মধ্য থেকে এক রিজিক বের করে আনেন। এরপর আল্লাহর জন্য এক সমকক্ষ বানাবে না। যখন তোমরা- তোমরা তা জান।

২৩. এবং আমি আমার দাসের উপর যা নাজিল করেছি- তোমরা যদি তার থেকে সন্দেহের মধ্যে থাক, এরপর একইরকম থেকে এক সূরাসহ আস; এবং আল্লাহর পাশ থেকে তোমাদের সাক্ষীদের ডাক- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৪. এরপর যদি না তোমরা তা কর; এবং তোমরা তা কখনই করতে পারবে না, এরপর সেই আগুনকে ভয় কর। এর জ্বালানি এই মানুষ ও সব পাথর। সকল অস্বীকারকারীর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

২৫. এবং যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- তাদেরকে শুভ খবর দাও এমন যে, তাদের জন্য আছে বাগান। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়।

প্রত্যেক সময় তাদেরকে এর থেকে এক রিজিক দেয়া হবে- এর ফলমুল থেকে এক রিজিক। তারা বলবে, 'এ সেই তা, আমাদেরকে যে রিজিক আগে থেকেই দেয়া হতো'; এবং তাদেরকে তার সাথে 'এক ভিন্নরকমও' (মুতাশাবিহান مُتَشَابِهًا: এক সাদৃশ্যপূর্ণ ভিন্নরকম) দেওয়া হবে; এবং তাদের জন্য এর মধ্যে পবিত্র যুগলও; এবং তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

২৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ এক উদাহরণ উপস্থাপন করতে দ্বিধা করেন না- যা এক মশা। এরপর যা এর উর্ধ্বেরও। এরপর তাদের যারা তাঁর সম্পর্কে বিশ্বাস করে- এরপর তারা জানতে পারে তা এমন যে, তাদের রবের থেকেই পরম সত্য; এবং তাদের যারা তাঁর সম্পর্কে অস্বীকার করে- এরপর তারা বলতে থাকে, 'আল্লাহ কি উদ্দেশ্যে এ দিয়ে এক উদাহরণ দিলেন'? তিনি তা দিয়ে অনেককেই বিভ্রান্ত হতে দেন; এবং তিনি তা দিয়ে অনেককেই পথ দেখান; এবং তিনি তা দিয়ে নিশ্চিত সব অবাধ্যকে ছাড়া বিভ্রান্ত হতে দেন না।

২৭. তারাই- যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে থাকে, তা অঙ্গীকারবদ্ধের পরবর্তী থেকে; এবং আল্লাহ তাদেরকে তা দিয়ে যে আদেশ দিয়েছেন: 'যুক্ত হও'- তারা তা ছিন্ন করে; এবং তারা এই পৃথিবীতে ফাসাদ করে। তারাই- তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত।

২৮. কিভাবে তোমরা আল্লাহকে অস্বীকার কর? যখন তোমরা এক মৃত ছিলে, এরপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দিলেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তারপর তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।

২৯. তিনিই- যিনি একজন তোমাদের জন্য যা এই পৃথিবীর মধ্যে, তা এক জমায়েতে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি এই আকাশের দিককে সামঞ্জস্যপূর্ণ করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে 'সাত' (সাবাআ سَبْعَ: বহু) আকাশে গঠন করলেন; এবং তিনি সকল কিছুসহ জ্ঞাত।

রুকূ ৪

৩০. এবং তোমার রব যখন ফেরেশতাদের প্রতি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি এই পৃথিবীর মধ্যে এক খলিফা সৃষ্টিকরণে'। তারা বলল, 'আপনি কি এর মধ্যে যাকে বানাচ্ছেন সে এর মধ্যে ফাসাদ করতে থাকবে এবং সেই রক্ত ঝরাতে থাকবে, যখন আমরা- আমরাই আপনার প্রশংসাসহ আপনার মাহাত্ম্য ঘোষণা করি; এবং আমাদের পবিত্রতাও আপনার জন্যই'? তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি যা জানি, তোমরা জান না'।

৩১. এবং তিনি আদমকে সকল নাম শিক্ষা দিলেন। এর প্রত্যেকটি। তারপর তিনি সেগুলো সেই ফেরেশতাদের সামনে প্রকাশ করলেন। এরপর তিনি বললেন, 'আমাকে এগুলোর নামসহ জানাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

৩২. তারা বলল, 'আপনি সুমহান! আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, আমাদের জন্য তা ছাড়া জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি- আপনি সর্বজ্ঞাত, পরম বিচক্ষণ'।

৩৩. তিনি বললেন, 'ও আদম! তাদেরকে তাদের নামগুলোসহ খবর দাও'। এরপর সে যখন তাদের নামগুলোর প্রতি তাদেরকে খবর দিল; তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতি বলি নি, নিশ্চয়ই আমি- আমি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর অদৃশ্য জানি; এবং আমি জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর ও যা তোমরা গোপন কর'?

৩৪. এবং আমি যখন সেই ফেরেশতাদের প্রতি বললাম, 'আদমের জন্য সিজ্‌দা কর'। এরপর তারা সিজদা করল- ইব্‌লীস ছাড়া। সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সে তখন সকল অস্বীকারকারীর মধ্যে হয়ে গেল।

৩৫. এবং আমি বললাম, 'ও আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গী এই বাগানে বসবাস কর; এবং তোমরা এ থেকে যেখানে ইচ্ছা কর- যত সম্ভব খাও! কিন্তু এর সেই গাছের কাছাকাছিও হবে না। তাহলে তোমরা সকল জুলুমকারীর মধ্যে হয়ে যাবে'।

৩৬. এরপর সেই শয়তান তাদেরকে এর থেকে স্খলন ঘটাল। এরপর সে তাদেরকে তার থেকে বের করে দিল- তারা তার মধ্যে যাতে ছিল। তখন আমি বললাম, 'নেমে যাও! তোমাদের একে অপরের জন্য শত্রু; এবং তোমাদের জন্য এই পৃথিবীতে এক সময় পর্যন্ত বাসস্থান ও ভোগ সামগ্রী'।

৩৭. এরপর আদম তার রবের থেকে বাণী গ্রহণ করল। এরপর তিনি তার সামনে ফিরলেন। নিশ্চয়ই তিনি- তিনি পরম ফিরনেওয়ালা, পরম দয়ালু।

৩৮. আমি বললাম, 'সকলে একত্রে এখান থেকে নেমে যাও। এরপর যখন আমার থেকে তোমাদের কাছে এক পথ-নির্দেশ আসবে, এরপর যে আমার পথ-নির্দেশ অনুসরণ করবে- এরপর তাদের সামনে ভয় নেই; এবং তারা দুঃখও করবে না'।

৩৯. 'এবং তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি অস্বীকার করবে ও মিথ্যা বলবে, তারাই পরম আগুনের সাথী। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী'।

রুকূ ৫

৪০. 'ও বনী ইসরাঈল! আমার নিয়ামত স্মরণ কর। সেই যা আমি তোমাদের উপর নিয়ামত করেছিলাম; এবং আমার প্রতি অঙ্গীকার পূর্ণ কর। আমিও তোমাদের প্রতি আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব; এবং একমাত্র আমাকেই- এরপর আমাকেই ভয় কর'।

৪১. 'এবং আমি যা নাজিল করেছি তার প্রতি বিশ্বাস কর। তোমাদের সাথে যা-তার জন্য এক সত্যতা নিশ্চিতকারী; এবং তোমরাই তার প্রতি প্রথম অস্বীকারকারী হবে না; এবং আমার আয়াত দিয়ে এক মূল্য বিনিময় করবে না- এক তুচ্ছও; এবং একমাত্র আমাকেই- এরপর আমাকেই ভয় কর'।

৪২. 'এবং পরম সত্যকে চরম মিথ্যা কথনের সাথে মেশাবে না; এবং এই সত্যকে গোপন করবে না - যখন তোমরা তা জান'।

৪৩. 'এবং পরম যোগাযোগ (আল-সালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর (ওয়া'আক্বিমূ وَأَقِيمُوا: এবং দাঁড়াও) ও সেই জাকাত দাও; এবং সকল রুকূকারীর সাথে রুকূ কর'।

৪৪. 'তোমরা কি এই মানুষকে পরম সততার প্রতি আদেশ দাও, যখন তোমরা তা ভুলে যাও- তোমরা নিজেরাই? কিন্তু তোমরা- তোমরাই এই কিতাব পাঠ কর? এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার করবে না'?

৪৫. 'এবং পরম ধৈর্যসহ সাহায্য চাও এবং পরম যোগাযোগেও (ওয়াল-সালাতি وَالصَّلَاةِ: এবং সকল সালাতেও); এবং নিশ্চয়ই এ পরম বিনীতদের উপর ছাড়া নিশ্চিত বিশাল কিছু'।

৪৬. তারাই- যারা বিশ্বাস করে তারা এমন যে, তারা তাদের রবের সাক্ষাৎ করবে; এবং তারা এমন যে, তাঁরই কাছে এক প্রত্যাবর্তনকারী'।

রুকূ ৬

৪৭. 'ও বনী ইসরাঈল! আমার নিয়ামত স্মরণ কর। সেই যা আমি তোমাদের উপর নিয়ামত করেছিলাম; এবং এই যে আমি- আমিই তোমাদেরকে এই বিশ্ব-জগতের সামনে বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলাম'।

৪৮. 'এবং এক দিনকে ভয় কর- এক ব্যক্তি থেকে এক ব্যক্তি এক কিছুতেই উপকারে আসবে না। তখন এর থেকে এক সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না; এবং এর থেকে এক ক্ষতিপুরণও গ্রহণ করা হবে না। তখন তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না'।

৪৯. 'এবং যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আওনের লোকজন থেকে রক্ষা করেছিলাম! তারা তোমাদেরকে মন্দ সেই শাস্তিতে ধরত- তোমাদের

পুত্রদেরকে জবাই করে ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিয়ে। তোমাদের রবের থেকে তখন তারই মধ্যে কঠিন এক পরীক্ষা'।

৫০. এবং যখন আমি তোমাদের জন্য সেই সাগরকে পৃথক করেছিলাম। এরপর আমি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলাম। তখন আমি ফির'আওনের লোকজনকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম; এবং তোমরা তাকিয়ে দেখছিলে'।

৫১. 'এবং যখন আমি মূসাকে চল্লিশ রাত নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। তারপর তোমরা সেই বাছুরকে গ্রহণ করেছিলে- তারই পরবর্তী থেকে, যখন তোমরা জালিম'।

৫২. 'তারপরও তার-ই পরবর্তী থেকে আমি তোমাদের প্রতি ক্ষমা করেছিলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার'।

৫৩. 'এবং যখন আমি মূসাকে সেই কিতাব ও সেই ফুরকান দিয়েছিলাম- যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হতে পার'।

৫৪. এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের এই বাছুরকে গ্রহণ করাসহ তোমরা তোমাদের নিজেদেরকেই জুলুম করেছ। এরপর তোমাদের মুক্তির দিকে ফিরে আস। এরপর তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা কর। সেই-ই তোমাদের স্রষ্টার কাছে তোমাদের জন্য তোমাদের কল্যাণ'। এরপর তিনি তোমাদের সামনে ফিরলেন। নিশ্চয়ই তিনি- তিনি পরম ফিরনেওয়ালা, পরম দয়ালু।

৫৫. এবং যখন তোমরা বললে, 'ও মূসা! আমরা যতক্ষণ না আল্লাহকে এক প্রকাশ্যে দেখি, আমরা কখনই তোমার প্রতি বিশ্বাস করব না'। এরপর তোমাদেরকে সেই বজ্রপাত ধরল, যখন তোমরা তাকিয়ে দেখছিলে'।

৫৬. তারপর আমি তোমাদের মৃত্যুর পরবর্তী থেকে তোমাদেরকে তুলে আনলাম- যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

৫৭. আমি তোমাদের উপর সেই মেঘের ছায়া দিয়েছিলাম; এবং আমি তোমাদের উপর সেই মান্না ও সেই সাল্ওয়া নাজিল করেছিলাম। 'খাও ভালো কিছু থেকে- যা আমি তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছি'। তখন তারা আমাকে জুলুম করে নি। কিন্তু তারা তাদের নিজেদেরকেই জুলুমকরণে ছিল।

৫৮. এবং যখন আমি বললাম, 'প্রবেশ কর এই জনপদে। এরপর তোমরা যেখানে ইচ্ছা কর- তা থেকে এক স্বাধীনভাবে খাও; এবং প্রবেশ কর সকল দ্বারে- এক সিজদাকারী; এবং বল, ক্ষমাপ্রার্থী! আমি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ ক্ষমা করব; এবং আমি সকল উত্তম কর্মশীলকে বাড়িয়ে দেব'।

৫৯. এরপর যারা জুলুম করছিল তারা তাদের প্রতি যা বলা হয়েছিল তারই ভিন্ন কিছুতে 'সেই কথা' বদলে দিল। এরপর যারা জুলুম করছিল, আমি তাদের উপর এই আকাশের মধ্য থেকে এক শাস্তি নাজিল করলাম। তার প্রতিই- তারা যা অমান্যকরণে ছিল।

রুকূ ৭

৬০. এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের জন্য পানীয় প্রার্থনা করল, এরপর আমি বললাম, 'তোমার লাঠি দিয়ে এই পাথরে আঘাত কর'। এরপর তার থেকে বারোটি ঝর্ণা উৎসারিত হলো। প্রত্যেক মানুষ অবশ্যই তাদের পানস্থান জানত। 'আল্লাহর রিজিক থেকে খাও ও পান কর; এবং এই পৃথিবীর মধ্যে দুষ্কর্ম করবে না- ফাসাদকারী'।

৬১. যখন তোমরা বললে, 'ও মূসা! আমরা কখনই একই খাদ্যের উপর ধৈর্য ধরব না। এরপর আমাদের জন্য তোমার রবকে ডাক। তিনি আমাদের জন্য এই ভূমিতে যা জন্মে তার থেকে এর শস্য বের করে আনুক। এর সবজি ও হলুদ-রসুন এবং ডাল ও পেঁয়াজ'। সে বলল, 'তোমরা কি সেই যা তার মন্দতর, সেই তাসহ এর কল্যাণ বদল করবে? মিশরের এক শহরে নেমে যাও। এরপর নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তা, তোমরা যা দাবী করছ'। যখন তারা নিজেদেরকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির প্রতি টেনে নিল, তখন তাদের উপর চরম হীনতা ও চরম দারিদ্রতা আঘাত করল। সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, তারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি অস্বীকারকরণে ছিল। তখন তারা পরম সত্য ভিন্নই সেই নবীদেরকে হত্যা করত। সেই-ই! তারা যার প্রতি অবাধ্য হয়েছিল- যখন তারা সীমালঙ্ঘনকরণে ছিল।

রুকূ ৮

৬২. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে; এবং তাদের যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং এই খ্রিষ্টান ও এই সাবিঈন- যারাই আল্লাহর প্রতি ও পরম আখিরাতের সেই দিনে বিশ্বাস করে এবং এক সৎকাজ করে, এরপর তাদের জন্য তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে। তখন তাদের সামনে ভয় নেই এবং তারা দুঃখও করবে না।

৬৩. এবং আমি যখন তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; এবং আমি তোমাদের ঊর্ধ্বে সেই তূরকে তুলে ধরেছিলাম, 'আমি তোমাদেরকে যা দিলাম, শক্তি দিয়ে ধর; এবং যা এর মধ্যে, তা স্মরণে রাখ- যাতে তোমরা সাবধানী হতে পার'।

৬৪. তারপর তোমরা মুখ ফেরালে- তারই পরবর্তী থেকে। এরপর তোমাদের উপর যদি না আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত থাকত, নিশ্চিত তোমরা সকল ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে থাকতে।

৬৫. এবং তোমাদের মধ্যে যারা সেই সাব্বাত সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করেছিল, নিশ্চয়ই তোমরা তাদেরকে জানো। এরপর আমি তাদের প্রতি বললাম, 'হও এক হীনগ্রস্ত বানর'।

৬৬. এরপর যারা তাদের হাতের মাঝের ও যারা তাদের উত্তরসূরী- আমি তাদের জন্য 'এ' এক শাস্তি বানালাম; এবং সকল সাবধানীর জন্য 'তা' এক সতর্কতা।

৬৭. যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলল, 'আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা এক গরু জবাই কর'। তারা বলল, 'তুমি কি আমাদেরকে এক ঠাট্টার বিষয় নিয়েছ? সে বলল, 'আমি আল্লাহর প্রতি আশ্রয় নিচ্ছি, যেন না আমি অজ্ঞদের মধ্যে থাকি'।

৬৮. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার রবকে ডাক! আমাদের জন্য পরিষ্কার করে বলুক- কেমন এটা'? সে বলল, 'নিশ্চয়ই তিনি বলছেন, নিশ্চয়ই এ এক গরু- বৃদ্ধ নয়, অল্পবয়স্কও নয়- তার-ই মাঝে মধ্যবয়সী। এরপর কর, তোমাদেরকে যা আদেশ করা হয়েছে'।

৬৯. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার রবকে ডাক। আমাদের জন্য পরিষ্কার করে বলুক- কি এর রং'? সে বলল, 'নিশ্চয়ই তিনি বলছেন, নিশ্চয়ই এ এক গরু- এর রং হলুদ উজ্জ্বল। সকল দর্শককে আনন্দ দেয়'।

৭০. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার রবকে ডাক। আমাদের জন্য পরিষ্কার করে বলুক- এ কোনটি? নিশ্চয়ই আমাদের সামনে সকল গরুই দেখতে একইরকম; এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, নিশ্চয়ই আমরা- আমরা নিশ্চিত পথ প্রাপ্তদের মধ্যে হব'।

৭১. সে বলল, 'নিশ্চয়ই তিনি বলছেন, নিশ্চয়ই তা এক গরু- কোনো ভূমি চাষকরণে ব্যবহৃত নয়; এবং কোনো শস্য ক্ষেতে পানি সেচ দেয় নি। এক শান্তশিষ্ট- তার মধ্যে ত্রুটি নেই'। তারা বলল, 'এখন তুমি পরম সত্যসহ এসেছ'। এরপর তারা একে জবাই করল, যদিও তারা তা করার কাছাকাছিও ছিল না।

রুকূ ৯

৭২. এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে, এরপর তোমরা এ সম্পর্কে প্রতিকার চাইছিলে; এবং তোমরা যা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশকারী।

৭৩. আমি বললাম, 'তাকে এর এক অংশ দিয়ে আঘাত কর'। সেইরকমই আল্লাহ সকল মৃতকে জীবন দেন; এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর আয়াত দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা আকল ব্যবহার করতে পার।

৭৪. তারপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল- তারই পরবর্তী থেকে। এরপর তারা পাথরের মতো অথবা আরও শক্ত- এক কঠিন; এবং নিশ্চয়ই এই পাথরের মধ্য থেকে যা নিশ্চিত উৎসারিত হয়, তার থেকে সব নদী; এবং নিশ্চয়ই এর থেকে যা নিশ্চিত বিদীর্ণ হয়- এরপর এ থেকে সেই পানি বের হয়ে আসে; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর ভয়ে তার থেকেই নিশ্চিত তা ধসে পড়ে; এবং তোমরা যা করে থাক, আল্লাহ তা গাফিলের প্রতি নন।

৭৫. এরপরও কি তোমরা আশা কর যে, তারা তোমাদের প্রতি বিশ্বাস করবে, যখন অবশ্যই তাদের থেকেই দলগুলো আছে- তারা আল্লাহর বাণী শুনতে থাকে, তারপর তারা তা বিকৃত করে? তারা যা বোঝে তারই পরবর্তী থেকে- যখন তারা তা জানে?

৭৬. এবং যখন তারা তাদের সাক্ষাত করে- যারা বিশ্বাস করেছে; তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি'; এবং যখন তারা চলে যায়, তখন তারা তাদের একে অন্যদের প্রতি বলে, 'আল্লাহ তোমাদের সামনে যা দিয়ে বিজয় দেবেন, তোমরা কি সেই হাদিস তাদেরকে দিয়ে দাও (আতুহাদিসূনাহুম بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)? তখন কি তোমরা তোমাদের রবের কাছে তা দিয়ে বিতর্ক করতে থাক'? এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার কর না?

৭৭. তারা কি জানে না এমন যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে থাকে এবং যা তারা প্রকাশ করতে থাকে?

৭৮. এবং তাদের থেকে নিরক্ষররা! তারা অলিক আশা করা ছাড়া এই কিতাব জানতে পারে না; এবং তারা অনুমান করতে থাকা ছাড়া নয়।

৭৯. এরপর যারা তাদের হাত দিয়ে সেই কিতাব লিখে থাকে, তারপর তারা বলে, 'এ আল্লাহর কাছ থেকে'- যাতে তারা তা দিয়ে এক মূল্য বেচাকেনা করতে পারে- এক অল্পই, তাদের জন্য দুর্ভোগ। এরপর তারা তাদের হাতে তার মধ্যে যা লিখেছে তাদের জন্য তা দুর্ভোগ; এবং তাদের প্রতি তা থেকেও দুর্ভোগ- যা তারা অর্জন করে।

৮০. এবং তারা বলে, 'আমাদেরকে কিছু সংখ্যক দিন ছাড়া এই আগুন কখনই স্পর্শ করবে না'। বল, 'তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে এক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছ? এরপর কি আল্লাহ কখনই তাঁর ওয়াদা ভাঙবেন না? অথবা তোমরা কি আল্লাহর উপর তা বলছো, যা তোমরা জান না'?

৮১. হ্যাঁ! যে অর্জন করে এক মন্দ, তখন তাকে তার পাপ এসহই ঘিরে ধরে। এরপর তারাই পরম আগুনের সাথী। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

৮২. এবং তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- তারাই পরম বাগানের সাথী। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

রুকূ ১০

৮৩. এবং যখন আমি বনী ইস্‌রাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম: 'তোমরা আল্লাহকে ছাড়া দাসত্ব করবে না; এবং মাতা-পিতার সাথে এবং আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম ও দুস্থ-দরিদ্রের সাথে এক উত্তম আচরণ; এবং মানুষের প্রতি কথা বলবে এক সৌন্দর্যে; এবং পরম যোগাযোগ (আল-সালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করবে ও সেই জাকাত দেবে'। তারপর তোমাদের থেকে এক অল্প ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তখন তোমরা অমান্যকারী।

৮৪. এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম: 'তোমরা তোমাদের রক্ত ঝরাবে না; এবং তোমাদের নিজেদেরকে তোমাদের বসতবাড়ি থেকে বহিষ্কার করবে না। এরপর তোমরা স্বীকার করলে- তখন তোমরাই সাক্ষী'।

৮৫. তারপরও তোমরা এদেরকে হত্যা করছ- তোমরা নিজেরাই; এবং তোমরা তোমাদের থেকেই এক দলকে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিষ্কার করছ। তোমরা এই পাপসহ ও এই সীমালঙ্ঘনে তাদের উপরে জাহির করছ; এবং যদি তারা তোমাদের কাছে বন্দিরূপে আসে, তোমরা তাদেরকে মুক্তিপণ কর- যখন তাদের উচ্ছেদকরণ, তা তোমাদের উপর নিষিদ্ধ। এরপর কি তোমরা এই কিতাবের একাংশের প্রতি বিশ্বাস কর; এবং একাংশের প্রতি অস্বীকার কর? তোমাদের থেকে যে তা করে, এরপর এই দুনিয়ার এই জীবনে এক অমর্যাদা ছাড়া তার কি প্রতিফল? এবং পরম কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিনতম সকল শাস্তির দিকে ফেরত পাঠানো হবে; এবং তোমরা যার সম্পর্কে করছ- আল্লাহ তার প্রতি গাফিলসহ নন।

৮৬. তারাই তারা- তারা পরম আখিরাত দিয়ে এই দুনিয়ার এই জীবন কিনে নেয়। এরপর তাদের প্রতি সেই শাস্তি হালকা করা হবে না। তখন তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

রুকূ ১১

৮৭. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে সেই কিতাব দিয়েছি; এবং আমি তার পরবর্তীতে থেকে সকল রাসূলের প্রতি তা অনুবর্তী করেছি; এবং আমি মারইয়াম পুত্র ঈসাকে পরিষ্কার সকল প্রমাণ দিয়েছিলাম। আমি তখন তাকে পরম পবিত্র রূহ দিয়ে শক্তিশালী করেছিলাম। এরপর কি যখনই তোমাদের কাছে তাসহ এক রাসূল আসে, যা তোমাদের নিজেদের মনোমত হয় না- তোমরা কি উদ্ধত হবে? এরপর কি তোমরা তার একাংশকে মিথ্যা বলবে এবং তোমরা এক দলকে হত্যা করবে?

৮৮. এবং তারা বলেছিল, 'আমাদের হৃদয় ঢাকা'। বরং আল্লাহ তাদেরকে তাদের অস্বীকার-প্রবণতার প্রতি লা'নত করেছেন। এরপর তারা এক অল্পই যা বিশ্বাস করে।

৮৯. এবং যখন আল্লাহর কাছ থেকে তাদের কাছে কিতাব আসল- সত্যতা নিশ্চিতকারী তার জন্য যা তাদের কাছের, তখন আগে থেকেই যারা অস্বীকার করছিল- তারা তার উপরেই বিজয় কামনায় ছিল। এরপর যখন তা তাদের কাছে আসল, তারা তা চিনতে পারলেও- তারা তার প্রতি অস্বীকার করল। এরপর এই সকল অস্বীকারকারীর উপর আল্লাহর লা'নত।

৯০. তারা তা দিয়ে তাদের নিজেদেরকে মন্দের সাথে বিনিময় করেছে। তারা যা অস্বীকার করে, আল্লাহ তাসহই এক অসন্তুষ্টি নাজিল করেছেন। আল্লাহ- তিনি তা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে তাঁর দাসদের থেকে যার উপর ইচ্ছা নাজিল করেন। এরপর তারা অসন্তোষের উপর অসন্তোষসহ টেনে আনল। তখন এই সকল অস্বীকারকারীর জন্য হীনতম শাস্তি।

৯১. এবং যখন তাদের প্রতি বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার প্রতি বিশ্বাস কর'। তারা বলে, 'আমরা আমাদের উপর যা নাজিল হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস করি'। কিন্তু তারা তার পিছনের তাসহই অস্বীকার করে, যখন তা পরম সত্য- যা তাদের সাথে, তার জন্য এক সত্যতা নিশ্চিতকারী। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে, এরপর কেন তোমরা আগে থেকেই আল্লাহর নবীদেরকে হত্যা করেছিলে'?

৯২. এবং নিশ্চয়ই মূসা তোমাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণসহ এসেছিল। তারপরও তার-ই পরবর্তী থেকে তোমরা সেই বাছুরকে গ্রহণ করেছিলে, যখন তোমরা জালিম।

৯৩. এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম; এবং আমি তোমাদের উপরে সেই তূরকে তুলে ধরেছিলাম: 'আমি তোমাদেরকে যা দিলাম শক্তিসহ আঁকড়ে ধর এবং শোন'। তারা বলল, 'আমরা শুনলাম এবং আমরা অমান্য করলাম'। তখন তারা তাদের হৃদয়ের মধ্যে তাদের অস্বীকৃতিসহ সেই বাছুরকে গ্রহণ করেছিল। বল, 'তোমাদেরকে মন্দের প্রতি যে আদেশ দেওয়া হয়- তারই প্রতি তোমাদের বিশ্বাস, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়েই থাক'!

৯৪. বল, 'যদি আল্লাহর কাছের পরম আখিরাতের সেই বসতবাড়িগুলো এই মানবজাতির পাশ থেকে এক একান্তভাবে তোমাদের জন্যই হয়, এরপর সেই মৃত্যু কামনা কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

৯৫. এবং তাদের হাত যাসহ যাতে অগ্রিম পাঠিয়েছে- তাতে তারা এ কখনও কামনা করবে না- কখনই; এবং আল্লাহ সকল জালিমের প্রতি জ্ঞাত।

৯৬. এবং তুমি এই মানুষের অধিকাংশকেই তাদের জীবনের উপর নিশ্চিত অতি লোভী পাবে। তারা তখন তাদের মধ্য থেকেই শরীক করে। তাদের একেকজন ভালবাসে- যদি তাদের আয়ু দেওয়া হতো হাজার বছর! কিন্তু তাকে যদি সে আয়ু দেওয়া হয়ও, সে নিজেকে পরম শাস্তির মধ্য থেকে অপসারণকারীর সাথে নয়; এবং আল্লাহ দ্রষ্টা তার প্রতি- তারা যা করতে থাকে।

রুকূ ১২

৯৭. বল, 'যে হয় জিব্‌রীলের জন্য শত্রু- এরপরও নিশ্চয়ই সে আল্লাহর অনুমতিসহই তোমার হৃদয়ের উপরে তা পৌঁছে দিয়েছে। যা সেই হাতের নাগালে- তার জন্য এক সত্যতা নিশ্চিতকারী; এবং সকল বিশ্বাসীর জন্য এক পথ-নির্দেশ ও শুভসংবাদ'।

৯৮. যে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের এবং তাঁর রাসূলদের ও জিব্‌রীল ও মীকাঈলের প্রতি এক শত্রু হয়, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল অস্বীকারকারীর জন্য শত্রু।

৯৯. এবং অবশ্যই আমি তোমার প্রতি পরিষ্কার প্রমাণ আয়াত নাজিল করেছি; এবং চরম অবাধ্যরা ছাড়া এর প্রতি কেউ অস্বীকার করে না।

১০০. তারা যখনই ওয়াদা করে- এক ওয়াদা; তাদের থেকেই এক দল- তারা কি তা ছুড়ে ফেলে? বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

১০১. এবং যখন আল্লাহর কাছ থেকে এক রাসূল তাদের কাছে আসল- যা তাদের সাথের, তার জন্য সত্যতা নিশ্চিতকারী- যাদেরকে আল্লাহর সেই কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যের এক দল- তারা তা তাদের পিঠের পিছনে ছুড়ে ফেলল, যেন তারা জানেই না।

১০২. এবং তারা অনুসরণ করল তার- সেই শয়তানরা সুলায়মানের রাজত্বের উপর যা পাঠ করে শোনাত। সুলায়মান অস্বীকার করে নি। কিন্তু সেই শয়তানরাই অস্বীকার করেছিল। তারা সেই সকল মানুষকে সেই জাদু শিক্ষা দিত। তখন তা ব্যাবিলনের প্রতি সেই দুই ফেরেশতা- হারূত ও মারূতের উপর নাজিল হয়েছিল। তারা একজনকেও শিক্ষা দিত না- যে পর্যন্ত না তারা বলত, 'আমরা শুধুমাত্র পরীক্ষা! এরপর অস্বীকার করবে না'। এরপরও তারা তাদের দু'জনের থেকে তা শিখতে থাকত। তারা তা দিয়ে সেই পুরুষ ও তাদের স্ত্রীদের মাঝে পৃথক করে দিত। তারা যদিও আল্লাহর অনুমতিসহ ছাড়া তা দিয়ে একজনকেও ক্ষতি করার প্রতি ছিল

না। কিন্তু তারা তাই শিখত- যা তাদেরকেই ক্ষতি করত। তখন তা তাদের উপকারে আসত না; এবং তারা জানত যে, নিশ্চয়ই যারা তা কিনবে তার ফলে তাদের জন্য পরম আখিরাতের মধ্যের সৃষ্টিগুলো থেকে নেই। কিন্তু তারা যা দিয়ে তাদের নিজেদেরকেই বিনিময় করেছে, নিশ্চিত তা মন্দ- যদি তারা জানত!

১০৩. কিন্তু তারা যদি এমন হতো যে, তারা বিশ্বাস করত ও তারা সাবধান হতো, তাহলে আল্লাহর কাছ থেকেই এক কল্যাণকর নিশ্চিত পুরস্কার- যদি তারা জানত!

রুকূ ১৩

১০৪. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! রা'ইনা বলবে না; বরং উনজুরনা বল এবং শুনতে থাক'; এবং এই সব অস্বীকারকারীর জন্য যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তি।

১০৫. এই কিতাবের লোকজনের থেকে যারা অস্বীকার করে, তারা পছন্দ করে না এবং এই সকল মুশরিকও নয় যে, 'তোমাদের উপর তোমাদের রবের থেকে ভালো কিছু নাজিল হতে থাকুক'। কিন্তু আল্লাহ- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাঁর রহমতসহ মনোনীত করেন; এবং আল্লাহ সকল বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী, পরম শ্রেষ্ঠ।

১০৬. আমি আয়াতগুলো থেকে যা মুছে দেই অথবা আমি যা ভুলিয়ে দেই, আমি এর থেকে কল্যাণকরসহ অথবা এর মতোই আনি। তুমি কি জান না, আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা?

১০৭. তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ- তাঁর জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর রাজ্য; এবং তোমাদের জন্য আল্লাহর পাশ থেকে এক অভিভাবক নেই এবং এক সাহায্যকারীও নেই?

১০৮. অথবা তোমরা কি চাও যে, তোমরা তোমাদের রাসূলকে প্রশ্ন করবে- যেমন আগে থেকেই মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? এবং যে এই বিশ্বাস দিয়ে সেই সকল অস্বীকৃতি বদলে নেয়, এরপর সে অবশ্যই একই সমান সেই পথে বিভ্রান্ত হয়।

১০৯. সেই কিতাবের লোকজন থেকে অনেকেই আশা করে যে, তারা যদি তোমাদেরকে তোমাদের বিশ্বাসের পরবর্তী থেকে এক অস্বীকার প্রবণতায় ফিরিয়ে নিতে পারত! তাদের নিজেদের কাছ থেকে এক হিংসা! তাদের প্রতি সেই পরম সত্য- তাদের কাছে যা পরিষ্কার বলা হয়েছে- তারই পরবর্তী থেকে! এরপর ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা।

১১০. এবং 'পরম যোগাযোগ' (আল-সালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর ও সেই জাকাত দাও; এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর থেকে যা অগ্রিম পাঠাও, তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, আল্লাহ তার প্রতি দ্রষ্টা।

১১১. এবং তারা বলে, 'এক ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান ছাড়া কেউ কখনই পরম বাগানে প্রবেশ করবে না'। তা তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা! বল, 'তোমাদের যুক্তি-প্রমাণ আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

১১২. হ্যাঁ! যে তার মুখমন্ডল আল্লাহরই জন্য 'সমর্পণ করে' (আসলামা أَسْلَمَ: আত্মসমর্পন করে, মুসলিম হয়) এবং সে উত্তম কর্মশীল, এরপর তার জন্য তার রবের কাছে তার পুরস্কার। তখন তাদের সামনে ভয় নেই ও তারা দুঃখও করবে না।

রুকূ ১৪

১১৩. এবং এই ইয়াহূদীরা বলে, 'এই খ্রিষ্টানদের সামনে কিছুই নেই'; এবং এই খ্রিষ্টানরা বলে, 'এই ইয়াহূদীদের সামনে কিছুই নেই'- যদিও তারা সেই কিতাব পাঠ করে থাকে! সেইরকমই তারা বলে, যারা জানে না। একইরকম তাদের কথা। এরপর আল্লাহ পরম কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে তার সম্পর্কে হুকুম দিয়ে দেবেন- তারা যে সম্পর্কে মতভেদকরণে ছিল।

১১৪. এবং কে অধিক জালিম তার থেকে, যে আল্লাহর মসজিদের প্রতি বাধা দেয়- যার মধ্যে তাঁর নাম স্মরণ করা হয়; এবং সে এ ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়? তারাই- তাদের জন্য নয় যে, তারা এতে ভয়-ভীতি ছাড়া প্রবেশ করবে। তাদের জন্য এই দুনিয়ার অমর্যাদা; এবং তাদের জন্য পরম আখিরাতের মধ্যে সেরা এক শাস্তি!

১১৫. এবং আল্লাহরই জন্যই এই পূর্ব ও এই পশ্চিম। এরপর তোমরা যে দিকেই ফিরবে, এরপর সেদিকেই আল্লাহর 'মুখ'। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী, জ্ঞাত।

১১৬. এবং তারা বলে, 'আল্লাহ এক সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি মহান! বরং তাঁর জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে। সকলেই তাঁর প্রতি একান্ত অনুগত।

১১৭. উদ্ভাবক এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর; এবং তিনি যখন এক আদেশের সিদ্ধান্ত দেন, এরপর তার জন্য তিনি শুধুমাত্র বলেন, 'হও'। এরপর তা হয়ে যায়।

১১৮. এবং যারা জানে না তারা বলে, 'আল্লাহ কী জন্য আমাদের সাথে কথা বলেন না; অথবা আমাদের কাছে আয়াত আসে? সেইরকমই তারা বলত,

যারা তাদের আগে থেকে। একইরকম তাদের কথা। তাদের অন্তর একই ধরনের হয়েছে। নিশ্চয়ই আমি সম্প্রদায়গুলোর জন্য এই সকল আয়াত পরিষ্কার করে বলেছি, যাতে তারা নিশ্চিত হতে পারে'।

১১৯. নিশ্চয়ই আমি- আমিই তোমাকে পরম সত্যসহ পাঠিয়েছি- এক শুভ সংবাদদাতা ও এক সতর্ককারী; এবং তোমাকে সেই জ্বলন্ত আগুনের সাথীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।

১২০. এবং এই সকল ইয়াহূদী তোমার প্রতি কখনই সন্তুষ্ট হবে না; এবং এই সকল খ্রিষ্টানও নয়- যতক্ষণ না তুমি তাদের মতবাদ অনুসরণ কর। বল, 'নিশ্চয়ই পথ-নির্দেশ আল্লাহরই। সেই-ই এই পথ-নির্দেশ'; এবং তোমার কাছে পরম জ্ঞানের মধ্য থেকে যা এসেছে- তুমি যদি তার পরবর্তী থেকে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

১২১. আমি যাদেরকে সেই কিতাব দিয়েছি, তাদের যারা তা পাঠ করে- সত্যিকার তার পাঠ; তারাই এর প্রতি বিশ্বাস করে; কিন্তু যারা এর প্রতি অস্বীকার করতে থাকে, তারপর তারাই- তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত।

রুকূ ১৫

১২২. 'ও বনী ইসরাঈল! আমার নিয়ামত স্মরণ কর! সেই যা আমি তোমাদের উপর নিয়ামত করেছিলাম; এবং এই যে আমি- আমিই তোমাদেরকে এই বিশ্ব জগতের সামনে বিশেষ অনুগ্রহ করেছি'।

১২৩. এবং এক দিনের ভয় কর- কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে এক কিছুই অর্জন করবে না। তখন এর থেকে মুক্তিপণ নেওয়া হবে না; এবং এর সুপারিশ উপকারও করবে না। তখন তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

১২৪. এবং যখন ইবরাহীমকে তার রব 'বাণী' দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, এরপর সে তা পূর্ণ করেছিল। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাকে সকল মানুষের জন্য এক নেতা বানাচ্ছি'। সে বলল, 'এবং আমার বংশধর থেকেও'? তিনি বললেন, 'আমার অঙ্গীকার চরম জালিমে পৌঁছায় না'।

১২৫. এবং আমি যখন 'এই ঘরকে' সকল মানুষের জন্য 'এক পরিচ্ছদ' (মাসাও'বাতান مَثَابَةً: এক সওয়াব/পোষাক/পুরস্কার) ও এক নিরাপত্তা বানিয়েছি; তখন তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থান থেকে 'এক যোগাযোগ স্থান' (মুসাল্লান مُصَلًّى: সালাতের স্থান/মাধ্যম) গ্রহণ কর। আমি তখন ইবরাহীম এবং ইসমাঈলের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে: 'আমার ঘরকে সকল তাওয়াফকারী ও সকল ই'তিকাফকারী এবং সকল রুকূকারী ও সকল সিজ্‌দাকারীর জন্য পবিত্র রাখ'।

১২৬. এবং ইবরাহীম যখন বলল, 'ও আমার রব! একে নিরাপদ এক শহর বানান; এবং এর যারা আল্লাহর প্রতি ও পরম আখিরাতের সেই পরম দিনে বিশ্বাস করে, তাদের থেকে সেই লোকজনকে সকল ফলমূলের মধ্য থেকে রিজিক দেন'। তিনি বললেন, 'এরপর যে অস্বীকার করে- আমি তাদেরকেও এক অল্প ভোগসামগ্রী দেব। তারপর আমি তাকে পরম আগুনের শাস্তির প্রতি বাধ্য করব। তখন সেই গন্তব্য মন্দ হবে'।

১২৭. এবং যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল সেই ঘরের মধ্য থেকে সেই প্রাচীর তুলছিল: 'ও আমাদের রব! আমাদের থেকে গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আপনি- আপনিই সর্ব শ্রোতা, সর্ব জ্ঞাত'।

১২৮.'ও আমাদের রব! আপনার জন্য আমাদের উভয়কেই মুসলিম এবং আপনারই জন্যই আমাদের বংশধরদের থেকে এক মুসলিম জাতি বানান; এবং আমাদেরকে আমাদের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন; এবং আমাদের সামনে ফেরেন। নিশ্চয়ই আপনি- আপনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

১২৯. 'ও আমাদের রব! -- এবং তাদের থেকেই তাদের মধ্যে এক রাসূল তুলে আনেন। সে তাদের সামনে আপনার আয়াত পাঠ করবে; এবং তাদেরকে এই কিতাব ও এই বিচক্ষণতা শিক্ষা দেবে; এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই আপনি- আপনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ'।

রুকূ ১৬

১৩০. এবং যে তার নিজেকে বোকা বানিয়েছে সে ছাড়া- কে তার আশা ইবরাহীমের মতবাদ থেকে ফিরিয়ে নেয়? এবং নিশ্চয়ই আমি তাকে এই দুনিয়াতে মনোনীত করেছি; এবং নিশ্চয়ই সে পরম আখিরাতে নিশ্চিত সকল সৎকর্মশীলের মধ্যে।

১৩১. যখন তার রব তার প্রতি বললেন, 'মুসলিম হও'। সে বলল, 'আমি এই বিশ্ব জগতের রবের জন্য মুসলিম হলাম'।

১৩২. যখন ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়া'কূবকেও 'এসহ' নির্দেশ দিল: 'ও আমার সন্তানেরা! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে মনোনীত করেছেন। এরপর তোমরা যখন মুসলিম ছাড়া, তোমরা মুত্যুবরণ করবে না'।

১৩৩. অথবা তোমরা কি সাক্ষী ছিলে, যখন ইয়া'কূবের সেই মৃত্যু হাজির হয়েছিল? সে যখন তার সন্তানদের প্রতি বলেছিল, 'তোমরা আমার পরবর্তী থেকে কিসের দাসত্ব করবে'? তারা বলল, 'আমরা আপনার ইলাহ এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইস্‌মাঈল এবং ইসহাকের ইলাহ্-এর দাসত্ব করব। এক ইলাহ- একমাত্র; এবং আমরা তাঁরই জন্য মুসলিম'।

১৩৪. সেই জাতি! অবশ্যই তারা চলে গেছে। তাদের জন্য তা- তারা যা অর্জন করেছে; এবং তোমাদের জন্য তা- তোমরা যা অর্জন করেছ; এবং তারা যা আমলকরণে ছিল, তোমাদেরকে তার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।

১৩৫. এবং তারা বলে, 'এক ইয়াহূদী অথবা খ্রিষ্টান হও- তোমরা পথ পাবে'। বল, 'বরং ধর্মাদর্শ ইবরাহীমেরই- এক সরাসরি; এবং সে মুশরিকদের মধ্যে ছিল না'।

১৩৬. বল, 'আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর প্রতি ও যা নাজিল হয়েছে আমাদের উপর এবং যা নাজিল হয়েছে ইবরাহীম ও ইসমাঈল এবং ইসহাক ও ইয়া'কূব এবং তাদের বংশধরদের প্রতি; এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে; এবং তাদের রবের থেকে যা দেওয়া হয়েছে সকল নবীকে; এবং আমরা তাদের থেকে একজনের মধ্যেও পার্থক্য করি না; এবং আমরা তাঁরই জন্য মুসলিম'।

১৩৭. এরপর যদি তারা তেমনসহ তার প্রতি বিশ্বাস করে, যা তোমরা বিশ্বাস করেছ- এরপর অবশ্যই তারা পথপ্রাপ্ত হয়েছে; এবং যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারপর তারা শুধুমাত্র এক বিবাদের মধ্যে। এরপর আল্লাহই তোমার জন্য তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট হবেন; এবং তিনি পরম শ্রোতা, সর্ব জ্ঞাত।

১৩৮. 'আল্লাহরই রং; এবং কে আল্লাহর পক্ষে এক রং-এ উত্তম? এবং আমরা তাঁরই জন্য দাস'।

১৩৯. বল, 'তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সাথে বিতর্ক করবে, যখন তিনিই আমাদের রব; এবং তোমাদেরও রব? আমাদের জন্য আমাদের আমল; এবং তোমাদের জন্য তোমাদের আমল; এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ'।

১৪০. অথবা তোমরা কি বল, 'ইবরাহীম ও ইসমাঈল এবং ইসহাক ও ইয়া'কূব এবং তাদের বংশধর এক ইয়াহূদী অথবাা খ্রিষ্টান ছিল'? বল, 'তোমরা কি অধিক জান অথবা আল্লাহ? এবং তার থেকে কে অধিক জালিম- যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছের এক সাক্ষ্য-প্রমাণ গোপন করে? এবং আল্লাহ তা অনবহিত নন, তোমরা যা করছ'।

১৪১. সেই জাতিগুলো! অবশ্যই তারা চলে গেছে। তাদের জন্য তা, তারা যা অর্জন করেছে; এবং তোমাদের জন্য তা, তোমরা যা অর্জন করছ; এবং তোমাদেরকে তাতে প্রশ্ন করা হবে না- তারা যা করত।

রুকূ ১৭

১৪২. এই মানুষের মধ্যের চরম বোকারা বলে, 'কীসে তাদেরকে তাদের ক্বিবলা থেকে ফিরিয়ে দিল- সেই তারা যাতে এর সামনে ছিল'? বল, 'আল্লাহরই জন্য এই পূর্ব ও এই পশ্চিম। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে এক সরল-সোজা পথের দিকে পথ দেখান'।

১৪৩. এবং সেইরকমই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতি বানিয়েছি। তোমরা যাতে এই মানুষের উপর সাক্ষী হতে পার; এবং এই রাসূল যাতে তোমাদের উপর এক সাক্ষী হতে পারে; এবং তুমি তার যাতে সামনে ছিলে- আমি সেই ক্বিবলা বানাই নি এ ছাড়া যে, আমি যাতে জানতে পারি: 'তাদের থেকে কারা এই রাসূলকে অনুসরণ করে- কে তার গোড়ালির উপর পিছনে ফিরে যায়'; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ যাদেরকে পথ দেখিয়েছেন তাদের উপর ছাড়া- 'এ' নিশ্চিত এক বিশাল কিছু ছিল; এবং আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাসকে নষ্ট করার জন্য ছিলেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ এই মানুষের প্রতি নিশ্চিত স্নেহশীল, দয়ালু।

১৪৪. নিশ্চয়ই আমি দেখি তোমার মুখ এই আকাশের মধ্যে ফেরানো। এরপর আমি তোমাকে এক ক্বিবলা নিশ্চিত ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি এতে সন্তুষ্ট হবে। এরপর তোমার মুখ সে দিকে ফেরাও- সেই মাসজিদ আল'হারাম; এবং তোমরা যেখানে-যাতেই থাক, এরপর তোমাদের মুখ তার দিকে ফেরাও; এবং যাদেরকে সেই কিতাব দেয়া হয়েছে, নিশ্চয়ই তাদের তারা নিশ্চিত জানে তা এমন যে, এই সত্য তাদের রবের থেকে; এবং তারা যা করতে থাকে, আল্লাহ তাতে গাফিলসহ নন।

১৪৫. এবং যাদেরকে সেই কিতাব দেওয়া হয়েছে- তুমি যদি তাদের প্রত্যেকের প্রতি নিশ্চিত আয়াতও দাও, তারা তোমার ক্বিবলার অনুসরণ করবে না; এবং তুমিও তাদের ক্বিবলার অনুসরণকারীদের সাথে নও; এবং তাদের একে- অপরের ক্বিবলার অনুসরণকারীদের সাথে নয়; এবং তোমার কাছে 'এই জ্ঞানের' মধ্য থেকে যা এসেছে, তুমি যদি তার পরবর্তী থেকে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর- নিশ্চয়ই তুমি তখন নিশ্চিত সকল জালিমের মধ্যে।

১৪৬. আমি তাদের যাদেরকে সেই কিতাব দিয়েছি, তারা তা চিনতে পারে- যেমন তারা তাদের সন্তানদের চিনতে পারে; এবং নিশ্চয়ই তাদের থেকে একদল- তারা তা জেনেই, তারা এ সত্য নিশ্চিত গোপন করে।

১৪৭. এই সত্য তোমার রবের থেকে। এরপর তুমি সেই সন্দেহকারীদের মধ্যে থাকবে না।

রুকূ ১৮

১৪৮. এবং প্রত্যেকের জন্যই এক দিক। সেই এর অভিভাবকত্বকারী। এরপর তোমরা সকল কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই-যাতে থাক না, আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্রে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

১৪৯. এবং নিশ্চয়ই যখন 'এ' তোমার রবের থেকে নিশ্চিত পরম সত্য, এরপর তুমি যেখান থেকেই বের হও- তোমার মুখ এই মসজিদ আল'হারামের দিকে ফেরাও; এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তাতে গাফিলসহ নন।

১৫০. এবং যেখান থেকেই তোমরা বের হও, এরপর তোমাদের মুখ এই মসজিদ আল'হারামের দিকে ফেরাও; এবং যেখানেই-যাতে তোমরা থাক, এরপর তোমাদের মুখ তার দিকে ফেরাও। যাতে তাদের মধ্যে যারা জালিম তারা ছাড়া- এই মানুষের জন্য তোমাদের উপর বিতর্ক না থাকে। এরপর তাদেরকে ভয় করবে না এবং আমাকেই ভয় করবে; যাতে আমি তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করতে পারি; এবং যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হতে পার।

১৫১. যেমন আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের মধ্যে এক রাসূল পাঠিয়েছি। সে তোমাদের সামনে আমার আয়াত পাঠ করে; এবং সে তোমাদেরকে পবিত্র করে; এবং সে তোমাদেরকে এই কিতাব ও এই বিচক্ষণতা শিক্ষা দেয়; এবং সে তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়, যা তোমাদের কখনই জানা ছিল না।

১৫২. এরপর আমাকেই স্মরণ কর। আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব; এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও; এবং আমাকে অস্বীকার করবে না।

রুকূ ১৯

১৫৩. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! পরম ধৈর্যের সাথে সাহায্য চাও; এবং 'পরম যোগাযোগেও' (ওয়াল-সালাতি وَٱلصَّلَوٰةِ: পরম সালাতেও)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল ধৈর্যশীলের সাথে।

১৫৪. এবং যারা আল্লাহর পথের মধ্যে নিহত হয়েছে- তাদের প্রতি বলবে না, 'তারা মৃত'। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।

১৫৫. এবং আমি তোমাদেরকে সকল ভীতির ও সকল ক্ষুধায় এবং সকল ধন-সম্পদের মধ্যে ও সকল ব্যক্তিতে এবং সকল ফল-ফলাদির ক্ষয়ক্ষতির মধ্য থেকে কিছুসহ নিশ্চিত পরীক্ষা করব; এবং পরম ধৈর্যশীলদেরকে শুভসংবাদ দাও-

১৫৬. তারাই তারা- যখন তাদেরকে বিপদ আঘাত করে; তারা বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য; এবং আমরা নিশ্চয়ই তাঁরই কাছে ফেরতগামী'।

১৫৭. তারাই- তাদের রবের থেকে তাদের উপরেই 'যোগাযোগের বিষয়' (সালাওয়াতুন صَلَوَاتٌ: সালাত/সংযোগ/অনুগ্রহের বিষয়) ও রহমত; এবং তারাই- তারা এই পথপ্রাপ্ত।

১৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতীক থেকেই এই সাফা ও এই মারওয়া। এরপর যে এই ঘরে হজ্জ করে অথবা উমরা করে, এরপর তার উপর পাপ নেই যে- সে তাদের উভয়টির প্রতি তাওয়াফ করবে; এবং যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক কল্যাণ করে, তারপর নিশ্চয়ই আল্লাহ মূল্যায়নকারী, জ্ঞাত।

১৫৯. নিশ্চয়ই আমি এই পরিষ্কার প্রমাণ ও এই পথ-নির্দেশের মধ্য থেকে যা নাজিল করেছি, আমি সকল মানুষের জন্য এই কিতাবের মধ্যে তা বিস্তারিতভাবে বলেছি। তারই পরবর্তী থেকে তাদের যারা 'তা' গোপন করে- তারাই! আল্লাহ তাদেরকে অভিশপ্ত করেন; এবং তাদেরকে সকল অভিশপ্তরাও অভিশাপ দেয়।

১৬০. তারা ছাড়া- যারা অনুতপ্ত হয় ও নিজেকে সংশোধন করে এবং পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে। এরপর তারাই- আমি তাদের সামনে ফিরি। আমি তখন পরম ফিরনেওয়ালা, পরম দয়াময়।

১৬১. এবং নিশ্চয়ই তাদের যারা অস্বীকার করে এবং তারা মারা যায়- যখন তারা অস্বীকারকারী, তারাই তারা- তাদের উপর আল্লাহ এবং সকল ফেরেশতা ও সকল মানুষের- সকলেরই সমবেতভাবে লানত।

১৬২. তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। তাদের থেকে সেই শাস্তি হালকা করা হবে না। তাদেরকে তখন অবকাশও দেওয়া হবে না।

১৬৩. এবং তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ- একমাত্র। নেই ইলাহ- তিনি ছাড়া। পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

রুকূ ২০

১৬৪. নিশ্চয়ই এই আকাশ ও এই পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যে; এবং এই রাত ও এই দিনের পরিবর্তনে; এবং সেই নৌকা- সেই সমুদ্রের মধ্যে যা কিছু চলাচল করে, যা দিয়ে সকল মানুষ লাভবান হতে পারে; এবং আল্লাহ এই আকাশের মধ্য থেকে এক পানি থেকে যা বর্ষণ করেন- এরপর তিনি তা দিয়ে এই ভূমিকে তার মৃত্যুর পরবর্তীতে জীবিত করেন এবং এরই মধ্যে প্রত্যেকটি জীবজন্তু থেকে বিচরণ করে; এবং এই বায়ুর দিকের পরিবর্তনে; এবং এই আকাশ ও এই পৃথিবীর মাঝে এই সব মেঘমালার পরম নিয়ন্ত্রণকরণ- আকল ব্যবহার করে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য নিশ্চিত আয়াত।

১৬৫. এবং এই মানুষের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর পাশ থেকে এক সমকক্ষ গ্রহণ করে- তারা তাদেরকে ভালোবাসে, যেমন তারা আল্লাহকে ভালোবাসে। কিন্তু তাদের যারা বিশ্বাস করে- তারা আল্লাহর প্রতি এক ভালোবাসায় অধিক শক্তিশালী; এবং যারা জালিম- যখন তারা সকল শাস্তি দেখবে, তুমি যদি তখন তাদেরকে দেখতে! তা এমন যে, আল্লাহর জন্যই পরম শক্তি একত্রে সমবেত; এবং এমন যে, আল্লাহ কঠোর সকল শাস্তিতে।

১৬৬. তারা যখন পরম শাস্তি দেখবে- যাদেরকে অনুসরণ করা হতো, তারা তখন যারা অনুসরণ করত- তাদের মধ্য থেকে মুক্ত হয়ে যাবে; এবং তাদের সাথের সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা হবে।

১৬৭. এবং যারা অনুসরণ করত তারা বলবে, 'যদি এমন হতো যে, আমাদের জন্য এক ফেরার সুযোগ- এরপর আমরা তাদের থেকে মুক্ত থাকতাম, যেমন তারা আমাদের থেকে মুক্ত হয়ে গেল'। সেইরকমই আল্লাহ তাদেরকে তাদের সামনে তাদের আমলকে এক আক্ষেপ দেখাবেন; এবং তারা সেই আগুনের মধ্য থেকে বর্হিগমনকারীদের সাথেও নয়।

রুকূ ২১

১৬৮. 'ও তোমরা এই মানুষ! এই পৃথিবীর মধ্যে যা এক হালাল- এক ভালো কিছু তার থেকে খাও: এবং সেই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য পরিষ্কারকৃত এক শত্রু'।

১৬৯. 'সে তোমাদেরকে আদেশ দেয় শুধুমাত্র চরম মন্দ ও চরম অনৈতিকতার প্রতি; এবং তোমরা যাতে আল্লাহর উপর বল- যা তোমরা জান না'।

১৭০. তাদের প্রতি যখন বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার অনুসরণ কর'; তারা বলে, 'বরং আমরা অনুসরণ করব যা আমরা পেয়েছি- যার উপর আমাদের বাপ-দাদারা'। যদিও তাদের বাপ-দাদারা এক কিছু আকল ব্যবহারকরণে ছিল না; এবং তারা পথপ্রাপ্তও হয় নি।

১৭১. এবং যারা অস্বীকার করে তাদের উদাহরণ- যেমন উদাহরণ একজনের, সে তার প্রতি চীৎকার করতে থাকে, যে তখন এক ডাক শোনে না- এক চীৎকার ছাড়া! বধির, মূক, অন্ধ! এরপর তারা আকল ব্যবহার করতে পারে না।

১৭২. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! খাও ভালো কিছু থেকে- যা আমি তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছি; এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর- যদি তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্বকরণে থাক'।

১৭৩. তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন শুধুমাত্র সেই মৃত কিছু ও সেই রক্ত; এবং সকল শূকরের সেই মাংস; এবং যা আল্লাহ ভিন্ন কিছুসহ কারও প্রতি উৎস্বর্গ করা হয়েছে। এরপর যে বিদ্রোহ ভিন্ন বাধ্য হয়- যখন সীমালঙ্ঘনকারীও নয়, এরপর তার উপর পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৭৪. আল্লাহ এই কিতাবের মধ্যে যা নাজিল করেছেন, নিশ্চয়ই যারা তা গোপন করে এবং তারা তা দিয়ে এক মূল্য কিনে নেয়- এক অল্পও, তারাই- তারা তাদের পেটের মধ্যে পরম আগুন ছাড়া খায় না; এবং পরম কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না; এবং তিনি তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তখন তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তি।

১৭৫. তারাই তারা- যারা এই পথ-নির্দেশনা দিয়ে চরম বিভ্রান্তি এবং পরম ক্ষমা দিয়ে চরম শাস্তি কিনে নেয়। এরপর তাদের ধৈর্যশীলতা পরম আগুনের উপর!

১৭৬. সেই-ই এমনসহ যে, আল্লাহ এই কিতাব পরম সত্যসহ নাজিল করেছেন; এবং তাদের যারা এই কিতাব সম্পর্কে মতভেদ করে, নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত দূরের বিবাদের মধ্যে।

রুকূ ২২

১৭৭. 'পরম নীতিবানের ভিত্তি' (আল'বিরা الْبِرَّ) হতে পারে না যে, তোমরা তোমাদের মুখ 'সামনা-সামনি' (ক্বিবালা قِبَلَ: মুখোমুখি) এই পূর্ব ও এই পশ্চিমে ফেরাবে। কিন্তু 'এই নীতিবানের ভিত্তি' (আল'বিরা الْبِرَّ)- তারা কি আল্লাহর প্রতি ও সর্বশেষ পরম দিনে এবং সকল ফেরেশতায় ও এই কিতাবে এবং সকল নবীকে বিশ্বাস করে? এবং তারা কি তাদের সম্পদ সেই আত্মীয়-স্বজন ও সেই ইয়াতীম এবং সেই অভাবগ্রস্ত ও সেই পথের সন্তানদের এবং সেই সাহায্যপ্রার্থীকে ও সেই দাস মুক্তিতে- তাদেরকে তার ভালোবাসার উপরে দান করে? এবং তারা কি পরম যোগাযোগ (আল-সালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে ও সেই জাকাত প্রদান করে? এবং তারা যখন ওয়াদা করে, তারা কি তাদের ওয়াদার পরম পূর্ণকারী এবং চরম দুঃখ-ক্লেশে ও অর্থ-সংকট-দুর্ভোগে ও সেই সংগ্রাম-সংকটের সেই সময়ে পরম ধৈর্যশীল? তারাই তারা- যারা সত্য বলে; এবং তারাই- তারা 'সেই সাবধানতা অবলম্বনকারী' (আল'মুত্তাকূনা الْمُتَّقُونَ: সেই মুত্তাকী)।

১৭৮. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদের উপর সকল হত্যা সম্পর্কে সকল কিসাস লিখিত হয়েছে। স্বাধীন সকল ব্যক্তি- স্বাধীন সকল ব্যক্তি দিয়ে; এবং সব দাস- সব দাসদের প্রতি; এবং সব নারী- সব নারীর প্রতি। এরপর যে তার ভাইয়ের থেকে তার জন্য এক কিছু ক্ষমা করে, এরপর সে তা পরম ন্যায়ের সাথে অনুসরণ করবে; এবং সেও তা পরম

সৌজন্যের সাথে তার কাছে ফিরিয়ে দেবে। সেই-ই তোমাদের রবের থেকে এক ভার লাঘব ও এক রহমত। এরপর তারই পরবর্তীতে যে সীমালঙ্ঘন করে, এরপর তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'।

১৭৯. এবং তোমাদের জন্য এই কিসাসের মধ্যেই জীবন- 'ও সব বুঝদার লোকেরা! যাতে তোমরা সাবধানী হতে পার'।

১৮০. তোমাদের উপর লিখিত হয়েছে, 'যখন তোমাদের কারও একজনের সেই মৃত্যু হাজির হবে, সে যেন পরম ন্যায়ের সাথে তার পিতামাতা ও তার নিকটজনদের জন্য এক কল্যাণকর ওসিয়াত (আল'ওয়াসিয়াতু الْوَصِيَّةُ: সুনির্দিষ্ট উইল, সম্পদের লিখিত বন্টননামা) রেখে যায়। সকল সাবধানীর উপর এক সত্য।

১৮১. এরপর যারা তা শোনার পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করে, এরপর যে তা বদল করে থাকে- এর পাপ শুধুমাত্র তার উপরই।

১৮২. এরপর যে ওসিয়াতকারীর এক ভুলের অথবা এক পাপের ভয় করে, এরপর সে তাদের মধ্যে সংশোধন করে দেয়- এরপর তার উপর পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ ২৩

১৮৩. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদের উপর সেই সিয়াম লিখিত হয়েছে, যেমন যারা তোমাদের আগে থেকেই- তাদের উপরও লিখিত হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধানতা অবলম্বন করতে পার'।

১৮৪. এক গণনাকৃত দিনসমূহ। এরপর তোমাদের থেকে যারা অসুস্থ হয় অথবা সফরের উপর, এরপর সে এই সংখ্যা অপর দিনগুলো থেকে পূরণ করবে; এবং যাদের সেই মুক্তিপণের সামর্থ্য আছে, তারা তার উপর অভাবগ্রস্তকে খাওয়াবে। এরপর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক কল্যাণ করে, তারপর তা তার জন্যই কল্যাণকর; এবং তোমরা যাতে সিয়াম কর, তা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর- যদি তোমরা জানতে!

১৮৫. রমজান মাস! তারই মধ্যে সেই যাতে এই কুরআন নাজিল হয়েছে। সকল মানুষের জন্য এক পথ-নির্দেশ; এবং এই পথনির্দেশ সম্পর্কে পরিষ্কার প্রমাণ ও পার্থক্য নির্ধারণকারী জ্ঞান। এরপর তোমাদের থেকে যে এই মাসের সাক্ষী হয়, এরপর সে যেন এতে সিয়াম করে; এবং যে অসুস্থ হয় অথবা এক সফরের উপর, এরপর সে অপর দিনগুলো থেকে সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম সহজ চান; এবং তিনি তোমাদের প্রতি চরম কষ্টদায়ক চান না- যাতে তোমরা এই গণনা পূর্ণ করতে পার; এবং যাতে তোমরা আল্লাহর বিশালত্ব ঘোষণা করতে পার। তিনি তারই উপর তোমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন; এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

১৮৬. এবং আমার দাসেরা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে, এরপর নিশ্চয়ই আমি নিকটেই। যখন সে আমাকে ডাকে, আমি এই সকল আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই। এরপর তারাও যেন আমার প্রতি সাড়া দেয়; এবং তারা আমার প্রতি বিশ্বাস করুক- যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হতে পারে।

১৮৭. এই সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের নারীদের সাথে সকল দৈহিক সঙ্গম বৈধ করা হয়েছে। তোমাদের জন্য তারা পরিচ্ছদ; এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেন তোমরা এমন যে, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকেই ছলনা করছিলে। এরপর তিনি তোমাদের সামনে ফিরলেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। এরপর এখন তাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক কর; এবং তোমরা আল্লাহতে তা চাও, তিনি তোমাদের জন্য যা লিখিত করেছেন; এবং খাও ও পান কর- তোমাদের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই ফজরের মধ্যের সেই সুতা- সেই সুতার সেই সাদাটি, সেই কালোগুলোর মধ্য থেকে পরিষ্কার হয়। তারপর সেই রাত আসা পর্যন্ত এই সিয়াম পূর্ণ কর; এবং যখন তোমরা মসজিদের মধ্যে নিয়োজিত থাক, তখন তাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করবে না। এগুলো আল্লাহর সীমা। এরপর এর নিকটস্থও হবে না। আল্লাহ সকল মানুষের জন্য তাঁর আয়াত সেইরকমই বিস্তারিত বলেন- যাতে তারা সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে।

১৮৮. এবং তোমরা তোমাদের সম্পদ তোমাদের মাঝে চরম অসত্য কথন দিয়ে খেয়ে ফেলবে না; এবং তোমরা এই মানুষের সম্পদ থেকে যাতে এর এক অংশ আত্মসাৎ করতে পার- এর প্রতি চরম পাপসহ সেই বিচারকদের কাছে তা পেশ করবে না- যখন তোমরা তা জান!

রুকূ ২৪

১৮৯. তারা তোমাকে এই নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'তা এই মানুষ ও হজ্জের জন্য সময়-নির্ধারক'। কিন্তু তোমরা যাসহ এই ঘরে আস- এর পিছন থেকে, তা পরম নীতিবানের ভিত্তি হতে পারে না। কিন্তু সেই নীতিবানের ভিত্তি যে, সে সাবধান হবে; এবং সে আসবে এই ঘরে এর দরজা থেকে। তখন সে আল্লাহকে ভয় করবে- যাতে তোমরা সফল হতে পার।

১৯০. এবং যারা তোমাদেরকে আল্লাহর পথের মধ্যে হত্যা করে, তোমরাও তাদেরকে হত্যা করবে। এরপর সীমালঙ্ঘন করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সীমালঙ্ঘনকারিকে ভালবাসেন না।

১৯১. এবং তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে- তাদেরকে হত্যা করবে; এবং তাদেরকে বহিষ্কার করবে- যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে; এবং সকল হত্যার মধ্য থেকে 'এই কঠিন পরীক্ষার বিষয়' (ওয়াল'ফিতনাতু وَالْفِتْنَةُ: যখন/এবং এই ফিতনার বিষয়) অধিক গুরুতর। কিন্তু তোমরা তাদেরকে এই মসজিদ আল-হারামের কাছে হত্যা করবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তার মধ্যে হত্যা করে। যদি তারা তোমাদেরকে হত্যা করে, এরপর তাদেরকে হত্যা করবে। সেইরকমই সেই সব অস্বীকারকারীর প্রতিফল।

১৯২. এরপর যদি তারা থামে, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৯৩. এবং তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে যে পর্যন্ত থাকে সেই কঠিন পরীক্ষা; এবং তোমরা আল্লাহর জন্যই এই দ্বীনে থাকবে। এরপর যদি তারা থামে, এরপর চরম জুলুমকারীর উপর ছাড়া শত্রুতা নয়।

১৯৪. সেই মাসগুলো- সেই সব নিষিদ্ধেরই। সেই মাসগুলোর প্রতিই সেই সব নিষিদ্ধ ও সেই নিষিদ্ধের কিসাস। এরপর তোমাদের উপর যে সীমালঙ্ঘন করে, এরপর তোমাদের উপর সে যে সীমালঙ্ঘন করেছে তোমরাও তেমনসহই তার উপর সীমালঙ্ঘন করবে; এবং আল্লাহকে ভয় কর; এবং জেনে রাখ এমন যে, আল্লাহ সকল সাবধানীর সাথে।

১৯৫. এবং আল্লাহর পথের মধ্যে ব্যয় কর; এবং তোমরা তোমাদের হাতসহই চরম ধ্বংসের দিকে ছুড়ে ফেলবে না; এবং উত্তম কাজ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল উত্তম কর্মশীলকে ভালোবাসেন।

১৯৬. এবং আল্লাহরই জন্যই এই হজ্জ ও এই উমরাহ পূর্ণ কর। এরপর যদি তোমাদেরকে বাধা দেওয়া হয়, এরপর সেই উপহারের মধ্য থেকে যা সহজলভ্য হয়; এবং যতক্ষণ না এই উপহার তার উৎসর্গকৃত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে, তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করবে না। এরপর তোমাদের থেকে যে এক অসুস্থ হয় অথবা তার মাথা থেকে তার প্রতি এক আঘাত, এরপর সিয়াম থেকে অথবা সাদাকায় অথবা রীতিসমূহে এক মুক্তিপণ। এরপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, এরপর এই উপহারের মধ্য থেকে যা সহজলভ্য হয়। এরপর সে সেই উমরা দিয়েই সেই হজ্জ পর্যন্ত লাভবান হবে। এরপর যে তা কখনই পায় না, এরপর সেই হজ্জের মধ্যেই তিন দিন সিয়াম; এবং যখন তোমরা ফিরে যাও তারপর সাত- এ দশ সর্বমোট। সেই-ই তার জন্য, যার নিকটজন এই মসজিদ আল'হারামে হাজির থাকে না; এবং আল্লাহকে ভয় কর ও জেনে রাখ এমন যে, আল্লাহ কঠোর সকল পরিণামে।

রুকূ ২৫

১৯৭. এই হজ্জের মাসগুলো সর্বজন জানা। এরপর যে ফরজ পালন করে (ফারাদ্বা فَرَضَ)- সেগুলোর মধ্যেই এই হজ্জ। এরপর এই হজ্জের মধ্যে দৈহিক সঙ্গম নয়; এবং অসদ আচরণ নয় ও বিবাদ-বিতর্কও নয়; এবং তোমরা কল্যাণকর থেকে যা কর, আল্লাহ তা জানেন; এবং পথ-খরচ নাও। এরপর নিশ্চয়ই পরম সাবধানতাই সেই পথ-খরচে শ্রেষ্ঠ; এবং আমাকেই ভয় কর- 'ও সব বুঝদার লোকজন'!

১৯৮. তোমরা যাতে তোমাদের রবের থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ চাও, তোমাদের উপর তাতে অপরাধ হবে না। এরপর যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরবে, এরপর আল'হারামের সেই স্মৃতি চিহ্নের কাছে আল্লাহকে স্মরণ করবে; এবং তাঁকে স্মরণ করবে- তিনি যেমন তোমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন; যদিও তোমরা এর আগে থেকে নিশ্চিত সকল বিভ্রান্তদের মধ্যে ছিলে।

১৯৯. এরপর তোমরা ফিরবে- যেখান থেকে সকল মানুষ ফেরে; এবং আল্লাহর ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২০০. এরপর যখন তোমরা তোমাদের কাজকর্মে সিদ্ধান্ত নেবে, এরপর আল্লাহকে স্মরণ করবে- যেমন তোমরা স্মরণ কর তোমাদের বাপ-দাদাদের; অথবা আরও দৃঢ়ভাবে এক স্মরণ। এরপর এই মানুষের মধ্যে যে বলে, 'ও আমাদের রব! আমাদেরকে এই দুনিয়ার মধ্যেই দেন'- তখন তার জন্য পরম আখিরাতের মধ্যের সৃষ্টি থেকে নেই!

২০১. এবং তাদের থেকে যে বলে, 'ও আমাদের রব! আমাদেরকে দেন এই দুনিয়ার মধ্যে এক উত্তম ও পরম আখিরাতের মধ্যেও এক উত্তম; এবং আমাদেরকে পরম আগুনের শাস্তিতে রক্ষা করেন'-

২০২. তারাই- তাদের জন্যই যা তারা অর্জন করেছে তার থেকে অংশ; এবং আল্লাহ সকল হিসাবে দ্রুত।

২০৩. এবং গণনাকৃত দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করবে। এরপর যে সাবধান হয় ও আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য- সে দুই দিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি করলেও এরপর তার উপর নেই পাপ; এবং যারা দীর্ঘায়িত করে, এরপর তাদের উপরও পাপ নেই; এবং জেনে রাখ যে, তোমরা তাঁর কাছেই সমবেত হবে।

২০৪. এবং এই মানুষের মধ্যে যারা তোমাকে এই দুনিয়ার এই জীবন সম্পর্কে কথাবার্তায় খুশি করে, তখন সে তার উপর আল্লাহকে তার অন্তরের মধ্যে সাক্ষী করে- সে চরম বিদ্বেষী, চরম বিবাদী।

২০৫. যখন সে ফিরে যায়, সে এই পৃথিবীতে এর সম্পর্কে ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে; এবং সে এর ফসল ও পরবর্তী প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ এই সকল ফাসাদ পছন্দ করেন না।

২০৬. এবং তার প্রতি যখন বলা হয়, 'আল্লাহকে ভয় কর'- তখন চরম অহংকার তাকে পাপের দিকে নিয়ে যায়। এরপর তার জাহান্নাম যথেষ্ট হয়; এবং এই বিশ্রামস্থল নিশ্চিত মন্দ হবে।

২০৭. এবং মানুষের মধ্যে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়ে তার নিজেকে বিক্রি করে, আল্লাহ তখন তাঁর দাসদের প্রতি স্নেহশীল।

২০৮. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! এক পরিপূর্ণভাবে এই ইসলামে প্রবেশ কর; এবং সেই শয়তানের পদক্ষেপ অনুসরণ করবে না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য পরিষ্কার এক শত্রু'।

২০৯. এরপর তোমাদের কাছে এই সকল পরিষ্কার প্রমাণের যা এসেছে, তার পরবর্তী থেকে যদি তোমাদের পদস্খলন হয়- এরপর জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাধর, বিচক্ষণ।

২১০. তারা কি তাকিয়ে আছে যে, আল্লাহ ও ফেরেশতারা তাদের কাছে সকল মেঘমালার মধ্যের এক ছায়াতে আসবেন? তখন সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে; এবং আল্লাহর দিকেই সকল আদেশ ফিরে যাবে।

রুকূ ২৬

২১১. বনী ইস্‌রাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাদেরকে আয়াতসমূহ থেকে কত আয়াত দিয়েছি- এক পরিষ্কার প্রমাণ? কিন্তু তাদের কাছে যা আসে, যারা তারই পরবর্তী থেকে আল্লাহর নিয়ামত বদলে ফেলে- এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পরিণতিতে কঠোর।

২১২. যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য এই দুনিয়ায় এই জীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা হয়েছে। তারা তখন যারা বিশ্বাস করে ও যারা সাবধান হয়- তাদেরকে তাদের সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। পরম কিয়ামতের দিনে তারা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে; এবং আল্লাহ- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে হিসাববিহীন রিজিক দিয়ে থাকেন।

২১৩. এই মানুষ এক জাতি ছিল- একমাত্রই। আল্লাহ এরপর সুখবরদাতা ও সতর্ককারী এই নবীদেরকে তুলে আনলেন; এবং তিনি তাদের প্রতি পরম সত্যসহ এই কিতাব নাজিল করলেন। যাতে তিনি সকল মানুষের মাঝে- তারা তাদের মধ্যে যে সম্পর্কে মতভেদ করে, তার বিচার করতে পারেন। কিন্তু যাদেরকে সেই পরিষ্কার প্রমাণের যা দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন তা আসল- তারই পরবর্তীতে তারা তাদের মাঝের এক বিদ্বেষে ছাড়া তার সম্পর্কে মতভেদ করে না। যারা বিশ্বাস করেছে- এরপর তারা যে

সম্পর্কে মতভেদ করে, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর অনুমতিসহ তার প্রতি পরম সত্যের পক্ষে পথ দেখান; এবং আল্লাহ- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে এক সরল-সোজা পথের দিকে পথ দেখান।

২১৪. অথবা তোমরা কি হিসাব কর যে, তোমরা পরম বাগানে প্রবেশ করবে? যদিও তোমাদের কাছে তাদের উদাহরণ আসে নি- যারা তোমাদের আগে থেকেই চলে গেছে! তাদেরকে চরম সংগ্রাম-সংকট ও চরম দুঃখ-ক্লেশ স্পর্শ করেছিল। তখন তারা কেঁপে উঠেছিল, যতক্ষণ না সেই রাসূল ও তার সাথে যারা বিশ্বাস করেছিল- তারা বলল, 'কখন আমাদের উপর আল্লাহর সাহায্য আসবে'? আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।

২১৫. তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, 'কী তারা ব্যয় করবে'? বল, 'তোমরা কল্যাণকর থেকে যা ব্যয় করবে, এরপর তা তাদের বাবা-মা এবং সকল নিকটজন ও সকল ইয়াতীম এবং সকল অভাবগ্রস্ত ও এই পথের সন্তানদের জন্য; এবং তোমরা কল্যাণকর থেকে যা কর, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্পর্কে জ্ঞাত'।

২১৬. 'তোমাদের উপর সেই যুদ্ধ লিখিত হয়েছে- যদিও তা তোমাদের জন্য অপছন্দের; এবং সম্ভবত যে, তোমরা এক কিছু অপছন্দ কর- যখন তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর; এবং সম্ভবত যে, তোমরা এক কিছু ভালোবাস- যখন তা তোমাদের জন্য মন্দ; এবং আল্লাহ তা জানেন, যখন তোমরা তা জান না'।

রুকূ ২৭

২১৭. তারা তোমাকে প্রশ্ন করে সেই নিষিদ্ধে মাসে যুদ্ধ- তার সম্পর্কে। বল, 'তার মধ্যে যুদ্ধ করা গুরুতর। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান এবং তাঁর প্রতি ও এই মসজিদ আল-হারামে অস্বীকারকরণ এবং তাঁর লোকজনকে সেখান থেকে বহিষ্কারকরণ- আল্লাহর কাছে অধিক গুরুতর'; এবং সকল হত্যার মধ্য থেকে 'সেই কঠিন পরীক্ষা' অধিক গুরুতর; এবং তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধকরণে থামবে না, যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে পিছনে ফিরিয়ে দিতে পারে। যদি তারা সক্ষম হয়, তখন তোমাদের মধ্যে যে তার দ্বীন থেকে ফিরে যায়- এরপর সে মারা যায় যখন সে অস্বীকারকারী, এরপর তারাই- তাদের আমল এই দুনিয়ার ও পরম আখিরাতের মধ্যে নিষ্ফল হয়ে যায়; এবং তারাই পরম আগুনের সহচর। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

২১৮. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে; এবং তাদের যারা আল্লাহর পথের মধ্যে হিজরত করে ও কঠোর চেষ্টা করে, তারাই- তারা আল্লাহর রহমত আশা করে; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২১৯. তারা তোমাকে সেই মাদক ও সেই জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'এ দু'য়ের মধ্যে গুরুতর পাপ; এবং মানুষের জন্য উপকারও! কিন্তু তাদের উভয়ের পাপ- উভয়ের উপকার থেকে অধিক গুরুতর'; এবং তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী তারা ব্যয় করবে'? বল, 'সকল উদ্বৃত্ত'। আল্লাহ তোমাদের জন্য সকল আয়াত সেইরকমই বিস্তারিত বলেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার-

২২০. এই দুনিয়া ও পরম আখিরাত সম্পর্কে। তারা তোমাকে এই ইয়াতীমদের সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'তাদের প্রতি সংশোধন কল্যাণকর; এবং যদি তোমরা তাদের সাথে যুক্ত হও, এরপর তারা তোমাদের ভাই'; এবং আল্লাহ এই ফাসাদকারীদের মধ্যের সেই সংশোধনকারীকে জানেন; এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, নিশ্চিত তিনি তোমাদেরকে জটিলতায় ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাধর, বিচক্ষণ'।

২২১. এবং মুশরিক নারীকে বিয়ে করবে না, যতক্ষণ না তারা বিশ্বাস করে। তখন এক ক্রীতদাসী বিশ্বাসী নারী, এক মুশরিক নারীর থেকে নিশ্চিত কল্যাণকর- যদি সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করেও; এবং মুশরিক পুরুষের সাথে বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না তারা বিশ্বাস করে। তখন এক বিশ্বাসী ক্রীতদাস, মুশরিক পুরুষের থেকে নিশ্চিত কল্যাণকর- যদি সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করেও। তারাই- তারা পরম আগুনের দিকে ডাকে, যখন আল্লাহ তাঁর অনুমতিসহ পরম বাগান ও পরম ক্ষমার দিকে ডাকেন। তিনি সকল মানুষের জন্য তাঁর আয়াত বিস্তারিত বলেন- যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

রুকূ ২৮

২২২. এবং তারা তোমাকে এই রজঃস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন কর। বল, 'সে এক আঘাত'। এরপর রজঃস্রাবের মধ্যের সেই নারীকে দূরে রাখ। তখন তাদের ঘনিষ্ঠ হবে না- যতক্ষণ না তারা শুদ্ধ হয়ে থাকে। এরপর যখন তারা শুদ্ধ হবে, এরপর তাদের কাছে সেখান থেকে আস- আল্লাহ তোমাদেরকে যে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল ফিরনেওয়ালাকে ভালোবাসেন; এবং তিনি পরম শুদ্ধতা অবলম্বনকারীকে ভালোবাসেন।

২২৩. তোমাদের নারীরা তোমাদের জন্য এক ফসল-ক্ষেত্র। এরপর যখন তোমরা ইচ্ছে কর, তোমাদের ফসল নিয়ে আস; এবং তোমাদের নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাও; এবং আল্লাহকে ভয় কর; এবং জেনে রাখ

তোমরা এমন যে, তোমরা তাঁর সাক্ষাত করবে; এবং সকল বিশ্বাসীকে সুসংবাদ দাও।

২২৪. এবং তোমরা যাতে নীতিবান হও না- তোমরা তোমাদের সে শপথের জন্য আল্লাহকে এক অজুহাত বানাবে না; এবং তোমরা সাবধান করবে ও এই মানুষের মাঝে সংশোধন করবে; এবং আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাত।

২২৫. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের শপথের মধ্যের সেই সকল অর্থহীন কথার প্রতি ধরবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে তাসহ ধরবেন, তোমরা তোমাদের অন্তরে যা অর্জন কর। আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

২২৬. যারা তাদের নারীদের থেকে শপথ করে- তাদের জন্য চার মাস অপেক্ষাকরণ। এরপর যদি তারা ফিরে আসে- এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২২৭. এবং যদি তারা সেই তালাকের সংকল্প করে, আল্লাহ তারপর নিশ্চয়ই শ্রোতা, জ্ঞাত।

২২৮. এবং সেই তালাকপ্রাপ্তা নারী- সে তার নিজের সাথে তিন পর্যায়ক্রমিকে অপেক্ষা করবে। তখন তাদের জন্য বৈধ হবে না যে, তারা আল্লাহ তাদের গর্ভের মধ্যে যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন করবে- যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও সর্বশেষ পরম দিনে বিশ্বাস করে; এবং তার-ই মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রতি অধিক হকদার- যদি তারা এক সংশোধন চায়। তখন তাদের জন্যও (নরীবাচক) তার মতোই পরম ন্যায়ের সাথে, যা 'তাদের উপর' (নারীবাচক); এবং 'তাদের উপরই' (নারীবাচক) সেই পুরুষদের জন্য 'মর্যদার সোপান' (দারাজাতুন دَرَجَةٌ)। আল্লাহ ক্ষমতাশালী, বিচক্ষণ।

রুকূ ২৯

২২৯. এই তালাক দুইবার। এরপর মমতার সাথে স্থগিতকরণ অথবা সৌন্দর্যের সাথে মুক্তকরণ। তোমাদের জন্য তখন বৈধ হবে না যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ- তোমরা তার থেকে এক কিছু গ্রহণ করবে। এ ছাড়া যে, তাদের উভয়ই তাতে ভয় করছে যে, তারা উভয়েই আল্লাহর সীমা রক্ষা করতে পারবে না। এরপর যদি তাতে তোমরা ভয় কর যে, তারা উভয়েই আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, এরপর যার মধ্যে মুক্তিপণ দেয়, তার সম্পর্কে তাদের উভয়েরই উপর অভিযোগ নেই। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। এরপর এর সীমালঙ্ঘন করবে না; এবং যে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করতে থাকে, এরপর তারাই- তারা চরম জালিম।

২৩০. এরপর যদি সে এ তালাক দেয়, এরপর তার পরবর্তী থেকে তার জন্য বৈধ হবে না- যে পর্যন্ত না 'সে' তাকে-ভিন্ন এক সঙ্গীকে বিয়ে করে। এরপর যদি সে একে তালাক দেয়, এরপর যদি তারা ফেরে- তাদের উভয়ের উপর পাপ নেই, যদি তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে; এবং এগুলোই আল্লাহর সীমারেখা। যারা জানতে চায়, তিনি সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য এ বিস্তারিতভাবে বলেন।

২৩১. এবং যখন তোমরা সেই নারীদেরকে তালাক দাও, এরপর তারা তাদের মেয়াদে পৌছায়, এরপর তাদেরকে মমতার সাথে ধরে রাখ অথবা তাদেরকে মমতার সাথে মুক্ত করে দেবে। কিন্তু তাদেরকে এক আঘাতে সীমালঙ্ঘন করার জন্য ধরে রাখবে না; এবং যে তা করে, এরপর অবশ্যই সে তার নিজেকে জুলুম করল; এবং আল্লাহর আয়াতকে এক ঠাট্টা-তামাশায় গ্রহণ করবে না; এবং তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত ও এই কিতাবের মধ্যে তোমাদের উপর যা নাজিল হয়েছে ও পরম প্রজ্ঞাও স্মরণ কর। তিনি তোমাদেরকে তা দিয়ে হুঁশিয়ার করেন; এবং আল্লাহকে ভয় করবে; এবং জেনে নাও এমন যে, আল্লাহ সকল কিছুসহ জানেন।

রুকূ ৩০

২৩২. এবং যখন তোমরা সেই নারীদেরকে তালাক দাও, এরপর তারা তাদের মেয়াদে পৌঁছায়, এরপর তাদেরকে আটকে রাখবে না যে, তারা তাদের যুগলকে বিয়ে করবে- যখন তারা তাদের নিজেদের মধ্যে মমতার সাথে রাজী হয়। সেই-ই! তা দিয়ে তাকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে, তোমাদের থেকে যে আল্লাহর প্রতি ও সর্বশেষ পরম দিনে বিশ্বাস করে। সেই-ই তোমাদের জন্য তোমাদের অধিক পরিশুদ্ধতা ও অধিক পরিচ্ছন্নতা; এবং আল্লাহ জানেন, যখন তোমরা জান না।

২৩৩. এবং মায়েরা- যে তাদের সন্তানদেরকে সেই বুকের দুগ্ধপান পূর্ণ করতে ইচ্ছা করে, তার জন্য সে বুকের দুধ পান করাবে দুই বছর পূর্ণ করে; তখন সন্তান-জন্মদাতার উপর তার জন্য পরম মমতার সাথে তাদের ভরণ-পোষণ ও তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ। কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্য ছাড়া বোঝা চাপান হয় না। জন্মদাত্রীকে তার সন্তানকে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় না; এবং জন্মদাতাকেও তার প্রতি তার সন্তান দিয়ে নয়; এবং সকল উত্তরাধিকারীর উপরও তারই মতো। এরপর যদি তাদের উভয়ের সম্মতিতে ও পরামর্শে তারা এক মীমাংসা চায়, এরপর তাদের উভয়ের উপর পাপ নেই; এবং যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে অন্য নারীর

বুকের দুধ পান করাতে চাও, এরপরও তোমাদের উপর পাপ নেই- যখন তোমরা তোমাদের শান্তি স্থাপনে পরম মমতার সাথে তা দাও; এবং আল্লাহকে ভয় কর; এবং জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর- আল্লাহ তার প্রতি এক দ্রষ্টা।

২৩৪. এবং তোমাদের মধ্যের যাদেরকে পূর্ণ করে দেওয়া হয়, তারা যখন পিছনে এক সঙ্গী রেখে যায়- তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে চার মাস আরও দশ অপেক্ষা করতে থাকবে। এরপর যখন তারা তাদের মেয়াদে পৌঁছাবে, এরপর তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে পরম ন্যায়ের সাথে যা করে তার মধ্যে তোমাদের উপর পাপ নেই; এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তার প্রতি জ্ঞাত।

২৩৫. এবং তোমরা তোমাদের নিজের মধ্যে যে সম্পর্কে উদ্দেশ্যপূর্ণ কথায় এই নারীদের থেকে যার প্রতি যা প্রকাশ কর অথবা তোমরা যা গোপন কর- তাতে তোমাদের উপর পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করবে। কিন্তু তাদেরকে গোপনে ওয়াদা করবে না- এ ছাড়া যে, তোমরা বলবে মমতাপূর্ণ এক কথা; এবং এই কিতাবের সে মেয়াদে পৌঁছানো ছাড়া সেই বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করবে না; এবং জেনে রাখ আল্লাহ জানেন, যা তোমাদের নিজেদের মধ্যে। এরপর তাঁর থেকে সতর্ক হও; এবং জেনে রাখ এমন যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

রুকূ ৩১

২৩৬. তোমরা যাকে স্পর্শ কর নি- যদি তোমরা সেই নারীদের তালাক দাও, তাতে তোমাদের উপরে পাপ নেই। তাদের জন্য- 'ফরজ হয়' (তাফরিদ্বূ تَفْرِضُوا: বাধ্যতামূলক/সুনির্দিষ্ট হওয়া) নি- 'এক ফরজ'; (ফারীদ্বাতান فَرِيضَةً)। তখন তাদেরকে ভোগসামগ্রী দাও। পরম ন্যায়ের সাথে এক ভোগসামগ্রী। সকল সম্পদশালীর উপর তার সিদ্ধান্তে ও সকল অসচ্ছলের উপর তার সিদ্ধান্তে। সকল উত্তম কর্মশীলের উপর এক কর্তব্য।

২৩৭. এবং তোমরা যদি তাদেরকে তালাক দাও- তোমরা তাকে (নরীবাচক) তার আগে থেকেই স্পর্শ করেছ, তখন তোমাদের ফরজের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তাদের জন্য (নারীবাচক) এক ফরজ। এরপর তোমরা যা ফরজ করেছিলে তার অর্ধেক, যতক্ষণ না তারা (নারীবাচক) যার হাতের সাথে সেই বিবাহের বন্ধন সেই একজনকে ক্ষমা করে দেয়; এবং তোমরা যা ক্ষমা কর, পরম সাবধানতার জন্য তা 'অধিক নিকটতর' (আক্বরাবু أَقْرَبُ)। তোমরা তখন তোমাদের মাঝের সেই বিশেষ অনুগ্রহ ভুলে যাবে না। তোমরা যা কর- নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি এক দ্রষ্টা।

২৩৮. এবং 'পরম যোগাযোগের বিষয়ের' (আল-সালাওয়াতি الصَّلَوَاتِ: পরম সালাতের বিষয়ের) উপর হেফাজত কর; এবং সেই যোগাযোগের (ওয়াল-সালাতি وَالصَّلَاةِ) সেই মধ্যবর্তীতেও (আল'উসতা الْوُسْطَىٰ); এবং আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে দাঁড়াও।

২৩৯. এবং যদি তোমরা ভীত হও- এরপর পায়ে হেঁটে অথবা এক আরোহী। এরপর যখন তোমরা নিরাপদ- এরপর আল্লাহকে স্মরণ কর, যেমন তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন- যা তোমাদের জানা ছিল না।

২৪০. এবং তোমাদের থেকে যাদেরকে পূর্ণ করে দেওয়া হয়, যখন তারা পিছনে এক যুগল রেখে যায়- তাদের যুগলদের জন্য এক ওয়াসিয়াত, 'বহিষ্কারকরণ ভিন্ন সেই পরিপার্শ্বের সাথেই এক ভোগসামগ্রী'। এরপর যদি তারা বের হয়ে যায়, এরপর তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে ন্যায়ভাবে যা করে- তার মধ্যে তোমাদের উপর নেই পাপ; এবং আল্লাহ ক্ষমতাশালী, বিচক্ষণ।

২৪১. কিন্তু সেই তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্য পরম মমতার সাথে এক ভোগসামগ্রী- সকল সাবধানীর জন্য এক কর্তব্য।

২৪২. আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াত সেইরকমই বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা আকল ব্যবহার করতে পার।

রুকূ ৩২

২৪৩. তুমি কি তাদের প্রতি দেখনি যারা সেই মৃত্যুর ভয়ে তাদের বসতবাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়েছিল; এবং তা হাজারে হাজারে? এরপর আল্লাহ তাদের প্রতি বললেন, 'মৃত্যু হোক'। তারপর তিনি তাদেরকে জীবন দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ এই মানুষের উপর নিশ্চিত বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী ; কিন্তু অধিকাংশই এই মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

২৪৪. এবং আল্লাহর পথের মধ্যে যুদ্ধ কর; এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাত।

২৪৫. কে অধিকারী- যে একজন আল্লাহকে ঋণ দেবে, উত্তম এক ঋণ? এরপর তিনি তার জন্য তা বহুগুণ করবেন- এক বহুগুণ, এক প্রচুর; এবং আল্লাহই থামিয়ে দেন ও বাড়িয়ে দেন; এবং তাঁরই দিকে তোমরা ফিরে যাবে।

২৪৬. তুমি কি মূসার পরবর্তীতে বনী ইসরাঈলদের থেকে সেই কার্যনির্বাহীদের প্রতি দেখ নি? যখন তারা তাদের জন্য নবীর প্রতি বলল, 'আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত করেন। আমরা আল্লাহর পথের মধ্যে যুদ্ধ করব'। সে বলল, 'যদি তোমাদের উপর সেই যুদ্ধ লিখিত হয়, তোমরা কি হতে পার

যে, তোমরা তাতে যুদ্ধ করবে না'? তারা বলল, 'আমরা ও আমাদের সন্তানরা যখন আমাদের বসতবাড়ি থেকে অবশ্যই বহিষ্কৃত হয়েছি- আমাদের জন্য কি নয় যে, আমরা আল্লাহর পথের মধ্যে যুদ্ধ করি'? এরপর যখন তাদের উপর সেই যুদ্ধ লিখিত হলো, তারা তাদের থেকে এক অল্প ছাড়া মুখ ফিরিয়ে নিলো; এবং আল্লাহ সেই জালিমদের প্রতি জ্ঞাত।

২৪৭. এবং তাদের নবী তাদের প্রতি বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ- অবশ্যই তিনি তোমাদের জন্য তালূতকে এক রাজা তুলে এনেছেন। তারা বলল, 'কীভাবে তার জন্য আমাদের উপর এই রাজত্ব হতে পারে, যখন আমরাই তার থেকে এই রাজত্বের প্রতি অধিক হকদার; এবং তাকে সেই ধন-সম্পদ থেকে এক প্রাচুর্যতাও দেয়া হয় নি'? সে বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন; এবং তিনি তাকে সকল জ্ঞানের সম্পর্কে ও দেহ-বলেও এক বিস্তারে বাড়িয়ে দিয়েছেন; এবং আল্লাহই তাঁর রাজত্ব দান করেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন'। আল্লাহ নিয়ন্ত্রণকারী, জ্ঞাত।

২৪৮. এবং তাদের নবী তাদের প্রতি বলল, 'নিশ্চয়ই তার রাজত্বের আয়াত যে, তোমাদের কাছে সেই তাবূত আসবে- যার মধ্যে তোমাদের রবের থেকে প্রশান্তি; এবং যা মূসার লোকজন ও হারূনের লোকজন রেখে গিয়েছিল- তার থেকে অবশিষ্টাংশও। সেই ফেরেশতারা তা বহন করে আনবে। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত- যদি তোমরা হও বিশ্বাসী'।

রুকূ ৩৩

২৪৯. এরপর যখন তালুত সেই বাহিনীসহ ফয়সালা করল; সে বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে এক নদী দিয়ে পরীক্ষক। এরপর যে তা থেকে পান করবে, এরপর সে আমার থেকে হতে পারবে না; এবং যে তার স্বাদ নেবে না, এরপর নিশ্চয়ই সে আমার থেকে- তারা ছাড়া, যারা তার হাত দিয়ে এক পাত্র নেবে'। এরপর তারা তাদের থেকে এক অল্প ছাড়া তার থেকে পান করল। তারপর সে যখন- সে এবং তার সাথে যারা বিশ্বাস করেছিল তারা তা পার হলো; তারা বলল, 'আজ এই দিনে আমাদের জন্য জালূত ও তার বাহিনীর প্রতি শক্তি নেই'। যারা মনে করেছিল তারা এমন যে, তারা আল্লাহর সাক্ষাৎ করবে; তারা বলল, 'আল্লাহর অনুমতিসহ অল্প এক বাহিনী থেকে কতজন বিপুল এক দলের উপর বিজয়ী হয়েছে! আল্লাহ সকল ধৈর্যশীলের সাথে'।

২৫০. এবং যখন তারা জালূত ও তার বাহিনীর প্রতি সামনা-সামনি হলো; তারা বলল, 'ও আমাদের রব! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দেন এবং আমাদের পা দৃঢ় রাখবেন; এবং আমাদেরকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের সামনে সাহায্য করেন'।

২৫১. এরপর আল্লাহর অনুমতিসহ তারা তাদেরকে পরাজিত করল। তখন দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আল্লাহ তখন তাকে সেই রাজত্ব ও পরম বিচক্ষণতা দিলেন; এবং তাঁর থেকে তাকে শিক্ষা দিলেন- যা তিনি ইচ্ছা করলেন; এবং আল্লাহ যদি এই মানবজাতির তাদের এককে দিয়ে অপরকে প্রতিহত না করতেন, নিশ্চিত এই পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ এই বিশ্ব জগতের উপর বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী।

২৫২. এগুলো আল্লাহর আয়াত। আমি তোমার সামনে তা পরম সত্যসহ পাঠ করছি; এবং নিশ্চয়ই তুমি নিশ্চিত সকল রাসূলের মধ্যে।

তৃতীয় পারা

২৫৩. এই সকল রাসূল- আমি তাদের কাউকে অপরের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছি; এবং আল্লাহ তাদের থেকে কাউকে কথা বলেছেন; এবং তিনি তাদের কাউকে মর্যাদার স্তরে উন্নীত করেছেন; এবং আমি মার্‌ইয়াম পুত্র ঈসাকে পরম পরিষ্কার প্রমাণ দিয়েছি; এবং আমি তাকে পরম পবিত্র রূহ দিয়ে শক্তিশালী করেছি। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন- যারা তাদের পরবর্তী থেকে, তাদের কাছে এই সকল পরিষ্কার প্রমাণের যা এসেছে- তারা তার পরবর্তী থেকে পরস্পর যুদ্ধ করত না। কিন্তু তারা মতবিরোধ করল। এরপর তাদের থেকে কেউ বিশ্বাস করল ও কেউ অস্বীকার করল; এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তারা পরস্পর যুদ্ধ করত না। কিন্তু আল্লাহ- যা তিনি ইচ্ছা করেন, তিনি তা করেন।

রুকূ ৩৪

২৫৪. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় কর। যে এক দিন আসবে- তার আগে থেকেই। তার মধ্যে বেচা-কেনা নেই; এবং বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই; এবং সকল অস্বীকারকারী- তারা চরম জালিম।

২৫৫. আল্লাহ- নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাকে তন্দ্রাচ্ছন্নতা ধরতে পারে না; এবং ঘুমও নয়। তার জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে। কে সে, যে একজন তাঁর অনুমতিসহ ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তিনি জানেন, যা তাদের

হাতের মাঝে ও যা তাদের পিছনে; এবং তিনি যার প্রতি ইচ্ছা করেন ছাড়া- তারা তাঁর জ্ঞান থেকে কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীতে বিস্তৃত; এবং এদের উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; এবং তিনি সমুচ্চ, পরম শ্রেষ্ঠ।

২৫৬. এই দ্বীনের মধ্যে জোর-জবরদস্তি নেই। অবশ্যয় পরম সঠিক পথকে সকল ভ্রান্তির মধ্য থেকে পরিষ্কার করা হয়েছে। এরপর সেই সকল দেব-দেবীর প্রতি যে অস্বীকার করে এবং সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করতে থাকে- এরপর সে অবশ্যই পরম বিশ্বস্ত এক হাতলের প্রতি আঁকড়ে ধরে। এর জন্য ভাঙন নেই; এবং আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাত।

২৫৭. যারা বিশ্বাস করে- আল্লাহই তাদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে চরম অন্ধকারের মধ্য থেকে পরম আলোর দিকে বের করে আনেন; কিন্তু তাদের যারা অস্বীকার করে, তাদের অভিভাবক সেই সব দেব-দেবী। তারা তখন তাদেরকে পরম আলোর মধ্য থেকে চরম অন্ধকারের দিকে বের করে আনে। তারাই পরম আগুনের সাথী। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

রুকূ ৩৫

২৫৮. তুমি কি সেই একজনকে দেখ নি, যে ইবরাহীমকে তার রব সম্পর্কে বিতর্কিত করছিল? যেহেতু আল্লাহ তাকে সেই রাজ্য দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহীম বলল, 'তিনিই আমার রব, যিনি জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান'। সে বলল, 'আমিও জীবন দেই ও মৃত্যু ঘটাই'। ইবরাহীম বলল, 'এরপর আল্লাহ এই সূর্যকে নিশ্চয়ই এই পূর্বের মধ্য থেকে নিয়ে আসেন, এরপর তুমি তাসহ এই পশ্চিমের মধ্য থেকে আস'। এরপর যে অস্বীকার করেছিল সে হতভম্ব হলো; এবং আল্লাহ সেই সকল চরম জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

২৫৯. অথবা একজনের মতো, যে এক জনপদের উপর অতিক্রম করছিল। তখন তা এর ভিতসমূহের উপর উল্টানো ছিল। সে বলল, 'আল্লাহ এই মৃতের পরবর্তীতে এতে কীভাবে জীবন দেবেন'? এরপর আল্লাহ তাকে এক'শ বছর মৃত রাখলেন! তারপর তিনি তাকে তুলে আনলেন। তিনি বললেন, 'কতকাল তুমি অবস্থান করলে'? সে বলল, 'আমি এক দিন অথবা এক দিনের একটি অংশ অবস্থান করেছি'। তিনি বললেন, 'বরং তুমি এক'শ বছর অবস্থান করেছ। এরপর তোমার খাদ্য ও তোমার পানীয়ের প্রতি তাকাও; এবং তুমি তোমার গাধার দিকেও তাকাও; এবং আমি তোমাকে এই মানুষের জন্য এক আয়াত বানাব; এবং তুমি এই সব হাড়-গোড়ের

দিকে তাকাও- কিভাবে আমি তা তুলে আনি, তারপর তা এক গোশতে ঢেকে দেই'! এরপর যখন তার জন্য পরিষ্কার করা হলো; সে বলল, 'আমি জানি যে, আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা'।

২৬০. এবং যখন ইবরাহীম বলল, 'ও আমার রব! আপনি আমাকে দেখান কীভাবে সকল মৃতকে জীবন দেন'! তিনি বললেন 'তুমি কি বিশ্বাস কর নি'? সে বলল, 'হ্যাঁ! কিন্তু আমি যাতে আমার হৃদয় তৃপ্ত করতে পারি'! তিনি বললেন, 'এরপর এই পাখিদের মধ্য থেকে চারটি নাও। এরপর তোমার দিকে গড়ে নাও। তারপর তাদের থেকে একটি অংশ প্রত্যেক পাহাড়ে রাখ। তারপর তাদেরকে ডাক। তারা তোমার কাছে দ্রুত চলে আসবে। জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমতাধর, বিচক্ষণ'।

রুকূ ৩৬

২৬১. যারা আল্লাহর পথের মধ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ- যেমন শস্যবীজের উদাহরণ, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে। প্রত্যেকটি শীষের মধ্যে এক'শ শস্যদানা; এবং আল্লাহ- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তার জন্য তা বহুগুণ করে দেন; এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময় জ্ঞাত।

২৬২. তাদের যারা আল্লাহর পথের মধ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারপর তারা যাতে ব্যয় করেছে তাতে এক সুবিধা পেতে ও এক পীড়াপীড়িতে তার পিছে লেগে থাকে না, তাদের জন্য তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে; এবং তাদের সামনে ভয় নেই ও তারা দুঃখও করবে না।

২৬৩. যে এক পীড়ন অনুসরণ করে, তার সেই দানের থেকে এক মমতা ও ক্ষমার কথা কল্যাণকর; এবং আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল।

২৬৪. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদের দানকে সেই সুবিধাগ্রহণ ও সেই আঘাত দিয়ে সে একজনের মতো নিষ্ফল করবে না- যে তার ধন-সম্পদ এই মানুষকে দেখাতে ব্যয় করে। তখন সে আল্লাহ ও পরম আখিরাতের পরম এক দিনের প্রতি বিশ্বাস করে না। এরপর তার উদাহরণ, যেমন এক মসৃণ পাথরের উদাহরণ- তার উপর ধুলোকণা; এরপর তাকে প্রবল বৃষ্টি আঘাত করে, তারপর তা এক পরিষ্কারকৃত রেখে যায়। তারা যা অর্জন করে, তারা তার থেকে কিছুর উপরই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না; এবং আল্লাহ সেই অস্বীকারকারী কোনো সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

২৬৫. কিন্তু যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইতে তাদের নিজেদের থেকেই তাদের ধন-সম্পদ এক দৃঢ়তায় যখন ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ- যেমন

উৎপাদনশীলতাসহ বাগানগুলোর উদাহরণ। এতে বর্ষিত হয় প্রবল বৃষ্টি। এরপর তা এর দিগুণ খাদ্যশস্য প্রদান করে। এরপর যদি না প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হয়, এরপর এক ঝিরঝির বৃষ্টিই যথেষ্ট; এবং তোমরা যা করছ- আল্লাহ তার প্রতি এক দ্রষ্টা।

২৬৬. তোমাদের একজনও চায় কি যে- তার জন্য খেজুর গাছ ও আঙুরের থেকে বাগান থাকবে। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। এর মধ্যে তার জন্য সকল ফলমূল থেকে প্রত্যেকটিই। এরপর যখন তাকে অতি বৃদ্ধ বয়স ধরেছে ও তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল- এতে এক ঘূর্ণিঝড় আঘাত করল! এর মধ্যে আগুন, তারপর তা পুড়ে গেল? আল্লাহ- তিনি তোমাদের জন্য সেইরকমই সকল আয়াত পরিষ্কার করে দেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার।

রুকূ ৩৭

২৬৭. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমরা যা আয় কর এবং আমি যা তোমাদের জন্য এই ভূমির মধ্য থেকে উৎপন্ন করে দেই, তার থেকে ভালো কিছু ব্যয় কর; এবং তোমরা যার থেকে ব্যয় করবে, তোমরা সেই সকল নিকৃষ্টের সংকল্পও করবে না- যখন এর সম্পর্কে যে চোখ বুজে থাকে, সে ছাড়া তোমরা তাসহ গ্রহণ করতে না; এবং জেনে রাখ এমন যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত'।

২৬৮. সেই শয়তান তোমাদেরকে চরম দারিদ্র্যতার হুঁশিয়ারী দেয়; এবং সে তোমাদেরকে অনৈতিকতার প্রতি আদেশ দেয়, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর থেকে এক ক্ষমার ও এক বিশেষ অনুগ্রহের অঙ্গীকার করেন; এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞাত।

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে পরম বিচক্ষণতা দান করেন; এবং যাকে সেই বিচক্ষণতা দেওয়া হয়, এরপর অবশ্যই তাকে এক বিপুল কল্যাণ দেওয়া হয়। কিন্তু বুঝদার সকল লোকজন ছাড়া কেউ উপদেশ নেয় না।

২৭০. এবং তোমরা এক ব্যয় থেকে যা-ই ব্যয় কর; অথবা তোমরা এক শপথ থেকে যে শপথ কর- এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন। তখন চরম জালিমদের জন্য সাহায্যকারী থেকে নেই।

২৭১. তোমরা যদি সেই দান প্রকাশ কর, এরপর তা নিয়ামতপূর্ণ; এবং তোমরা যদি তা গোপন রাখ ও তা দুস্থদেরকে দাও, এরপর তা তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠতর। তিনি তখন তোমাদের থেকে তোমাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দেবেন; এবং আল্লাহ তার প্রতি অবহিত- তোমরা যা কর।

২৭২. তোমার উপর তাদের পথ প্রদর্শন হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ পথ দেখান- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তোমরা কল্যাণকর থেকে যা-ই ব্যয় কর, এরপর তা তোমাদের নিজেদের জন্যই; এবং তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইতে থাকা ছাড়া ব্যয় করবে না। তোমরা কল্যাণকর থেকে যা-ই ব্যয় কর, তোমাদের কাছে তা পুরোপুরি পরিশোধ করা হবে; এবং তোমাদেরকে জুলুম করা হবে না।

২৭৩. তাদের যারা আল্লাহর পথের মধ্যে লেগে থাকে, তারা এই পৃথিবীর মধ্যে এক ঘোরাঘুরিতে সক্ষম হয় না- সেই দরিদ্রদের জন্য, চরম অজ্ঞরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের চরম সংযমের মধ্যের চিহ্ন দিয়ে চিনতে পারবে। তারা এই মানুষকে এক পীড়াপীড়িতে দাবী করে না; এবং তোমরা কল্যাণকর থেকে যা ব্যয় কর, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি জ্ঞাত।

রুকূ ৩৮

২৭৪. তাদের যারা এক গোপনে ও এক ঘোষণায় প্রতি রাতে এবং প্রতি দিনের সাথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, এরপর তাদের জন্য তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার। তখন তাদের সামনে ভয় নেই এবং তারা দুঃখও করবে না।

২৭৫. তাদের যারা সেই সুদ খেয়ে থাকে, তারা তার মতো ছাড়া দাঁড়াতে পারে না- যে একজন সেই শয়তানের পরম স্পর্শের মধ্যে তাতে তাল-গোল পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে; তারা বলে, 'এই কেনা-বেচা শুধুমাত্র সেই সুদের মতোই'। কিন্তু আল্লাহ এই কেনা-বেচা বৈধ করেছেন; এবং তিনি এই সুদ নিষিদ্ধ করেছেন। এরপর যার কাছে তার রবের থেকে হুঁশিয়ারি এসেছে, সে এরপর থেমেছে। এরপর তার জন্য তা অতীত হয়েছে; এবং তার বিষয় আল্লাহরই কাছে; এবং যে পুনরায় করে, এরপর তারাই পরম আগুনের সাথী। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

২৭৬. আল্লাহ এই সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন; এবং তিনি সকল সাদাকাতে বাড়িয়ে দেন; এবং আল্লাহ অস্বীকারকারী পাপীকে ভালোবাসেন না।

২৭৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে এবং 'পরম যোগাযোগ' (আল-সালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে ও সেই জাকাত দেয়, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার। তখন তাদের সামনে ভয় নেই এবং তারা দুঃখও করবে না।

২৭৮. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহকে ভয় কর এবং এই সুদের মধ্যের যা অবশিষ্টাংশ তা ছেড়ে দাও- যদি তোমরা বিশ্বাসী হও'।

২৭৯. এবং যদি তোমরা তা না কর, এরপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষে এক যুদ্ধের প্রতি ঘোষণা হচ্ছে; এবং যদি তোমরা তওবা কর, এরপর তোমাদের জন্য মূলধন তোমাদেরই সম্পদ। তোমরা জুলুম করবে না; এবং তোমাদেরকেও জুলুম করা হবে না।

২৮০. এবং যদি অভাবী লোকজন হয়, এরপর সচ্ছলতা পর্যন্ত অপেক্ষা; এবং যদি তোমরা দান করে দাও, তোমাদের জন্যই তা কল্যাণকর- যদি তোমরা জানতে।

২৮১. এবং তোমরা এক দিনকে ভয় কর, যার মধ্যে তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তারপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে তা পূর্ণ করে দেওয়া হবে। তখন তাদেরকে জুলুম করা হবে না।

রুকূ ৩৯

২৮২. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যখন এক ঋণ সম্পর্কে এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের দ্বীনের বিধিবিধান কর, এরপর তা লিখিত কর। তখন লেখক তোমাদের মাঝে পরম সাম্য স্থাপনসহ লিখিত দলিল করবে; এবং আল্লাহ যেমন তাকে শিক্ষা দিয়েছেন- সে যা লিখে থাকে, সে এক লিখিত দলিল করতে অসম্মতি জানাবে না। এরপর তাকে লিখতে দাও; এবং যার উপর সেই দায়-দায়িত্ব- সে একজন তার মত প্রকাশ করুক। তখন সে তার রব আল্লাহকে ভয় করুক; এবং সে তার থেকে এক কিছুই বঞ্চিত করবে না। এরপর যার উপর এর দায়-দায়িত্ব, যদি সে একজন এক অনভিজ্ঞ হয় অথবা এক দুর্বল অথবা সে সক্ষম নয় যে, সে বিষয়বস্তু বলে দিতে পারে- এরপর তার অভিভাবক পরম সাম্য স্থাপনসহ মত প্রকাশ করুক। তখন তোমাদের পুরুষদের থেকে দু'জন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে ডাকবে; এবং যদি না থাকে দু'পুরুষ, এরপর এক পুরুষ ও দুই নারী- সেই সকল সাক্ষীর মধ্যে, তার থেকে যাতে তোমরা রাজি হও। যদি এই দু'জনের একজন বিভ্রান্ত হয়, এরপর দু'জনের অপর একজন সকলকে তা মনে করিয়ে দেবে; এবং যখন যাতে তাদেরকে ডাকা হবে সেই সাক্ষীরা তাতে অসম্মতি জানাবে না। তারা যেন অস্বীকার না করে; এবং এক ছোট অথবা এক বড়- তোমরা ক্লান্তিবোধ করবে না যে, তোমরা তা এর মেয়াদসহ লিখবে। এতে আল্লাহর কাছে সেই-ই অধিক ন্যায্য; এবং সাক্ষ্যের জন্য অধিক দৃঢ়তর; এবং যাতে তোমরা সন্দেহ না কর তার নিকটতর- তা ছাড়া যা তোমাদের বসতিতে উপস্থিতিতে এক লেনদেনে থাকে। এরপর তোমরা তা না লিখে থাকলেও তাতে তোমাদের উপর কোনো পাপ থাকবে না; কিন্তু যখন তোমরা লেনদেন করবে সাক্ষী রাখবে; এবং তোমরা লেখককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না; এবং সাক্ষীদেরকেও নয়; কিন্তু

যদি তোমরা তা কর, এরপর নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি তা নিশ্চিত পাপ; এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যখন আল্লাহই তোমাদেরকে শিক্ষা দেন; এবং আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত।

২৮৩. এবং যদি তোমরা সফরের উপর থাক, তখন এক লেখক খুঁজে না পাও- এরপর হস্তান্তরযোগ্য বন্ধক। এরপর যদি তোমরা তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস কর, এরপর যাকে বিশ্বাস করা হয়- সে যেন সেই একজনকে তার আমানত ফেরত দেয়; এবং সে যেন তার রব আল্লাহকে ভয় করে; এবং সে এই সকল সাক্ষ্য গোপন করবে না। কিন্তু যে এ গোপন করে, এরপর নিশ্চয়ই সে তার অন্তরে পাপী; এবং তোমরা যা কর- আল্লাহ তার প্রতি জ্ঞাত।

রুকূ ৪০

২৮৪. আল্লাহর জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যের যা- তোমরা যদি তা প্রকাশ কর অথবা তোমরা তা গোপন কর, আল্লাহ তাসহই তোমাদের হিসাব করবেন। এরপর যার প্রতি তিনি ইচ্ছা করেন- ক্ষমা করবেন; এবং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন- তিনি শাস্তি দেবেন; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তদাতা।

২৮৫. এই রাসূল তার রবের থেকে তার কাছে যা নাজিল হয়েছে- তার প্রতি বিশ্বাস করেছে; এবং এই সকল বিশ্বাসীরাও। তারা সকলেই আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর ফেরেশতাদেরকে ও তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলদেরকে বিশ্বাস করেছে:- 'আমরা তাঁর রাসূলদের থেকে একজনের মাঝেও পার্থক্য করি না'; এবং তারা বলে, 'আমরা শুনেছি ও পালন করেছি'। 'ও আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন; এবং আপনার কাছেই পরম গন্তব্য'।

২৮৬. আল্লাহ এক ব্যক্তিকে এর সামর্থ ছাড়া বোঝা দেন না। এর জন্য তা, যা সে অর্জন করেছে; এবং এর সামনে তা, যা সে অর্জন করবে। 'ও আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা আমরা ভুল করি, আমাদেরকে ধরবেন না'। 'ও আমাদের রব! --এবং আমাদের উপর এক বোঝা চাপাবেন না, যেমন আপনি তাদের উপরে চাপিয়েছিলেন- যারা আমাদের আগে থেকে'। 'ও আমাদের রব!--- এবং আমাদের যার শক্তি নেই- আমাদেরকে আমাদের জন্য তাসহ চাপিয়ে দেবেন না; এবং আমাদের প্রতি মার্জনা করেন; এবং আমাদের জন্য ক্ষমা করেন; এবং আমাদেরকে রহমত করেন- আপনিই আমাদের অভিভাবক। এরপর আমাদেরকে অস্বীকারকারী সকল সম্প্রদায়ের সামনে সাহায্য করেন'।

৩. সূরা আল 'ইমরান

২০০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. আল্লাহ- নেই ইলাহ্ তিনি ছাড়া; চিরঞ্জীব, পরম স্থায়ী।

৩. তিনি তোমার উপর পরম সত্যসহ এই কিতাব নাজিল করেছেন। এক সত্যতা নিশ্চিতকারী তার জন্য, সেই যা হাতের মাঝে; এবং তিনি সেই তাওরাত এবং সেই ইনজিল নাজিল করেছেন-

৪. আগে থেকেই সকল মানুষের জন্য এক পথ-নির্দেশ; এবং তিনিই পরম ফুরকান নাজিল করেছেন। নিশ্চয়ই তাদের যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি অস্বীকার করে, তাদের জন্য কঠোর এক শাস্তি; এবং আল্লাহ ক্ষমতাধর, কর্মফল দানের অধিকারী।

৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ- তাঁর সামনে এই আকাশের মধ্যের ও এই পৃথিবীর মধ্যের কিছুই গোপন থাকে না।

৬. তিনি- যিনি একজন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেই গর্ভে তোমাদের আকৃতি দেন। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া; পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।

৭. তিনি- যিনি একজন তোমার উপর এই কিতাব নাজিল করেছেন। তার থেকেই আয়াতগুলো 'মুহ্কাম' (মুহ্কামাতুন مُحْكَمَاتٌ: হুকুমদানকারী, সরল-সোজা, স্পষ্ট অর্থবোধক/পরিণতি সূচক)। সেগুলোই এই কিতাবের মূল; এবং অপরগুলো 'মুতাশাবিহ্' (মুতাশাবিহাতুন مُتَشَابِهَاتٌ: সমধর্মী কিন্তু বৈচিত্রময়, একই শ্রেনীভুক্ত কিন্তু ভিন্নধর্মী অর্থ/তাৎপর্য সম্পন্ন, জটিল)। এরপর যাদের অন্তরের মধ্যে সত্য লঙ্ঘনপ্রবণতা, এরপর তাদের যারা এর যা তাশাবাহা (তাশাবাহা تَشَابَهَ: বৈচিত্র, জটিলতা, সমধর্মী কিন্তু ভিন্ন স্বাদ/গুরুত্ব/অর্থ)- তার থেকে অনুসরণ করতে থাকে। তারা তার মর্মার্থ চাইতে থাকে; এবং তারা তার মধ্যে চরম কঠিন পরীক্ষা চাইতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কেউ তার মর্মার্থ জানে না। কিন্তু এই পরম জ্ঞানের মধ্যে সকল গভীর দৃষ্টিদাতা- তারা বলে, 'আমরা তার প্রতি বিশ্বাস করি। সবই আমাদের রবের কাছ থেকে'; এবং সেই বোধশক্তি-সম্পন্ন লোকজন ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।

৮. 'ও আমাদের রব! আপনি যখন আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন, তার পরবর্তীতে আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনপ্রবণ করবেন না; এবং আমাদের জন্য আপনার নিজের থেকে এক রহমত দান করেন। নিশ্চয়ই আপনি- আপনি পরম দাতা'।

৯. 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি এই মানবজাতিকে এক দিনের জন্য একত্র করবেন। সন্দেহ নেই এর মধ্যে। নিশ্চয়ই আল্লাহ এই সকল ওয়াদা ভঙ্গ করেন না'।

রুকূ ২

১০. নিশ্চয়ই তাদের যারা অস্বীকার করে, তাদের জন্য তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পক্ষে এক কিছুই কাজে আসবে না; এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও নয়; এবং তারাই- তারা পরম আগুনের ইন্ধন-

১১. ফির'আওনের লোকজন এবং যারা তাদের আগে থেকেই তাদের ধরণের মতোই। তারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলেছিল। এরপর আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপের প্রতি ধরলেন। আল্লাহ তখন সেই পরিণতিতে কঠোর।

১২. যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতি বল, 'তোমরা পরাজিত হবে; এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে। তখন সেই বিশ্রামের স্থান মন্দ হবে'!

১৩. অবশ্যই তোমাদের জন্য দু'টি বাহিনীর মধ্যে চূড়ান্ত সাক্ষাতে আয়াত ছিল। একদল আল্লাহর পথের মধ্যে যুদ্ধ করছিল এবং অপরটি অস্বীকারকারী। তারা তাদেরকে সেই চোখের দৃষ্টিতে দেখছিল- যেমন তাদের দ্বিগুণ; এবং আল্লাহ তাঁর সাহায্য দিয়ে সমর্থন করেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই তারই মধ্যে পরম দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য এক নিশ্চিত শিক্ষা।

১৪. এই মানুষের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে যে, সে ভালবাসবে সেই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে- সকল নারী ও সকল সন্তান-সন্ততি এবং সকল জমাকৃত সম্পদের সেই সোনা ও সেই রুপার চরম স্তূপিতকরণ; এবং সেই সব চিহ্নিত ঘোড়া এবং এই সকল গৃহপালিত পশু ও সেই ক্ষেত-খামার। সেই-ই এই দুনিয়ার এই জীবনে ভোগসামগ্রী। কিন্তু আল্লাহ- তাঁর-ই কাছে উত্তম সেই ফেরার স্থান।

১৫. বল, 'আমি কি তোমাদেরকে তারই থেকে কল্যাণসহ খবর দেব? যারা সাবধান হয়েছে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে বাগান। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা ও তাদের যুগলরা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র ও সন্তুষ্টির বিষয়'? এবং আল্লাহ তাঁর সকল দাসের প্রতি দ্রষ্টা-

১৬. যারা বলে, 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস করেছি, এরপর আমাদের জন্য আমাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং আমাদেরকে পরম আগুনের শাস্তিতে রক্ষা করেন'; তারাই-

১৭. সেই ধৈর্যশীল ও সেই সত্যবাদী; এবং সেই আনুগত ও সেই ব্যয়কারী- তখন তারা প্রতি ভোরের সাথে সেই ক্ষমাপ্রার্থী।

১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, 'তিনি এমন যে, নেই ইলাহ তিনি ছাড়া; এবং সকল ফেরেশতা ও এই পরম জ্ঞানের সেই অধিকারীরা- তারা পরম ন্যায় বিচারের প্রতি দণ্ডায়মান। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া, পরম বিচক্ষণ'।

১৯. নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে পরম দ্বীন 'আল-ইসলাম'; এবং যাদেরকে সেই কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের কাছে সেই জ্ঞানের যা আসল- তারই পরবর্তী থেকে তারা তাদের মধ্যের এক বিদ্বেষ ছাড়া মতভেদ করে নি; এবং যে আল্লাহর আয়াতের প্রতি অস্বীকার করতে থাকে, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল হিসাবে দ্রুত।

২০. এরপর যদি তারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে; এরপর বল, 'আমি মুসলিম হয়েছি। আমার মুখ আল্লাহরই জন্য; এবং তারাও- যারা আমাকে অনুসরণ করে'; এবং যাদেরকে সেই কিতাব দেয়া হয়েছে ও নিরক্ষর- তাদের প্রতি বল, 'তোমরাও কি মুসলিম হয়েছ'? এরপর যদি তারা মুসলিম হয়, এরপর তারা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত। কিন্তু তারা যদি ফিরে যায়, এরপর তোমার উপর শুধুমাত্র এই সব পৌঁছানো। আল্লাহই তার দাসদের প্রতি দ্রষ্টা।

রুকূ ৩

২১. নিশ্চয়ই তাদের যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি অস্বীকার করে; এবং তারা এক সত্য ভিন্ন কিছু দিয়ে এই নবীদেরকে হত্যা করে; এবং তারা তাদেরকেও হত্যা করে- যারা এই মানুষের মধ্য থেকে পরম ন্যায় বিচারের প্রতি আদেশ দেয়, এরপর তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির প্রতি শুভসংবাদ দাও।

২২. তারাই তারা- যারা তাদের কর্ম এই দুনিয়ার মধ্যে ও পরম আখিরাতে মূল্যহীন করেছে। তখন তাদের জন্য সাহায্যকারীদের থেকে নেই।

২৩. তুমি কি তাদের প্রতি দেখ নি, যাদেরকে এই কিতাবের মধ্য থেকে এক অংশ দেওয়া হয়েছে? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকা হয়েছিল- যাতে তারা তাদের মাঝে হুকুম দিতে পারে। এরপর তাদের থেকে একদল ফিরে গেল। তখন তারা বিমুখ।

২৪. সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে তারা বলে, 'গণনাকৃত এক দিনসমূহ ছাড়া আমাদেরকে সেই আগুন কখনই স্পর্শ করবে না'; এবং তারা যা আবিষ্কারকরণে ছিল, সেই তাই তাদেরকে তাদের দ্বীন সম্পর্কে প্রতারণা করেছে।

২৫. যখন আমি তাদেরকে এক দিনের জন্য একত্র করব- এরপর কেমন হতে পারে? সন্দেহ নেই তার মধ্যে যে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার পূর্ণ

প্রতিফল দেয়া হবে- যা সে অর্জন করেছে। তখন তাদেরকে জুলুম করা হবে না!

২৬. বল, 'ও আল্লাহ- মালিক পরম সার্বভৌমত্বের! আপনি সেই রাজত্ব দেন- যাকে আপনি ইচ্ছা করেন; এবং আপনি তার থেকে এই রাজত্ব কেড়ে নেন- যা আপনি ইচ্ছা করেন; এবং আপনি ইজ্জত দেন- যাকে আপনি ইচ্ছা করেন; এবং আপনি হীন করেন- যাকে আপনি ইচ্ছা করেন। আপনার হাত দিয়েই সকল কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা'।

২৭. 'আপনি এই রাতকে এই দিনের মধ্যে প্রবেশ করান; এবং আপনি এই দিনকে এই রাতের মধ্যে প্রবেশ করান; এবং আপনি সকল মৃতের মধ্য থেকে সকল জীবিতকে বের করে আনেন; এবং আপনি সকল জীবিতের মধ্য থেকে সব মৃতকে বের করে আনেন। যাকে আপনি ইচ্ছা করেন, আপনি তাকে হিসাব ভিন্নই রিজিক দেন'।

২৮. এই বিশ্বাসীরা এই বিশ্বাসীরদের পাশ থেকে সেই অস্বীকারকারীদেরক বন্ধু গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু যে তা করতে থাকে, এরপর সে আল্লাহর পক্ষের কিছুর মধ্যেই নয়- এ ছাড়া যে, তোমরা তাদের থেকে এক সাবধানতায় সাবধান থাকবে। যেহেতু আল্লাহর দিকেই পরম গন্তব্য, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে হুঁশিয়ার করছেন।

২৯. বল, 'তোমাদের বুকের মধ্যে যা- যদি তোমরা তা গোপন কর অথবা তোমরা তা প্রকাশ কর- আল্লাহ তা জানেন; এবং তিনি জানেন যা এই আকাশের মধ্যে ও যা এই পৃথিবীতে; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা'।

৩০. প্রত্যেক ব্যক্তিই কল্যাণকর থেকে সে যা করেছে এবং সে মন্দ থেকে যা করেছে- একদিন এক উপস্থাপনকৃত পাবে। সে চাইবে- 'যদি হতো এর মধ্যে ও তার মধ্যে দূরবর্তী এক ব্যবধান'! যেহেতু আল্লাহ তাঁর সকল দাসের প্রতি মমতাশীল, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে হুঁশিয়ার করছেন।

রুকূ ৪

৩১. বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসাতে থাক, এরপর আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। তখন তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু'।

৩২. বল, 'আল্লাহকে ও তার রাসূলকে মেনে চল'। এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, এরপর আল্লাহ এই সব অস্বীকারকারীকে নিশ্চয়ই ভালোবাসবেন না।

৩৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ এই বিশ্বজগতের সামনে আদম ও নূহকে এবং ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে মনোনীত করেছেন।

৩৪. তাদের একে অপরের থেকে এক বংশধর; এবং আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাত।

৩৫. যখন ইমরানের স্ত্রী বলল, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি- যা আমার গর্ভের মধ্যে, আমি তা এক উৎসর্গে আপনার প্রতি প্রতিজ্ঞা করছি। এরপর আমার থেকে তা গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আপনি- আপনি পরম শ্রোতা, পরম জ্ঞাত'।

৩৬. এরপর যখন সে তাকে জন্ম দিল; সে বলল, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি- আমি জন্ম দিয়েছি তাকে- এক কন্যা সন্তান'! এবং আল্লাহ জানেন যাসহ সে জন্ম দিয়েছে। 'কিন্তু সকল পুরুষ- সকল নারীর মতোই নয় কি? এবং নিশ্চয়ই আমি- আমি তার নাম রেখেছি মার্‌ইয়াম; এবং নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাকেসহ তাকে ও তার বংশধরদেরকে সেই বহিস্কৃত শয়তানের মধ্য থেকে আশ্রয় দিয়েছি'।

৩৭. এরপর তার রব তাকে উত্তম এক গ্রহণসহ গ্রহণ করলেন; এবং তাকে উত্তম এক লালন-পালনে গড়ে তুললেন। যখন তার জন্য তত্ত্বাবধানে যাকারিয়া, যখনই যাকারিয়া প্রার্থনার ঘরে তার সামনে প্রবেশ করত, সে তার কাছে এক রিজিক পেত। সে বলত, 'ও মার্‌ইয়াম! তোমার জন্য এগুলো কোথা থেকে'? সে বলত, 'তা আল্লাহর কাছ থেকে'। নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে হিসাব ভিন্নই রিজিক দেন।

৩৮. সেখানেই যাকারিয়া তার রবকে ডাকল। সে বলল, 'ও আমার রব! আপনার নিজের থেকে আমাকে দান করেন এক বংশধর- এক ভালো কিছু। নিশ্চয়ই আপনি এই প্রার্থনার শ্রোতা'।

৩৯. এরপর সে যখন তার মিহরাবের মধ্যে দাঁড়ানো, সেই ফেরেশতারা তাকে ডাকল- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্‌ইয়াহ-এর প্রতি সুখবর দিচ্ছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে কথার প্রতি এক সত্যতা নিশ্চিতকারী এবং এক নেতা ও এক স্ত্রী-বিরাগী-সংযমী এবং পরম সৎ-কর্মশীলদের মধ্যে এক নবী'।

৪০. সে বলল, 'ও আমার রব! আমার জন্য কীভাবে এক পুত্র হতে পারে, যখন অবশ্যই আমি চরম বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছেছি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা'? তিনি বললেন, 'সেইরকমই! আল্লাহ করেন- তিনি যা ইচ্ছা করেন'।

৪১. সে বলল, 'ও আমার রব! আমার জন্য এক আয়াত বানান'। তিনি বললেন, 'তোমার আয়াত এই যে, তুমি তিন দিন আকার-ইঙ্গিত ছাড়া মানুষের সাথে কথা বলবে না। তখন তোমার রবকে এক প্রচুর স্মরণ করবে; এবং প্রতি সন্ধ্যা ও প্রতি সকালের সাথে তার মহিমা ঘোষণা করবে'।

রুকূ ৫

৪২. এবং যখন সেই ফেরেশতারা বলল, 'ও মার্‌ইয়াম! আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে মনোনীত করেছেন ও পবিত্র করেছেন; এবং তোমাকে এই বিশ্ব জগতের নারীদের সামনে মনোনীত করেছেন'।

৪৩. 'ও মার্‌ইয়াম! তোমার রবের প্রতি আনুগত্য কর এবং সিজ্‌দা কর ও সকল রুকূকারীর সাথে রুকূ কর'।

৪৪. সেই-ই পরম অদৃশ্যের খবর থেকে। আমি তা তোমার প্রতি ওহি করছি; এবং তারা যখন তাদের কলম ছুড়ছিল যে, তাদের মধ্যে কে মার্‌ইয়ামকে লালন-পালন করবে- তুমি তাদের কাছে ছিলে না? এবং তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা মতভেদ করছিল!

৪৫. যখন সেই ফেরেশতারা বলল, 'ও মার্‌ইয়াম! আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাকে তাঁর থেকে এক কালেমাসহ সুখবর দিচ্ছেন। তার নাম আল মাসীহ। মার্‌ইয়াম পুত্র 'ঈসা। এই দুনিয়ার মধ্যে এক মর্যাদাবান; এবং পরম আখিরাতেও সে পরম সান্নিধ্য-প্রাপ্তদের (আল-মুক্বাররাবীনা الْمُقَرَّبِينَ: পরম নৈকট্যপ্রাপ্তদের) মধ্যে'-

৪৬. 'এবং সে এই দোলনার মধ্যে ও পরিণত বয়সে এই মানুষকে কথা বলবে; এবং সে সকল সৎ কর্মশীলের মধ্যে'।

৪৭. সে বলল, 'ও আমার রব! কীভাবে আমার জন্য এক সন্তান হতে পারে! আমাকে মানুষ স্পর্শই করে নি'? তিনি বললেন, 'সেইরকমই! আল্লাহ সৃষ্টি করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি এক আদেশের সিদ্ধান্ত দেন। এরপর তিনি এর জন্য শুধুমাত্র বলেন, হও। এরপর তা হয়ে যায়'।

৪৮. 'এবং তিনি তাকে সেই কিতাব ও পরম বিচক্ষণতা এবং এই তাওরাত ও এই ইন্‌জীল শিক্ষা দেবেন'-

৪৯. 'এবং বনী ইসরাঈলের প্রতি এক রাসূল'। 'নিশ্চয়ই আমি- অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে তোমাদের রবের থেকে আয়াতসহ এসেছি। এই যে আমি, আমি তোমাদের জন্য এই কাদা-মাটির মধ্য থেকে জীবিতের মতো সব পাখি সৃষ্টি করব। এরপর আমি তার মধ্যে ফুকে দেব। এরপর আল্লাহর অনুমতিসহ তা এক পাখি হয়ে যাবে; এবং আমি সকল অন্ধকে ও সকল কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করব; এবং আল্লাহর অনুমতিতে আমি সেই মৃতকে জীবন দেব; এবং আমি তোমাদেরকে খবর দেব- যাসহ তোমরা খাবে ও যা তোমরা তোমাদের ঘরে জমা করবে। নিশ্চয়ই তার মধ্যে তোমাদের জন্য নিশ্চিত এক আয়াত, যদি তোমরা হও বিশ্বাসী'।

৫০. 'এবং এই তাওরাতের মধ্যের যা আমার হাতের মাঝে- তার জন্য এক সত্যতা নিশ্চিতকারী; এবং যাতে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের উপর যা নিষিদ্ধ ছিল- তার কিছু বৈধ করতে পারি; এবং আমি তোমাদের কাছে তোমাদের রবের থেকে এক আয়াতসহ এসেছি। এরপর আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মেনে চল'।

৫১. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। এরপর তাঁর দাসত্ব কর। এ পথ সরল-সোজা'।

৫২. এরপর যখন ঈসা তাদের থেকে চরম অস্বীকার প্রবণতা বুঝতে পারল; সে বলল, 'আল্লাহর দিকে কারা আমার সাহায্যকারী'? সেই শিষ্যরা বলল, 'আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করি; এবং আমরা আমাদের প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা মুসলিম'।

৫৩. 'ও আমাদের রব! আপনি যা নাজিল করেছেন, আমরা তার প্রতি বিশ্বাস করছি; এবং আমরা এই রাসূলকে অনুসরণ করছি। এরপর আমাদেরকে সকল সাক্ষ্যদানকারীর সাথে তালিকাভুক্ত করেন'।

৫৪. কিন্তু তারা কৌশল করেছিল। আল্লাহও তখন কৌশল করেছিলেন; এবং আল্লাহ কল্যাণকর পরম কৌশলী।

রুকূ ৬

৫৫. যখন আল্লাহ বললেন, 'ও 'ঈসা! নিশ্চয়ই আমি পূর্ণতাদানকারী; এবং আমি তোমাকে আমার কাছে উঠিয়ে নিচ্ছি; এবং আমি তোমাকে যারা অস্বীকার করে তাদের মধ্য থেকে পবিত্র করছি; এবং আমি তোমার যারা অনুসারি তাদেরকে পরম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের উর্ধ্বে বানাব- যারা অস্বীকার করে। তারপর আমার কাছেই তোমাদের ফেরা। এরপর আমি তোমাদের মাঝে তার সম্পর্কে হুকুম দেব- তোমরা যার সম্পর্কে মতভেদকরণে ছিলে'।

৫৬. 'এরপর তাদের যারা তার সম্পর্কে অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে এই দুনিয়া ও পরম আখিরাতের মধ্যে শাস্তি দেব- কঠোর এক শাস্তি। তখন তাদের জন্য সাহায্যকারী থেকে নেই'।

৫৭. এবং তেমনই, যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- এরপর তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্কার পূর্ণ করে দেবেন; এবং আল্লাহ এই জালিমদের ভালোবাসেন না।

৫৮. সেই-ই! আমি তোমার কাছে সেই সকল আয়াতের মধ্য থেকে তা পাঠ করছি; এবং পরম প্রজ্ঞাসম্পন্ন পরম উপদেশও।

৫৯. নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ আদমের উদাহরণের মতোই। তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন ধুলোকণা থেকে। তারপর তিনি তার জন্য বললেন, 'হও'। এরপর সে হয়ে গেল।

৬০. এই সকল সত্য তোমার রবের থেকে। এরপর তুমি সেই সন্দেহকারীদের মধ্যে থাকবে না।

৬১. এরপর তোমার কাছে পরম জ্ঞানের মধ্য থেকে যা এসেছে তারই পরবর্তী থেকে যে তোমার সঙ্গে সেসব সম্পর্কে বিতর্ক করে; এরপর বল, 'আস, আমরা আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমাদের পুত্রদেরকে; এবং আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে; এবং আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকেও ডাকি। তারপর আমরা বিনীতভাবে প্রার্থনা করি এবং সকল মিথ্যুকের উপর আল্লাহর এক লা'নত বানিয়ে দেই'।

৬২. নিশ্চয়ই 'তার জন্য' এ সেই বর্ণনা পরম সত্য; এবং নেই ইলাহ থেকে- আল্লাহ ছাড়া; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনি নিশ্চিত পরম ক্ষমতাবান, পরম বিচক্ষণ।

৬৩. এরপর যদি তারা মুখ ফেরায়, এরপর আল্লাহ সকল ফাসাদকারীর প্রতি নিশ্চয়ই জ্ঞাত।

রুকূ ৭

৬৪. বল, 'ও তোমরা সেই কিতাবের লোকজন! আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝের একই সমান কথার দিকে আস। যাতে না আমরা আল্লাহকে ছাড়া দাসত্ব করি। তখন আমরা তাঁর সাথে এক কিছুই শরীক করব না; এবং আমরা আল্লাহর পাশ থেকে আমাদের একে অন্যকে এক রব গ্রহণ করব না'। এরপর যদি তারা মুখ ফেরায়; তারপর বল, 'আমরা আমাদের প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা মুসলিম'।

৬৫. 'ও তোমরা সেই কিতাবের লোকজন! কি জন্য তোমরা ইবরাহীম সম্পর্কে বিতর্ক করছ, যখন তারই পরবর্তী থেকে ছাড়া এই তাওরাত ও এই ইন্‌জীল নাজিল হয় নি? কেন তোমরা আকল ব্যবহার কর না'?

৬৬. 'তোমরা এখানে তারাই! তোমরা সে সম্পর্কে বিতর্ক করছ, তোমাদের জন্য যাসহ 'তার' প্রতি জ্ঞান। এরপর কেন তোমরা সে সম্পর্কে বিতর্ক করছ, তোমাদের জন্য যার প্রতি জ্ঞান নেই? এবং আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জান না'?

৬৭. 'ইবরাহীম এক ইয়াহ্‌দী ছিল না ও এক খ্রিষ্টানও নয়। কিন্তু সে সরাসরি এক মুসলিম ছিল; এবং সে এই সকল মুশরিকের মধ্যেও ছিল না'।

৬৮. 'নিশ্চয়ই ইবরাহীমের সাথে ঘনিষ্ট এই মানুষ নিশ্চিত তারাই, যারা তাকে অনুসরণ করে; এবং এ, এই নবী ও তারাও- যারা বিশ্বাস করে; এবং আল্লাহ সকল বিশ্বাসীর অভিভাবক'।

৬৯. সেই কিতাবের থেকে একদল লোকজন আশা করে, যদি তারা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারত! কিন্তু তারা তাদের নিজেদেরকে ছাড়া কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারে না। তখন তারা বুঝতেও পারে না।

৭০. 'ও তোমরা সেই কিতাবের লোকজন! কি জন্য তোমরা আল্লাহর আয়াতের প্রতি অস্বীকার কর, যখন তোমরাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছ'?

৭১. 'ও লোকজন সেই কিতাবের, কি জন্য তোমরা পরম সত্যকে চরম মিথ্যা কথনের সাথে মেশাও এবং সেই সত্য গোপন কর- যখন তোমরা তা জান'?

রুকূ ৮

৭২. এবং সেই কিতাবের থেকে একদল লোকজন বলল, 'তাদের উপর যা নাজিল হয়েছে তার প্রতি যারা বিশ্বাস করবে, তারা তা এই দিনের শুরুতে বিশ্বাস করুক; এবং তারা তার শেষে অস্বীকার করুক! সম্ভবত তারা ফিরতে পারে'।

৭৩. 'এবং যে তোমাদের দ্বীন অনুসরণ করে, তোমরা তার প্রতি ছাড়া বিশ্বাস করবে না'। বল, 'নিশ্চয়ই এই পথ-নির্দেশ আল্লাহরই। তা একজনকে দেয়া হয়েছে, যেমন তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল'। অথবা তারা তোমাদের রবের কাছে 'তোমাদেরকে বিতর্কিত' করতে পারে! বল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহরই হাত দিয়েই সকল বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তা দেন, যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞাত'।

৭৪. তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে তাঁর রহমতের প্রতি বেছে নেন; এবং আল্লাহই সকল বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী- সর্ব শ্রেষ্ঠ।

৭৫. এবং সেই কিতাবের লোকজন থেকে কেউ কেউ- যদি তোমরা তার কাছে বিপুল সম্পদসহ আমানত রাখ, সে তা তোমাদের কাছে ফেরত দেবে; এবং তাদের থেকে কেউ কেউ- যদি তোমরা তার কাছে এক দিনারসহ আমানত রাখ, তখন সে তোমাদের কাছে তা ছাড়া ফেরত দেবে না, তোমরা যতক্ষণ না তাতে একাধারে তার সামনে দণ্ডায়মান! সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে তারা বলে, 'এই সকল নিরক্ষরের সম্পর্কে আমাদের উপর নির্দেশ হতে পারে না'। তখন তারা আল্লাহর উপরে চরম মিথ্যা বলতে থাকে- যখন তারা জানে।

৭৬. বরং যে তার ওয়াদা দিয়ে পূর্ণ করে ও সাবধান হয়, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সাবধানীকে ভালোবাসেন।

৭৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা আল্লাহকে দেওয়া ওয়াদা ও তাদের শপথ এক মূল্যে বিক্রি করে- এক অল্পও; তারাই- তাদের জন্য পরম আখিরাতের মধ্যে কোনো অংশ নেই। আল্লাহ তখন তাদের সাথে কথা বলবেন না; এবং তিনি

পরম কিয়ামতের দিন তাদের দিকে তাকাবেন না; এবং তিনি তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। তখন তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৭৮. এবং নিশ্চয়ই তাদের থেকে একদল- তারা এই কিতাবসহ তাদের জিহ্বা নিশ্চিত বিকৃত করে, যাতে তোমরা মনে কর তা এই কিতাবের মধ্য থেকে। কিন্তু তা এই কিতাবের মধ্য থেকে নয়; এবং তারা বলে, 'তা আল্লাহর কাছ থেকে'। কিন্তু তা আল্লাহর কাছ থেকে নয়; এবং তারা আল্লাহর সামনেই সেই চরম মিথ্যা বলে- যখন তারা তা জানে।

৭৯. মানুষের জন্য হয় না যে, আল্লাহ তাকে এই কিতাব ও এই প্রাজ্ঞতা এবং এই নবুওয়াত দেবেন, তারপর সে মানুষের প্রতি বলবে, 'আল্লাহর পাশ থেকে আমার জন্য এক দাস হয়ে যাও'; বরং রবের দাস হয়ে যাও। তোমরা তার প্রতিই এই কিতাব শিক্ষাদান করেছিলে এবং তাসহই তোমরা তা অধ্যয়নে করছিলে।

৮০. এবং সে তোমাদেরকে আদেশ দেবে না যে, 'তোমরা এই ফেরেশতাদেরকে ও এই নবীদেরকে এক রব গ্রহণ কর'। যখন তোমরা মুসলিম হয়েছ, সে কি তোমাদেরকে তারই পরবর্তীতে চরম অস্বীকারের প্রতি আদেশ দেবে?

রুকূ ৯

৮১. এবং আল্লাহ যখন সকল নবীর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন: 'আমি তোমাদেরকে কিতাব ও এই বিচক্ষণতা থেকে নিশ্চিত যা দিয়েছি, তারপর যা তোমাদের সাথে, তার জন্য সত্যতা নিশ্চিতকারী রাসূল তোমাদের কাছে আসবে। তোমরা তখন তার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস করবে এবং তোমরা তাকে নিশ্চিত সাহায্য করবে'। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে; এবং তোমরা কি তারই উপর দায়িত্ব গ্রহণ করলে'? তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম'। তিনি বললেন, 'এরপর তোমরা সাক্ষী থাক; এবং আমিও তোমাদের সাথে সকল সাক্ষীর মধ্যে'।

৮২. এরপর তারই পরবর্তীতে যে মুখ ফেরাবে, এরপর তারাই- তারা সব অবাধ্য।

৮৩. এরপরও কি তারা 'ভিন্ন-দ্বীনে' আল্লাহকে চায়, যখন যা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে- তারা এক স্বেচ্ছায় ও এক অনিচ্ছায় তাঁর প্রতিই আত্মসমর্পণ করছে, যখন তারা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে?

৮৪. বল, 'আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের উপর নাজিল হয়েছে ও যা ইবরাহীম এবং ইসমাঈল এবং ইসহাক ও ইয়া'কূব ও তাদের বংশধরদের উপর নাজিল হয়েছে; এবং যা তাদের রবের থেকে মূসা ও ঈসাকে এবং সকল নবীকেই দেওয়া হয়েছে। আমরা তাদের থেকে একজনের মাঝেও পার্থক্য করি না; এবং আমরা তাঁরই জন্য মুসলিম'।

৮৫. এবং যে 'এই ইসলাম' ভিন্ন এক দ্বীন চাইতে থাকে, এরপর তার থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না। তখন সে পরম আখিরাতে চরম ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে।

৮৬. আল্লাহ কিভাবে এক সম্প্রদায়কে পথ দেখাবেন- যারা তাদের বিশ্বাসের পরবর্তীতে অস্বীকার করে, যখন তারা সাক্ষ্য দিয়েছে এমন যে: 'এই রাসূল সত্য'; এবং তাদের কাছে সকল পরিষ্কার প্রমাণও এসেছে? এবং আল্লাহ সেই চরম জালিম সম্পদায়কে পথ দেখান না।

৮৭. তারাই- তাদের প্রতিফল এমন যে, তাদের উপর আল্লাহ ও সকল ফেরেশতা এবং সকল মানুষের সম্মিলিতভাবে লানত।

৮৮. তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। তাদের থেকে সেই শাস্তি কমানো হবে না। তখন তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

৮৯. তারা ছাড়া- তারই পরবর্তী থেকে যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয়। এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৯০. নিশ্চয়ই তাদের যারা তাদের বিশ্বাসের পরবর্তীতে অস্বীকার করে, তারপর তারা তাদের এক অস্বীকার-প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়- তাদের তাওবা কখনই গ্রহণ করা হবে না। তখন তারা- তারাই চরম বিভ্রান্ত।

৯১. নিশ্চয়ই তাদের যারা অস্বীকার করে এবং তাদের মৃত্যু হয় যখন তারা অস্বীকারকারী; এরপর সে যদি এই পৃথিবী ভরা এক সোনা দিয়েও তার মুক্তিপণ দিতেও চায়, তাদের একজন থেকেও তা কখনই গ্রহণ করা হবে না। তারাই- তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি; এবং তাদের জন্য সাহায্যকারীদের থেকেও নেই।

চতুর্থ পারা

রুকূ ১০

৯২. তোমরা যতক্ষণ না তা থেকে ব্যয় কর- যা তোমরা পছন্দ কর, তোমরা 'এই নীতিবানের' ভিত্তিমূলে কখনই পৌঁছাতে পারবে না; এবং তোমরা যা কিছু থেকেই ব্যয় কর, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি জ্ঞাত।

৯৩. ইসরাঈল আগে থেকেই তার নিজের উপর যা হারাম করেছিল তা ছাড়া বনী ইস্‌রাঈলের জন্য সেই সব খাদ্যের প্রত্যেকটিই এক হালাল ছিল। এই তাওরাতে তা নাজিল হয়েছে। বল, 'এরপর এই তাওরাতসহ আস, এরপর তা পাঠ কর- যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

৯৪. এরপর যে তারই পরবর্তী থেকে আল্লাহর উপর চরম মিথ্যা আবিষ্কার করে, এরপর তারাই- তারা সব জালিম।

৯৫. বল, 'আল্লাহ সত্য কথা বলেছেন। এরপর এক সরাসরি ইবরাহীমের মতবাদ অনুসরণ কর; এবং সে এই সকল মুশরিকের মধ্যে ছিল না'।

৯৬. নিশ্চয়ই এই মানুষের জন্য প্রথম ঘর নিশ্চিত সেই বাক্কার সাথে নির্মিত হয়েছে। তা এই বিশ্বজগতের জন্য এক আর্শীবাদ ও এক পথ-নির্দেশ।

৯৭. তার সম্পর্কে পরিষ্কার আয়াত- 'ইবরাহিমের দাঁড়ানোর স্থান'; এবং যে তাতে প্রবেশ করে, সে এক নিরাপদ হয়; এবং আল্লাহর জন্যই এই ঘরে সকল মানুষের উপর হজ্জ- যে তাঁরই দিকে এক পথে সক্ষম হয়; এবং যে অস্বীকার করে, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ এই বিশ্বজগৎ থেকে অমুখাপেক্ষী।

৯৮. বল, 'ও তোমরা সেই কিতাবের লোকজন! কি জন্য তোমরা আল্লাহর আয়াতের প্রতি অস্বীকার কর, যখন তোমরা যা করছ- আল্লাহ তার উপর সাক্ষী'?

৯৯. বল, 'ও তোমরা সেই কিতাবের লোকজন! যে বিশ্বাস করে- তাকে তোমরা কি জন্য আল্লাহর পথের থেকে সরিয়ে দাও? একে এক দোষী চাইতে থাক- যখন তোমরাই সাক্ষী'? এবং তোমরা যা করছ- আল্লাহ তার সম্পর্কে গ্বাফিলদের সাথে নন।

১০০. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যাদেরকে সেই কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের মধ্য থেকে এক দলকে মেনে চল- তারা তোমাদেরকে তোমাদের বিশ্বাসের পরবর্তীতে পিছনে ফিরিয়ে দেবে- অস্বীকারকারী'।

১০১. এবং কিভাবে তোমরা অস্বীকার কর- যখন তোমাদের সামনেই আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হয় এবং তোমাদের মধ্য থেকেই তাঁর রাসূল? এবং যে আল্লাহর প্রতি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে, এরপর অবশ্যই তাকে সরল-সোজা এক পথের দিকে চালিত করা হয়।

রুকূ ১১

১০২. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহকে ভয় কর, সত্যিকার তাঁর ভয়; এবং তোমরা যেন মুসলিম ছাড়া মৃত্যুবরণ না কর'।

১০৩. এবং তোমরা সকলে একত্রে আল্লাহর দড়ির প্রতি শক্তভাবে ধর; এবং বিভক্ত হবে না; এবং তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর। তখন তোমরা ছিলে শত্রু। এরপর তিনি তোমাদের হৃদয়ের মাঝে স্নেহ-বন্ধন সৃষ্টি করলেন। এরপর তোমরা তাঁর নিয়ামসহ এক ভাই হয়ে গেলে। তখন তোমরা সেই আগুনের মধ্যের খাদগুলোর প্রান্তের উপরে ছিলে। এরপর তিনি তোমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াত সেইরকমই পরিষ্কার বলেন, যাতে তোমরা পথ পেতে পার।

১০৪. এবং তোমাদের থেকেই জাতিগুলো নিশ্চিত করুক- তারা পরম কল্যাণের দিকে আহ্বান করতে থাকবে; এবং তারা পরম ন্যায়ের প্রতি আদেশ দিতে থাকবে; এবং তারা চরম দুষ্টতা থেকে নিষেধ করতে থাকবে। তখন তারাই- তারা পরম সফল।

১০৫. এবং যাদের কাছে এই বিস্তারিত প্রমাণের যা এসেছে, তারই পরবর্তী থেকে যারা বিভক্ত হয়েছে ও মতভেদ করেছে, তোমরা তাদের মতো হবে না; এবং তারাই- তাদের জন্য কঠিন শাস্তি।

১০৬. একদিন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তখন মুখমন্ডল কালোও হবে। এরপর তার মধ্যে সেই তারা- যাদের মুখ কালো হবে: 'তোমরা কি তোমাদের বিশ্বাসের পরবর্তীতে অস্বীকার করেছিলে? এরপর সেই শাস্তির স্বাদ নাও- তোমরা যার প্রতি অস্বীকারকরণে ছিলে'।

১০৭. এবং তার মধ্যে সেই তারা- যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, এরপর তারা আল্লাহর রহমতের মধ্যে। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

১০৮. এগুলো আল্লাহর আয়াত। আমি তা পরম সত্যসহ তোমার সামনে পাঠ করছি, যেহেতু আল্লাহ এই বিশ্বজগতের জন্য এক জুলুম চান না।

১০৯. এবং আল্লাহর জন্যই যা এই আকাশের মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং আল্লাহর দিকেই সকল বিষয় ফিরে যাবে।

রুকূ ১২

১১০. 'তোমরাই কল্যাণকর জাতি হও। তোমাদেরকে এই মানুষের জন্য বের করে আনা হয়েছে। তোমরা পরম ন্যায়ের সাথে আদেশ দেবে; এবং তোমরা সকল মন্দের প্রতি নিষেধ করবে; এবং তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে; এবং সেই কিতাবের লোকজনও যদি বিশ্বাস করত, তাদের জন্যও নিশ্চিত এক কল্যাণ হতো। তাদের থেকেই সেই সকল বিশ্বাসী, যখন তাদের অধিকাংশই চরম অবাধ্য।

১১১. তারা তোমাদেরকে এক আঘাত ছাড়া কখনই ক্ষতি করতে পারবে না; এবং যদি তারা তোমাদেরকে সেই পিছনে ফেরাতে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তারপর তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

১১২. তাদের উপর চরম হীনতার আঘাত এসেছে। তাদেরকে আল্লাহর পক্ষে এক দড়ির সাথে ও এই মানুষের পক্ষে এক দড়ির সাথে ছাড়া যেখানেই- যাতে পাওয়া গেছে, তখনই তারা নিজেদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টির প্রতি টেনে এনেছে। তখন তাদের উপর চরম দারিদ্র্যতার আঘাত এসেছে। সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, তারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি অস্বীকারকরণে ছিল। তখন তারা সত্য-ভিন্ন কিছু দিয়ে সেই

নবীদেরকে হত্যা করছে। সেই-ই! তখন তারা সীমালঙ্ঘনকরণে ছিল। তারা তার প্রতি অবাধ্য হয়েছিল।

১১৩. সেই কিতাবের থেকে সব লোকজন একই সমান হতে পারে নি- এক জাতি, যারা প্রতি রাত্রিতে সময় ধরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর আয়াত পাঠ করবে, তখন তারা সিজ্‌দাও করবে-

১১৪. তারা আল্লাহ ও পরম আখিরাতের সেই পরম দিনের প্রতি বিশ্বাস করবে। তখন তারা পরম ন্যায়ের সাথে আদেশ দেবে; এবং তারা চরম মন্দ থেকে নিষেধ করবে; এবং তারা সকল কল্যাণকর কাজের মধ্যে দ্রুতগামী হবে- তখন তারাও সকল সৎকর্মশীলের মধ্যে।

১১৫. এবং যে কল্যাণকর থেকে করে, এরপর সে 'অস্বীকৃত' হবে না; এবং আল্লাহ সেই সাবধানীদের প্রতি জ্ঞাত।

১১৬. নিশ্চয়ই তাদের যারা অস্বীকার করে, তাদের জন্য তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনই এক কিছুই কাজে আসবে না; এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও নয়। তখন তারাই পরম আগুনের সাথী। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

১১৭. তারা এই দুনিয়ায় এই জীবনের মধ্যে যা ব্যয় করে থাকে তার এ উদাহরণ, যেমন উদাহরণ- এক ঘুর্ণি বাতাস। এর মধ্যে হিম বরফ। তা এক জাতির শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে। তারা তাদের নিজেদেরকে জুলুম করেছে। এরপর তা সব ধ্বংস করে দেয়। তখন আল্লাহ তাদেরকে জুলুম করেন না। কিন্তু তারা তাদের নিজেদেরকেই জুলুম করেছিল।

১১৮. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যারা তোমাদেরকে এক ধ্বংসে ছাড় দেয় না, তোমরা তাদেরকে তোমাদের পাশের থেকে তোমাদের কোলে নেবে না। তারা চায় তা, তোমাদেরকে যা দুর্ভোগে ফেলে। অবশ্যই তাদের মুখ থেকেই সকল বিদ্বেষ প্রকাশ্য হয়েছে; এবং তারা তাদের হৃদয়ে যা গোপন রাখে, তা আরও গুরুতর। তোমরা যদি আকল ব্যবহারকরণে থাক, আমি তোমাদের জন্য অবশ্যই সকল আয়াত বিস্তারিত বলেছি।

১১৯. 'ও তোমরা এখানে তারাই! তোমরা তাদেরকে ভালোবাস, যখন তারা তোমাদের ভালোবাসে না; এবং তোমরা সকল কিতাবের প্রতি বিশ্বাস কর- তার প্রত্যেকটিতেই; এবং যখন তারা তোমাদের সাক্ষাত করে তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি'। কিন্তু যখন তারা চলে যায়, তারা তোমাদের উপর চরম আক্রোশের মধ্যে সব আঙুলের অগ্রভাগ কামড়াতে থাকে। বল, 'মর তোমাদের আক্রোশের সাথেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন যাসহ আছে সকল অন্তর'।

১২০. যদি তোমাদেরকে এক উত্তম কিছু স্পর্শ করে, তা তাদেরকে দুঃখ দেয়; এবং যদি তোমাদেরকে এক মন্দ কিছু আঘাত করে, তারা এসহ উল্লাস করে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধর ও সাবধান হও, তোমাদেরকে তাদের কৌশল এক কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যাসহ করতে থাকে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বেষ্টনকারী।

রুকূ ১৩

১২১. এবং তুমি যখন খুব ভোরে আগাম বের হয়ে তোমার লোকজন থেকে স্থান নির্ধারণ করছিলে- যুদ্ধের জন্য সেই বিশ্বাসীদের অবস্থান, তখন আল্লাহই শ্রোতা, জ্ঞাত।

১২২. এবং তোমাদের থেকে দুটি দল যখন ঝুঁকে পড়েছিল- যাতে তারা সাহস হারাল, তখন আল্লাহই তাদের অভিভাবক; এবং আল্লাহর উপরই এরপর সকল বিশ্বাসী নির্ভর করুক।

১২৩. এবং যখন তোমরা 'বদরের' প্রতি অধিক দুর্বল, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন। এরপর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

১২৪. এবং যখন তুমি সেই বিশ্বাসীদের প্রতি বললে, 'এ তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় কি যে, তোমাদের রব এই ফেরেশতাদের মধ্য থেকে নাজিলকৃত তিন হাজার দিয়ে তোমাদেরকে বাড়িয়ে দেবেন?

১২৫. হ্যাঁ! যদি তোমরা ধৈর্য ধর ও সাবধান হও, তখন তারা তোমাদের কাছে আকস্মিকতা থেকে আসবে। তোমাদের রব সেই ফেরেশতাদের মধ্য থেকে চিহ্নিত পাঁচ হাজার দিয়ে এতে তোমাদের শক্তি বাড়িয়ে দেবেন।

১২৬. এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য তা সুসংবাদ ও তা দিয়ে তোমাদের হৃদয় নিশ্চিন্ত করার জন্য ছাড়া তা বানান না। তখন সেই বিজয় পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ আল্লাহর কাছ থেকে ছাড়া নয়-

১২৭. তিনি যাতে যারা অস্বীকার করে, তাদের মধ্য থেকে এক অংশকে ছেঁটে ফেলতে পারেন; অথবা তাদেরকে চেপে ধরতে পারেন। এরপর তারা ব্যর্থ হয়ে পিছনে ফিরে যায়।

১২৮. তোমার জন্য সেই আদেশের মধ্য থেকে এক কিছুই নয় যে, তিনি তাদের সামনে ফিরবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন। এরপরও নিশ্চয়ই তারা জালিম।

১২৯. এবং আল্লাহরই জন্য যা এই আকাশ ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তার প্রতি ক্ষমা করেন; এবং যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে শাস্তি দেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ ১৪

১৩০. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমরা এক দ্বিগুণ, এক বহুগুণে সেই সুদ খাবে না; এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

১৩১. এবং সেই আগুনকে ভয় কর, যা সকল অস্বীকারকারীর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

১৩২. এবং আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে মেনে চল, যাতে তোমরা রহমত পেতে পার।

১৩৩. এবং তোমার রবের থেকে ক্ষমার দিকে ও বাগানগুলোর দিকে দ্রুতগামী হও। এ প্রশস্ততায় এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী। সকল সাবধানীর জন্য তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে-

১৩৪. তারাই- যারা সকল স্বচ্ছলতায় ও সকল প্রতিকূলতায়ও ব্যয় করে; এবং তারা সেই রাগ পরম নিয়ন্ত্রণকারী; এবং তারা সকল মানুষের প্রতি পরম ক্ষমাশীল। আল্লাহ সেই সকল উত্তম কর্মশীলকে ভালোবাসেন।

১৩৫. এবং তাদের তারা যখন এক অনৈতিক কাজ করে ফেলে অথবা তাদের নিজেদেরকে জুলুম করে- তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। এরপর তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; এবং আল্লাহ ছাড়া কে এই পাপ ক্ষমা করবে? এবং যখন তারা জানতে পারে- তারা যা করছিল, তারা তার উপর চালিয়ে যায় না।

১৩৬. তারাই- তাদের পুরস্কার তাদের রবের থেকে ক্ষমা এবং বাগান। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। তখন সেই সকল কর্মীর নিয়ামতের পুরস্কার!

১৩৭. অবশ্যই তোমাদের আগে থেকে 'বহু রীতি-নীতি-পদ্ধতি' (সুনানূন سُنَنٌ: জীবন-যাপর পদ্ধতি) চলে আসছে। এরপর এই পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ কর; এবং দেখ- কেমন ছিল সেই মিথ্যুকদের পরিণতি!

১৩৮. সকল মানুষের জন্য 'এ' এক বিস্তারিত বিবরণ ও এক পথ-নির্দেশ এবং সকল সাবধানীর জন্য হুঁশিয়ারি।

১৩৯. এবং তোমরাই যখন সকলের উপরে- তোমরা দুর্বল হবে না ও দুঃখও করবে না, যদি তোমরা হও বিশ্বাসী।

১৪০. যদি তোমাদেরকে এক ক্ষত স্পর্শ করে থাকে, এরপর অবশ্যই সেই সম্প্রদায়কেও তার মতোই এক ক্ষত স্পর্শ করেছিল; এবং এগুলো সেই সকল দিন। আমি 'এ' এই মানুষের মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি, যাতে আল্লাহ তাদেরকে জানতে পারেন- কারা বিশ্বাস করেছে? এবং যাতে আমি তোমাদের থেকে সাক্ষী গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু আল্লাহ সেই সকল জালিমকে ভালোবাসেন না।

১৪১. এবং যাতে আল্লাহ যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন; এবং যাতে তিনি সকল অস্বীকারকারীকে ধ্বংস করতে পারেন।

১৪২. অথবা তোমরা কি হিসাব কর যে, তোমরা পরম বাগানে প্রবেশ করবে? যখন আল্লাহ তাদেরকে জেনে নেন নি- তোমাদের থেকে কারা কঠোর চেষ্টা করেছে; এবং যাতে তিনি সকল ধৈর্যশীলকে জানতে পারেন?

১৪৩. এবং তোমরা অবশ্যই এই মৃত্যুর আগে থেকে 'শুধু কথা বলাতে' ছিলে। এখন তোমরা তার সাক্ষাৎ পেলে। এরপর অবশ্যই তোমরা তা দেখেছ, যখন তোমরা তাকিয়ে ছিলে।

রুকূ ১৫

১৪৪. এবং মুহাম্মদ রাসূল ছাড়া নয়। তার আগে থেকে অবশ্যই সেই রাসূলেরা চলে গেছে। এরপর যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তোমরা কি পিছনে ফিরে যাবে- তোমাদের পায়ের গোড়ালিতে? এবং যে তার গোড়ালিতে পিছনে ফেরে, এরপর সে কখনই আল্লাহর এক কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ সকল কৃতজ্ঞকে পুরস্কার দেবেন।

১৪৫. এবং কোনো ব্যক্তির জন্য হয় না যে, সে মারা যাবে আল্লাহর এক লিখিত মেয়াদ নিশ্চিতকারী অনুমতিসহ ছাড়া; এবং যে এই দুনিয়ায় পুরস্কার চায়, আমি তাকে এর থেকে দেব; এবং যে পরম আখিরাতের পুরস্কার চায়, আমি তাকে এর থেকে দেব; এবং আমি সকল কৃতজ্ঞকে পুরস্কার দেই।

১৪৬. এবং নবীদের থেকে কতজন যুদ্ধ করেছে! তাদের সাথে রবের অনেক অনুগতরাও! এরপর আল্লাহর পথের মধ্যে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছিল, তারা তার জন্য সাহস হারায় নি। তখন তারা দুর্বলও হয় নি ও নতও হয় নি; এবং আল্লাহ সকল ধৈর্যশীলকে ভালোবাসেন।

১৪৭. এবং তাদের কথা ছিল না এ ছাড়া যে, তারা বলত- 'ও আমাদের রব! আমাদের বিষয়ে আমাদের জন্য আমাদের পাপ ও আমাদের বাড়াবাড়ি ক্ষমা করেন; এবং আমাদের পা স্থির রাখেন; এবং আমাদেরকে সকল চরম অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের সামনে সাহায্য করেন'।

১৪৮. এরপর আল্লাহ তাদেরকে এই দুনিয়ার পুরস্কার দিলেন; এবং পরম আখিরাতেও উত্তম পুরস্কার; এবং আল্লাহ সকল উত্তম কর্মশীলকে ভালোবাসেন।

রুকূ ১৬

১৪৯. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমরা যদি যারা অস্বীকার করে তাদেরকে মেনে চল, তারা তোমাদেরকে পিছনে ফিরিয়ে দেবে- তোমাদের পায়ের গোড়ালিতে। এরপর তোমরা পিছনে ফিরবে- এক ক্ষতিগ্রস্ত'।

১৫০. 'বরং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক; এবং তিনিই কল্যাণকর পরম সাহায্যকারী'।

১৫১. যারা অস্বীকার করে- আমি তাদের হৃদয়ের মধ্যে চরম আতঙ্ক ঢেলে দেব। তারা আল্লাহর সাথে যাসহ শরীক করেছে, তিনি তার প্রতি এক সনদ নাজিল করেন নি। তখন তাদের বসতি পরম আগুনে। তখন এই সকল জালিমের আবাস মন্দ হবে!

১৫২. এবং অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছিলেন। তখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিসহ তাদেরকে নির্মূল করছিলে- যতক্ষণ না তোমরা সাহস হারালে ও তোমরা সেই সব আদেশ সম্পর্কে বিরোধে জড়ালে; এবং তিনি তোমাদেরকে তোমরা যা ভালোবাস তা দেখালেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন- তোমাদের থেকে কে এই দুনিয়া চায় ও তোমাদের থেকে কে পরম আখিরাত চায়! তারই পরবর্তী থেকে তোমরা অমান্য করলে। তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন; এবং অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন- যেহেতু আল্লাহই সকল বিশ্বাসীর উপর বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী।

১৫৩. তোমরা যখন পাহাড়ের উপরের দিকে ছুটছিলে, তখন তোমরা কারও উপরেই খেয়াল করছিলে না। তখন এই রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের অপর দিকের মধ্যে ডাকছিল। এরপর তিনি তোমাদেরকে 'দুর্ভোগের সাথেই এক দুর্ভোগ' পুরস্কৃত করলেন, যাতে তোমরা যা তোমাদেরকে ছেড়ে গেছে তার উপর দুঃখ না কর; এবং তাতেও নয়, যা তোমাদের প্রতি আপতিত হয়েছে; এবং তোমরা যা কর- আল্লাহ তার প্রতি অবহিত।

১৫৪. তারপর তিনি সেই সব দুর্ভোগের পরবর্তী থেকে তোমাদের উপর এক নিরাপত্তা নাজিল করলেন। তিনি তোমাদের থেকে একদলকে এক গভীর ঘুমে ঢেকে দিলেন। তখন আরেক দল- অবশ্যই তারা নিজেরাই তাদেরকে আতংকিত করেছিল। তারা আল্লাহ সম্পর্কে পরম সত্য ভিন্ন চরম অজ্ঞতাপ্রসূত এক অনুমান করছিল। তারা বলতে থাকল, 'আমাদের জন্য কি এই সকল আদেশের মধ্য থেকে কিছু'? বল, 'নিশ্চয়ই সেই সকল আদেশের প্রত্যেকটিই আল্লাহর জন্য'। তারা তাদের নিজেদের মধ্যে যা গোপন করে, তারা তোমার জন্য তা প্রকাশ করে না। তারা বলতে থাকে, 'আমাদের জন্য যদি এই সব আদেশের মধ্যে এক কিছু থাকত, আমরা এখানে নিহত হতাম না'। বল, 'যদি তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে থাকতেও- যাদের উপর তাদের এই হত্যা লিখিত হয়েছে, নিশ্চিত তারা তাদের মৃত্যুস্থানের দিকে বের হয়ে আসত। যাতে আল্লাহ পরীক্ষা করতে

পারেন, যা তোমাদের বুকের মধ্যে এবং তিনি পরিশুদ্ধ করতে পারেন, যা তোমাদের অন্তরের মধ্যে; এবং আল্লাহ জ্ঞাত যাসহ সকল বুক।

১৫৫. নিশ্চয়ই তাদের যারা সেই দুই বাহিনীর সেই সাক্ষাতের দিনে তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়েছিল- তারা যা আয় করেছিল, সেই শয়তান শুধুমাত্র তার কিছু দিয়ে তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল; এবং অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।

রুকূ ১৭

১৫৬. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমরা তাদের মতো হবে না, যারা অস্বীকার করে; এবং যখন তারা এই পৃথিবীর মধ্যে সফর করে অথবা তারা এক দ্বন্দ্বে থাকে, তখন তারা তাদের ভাইদের জন্য বলে, 'যদি তারা আমাদের সাথে থাকত, তারা মরত না এবং তারা খুনও হতো না'। আল্লাহ তাতেই তাদের অন্তরের মধ্যে সেই এক আক্ষেপ বানিয়ে থাকেন; এবং আল্লাহই জীবন ও মৃত্যু দেন; এবং আল্লাহ তার প্রতি দ্রষ্টা- তোমরা যা কর।

১৫৭. এবং যদি তোমরা আল্লাহর পথের মধ্যে নিহত হও অথবা মারা যাও- যা তারা যা জমা করেছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও রহমত তার থেকে নিশ্চিত কল্যাণকর।

১৫৮. এবং যদি তোমরা মারা যাও অথবা নিহত হও- তোমাদেরকে আল্লাহর কাছেই নিশ্চিত সমবেত করা হবে।

১৫৯. এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতি রহমত যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছিলে; এবং তুমি যদি সেই হৃদয়ে এক রাগান্বিত ও কঠোর থাকতে, নিশ্চিত তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। এরপর তাদের প্রতি ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা চাও; এবং এই সকল আদেশ সম্পর্কে তাদের সাথে পরামর্শ কর। এরপর তুমি যখন সমাধান দেবে, এরপর আল্লাহর উপর নির্ভর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল নির্ভরকারীকে ভালোবাসেন।

১৬০. আল্লাহ যদি তোমাদেরকে সাহায্য করেন, এরপর তোমাদের জন্য পরাজয় নয়; এবং তিনি যদি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেন, এরপর তাঁরই পরবর্তী থেকে কে আছে- যে একজন তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? এবং আল্লাহর উপরই এরপর সকল বিশ্বাসী নির্ভর করুক।

১৬১. নবীর জন্য হয় না যে, সে শেকল পরাবে; এবং যে শেকল পরাবে, পরম কিয়ামতের দিনে সে তার সঙ্গেই সেই শেকল নিয়ে আসবে। তারপর সে যা অর্জন করেছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তা পুরোপুরি শোধ করা হবে। তখন তাদেরকে জুলুম করা হবে না।

১৬২. এরপরও যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সে কি তার মতো- যে নিজেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে গভীর ক্রোধের প্রতি টেনে নেয়, যখন তার আবাস জাহান্নাম? এবং মন্দ হবে সেই গন্তব্য!

১৬৩. আল্লাহর কাছে তারা বিভিন্ন স্তরের; এবং আল্লাহ দ্রষ্টা তার প্রতি- তারা যা করতে থাকে।

১৬৪. অবশ্যই আল্লাহ এই বিশ্বাসীদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। যেমন তিনি তাদের নিজেদের থেকেই তাদের মধ্যে এক রাসূল গড়ে তুলেছেন। সে তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করে শোনায়; এবং সে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে; এবং সে তাদেরকে এই কিতাব ও এই হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও আগে থেকে তারা নিশ্চিত পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

১৬৫. এবং তোমাদেরকে যখন দুর্যোগ আঘাত করল, তোমরা অবশ্যই এর দ্বিগুণ আঘাতপ্রাপ্ত হলে। তোমরা বললে, 'এ কোথা থেকে'? বল, 'তা তোমাদের নিজেদের কাছ থেকেই'। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

১৬৬. এবং সেই দিন সেই দু'দলের সেই সাক্ষাতে তোমাদেরকে যা আঘাত করেছিল, এরপর তা আল্লাহরই অনুমতিসহই- যাতে তিনি সকল বিশ্বাসীকে জানতে পারেন।

১৬৭. এবং যাতে তিনি জানতে পারেন তাদেরকে- কারা মুনাফিক হয়েছে? তখন তাদের প্রতি বলা হয়েছিল, 'আস, আল্লাহর পথের মধ্যে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর'। তারা বলল, 'যদি আমরা এক যুদ্ধ জানতাম! নিশ্চিত আমরা তোমাদের অনুসরণ করতাম'। সেই দিন তারা চরম অস্বীকারের প্রতি অধিক নিকটবর্তী (আক্বরাবু أَقْرَبُ)। তারা তাদের থেকে বিশ্বাসের জন্য তাদের মুখ দিয়ে যা বলতে থাকে, তা তাদের অন্তরের মধ্যে ছিল না। তখন আল্লাহ জানেন, যাসহ তারা গোপন করে।

১৬৮. যখন তারা বসা, তাদের যারা তাদের ভাইদের প্রতি বলল, 'যদি তারা আমাদেরকে মেনে চলত, তারা নিহত হতো না'। বল, 'এরপর তোমাদের নিজেদের থেকে এই মৃত্যু ফেরাও, যদি তোমরা হও সত্যবাদী'।

১৬৯. এবং তোমরা মনে করবে না আল্লাহর পথের মধ্যে যারা নিহত হয়েছে, তারা এক মৃত। বরং তাদের রবের কাছে তারা জীবিত। তাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়।

১৭০. আল্লাহ তাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে থেকে যা দিয়েছেন, তারা তার প্রতি আনন্দিত; এবং তাদের সাথে তাদের উত্তরাধিকারীদের থেকে যারা মিলিত হয় নি, তারা তাদের প্রতি শুভসংবাদ পাচ্ছে যে, 'তাদের সামনে ভয় নেই; এবং তারা দুঃখও করবে না'।

১৭১. তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত ও বিশেষ অনুগ্রহের প্রতি শুভসংবাদ পাচ্ছে; এবং এমন যে, আল্লাহ সেই বিশ্বাসীদের পুরস্কার নষ্ট হতে দেন না।

রুকূ ১৮

১৭২. তাদেরকে সেই জখমের যা আঘাত করেছিল, তারই পরবর্তী থেকে তাদের যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সাড়া দিয়েছে; এবং তাদের থেকে যারা উত্তম কাজ করেছে ও সাবধান হয়েছে, তাদের জন্য এক সেরা পুরস্কার।

১৭৩. তাদের যারা এই মানুষের যাদের প্রতি বলেছিল, 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ তোমাদের জন্য অবশ্যই জড় হয়েছে, এরপর তাদেরকে ভয় কর'- এরপর তা তাদেরকে এক বিশ্বাস বাড়িয়ে দিল। তখন তারা বলল, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই নিয়ামত দানে পরম কর্মবিধায়ক'!

১৭৪. এরপর তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত ও বিশেষ অনুগ্রহসহ ফিরে এল। যখন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল, তখন তাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে নি; এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠতর বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী।

১৭৫. নিশ্চয়ই তা সেরকমই! সেই শয়তান তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। এরপর তাদেরকে ভয় করবে না; এবং আমাকেই ভয় করবে- যদি তোমরা হও বিশ্বাসী।

১৭৬. এবং যারা চরম অস্বীকার সম্পর্কে দ্রুত, তারা তোমাকে দুঃখ দিতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা কখনই আল্লাহর এক কিছুরই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান না যে, তিনি তাদের জন্য পরম আখিরাতের মধ্যে এক অংশ বানাবেন। তখন তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা 'এই বিশ্বাস' দিয়ে 'সেই অস্বীকার প্রবণতা' কিনেছে, তারা কখনই আল্লাহর কিছু ক্ষতিই করতে পারবে না; এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৭৮. এবং যারা অস্বীকার করে- তারা যেন হিসাব না করে তা এমন যে, আমি তাদের প্রতি সময় দেই তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য! আমি তাদের প্রতি সময় দিয়ে থাকি যাতে তারা শুধুমাত্র এক পাপ বাড়াতে পারে। তখন তাদের জন্য হীনতম শাস্তি।

১৭৯. তিনি যতক্ষণ না সকল ভালো কিছুর মধ্য থেকে সকল মন্দকে পৃথক করেন, আল্লাহ এই বিশ্বাসীদেরকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য নন। তোমরা 'তার উপরই' তাঁর সামনে; এবং আল্লাহ তোমাদেরকে সকল অদৃশ্যের উপরে জানানোর জন্যও নন। কিন্তু আল্লাহ- তিনি তাঁর রাসূলদের থেকে

যাকে ইচ্ছা করেন মনোনীত করেন। এরপর আল্লাহর ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস কর; এবং যদি তোমরা বিশ্বাস কর ও সাবধান হও- এরপর তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

১৮০. এবং যারা কৃপণতা করে তারা যেন তার প্রতি হিসাব না করে যে, আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে থেকে যা তাদেরকে দিয়েছেন, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য মন্দ। যাতে তারা কৃপণতা করে- পরম কিয়ামতের দিনে তা দিয়েই তাদের কণ্ঠ চেপে ধরা হবে; এবং আল্লাহর জন্যই এই আকাশ ও এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারিত্ব; এবং তোমরা যা কর- আল্লাহ তার প্রতি অবহিত।

রুকূ ১৯

১৮১. যারা বলে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা অভাবমুক্ত'- অবশ্যই আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন। তারা যা বলে, আমি লিখে রাখব; এবং তাদের সত্য-ভিন্ন কিছুসহ সেই নবীদেরকে হত্যাকাণ্ডও; এবং আমি বলব, 'এই আগুনে পোড়ার শাস্তির স্বাদ নাও'।

১৮২. সেই-ই! তোমাদের হাত তার প্রতিই আগে পাঠিয়েছে। তখন এমন যে, আল্লাহ তাঁর এই দাসদের প্রতি জুলুমসহ নন।

১৮৩. তাদের যারা বলে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের কাছে ওয়াদা নিয়েছেন, যেন না আমরা কোনো রাসূলের উপর বিশ্বাস করি, যতক্ষণ না সে আমাদের কাছে এক কুরবানীসহ (বি-কুরবানিন بِقُرْبَانٍ: নৈকট্যপ্রাপ্তির উপায়সহ, ত্যাগসহ) আসে- যা এই আগুন গ্রাস করবে। বল, 'আমার আগে থেকেই তোমাদের কাছে অবশ্যই রাসূলরা পরম পরিষ্কার প্রমাণসহ এসেছিল; এবং তাসহও- যা তোমরা বলছ। এরপর কেন তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছিলে- যদি তোমরা হও সত্যবাদী'?

১৮৪. এরপর যদি তারা তোমাকে মিথ্যা বলে, এরপর অবশ্যই তোমার আগে থেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছিল। তারা সকল পরিষ্কার প্রমাণ ও সেই জাবুর এবং পরম আলোকিত এই কিতাবসহ এসেছিল।

১৮৫. প্রত্যেক ব্যক্তিই এই মৃত্যুর স্বাদ নেবে; এবং পরম কিয়ামতের দিনে তোমাদেরকে শুধুমাত্র 'তোমাদের পুরস্কার' পূর্ণ করে দেয়া হবে। এরপর যাকে পরম আগুন থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে এবং তাকে পরম বাগানে প্রবেশ করানো হবে- এরপর সে অবশ্যই সফল হলো; এবং এই দুনিয়ার এই জীবনের ভোগসামগ্রী চরম ছলনা ছাড়া নয়।

১৮৬. তোমাদেরকে নিশ্চিত তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজেদের সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে; এবং তোমাদের আগে থেকে যাদেরকে সেই

কিতাব দেওয়া হয়েছে, তোমরা তাদের মধ্য থেকে এবং যারা শরীক করে তাদের মধ্য থেকেও এক প্রচুর কষ্টদায়ক কথা নিশ্চিত শুনবে। কিন্তু যদি তোমরা ধৈর্য ধর ও সাবধান হও, এরপর নিশ্চয়ই এই বিষয়ে তাই-ই সংকল্প।

১৮৭. এবং যাদেরকে সেই কিতাব দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তখন তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, 'তোমরা তা মানুষের জন্য নিশ্চিত পরিষ্কারভাবে বয়ান করবে; এবং তা গোপন করবে না'। এরপর তারা তা তাদের পিছনে ছুড়ে ফেলল; এবং তারা তা দিয়ে এক মূল্য বিনিময় করল- এক অল্পই। কিন্তু তারা যা কিনেছে, তা নিকৃষ্ট হয়েছে।

১৮৮. তাদের তারা যেন হিসাব না করে যে, তারা যাতে লিপ্ত- তারা তাসহ উৎফুল্ল হবে; এবং তারা যা কখনই করে নি, তারা তাসহ প্রশংসিত হতে পছন্দ করবে। তারা যেন হিসাব না করে যে, তারা শাস্তির মধ্য থেকে পালাতে পারবে। তখন তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৮৯. এবং আল্লাহরই জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

রুকূ ২০

১৯০. নিশ্চয়ই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সৃষ্টি এবং এই দিন ও এই রাতের পরিবর্তনের মধ্যে সকল বুঝদার লোকের জন্য নিশ্চিত আয়াত।

১৯১. তাদের যারা দাঁড়িয়ে ও বসায় এবং তাদের শয়নে আল্লাহকে স্মরণ করে; এবং তারা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে, 'ও আমাদের রব! আপনি একে এক নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। আপনি মহান! এরপর আপনি আমাদেরকে পরম আগুনের শাস্তিতে রক্ষা করেন'।

১৯২. 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি- আপনি যাকে পরম আগুনে প্রবেশ করালেন, এরপর অবশ্যই আপনি তাকে লাঞ্ছিত করলেন। তখন জালিমদের জন্য নেই সাহায্যকারীদের থেকে'।

১৯৩. 'ও আমাদের রব! আমরা নিশ্চয়ই শুনেছি- এক আহ্বায়ক বিশ্বাসের জন্য ডাকছেন যে, তোমাদের রবের প্রতি বিশ্বাস কর। এরপর আমরা বিশ্বাস করেছি'। 'ও আমাদের রব! এরপর আমাদের জন্য আমাদের পাপ ক্ষমা করেন; এবং আমাদের থেকে আমাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দেন; এবং আমাদেরকে পরম নীতিবানদের সাথে মৃত্যু দেন'।

১৯৪. 'ও আমাদের রব! আপনি আপনার রাসূলদের সামনে আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমাদেরকে তা দেন; এবং আপনি পরম কিয়ামতের দিন আমাদের হেয় করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না'।

১৯৫. এরপর তাদের রব তাদের প্রতি সাড়া দেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের থেকে পুরুষ অথবা নারী আমলকারীর আমল বিফল করি না। তোমরা একে অন্যের থেকে'। এরপর যারা তাদের বসতবাড়ি থেকে বহিস্কৃত হয়েছে ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে; এবং আমার পথের মধ্যে হিজরত করেছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে- আমি তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো নিশ্চিত দূর করে দেব; এবং আমি তাদেরকে পরম বাগানে নিশ্চিত প্রবেশ করাব। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। আল্লাহর কাছ থেকে এক পুরস্কার; এবং আল্লাহ- তাঁর কাছেই সকল উত্তম পুরস্কার।

১৯৬. যারা অস্বীকার করে- এই ভূমিতে তাদের অবাধ বিচরণ যেন না তোমাকে বিভ্রান্ত করে।

১৯৭. তাদের ভোগসামগ্রী অল্পই। তারপর তাদের বসতি জাহান্নামে। তখন সেই বিশ্রামস্থল নিকৃষ্ট হবে!

১৯৮. যারা তাদের রবকে ভয় করে, তারা নিশ্চিত হোক- তাদের জন্যই বাগান। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। আল্লাহর কাছ থেকে এক বরাদ্দ; এবং পরম নীতিবানদের জন্য তাতেই আল্লাহর কাছে কল্যাণ।

১৯৯. এবং নিশ্চয়ই সেই কিতাবের লোকজন থেকে যারা আল্লাহর প্রতি ও যা তোমাদের প্রতি নাজিল হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি নাজিল হয়েছে তাতে নিশ্চিত বিশ্বাস করে- তারা আল্লাহর প্রতি বিনয়াবনত; এবং তারা আল্লাহর আয়াত দিয়ে এক মূল্য বিনিময় করে না- এক অল্পও। তারাই- তাদের জন্য তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত সকল হিসাবে।

২০০. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! ধৈর্য ধর এবং ধৈর্যশীল হও ও দৃঢ়-স্থির থাক; এবং আল্লাহকে ভয় কর- যাতে তোমরা সফল হতে পার'।

৪. সূরা নিসা

১৭৬ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. 'ও তোমরা সকল মানুষ! তোমাদের রবকে ভয় কর। তিনি একজন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন- একমাত্র; এবং এ থেকে তিনি যুগল সৃষ্টি করেছেন। তখন তিনি তাদের উভয় থেকে নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর- তোমরা সেই যাতে তার প্রতি প্রার্থনা কর; এবং 'সেই গর্ভকেও'। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর এক পর্যবেক্ষক।

২. এবং সেই ইয়াতীমকে তাদের ধন-সম্পদ দাও। তখন তোমরা চরম নিকৃষ্ট দিয়ে সেই ভালো বদল করবে না; এবং তোমরা তোমাদের সম্পদের সঙ্গে তাদের সম্পদ খেয়ে ফেলবে না। নিশ্চয়ই 'এ' বিশাল এক পাপ হয়।

৩. এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর, যাতে না তোমরা সেই ইয়াতীমদের সম্পর্কে সুবিচার করতে পার- এরপর বিয়ে কর। 'সেই নারীদের' মধ্য থেকে তোমাদের জন্য যা ভালো হয় - দুই ও তিন এবং চার। এরপর যদি তোমরা আশঙ্কা কর, যাতে না তোমরা সাম্য স্থাপন করতে পার- এরপর একজনকে; অথবা যা 'অধিকারভুক্ত হয়' (মালাকাত لَكَتْ مَ) 'তোমাদের শপথে' (আইমানিহিম أَيْمَانُكُمْ: তোমাদের ডানে)। সেই-ই তার নিকটতর, যাতে না তোমরা পক্ষপাতিত্ব কর।

৪. এবং সেই নারীদেরকে 'এক উদারতায়' (নিহিলাতান نِحْلَةً: এক মৌমাছিসংক্রান্ত বিষয়) 'তাদের সাদাকা দাও' (সাদুক্বাতিহুন্নাহ صَدُقَاتِهِنَّ)। এরপর যদি সে নিজেই তোমাদের জন্য তার থেকে তার কিছু ফেরত দেয়, এরপর তোমরা তা খাও- এক সহজভাবে তৃপ্তিতে।

৫. এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের সম্পদ থেকে যা কিছু এক দণ্ডায়মান বানিয়েছেন, তা চরম অবুঝদেরকে দেবে না। তাদেরকে এর মধ্য থেকে রিজিক দাও ও পরিচ্ছদ দাও; এবং তাদের জন্য ন্যায়সসংগত এক কথা বল।

৬. এবং তোমরা সেই ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা করবে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সেই বিবাহে পৌছে। এরপর যদি তোমরা তাদের থেকে এক বিবেচনাবোধ ধারণা কর, এরপর তোমরা তাদের কাছে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দাও; এবং বাড়াবাড়ি করে ও তড়িঘড়ি করে এ খেয়ে ফেলবে না যে, তারা বড় হয়ে যাচ্ছে! যে অভাবমুক্ত হয়- এরপর সে বিরত থাকবে; এবং যে অভাবগ্রস্ত হয়- এরপর সে পরম ন্যায়ের সাথে খাবে। এরপর যখন তোমরা তাদের কাছে তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেবে, এরপর তার উপর সাক্ষী রাখ; এবং আল্লাহই যথেষ্ট এক হিসাবকারী।

৭. সকল পুরুষের জন্য তা থেকে এক অংশ, যা সেই পিতামাতা রেখে গেছে; এবং সকল আত্মীয়-স্বজন ও সকল নারীর জন্যও এক অংশ তার থেকে, যা সেই পিতামাতা ও সেই আত্মীয়স্বজন রেখে গেছে। তার থেকে যা অল্প অথবা বেশি এক অংশ- এক ফরজ বিষয়।

৮. এবং যখন সেই বণ্টনকালে সেই নিকট-আত্মীয় এবং সেই ইয়াতীম ও সেই অভাবগ্রস্ত লোকজন উপস্থিত থাকে, এরপর তা থেকে তাদেরকে রিজিক দাও; এবং তাদের জন্য ন্যায়পরায়ণ এক কথা বল।

৯. এবং তারা ভয় করুক- যদি তারা তাদের পিছন থেকে এক দুর্বল-অসহায় সন্তান-সন্ততি ছেড়ে যেত, তারা তাদের উপর ভয় করত। এরপর তারা আল্লাহকে ভয় করুক। তখন তারা এক সঠিক কথা বলবে।

১০. নিশ্চয়ই তাদের যারা সেই ইয়াতীমদের সম্পদ এক জুলুমে খেয়ে ফেলে- তাদের পেটের মধ্যে তারা শুধুমাত্র এক আগুন খেয়ে ফেলে। তখন তারা এক জ্বলন্ত অঙ্গারে পুড়বে।

রুকূ ২

১১. আল্লাহ তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে তোমাদের ওসিয়ত করছেন:- 'সকল পুত্রের জন্য অংশের মতোই- সেই দুই কন্যারও; এরপর যদি থাকে কন্যা দুই-এর ঊর্ধ্বে; এরপর তাদের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ- যা সে রেখে যায়; এবং যদি হয় একজন, এরপর তার জন্য এরই অর্ধাংশ; যদি হয় তার জন্য এক সন্তান, তখন তার পিতা-মাতা তাদের উভয়ের থেকে প্রত্যেকের জন্য একই- এরই এক ষষ্ঠাংশ, তার থেকে যা সে রেখে যায়। এরপর যদি তার জন্য সন্তান না থাকে, তখন তার উত্তরাধিকারী তার পিতা-মাতাই। এরপর তার মায়ের জন্য এরই এক-তৃতীয়াংশ। এরপর যদি তার জন্য ভাইবোন হয়, তারপর তার মায়ের জন্য এক ষষ্ঠাংশ- তারই পরবর্তী থেকে, সে যা ওসিয়াত করেছে তাসহ এক ওসিয়াত অথবা ঋণ। তোমরা জান না, তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানদেরকে- তাদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য এক উপকারে কাছের! আল্লাহর পক্ষ থেকে 'এক ফরজ' (ফারীদ্বাতান فَرِيضَةً)। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

১২. এবং তোমাদের যুগল যা রেখে যায়- তোমাদের জন্য তার অর্ধেক, যদি তাদের জন্য সন্তান না থাকে। এরপর যদি তাদের জন্য এক সন্তান থাকে, এরপর যা তারা রেখে যায় তোমাদের জন্য তার থেকে চার ভাগের এক ভাগ- এক ওসিয়াতের পরবর্তী থেকে, সে যাসহ ওসিয়াত অথবা ঋণ করেছে; এবং যদি না থাকে তোমাদের জন্য এক সন্তান- তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ তার মধ্য থেকে, যা তারা রেখে যায়। এরপর যদি তোমাদের জন্য এক সন্তান, এরপর যা তোমরা রেখে যাও তোমাদের জন্য তার মধ্যে আট ভাগের এক ভাগ- এক ওসিয়াতের পরবর্তী থেকে, তোমরা যাসহ ওসিয়াত অথবা ঋণ করেছ; এবং যদি পিতামাতা, সন্তান অথবা স্ত্রীবিহীন এক পুরুষের উত্তরাধিকারী হয় তার জন্য এক ভাই অথবা বোন, এরপর প্রত্যেকের জন্য জনপ্রতি তার থেকে ছয় ভাগের এক ভাগ। এরপর যদি তারা তার থেকে বেশি হয়, এরপর তারা অংশীদার এরই এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে- এক ওসিয়াতের পরবর্তী থেকে, যা ওসিয়াত করা

হয়েছিল তা দিয়ে এবং ঋণ ক্ষতিগ্রস্ত ভিন্ন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ওসিয়াত। আল্লাহ জ্ঞাত, সহনশীল।

১৩. এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা; এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে, তিনি তাকে বাগানে প্রবেশ করাবেন। তার নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। তখন তা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ পরম সাফল্য।

১৪. এবং যে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য হয় ও তাঁর নির্ধারিত সীমায় সীমালঙ্ঘন করে, তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। তখন তার জন্য হীনতম এক শাস্তি।

রুকূ ৩

১৫. এবং তোমাদের নারীদের থেকে যে 'চরম অশ্লীলতায়' (আল-ফাহিশাতা الْفَاحِشَةَ: চরম অশালীনতা, চরম অনৈতিক কর্মকান্ড) লিপ্ত থাকে, এরপর তোমাদের থেকে চারজন সাক্ষীকে তাদের সামনে ডাক। এরপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, এরপর তাদেরকে আটকে রাখ সেই বাড়ির মধ্যে- যে পর্যন্ত না সেই মৃত্যু তাদেরকে পূর্ণ করে দেয়; অথবা আল্লাহ তাদের জন্য এক পথ বানান।

১৬. এবং তোমাদের থেকে যারা এতে লিপ্ত হয় তাদের দু'জন- এরপর তাদের উভয়কেই শাস্তি দাও। এরপর যদি তারা অনুতপ্ত হয় ও সংশোধিত হয়, তারপর তাদের উভয়েরই থেকে মুখ ফেরাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাগ্রহণকারী, দয়ালু হয়েছেন।

১৭. যারা সেই অজ্ঞতাসহ মন্দ করে থাকে, তারপর এক কাছাকাছি থেকেই অনুতাপ করে- তাদের জন্যই সেই তওবা শুধুমাত্র আল্লাহরই উপরে। এরপর তারাই- তারা তাদের সামনে আল্লাহকে ফিরে পায়। আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

১৮. কিন্তু এই সকল তওবা তাদের জন্য নয়, যারা ততক্ষণ পর্যন্ত পরম মন্দ কাজ করে- যতক্ষণ না তাদের একজনের সেই মৃত্যু হাজির হয়; সে বলে, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি এই ক্ষণে তওবা করছি'; এবং তাদের জন্যও নয়- যারা মারা যায়, যখন তারা অস্বীকারকারী। তারাই- আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

১৯. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদের জন্য বৈধ করা হয় নি যে, তোমরা এক জবরদস্তিতে এই নারীদের ওয়ারিস হবে; এবং তাদেরকে আটকেও রাখবে না- যাতে তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তোমরা তার

একাংশ নিতে পার- এ ছাড়া যে, তারা এক প্রকাশ্যভাবে অশ্লীলতার প্রতি লিপ্ত হয়। তাদের সঙ্গে পরম ন্যায়ের সাথে বসবাস কর। এরপর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর- এরপর সম্ভবত যে, তোমরা অপছন্দ করছ এক কিছু, যখন আল্লাহ তার মধ্যেই বিপুল এক কল্যাণ বানিয়েছেন।

২০. যদি তোমরা যুগলের স্থানে যুগল পরিবর্তন করতে চাও; কিন্তু তোমরা তাদের একজনকে এক স্তূপকৃত সম্পদ দিয়েছ- এরপরও তোমরা তার থেকে কিছুই ফিরিয়ে নেবে না। তোমরা কি তা এক অপবাদে ও প্রকাশ্য এক পাপে গ্রহণ করতে চাও?

২১. এবং কিভাবে তোমরা তা ফিরিয়ে নিতে পার, যখন তোমাদের একজন অবশ্যই অপরের কাছে 'গিয়েছ'; তখন তারা তোমাদের থেকে শক্তিশালী দৃঢ় এক অঙ্গীকার নিয়েছে?

২২. এবং তোমাদের পিতৃপুরুষ সেই নারীদের মধ্য থেকে যাকে বিয়ে করেছে, তাকে বিয়ে করবে না- যা অবশ্যই অতীতে হয়েছে তা ছাড়া। নিশ্চয়ই তা এক অশ্লীলতা ও ঘৃণ্য; এবং নিকৃষ্ট এক পথ।

রুকূ ৪

২৩. তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে- তোমাদের মাতা এবং তোমাদের কন্যা ও তোমাদের বোন এবং তোমাদের ফুফু ও তোমাদের খালা; এবং সকল ভাইয়ের কন্যাদের এবং সকল বোনের কন্যাদের; এবং তোমাদের মাতা- যারা তোমাদেরকে বুকের দুধ দিয়েছে; এবং দুধমাতা থেকে বোন এবং তোমাদের নারীদের মাতা ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে দৈহিক সম্পর্ক হয়েছে তার আগের স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা- যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে। এরপর যদি তাদের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক না করে থাক তাহলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; এবং নিষিদ্ধ হয়েছে তোমাদের পুত্রদের স্ত্রীরা- তাদের যারা তোমাদের ঔরসজাত; এবং তাও- যাতে তোমরা সেই দুই বোনের মাঝে একত্র কর, যা অবশ্যই অতীতে হয়েছে তা ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

পঞ্চম পারা

২৪. এবং সকল নারীদের মধ্য থেকে 'সকল সচ্চরিত্রা' (ওয়াল-মুহস্বানাতু وَالْمُحْصَنَاتُ)- তা ছাড়া, যা তোমাদের শপথে অধিকারভুক্ত হয়েছে। তোমাদের সামনে আল্লাহর কিতাব; এবং তোমাদের জন্য এর বাইরে সকল অসচ্চরিত্রা ভিন্ন 'সেই সচ্চরিত্রারা' বৈধ হয়েছে। সেই-ই তোমাদের। তোমরা তোমাদের সম্পদ দিয়ে তা চাইতে পার। এরপর তাদের থেকে যার

সঙ্গে তাতে তোমরা লাভবান হয়েছ, এরপর তোমরা তাদেরকে তাদের 'এক ফরজ' (ফারীদ্বাতান فَرِيضَةً) পুরস্কার দাও; এবং 'এই ফরজের' (আল-ফারীদ্বাতি ٱلْفَرِيضَةِ) পরবর্তী থেকে তোমরা যার সঙ্গে যে সম্পর্কে পরস্পর রাজি হও- তোমাদের উপর পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

২৫. এবং তোমাদের থেকে যে এক প্রাচুর্যতায় সেই সচ্চরিত্রা বিশ্বাসী নারীদেরকে বিয়ের প্রতি সক্ষম হয় না, 'এরপর তোমাদের দাসীদের' (ফাতাইয়াতিকুমু فَتَيَاتِكُمُ:) থেকে সেই বিশ্বাসী নারী- যা তোমাদের ডানের অধিকারভুক্ত হয়; এবং আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে জানেন। তোমাদের একে, অপরদের থেকে। এরপর তাদেরকে তাদের পরিবারের অনুমতিসহ বিয়ে কর; এবং পরম ন্যায়ের সাথে তাদেরকে তাদের পুরস্কার দেবে। অসচ্চরিত্রা ভিন্ন সচ্চরিত্রা; এবং বিবাহিত হয়ে উপপতি গ্রহণকারিণীও নয়। এরপর যদি তারা অশ্লীলতার প্রতি লিপ্ত হয়, এরপর সেই শাস্তির মধ্য থেকে যা স্বাধীন সচ্চরিত্রার উপর- তাদের জন্য তার অর্ধেক। তোমাদের থেকে যারা সেই সব কষ্টদায়ককে ভয় করে- সেই-ই তাদের জন্য; এবং তোমরা যাতে ধৈর্য ধর তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তখন আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, দয়ালু।

রুকূ ৫

২৬. আল্লাহ তোমাদের প্রতি বিস্তারিতভাবে বলার জন্য; এবং তিনি তোমাদেরকে পথ দেখাতে চান- তাদের এক পথ, যারা তোমাদের আগের থেকে; এবং তিনি তোমাদের উপর ক্ষমা করতে চান; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

২৭. এবং আল্লাহ চান যে, তোমাদের উপর ক্ষমা করতে। কিন্তু যারা চরম খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে ঝুঁকে পড়- এক নূজ্য।

২৮. এই মানুষকে এক দুর্বল সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ চান যে, তোমাদের থেকে হালকা হয়ে যাক।

২৯. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদের থেকে পরস্পরের সম্মতিতে সেই এক ব্যবসায় থাকা ছাড়া, তোমাদের সম্পদ-সম্পত্তি তোমাদের মধ্যের চরম মিথ্যা কথন দিয়ে খাবে না; এবং তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।

৩০. এবং যে সেই সীমালঙ্ঘন ও জুলুম করে- এরপর আমি শিগগিরই তাকে এক আগুনে পোড়াব। তখন তা-ই আল্লাহর উপর সহজ হয়।

৩১. এবং তোমাদেরকে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে- যদি তোমরা তা থেকে বড়গুলো এড়িয়ে চল, আমি তোমাদের থেকে তোমাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দেব। আমি তখন তোমাদেরকে এক সম্মানজনক প্রবেশ পথে প্রবেশ করাব।

৩২. এবং আল্লাহ তোমাদের এককে অপরের উপরে যে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন- তার প্রতি বলে বেড়াবে না। সকল পুরুষের জন্য তার থেকে এক অংশ- তারা যা অর্জন করে; এবং সকল নারীর জন্য তার থেকে এক অংশ- তারা যা অর্জন করে; এবং আল্লাহ তার বিশেষ অনুগ্রহ থেকে প্রশ্ন করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত।

৩৩. সেই পিতামাতা ও সেই সকল আত্মীয়স্বজন যা রেখে যায়- আমি তার থেকে প্রত্যেকের জন্য উত্তরাধিকারীত্ব বানিয়েছি; এবং তোমরা তোমাদের শপথে যাদেরকে অঙ্গীকার করেছ, এরপর তাদেরকে তাদের অংশ দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর এক সাক্ষী থাকেন।

রুকূ ৬

৩৪. আল্লাহ যাতে তাদের এককে অপরের সামনে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন- সকল পুরুষ সকল নারীর সামনে তাসহই দণ্ডায়মান; এবং তাসহই তারা তাদের ধন-সম্পদ থেকে ব্যয় করে। এরপর আল্লাহ যার প্রতি হেফাজত করতে বলেন- সেই অদৃশ্যের প্রতি হেফাজতই সেই সৎকর্ম, আনুগত্য। তোমরা তাদের যাকে (নারীবাচক) মন্দ আচরণের ভয় কর, তাকে হুঁশিয়ার (নারীবাচক) কর; এবং তাদেরকে তাদের সেই বিছানার মধ্যে বর্জন কর; 'এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও' (নারীবাচক-ওয়া-ইদ্বরিবূহুন্না وَٱضْرِبُوهُنَّ: মুল শব্দ দ্বারাবা ضَرَبَ - উপস্থাপন করা, ঘোষণা দেওয়া, জানান দেওয়া, সফর করা, আঘাত করা- এসকল মূল আভিধানিক অর্থে এই কুরআনে সামান্য পরিবর্তিত উচ্চারণে ৫৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে)। এরপর যদি তারা তোমাদেরকে মেনে চলে (নারীবাচক), এরপর তাদের উপর (নারীবাচক) এক উপায় চাইবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি উঁচু, শ্রেষ্ঠ।

৩৫. এবং যদি তোমরা তাদের দু'জনের মধ্যে এক বিরোধের ভয় কর, এরপর তার পরিবার থেকে এক সালিস ও এর পরিবার থেকে এক সালিস নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে এক নিষ্পত্তি চায়, আল্লাহ তাদের উভয়ের মাঝে অনুকূল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞাত, অবহিত থাকেন।

৩৬. এবং আল্লাহর দাসত্ব কর। তখন তার সাথে এক কিছুই শরীক করবে না; এবং পিতামাতাদের প্রতি এক উত্তম আচরণ; এবং তাদের প্রতিও- সকল আত্মীয়স্বজন ও সকল ইয়াতীম এবং সকল অভাবগ্রস্ত ও পরম নৈকট্যের অধিকারী প্রতিবেশী ও সকল পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী এবং তোমার চারপাশের সঙ্গী-সাথী ও সেই পথের সন্তানদের এবং যারা তোমাদের ডানে অধীনস্থ হয়। নিশ্চয়ই যারা এক গর্বিত দাম্ভিক থাকে, আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন না।

৩৭. তাদের যারা কৃপণতা করে ও এই মানুষকে সেই কৃপণতার প্রতি আদেশ দেয়; এবং তারা আল্লাহ তাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে- আমি সেই সব অস্বীকারকারীর জন্য তখন হীনতম শাস্তি প্রস্তুত করি।

৩৮. এবং তাদের যারা তাদের ধন-সম্পদ এই মানুষকে দেখাতে ব্যয় করে; এবং তারা আল্লাহর প্রতি ও পরম আখিরাতের পরম দিনের প্রতি বিশ্বাস করে না, তখন সেই শয়তান তার জন্য এক সঙ্গী হয়। এরপর মন্দ হয়েছে এক সঙ্গী!

৩৯. এবং কি হতো তাদের সামনে, যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও পরম আখিরাতের পরম দিনে বিশ্বাস করত; এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তারা তার থেকে ব্যয় করত? এবং আল্লাহ তাদের প্রতি জ্ঞাত।

৪০. নিশ্চয়ই আল্লাহ ওজনে অণু পরিমাণও জুলুম করেন না; এবং যদি এক উত্তম কর্ম থাকে- তিনি এ দ্বিগুণ করেন; এবং তিনি তাঁর কাছ থেকে সেরা এক পুরস্কার দেন।

৪১. এরপর কেমন, যখন আমি প্রত্যেক জাতি থেকে এক সাক্ষীসহ আসব; এবং আমি তোমাকেসহ এদের সামনে এক সাক্ষী আসব?

৪২. যারা এই রাসূলকে অস্বীকার করেছে ও আমান্য করেছে, সেদিন তারা কামনা করবে- যদি তাদের সাথে এই মাটি মিশে যেতে পারত! তখন তারা আল্লাহর 'এক হাদিসও' (হাদীসান حَدِيثًا: এক কথাও) গোপন করতে পারবে না।

রুকূ ৭

৪৩. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যখন তোমরা নেশাগ্রস্ত তখন পরম যোগাযোগের (আল-স্বালাতা) الصَّلَاةَ) কাছেও যাবে না, যতক্ষণ না তোমরা জান- যা তোমরা বলছ; এবং চলতি পথে ছাড়া এক অপবিত্রতাতেও নয়, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর; এবং যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা এক সফরের উপর অথবা তোমাদের থেকে যে একজন সেই শৌচাগারের মধ্য থেকে আসে; অথবা তোমরা এই নারীদেরকে সম্ভোগ কর, এরপর পাও না পানি- এরপর এক পরিচ্ছন্নতায় মাটিতেই তায়াম্মুম কর। এরপর তা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতের সাথে মোসেহ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

৪৪. তুমি কি তাদের প্রতি দেখ নি, যাদেরকে এই কিতাবের মধ্য থেকে এক অংশ দেওয়া হয়েছে? তারা চরম বিভ্রান্তি কিনছে; এবং তারা চাইছে তোমরাও সেই পথে বিভ্রান্ত হও।

৪৫. আল্লাহই তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অধিক জানেন; এবং আল্লাহই যথেষ্ট এক অভিভাবক; এবং আল্লাহই যথেষ্ট এক সাহায্যকারী।

৪৬. তাদের মধ্যে থেকে যারা ইয়াহূদী হয়েছে- তারা এই সকল কথা তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে; এবং তারা বলে, 'আমরা শুনেছি ও আমরা অমান্য করেছি'; তখন তারা শোনে- শোনা-ভিন্নই; এবং 'রা'য়িনা'- তাদের জিহ্বা দিয়ে এই দ্বীন সম্পর্কে এক বিকৃতকরণ ও এক তাচ্ছিল্য। কিন্তু যদি তারা এমন হতো যে, তারা বলত- 'আমরা শুনেছি ও আমরা মানি; এবং শোন ও আমাদেরকে তাকিয়ে দেখ'- এ তাদের জন্য নিশ্চিত কল্যাণকর ও অধিক স্থিরতা হতো। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে তাদের অস্বীকৃতির প্রতি লা'নত করেছেন। এরপর তারা এক অল্প ছাড়া বিশ্বাস করে না।

৪৭. 'ও তোমরা তারা, যাদেরকে সেই কিতাব দেওয়া হয়েছে! আমি যা নাজিল করেছি তার প্রতি বিশ্বাস কর। তোমাদের সাথে যা আগে থেকেই- তা তার জন্য এক সত্যতা নিশ্চিতকারী। যেন না আমি মুখগুলো বিকৃত করে দেই। এরপর আমি 'এ' এর পিঠের উপর ঘুরিয়ে দেব; অথবা আমি তাদেরকে লা'নত করব, যেমন আমি সাবাতের সাথীদেরকে লা'নত করেছিলাম: এবং আল্লাহর আদেশ কার্যকরী হয়।

৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে শরীক করতে থাকে। কিন্তু তিনি তাকে ক্ষমা করেন, যে তারই পাশে- যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন; এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করতে থাকে, এরপর অবশ্যই সে এক সেরা পাপ আবিষ্কার করে।

৪৯. তুমি কি তাদের প্রতি দেখ নি, যারা তাদের নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করছে? বরং আল্লাহ- তিনিই পরিশুদ্ধ করেন, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তাদেরকে চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

৫০. দেখ, কিভাবে তারা আল্লাহর উপর এই সকল মিথ্যা আবিষ্কার করে; এবং তাতেই তার প্রতি যথেষ্ট হয়- পরিষ্কার এক পাপ।

রুকূ ৮

৫১. তুমি কি তাদের প্রতি দেখ নি, যাদেরকে সেই কিতাবের মধ্য থেকে এক অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা চরম কুসংস্কারের প্রতি ও সেই নশ্বর দেব-দেবীতে বিশ্বাস করে; এবং যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য তারা বলে, 'যারা এক পথে বিশ্বাস করে, তাদের মধ্য থেকে এরাই পথপ্রাপ্ত'।

৫২. তারাই তারা- আল্লাহ যাদেরকে লা'নত করেন; এবং আল্লাহ যাকে লা'নত করেন, এরপর তুমি তার জন্য কখনই এক সাহায্যকারী পাবে না।

৫৩. অথবা তাদের জন্য কি এই সার্বভৌমত্বের মধ্য থেকে এক অংশ? এরপর তারা তখনও এই মানুষকে খেজুরের এক বিচিও দেবে না।

৫৪. অথবা কি আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তারা সেই সকল মানুষকে তার উপর হিংসা করে? এরপর অবশ্যই আমি ইবরাহীমের বংশধরকে এই কিতাব ও পরম বিচক্ষণতা দিয়েছিলাম; এবং আমি তাদেরকে শ্রেষ্ঠ এক রাজ্য দিয়েছিলাম।

৫৫. এরপর তারা তাদের থেকেই তার প্রতি বিশ্বাস করেছিল; এবং তারা তাদের থেকেই তার প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। জাহান্নাম দিয়েই এক দগ্ধকরণ যথেষ্ট হয়।

৫৬. নিশ্চয়ই তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি অস্বীকার করে, আমি শিগগিরই তাদেরকে এক আগুনে দগ্ধ করব। প্রতিবার তাদের চামড়া পুড়ে যাবে। আমি তাদেরকে এর ভিন্ন কিছু এক চামড়ায় বদলে দেব; যাতে তারা সেই শাস্তির স্বাদ পেতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাশালী, বিচক্ষণ।

৫৭. এবং তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, আমি তাদেরকে বাগানে প্রবেশ করাব। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী- চিরস্থায়ী। তাদের জন্য তার মধ্যে পবিত্র যুগল; এবং আমি তাদেরকে এক ছায়ার প্রবেশ করাব।

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে সকল আমানত এর লোকজনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতি আদেশ দিচ্ছেন; এবং যখন তোমরা এই মানুষের প্রতি বিচার করবে, পরম সাম্যের সাথে হুকুম দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিয়ামতপূর্ণ। তিনি তোমাদেরকে তাঁর প্রতিই হুঁশিয়ার করছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ এক শ্রোতা, এক দ্রষ্টা থাকেন।

৫৯. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহকে মেনে চল ও এই রাসূলকে মেনে চল; এবং তোমাদের থেকে আদেশদাতা সেই লোকজনকে- এরপর তোমরা যদি কিছুর সম্পর্কে মতভেদ কর, এরপর তাতে আল্লাহ ও এই রাসূলের কাছে ফেরত যাও- যদি তোমরা আল্লাহর ও পরম আখিরাতের পরম দিনের প্রতি বিশ্বাসকরণে থাক। সেই-ই কল্যাণকর ও উত্তম এক সংকল্পে'।

রুকূ ৯

৬০. তুমি কি তাদের প্রতি দেখ নি, যারা দাবি করে- তারা এমন যে, তোমার প্রতি যা নাজিল হয়েছে ও তোমার আগে থেকেই যা নাজিল হয়েছে- তারা তার প্রতি বিশ্বাস করে? তারা চায় যে, তারা সব দেব-দেবীর কাছ থেকে হুকুম নিতে থাকবে। কিন্তু তাদেরকে অবশ্যয় আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা তার প্রতি অস্বীকার করবে; এবং সেই শয়তান চায় যে, সে তাদেরকে দূরবর্তী এক বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করবে।

৬১. এবং যখন তাদের জন্য বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার দিকে ও এই রাসূলের দিকে ফিরে আস'- তুমি দেখবে সকল মুনাফিক এক পলায়নে তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

৬২. এরপর কেমন! যখন তাদেরকে দুর্যোগ আঘাত করবে- তাদের হাত যাসহ আগে পাঠিয়েছে? তারপর তারা তোমার কাছে আসবে। তারা আল্লাহর নামে শপথ করতে থাকবে, 'আমরা এক উত্তম ও এক সম্প্রীতি ছাড়া চাই নি'!

৬৩. তারাই তারা- তাদের অন্তরের মধ্যে যা, আল্লাহ তা জানেন। এরপর তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও ও তাদেরকে হুঁশিয়ার কর। তখন তাদের প্রতি তাদের নিজেদের সম্পর্কে এক পৌঁছানোর এক কথা বলবে।

৬৪. এবং আমি রাসূলদের থেকে এ ছাড়া পাঠাই নি- যাতে আল্লাহর অনুমতিসহ তাদেরকে মেনে চলা হবে; এবং যদি তারা এমন যে, যখন তারা তাদের নিজেদেরকে জুলুম করতে থাকে, তখন তারা তোমার কাছে আসে- এরপর তারা আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং এই রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তারা তখন আল্লাহকে নিশ্চিত এক ক্ষমাশীল ও এক দয়ালু পাবে।

৬৫. এরপরও নয়! তোমার রবের শপথ! তারা বিশ্বাস করে না, যতক্ষণ না তাদের মাঝে যা উদ্ভব হয় সে সম্পর্কে তারা তোমাকে হুকুমদাতা করে। তারপর তুমি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছ তার থেকে তারা তাদের নিজেদের মধ্যে এক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগবে না! তখন তারা শান্তি স্থাপন করে- এক শান্তিতে।

৬৬. এবং যদি আমি- আমি তাদের উপর আদেশ দিতাম যে, তোমাদের নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা তোমাদের বসতবাড়ি থেকে বের হয়ে যাও- তাদের থেকে এক অল্প ছাড়া- তারা তা করত না; এবং যদি তারা এমন যে, তাদেরকে যাতে যার প্রতি হুঁশিয়ার করা হয়েছে- তারা তা করত, তাদের জন্য এক কল্যাণ নিশ্চিত হতো; এবং তা অধিক শক্তিশালী এক দৃঢ়তাপূর্ণ কাজ।

৬৭. এবং আমি তখন তাদেরকে আমার কাছ থেকে এক শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দিতাম।

৬৮. আমি তাদেরকে তখন পথ দেখাতাম– সরল-সোজা এক পথ।

৬৯. এবং যে আল্লাহকে ও এই রাসূলকে মেনে চলে- এরপর তারাই, তারা তাদের সাথে- আল্লাহ যাদেরকে তাদের সামনে সকল নবী ও সকল সত্যবাদী এবং সকল সাক্ষী ও সকল সৎকর্মশীলের মধ্য থেকে নিয়ামত করেছেন; এবং তারাই উত্তম এক সঙ্গী হয়ে থাকে!

৭০. সেই-ই আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই বিশেষ অনুগ্রহ; এবং আল্লাহই যথেষ্ট এক জ্ঞাত।

রুকূ ১০

৭১. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদের সতর্কতা গ্রহণ কর। এরপর দলে দলে এগিয়ে যাও অথবা সকলে একসঙ্গে অগ্রসর হও'।

৭২. এবং নিশ্চয়ই তোমাদের থেকে যে নিশ্চিত গড়িমসি করে, এরপর যদি তোমাদেরকে দুর্যোগ আঘাত করে; সে বলে, 'আমি যখন তাদের সাথে এক উপস্থিত ছিলাম না, আল্লাহ আমার উপর অবশ্যই নিয়ামত করেছেন'।

৭৩. এবং যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর নিশ্চিত বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়; সে নিশ্চিত বলতে থাকবে তেমন, যেমন তোমাদের মাঝে ও তার মাঝে আগ্রহ নেই: 'ওহ! যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম, এরপর আমিও শ্রেষ্ঠতম এক সাফল্যে সফল হতাম'।

৭৪. এরপর যারা পরম আখিরাতের জন্য এই দুনিয়ার এই জীবন বিক্রি করে, তারা আল্লাহর পথের মধ্যে যুদ্ধ করুক; এবং সে যুদ্ধ করুক আল্লাহর পথের মধ্যে, এরপর সে নিহত হোক অথবা সে বিজয়ী হোক- এরপর আমি তাকে শিগগিরই শ্রেষ্ঠতম এক পুরস্কার দেব।

৭৫. এবং তোমাদের জন্য কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথের মধ্যে যুদ্ধ করবে না- যখন চরম অসহায় সেই পুরুষ ও সেই নারী এবং সেই শিশুদের মধ্যের তারা বলে, 'ও আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদের এর থেকে বের করে নিয়ে যান- এর লোকজন চরম জালিম; এবং আমাদের জন্য আপনার কাছ থেকে এক অভিভাবক বানান; এবং আপনার কাছ থেকে আমাদের জন্য এক সাহায্যকারী বানান'?

৭৬. তাদের যারা বিশ্বাস করে, তারা আল্লাহর পথের মধ্যে যুদ্ধ করে; এবং তাদের যারা অস্বীকার করে, তারা সেই নশ্বর প্রভুদের পথের মধ্যে যুদ্ধ করে। এরপর সেই শয়তানের বন্ধুদেরকে হত্যা কর। নিশ্চয়ই সেই শয়তানের কৌশল এক দুর্বল হয়।

রুকূ ১১

৭৭. তুমি কি তাদের দিকে দেখ না, যাদেরকে তাদের জন্য বলা হয়েছিল, 'তোমাদের হাত সংযত রাখ এবং পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর ও সেই জাকাত দাও'? এরপর তাদের উপরে যখন এই যুদ্ধ লিখিত হলো, তখন তাদের থেকে একদল এই মানুষকে ভয় করছিল- যেমন তারা ভয় করে আল্লাহকে; অথবা অধিক শক্তিশালী এক ভীতি। তখন

তারা বলল, 'ও আমাদের রব! কেন আপনি আমাদের উপর এই যুদ্ধ লিখিত করলেন? কেন আপনি আমাদেরকে কাছাকাছিই এক মেয়াদের দিকে অবকাশ দিচ্ছেন না'? বল, 'এই দুনিয়ায় ভোগসামগ্রী অল্পই; এবং যে সাবধান হয়, তার জন্য পরম আখিরাতই কল্যাণকর। তোমাদেরকে এক চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে না'।

৭৮. যেখানেই তোমরা থাক, এই মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই। এমনকি যদি তোমরা অতি উচ্চ দুর্গেও থাক; এবং যদি তাদের উপরে উত্তম কিছু বর্ষিত হয়; তারা বলে, 'এ আল্লাহর কাছ থেকে'; এবং যদি তাদের ওপরে মন্দ কিছু বর্ষিত হয়; তারা বলে, 'এ তোমার কাছ থেকে'। বল, 'সবই আল্লাহর কাছ থেকে'। এরপর কি জন্য এরা- এই সম্প্রদায়, তারা 'এক হাদিসও' (হাদীসান حَدِيثًا: এক কথা) বুঝতে পারার কাছাকাছি হতে পারে না?

৭৯. তোমার উপর উত্তম বিষয় থেকে যা বর্ষিত হয়, এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে; এবং তোমার উপর মন্দ বিষয় থেকে যা বর্ষিত হয়, এরপর তোমার নিজের থেকেই; এবং আমি তোমাকে সকল মানুষের জন্য এক রাসূল পাঠিয়েছি; এবং আল্লাহই যথেষ্ট এক সাক্ষী।

৮০. যে এই রাসূলকে মেনে চলে, এরপর অবশ্যই সে আল্লাহকে মেনে চলে; এবং যে মুখ ফিরিয়ে নেয়- এরপর আমি তোমাকে তাদের উপর এক হেফাজতকারী পাঠাই নি।

৮১. এবং তারা বলে, 'আমরা অনুগত'। এরপর যখন তারা তোমার কাছ থেকে চলে যায়, তাদের থেকে একদল, তারা রাতে পরামর্শ করে তা ভিন্নই- তুমি সেই যা বলেছিলে; এবং তারা রাতে যা পরামর্শ করে, আল্লাহ তা লিখে রাখেন। এরপর তাদের থেকে মুখ ফেরাও এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর; এবং আল্লাহই যথেষ্ট এক কর্মবিধায়ক।

৮২. এরপরও কি তারা 'এই কুরআন' অনুধাবন করে না? এবং যদি 'এ' হতো আল্লাহ-ভিন্ন কারো কাছ থেকে, তারা নিশ্চিত তার মধ্যে এক প্রচুর অসংগতি পেত।

৮৩. এবং যখন তাদের কাছে সেই নিরাপত্তা অথবা সেই ভয়ের মধ্য থেকে বিষয়গুলো আসে, তারা তাসহ রটিয়ে দেয়। কিন্তু তারা যদি তা এই রাসূলের কাছে যাচাই করত; এবং তোমাদের থেকে সেই আদেশের লোকজনের কাছেও- তাদের তারাই তা নিশ্চিত জানে। তারা তোমাদের থেকে এর সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারত; এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত না থাকত, অবশ্যই তোমরা এক অল্প ছাড়া সেই শয়তানকেই অনুসরণ করতে।

৮৪. এরপর আল্লাহর পথের মধ্যে যুদ্ধ কর; এবং তোমাকে তোমার নিজের ছাড়া দায়ী করা হবে না; এবং সকল বিশ্বাসীকে উদ্বুদ্ধ কর। সম্ভবত আল্লাহ যারা অস্বীকার করে তাদের ক্ষমতাকে সংযত করবেন; এবং আল্লাহ অধিক শক্তিশালী এক ক্ষমতবান ও অধিক কঠোর এক শাস্তিদাতা।

৮৫. যে সুপারিশ করে- উত্তম বিষয়ে এক সুপারিশ, তার জন্য তার থেকে অংশ থাকবে; এবং যে সুপারিশ করে- মন্দ বিষয়ে এক সুপারিশ, তার জন্য তার থেকে দায়-দায়িত্ব থাকবে; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর এক নজরদার।

৮৬. এবং যখন তোমাদেরকে এক অভিবাদন দিয়ে অভিবাদন করা হয়, এরপর তোমরাও এর থেকে উত্তমসহ অভিবাদন জানাও; অথবা এই ফিরিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর এক হিসাবগ্রহণকারী।

৮৭. আল্লাহ- নেই ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তিনি তোমাদেরকে পরম কিয়ামতের দিন নিশ্চিত একত্র করবেন। সন্দেহ নেই এর মধ্যে; এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে 'এক হাদিসে' (হাদীসান حَدِيثًا: এক কথায়/বর্ণনায়) কে অধিক সত্যবাদী?

রুকূ ১২

৮৮. এরপরও কি তোমাদের জন্য এই সকল মুনাফিকের সম্পর্কে দু'দল, যখন তারা যা আয় করেছে- আল্লাহ তাদেরকে তাসহই পিছনে ফিরিয়ে দিয়েছেন? তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন- তোমরা তাকে পথ দেখাবে? কিন্তু আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন- এরপর তুমি কখনই তার জন্য এক পথ পাবে না।

৮৯. তারা চায়, তারা যেমন অস্বীকার করেছে- যদি তোমরা তেমনই অস্বীকার করতে! এরপর তোমরা তাদের সমানেই থাকতে! এরপর যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথের মধ্যে হাজির হয়, তাদের থেকে বন্ধু গ্রহণ করবে না। এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, এরপর তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে- তাদেরকে আটক করবে ও হত্যা করবে; এবং তোমরা তাদের থেকে কোনো বন্ধুই গ্রহণ করবে না ও কোনো সাহায্যকারীও নয়-

৯০. তাদেরকে ছাড়া- যারা তোমাদের মাঝের ও তাদের মাঝের এক চুক্তিতে এক সম্প্রদায়ের দিকে যুক্ত হয়েছে। অথবা তারা তোমাদের কাছে তাদের হৃদয় গুটিয়ে আসে- যাতে না তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা যুদ্ধ করবে তাদের সম্প্রদায়ের সাথে; এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তিনি তাদেরকে তোমাদের উপর নিশ্চিত ক্ষমতা দিতেন। তখন তারা তোমাদের সঙ্গে নিশ্চিত যুদ্ধ করত। এরপর যদি তারা তোমাদের থেকে সরে যায়, এরপর তারা তোমাদের সাথে কখনই যুদ্ধ না করে; এবং তোমাদের কাছে পরম শান্তি ছুড়ে দেয়- এরপর আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের উপরে কোনো উপায় বানাবেন না।

৯১. এবং তোমরা অপরদেরকে পাবে। তারা চাইতে থাকে এমন যে, তারা তোমাদের থেকে নিরাপদ হবে এবং তারা তাদের সম্প্রদায় থেকেও নিরাপদ হবে। তারা তাতে প্রত্যেকবার সেই কঠোর পরীক্ষার দিকে ফিরে আসে। তারা এর মধ্যে ডুবে আছে। এরপর যদি না তারা তোমার থেকে সরে যায় ও তোমাদের কাছে পরম শান্তির প্রস্তাব দেয় এবং তারা তাদের হাত সামলে না রাখে, এরপর তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে, তাদেরকে আটক করবে ও তাদেরকে হত্যা করবে; এবং আমি তোমার জন্য যাদেরকে বানিয়েছি- তাদের ওপরে পরিষ্কার এক কর্তৃত্ববান।

রুকূ ১৩

৯২. এবং বিশ্বাসীদের জন্য হয় না যে, সে এক ভুল ছাড়া এক বিশ্বাসীকে হত্যা করবে; এবং যে এক ভুলে এক বিশ্বাসীকে হত্যা করে, এরপর এক বিশ্বাসী দাসকে মুক্তকরণ ও তার পরিবারের প্রতি শান্তি নিশ্চিতকারী রক্তপণ- তা ছাড়া, তারা যে সাদাকা দেয়। এরপর যদি সে তোমাদের জন্য শত্রু এক সম্প্রদায় থেকে হয় কিন্তু সে এক বিশ্বাসী ছিল, এরপর বিশ্বাসী এক দাস মুক্তকরণ; এবং যদি এক সম্প্রদায় থেকে হয়- তোমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে এক চুক্তি, এরপর তার পরিবারের প্রতি শান্তি নিশ্চিতকারী রক্তপণ ও বিশ্বাসী এক দাস মুক্তকরণ। এরপর যে তা পায় না, এরপর দুই মাস একাধারে সিয়াম পালন। আল্লাহও পক্ষ থেকে এক তওবা; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

৯৩. এবং যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এক বিশ্বাসীকে হত্যা করে, এরপর তার প্রতিফল জাহান্নাম। সে তার মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। আল্লাহ তখন তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন; এবং তিনি তাকে লা'নত করেন; এবং তিনি তার জন্য কঠিন এক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

৯৪. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যখন তোমরা আল্লাহর পথের মধ্যে এগিয়ে যাবে, এরপর পরিষ্কার হও। এরপর যারা তোমাদের কাছে পরম শান্তির প্রস্তাব দেয়, তাদের জন্য বলবে না- তোমরা নও এক বিশ্বাসী'। তোমরা এই দুনিয়ার এই জীবনের ভোগ্য পণ্য চাইছ। এরপর আল্লাহর কাছে 'গনিমত' (মাগ্বানিমু مَغَانِمُ: মুক্ত/পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ) প্রচুর। তোমরা সেইরকমই আগে থেকে ছিলে। এরপর আল্লাহ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। এরপর পরিষ্কার হও। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর- আল্লাহ তার প্রতি অবহিত।

৯৫. এই বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে চরম অক্ষম-ভিন্ন সেই স্থবিররা এবং আল্লাহর পথের মধ্যের যারা তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে ও তারা নিজেরা সেই কঠোর

প্রচেষ্টাকারী- তারা সমান নয়। যারা তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে ও তারা নিজেরা সেই কঠোর প্রচেষ্টাকারী, আল্লাহ তাদেরকে 'সেই স্থবিরদের' উপরে বিশেষ এক পদ-মর্যাদায় অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ প্রত্যেককেই সেই উত্তমের ওয়াদা করেছেন। তবে আল্লাহ এই সকল কঠোর প্রচেষ্টাকারীকে 'সেই স্থবিরদের' উপরে শ্রেষ্ঠ-এক পুরস্কারে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন-

৯৬. তাঁর থেকে এক পদমর্যাদায় এবং এক ক্ষমা ও এক রহমতে; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ ১৪

৯৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা নিজেদেরকে জুলুমকারী- এই ফেরেশতারা তাদের যাকে পূর্ণ করে দেয়; তারা বলে, 'কিসের মধ্যে তোমরা ছিলে'? তারা বলে, 'আমরা সেই পৃথিবীতে দুর্বল-অসহায় ছিলাম'। তারা বলে, 'আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না? এরপর তোমরা এর মধ্যে হিজরত করতে পারতে?' এরপর তারাই- তাদের বসতি জাহান্নামে। তখন এক গন্তব্য মন্দ হবে!

৯৮. সেই দুর্বল-অসহায়দের মধ্যের সেই পুরুষ ও সেই নারী এবং সেই শিশুরা ছাড়া। তারা এক উপায়ে সক্ষম হয় নি। তখন তাদেরকে এক পথে পথ দেখানোও হয়নি।

৯৯. এরপর তারাই! সম্ভবত আল্লাহ তাদের থেকে তা মোচন করবেন; এবং আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

১০০. এবং যে আল্লাহর পথের মধ্যে হিজরত করে, সে এই পৃথিবীতে এক প্রচুর আশ্রয় ও প্রাচুর্যতা খুঁজে পাবে; এবং যে এক হিজরতকারী তার ঘরবাড়ি থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে বের হয়, তারপর তাকে সেই মৃত্যু ধরে- এরপর তার পুরস্কারের সিদ্ধান্ত আল্লাহর উপর অবশ্যম্ভাবী। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ ১৫

১০১. এবং যখন তোমরা এই পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তোমরা তখন যদি ভয় কর যে, যারা অস্বীকার করে তারা তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলবে- এরপর তোমরা যাতে 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতি اَلصَّلٰوةِ) মধ্য থেকে সংক্ষিপ্ত কর, তাতে তোমাদের উপর পাপ হতে পারে না। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সেই সকল অস্বীকারকারী প্রকাশ্য এক শত্রু।

১০২. এবং যখন তুমি তাদের মধ্যে থাক, এরপর তুমি তাদের জন্য সেই পরম যোগাযোগে' (আল-স্বালাতা الصَّلٰوةَ) দাঁড়াবে (ফা-আক্বামতা فَأَقَمْتَ)।

এরপর তোমার সঙ্গে তাদের থেকে একদল দাঁড়াক। তখন তারা তাদের অস্ত্র নেবে। এরপর যখন তারা সিজ্‌দা করেছে, এরপর তাদেরকে তোমাদের পিছন থেকে থাকতে দাও। তখন অপর একদল আসবে- যারা যোগাযোগ করে' (ইউস্বাল্লূ يُصَلُّوا: যারা সালাত করে) নি। এরপর তারা তোমার সঙ্গে সেই যোগাযোগ করুক (ফাল-ইউস্বাল্লূ فَلْيُصَلُّوا: এরপর সেই সালাত করুক)। তখন তারা তাদের সতর্কতা ও তাদের অস্ত্র গ্রহণ করুক। যারা অস্বীকার করে তারা চাইতে থাকে- তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও তোমাদের মালামালের প্রতি অসতর্ক হতে, এরপর তারা তোমাদের উপর একবারেই এক ঝাঁপে ঝাঁপিয়ে পড়ত; এবং তোমাদের উপর অপরাধ নেই, যদি তোমাদের প্রতি বৃষ্টি থেকে এক কষ্ট হয়; অথবা তোমরা অসুস্থ থাক- যাতে তোমরা তোমাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখ। তখনও তোমরা তোমাদের সতর্কতা গ্রহণ করবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই সকল অস্বীকারকারীর জন্য হীনতম এক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

১০৩. এরপর যখন তোমাদের 'সেই পরম যোগাযোগের' (আল-স্বালাতা الصَّلٰوةَ) সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, এরপর তোমরা দাঁড়িয়ে ও বসে এবং তোমাদের পাশের উপর আল্লাহকে স্মরণ কর। এরপর যখন তোমরা নিরাপদ হও, এরপর 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلٰوةَ) স্থাপন করবে'। নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلٰوةَ) সকল বিশ্বাসীর উপর বিধিবদ্ধ হয়েছে।

১০৪. এবং তোমরা সেই সকল সম্প্রদায়কে খোঁজ করা সম্পর্কে হতোদ্যম হবে না। যদি তোমরা যন্ত্রণায় থাক, এরপর তোমাদের যন্ত্রণার মতোই তারাও নিশ্চয়ই যন্ত্রণা পাচ্ছে। কিন্তু তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে যা আশা কর, তারা তা আশা করে না; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

রুকূ ১৬

১০৫. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি পরম সত্যসহ এই কিতাব নাজিল করেছি। আল্লাহ তোমাকে যা দেখিয়েছেন, তুমি যাতে এই মানুষের মাঝে তাসহ হুকুম দিতে পার; এবং তুমি বিশ্বাসভঙ্গকারীদের জন্য এক বিবাদকারী হবে না।

১০৬. এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১০৭. এবং যারা তাদের নিজেদেরকে প্রতারিত করে- তোমরা তাদের পক্ষে বিতর্ক করবে না। নিশ্চয়ই যে হয় এক বিশ্বাসভঙ্গকারী পাপী, আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না।

১০৮. তারা এই মানুষের মধ্য থেকে গোপন করে। কিন্তু তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে গোপন করতে পারে না। তারা যখন রাতে সেই সকল কথা সম্পর্কে পরামর্শ করে- তার যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন না, তখনও তিনি তাদের সাথেই; এবং তারা যা করে- আল্লাহ তার প্রতি এক নিয়ন্ত্রণকারী।

১০৯. তোমরাই এখানে তারাই- যারা এই দুনিয়ায় এই জীবনে তাদের সম্পর্কে বিবাদ করছ। এরপর পরম কিয়ামতের দিনে কে আল্লাহতে বিবাদ করবে অথবা কে থাকবে তাদের সামনে এক উকিল?

১১০. এবং যে এক মন্দ করে ফেলে অথবা তার নিজেকেই জুলুম করে ফেলে, তারপর আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করে- সে আল্লাহকে এক ক্ষমাশীল, এক দয়ালু পাবে।

১১১. এবং যে এক পাপ অর্জন করে, এরপর সে তা শুধুমাত্র তার নিজের উপরই অর্জন করে; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

১১২. কিন্তু যে অর্জন করে এক দোষ-ত্রুটি অথবা এক পাপ, তারপর সে তার প্রতি এক নির্দোষীকে চাপিয়ে দেয়, এরপর অবশ্যই সে এক পরিষ্কার অপবাদকারীর এক পাপ বহন করে।

রুকূ ১৭

১১৩. এবং আল্লাহ যদি না তোমার উপর তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত করতেন, তাদের থেকে এক দল নিশ্চিত সংকল্প করত এমন যে, তোমাকে বিভ্রান্ত করবে। কিন্তু তারা তাদের নিজেদেরকে ছাড়া কাউকে বিভ্রান্ত করে না। তখন তারা এক কিছু থেকেই তোমার ক্ষতিও করতে পারে না; এবং আল্লাহই তোমার উপর এই কিতাব ও এই সকল হিকমত নাজিল করেছেন; এবং তোমাকে তা শিক্ষা দিয়েছেন- যা তোমার জানা ছিল না; এবং তোমার প্রতি আল্লাহর এক সেরা অনুগ্রহ আছে।

১১৪. তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশ থেকেই কল্যাণ নেই তা ছাড়া, যাতে সাদাকা অথবা ন্যায়ের প্রতি অথবা সকল মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের আদেশ দেওয়া হয়; এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইতে যে তা করে, এরপর আমি শিগগিরই তাকে সেরা এক পুরস্কার দেব।

১১৫. এবং তাদের জন্য এই পথ-নির্দেশে যা পরিষ্কার করা হয়েছে, যে তার পরবর্তী থেকে এই রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে- সে এই বিশ্বাসীদের পথ-ভিন্ন অন্যটি অনুসরণ করে। আমি তাকে ফিরিয়ে দেব- সে যাতে ফেরে। আমি তাকে জাহান্নামে পোড়াব; এবং এক গন্তব্য মন্দ হবে!

রুকূ ১৮

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না- যে তাঁর সঙ্গে শরীক করতে থাকে। কিন্তু তিনি তাকে ক্ষমা করেন, যে তারই পাশে- যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন; এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করতে থাকে, তারপর অবশ্যই সে বিভ্রান্ত হয়- দূরবর্তী এক বিভ্রান্ত।

১১৭. তারা তাঁর পাশ থেকে দেব-দেবীকে ছাড়া ডাকে না; এবং তারা ডাকে না এক বিদ্রোহী শয়তানকে ছাড়া।

১১৮. আল্লাহ তাকে লা'নত করেছেন; এবং সে বলে, 'নিশ্চিত আমি আপনার বান্দাদের থেকে এক অংশকে এক ফরজকারী (মাফরুজান مَفْرُوضًا: এক বাধ্যগত) করে নেব'।

১১৯. 'এবং আমি তাদেরকে নিশ্চিত বিভ্রান্ত করব। তখন আমি তাদেরকে আকাঙ্ক্ষার কথা বলব; এবং নিশ্চিত আমি তাদেরকে আদেশ দেব, এরপর তারা নিশ্চিত বিচ্ছিন্ন করবে এই সব আনআমের কানগুলো; এবং নিশ্চিত আমি তাদেরকে আদেশ দেব, এরপর তারা আল্লাহর সৃষ্টিগুলোকে নিশ্চিত বিকৃত করবে'; এবং যে আল্লাহর পাশ থেকে এই শয়তানকে এক অভিভাবক গ্রহণ করে, এরপর সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়- পরিষ্কার এক ক্ষতিগ্রস্ত।

১২০. সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়, তখন সে তাদেরকে অলীক কথা বলে; এবং এই শয়তান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় না এক ছলনা ছাড়া।

১২১. তারাই- তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা এর থেকে পালানোর স্থান পাবে না।

১২২. এবং তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- আমি তাদেরকে বাগানে প্রবেশ করাব। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী- চিরকাল। আল্লাহর ওয়াদা এক সত্য; এবং কে এক কথায় আল্লাহ থেকে অধিক সত্যবাদী?

১২৩. তোমাদের মুখে বলা কথা দিয়ে হবে না; এবং নয় সেই কিতাবের লোকজনের মুখে বলা কথাতেও। যে এক মন্দ করবে- তা দিয়েই তার প্রতিফল দেওয়া হবে। তখন সে তার জন্য আল্লাহর পাশ থেকে এক অভিভাবক পাবে না; এবং নয় এক সাহায্যকারীও।

১২৪. এবং পুরুষদের অথবা নারীদের থেকে যে সকল সৎকাজ করে; এবং সে এক বিশ্বাসী- এরপর তারাই! তারা পরম বাগানে প্রবেশ করবে; এবং তাদের প্রতি এক চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

১২৫. এবং কে তার থেকে এক দ্বীনে উত্তম, যে আল্লাহর প্রতি তার মুখ সমর্পণ করেছে ও সে উত্তম কর্মশীল; এবং সে এক সরাসরি ইবরাহীমের মতাদর্শ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে গ্রহণ করেছেন এক বন্ধু।

১২৬. এবং আল্লাহর জন্যই যা এই আকাশের মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং আল্লাহ সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণকারী।

রুকূ ১৯

১২৭. এবং তারা তোমার কাছে সেই নারীদের সম্পর্কে ফতোয়া চায়। বল, 'আল্লাহ তোমাদেরকে এই কিতাবের মধ্যে তাদের সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন; এবং তা তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়েছে। সেই ইয়াতীম নারীদের সম্পর্কে- তোমরা সেই যাকে তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ হয়েছে, তা দাও না। কিন্তু তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ যে, সেই দুর্বল-অসহায় সব শিশুদের পক্ষ থেকে তাদেরকে বিয়ে করবে; এবং তোমরা তাতে পরম ন্যায়বিচারে সেই ইয়াতীমদের জন্য দাঁড়াবে! কিন্তু তোমরা কল্যাণকর থেকে যা কর, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি জ্ঞাত হবেন।

১২৮. এবং কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামী থেকে এক দুর্ব্যবহারের অথবা এক উপেক্ষার ভয় করে, এরপর তাদের উভয়ের উপরই গুনাহ নেই যে, তারা তাদের নিজেদের মাঝে এক আপস-নিষ্পত্তিতে আপস-নিষ্পত্তি করে। তখন সেই আপস-নিষ্পত্তিই কল্যাণকর- যদিও সকল ব্যক্তিতেই চরম লোভ-কৃপণতা উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি উত্তম কাজ কর ও সাবধান হও, এরপর তোমরা যা কর- আল্লাহ তার প্রতি নিশ্চয়ই অবহিত।

১২৯. এবং যদি তোমরা আকাঙ্ক্ষা করেও থাক যে, তোমরা সেই নারীদের মাঝে সাম্য স্থাপন করবে- তোমরা তাতে কখনই সক্ষম হবে না। এরপর চরম বিচ্যুতিতে পুরোপুরি বিচ্যুত হবে না- যেন না তা তাকে (নারীবাচক) এক ঝুলন্তের মতো ফেলে রাখে। যদি তোমরা সংশোধিত হও ও সাবধান হও, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৩০. যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায়, আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্যতা থেকে তাদের প্রত্যেককেই প্রাচুর্যময় করবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, বিচক্ষণ।

১৩১. এবং আল্লাহর জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং তোমাদের আগে থেকেই যাদেরকে সেই কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আমি তাদেরকে অবশ্যই নির্দেশ দিয়েছি যে, 'তোমরা যেন শুধুমাত্র আল্লাহকে ভয় কর। কিন্তু তোমরা যদি অস্বীকার কর, এরপরও নিশ্চয়ই আল্লাহরই জন্যই তা, যা এই আকাশের মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত'।

১৩২. এবং আল্লাহর জন্যই তা, যা এই আকাশের মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং আল্লাহই কর্মবিধানে যথেষ্ট।

১৩৩. 'ও তোমরা এই মানুষ! তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তিনি তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পারেন। তখন তিনি অন্যদেরকেসহ আসতে পারেন; এবং আল্লাহ তার উপর এক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

১৩৪. যে এই দুনিয়ার পুরস্কার চাইতে থাকে, এরপর আল্লাহর কাছেই এই দুনিয়া ও পরম আখিরাতের পুরস্কার; এবং আল্লাহই শ্রোতা, দ্রষ্টা।

রুকূ ২০

১৩৫. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর। সকল ন্যায়বিচারের সাথে দণ্ডায়মান হও- আল্লাহর জন্য সাক্ষীদাতা। এমনকি যদি তা তোমাদের নিজেদের অথবা সেই পিতামাতা এবং সেই আত্মীয়স্বজনের উপরেও হয়। যদি সে হয় এক ধনী অথবা এক দরিদ্রও- এরপরও আল্লাহ তাদের উভয়ের সাথেই ঘনিষ্ঠতর। এরপর তোমরা চরম খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না- যাতে তোমরা সাম্য স্থাপন করতে পার। যদি তোমরা পেঁচালো কর অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, এরপর তোমরা যা কর- আল্লাহ তার প্রতি নিশ্চয়ই অবহিত'।

১৩৬. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে এবং তিনি তাঁর রাসূলের উপর এই কিতাবে যা কিছু নাজিল করেছেন এবং তিনি আগে থেকে সেই কিতাবেও যা কিছু নাজিল করেছেন- তার প্রতি বিশ্বাস কর। কিন্তু যে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর ফেরেশতাদেরকে এবং তাঁর কিতাবসমূহে ও তাঁর রাসলূদেরকে এবং সর্বশেষ পরম দিনকে অস্বীকার করে, এরপর অবশ্যই সে বিভ্রান্ত হয়- এক দূরবর্তী বিভ্রান্ত।

১৩৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে- তারপর অস্বীকার করে; তারপর বিশ্বাস করে এবং তারপরও অস্বীকার করে- তারপর তাদের অস্বীকার প্রবণতা বেড়ে যায়। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমা করার জন্য হতে পারেন না; এবং তিনি তাদেরকে এক পথে পথ দেখানোর জন্যও নন।

১৩৮. সেই মুনাফিকদেরকে তার প্রতি শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তি।

১৩৯. তাদের যারা এই সকল বিশ্বাসীর পাশ থেকে অস্বীকারকারীদেরকে বন্ধু গ্রহণ করে- তারা কি তাদের কাছে ইজ্জত চায়? এরপর নিশ্চয়ই সকল ইজ্জত একত্রে আল্লাহরই জন্য।

১৪০. এবং অবশ্যই তিনি তোমাদের উপর এই কিতাবের মধ্যে নাজিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করা হচ্ছে ও এর প্রতি বিদ্রুপ করা হচ্ছে, এরপর তোমরা তাদের সঙ্গে বসবে না- যতক্ষণ

না তারা তা-ভিন্ন 'এক হাদিসের' (হাদীসান حَدِيثٍ: এক কথায়) মধ্যে লিপ্ত হয়। তোমরা তখন নিশ্চয়ই তাদের মতোই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল মুনাফিককে ও সকল অস্বীকারকারীকে জাহান্নামের মধ্যে জমায়েত করবেন।

১৪১. তাদের যারা তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছে, এরপর যদি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিজয় হয়; তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না'? কিন্তু যখন অস্বীকারকারীদের জন্য সুযোগ হয়; তারা বলে, 'আমরা কি তোমাদের সামনে তোমাদেরকে ঘিরে রাখি নি; এবং আমরা কি তোমাদেরকে সেই বিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে রক্ষা করি নি'? এরপর আল্লাহ তোমাদের মাঝে পরম কিয়ামতের দিন হুকুম দেবেন; এবং আল্লাহ কখনই বিশ্বাসীদের ওপরে অস্বীকারকারীদের জন্য এক উপায় বানাবেন না।

রুকূ ২১

১৪২.নিশ্চয়ই সকল মুনাফিকই আল্লাহকে প্রতারণা করতে চায়; এবং তিনিও একজন তাদেরকে ধোঁকা দেন; এবং যখন তারা এই মানুষকে দেখাতে পরম যোগাযোগের' (আল-স্বালাতি الصَّلَاةِ) প্রতি দাঁড়ায় (ক্বামূ ا قَامُوا)- তারা দাঁড়ায় (ক্বামূ ا قَامُوا) শিথিলভাবে। তখন তারা আল্লাহকে এক অল্প ছাড়া স্মরণ করে না।

১৪৩.তারা তার মাঝে দোদুল্যমান- না এদের দিকে, না ওদের দিকে; কিন্তু আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, এরপর তুমি তার জন্য কখনই এক পথ পাবে না।

১৪৪.'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! এই বিশ্বাসীদের পাশ থেকে সেই অস্বীকারকারীদেরকে এক অভিভাবক গ্রহণ করবে না। তোমরা কি চাও যে, আল্লাহর জন্য তোমরা তোমাদের ওপরে পরিষ্কার এক দলিল বানাবে'?

১৪৫.নিশ্চয়ই সকল মুনাফিক পরম আগুনের চরম গভীরতার মধ্যের সর্বনিম্নে; এবং তুমি তাদের জন্য কখনই এক সাহায্যকারী পাবে না।

১৪৬.তারা ছাড়া- যারা তওবা করে ও সংশোধিত হয়; এবং তারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। তখন তারা তাদের দ্বীনে আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ। এরপর তারাই সকল বিশ্বাসীর সাথে; এবং শিগগিরই আল্লাহ তাদেরকে সেরা এক পুরস্কার দেবেন।

১৪৭.যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও ও বিশ্বাস কর- আল্লাহ কেন তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন? এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞতা গ্রহণকারী, জ্ঞাত।

১৪৮.আল্লাহ চরম মন্দসহ কোনো কথা সম্পর্কে কোনো প্রচারণা পছন্দ করেন না- সে ছাড়া, যাকে জুলুম করা হয়েছে; এবং আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাত।

১৪৯.যদি তোমরা এক কল্যাণ প্রকাশ কর; অথবা তোমরা যা মন্দ, তা গোপন কর; অথবা তোমরা তা ক্ষমা কর- এরপর আল্লাহ নিশ্চয়ই মার্জনাকারী, সিদ্ধান্তদাতা।

১৫০. নিশ্চয়ই তাদের যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি অস্বীকার করে এবং তারা চাইতে থাকে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মাঝে পার্থক্য করবে; তখন তারা বলে, 'আমরা কিছু কিছুর প্রতি বিশ্বাস করি ও আমরা কিছু কিছুর প্রতি অস্বীকার করি'। তখন তারা চায় যে, তারা গ্রহণ করবে তারই মাঝে এক পথ!

১৫১. তারাই- তারা এক সত্যের চরম অস্বীকারকারী; এবং আমি এই সকল অস্বীকারকারীর জন্য হীনতম এক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

১৫২. এবং তাদের যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস করে- যখন তারা তাদের থেকে একজনের মাঝেও পার্থক্য করে না- তারাই! তিনি শিগগিরই তাদেরকে তাদের পুরস্কার দেবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ ২২

১৫৩. সেই কিতাবের লোকজন তোমাকে প্রশ্ন করে যে, 'তুমি তাদের সামনে এই আকাশের মধ্য থেকে এক কিতাব নাজিল করবে'। এরপর অবশ্যই তারা মূসাকে তার থেকে অধিক গুরুতর প্রশ্ন করেছিল। এরপর তারা বলেছিল, 'আমাদেরকে এক প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখাও'। এরপর তাদেরকে তাদের জুলুমের প্রতি সেই বজ্রপাত ধরেছিল। তারপর সেই সকল পরিষ্কার প্রমাণের যা তাদের কাছে এসেছিল, তারই পরবর্তী থেকে তারা সেই বাছুরকে গ্রহণ করেছিল। তারপরও আমি তাদেরকে তারই থেকে মার্জনা করেছিলাম; এবং আমি মূসাকে পরিষ্কার এক দলিল দিয়েছিলাম।

১৫৪. এবং আমি তাদের অঙ্গীকারের সাথে তাদের ঊর্ধ্বে সেই তূরকে তুলে ধরেছিলাম; এবং আমি তাদের প্রতি বলেছিলাম, 'প্রবেশ কর সকল দরজায়- এক সিজদাকারী'; এবং আমি তাদের প্রতি বলেছিলাম, 'সেই শনিবার সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করবে না'। তখন আমি তাদের থেকে দৃঢ়তম এক অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

১৫৫. এরপর তাসহই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ; এবং আল্লাহর আয়াতের প্রতি তাদের অস্বীকারকরণ; এবং এক সত্য-ভিন্ন কিছুসহ সেই নবীদেরকে তাদের হত্যাকাণ্ড; এবং তাদের উক্তি, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছাদিত'। বরং আল্লাহ তাদের অস্বীকার প্রবণতা দিয়েই এর উপর সিল-গালা করে দিয়েছেন। এরপর তারা এক অল্প ছাড়া বিশ্বাস করে না।

১৫৬. এবং তাদের অস্বীকারসহ মার্‌ইয়ামের উপর তাদের উক্তি- ভয়ানক এক অপবাদ।

১৫৭. এবং তাদের উক্তি, 'নিশ্চয়ই আমরা- আমরা আল্লাহর রাসূল এই মসীহ মার্‌ইয়াম-তনয় ঈসাকে হত্যা করেছি'। কিন্তু তারা তাকে হত্যা করে নি; এবং তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধও করে নি। তাদের জন্য তখন তা এরকমই করা হয়েছিল; এবং নিশ্চয়ই তাদের যারা তার সম্পর্কে মতভেদ করে, তারা তার থেকে নিশ্চিত এক সন্দেহের মধ্যে। তাদের জন্য সেই অনুমান অনুসরণ করা ছাড়া তার প্রতি কোনো জ্ঞান নেই; এবং নিশ্চিত তারা তাকে হত্যা করে নি।

১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন; এবং আল্লাহ এক ক্ষমতাবান, এক বিচক্ষণ।

১৫৯. এবং সেই কিতাবের থেকে লোকজন- তারা তার মৃত্যুর আগের তাসহ নিশ্চিত বিশ্বাস করে ছাড়া নয়; এবং সে পরম কিয়ামতের দিন তাদের উপর এক সাক্ষী থাকবে।

১৬০. এরপর যারা ইয়াহুদি ছিল- আমি তাদের মধ্যের জুলুমের জন্য এবং তাদের অনেককেই আল্লাহর পথে বাধাদানের জন্য তাদের উপর ভালো কিছু যা হালাল ছিল- তাদের জন্য তা হারাম করেছিলাম;

১৬১. এবং তাদের সেই সুদ গ্রহণকরণ- যখন অবশ্যই তার থেকে তাদেরকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; এবং তাদের চরম মিথ্যাকথন দিয়ে এই মানুষের ধন-সম্পদ আত্মসাৎকরণ; এবং আমি তাদের থেকে সেই সকল অস্বীকারকারীর জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

১৬২. কিন্তু তাদের থেকে পরম জ্ঞান সম্পর্কে পরম দৃঢ়তাসম্পন্নরা ও সেই বিশ্বাসীরা- তারা তোমার প্রতি যাসহ নাজিল হয়েছে ও তোমার আগে থেকেই যা নাজিল হয়েছে, তা বিশ্বাস করে; এবং সেই 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতি الصَّلَاةَ) স্থাপনকারী; এবং সেই জাকাত দানকারী; এবং আল্লাহর প্রতি ও সর্বশেষ পরম দিনে পরম বিশ্বাসী- তারাই! আমি তাদেরকে এক শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার দেব।

রুকূ ২৩

১৬৩. নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমার প্রতি ওহি করেছি, যেমন আমি নূহ ও সকল নবীর প্রতি ওহি করেছিলাম; এবং আমি ওহি করেছিলাম তার পরবর্তী থেকে ইবরাহীম ও ইসমাঈল এবং ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তার বংশধরদেরকে; এবং ঈসা ও আইউব এবং ইউনুস ও হারূন এবং সুলায়মানের প্রতি; এবং আমি দাউদকে এক যাবূর দিয়েছিলাম।

১৬৪. এবং এক রাসূল- আমি যাদের কাহিনী তোমার সামনে আগে থেকে অবশ্যই বর্ণনা করেছি; এবং এক রাসূল- আমি তোমার সামনে তাদের কাহিনী বর্ণনা করি নি; এবং আল্লাহ এক আলাপচারিতায় মূসাকে কথা বলেছিলেন।

১৬৫. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এক রাসূল- যাতে এই রাসূলদের পরবর্তীতে এই মানুষের জন্য আল্লাহর সামনে যুক্তিতর্ক না থাকে; এবং আল্লাহ ক্ষমতাবান, বিচক্ষণ।

১৬৬. এবং আল্লাহ- তিনি তোমার কাছে যা নাজিল করেছেন, তার প্রতি সাক্ষ্য দেন। তিনি তা নাজিল করেছেন তাঁর জ্ঞানসহ; এবং সকল ফেরেশতাও সেই সাক্ষীই দেয়- যদিও আল্লাহই যথেষ্ট এক সাক্ষীদাতা।

১৬৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা অস্বীকার করে এবং যারা আল্লাহর পথ থেকে সরে যায়, অবশ্যই তারা বিভ্রান্ত হয়েছে- বহু দূরের এক বিভ্রান্ত।

১৬৮. নিশ্চয়ই তাদের যারা অস্বীকার করে ও জুলুম করে- আল্লাহ কখনই হতে পারেন না যে, তিনি তাদের প্রতি ক্ষমা করবেন; এবং তিনি নন যে, তিনি তাদেরকে এক পথে পথ দেখাবেন-

১৬৯. জাহান্নামের পথগুলো ছাড়া। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী- অনন্তকাল। তখন তাই আল্লাহর উপর এক সহজ হয়।

১৭০. 'ও তোমরা এই মানুষ! অবশ্যই তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে পরম সত্যসহ এই রাসূল এসেছে। এরপর বিশ্বাস কর। তোমাদের জন্য এক কল্যাণকর; এবং যদি তোমরা অস্বীকার কর, নিশ্চয় এরপরও যা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে- তা আল্লাহর জন্যই; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ'।

১৭১. 'ও লোকজন সেই কিতাবের! তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করবে না; এবং আল্লাহর সামনে পরম সত্য ছাড়া বলবে না। এই মসীহ ঈসা- শুধুমাত্র মার্‌ইয়াম পুত্র। আল্লাহর এক রাসূল এবং তাঁর কালেমা ও তাঁর থেকে রূহু- যা তিনি মার্‌ইয়ামের প্রতি ছুড়ে দিয়েছিলেন। এরপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস কর; এবং বলবে না 'তিন'। থাম! তোমাদের জন্য এক কল্যাণকর। আল্লাহই শুধুমাত্র ইলাহ- একজনই।

তিনি মহান! কিভাবে তার জন্য তাঁর সন্তান হতে পারে? তাঁর জন্যই- যা এই আকাশমণ্ডলে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং আল্লাহই যথেষ্ট এক কর্ম-বিধায়ক।

রুকূ ২৪

১৭২. এই মসীহ কখনই অসম্মানজনক মনে করে না, যাতে সে আল্লাহর জন্যই এক দাস হয়; এবং ফেরেশতারাও নয়। এই সকলেই নৈকট্যপ্রাপ্ত; এবং যাতে কেউ তাঁর দাসত্ব করছে- সে তা অসম্মানজনক মনে করে ও সে অহংকার করে, এরপর তিনি তাদেরকে তাঁর কাছেই একত্রে সমবেত করবেন।

১৭৩. এরপর যারা বিশ্বাস করেছে ও সব সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্কার তাদের জন্য পূর্ণ করে দেবেন; এবং তিনি তাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে বাড়িয়েও দেবেন। কিন্তু যারা অসম্মানজনক মনে করেছে ও অহংকার করেছে, এরপর তিনি তাদেরকে তার জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। তখন তারা তাদের জন্য আল্লাহর পাশ থেকে এক অভিভাবক খুঁজে পাবে না ও এক সাহায্যকারীও নয়।

১৭৪. 'ও তোমরা এই মানুষ! অবশ্যই তোমাদের রবের কাছ থেকে তোমাদের কাছে যুক্তি-প্রমাণ এসেছে; এবং আমি তোমাদের প্রতি এক পরিষ্কার জ্যোতি নাজিল করেছি'।

১৭৫. এরপর যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে ও তাঁর প্রতি দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে, এরপর তিনি তাদেরকে তার জন্য তাঁর থেকেই তাঁর রহমত ও বিশেষ অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন; এবং তিনি তাদেরকে তাঁর দিকে পথ দেখাবেন- এক সরল-সোজা পথ।

১৭৬. তারা তোমাকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। বল, 'আল্লাহ তোমাদেরকে সেই পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তানদের সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন। যদি এক পুরুষ মারা যায়- যার সন্তান নেই, যখন তার জন্য এক বোন- এরপর তার জন্য তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্ধেকের উত্তরাধিকারীত্ব; এবং যদি সে সন্তানহীনা, এরপর যদি দুই বোন থাকে- তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, যা সে রেখে যায়; এবং যদি তাদের ভাই-বোন থাকে- পুরুষ ও নারী, এরপর পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশের মতোই' (মিস্বলুউ مِثْلُ: যেমন, তেমন)। আল্লাহ তোমাদের জন্য বিস্তারিত বলেন- যেন না তোমরা বিভ্রান্ত হও; এবং আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত।

৫. সূরা মায়িদা

১২০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! সকল চুক্তির প্রতি (বিল'উকূদি بِالْعُقُودِ: সকল গেরোর/অঙ্গিকারের প্রতি) পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ তৃণভোজি (বাহিমাতু بَهِيمَةُ) সেই আন'আম হালাল করা হয়েছে- তা ছাড়া, যা তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়েছে। যখন তোমরা ইহরামে সেই শিকারের বৈধতাদান-ভিন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ হুকুম দেন- যা তিনি ইচ্ছা করেন'।

২. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমরা আল্লাহর রীতি-নীতিকে অবৈধ করবে না; এবং সেই হারামের মাসগুলোকেও নয়; এবং সেই উপহারকৃত পশুকেও নয়; এবং সেই মালা পরিহিতকেও নয়; এবং তাদেরকেও নয়- এই হারামের এই গৃহে আগন্তক লোকজনকে। তারা তাদের রবের থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ ও এক সন্তুষ্টি চাইতে থাকে; এবং তোমরা যখন ইহ্‌রাম মুক্ত হবে, এরপর শিকার করতে পার; এবং যাতে তারা তোমাদেরকে এই মস্‌জিদ আল-হারাম থেকে বাধা দিয়েছিল, যেন না তার এক বিদ্বেষ তোমাদের সম্প্রদায়গুলোতে অপরাধ ঘটাতে উত্তেজিত করে, যেন না তোমরা সীমালঙ্ঘন কর; এবং তোমরা পরম ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে ও সাবধানতা অবলম্বনে সহযোগিতা কর; এবং তোমরা চরম পাপে ও চরম সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সহযোগিতা করবে না; এবং আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পরিণতিতে কঠোর'।

৩. তোমাদের জন্য সেই যা মৃত ও সকল রক্ত এবং সকল শূকরের মাংস হারাম করা হয়েছে; এবং যা আল্লাহ-ভিন্ন কিছুর প্রতি তাসহই উৎসর্গ করা হয়েছে; এবং শ্বাসরোধকৃত ও পতনে আঘাতপ্রাপ্ত এবং শৃঙ্গাঘাতকৃত এবং যা সেই হিংস্র পশু খেয়েছে- তোমরা যা জবেহ্ করতে পেরেছ তা ছাড়া; এবং যা সেই পূজার বেদীর উপর জবেহ করা হয়; এবং তোমরা যা ভাগ্য নির্ধারণী তীর দিয়ে কসম কর। সেগুলোই অবাধ্যতা। যারা তোমাদের দ্বীন থেকে অস্বীকার করেছে, তারা আজ এই দিনে হতাশ হয়েছে। এরপর তাদেরকে ভয় করবে না এবং আমাকেই ভয় কর। আজ এই দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম; এবং আমি তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করলাম; এবং আমি তোমাদের প্রতি এক দ্বীন- আল-ইসলামে সন্তুষ্ট হয়েছি। এরপর যারা পাপের প্রতি ঝোঁক-ভিন্ন ক্ষুধার তাড়নার মধ্যে বাধ্য হয়, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৪. তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, 'তাদের জন্য কী তা হালাল করা হয়েছে'? বল, 'তোমাদের জন্য সকল ভালো কিছু হালাল করা হয়েছে; এবং এক শিকার শিক্ষাদানও- তোমরা যা সেই শিকারী পশু-পাখির মধ্য থেকে শিক্ষা দিয়েছ। আল্লাহ তোমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তোমরা তাদেরকে তার থেকে শিক্ষা দাও। এরপর তারা তোমাদের সামনে যা ধরে আনে তার থেকে খাও। তখন তার উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল হিসাবে দ্রুত'।

৫. আজ এই দিনে তোমাদের জন্য সকল ভালো কিছু হালাল করা হলো; এবং যাদেরকে সেই কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের খাদ্যসমূহ তোমাদের জন্য এক হালাল; এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য এক হালাল; এবং তোমাদের আগে থেকেই যাদেরকে সেই কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে সচ্চরিত্রা নারী; এবং এই বিশ্বাসী নারীদের মধ্য থেকে সচ্চরিত্রা নারীও, যখন তোমরা তাদেরকে তাদের পুরস্কার দেবে। সচ্চরিত্রা- অসচ্চরিত্রা ভিন্ন; এবং এক গোপণ প্রণয় গ্রহণকারিণীও নয়। যে এই সব বিশ্বাসের প্রতি অস্বীকার করে, এরপর অবশ্যই তার আমল নিষ্ফল হয়; এবং সে পরম আখিরাতে চরম ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে।

রুকূ ২

৬. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যখন তোমরা পরম যোগাযোগের (আল-স্বালাতি الصَّلَاةِ) প্রতি দাঁড়াতে যাবে, এরপর তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হাতগুলো সেই কনুই পর্যন্ত ধোও; এবং তোমাদের মাথার প্রতি এবং পা-এর সেই গ্রন্থি পর্যন্ত মসেহ্ করবে; এবং যদি তোমরা অপবিত্র থাক, এরপর পবিত্র হও; এবং যদি তোমরা পীড়িত অথবা এক সফরের উপর থাক; অথবা তোমাদের থেকে একজন সেই শৌচগারের মধ্য থেকে আসে, অথবা তোমরা সেই নারীতে ঘনিষ্ঠ হয়েছ- এরপর পানি পাচ্ছ না, এরপর এক উত্তম মাটিতে তায়াম্মুম করবে। এরপর তার থেকে তোমাদের মুখমণ্ডল ও তোমাদের হাতগুলোর প্রতি মসেহ্ করবে। আল্লাহ চান না যাতে তোমাদের উপর বানাতে হয় অস্বস্তিকর থেকে। কিন্তু তিনি চান, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পারেন; এবং যাতে তিনি তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত সম্পূর্ণ করতে পারেন- যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার'।

৭. এবং তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত ও তাঁর অঙ্গীকার স্মরণ কর। সেই যাতে তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন তাসহই। তখন তোমরা বলেছিলে, 'আমরা শুনলাম এবং আমরা মানলাম'; এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই যা সকল বুকে- আল্লাহ তার প্রতি জ্ঞাত।

৮. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহর জন্য সকল ন্যায়-বিচারের প্রতি দণ্ডায়মান সাক্ষী দানকারী হও; এবং যেন না এক সম্প্রদায়ে উপর এক বিদ্বেষ তোমাদেরকে অপরাধ সঙ্ঘটনে উত্তেজিত করে- যাতে না তোমরা সাম্য স্থাপন কর' (তা'দিলূ تَعْدِلُوا)। 'সাম্য স্থাপন কর' (ঈ'দিলূ اعْدِلُوا)। তা 'পরম সাবধাণতা অবলম্বনের জন্য' (লিল'তাক্বওয়া لِلتَّقْوَىٰ) নিকটতর; এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর- আল্লাহ তার প্রতি অবগত।

৯. এবং যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা করেছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার।

১০. 'এবং তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি অস্বীকার করে ও মিথ্যা বলে, তারাই সেই জ্বলন্ত আগুনের সাথী।

১১. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর। তখন এক সম্প্রদায় সংকল্প করেছিল যে, তারা তোমাদের দিকে তাদের হাত বাড়াবে। এরপর তিনি তোমাদের থেকে তাদের হাত থামালেন; এবং আল্লাহকে ভয় কর; এবং এরপর আল্লাহরই ওপরেই সকল বিশ্বাসী নির্ভর করুক।

রুকূ ৩

১২. এবং আল্লাহ অবশ্যই বনী ঈসরাঈলের এক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন। তখন আমি তাদের থেকে 'দুই'+ 'দশ' নেতা গড়ে তুলেছিলাম। আল্লাহ তখন বললেন, 'যদি তোমরা পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর ও সেই জাকাত দাও; এবং তোমরা আমার রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস কর; এবং তাদেরকে সম্মান কর; এবং তোমরা আল্লাহকে ঋণ দাও - এক ঋণ; নিশ্চয়ই আমি তখন তোমাদের সাথে। আমি তোমাদের থেকে তোমাদের মন্দ কাজগুলো নিশ্চিত দূর করে দেব; এবং আমি তোমাদেরকে নিশ্চিত বাগানে রাখব। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। এরপর তারই পরবর্তীতে যে অস্বীকার করবে, এরপর সে অবশ্যই তারই সমান সেই পথে বিভ্রান্ত হয়'।

১৩. এরপর তারই প্রতি তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গকরণ। আমি তখন তাদেরকে নিশ্চিত লা'নত করলাম। আমি তাদের হৃদয় এক কঠিন বানালাম। তাদের থেকে এক অল্প ছাড়া- তারা 'এই সব কথা' তার স্থান থেকে বিকৃত করে; এবং তাদেরকে তাসহ যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তার থেকে এক অংশ ভুলে গেছে; এবং তারা তার থেকেই তাদের বিশ্বাসঘাতকতার উপর

উদয় হয়েছে। তোমরা তা থামাতে পারবে না। এরপর তাদের প্রতি ক্ষমা কর ও তাদেরকে উপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্তম কর্মশীলদের ভালোবাসেন।

১৪. এবং তাদের মধ্য থেকে যারা বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা খ্রিষ্টান'- আমি তাদের অঙ্গীকারও গ্রহণ করেছিলাম। এরপর তাদেরকে তা দিয়ে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারাও তার থেকে এক অংশ ভুলে গেল। এরপর আমি তাদের মাঝে পরম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত চরম শত্রুতা ও চরম বিদ্বেষ জাগিয়ে রেখেছি; এবং তারা যাসহ নির্মাণে ছিল, আল্লাহ শিগগিরই তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন।

১৫. 'ও লোকজন সেই কিতাবের! অবশ্যই আমার রাসূল তোমাদের কাছে এসেছে, তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে বলতে। তোমরা সেই কিতাবের মধ্য থেকে যা গোপনকরণে ছিলে- অধিকাংশই তার থেকে; এবং তার অনেকই ক্ষমা করতে। অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে জ্যোতি ও পরিষ্কারকৃত কিতাব এসেছে।

১৬. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, তিনি তা দিয়ে তাদেরকে পথ দেখান- পরম শান্তির পথ; এবং তিনি তাঁরই অনুমতিসহ তাদেরকে চরম অন্ধকারের মধ্য থেকে পরম আলোর দিকে বের করে আনেন; এবং তিনি তাদেরকে সরল-সোজা পথের দিকে পথ দেখান।

১৭. যারা বলে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনিই এই মার্‌ইয়াম-পুত্র মসীহ'- অবশ্যই তারা অস্বীকার করেছে। বল, 'এরপর আল্লাহর পক্ষ কে এক কিছুর মালিক হতে পারে, যদি তিনি চান যে, তিনি ধ্বংস করবেন এই মসীহ্- মার্‌ইয়াম পুত্রকে ও তাঁর মাকে; এবং যা এই পৃথিবীর মধ্যে- সবই একত্রে'? তখন আল্লাহরই জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং যা তাদের উভয়ের মাঝে- তার সার্বভৌমত্ব। তিনি সৃষ্টি করেন- তিনি যা ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

১৮. এবং এই ইয়াহূদীরা ও এই খ্রিষ্টানরা বলে, 'আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর ভালোবাসার পাত্র'। বল, 'এরপর তিনি কি জন্য তোমাদের পাপের প্রতি তোমাদেরকে শাস্তি দেন? বরং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন- তোমরা তার থেকে মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন- তিনি তার প্রতি ক্ষমা করেন; এবং তিনি শাস্তি দেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহরই জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর এবং যা তাদের উভয়েরই মাঝে তার সার্বভৌমত্ব; এবং তাঁরই কাছেই চূড়ান্ত গন্তব্য'।

১৯. 'ও লোকজন সেই কিতাবের! এক বিরতির উপর সেই রাসূলদের মধ্য থেকে আমার রাসূল তোমাদের কাছে অবশ্যই এসেছে- তোমাদের জন্য পরিষ্কার করে বলতে। যেন না তোমরা বল, আমাদের কাছে সুসংবাদদাতা থেকে আসে নি এবং নয় সতর্ককারীরাও। এরপর অবশ্যই তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা'।

রুকূ ৪

২০. এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলেছিল, 'ও আমার সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর। তখন তিনি তোমাদের মধ্যে নবী ও তোমাদেরকে এক রাজা বানিয়েছিলেন; এবং তিনি তোমাদেরকে তা দিয়েছিলেন, তিনি যা এই বিশ্বজগতের মধ্যে একজনকেও দেন নি'।

২১. 'ও আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ যা তোমাদের জন্য লিখিত করেছেন- পরম পবিত্র সেই ভূমিতে প্রবেশ কর; এবং তোমাদের পিঠের উপর ফিরবে না'। এরপর তোমরা পিছনে ফিরলে- এক ক্ষতিগ্রস্ত।

২২. তারা বলল, 'ও মূসা! নিশ্চয়ই এর মধ্যে এক স্বৈরাচারী সম্প্রদায়; এবং নিশ্চয়ই আমরা এতে প্রবেশ করব না কখনই, যতক্ষণ না তারা এর থেকে বের হয়ে যায়; এবং যদি তারা এর থেকে বের হয়ে যায়, এরপর নিশ্চয়ই আমরা প্রবেশ করব'।

২৩. যারা আল্লাহর নিয়ামতের ভয় করছিল, তাদের মধ্যের দুই পুরুষ- তাদের উভয়েই বলল, 'তাদের সামনের এই সকল দ্বারে প্রবেশ কর, এরপর তোমরা যখন সেখানে প্রবেশ করবে- এরপর নিশ্চয়ই তোমরা বিজয়ী; এবং এরপর আল্লাহর উপরই তোমরা নির্ভর কর, যদি তোমরা হও বিশ্বাসী'।

২৪. তারা বলল, 'ও মূসা! নিশ্চয়ই আমরা এতে কখনই প্রবেশ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এর মধ্যে থাকে। এরপর তুমি ও তোমার রব যাও, এরপর তোমরা উভয়ে যুদ্ধ কর। নিশ্চয়ই আমরা এখানেই বসে থাকার'।

২৫. সে বলল, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি- আমি আমার নিজের ও আমার ভাইয়ের ছাড়া মালিক হই নি। এরপর আমাদের মাঝে ও এই সকল অবাধ্য সম্প্রদায়ের মাঝে পৃথক করে দিন'।

২৬. বলা হলো, 'এরপর নিশ্চয়ই তাদের উপর এ চল্লিশ বছর নিষিদ্ধ। তারা এই পৃথিবীর মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এরপর এই সকল অবাধ্য সম্প্রদায়ের উপর দুঃখ করবে না'।

রুকূ ৫

২৭. এবং তাদের সামনে পরম সত্যসহ আদমের দুই পুত্রের খবর পাঠ কর। যখন তারা দু'জনেই 'কুরবানী করেছিল' (ক্বাররাবা قَرَّبَا: নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা)- 'এক কুরবানী' (ক্বুরবানান قُرْبَانًا: এক নৈকট্যে, এক ত্যাগে)। এরপর তাদের উভয়ের একজন থেকে তা কবুল হলো। যখন সেই অপরের পক্ষ থেকে কবুল হলো না; সে বলল, 'আমি তোমাকে নিশ্চিত হত্যা করব'। সে বলল, 'আল্লাহ শুধুমাত্র সকল সাবধানীর (আল'মুত্তাকীনা الْمُتَّقِينَ) পক্ষ থেকে কবুল করেন'।

২৮. 'তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার প্রতি আমার হাত বাড়াব না। নিশ্চয়ই আমি- আমি এই বিশ্ব জগতের রব আল্লাহকে ভয় করি'।

২৯. 'নিশ্চয়ই আমি চাই যে, তুমি আমার পাপের সাথে তখন তোমার পাপও টেনে নেবে। এরপর তুমি পরম আগুনের সাথীদের থেকে হবে। তখন সেই-ই এই সকল জালিমের পুরস্কার'।

৩০. এরপর সে তার নিজেকে তাসহ তার ভাইকে হত্যায় মানিয়ে নিল। এরপর সে তাকে হত্যা করল। এরপর সে হলো চরম ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে।

৩১. এরপর আল্লাহ তাকে দেখানোর জন্য এক কাক গড়লেন- কিভাবে তার ভাইয়ের মৃতদেহ ঢাকতে হবে! এ সেই ভূমির মধ্যে আঁচড়াতে লাগল। সে বলল, 'হায়, দুর্ভোগ আমার! আমি কি এতই অথর্ব যে, আমি এ- এই কাকের মতোও হতে পারি নি। এরপর আমি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ ঢাকতে পারি'! এরপর সে চরম আক্ষেপকারীদের মধ্যে হলো।

৩২. আমি এ সময় থেকেই বনী ইসরাঈলের উপর তাই কিতাববদ্ধ করেছি। তা এমন যে, যারা কোনো ব্যক্তির প্রতি-ভিন্ন, এক ব্যক্তিকে হত্যা করে; অথবা সে এই পৃথিবীর মধ্যে ধ্বংসকারী- এরপর তা এমন, সে যেন সকল মানুষকে একত্রে হত্যা করল; এবং যে এর জীবন বাঁচাল- এরপর তা এমন, যেমন সে সকল মানুষকে একত্রে জীবন বাঁচালো; এবং অবশ্যই আমার রাসূলেরা তাদের কাছে সেই পরিষ্কার প্রমাণসহ এসেছিল। তারপরও- তারই পরবর্তীতে তাদের থেকে অনেকেই এই পৃথিবীতে নিশ্চিত বাড়াবাড়িকারী।

৩৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যুদ্ধে ঠেলে দেয় এবং এই পৃথিবীর মধ্যে এক অশান্তির প্রচেষ্টা চালায়, শুধুমাত্র তাদের প্রতিফল এমন যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে; অথবা তাদেরকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে; অথবা তাদের হাত ও তাদের পা পিছন থেকে কেটে ফেলা হবে; অথবা তাদেরকে সেই ভূমির মধ্য থেকে নির্বাসিত করা হবে। সেই-ই তাদের জন্য এই দুনিয়ায় মধ্যে হীনতা; এবং তাদের জন্য পরম আখিরাতের মধ্যেও কঠিন শাস্তি।

৩৪. তাদেরকে ছাড়া- তোমরা তোমাদের যে সিদ্ধান্ত তাদের উপর দিয়ে থাক, যারা তার আগে থেকেই ফিরে আসে। এরপর জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ ৬

৩৫. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহকে ভয় কর; এবং তাঁরই কাছে সকল উপায় চাও; এবং তাঁরই পথের মধ্যে কঠোর চেষ্টা করে যাও- যাতে তোমরা সফল হতে পার।

৩৬. নিশ্চয়ই তাদের যারা অস্বীকার করেছে- যদি এমন যে, তাদের জন্য যা এই পৃথিবীর মধ্যে এক সমবেতভাবে; এবং তার মতো তার সাথে আরও, যাতে তারা তা দিয়ে পরম কিয়ামতের দিনের শাস্তি থেকে মুক্তিপণ দিতে পারত- তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না; এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৩৭. তারা চাইতে থাকবে যে, তারা সেই আগুনের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে। কিন্তু তারা এর থেকে বেরিয়ে আসার প্রতি নয়। তখন তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি।

৩৮. এবং পুরুষ চোর ও নারী চোর এরপর তাদের হাত কেটে দাও (ফা-ইক'তাউ فَاقْطَعُوا: এরপর বিচ্ছিন্ন কর)। তারা তার প্রতিই এক পুরষ্কার অর্জন করেছে! আল্লাহর পক্ষ থেকে এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি; এবং আল্লাহ ক্ষমতাবান, বিচক্ষণ।

৩৯. এরপর যে তার অন্যায়ের পরবর্তী থেকে ফিরে আসে ও সে সংশোধিত হয়, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহও তার সামনে ফিরবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৪০. তুমি কি জান না এমন যে, আল্লাহ- তাঁরই জন্য এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব। তিনি শাস্তি দেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তিনি ক্ষমা করেন- যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহই সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

৪১. 'ও তুমি এই রাসূল! যারা চরম অস্বীকৃতি প্রবণতার মধ্যে দ্রুত হয়েছে, তারা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়'। তাদের মধ্য থেকে যারা তাদের মুখ দিয়ে বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি'- কিন্তু তাদের অন্তর তা বিশ্বাস করে না; এবং তাদের মধ্য থেকে যারা ইয়াহূদী- তারা চরম মিথ্যার প্রতি শ্রোতা; এবং তারা তোমার কাছে আসে না। তারা অপর সম্প্রদায়গুলোর প্রতি শ্রোতা। তারা 'এই সকল কথা' তাদের প্রসঙ্গের পরবর্তী থেকে বিকৃত করে। তারা বলে, 'যদি তোমাদেরকে এ দেওয়া হয়, এরপর তা গ্রহণ কর; এবং যদি তোমাদেরকে এ দেওয়া না হয়- এরপর সতর্ক হও'। আল্লাহ যাকে যখন

তার কঠিন পরীক্ষাতে চান, এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য তোমার কখনই এক কিছুরই ক্ষমতা থাকে না। তারাই তারা- আল্লাহ যাদেরকে কখনই এমন চান না যে, তিনি তাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ করবেন। তাদের জন্য এই দুনিয়ায় মধ্যে হীনতা; এবং তাদের জন্য পরম আখিরাতেও কঠিন শাস্তি।

৪২. মিথ্যার প্রতি শ্রোতা; নিষিদ্ধসহ খাদক! এরপর যদি তারা তোমার কাছে আসে, এরপর তাদের মাঝে হুকুম দাও; অথবা তাদের থেকে মুখ ফেরাও; এবং তুমি যদি তাদের থেকে মুখ ফেরাও, এরপর তারা কখনই তোমার এক কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; এবং যদি তুমি তাদের মাঝে হুকুম দাও, এরপর পরম ন্যায়-বিচারসহ হুকুম দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল ন্যায়-বিচারকারীকে ভালোবাসেন।

৪৩. এবং কিভাবে তারা তোমার হুকুম গ্রহণ করবে, যখন তাদের কাছেই সেই তাওরাত! এর মধ্যে আল্লাহর হুকুম। তারপরও তারই পরবর্তী থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন তারা এই বিশ্বাসীদের সাথে নয়।

রুকূ ৭

৪৪. নিশ্চয়ই আমিই সেই তাওরাত নাজিল করেছি। এর মধ্যে এক পথ-নির্দেশ ও আলো। যারা ইয়াহুদী হয়েছে ও সেই সকল রাব্বিআন এবং সেই সকল বিদ্বান- তাদের যারা মুসলিম হয়েছে, সেই নবীরা তাদের জন্য এ দিয়ে হুকুম দিতো। তাদেরকে তার প্রতি হেফাজতকারী করা হয়েছিল। তখন তারা তার উপর আল্লাহর কিতাব থেকে সাক্ষী ছিল। এরপর এই মানুষকে ভয় করবে না; এবং আমাকেই ভয় কর; এবং আমার আয়াত দিয়ে এক মূল্য বিনিময় করবে না- এক অল্পও; এবং যে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দিয়ে হুকুম দেয় না, এরপর তারাই- তারা সব অস্বীকারকারী।

৪৫. এবং আমি এর মধ্যে তাদের উপর বিধিবদ্ধ করেছিলাম এমন যে, সেই সব প্রাণ- সেই সব প্রাণের প্রতি; এবং সেই চোখ- সেই চোখের প্রতি; এবং সেই নাক- সেই নাকের প্রতি; এবং সেই কান- সেই কানের প্রতি এবং সেই দাঁত- সেই দাঁতের প্রতি; এবং সকল জখমের প্রতিকারও। এরপর যে তাসহ সাদাকা দেয়, এরপর তা তার জন্য এক কাফফারা; এবং যারা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দিয়ে হুকুম দেয় না, এরপর তারাই- তারা সব জালিম।

৪৬. এবং আমি মার্‌ইয়াম-পুত্র ঈসাকে তাদের পদচিহ্নের উপর পাঠিয়েছিলাম। সেই তাওরাতের মধ্য থেকে যা তার হাতের মাঝে- তার জন্য এক সত্যতা নিশ্চিতকারী; এবং আমি তাকে এই ইন্‌জীল দিয়েছিলাম- যার মধ্যে এক

পথ-নির্দেশ ও আলো এবং যা সেই তাওরাতের মধ্য থেকে তার হাতের মাঝে- তার জন্য এক সত্যতা নিশ্চিতকারী; এবং সকল সাবধানীর জন্য এক পথ-নির্দেশ ও এক হুঁশিয়ারি।

৪৭. এবং আল্লাহ এর মধ্যে যা নাজিল করেছেন- এই ইন্‌জীলের লোকজন তা দিয়ে হুকুম দিক; এবং যারা আল্লাহ এর মধ্যে যা নাজিল করেছেন- তা দিয়ে হুকুম দেয় না, এরপর তারাই- তারা সব অবাধ্য।

৪৮. এবং আমি তোমার প্রতি পরম সত্যসহ এই কিতাব নাজিল করেছি। সেই কিতাবের মধ্য থেকে যা তার হাতের মাঝে- তার জন্য এক সত্যতা নিশ্চিতকারী এবং তার উপর এক সংরক্ষক। এরপর আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তা দিয়ে তাদের মাঝে হুকুম দাও; এবং তোমার কাছে পরম সত্যের মধ্য থেকে এসেছে। সুতরাং তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না। আমি তোমাদের থেকে প্রত্যেকের জন্য এক শরী'আত ও এক স্পষ্ট পথ বানিয়েছি; এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, নিশ্চিত তিনি তোমাদেরকে এক জাতি বানাতেন- একটিই। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে পরীক্ষা করে থাকেন। এরপর সকল কল্যাণকর বিষয়ে প্রতিযোগিতা কর। তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর কাছেই- একত্রে। এরপর তোমরা যার সম্পর্কে মতবিরোধকরণে ছিলে, তিনি তোমাদেরকে তার প্রতি খবর দেবেন।

৪৯. এবং তোমরা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দিয়ে সেভাবেই তাদের মাঝে হুকুম দাও; এবং তোমরা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না; এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, যেন না তারা আল্লাহ তোমার কাছে যা নাজিল করেছেন তার কিছু সম্পর্কে তোমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারে। এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ- আল্লাহ শুধুমাত্র চান যাতে তিনি তাদের পাপের জন্য তাদের কাউকে কিছুসহ আক্রান্ত করতে পারেন; এবং নিশ্চয়ই এই মানুষের মধ্য থেকে অনেকেই নিশ্চিত অবাধ্য।

৫০. এরপরও কি তারা চরম অজ্ঞতার হুকুম চাইতে থাকে? কিন্তু যারা নিশ্চিত হয়েছে এমন এক সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক হুকুমে কে অধিক উত্তম?

রুকূ ৮

৫১. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! সেই ইয়াহূদীদেরকে ও সেই খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু গ্রহণ করবে না। তারা একে অপরের বন্ধু; এবং তোমাদের থেকে যে তাদেরকে বন্ধু গ্রহণ করে; এরপর নিশ্চয়ই সে তাদের থেকেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম জালিম সেই সম্প্রদায়কে পথ দেখান না'।

৫২. এরপর যাদের হৃদয়ের মধ্যে অসুখ তোমরা তাদেরকেও দেখছ! তারা তাদের সম্পর্কে তড়িঘড়ি করে বলতে থাকে, 'আমরা আতঙ্কগ্রস্ত যে, আমাদের বাড়িঘরেই আমাদেরকে আঘাত করা হবে'। এরপরও আল্লাহ সম্ভবত এমন যে, তিনি সেই বিজয়সহ এনে দেবেন; অথবা তাঁর কাছ থেকেই সেই আদেশ। এরপর তারা তাদের নিজেদের মধ্যে যা গোপন করেছিল, তারা তার উপর এক আক্ষেপকারী থাকবে।

৫৩. এবং যারা বিশ্বাস করে তারা বলবে, 'এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে শপথ করত, দৃঢ়তর তাদের শপথ- নিশ্চয়ই তারা তোমাদের সাথে? তাদের আমল নিষ্ফল হয়েছে। এরপর তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে'।

৫৪. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদের থেকে যে তার দ্বীন থেকে পিছনে ফেরে, এরপর আল্লাহ দ্রুতই এক সম্প্রদায়সহ আসবেন। তাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন- যখন তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা এই বিশ্বাসীদের সামনে নমনীয়; এবং তারা সকল অস্বীকারকারীর উপর ক্ষমতাধর। তারা আল্লাহর পথের মধ্যে কঠোর চেষ্টা করবে; এবং তারা এক নিন্দুকের নিন্দার ভয়ও করবে না। সেই-ই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তা দান করেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞাত।

৫৫. তোমাদের বন্ধু শুধুমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তারা- যারা বিশ্বাস করে; এবং তারাও- যারা পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে ও সেই জাকাত দেয়; এবং তারা রুকুকারী।

৫৬. তাদের যারা বিশ্বাস করে এবং যারা আল্লাহতে ও তাঁর রাসূলে ফেরে; এরপর নিশ্চয়ই তারাও আল্লাহর দল- পরম বিজয়ী।

রুকূ ৯

৫৭. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদের আগে থেকেই যাদেরকে সেই কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের দ্বীনকে এক হাসি-তামাশা ও এক খেলাধুলো গ্রহণ করে- তাদেরকে বন্ধু গ্রহণ করবে না। তখন তারা অস্বীকারকারীদের বন্ধু; এবং আল্লাহকে ভয় কর- যদি তোমরা বিশ্বাসী হও'।

৫৮. এবং যখন তোমরা 'পরম যোগাযোগের' (আল-স্বালাতি اَلصَّلٰوةِ) প্রতি ডাক, তারা একে এক হাসি-তামাশা ও খেলাধুলো গ্রহণ করে। সেই-ই! তারা তেমনসহ-ই এক সম্প্রদায়। তারা আকল ব্যবহার করে না।

৫৯. বল, 'ও সেই কিতাবের লোকজন! যখন এমন যে, তোমাদের অধিকাংশই অবাধ্য- তোমরা কি আমাদের থেকে ফেরত দিচ্ছ তা ছাড়া যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা নাজিল হয়েছে ও আগে থেকেই যা নাজিল হয়েছে- তা বিশ্বাস করি'?

৬০. বল, 'আমি তোমাদেরকে খবর দেব কি আল্লাহর কাছের এক প্রত্যাবর্তন স্থানের- তারই থেকে মন্দসহ? তিনি যখন যার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আল্লাহ তাকে লা'নত করেছেন। তিনি তাদের থেকেই সেই বানর ও সেই শূকর বানিয়েছেন; এবং যারা সেই সকল দেব-দেবীর দাসত্ব করে- তারাই নিকৃষ্টতম এক অবস্থানে; এবং তারা সেই সমান পথ থেকে অধিক বিভ্রান্ত'।

৬১. এবং যখন তারা তোমাদের কাছে আসে; তারা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি'! অবশ্যই তারা তখন পরম অস্বীকার প্রবণতাসহ প্রবেশ করে; এবং অবশ্যই তারা তাসহই বের হয়ে যায়; এবং তারা যা গোপনকরণে ছিল- আল্লাহই তার প্রতি অধিক জানেন।

৬২. এবং তুমি দেখবে তাদের থেকে অনেকেই চরম পাপ ও চরম সীমালঙ্ঘনের মধ্যে ও তারা সেই নিষিদ্ধ ভক্ষণে তৎপর হয়েছে। তারা যা করছিল, তা নিশ্চিত নিকৃষ্ট হয়েছে।

৬৩. সেই রাব্বানীরা ও সেই পণ্ডিতরা কেন তাদেরকে তাদের সেই সব নিষিদ্ধ কথা থেকে এবং সেই পাপ ও তাদের ভক্ষণে নিষেধ করে না? তারা যা নির্মাণ করছিল, তা নিশ্চিত নিকৃষ্ট হয়েছে।

৬৪. এবং সেই ইয়াহূদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত এক শেকলবদ্ধ'। শেকল বাঁধে কি তাদের হাত? এবং তারা যার প্রতি বলে, তাতে তারা অভিশপ্ত হয়েছে। বরং তাঁর হাত প্রসারিত। তিনি ব্যয় করেন- যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। তোমার প্রতি তোমার রবের থেকে যা নাজিল হয়েছে, তাতে তাদের থেকে অনেকেরই নিশ্চিত এক বিদ্রোহ ও এক অস্বীকার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়; এবং আমি পরম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের মাঝে চরম শত্রুতা ও চরম বিদ্বেষ ছুড়ে দিয়েছি। তারা প্রত্যেকবার সেই যুদ্ধের জন্য এক আগুন জ্বালায়। আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তখন তারা এই পৃথিবীর মধ্যে এক ফাসাদের চেষ্টা করতে থাকে; এবং আল্লাহ এই সকল ফাসাদকারীকে ভালোবাসেন না।

৬৫. এবং যদি এমন হতো যে, সেই কিতাবের লোকজন বিশ্বাস করত ও সাবধান হত- আমি তাদের থেকে তাদের মন্দকাজ নিশ্চিত দূর করে দিতাম; এবং আমি তাদেরকে নিশ্চিত পরম নিয়ামতের বাগানগুলোতে প্রবেশ করাতাম।

৬৬. এবং যদি তারা এমন হতো যে, তারা সেই তাওরাতে ও সেই ইন্‌জীলে দাঁড়ানো থাকত- যখন তাদের প্রতি তা তাদের রবের থেকেই নাজিল হয়েছে, নিশ্চিত তারা তাদের ঊর্ধ্ব থেকে ও তাদের পায়ের নীচ থেকে খাদ্য পেত। তাদের থেকে এক জাতি মধ্যপন্থি। কিন্তু তাদের থেকে অনেকেই- তারা যা করে থাকে তা মন্দ।

রুকূ ১০

৬৭. 'ও তুমি এই রাসূল! তোমার কাছে তোমার রবের থেকে যা নাজিল হয়েছে তা পৌঁছে দাও; এবং তুমি যদি তা না কর, এরপর তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছালে না; এবং আল্লাহ তোমাকে এই মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই চরম অস্বীকারকারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না'।

৬৮. বল, 'ও সেই কিতাবের লোকজন! যখন তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের থেকেই তা নাজিল হয়েছে- তোমরা যতক্ষণ না সেই তাওরাত ও সেই ইন্‌জীলে দাঁড়াও- তোমরা কিছুর উপরেই হতে পারবে না'; এবং তোমার প্রতি তোমার রবের থেকে যা নাজিল হয়েছে, নিশ্চিত তা তাদের থেকে অনেকেরই এক বিদ্রোহ ও এক অস্বীকার প্রবণতা বাড়িয়ে দেবে। এরপর চরম অস্বীকারকারী এই সম্প্রদায়ের উপর দুঃখ করবে না।

৬৯. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে ও সেই সাবীঈন এবং সেই খ্রিষ্টান তারাও- যে আল্লাহর প্রতি ও সর্বশেষ পরম দিনে বিশ্বাস করেছে ও সে এক সৎকাজ করেছে- তারপর তাদের সামনে ভয় নেই; এবং তারা দুঃখও করবে না।

৭০. অবশ্যই আমি বনী ইসরাঈলের এক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। আমি তখন তাদের কাছে রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলাম। প্রত্যেকবার তাদের কাছে এক রাসূল তাসহ এসেছে, যা তাদের নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো নয়- তারা একদলকে মিথ্যা বলেছে ও আরেকদলকে তারা হত্যা করেছে।

৭১. এবং তারা হিসাব করেছিল যাতে না তারা এক কঠোর পরীক্ষায় থাকে। এরপর তারা অন্ধ হয়ে গেল ও তারা বধির হয়ে গেল। আল্লাহ তারপর তাদের সামনে ফিরলেন। তারপরও তাদের থেকে অনেকেই- তারা অন্ধ হয়ে গেল ও তারা বধির হয়ে গেল; এবং তারা যা করতে থাকে, আল্লাহ তার প্রতি দ্রষ্টা।

৭২. যারা বলে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনিই এই মার্‌ইয়াম পুত্র মসীহ'- তারা নিশ্চয়ই অস্বীকার করেছে। অথচ এই মসীহ বলেছিল, 'ও বনী ইস্‌রাঈল! আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর দাসত্ব কর। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, এরপর আল্লাহ তার উপর অবশ্যই পরম বাগান নিষিদ্ধ করেন। তখন তার আবাস পরম আগুনে; এবং সেই জালিমদের জন্য নেই সাহায্যকারীদের থেকে'।

৭৩. যারা বলে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তিন-এ তৃতীয়'- তারাও নিশ্চয়ই অস্বীকার করে; এবং নেই ইলাহ থেকে, এক ইলাহ্ ছাড়া- একজনই; এবং তারা যা বলছে, তারা যদি না তা থেকে বিরত হয়- নিশ্চিত তাদের থেকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।

৭৪. এরপরও কি তারা আল্লাহর দিকে ফিরবে না? এবং তারা কি তাঁর ক্ষমা চাইবে? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৭৫. মার্‌ইয়াম পুত্র এই মসীহ এক রাসূল ছাড়া নয়। অবশ্যই তার আগে থেকে সেই রাসূলরা চলে গিয়েছে; এবং তার মাতা এক সত্যনিষ্ঠ। তারা সকল খাবার খেতো। দেখ! কিভাবে আমি তাদের জন্য সকল আয়াত বিস্তারিত বলি! তারপরও দেখ, কিভাবে তারা প্রতারিত হচ্ছে?

৭৬. বল, 'তোমরা কি আল্লাহর পাশ থেকে তার দাসত্ব কর, যে তোমাদের জন্য এক ক্ষতির মালিক হতে পারে না; এবং এক উপকারেও নয়? এবং আল্লাহ- তিনি পরম শ্রোতা, সর্ব জ্ঞাত'।

৭৭. বল, 'ও সেই কিতাবের লোকজন! তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে পরম সত্য ভিন্ন বাড়াবাড়ি করবে না; এবং কোনো এক সম্প্রদায়ের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না'। অবশ্যই তারা আগে থেকেই বিভ্রান্ত হয়েছে; এবং তারা বিভ্রান্ত করেছে অনেককেই; এবং তারা বিভ্রান্ত করছে সমান সেই পথ থেকে।

রুকূ ১১

৭৮. বনী ইস্‌রাঈলদের থেকে যারা অস্বীকার করেছিল, তারা দাউদের ও তারা মারইয়াম-পুত্র ঈসার ভাষার সামনে অভিশপ্ত হয়েছিল। সেই-ই! তারা যার প্রতি অমান্য করেছে। তখন তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকরণে।

৭৯. তারা যে 'দুষ্টকর্ম' করত, তাতে তারা পরস্পরকে নিষেধকরণে ছিল না। তারা যা করছিল, তা নিশ্চিত নিকৃষ্ট।

৮০. তুমি দেখছ যারা অস্বীকার করে- তাদের থেকে অনেকেই তাদের প্রতি মুখ ফেরাচ্ছে। তারা তাদের নিজেদেরকে যা অগ্রিম পাঠাচ্ছে, নিশ্চিত তাদের জন্য তা নিকৃষ্ট। আল্লাহ তাতে তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন; এবং তারা চরম শাস্তির মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

৮১. এবং যদি তারা আল্লাহ এবং এই নবীকে ও তার কাছে যা নাজিল হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাসকরণে থাকত, তারা তাদেরকে বন্ধু গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের থেকে অনেকেই নিশ্চিত অবাধ্য।

৮২. তুমি নিশ্চিত সেই ইয়াহূদীদেরকে পাবে, তারা এই মানুষের যারা বিশ্বাস করে তাদের প্রতি এক শত্রুতায় অধিক কঠোর; এবং তারাও- যারা অধিক শিরক করে। কিন্তু তুমি যারা বিশ্বাস করে তাদের প্রতি এক ভালোবাসায় নিশ্চিত তাদেরকে পাবে, যারা বলে- 'আমরা খ্রিষ্টান'। তারাই তাদের অধিক নিকটবর্তী। সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, তাদের থেকেই পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগী; এবং তারা এমন যে, তারা অহংকারও করে না।

৮৩. এবং এই রাসূলের কাছে পরম সত্যের মধ্য থেকে যা নাজিল হয়েছে- যখন তারা তা শোনে, তুমি দেখবে তাদের চোখে সেই অশ্রু ঝরছে। তারা তার থেকে উপলব্ধি করে। তারা বলতে থাকে, 'ও আমাদের রব! আমরা বিশ্বাস করেছি! এরপর আপনি আমাদেরকে সকল সাক্ষীর সাথে তালিকাভুক্ত করেন'।

৮৪. 'এবং কী তা আমাদের জন্য যে, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করব না- যখন আমাদের কাছে পরম সত্যের মধ্য থেকে তা এসেছে; এবং আমরা আশাও করি যে, আমাদের রব আমাদেরকে পরম সৎকর্মশীল সেই সম্প্রদায়ের সাথে রাখবেন'?

৮৫. এরপর তারা যার প্রতি বলেছে, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর বাগান পুরস্কার দেবেন। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী; এবং তা-ই উত্তম কর্মশীলদের পুরস্কার।

৮৬. এবং তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলেছে ও তা অস্বীকার করেছে- তারাই পরম আগুনের সাথী।

রুকূ ১২

৮৭. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহ তোমাদের জন্য ভালো কিছু যা হালাল করেছেন, তা হারাম করবে না; এবং সীমালঙ্ঘনও করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না'।

৮৮. এবং আল্লাহ তোমাদেরকে এক ভালো কিছু- যা এক হালাল রিজিক দিয়েছেন তা থেকে খাও; এবং আল্লাহকে ভয় কর। তিনি একজন- তোমরা তার প্রতিই বিশ্বাসী।

৮৯. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের 'সেই অসারের' প্রতি শপথ সম্পর্কে ধরবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে তার প্রতি ধরবেন, যে সকল শপথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ। এরপর এর কাফফারা, দশজন দরিদ্রকে সমানভাবে খাদ্য দান- যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খাওয়াও; অথবা তাদেরকে বস্ত্রদান; অথবা এক দাস মুক্তিদান। এরপর যে পারে না, এরপর তিন দিন সিয়াম পালন'। তোমরা যখন হলফ কর, সেই-ই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা; এবং তোমরা তোমাদের শপথের হেফাজত কর। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াত সেইরকমই বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা পার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে।

৯০. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! অবশ্যই সকল মাদক এবং সকল জুয়া ও সকল অংশ নির্ধারক বেদী এবং সকল অংশ নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য কাজ। তা সেই শয়তানের আমল থেকে। এরপর তা বর্জন কর- যাতে তোমরা সফল হতে পার'।

৯১. সেই শয়তান শুধুমাত্র এমন চাইতে থাকে যে, সেই মাদক ও সেই জুয়ার মধ্যে তোমরা তোমাদের মাঝে চরম শত্রুতা ও চরম বিদ্বেষ ঘটাবে; এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ থেকে ও পরম যোগাযোগ থেকে সরিয়ে দেবে। এরপর তোমরা কি বর্জনকারী হবে?

৯২. এবং আল্লাহকে মেনে চল ও এই রাসূলকে মেনে চল; এবং সতর্ক হও। এরপর যদি তোমরা মুখ ফেরাও, এরপর জেনে রাখ- আমার রাসূল শুধুমাত্র পরম পরিষ্কারভাবে 'এই সব' পৌঁছানোতেই।

৯৩. যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- যখন তারা সাবধান হয়েছে, তারা যার মধ্যে খেয়েছিল তাতে তাদের উপরে গুনাহ নেই। যখন তারা বিশ্বাস করেছে ও সেই সৎকাজ করেছে, তারপর তারা সাবধান হয় ও বিশ্বাস করে; তারপরেও তারা সাবধান হয় ও উত্তম কাজ করে; এবং আল্লাহ সকল উত্তম কর্মশীলকে ভালোবাসেন।

রুকূ ১৩

৯৪. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সেই শিকারের মধ্য থেকে কিছু দিয়ে পরীক্ষা করবেন- যাতে তা তোমাদের হাতে ও তোমাদের গণ্ডিতে পৌঁছাতে পারে, যাতে আল্লাহ জানতে পারেন- কে সকল অদৃশ্যসহ তাঁকে ভয় করে। এরপর তারই পরবর্তীতে যে সীমালঙ্ঘন করে, এরপর তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'।

৯৫. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যখন এমন যে তোমরা ইহ্‌রামে- তোমরা কোনো শিকারে হত্যা করবে না; এবং তোমাদের থেকে যে সংকল্পবদ্ধভাবে হত্যা করে, এরপর সে যা হত্যা করেছে সেই একইরকম প্রতিফল। সেই গৃহপালিত জন্তুর মধ্য থেকে এই কা'বায় এক উপহার পৌঁছানো। তোমাদের থেকে দুইজন ন্যায়বান তার প্রতি হুকুম দেবে; অথবা এক কাফ্ফারা- দরিদ্রকে খাদ্য দান; অথবা তারই সাম্য স্থাপনে সিয়াম পালন। যাতে সে তার বিষয়ে পরিণতির স্বাদ নিতে পারে। যা অতীত হয়েছে, আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন; কিন্তু যে আবার ফিরবে, এরপর আল্লাহ তাঁর থেকে প্রতিকার করবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমতাবান, প্রতিকারের অধিকারী'।

৯৬. 'তোমাদের জন্য সকল সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে; এবং তার খাদ্য তোমাদের জন্য ও সফরকারীদের জন্য এক ভোগসামগ্রী; কিন্তু যতক্ষণ ধরে তোমরা ইহ্‌রামের তাতে, তোমাদের উপর এই ভূমিতে শিকার হারাম করা হয়েছে; এবং আল্লাহকে ভয় কর। তিনি একজন। তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে'।

৯৭. আল্লাহ এই ক্বা'বা ঘর- আল-হারামকে সকল মানুষের জন্য এক নির্মাণ বানিয়েছেন; এবং সেই হারামের মাসগুলো এবং এই হাদাইআ ও এই কালাইদাও- সেই-ই! যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ জানেন যা এই আকাশমণ্ডলী ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং এমন যে, আল্লাহ সকল কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত।

৯৮. জেনে রাখ এমন যে, আল্লাহ সকল পরিণতিতে কঠোর; এবং এমন যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৯৯. এই রাসূলের উপর পরম পৌঁছানো ছাড়া নয়; এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা যা প্রকাশ কর ও তোমরা যা গোপন কর।

১০০. বল, 'চরম নিকৃষ্ট ও পরম ভালো সমান নয়- যদিও চরম নিকৃষ্টের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে'। এরপর আল্লাহকে ভয় কর- 'ও সকল বুঝদার লোকেরা, যাতে তোমরা সফল হতে পার'।

রুকূ ১৪

১০১. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! অধিক কিছু প্রশ্ন করবে না। যদি তোমাদের জন্য তা প্রকাশ করা হয়, তা তোমাদের মন্দ হতে পারে; এবং যখন এই কুরআন নাজিল হচ্ছে, তোমরা যদি এর সম্পর্কে প্রশ্ন কর- তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ এ সম্পর্কে ক্ষমা করেছেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল'।

১০২. 'অবশ্যই তোমাদের আগের থেকে এক সম্প্রদায় এতে প্রশ্ন করেছিল। তারপর তারা এর প্রতি অস্বীকারকারী হয়েছিল'।

১০৩. আল্লাহ বাহীরা বানান নি ও সাইবাহও নয়; এবং নয় ওয়াসীলা ও হামও নয়। কিন্তু তাদের যারা অস্বীকার করে, তারা আল্লাহর উপর চরম মিথ্যা আবিষ্কার করে। তখন তাদের অধিকাংশই আকল ব্যবহার করে না।

১০৪. এবং তাদের প্রতি যখন বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার দিকে ও এই রাসূলের দিকে আস'- তারা বলে, 'আমরা যা পেয়েছি, যার উপর আমাদের বাপ-দাদারা- আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট'। এমনকি তাদের বাপ-দাদাদের কোনো কিছুই জানা ছিল না। তখন তাদেরকে পথ দেখানোও হয় নি!

১০৫. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদের উপরই তোমরা নিজেরা! তোমরা যখন দেখানো পথে থাকবে, তখন যারা বিভ্রান্ত হয়েছে তারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর কাছেই তোমাদের সকলের একত্রে ফেরা। এরপর তোমরা যা করছিলে, তিনি তোমাদেরকে তার প্রতি খবর দেবেন'।

১০৬. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যখন তোমাদের কোনো একজনের সেই মৃত্যুর সময় হাজির হয়, তখন তোমাদের মাঝের সকল ওসিয়াতে সাক্ষ্য- তোমাদের থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ; অথবা তোমরা যদি কোনো ভূমিতে তোমাদের সফরে থাক, এরপর তোমাদেরকে সেই মৃত্যুর দুর্যোগ আঘাত করে- তখন তোমাদের ভিন্ন অন্যদের থেকে দু'জন। তোমরা পরম যোগাযোগের (আল-স্বালাতি الصَّلَاةِ) পরবর্তী থেকে তাদের উভয়কেই ধরে রাখ। যদি তোমরা সন্দেহ কর, এরপর তারা উভয়েই আল্লাহর প্রতি কসম করবে, 'আমরা তা দিয়ে এক মূল্য বিনিময় করব না- এমনকি সে যদি নিকট আত্মীয়ও হয়; এবং আমরা আল্লাহর সাক্ষ্য গোপনও করব না। নিশ্চয়ই আমরা তখন নিশ্চিত সকল পাপীর মধ্যে'।

১০৭. এরপর যদি জানা যায় এমন যে, তাদের উভয়ের ওপরে এক পাপ সত্য হয়েছে, এরপর তাদের স্থানে তাদের মধ্য থেকে অপর দু'জন দাঁড়াবে- যারা তাদের সেই পূর্ববর্তী দু'জনের ওপরে সত্য হয়েছে। এরপর তারা দু'জনই আল্লাহর প্রতি কসম করুক, 'আমাদের সাক্ষ্য অপর দুজনের সাক্ষ্য থেকে নিশ্চিত অধিক সত্য হবে; এবং আমরা সীমালঙ্ঘনও করি নি। নিশ্চয়ই আমরা তখন নিশ্চিত সকল জালিমের মধ্যে'।

১০৮. সেই-ই নিকটতর যে, তারা সকল সাক্ষ্যসহ এর মুখের উপর আসবে; অথবা তারা ভয় করবে যে, তাদের শপথের পরবর্তীতে তাদেরকে তাদের শপথ ফেরত দেওয়া হবে; এবং আল্লাহকে ভয় কর ও শোন; এবং আল্লাহ চরম ফাসিক সেই সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

রুকূ ১৫

১০৯. এক দিন আল্লাহ সকল রাসূলকে জমায়েত করবেন। এরপর তিনি বলবেন, 'তোমাদেরকে কি উত্তর দেওয়া হয়েছিল'? তারা বলবে, 'আমাদের জন্য জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি- আপনিই সকল অদৃশ্যে জ্ঞানী'।

১১০. আল্লাহ যখন বলবেন, 'ও মার্‌ইয়াম পুত্র ঈসা! তোমার উপর ও তোমার মায়ের উপর আমার নিয়ামত স্মরণ কর; এবং আমি যখন তোমাকে পরম

পবিত্র রুহ দিয়ে অধিক শক্তিশালী করেছিলাম; এবং যখন তুমি সেই দোলনায় ও পরিণত বয়সে সেই মানুষদেরকে কথা বলতে; এবং যখন তোমাকে আমি সেই কিতাব ও সেই বিচক্ষণতা এবং সেই তাওরাত ও সেই ইন্‌জীল শিক্ষা দিয়েছিলাম; এবং যখন তুমি আমার অনুমতিসহ কাদামাটির মধ্য থেকে সেই জীবন্তের মতো সব পাখি সৃষ্টি করতে, এরপর তুমি এর মধ্যে ফুকে দিতে- এরপর আমার অনুমতিসহ তা এক পাখি হয়ে যেত; এবং আমার অনুমতিসহ তুমি সেই জন্মান্ধকে ও সেই কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করতে; এবং আমার অনুমতিসহ তখন তুমি সকল মৃতকে জীবিত করতে; এবং যখন তুমি তাদের কাছে পরিষ্কার সকল প্রমাণসহ আসলে, আমি তখন বনী ইস্‌রাঈলকে তোমার থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম। এরপর তাদের থেকে যারা অস্বীকার করেছিল; তারা বলল, এ নয় পরিষ্কার-জাদু ছাড়া'।

১১১. 'এবং যখন আমি সেই হাওয়ারীদেরকে ওহি করেছিলাম যে, আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস কর। তারা বলেছিল, আমরা বিশ্বাস করলাম; এবং আপনি তার প্রতি সাক্ষী থাকেন এমন যে, আমরা মুসলিম'।

১১২. এবং যখন সেই হাওয়ারীরা বলল, 'ও মার্‌ইয়াম পুত্র ঈসা! আপনার রব সক্ষম হবেন কি- এমন যে, তিনি এই আকাশের মধ্য থেকে আমাদের উপর খাদ্য-ভরা থালা পাঠাবেন'? সে বলল, 'আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা হও বিশ্বাসী'।

১১৩. তারা বলল, 'আমরা চাই যে, আমরা এর থেকে খাই ও আমাদের হৃদয় তৃপ্ত করি; এবং আমরা যাতে জানতে পারি যে, অবশ্যই আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন; এবং আমরা এর উপর সকল সাক্ষীদের মধ্যে থাকতে চাই'।

১১৪. মার্‌ইয়াম পুত্র ঈসা বলল, 'ও আল্লাহ, আমাদের রব! এই আকাশের মধ্য থেকে আমাদের সামনে খাদ্য-ভরা থালা পাঠান। আমাদের জন্য তা এক ঈদ হবে। আমাদের জন্যই প্রথম এবং আমরাই শেষ; এবং আপনার থেকে এক আয়াতও; এবং আমাদেরকে রিজিক দেন- যখন আপনিই কল্যাণকর পরম রিজিকদাতা'।

১১৫. আল্লাহ বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাদের উপর এ পাঠাব। এরপর এর পরবর্তীতে তোমাদের থেকে যে অস্বীকার করবে, এরপর নিশ্চয়ই আমি- আমি তাকে শাস্তি দেব- এক শাস্তি, আমি যে শাস্তি এই বিশ্বজগতের মধ্যে একজনকেও দেই নি'।

রুকূ ১৬

১১৬. এবং যখন আল্লাহ বলবেন, 'ও মার্‌ইয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি এই মানুষের প্রতি বলেছিলে, 'আল্লাহর পাশে থেকে আমাকে ও আমার মাতাকে দুই ইলাহ গ্রহণ কর'? সে বলবে, 'আপনিই মহিমান্বিত! আমার জন্য ছিল না যে, আমি তা বলি- যা আমার জন্য সত্যসহ নয়। আমি যদি তা বলতাম, এরপর অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আপনি জানেন- যা আমার নিজের মধ্যে। কিন্তু আমি জানি না- যা আপনার নিজের মধ্যে। নিশ্চয়ই আপনি- আপনি সকল অদৃশ্য জ্ঞাত'।

১১৭. 'আপনি আমাকে যার প্রতি যে আদেশ করেছেন যে, আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি আমার রব ও তোমাদেরও রব- আমি তাদের প্রতি তা ছাড়া বলি নি। আমি তাদের মধ্যে যতদিন ধরে ছিলাম, তখন আমি তাদের সামনে এক সাক্ষী ছিলাম। এরপর আপনি যখন আমাকে পূর্ণ করে দিলেন, আপনি- আপনিই তাদের উপর পরম পর্যবেক্ষক ছিলেন; এবং আপনিই সকল কিছুর উপর সাক্ষী'।

১১৮. 'আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, এরপর নিশ্চয়ই তারা আপনারই দাস; এবং যদি আপনি তাদের প্রতি ক্ষমা করেন, এরপর নিশ্চয় আপনি- আপনিই পরম ক্ষমতাবান, পরম বিচক্ষণ'।

১১৯. আল্লাহ বলবেন, 'এই দিনে সকল সত্যবাদী তাদের সত্যবাদিতায় লাভবান হবে। তাদের জন্যই বাগান। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে চিরস্থায়ী বসতকারী- অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন; এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। সেই-ই পরম সফলতা- পরম শ্রেষ্ঠ'।

১২০. আল্লাহরই জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং যা এর উভয়ের মধ্যে তার সার্বভৌমত্ব; এবং তিনিই সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

৬. সূরা আন্‌'আম

১৬৫ আয়াত

॥পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ॥

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি একজন এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনিই চরম অন্ধকার ও পরম আলো বানিয়েছেন। তারপরেও তাদের যারা তাঁর সমকক্ষ স্থাপন করে, তারা তাদের রবের প্রতি অস্বীকার করে।

২. তিনিই- যিনি একজন তোমাদেরকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি এক মেয়াদের সিদ্ধান্ত নিলেন; এবং তার কাছে আরেক নির্ধারিত মেয়াদকাল। তারপরও তোমরা সন্দেহ করে থাক!

৩. এবং তিনিই এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ। তিনি তোমাদের গোপনীয়তা ও তোমাদের প্রকাশ্য জানেন; এবং তিনি জানেন, যা তোমরা অর্জন কর।

৪. এবং তাদের কাছে তাদের রবের থেকে আসে না আয়াত- তারা এর থেকে পলাতক ছাড়া হয়।

৫. এরপরও যখন তা তাদের কাছে আসে, তারা অবশ্যই সেই সত্যের প্রতি মিথ্যা বলে। এরপর তারা যাতে ঠাট্টা-বিদ্রুপকরণে ছিল, শিগগিরই তাদের কাছে তার খবর আসবে।

৬. তারা কি দেখে না- তাদের আগের মানবগোষ্ঠী থেকে কতজনকে আমি ধংস করেছি? আমি তাদেরকে এই পৃথিবীতে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, সেভাবে আমি তোমাদেরকেও প্রতিষ্ঠিত করি নি; এবং আমি তাদের উপর আকাশ ভরা মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টি পাঠিয়েছিলাম; এবং আমি তা নদী বানিয়েছিলাম। তাদের নীচ থেকে বয়ে যেত। এরপর আমি তাদের পাপ দিয়েই তাদেরকে ধংস করেছি; এবং আমি তাদের পরবর্তীতে অপর প্রজন্ম গড়ে তুলেছি।

৭. এবং আমি যদি তোমার উপর কাগজের মধ্যের এক কিতাবও নাজিল করতাম, এরপর তারা তাদের হাত দিয়ে এ ছুঁয়ে দেখত- যারা অস্বীকার করে তারা নিশ্চিত বলত, 'এ নয় পরিষ্কার জাদু ছাড়া'।

৮. এবং তারা বলে, 'কেন তার উপর ফেরেশতাদের পাঠানো হয় না'? আমি যদি তখন এক ফেরেশতা পাঠাতাম, নিশ্চিত 'পরম আদেশের' সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। তারপর তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হতো না।

৯. এবং আমি যদি তাকে এক ফেরেশতা বানাতাম, নিশ্চিত আমি তাকে এক পুরুষই বানাতাম। আমি তখনও তাদের সামনে নিশ্চিত আড়াল করতাম- যে আড়াল তাদেরকে করা হয়েছে।

১০. এবং অবশ্যই তোমার আগে থেকেই রাসূলদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে। এরপর তাদের থেকে যারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল, তাদের প্রতি তাই ঘিরে ধরেছিল, তারা যার প্রতি বিদ্রুপকরণে ছিল।

রুকূ ২

১১. বল, 'এই পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, তারপর দেখ কেমন ছিল সেই মিথ্যুকদের পরিণতি'।

১২. বল, 'যা এই আকাশের মধ্যে ও এই পৃথিবীতে- কার জন্য'? বল, 'আল্লাহই জন্যই'। তিনি তাঁর নিজের উপরই 'আল-রাহমান' লিখিত করেছেন। তিনি তোমাদেরকে পরম কিয়ামতের দিনে নিশ্চিত সমবেত করবেন। সন্দেহ নেই এর মধ্যে। তাদের যারা তাদের নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, এরপর তারা বিশ্বাস করে না।

১৩. এবং এই রাতের মধ্যে ও এই দিনে যা অবস্থান করে- তাঁরই জন্য; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

১৪. বল, 'আমি আল্লাহ-ভিন্ন অন্যকে কি এক অভিভাবক গ্রহণ করব? তিনি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর স্রষ্টা; এবং তিনি- তিনিই খাদ্য দেন, যখন তাঁকে খাদ্য দেওয়া হয় না'; এবং বল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমাকে আদেশ করা হয়েছে যাতে আমি হই- প্রথম যে আত্মসমর্পণ করেছে; এবং আমি এই সকল মুশরিকের মধ্যে হব না'।

১৫. বল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, আমি কঠিন এক দিনের শাস্তির ভয় করি'।

১৬. 'সেই দিনে যাকে তার থেকে সরিয়ে রাখা হবে, এরপর তিনি অবশ্যই তাকে রহমত করলেন; এবং সেই-ই পরম স্পষ্ট পরম সফলতা'।

১৭. এবং আল্লাহ যদি তোমাকে দুর্ভোগসহ স্পর্শ করেন, এরপর তিনি ছাড়া তার জন্য অপসারণকারী নেই; এবং তিনি যদি তোমাকে কল্যাণসহ স্পর্শ করেন, এরপর তিনিই সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

১৮. তিনি তাঁর দাসদের উপর পরম অপ্রতিরোধ্য। তিনি পরম বিচক্ষণ, পরম অবগত।

১৯. বল, 'এক সাক্ষ্যতে কোন বিষয় অধিক গুরুতর'? বল, 'আল্লাহ আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী; এবং আমার প্রতি ওহি হয়েছে, এ- এই কুরআন; এবং আমি যাতে তোমাদেরকে এ দিয়ে সতর্ক করতে পারি, আমি তোমাদেরকে এ পৌঁছে দিয়েছি'। তোমরা কি নিশ্চিত সাক্ষ্য দাও এমন যে, আল্লাহর সাথে অপর ইলাহ? বল, 'আমি সে সাক্ষ্য দেই না'। বল, 'শুধুমাত্র তিনিই ইলাহ- একজন; এবং তোমরা যে শরীক কর, নিশ্চয়ই আমি তা থেকে মুক্ত'।

২০. আমি যাদেরকে এই কিতাব দিয়েছি তাদের যারা- তারা তা চিনতে পারে, যেমন তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনতে পারে। তারাই- তারা তাদের নিজেদেরকে ক্ষতি করে। এরপর তারা বিশ্বাস করে না।

রুকূ ৩

২১. কে অধিক জালিম তার থেকে, যে আল্লাহর উপর এক মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা তাঁর আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে? নিশ্চয়ই সেই সকল জালিম সফল হয় না।

২২. এবং আমি যেদিন তাদের সকলকে একত্রে সমবেত করব, তারপর যারা শরীক করেছে তাদের প্রতি আমি বলব, 'কোথায় তোমাদের সেই শরীকরা- তোমরা যাদেরকে দাবীকরণে ছিলে'?

২৩. তারপর তাদের সামনে এমন ছাড়া কঠিন পরীক্ষা থাকবে না যে, তারা বলবে, 'ও আমাদের রব! আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলাম না'।

২৪. দেখ! কিভাবে তারা তাদের নিজেদের ওপরে মিথ্যা বলবে। তারা যা আবিষ্কারকরণে ছিল, তখন তাদের থেকে তা হারিয়ে যাবে!

২৫. এবং তাদের থেকে যারা তোমার প্রতি শোনে, আমি তখন তাদের অন্তরের উপর এক ঢাকনা বানিয়েছি- যেন না তারা এ বুঝতে পারে। তখন তাদের কানের মধ্যে এক বধিরতা; এবং যদি তারা প্রত্যেকটি আয়াত দেখেও- তারা এর প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করে না, যতক্ষণ তারা তোমার কাছে আসে না এবং তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে। যারা অস্বীকার করে তারা বলে, 'এ নয় পূর্ববর্তীদের গল্প ছাড়া'।

২৬. এবং তারা তার থেকে নিষিদ্ধ করে ও তারা তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। তখন তারা তাদের নিজেদেরকে ছাড়া ধংস করে না। তখন তারা উপলব্ধিও করে না।

২৭. এবং যদি তুমি দেখতে পেতে! যখন তাদেরকে পরম আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে! এরপর তারা বলবে, 'হায়! যদি আমরা ফিরে যাওয়ার হতে পারতাম, তবে আমরা আমাদের রবের আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলতাম না। তখন আমরা সকল বিশ্বাসীর মধ্যে হয়ে যেতাম'!

২৮. বরং তারা আগের থেকে যা গোপনকরণে ছিল, তাদের জন্য তা প্রকাশ হয়েছে; এবং যদি তাদেরকে ফেরত পাঠানো হতোও, নিশ্চিত তারা তাতেই ফিরত- যার প্রতি তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল; এবং নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত মিথ্যুক।

২৯. তারা বলেছিল, 'আমাদের জীবন, এ- এই দুনিয়া ছাড়া নয়; এবং আমরা পুনরুত্থানের সাথেও নই'।

৩০. এবং যদি তুমি দেখতে পেতে- যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে দাঁড় করান হবে! তিনি বলবেন, 'এ কি পরম সত্যসহ নয়'? তারা বলবে, 'হাঁ! আমাদের রবের শপথ'। তিনি বলবেন, 'এরপর চরম শাস্তির স্বাদ নাও- তার প্রতিই তোমরা অস্বীকারকরণে ছিলে'।

রুকূ ৪

৩১. যারা মিথ্যা বলত- তাদের কাছে যতক্ষণ না আল্লাহর 'সেই সাক্ষাতের' পরম সময় হঠাৎ করেই আসবে, তখন তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারা বলবে, 'হায় আক্ষেপ আমাদের! আমরা এ সম্পর্কে যার উপর অবহেলা করেছি'! তখন তারা তাদের বোঝা তাদের পিঠের উপর বহন করবে। লক্ষ্য কর! তারা যা বহন করে তা মন্দ হবে।

৩২. এবং এই দুনিয়ার এই জীবন খেলাধুলো ও আনন্দ-উপভোগ ছাড়া নয়; এবং যারা সাবধান হয়, তাদের জন্য সেই পরম আখিরাতের পরম বসতবাড়িই কল্যাণকর। এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার করবে না?

৩৩. অবশ্যই আমি জানি- নিশ্চয়ই তারা সেই যা বলে, তা নিশ্চিত তোমাকে কষ্ট দেয়। এরপরও তারা তোমাকে নিশ্চয়ই মিথ্যুক বলতে পারে না। কিন্তু এই সকল জালিম আল্লাহর আয়াতের প্রতি প্রত্যাখ্যান করে থাকে।

৩৪. এবং অবশ্যই তোমার আগে থেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যুক বলা হয়েছিল। এরপর যার উপর তাদেরকে মিথ্যা বলা হতো, তাতে তারা ধৈর্য ধরেছিল; এবং যতক্ষণ না তাদের কাছে আমার সাহায্য আসল, তাদেরকে কষ্টও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর কথার জন্য পরিবর্তনকারী নেই; এবং অবশ্যই তোমার কাছে সেই সকল রাসূলের খবর থেকে এসেছে।

৩৫. এবং যদি তাদেরকে উপেক্ষাকরণ তোমার জন্য গুরুতর হয়, এরপর তুমি যদি সক্ষম হও- এই পৃথিবীতে এক সুড়ঙ্গ খুঁজে নাও; অথবা এই আকাশের মধ্যে এক সিঁড়ি। এরপর তুমি তাদের কাছে এক আয়াতসহ আস! কিন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তিনি তাদেরকে এই পথের উপর নিশ্চিত জমায়েত করতেন। এরপর তুমি এই অজ্ঞদের মধ্যে হবে না।

৩৬. যারা শুনে থাকে, তারাই শুধুমাত্র সাড়া দেয়; এবং সেই সকল মৃত- আল্লাহ তাদেরকে উঠিয়ে আনবেন। তারপর তারা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।

৩৭. তারা বলে, 'তার রবের থেকে তার কাছে কেন আয়াত নাজিল হয় না'? বল, 'আল্লাহ নিশ্চয়ই তার উপর সিদ্ধান্তদাতা। তিনি এক আয়াত নাজিল করতে পারেন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না'।

৩৮. এবং এই পৃথিবীর মধ্যের প্রাণীদের থেকে নয় এবং যারা তার ডানা দিয়ে উড়ে- সেই পাখিরাও তোমাদের মতোই জাতি ছাড়া নয়; এবং আমি এই কিতাবের মধ্যে কিছু থেকেই অবহেলা করি নি। তারপর তাদেরকে তাদের রবের কাছেই সমবেত করা হবে।

৩৯. এবং যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে, তারা বধির ও বোবা। তারা চরম অন্ধকারের মধ্যে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন- তিনি তাকে বিভ্রান্ত হতে দেন; এবং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন- তিনি তাকে সরল-সোজা পথের উপর বানিয়ে দেন।

৪০. বল, 'তোমরা কি দেখছ- যদি তোমাদের কাছে আল্লাহর শাস্তি আসে অথবা তোমাদের কাছে সেই পরম সময় আসে- আল্লাহ-ভিন্ন অন্যকে কি তোমরা ডাকবে, যদি তোমরা হও সত্যবাদী'?

৪১. 'বরং তোমরা শুধুমাত্র তাকেই ডাক। তোমরা তাঁর সামনে যাতে তাকে ডাক- তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তিনি তখন তা দূর করে দেন। তখন তোমরা যা শরীক কর, তোমরা তা ভুলে যেতে'।

রুকূ ৫

৪২. এবং অবশ্যই আমি তোমার আগে থেকেই জাতিগুলোর কাছে পাঠিয়েছিলাম। এরপর আমি তাদেরকে চরম দুঃখ-কষ্ট ও চরম অর্থ সংকটসহ ধরেছিলাম- যাতে তারা বিনয়ী হতে পারত।

৪৩. যখন তাদের কাছে আমার শাস্তি আসল, এরপর কেন তারা বিনীত হলো না? বরং তাদের হৃদয় কঠিন হলো। তখন তারা যা করছিল, সেই শয়তান তা শোভন করেছিল।

৪৪. এবং যখন তাদেরকে তা দিয়ে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা তা ভুলে গেল- এরপর আমি তাদের উপর সকল কিছুর দরজাগুলো খুলে দিলাম ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছিল- তারা তাসহ উল্লাস শুরু করল। আমি তাদেরকে হঠাৎ করেই ধরলাম। এরপর তারা তখন হতভম্ব।

৪৫. এরপর সেই সম্প্রদায়ের যারা জুলুম করেছিল তাদের মূল-ছেঁটে ফেলা হলো; এবং সকল প্রশংসা এই বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর জন্য।

৪৬. বল, 'তোমরা কি দেখেছ- যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রুতি ও তোমাদের দৃষ্টি নিয়ে নেন এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ের উপর বন্ধ করে দেন- আল্লাহ ভিন্ন কে ইলাহা তোমাদেরকে তাসহ এনে দেবে'? দেখ! কিভাবে আমি সকল আয়াত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৭. বল, 'তোমরা দেখেছ কি- যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি হঠাৎ করেই আসে অথবা জানান দিয়েই, সেই সম্প্রদায়ের সেই সকল জালিম ছাড়া কি কেউ ধ্বংস হবে'?

৪৮. এবং আমি এই রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ছাড়া পাঠাই নি। এরপর যে বিশ্বাস করে ও সংশোধিত হয়, এরপর তাদের সামনে ভয় নেই; এবং তারা দুঃখও করবে না।

৪৯. কিন্তু তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলেছে, তাদেরকে সেই শাস্তি স্পর্শ করবে। তারা যাতে অবাধ্য হওয়াতে ছিল- তাসহই।

৫০. বল, 'আমি তোমাদের প্রতি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার; এবং আমি জানিও না সেই সকল অদৃশ্য; এবং আমি তোমাদের জন্য বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমার প্রতি যা ওহি হয়, আমি তা ছাড়া অনুসরণ করি না'। বল, 'সমান হতে পারে কি সকল অন্ধ ও সকল চক্ষুষ্মাণ'? এরপরও কি তোমরা চিন্তা করবে না?

রুকূ ৬

৫১. এবং যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে- তাদেরকে 'এ দিয়ে' সতর্ক করে দাও, যাতে তারা সাবধান হতে পারে। তাদের জন্য তাঁর পাশ থেকে কেউ অভিভাবক থাকবে না; এবং সুপারিশকারীও নয়।

৫২. এবং যারা তাদের রবের প্রতি সকালের সাথে ও প্রতি সন্ধ্যায় ডাকতে থাকে, চাইতে থাকে তাঁর সূদৃষ্টি- তাদেরকে বিতাড়িত করবে না। তোমার উপর তাদের হিসাব কিছু থেকেই নয়; এবং তোমার হিসাব থেকেও তাদের উপরও কিছু থেকে নয়। এরপর তুমি যদি তাদেরকে বিতাড়িত কর, এরপর তুমি চরম জালিমদের মধ্যে থাকবে।

৫৩. এবং আমি তাদের এককে অন্যদেরকে দিয়ে সেইরকমই পরীক্ষা করি, যাতে তারা বলতে পারে, 'আল্লাহ কি আমাদের মাঝের তাদের থেকে এদের উপরে অনুগ্রহ করলেন? আল্লাহ কি সকল কৃতজ্ঞের প্রতি জানাসহ নন'?

৫৪. যারা আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করে- তারা যখন তোমার কাছে আসে এরপর বল, শান্তি (ছালামুন سَلَامٌ) তোমাদের উপর ('আলায়কুম عَلَيْكُمْ)'। তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর 'আল'রাহমান' লিখিত করেছেন। তিনি এমন যে, তোমাদের থেকে যারা এক অজ্ঞতার সাথে এক মন্দ করে, তারপর এরই পরবর্তী থেকে তারা তওবা করে ও সংশোধিত হয়- এরপর তিনি এমন যে, ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৫৫. এবং আমি সেইরকমই সকল আয়াত বিশদভাবে বর্ণনা করি। তখন তাতে চরম অপরাধীদের পথগুলো পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়।

রুকূ ৭

৫৬. বল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, যেন না আমি তোমরা যাদেরকে আল্লাহর পাশ থেকে ডাক- তাদের দাসত্ব করি'। বল, 'আমি তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করি না। আমি অবশ্যই তখন বিভ্রান্ত হতাম। আমি তখন এই পথপ্রাপ্তদের মধ্যে হতে পারতাম না'।

৫৭. বল, 'নিশ্চয়ই আমি আমার রবের থেকে পরিষ্কার প্রমাণের উপর। কিন্তু তোমরা 'এর প্রতি' মিথ্যা বলছ। তোমরা যা তড়িঘড়ি করতে চাইছ, আমার কাছে তা নেই। সকল হুকুমই আল্লাহর জন্য ছাড়া নয়। তিনি পরম সত্য বর্ণনা করেন; এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ এই সকল মীমাংসায়'।

৫৮. বল, 'যদি এমন হতো যে- তোমরা যা তড়িঘড়ি করতে চাইছ, আমার কাছে তা থাকত- আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝের সকল বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয়ে যেত; এবং আল্লাহ সকল জালিমের প্রতি জানেন'।

৫৯. এবং তাঁরই কাছে পরম অদৃশ্যের চাবি। তিনি ছাড়া তারা এ জানে না; এবং তিনিই অধিক জানেন, যা এই স্থলের মধ্যে ও সেই সমুদ্রে; এবং গাছের পাতা থেকে পড়ে না- তিনি তা জানেন ছাড়া; এবং এই পৃথিবীর অন্ধকারের মধ্যে একটি শস্যও নেই; এবং এক রসালোও নয় ও এক শুষ্কও নয়- পরিষ্কার কিতাবের মধ্যে তা থাকা ছাড়া।

৬০. এবং তিনি- যিনি একজন তোমাদেরকে এই রাতের সাথে পূর্ণ করে দেন; এবং তিনি জানেন, তোমরা এই দিনের সাথে যা ঘটাও। তারপর তিনি তারই মধ্য থেকে তোমাদেরকে গড়ে তুলবেন- যাতে এক মেয়াদ নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হতে পারে। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতি খবর দেবেন, তোমরা যা করছিলে।

রুকূ ৮

৬১. তিনি তাঁর দাসদের উপরে পরম অপ্রতিরোধ্য; এবং তিনিই তোমাদের উপর ততক্ষণ পর্যন্ত এক রক্ষক পাঠান, যতক্ষণ না তোমাদের কারো একজনের সেই মৃত্যু আসে। আমার দূতেরা তা পূর্ণ করে দেয়। তখন তারা ব্যর্থ হয় না।

৬২. তারপর তাদেরকে তাদের পরম সত্য অভিভাবক আল্লাহরই কাছে ফেরত পাঠানো হয়। লক্ষ্য কর! তাঁর জন্যই সকল হুকুম; এবং তিনি সকল হিসাবে দ্রুত।

৬৩. বল, 'কে তোমাদেরকে এই ভূমি ও সেই সমুদ্রের অন্ধকার থেকে রক্ষা করেন? তোমরা তাঁকে বিনীতভাবে ডাক এবং এক গোপনেও- যদি তিনি আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করেন, নিশ্চিত আমরা সকল কৃতজ্ঞের মধ্যে হব'!

৬৪. বল, 'আল্লাহই তোমাদেরকে এ থেকে ও প্রত্যেক দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করেন। তারপরও তোমরা শরীক করতে থাক'।

৬৫. বল, 'তিনিই তার উপর সেই সিদ্ধান্তদাতা। তিনি তোমাদের উপর তোমাদের ঊর্ধ্ব থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে এক শাস্তি পাঠান; অথবা তিনি তোমাদেরকে এক দলের লেবাস দেন; এবং তিনি তোমাদের এককে অপরের হিংস্রতার স্বাদ দেন'। দেখ! কিভাবে আমি সকল আয়াত বিস্তারিত ব্যাখ্যা করি- যাতে তোমরা বুঝতে পার।

৬৬. কিন্তু তোমার সম্প্রদায় এর প্রতি মিথ্যা বলেছে। কিন্তু তা পরম সত্য।

৬৭. প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত সময়ে খবর; এবং তোমরাও শিগগিরই জানতে পারবে।

৬৮. এবং যারা আমার আয়াত সম্পর্কে অসার আলোচনায় লিপ্ত হয়েছে- তোমরা যখন তাদেরকে দেখ, এরপর তাদের থেকে ফিরে যাও- যতক্ষণ না তারা তার ভিন্ন কোনো 'হাদিসে' (হাদীসিন حَدِيثٍ: কথায়) লিপ্ত হয়; এবং যদি সেই শয়তান তোমাদেরকে ভুলিয়ে দেয়, এরপর এই উপদেশের পরবর্তীতে চরম জালিম সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসবে না।

৬৯. এবং যারা সাবধান হয়, তাদের উপর তাদের হিসাবের থেকে কিছুই নয়; কিন্তু স্মরণকরণ- যাতে তারা সাবধান হতে পারে।

৭০. এবং যারা তাদের দ্বীনকে এক খেলাধুলো ও আনন্দ-উপকরণ গ্রহণ করেছে- তাদেরকে ছেড়ে দাও। তখন তাদেরকে এই দুনিয়ার এই জীবন প্রতারিত করেছে। কিন্তু তাদেরকে উপদেশ দাও- যাতে না তারা যা অর্জন করে তা দিয়ে ব্যক্তিদেরকে ধ্বংস করা হয়। এর জন্য আল্লাহর পাশ থেকে অভিভাবক নেই ও সুপারিশকারীও নয়; এবং সে যদি প্রত্যেকের মুক্তিপণ দিতে চায়, এর থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না। তারাই তারা- তারা যা অর্জন করে তা দিয়েই তাদেরকে ধ্বংস করা হয়। তাদের জন্য ফুটন্ত পানি থেকে পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি- তার প্রতিই, তারা যা অস্বীকারকরণে ছিল।

রুকূ ৯

৭১. বল, 'আমরা কি আল্লাহর পাশ থেকে তাকে ডাকব, যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং আমাদের ক্ষতিও করতে পারে না'? আল্লাহই যখন আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন, তারই পরবর্তীতে আমরা কি ফিরে যাব আমাদের পায়ের গোড়ালির উপর- সেই একজনের মত, সেই শয়তান যার আকাঙ্ক্ষায় এই পৃথিবী সম্পর্কে উস্কানি দেয়- তার জন্য এক হয়রানী'? তার সাথীরা তাকে এই পথনির্দেশের দিকে ডাকত, 'আমাদের কাছে আস'।

বলত, 'নিশ্চয়ই আল্লাহরই পথ-নির্দেশই পরম পথ-নির্দেশ; এবং আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, আমরা যেন এই বিশ্ব জগতের রবের প্রতি মুসলিম হই'।

৭২. 'এবং এই যে, আমরা পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করি ও তাঁকে ভয় করি যখন তিনিই- যিনি একজন, তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে'।

৭৩. 'এবং তিনি- যিনি একজন পরম সত্যসহ এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এবং একদিন তিনি বলবেন, হও! এরপর তা হয়ে যাবে। তাঁর কথাই পরম সত্য; এবং যেদিন পরম শিঙ্গার মধ্যে ফু দেওয়া হবে, সেদিন তাঁর জন্যই পরম সার্বভৌমত্ব। তিনিই পরম অদৃশ্য ও পরম প্রকাশ্য; এবং তিনি পরম বিচক্ষণ, পরম অবহিত'।

৭৪. এবং যখন ইবরাহীম তার পিতা 'আযর'-এর প্রতি বলল, 'আপনি কি এক মূর্তিকে এক ইলাহ গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয়ই আমি- আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি'।

৭৫. এবং সেইরকমই আমি ইবরাহীমকে এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখিয়েছি- যাতে সে পরম নিশ্চিত আস্থাশীলের মধ্যে হতে পারে।

৭৬. এরপর যখন সেই রাত তার উপর ঢেকে দিল, সে দেখল এক তারা। সে বলল, 'এই আমার রব'। এরপর যখন তা ডুবে গেল; সে বলল, 'আমি এই সকল অস্তনমিত পছন্দ করি না'।

৭৭. এরপর যখন সে উদীয়মান সেই চাঁদ দেখল; সে বলল, 'এ আমার রব'। এরপর যখন তা ডুবে গেল; সে বলল, 'আমার রব আমাকে যদি না নিশ্চিত পথ দেখান, আমি নিশ্চিত চরম বিভ্রান্ত সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়ে যাব।

৭৮. এরপর যখন সে এক উদীয়মান সেই সূর্যকে দেখল; সে বলল, 'এই আমার রব, এই-ই বৃহত্তম'! এরপর যখন এ ডুবে গেল; সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই তোমরা যা শরীক কর, আমি তা থেকে মুক্ত'।

৭৯. 'নিশ্চয়ই আমি- আমি মুখ ফিরিয়েছি; আমার মুখ এক সরাসরি তাঁর জন্য- যিনি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এবং আমি এই সকল মুশরিকদের মধ্যে নই'।

৮০. এবং তার সম্প্রদায় তার সঙ্গে বিতর্ক করল। সে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমার সঙ্গে বিতর্ক করবে, তিনি যখন আমাকে অবশ্যই পথ দেখিয়েছেন? এবং তোমরা যাকে তাঁর সাথে শরীক কর, আমি তাকে ভয়

করি না- আমার রব তা ছাড়া যা এক কিছু ইচ্ছা করেন। আমার রব এক জ্ঞানে সকল কিছুই ঘিরে রেখেছেন। এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'?

৮১. 'এবং তোমরা যাকে শরীক কর- আমি কীভাবে তাকে ভয় করি, যখন তোমরা আল্লাহর সাথে যে শরীক কর-তোমরা তাতে ভয় কর না। তিনি তা নাজিলও করেন নি- তোমাদের সামনে তাসহ এক দলিল। এরপর এই দুই দলের কারা পরম বিশ্বাসের প্রতি অধিক সত্য- যদি তোমরা জান'?

৮২. তাদের যারা বিশ্বাস করে; এবং যারা তাদের বিশ্বাসকে জুলুমসহ মিশ্রিত করে নি, তারাই- তাদের জন্য পরম নিরাপত্তা এবং তারাই পথপ্রাপ্ত।

রুকূ ১০

৮৩. এবং এগুলোই আমার যুক্তি-প্রমাণ। আমি ইবরাহীমকে তার সম্প্রদায়ের সামনে এ দিয়েছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা করি, আমি তাকে পদ মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয়ই তোমার রব বিচক্ষণ, জ্ঞাত।

৮৪. এবং আমি তার জন্য ইসহাক ও ইয়া'কূবকে দান করেছিলাম। আমি এদের প্রত্যেককেই পথ দেখিয়েছিলাম; এবং আমি নূহকে আগে থেকেই পথ দেখিয়েছিলাম; এবং তার বংশধর থেকে দাউদ ও সুলায়মান এবং আইউব ও ইউসুফ এবং মূসা ও হারূনকেও; এবং সেইরকমই আমি সকল উত্তম কর্মশীলকে পুরস্কৃত করি।

৮৫. এবং যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া এবং 'ঈসা ও ইল্য়াস- তাদের প্রত্যেকেই সেই সৎকর্মশীলদের মধ্যে।

৮৬. এবং ইস্মাঈল ও আল-য়াসা'আ এবং ইউনুস ও লূতও; এবং আমি তাদের প্রত্যেককেই এই বিশ্বজগতের সামনে বিশেষ অনুগ্রহ করেছি।

৮৭. এবং তাদের বাপ-দাদাদের ও তাদের বংশধর এবং তাদের ভাইদের থেকেও; এবং আমি তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম; এবং আমিই তাদেরকে পথ দেখিয়েছি- সরল-সোজা এক পথ।

৮৮. সেই-ই আল্লাহর পথ-নির্দেশ। তিনি তাঁর দাসদের থেকে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, তিনি তা দিয়ে পথ দেখান; এবং তারা যা করেছিল, যদি তারা শরীক করত- তাদের জন্য তা নিশ্চিত মূল্যহীন হত।

৮৯. এরাই তারা- আমি যাদেরকে এই কিতাব ও এই হুকুম এবং এই নবুওয়াত দিয়েছিলাম। এরপর এদের এরা যদি 'এর' প্রতি অস্বীকার করে, এরপর আমি অবশ্যই এক সম্প্রদায়কে এর প্রতি নির্ভরতা দিয়েছি- তারা 'এর' প্রতি অস্বীকারকরণসহ হবে না।

৯০. তারাই তারা- আল্লাহ যাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। এরপর তুমি তাদেরকে দেখানো পথের প্রতি অনুসরণ কর। বল, 'আমি তার উপর তোমাদের কাছে এক পারিশ্রমিক দাবী করি না। তা এই বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া নয়'।

রুকূ ১১

৯১. এবং তারা আল্লাহর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না! তাঁর সত্যিকার সিদ্ধান্ত; এবং তারা বলে, 'আল্লাহ মানুষের উপর কিছু থেকেই নাজিল করেন নি'। বল, 'কে সেই কিতাব নাজিল করেছেন, তার যা যাসহ মূসা এসেছিল- সকল মানুষের জন্য এক আলো ও এক পথ-নির্দেশ? তোমরা কাগজে লিখিত তার পাতা বানিয়েছ; এবং তোমরা এ প্রকাশ কর এবং তোমরা তার অনেকই গোপনও রাখ; এবং তোমরা তা জানতে না। তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারাও নয়। তোমাদেরকে তা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল'। বল, 'আল্লাহই'। তারপর তাদেরকে তাদের নিরর্থক আলোচনার মধ্যে খেলাধুলো করতে ছেড়ে দাও।

৯২. এবং 'এ কিতাব' কল্যাণময়। আমিই 'তা' নাজিল করেছি। যা তাদের হাতের মাঝে তার সত্যতা নিশ্চিতকারী; এবং যাতে তুমি 'মহা' এই নগরীকে ও যা এর চারপাশে- তাদেরকে সতর্ক করতে পার; এবং তাদের যারা পরম আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে এবং যারা 'তাদের যোগাযোগের' (স্বালাতিহিম صَلَاتِهِمْ: তাদের সালাতের) উপর হেফাজত করে থাকে- তারাই তার প্রতি বিশ্বাস করবে।

৯৩. এবং কে অধিক জালিম তাদের থেকে, যে আল্লাহর উপর এক মিথ্যা উদ্ভাবন করে; অথবা সে বলে, 'এ ওহি আমার কাছেও হয়'- যখন 'এর' এক কিছুই তার কাছে ওহি হয় না; এবং সে বলে, 'আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, আমি এর মতোই নাজিল করব'? এবং যদি তুমি দেখতে- এই জালিমরা যখন সেই মৃত্যুর সংশয়ের মধ্যে, তখন সেই ফেরেশতারা তাদের হাত বাড়িয়ে দেবে, 'বের করে দাও তোমাদের নিজেদেরকে, আজ এই দিনে তোমাদেরকে চরম হীন শাস্তির প্রতিফল দেওয়া হবে। তাসহই তোমরা আল্লাহর উপর পরম সত্য ভিন্ন সেই সব বলেছিলে; এবং তোমরা তাঁর আয়াতের প্রতি অহংকারকরণে ছিলে'।

৯৪. 'এবং অবশ্যই তোমরা আমার কাছে এসেছ সম্পূর্ণ একাকী, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম; এবং আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তোমরা তা তোমাদের পিঠের পিছনে ফেলে এসেছ; এবং

তোমরা যাদেরকে তোমাদের সুপারিশকারী দাবী করতে এমন যে, তারা তোমাদের মধ্যের শরীক- আমি তোমাদের সাথে তাদেরকেও দেখছি না। নিশ্চয়ই তোমাদের মাঝে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে; এবং তোমরা যা দাবীকরণে ছিলে, তোমাদের থেকে তা হারিয়ে গেছে'।

রুকূ ১২

৯৫. নিশ্চয়ই আল্লাহই সকল শস্য-বীজ ও খেজুর-আঁটি অঙ্কুরিত করেন। তিনিই সকল মৃতের মধ্য থেকে সকল জীবন্তকে বের করে আনেন; এবং তিনি সকল জীবন্তের মধ্য থেকে সকল মৃতকে বের করে আনেন। সেইরকমই আল্লাহ! এরপরও কিভাবে তোমরা প্রতারিত হও?

৯৬. তিনি প্রতি ভোরের উন্মেষ ঘটান; এবং তিনিই এই রাতকে এক প্রশান্তি এবং এই সূর্য ও এই চাঁদকে 'এক গণনা' বানিয়েছেন। সেই-ই পরম ক্ষমতাশালী পরম জ্ঞানীর সিদ্ধান্তদান।

৯৭. এবং তিনি- যিনি একজন তোমাদের জন্য সকল তারকারাজি বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তা দিয়ে এই ভূমিতে ও সেই সমুদ্রে অন্ধকারের মধ্যে পথ পেতে পার। আমি অবশ্যই সকল আয়াত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য- যারা জানতে চায়।

৯৮. এবং তিনি- যিনি একজন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে গঠন করেছেন- একজনই। এরপর বসবাসের স্থান ও আশ্রয়ের স্থান। আমি অবশ্যই সকল আয়াত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছি সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য- যারা বুঝতে চায়।

৯৯. এবং তিনি- যিনি একজন এই আকাশের মধ্য থেকে পানি বর্ষণ করেন। এরপর আমি তা দিয়ে শাক-সবজির সকল কিছুই বের করে আনি। এরপর আমি তা থেকে সবুজ গাছ-গাছালি বের করে আনি। আমি তা থেকে ঘন-সন্নিবিষ্ট শস্যদানা বের করে আনি; এবং এই খেজুর-গাছের মধ্যে- এর মাথা থেকে নিকটেই ঝুলন্ত খেজুরের কাঁদি; এবং আঙ্গুর ও সেই জলপাই এবং সেই ডালিমের থেকে বাগান। অনুরূপ এবং অনুরূপকৃত ভিন্নও। যখন ফল ধরে ও তা পাকতে থাকে, এর ফলের দিকে তাকাও। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে সেই সম্পদায়ের জন্য সেগুলোর মধ্যেই নিশ্চিত আয়াত।

১০০. এবং তারা আল্লাহর জন্য সেই জিনকে শরীক বানায়। যদিও তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তারা জ্ঞান-ভিন্নই তাঁর জন্য পুত্র ও কন্যা আরোপ করে। তারা যা আরোপ করে- তিনি তার থেকে মহিমান্বিত ও অতি উচ্চ।

রুকূ ১৩

১০১. উদ্ভাবক এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর। কিভাবে তাঁর জন্য এক সন্তান হতে পারে, যখন তাঁর জন্য নেই যুগল- যখন তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনি সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত?

১০২. সেই-ই তোমাদের আল্লাহ! তোমাদের রব! ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। সকল কিছুরই স্রষ্টা। এরপর তাঁরই দাসত্ব কর। তিনি সকল কিছুর উপর কর্মধিায়ক।

১০৩. এই দৃষ্টি তাঁকে ধারণ করতে পারে না। কিন্তু তিনি ধারণ করেন সকল দৃষ্টিকে; এবং তিনি পরম সূক্ষ্মদর্শী, পরম অবহিত।

১০৪. তোমাদের রবের থেকে তোমাদের কাছে অবশ্যই 'অন্তর্দৃষ্টি' এসেছে। এরপর যে তা দেখে, এরপর তা তার নিজেই জন্যই; এবং যে অন্ধ হয়, এরপর সে এর-ই উপরই; এবং আমি তোমাদের উপর হেফাজতকারীসহ নই।

১০৫. এবং সেইরকমই আমি সকল আয়াত বিস্তারিত বর্ণনা করি, যাতে তারা বলে- 'তুমি অধ্যয়ন করেছ'; এবং যাতে আমি তা পরিষ্কার করে বলতে পারি সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য যারা জানতে চায়!

১০৬. তোমার রবের থেকে তোমার প্রতি যা ওহি হয়েছে তার অনুসরণ কর। নেই ইলাহ- তিনি ছাড়া; এবং সকল মুশরিকের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

১০৭. এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তারা শরীক করত না; এবং আমি তোমাকে তাদের উপর এক হেফাজতকারী বানাই নি; এবং তুমি তাদের উপর কর্মবিধায়কসহ নও।

১০৮. এবং আল্লাহর পাশ থেকে তারা যাদেরকে ডেকে থাকে- তাদেরকে গালি দিও না। এরপর তারা এক শত্রুতায় তাদের জ্ঞান-ভিন্ন কিছু দিয়ে আল্লাহকে গালি দিতে থাকবে। সেইরকমই আমি প্রত্যেক জাতির জন্য তাদের আমলকে শোভন করেছি। তারপর তাদের রবের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর তিনি তাদেরকে তাসহ খবর দেবেন, তারা যা করছিল।

১০৯. এবং তারা আল্লাহর প্রতি কসম করে। দৃঢ় তাদের শপথ: 'যদি তাদের কাছে নিশ্চিত আয়াত আসত, তারা এর প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস করত'। বল, 'সেই আয়াত শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই'। কিসে তোমাদেরকে বোঝাবে এ এমন যে, যখন এ আসবে- তারা বিশ্বাস করতে পারবে না!

১১০. এবং তারা যেমন প্রথম বার এর প্রতি বিশ্বাস করে নি, আমি তাদের অন্তর ও তাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেব; এবং আমি তাদেরকে তাদের সীমালঙ্ঘনের মধ্যে অন্ধের ঘোরাফেরাকরণে ছেড়ে রাখব।

রুকূ ১৪

১১১. এবং যদি এমন যে, আমি- আমি তাদের কাছে সেই ফেরেশতাদের নাজিল করতাম; এবং সকল মৃত তাদের সাথে কথা বলত; এবং আমি তাদের উপর সকল কিছুই এক সামনা-সামনি সমবেত করতাম- আল্লাহ ইচ্ছা করতেন ছাড়া তারা তাতেও বিশ্বাস করার জন্য থাকত না। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ হয়ে থাকে।

১১২. এবং আমি সেইরকমই প্রত্যেক নবীর জন্য এক শত্রু বানিয়েছি। শয়তান এই মানুষ ও সেই জিনকে এক প্রতারণায় তাদের এককে অন্যের সাজানো সব কথায় ওহি করে; এবং যদি তোমার রব ইচ্ছা করতেন, তারা তা করত না। এরপর তাদেরকে এবং তারা যা উদ্ভাবন করে তাও বর্জন কর।

১১৩. এবং যারা পরম আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না, তাদের হৃদয় তাতে 'তার' দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা তাতে সন্তুষ্ট হয় ও তারা তাতে সংঘটিত করতে থাকে- যা তারা সংঘটিত করছে।

১১৪. 'এরপর কি আমি আল্লাহ-ভিন্ন অন্যকে এক হাকিম চাইব, যখন তিনিই- যিনি একজন তোমাদের প্রতি এক তাফসিরকৃত এই কিতাব নাজিল করেছেন'? এবং আমি তাদের যাদেরকে এই কিতাব দিয়েছি- তারা জানে এমন যে, 'তা' তোমার রবের থেকেই পরম সত্যসহই নাজিল হয়েছে। এরপর তুমি সেই সন্দেহকারীদের মধ্যে থাকবে না।

১১৫. এবং তোমার রবের বাণী সত্য এক কথায় ও এক সাম্য স্থাপনে পূর্ণ হয়েছে; এবং তাঁর কালেমার জন্য এক পরিবর্তনকারী নেই; এবং তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্ব জ্ঞাত।

১১৬. যারা এই পৃথিবীর মধ্যে- যদি তুমি তাদের অধিকাংশকেই মেনে চল, তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেবে। তারা চরম অনুমান ছাড়া অনুসরণ করে না; এবং তারা অনুমান করতে থাকা ছাড়া নয়।

১১৭. নিশ্চয়ই তোমার রব, তিনিই অধিক জানেন- কে তার পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে; এবং তিনিই সকল পথপ্রাপ্তের প্রতি অধিক জানেন।

১১৮. এরপর যদি তোমরা তাঁর আয়াতের প্রতি বিশ্বাসী থাক- যাতে যার উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়েছে তা থেকে খাও।

১১৯. এবং কি সে তোমাদের জন্য, যাতে তোমরা তার থেকে খাবে না- যাতে যার উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়েছে? এবং তিনি অবশ্যই তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন, তোমাদের জন্য তিনি তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন- তা ছাড়া, যাতে যার প্রতি তোমরা বাধ্য

হও। এবং নিশ্চয়ই অনেকেই জ্ঞান ভিন্ন কিছুসহ তাদের খেয়াল-খুশি দিয়ে নিশ্চিত বিভ্রান্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনিই অধিক জানেন সকল সীমালঙ্ঘনকারীর প্রতি।

১২০. এবং প্রকাশ্য ও গোপন সকল পাপ ত্যাগ কর। নিশ্চয়ই যারা সেই পাপ অর্জন করে, তারা যা সঙ্ঘটনকরণে ছিল- তাদেরকে তা দিয়েই প্রতিফল দেওয়া হবে।

১২১. এবং যাতে যার উপর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় নি, তা থেকে খাবে না; এবং নিশ্চয়ই তা নিশ্চিত অবাধ্যতা। নিশ্চয়ই সেই শয়তান তার বন্ধুদের প্রতি নিশ্চিত ওহি করে, তারা যাতে তোমাদের সাথে মতবিরোধ করতে পারে; এবং যদি তোমরা তাদেরকে মেনে চল, নিশ্চয়ই তোমরা নিশ্চিত শরীককারী।

রুকূ ১৫

১২২. এবং যে এক মৃত ছিল, এরপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি ও তার জন্য এক আলো বানিয়েছি- সে তা দিয়ে এই মানুষের মধ্যে চলাচল করতে পারে, সে কি তার মতো- যার উদাহরণ চরম অন্ধকারের মধ্যে, সে এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না? সেইরকমই সকল অস্বীকারকারীর জন্য তা শোভন করা হয়েছে- তারা ছিল যা করাতে।

১২৩. এবং আমি সেইরকমই প্রত্যেক জনপদের মধ্যের অধিক গুরুত্বপূর্ণদেরকে এর অপরাধী বানিয়েছি; যাতে তারা এর মধ্যে ষড়যন্ত্র করতে পারে। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের প্রতি ছাড়া ষড়যন্ত্র করে না; এবং তারা উপলব্ধিও করে না।

১২৪. যখন তাদের কাছে আয়াত আসে; তারা বলে, 'আমরা তা কখনই বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আল্লাহর রাসূলদেরকে যা দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে তার মতো দেওয়া হয়! আল্লাহই অধিক জানেন, তিনি কোথায় তাঁর রিসালাত বানাবেন। যারা অপরাধ করেছে, তাদেরকে আল্লাহর থেকে এক হীনতা ও কঠিন শাস্তি আঘাত করবেই। তাসহই তারা ছিল যে ষড়যন্ত্রকরণে।

১২৫. এরপর যে আল্লাহকে চাইতে থাকে- যাতে তিনি তাকে পথ দেখান; তিনি তার বুক এই ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন; এবং যে চাইতে থাকে তা- যাতে তিনি তাকে বিভ্রান্ত হতে দেন, তিনি তার বুক এক দায়যুক্ত সঙ্কীর্ণ বানান। তা এমন, যেমন সে এই আকাশের মধ্যে দৌড়ানোর চেষ্টা করছে। সেইরকমই যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদের উপর চরম বিভীষিকা বানান।

১২৬. এবং তোমার রবের এই পথ সরল-সোজা। অবশ্যই যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, আমি সেই সম্প্রদায়ের জন্য সকল আয়াত বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি।

১২৭. তাদের জন্য তাদের রবের কাছে 'পরম শান্তির' (আল-ছালামি السَّلَام) বসতবাড়ি; এবং তিনি তাসহই তাদের রক্ষক- তারা যা করছিল।

১২৮. যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্রে সমবেত করবেন: 'ও সমবেত সব জিন! অবশ্যই তোমারা এই মানুষের মধ্যে অধিক্য করতে চেয়েছিলে'! তখন মানুষের মধ্যের তাদের বন্ধুরা বলবে, 'ও আমাদের রব! আমাদের একে অন্যকে লাভবান করেছে; এবং আমরা পৌঁছেছি আমাদের মেয়াদের তাতে- আপনি আমাদের জন্য যা মেয়াদ করেছিলেন'। তখন আল্লাহ বলবেন, 'এই আগুনই তোমাদের বাসস্থান। তোমরা এর মধ্যে বসতকারী- আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন ছাড়া'। নিশ্চয়ই তোমার রব বিচক্ষণ, জ্ঞাত।

১২৯. এবং আমি সেইরকমই এই জালিমদের এককে অন্যের বন্ধু করে দেই- তা দিয়েই, তারা যা অর্জনকরণে ছিল।

রুকূ ১৬

১৩০. 'ও সমবেত সকল জিন ও সকল মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের থেকে রাসূলরা কি আসে নি, তোমাদের সামনে আমার আয়াত বর্ণনা করতে; এবং তোমাদেরকে তোমাদের সেই দিনের সাক্ষাত বিষয়ে সতর্ক করতে'? তারা বলবে, 'আমরা আমাদের নিজেদের উপর সাক্ষ্য দিচ্ছি'। তখন তাদেরকে সেই দুনিয়ার সেই জীবন প্রতারিত করেছিল; এবং তারা তাদের নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেবে- তারা এমন যে, তারা ছিল অস্বীকারকারী।

১৩১. সেই-ই তা! তোমার রব সেই জনপদকে জুলুমসহ ধ্বংসকারী হতে পারেন না- যখন এর লোকজন গ্বাফিল।

১৩২. প্রত্যেকের জন্য তার মধ্যেই পদ-মর্যদা- যা তারা করে; এবং তারা যা করে, তোমার রব তা থেকে গ্বাফিল নন।

১৩৩. তোমার রব পরম অভাবমুক্ত। পরম রহমতের অধিকারী। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তিনি তোমাদেরকে নিয়ে যেতে পারেন। তখন তিনি তোমাদের পরবর্তী থেকে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে উত্তরাধিকারী করতে পারেন। যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য সম্প্রদায়ের বংশধরদের থেকে নিয়ে এসেছেন।

১৩৪. নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যা ওয়াদা করা হচ্ছে, তা নিশ্চিত আসবে; এবং তোমরা পালায়নকারীদের সাথে নও।

১৩৫. বল, 'ও আমার সম্প্রদায়! তোমাদের অবস্থানের উপর করতে থাক। নিশ্চয় আমিও কর্মী। এরপর শিগগিরই তোমরা জানতে পারবে, কার থাকবে- তার জন্য পরিণামের সেই বসতবাড়ি। নিশ্চয়ই চরম জালিমরা সফল হয় না।

১৩৬. এবং তিনি সকল শস্য ও সকল গবাদি পশুর থেকে যা উৎপন্ন করেছেন- তারা তার থেকে তার একাংশ আল্লাহর জন্য বানায়। এরপর তারা তাদের দাবীর প্রতি বলে, 'এ আল্লাহর জন্য এবং এ আমাদের শরীকদের জন্য'। এরপর যা তাদের শরীকদের জন্য হয়, এরপর তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না; এবং যা হয় আল্লাহর জন্য, এরপর তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছায়। যা তারা হুকুম দেয় তা মন্দ হয়েছে!

১৩৭. এবং সেইরকমই তাদের শরীকরা এই সকল মুশরিকের মধ্য থেকে অনেকের জন্যই তাদের সন্তানদেরকে হত্যাকাণ্ড শোভন করেছে। তখন তারা তাদের সামনে তাতে তাদের ধর্মকে লেবাস পরিয়ে থাকে; এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তারা তা করত না। এরপর তাদেরকে এবং তারা যা আবিষ্কার করে তাও ত্যাগ কর।

১৩৮. তারা তাদের দাবীর প্রতি বলে, 'এসব গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি ছাড়া কেউ এ কেউ খেতে পারবে না; এবং গবাদি পশু- তাদের পিঠ নিষিদ্ধ'; এবং গবাদি পশু- এর উপর তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে না। তাঁর উপর এক আবিষ্কার। তিনি তাদেরকে তা দিয়েই প্রতিফল দেবেন, তারা যা আবিষ্কারকরণে ছিল।

১৩৯. এবং তারা বলে, 'এসব সকল গবাদিপশুর গর্ভে যা আছে, তা একান্তভাবেই আমাদের পুরুষদের জন্য; এবং তা আমাদের স্ত্রীদের উপর হারাম। কিন্তু যদি তা হয় এক মৃত- এরপর তারা তার মধ্যে অংশীদার'। তিনি তাদেরকে তাদের আরোপিত বিষয়ে প্রতিফল দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি বিচক্ষণ, জ্ঞাত।

১৪০. যারা জ্ঞান-ভিন্ন কিছু দিয়ে এক নির্বুদ্ধিতায় তাদের সন্তানদের হত্যা করেছে, অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; এবং আল্লাহ তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন, তারা আল্লাহর উপর এক আবিষ্কারে তা হারাম করে। অবশ্যই তারা বিভ্রান্ত হয়েছে; এবং তারা পথপ্রাপ্তও হয় নি।

রুকূ ১৭

১৪১. তিনিই- যিনি একজন কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদের বাগান গড়েছেন; এবং কাঁটাযুক্ত- উদ্ভিদ ভিন্নও; এবং এই খেজুরের গাছ ও এই খাদ্যশস্য- এক বৈচিত্র্যময় তার স্বাদ; এবং এই জলপাই ও এই ডালিমও- এক সমধর্মী এবং সমধর্মী ভিন্নও। যখন তাতে ফল ধরে- তার ফল থেকে খাও; এবং তার ফসল

তোলার দিনে 'তার হক' (হাক্কাহু حَقَّهُ) দাও; এবং বাড়াবাড়ি করবে না। নিশ্চয়ই তিনি সেই সব বাড়াবাড়িকারীকে ভালোবাসেন না।

১৪২. এই সকল গবাদি পশুর মধ্যে কিছু ভারবাহী ও এক মাংসলও। আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে খাও; কিন্তু সেই শয়তানের পদক্ষেপ অনুসরণ করবে না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।

১৪৩. 'আট জোড়ার এই ভেড়ার মধ্য থেকে দুটি ও এই ছাগলের মধ্য থেকে দু'টি'। বল 'এই নর দু'টিই কি তিনি নিষিদ্ধ করেছেন অথবা এই মাদী দু'টি; অথবা তার সামনে বামে রেখে দেওয়া সেই মাদী দু'টির গর্ভের? তোমাদের জ্ঞানসহ আমাকে জানাও- যদি তোমরা হও সত্যবাদী'।

১৪৪. 'এবং সেই উটের মধ্য থেকে দু'টি ও সেই গরুর মধ্য থেকে দু'টি'। বল, 'এই নর দু'টিই কি তিনি হারাম করেছেন অথবা এই মাদী দু'টি; অথবা তার সামনে বামে রেখে দেওয়া সেই মাদী দু'টির গর্ভের; অথবা আল্লাহ যখন এ দিয়ে তোমাদেরকে ওয়াসিয়াত করছিলেন- তোমরা কি সাক্ষী ছিলে? এরপর যে জ্ঞান-ভিন্ন কিছু দিয়ে এই মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহর উপর এক মিথ্যা উদ্ভাবন করে- কে তার থেকে অধিক জালিম? নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম জালিম সেই সব সম্প্রদায়কে পথ দেখান না'।

রুকূ ১৮

১৪৫. বল, 'আমার প্রতি যা ওহি হয়েছে আমি তার মধ্যে খাদ্যগ্রহণকারীর উপর তার খাওয়াতে হারাম নিশ্চিতকারী এক কিছুই পাই না, তা ছাড়া যে- তা হবে এক মৃত অথবা বহমান এক রক্ত; অথবা শূকরের মাংস। এরপর তাসহ যা আল্লাহ-ভিন্ন কিছুর প্রতি উৎসর্গ করা হয়েছে- নিশ্চয়ই তা কদর্যতা অথবা এক অবাধ্যতা। এরপর যে বাধ্য হয়ে ভিন্ন কিছু চাইতে থাকে কিন্তু সীমালঙ্ঘন করে না- এরপর নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৪৬. এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে আমি তাদের উপর প্রত্যেক নখরযুক্ত প্রাণী হারাম করেছিলাম; এবং আমি তাদের উপর সকল গরু ও সকল ভেড়ার মধ্য থেকে তার চর্বি হারাম করেছিলাম- তা ছাড়া, যা বহন করে তাদের পিঠ অথবা সেই কলিজা; অথবা যা যুক্ত হয়েছে তাদের হাড়ের সাথে। সেই-ই তাদের বিদ্রোহের প্রতি তাদের প্রতিফল। নিশ্চয়ই আমি নিশ্চিত সত্যবাদী।

১৪৭. এরপর তারা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে; তারপর বল, 'তোমাদের রব অসীম রহমতের অধিকারী; কিন্তু তাঁর শাস্তি চরম অপরাধী সেই সম্প্রদায় থেকে ফেরানো যাবে না।

১৪৮.যারা শির্ক করেছে তারা বলে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, আমরা শরীক করতাম না; এবং আমাদের বাপ-দাদারাও নয়; এবং আমরা কিছু থেকেই হারাম করতাম না'। সেইরকমই যারা তাদের আগে থেকেই তারা মিথ্যা বলত- যতক্ষণ না তারা আমার শাস্তির স্বাদ নিয়েছিল। বল, 'তোমাদের আছে কি জ্ঞান থেকে, এরপর কি তা আমাদের জন্য হাজির করবে? তোমরা সেই অনুমান ছাড়া অনুসরণ কর না; এবং তোমরা অনুমান করতে থাকা ছাড়া নও'।

১৪৯.বল, 'এরপর এই পৌঁছানোর বিষয়ে সকল বিতর্ক আল্লাহর প্রতিই। এরপর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, নিশ্চিত তিনি তোমাদের সকলকে একত্রে পথ দেখাতেন'।

১৫০.বল, 'যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এ হারাম করেছেন- তোমাদের সাক্ষী তাদেরকে সামনে আন'। এরপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয়ও, এরপরও তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দেবে না; এবং যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে এবং যারা পরম আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না- তুমি তাদের খেয়াল-খুশি অনুসরণ করবে না। তখন তারা তাদের রবের সাথে সমকক্ষ স্থাপন করে।

রুকূ ১৯

১৫১.বল, 'আস! তোমাদেরকে রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন আমি তা পাঠ করি: যেন না তোমরা তাঁর সাথে কিছুই শরীক কর; এবং পিতামাতার সাথে এক উত্তম আচরণ; এবং দরিদ্রতা থেকে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিজিক দেই। এর থেকে যা প্রকাশিত হয় ও যা গোপন করা হয়- সেই অনৈতিকতার কাছেও যাবে না; এবং আল্লাহ যাকে হারাম করেছেন- পরম সত্যসহ ছাড়া সেই ব্যক্তিদেরকে হত্যা করবে না। সেই-ই তোমাদের! তিনি তোমাদেরকে এসহ নির্দেশ দিলেন, যাতে তোমরা আকল ব্যবহার করতে পার'।

১৫২ 'এবং তার যা উত্তম তাসহ ছাড়া সেই ইয়াতীমদের সম্পদের কাছেও যাবে না- যে পর্যন্ত না তারা তার পরিণত বয়সে পৌঁছায়; এবং সকল মাপে ও সকল ওজনে পরম ন্যায়-বিচারসহ পূর্ণ করে দেবে। আমি এক ব্যক্তিকে এর সাধ্য ছাড়া বোঝা দেই না; এবং যখন তোমরা কথা বলবে, এরপর সাম্য স্থাপন কর- এমনকি সম্পর্কে সে আপনজনের অধিকারী হয়ও; এবং আল্লাহকে দেওয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। সেই-ই তোমাদের! তোমরা এসহ আদিষ্ট হয়েছ- যাতে তোমরা পার উপদেশ গ্রহণ করতে'।

১৫৩.'এবং এই যে, এ আমার এক সরল-সোজা পথ। এরপর এর অনুসরণ কর। কিন্তু অপর সকল পথ অনুসরণ করবে না। তাহলে তারা তোমাদেরকেসহ তাঁর পথ থেকে পৃথক হয়ে যাবে। সেই-ই তোমাদের! তোমাদেরকে যাসহ নির্দেশ দেওয়া হলো- যাতে তোমরা পার সাবধান হতে'।

১৫৪.তারপর আমি মূসাকে সেই কিতাব দিয়েছিলাম। যে উত্তম কর্ম করে- তার সামনে এক পূর্ণাঙ্গ; এবং সকল কিছুর জন্য এক বিশদ বিবরণ; এবং এক পথ-নির্দেশ ও এক দয়া- যাতে তারা তাদের রবের সাক্ষাতের প্রতি বিশ্বাস করতে পারে।

রুকূ ২০

১৫৫.এবং 'এ' কিতাব বরকতময়। আমিই তা নাজিল করেছি। এরপর তার অনুসরণ কর ও সাবধান হও- যাতে তোমরা রহমত পেতে পার।

১৫৬.যেন না তোমরা বল, 'আমাদের আগে থেকে এই কিতাব দু'দলের উপর নাজিল হয়েছে; এবং নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম যে, তাদের অধ্যয়ন রীতি-পদ্ধতিতে নিশ্চিত গ্বাফিল'।

১৫৭.অথবা তোমরা বল এমন যে, 'যদি আমাদের উপর এই কিতাব নাজিল হতো, নিশ্চিত আমরা তাদের থেকে অধিক পথপ্রাপ্ত থাকতাম'। এরপর অবশ্যই তোমাদের রবের থেকে তোমাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণ এসেছে- এক পথ-নির্দেশ ও এক রহমত। এরপর যে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে এবং যে 'এ' থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়- তার থেকে কে অধিক জালিম? যারা আমার আয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তাদেরকে মন্দ সব শাস্তি প্রতিফল দেব। তা দিয়েই- তারা যার প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

১৫৮.তারা কি অপেক্ষা করছে তা ছাড়া যে, তাদের কাছে সকল ফেরেশতা আসবে অথবা তোমার রব আসবেন; অথবা আসবে তোমার রবের আরও কিছু আয়াত? যে দিন তোমার রবের আরও কিছু আয়াত আসবে, তা কোনো ব্যক্তিকে তার বিশ্বাসে উপকার করবে না। তারা আগে থেকেই বিশ্বাসকরণে ছিল না; অথবা তারা তার বিশ্বাসের মধ্যে এক কল্যাণ অর্জন করে নি। বল, 'দেখতে থাক! নিশ্চয়ই আমিও দর্শক'।

১৫৯.নিশ্চয়ই তাদের যারা তাদের দ্বীনকে পৃথক করেছে- তখন তারা 'এক বিভক্তকারী' (শিয়া'আন شِيَعًا: এক শিয়া) হয়েছে। তুমি তাদের থেকে কিছুতেই নও। তাদের বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই। তারপর তিনি তাদেরকে তাসহই খবর দেবেন- তারা যা করছিল।

১৬০. যে পরম উত্তম কর্মসহ আসবে, তার জন্য এর মতোই দশগুণ; এবং যে সেই মন্দ কর্মসহ আসবে, এরপর তার প্রতিফল এর মতোই ছাড়া নয়; এবং তাদেরকে জুলুম করা হবে না।

১৬১. বল, 'নিশ্চয়ই আমার রব আমাকে এক দ্বীনে সরল-সোজা এক পথের দিকে পথ দেখিয়েছেন। ইবরাহীমের প্রতিষ্ঠিত এক মতাদর্শ- এক সরাসরি; এবং সে এই সব মুশরিকের মধ্যে ছিল না'।

১৬২. বল, 'নিশ্চয়ই আমার যোগাযোগ (স্বালাতী صَلَاتِي) ও আমার কর্মকাণ্ড (ওয়া'নূসূকী وَنُسُكِي) এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু এই বিশ্ব জগতের রব আল্লাহরই জন্যই'।

১৬৩. 'তাঁর জন্য নেই শরীক; এবং আমাকে তার প্রতিই আদেশ করা হয়েছে; এবং আমিই প্রথম সেই মুসলিম'।

১৬৪. বল, 'আমি আল্লাহ ভিন্ন কাউকে কি এক রব চাইব- যখন তিনিই সকল কিছুর রব; এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই অর্জন করে না এর নিজের উপর ছাড়া; এবং বোঝাবহনকারীরা অন্যের বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের রবের কাছেই তোমাদের ফেরা। এরপর তিনি তোমাদেরকে তাসহই খবর দেবেন- তোমরা যে সম্পর্কে মতভেদকরণে ছিলে'।

১৬৫. 'এবং তিনিই- যিনি একজন তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছেন; এবং তিনিই তোমাদের এককে অন্যদের ঊর্ধ্বে এক পদমর্যাদায় উন্নীত করেছেন- যাতে তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তার মধ্যে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন'। নিশ্চয়ই তোমার রব সকল শাস্তিতে দ্রুত; এবং নিশ্চয়ই তিনি নিশ্চিত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৭. সূরা আ'রাফ

২০৬ আয়াত

॥পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ॥

১. আলিফ, লাম, মীম, সোয়াদ।

২. তোমার প্রতি কিতাব নাজিল করা হয়েছে। এরপর তোমার বুকের মধ্যে 'এ' থেকে সংকীর্ণতা রাখবে না- যাতে তুমি তা দিয়ে সতর্ক করতে পার; এবং বিশ্বাসীদের জন্য 'তা' উপদেশ।

৩. তোমাদের রবের থেকে তোমাদের কাছে যা নাজিল করা হয়েছে- তার অনুসরণ কর; এবং তাঁর পাশ থেকে অভিভাবকদের অনুসরণ করবে না। তোমরা অল্পই যা স্মরণে রাখ।

৪. আমি 'এর' কত জনপদ থেকে ধ্বংস করেছি? এরপর এতে তাদের ঘরবাড়িতে অথবা ঘুমে থাকাতেই আমার শাস্তি এসেছিল।

৫. যখন আমার শাস্তি তাদের কাছে আসল, এরপর তাদের আর্তনাদ ছিল না এ ছাড়া যে- তারা বলেছিল, 'নিশ্চয় আমরা- আমরা ছিলাম জালিম'।

৬. এরপর তাদের কাছে যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল, আমি তাদেরকে নিশ্চিত জিজ্ঞাসা করব; এবং আমি সেই সকল রাসূলকেও নিশ্চিত জিজ্ঞাসা করব।

৭. এরপর আমি তাদের সামনে জ্ঞানের সাথে নিশ্চিত বর্ণনা করব। তখন আমি অনুপস্থিত ছিলাম না।

৮. এবং সেই দিনের সেই সকল ওজন পরম সত্য। এরপর যার পাল্লা ভারী হবে, এরপর তারাই- তারা পরম সফল।

৯. এবং যার পাল্লা হাল্কা হবে, এরপর তারাই তারা- তারা আমার আয়াতের প্রতি তাতেই জুলুমকরণে ছিল। তারা তাদের নিজেদেরকে তা দিয়েই ক্ষতি করেছে।

১০. এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে এই পৃথিবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম; এবং আমি এর মধ্যে তোমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা বানিয়েছিলাম। তোমরা এক অল্পই যা কৃতজ্ঞ হও।

রুকূ ২

১১. এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি তোমাদেরকে গড়ে তুলছি। তারপর আমি সকল ফেরেশতাদের প্রতি বললাম, 'আদমের জন্য সিজদা কর'। এরপর তারা সিজ্‌দা করল- ইবলিস ছাড়া। সে সেই সকল সিজদাকারীর মধ্যে হলো না।

১২. তিনি বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম- কি সেই তা, যা তোমাকে মানা করল- যেন না তুমি সিজদা কর?' সে বলল, 'আমিই তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন; এবং আপনি তাকে কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন'।

১৩. তিনি বললেন, 'এ থেকে নেমে যাও। এরপর তোমার জন্য নয় যে, তুমি এর মধ্যে অহংকারী হবে। এরপর বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি চরম অধমদের মধ্যে'।

১৪. সে বলল, 'আমাকে তাদের উঠে আসার দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন'।

১৫. তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি সকল অবকাশপ্রাপ্তদের মধ্যে'।

১৬. সে বলল, 'এরপর আপনি আমাকে যা দিয়ে সরিয়ে দিলেন- নিশ্চিত আমি আপনার সেই সরল-সোজা পথে তাদের জন্য বসে থাকব'।

১৭. 'তারপর আমি তাদের কাছে নিশ্চিত আসব- তাদের হাতের মাঝ থেকে ও তাদের পিছন থেকে; এবং তাদের ডান থেকে ও তাদের বাম থেকে; তখন আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না'।

১৮. তিনি বললেন, 'এ থেকে বের হয়ে যাও- এক ধিকৃত ও এক বিতাড়িত। তাদের থেকে যারা তোমাকে নিশ্চিত অনুসরণ করবে, আমি তোমাদের থেকে সমবেতভাবে নিশ্চিত জাহান্নাম পূর্ণ করব।

১৯. 'ও আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গী এই সকল বাগানে বসবাস কর; এবং তোমরা যেখান থেকে ইচ্ছা কর- তোমরা খাও। কিন্তু সেই গাছটির কাছেও যাবে না- যেন না তোমরা চরম জালিমের মধ্যে হয়ে যাও'।

২০. এরপর সেই শয়তান তাদের উভয়কেই তাদের উভয়ের জন্য তাদের উভয়ের থেকে তাদের যে লজ্জার বিষয় গোপন রাখা হয়েছিল তাদেরকে তা প্রদর্শন করার জন্য কুমন্ত্রণা দিল; এবং সে বলল, 'তোমাদের রব তাঁর এই গাছটি থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন নি এ ছাড়া যে, তোমরা দু'জনেই ফেরেশতা হয়ে যাবে; অথবা তোমরা দু'জনে পরম স্থায়ী বসতিদের মধ্যে হয়ে যাবে'!

২১. এবং সে তাদের দু'জনকে কসম করল: 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়েরই জন্য নিশ্চিত পরম শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে'।

২২. এরপর সে তাদেরকে প্রতারণার সাথে নির্দেশনা দিল। এরপর তারা উভয়েই যখন সেই গাছের স্বাদ গ্রহণ করল, তাদের উভয়ের জন্য তাদের লজ্জা প্রকাশ হয়ে গেল। তখন তারা তাদের ওপরে সেই বাগানের পাতা থেকে বাঁধতে শুরু করল। তখন তাদের রব তাদের উভয়কে ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এই নির্দিষ্ট গাছটি থেকে নিষেধ করি নি; এবং আমি তোমাদের প্রতি বলেছি যে, এই শয়তান তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু?

২৩. তারা বলল, 'ও আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদেরকে জুলুম করেছি; এবং যদি না আপনি আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন ও আমাদেরকে রহমত করেন, নিশ্চিত আমরা সকল ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে হব'।

২৪. তিনি বললেন, 'নেমে যাও! তোমরা একে অন্যের জন্য শত্রু; এবং তোমাদের জন্য সেই পৃথিবীতে এক সময় পর্যন্ত বসবাসের স্থান ও ভোগসামগ্রী'।

২৫. তিনি বললেন, 'এর মধ্যেই তোমরা জীবিত হবে ও এর মধ্যেই তোমরা মারা যাবে এবং এর মধ্য থেকেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে'।

রুকূ ৩

২৬. 'ও আদম সন্তান! অবশ্যই আমি তোমাদের উপর এক পোশাক-পরিচ্ছদ নাজিল করেছি। তা তোমাদের লজ্জার বিষয় ঢেকে রাখে; এবং এক ভূষণ; এবং পরম সাবধানতার পোশাক-পরিচ্ছদও। সেই-ই কল্যাণকর। সেই-ই আল্লাহর আয়াতগুলো থেকে, যাতে তারা পারে উপদেশ গ্রহণ করতে'।

২৭. 'ও আদম সন্তান! যেন না সেই শয়তান তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারে, যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে সেই বাগান থেকে বের করেছিল, তাদের থেকে তাদের পোশাক সরিয়ে দিয়ে- তাদের উভয়কেই; যাতে সে তাদের উভয়কে দেখাতে পারে তাদের লজ্জার বিষয়। নিশ্চয়ই সে তোমাদেরকে দেখে- সে ও তার সাথীরাও; যেখান থেকে তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্য সেই শয়তানকে অভিভাবক বানিয়েছি।

২৮. এবং যখন তারা এক অনৈতিক কর্মকাণ্ড করে; তারা বলে, 'আমরা আমাদের বাপদাদাদেরকে এর উপর পেয়েছি; এবং আল্লাহও আমাদেরকে তার প্রতিই আদেশ দিয়েছেন'। বল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সকল অনৈতিকতার প্রতি আদেশ দেন না। তোমরা কি বলছ আল্লাহর উপর, যা তোমরা জান না'?

২৯. বল, 'আমার রব আদেশ করেছেন পরম ন্যায়বিচারের প্রতি; এবং তোমাদের মুখমণ্ডল প্রত্যেক মসজিদের প্রতি স্থাপন করতে; এবং তাঁকে আন্তরিকভাবে ডাকতে। তাঁরই জন্য এই দ্বীন। তোমরা তোমাদের শুরুর মতোই ফিরবে।

৩০. তিনি একদলকে পথ দেখিয়েছেন; এবং একদলের জন্য তাদের সামনের চরম বিভ্রান্তি সত্য হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর পাশ থেকে সেই শয়তানকে অভিভাবক গ্রহণ করেছে; এবং তারা হিসাব করে এমন যে, তারা পথপ্রাপ্ত!

৩১. 'ও আদম সন্তান! প্রত্যেক মসজিদের প্রতি তোমাদের 'সাজসজ্জা' গ্রহণ কর; এবং খাও ও পান কর। কিন্তু বাড়াবাড়ি করবে না। নিশ্চয়ই তিনি বাড়াবাড়িকারীদেরকে পছন্দ করেন না'।

রুকূ ৪

৩২. বল, 'তিনি তাঁর দাসদের জন্য সেই যা ভালো কিছু প্রকাশ করেছেন- কে আল্লাহর সেই সাজসজ্জা ও সেই রিজিকের মধ্যে থেকে হারাম করেছে'? বল, 'যারা বিশ্বাস করে- তাদের জন্য তা পরম কিয়ামতের দিনে ও এই দুনিয়ায় এই জীবনের মধ্যে এক মনোনীত'। যারা জানতে চায়- আমি সেই সম্প্রদায়ের জন্য সকল আয়াত সেইরকমই বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করি।

৩৩. বল, 'আমার রব শুধুমাত্র সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ড হারাম করেছেন- এর থেকে যা প্রকাশিত হয় ও যা গোপন করা হয়; এবং পরম সত্য ভিন্ন কিছুসহ সেই পাপ ও সেই বিদ্রোহ; এবং তোমরা আল্লাহর সাথে যা শরীক কর- তার যা তিনি তাসহ এক দলিল পাঠান নি; এবং তোমরা আল্লাহর উপর সেই যা বল- তোমরা যা জান না'।

৩৪. এবং প্রত্যেক জাতির জন্য এক মেয়াদ। এরপর যখন তাদের মেয়াদ আসে- তারা তা এক মুহূর্তও পিছাতে পারে না; এবং তারা তা আগাতেও পারে না।

৩৫. 'ও আদম সন্তানরা! যদি তোমাদের থেকে তোমাদের কাছে রাসূলরা আসে, 'তারা বর্ণনা করে' (ইয়াকুচ্ছুউনা يَقُصُّونَ) আমার আয়াত- এরপর যারা সাবধান হবে ও সংশোধিত হবে, এরপর তাদের সামনে ভয় নেই এবং তারা দুঃখও করবে না'।

৩৬. এবং যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে ও এর প্রতি উদ্ধত হয়, তারাই- তারা পরম আগুনের সাথী। তখন তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

৩৭. এবং তার থেকে কে অধিক জালিম - যে আল্লাহর উপর এক মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা তাঁর আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে? তারাই- তাদের কাছে এই কিতাবের পক্ষ থেকে তাদের অংশ পৌঁছাবে- যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার দূতেরা তাদেরকে পূর্ণ করে দিতে তাদের কাছে আসবে। তারা বলবে, 'কোথায় তারা- তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যাদেরকে ডাকছিলে'? তারা বলবে, 'তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে'; এবং তারা তাদের নিজেদের উপরে সাক্ষ্য দেবে এমন যে- তারা ছিল অস্বীকারকরণে।

৩৮. তিনি বলবেন, 'তোমাদের আগে থেকে সেই সকল জিন ও সেই সকল মানুষের মধ্য থেকে যারা অবশ্যই পরম আগুনের মধ্যে চলে গেছে, তোমরাও সেই জাতিগুলোর মধ্যে প্রবেশ কর'। প্রত্যেকবার সেই জাতিগুলো তার সহ-জাতিকে লানত দিতে দিতে এর মধ্যে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এক জমায়েতে অন্যদেরকে ছাপিয়ে যাবে। তাদের পূর্ববর্তীদের জন্য তাদের অপরেরা বলবে, 'ও আমাদের রব! তারাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল। এরপর তাদেরকে এই আগুনের মধ্যে দ্বিগুণ এক শাস্তি দেন'। তিনি বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জান না'।

৩৯. এবং তাদের আগেররা তাদের অপরদের জন্য বলবে, 'এরপরও আমাদের উপর তোমাদের জন্য বিশেষ অবস্থান থেকে হয় নি। এরপর স্বাদ নাও চরম শাস্তির- তোমরা যাসহই অর্জনকরণে ছিলে'।

রুকূ ৫

৪০. নিশ্চয়ই তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে ও এর প্রতি উদ্ধত- তাদের জন্য এই আকাশের দরজাগুলো খোলা হবে না; এবং তারা পরম বাগানে প্রবেশ করতে পারবে না- যতক্ষণ না সেই সূইয়ের ছিদ্র পথের মধ্যে সেই উট প্রবেশ করে; এবং আমি সেইরকমই সকল অপরাধীদেরকে প্রতিফল দেই।

৪১. তাদের জন্য জাহান্নাম থেকে বিছানা ও তাদের উপর থেকেও আচ্ছাদন; এবং আমি সকল জালিমকে সেইরকমই প্রতিফল দেই।

৪২. কিন্তু তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- আমি কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্য ছাড়া বোঝা দেই না। তারাই পরম বাগানের সাথী। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

৪৩. এবং আমি তাদের বুকের মধ্যে সেই যা বিদ্বেষ থেকে তা দূর করব। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যাবে; এবং তারা বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, যিনি একজন আমাদেরকে এর জন্য পথ দেখিয়েছেন; এবং আল্লাহ যদি না যে আমাদেরকে পথ দেখাতেন- আমরা পথ দেখার প্রতি ছিলাম না। অবশ্যই আমাদের রবের পরম সত্যসহ রাসূলরা এসেছিলেন'। তখন তাদেরকে ডাকা হবে যে, 'এই তোমাদের সেই বাগান। তোমরা যা করছিলে- তোমাদেরকে তার প্রতিই এর উত্তরাধিকারী করা হয়েছে'।

৪৪. তখন সেই আগুনের সাথীরা, সেই পরম বাগানের সাথীদেরকে ডাকবে যে, 'আমাদের রব আমাদেরকে যা ওয়াদা করেছিলেন, আমরা অবশ্যই তা এক সত্য পেয়েছি। এরপর তোমাদের রব যা ওয়াদা করেছিলেন- তোমরা কি এক সত্য পেয়েছ'? তারা বলবে, 'হাঁ'। এরপর ঘোষণাকারীরা তাদের মাঝে আজান দেবে যে, 'আল্লাহর লা'নত সকল জালিমের উপর'।

৪৫. 'তারা তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দিত; এবং তারা এতে জটিলতা চাইত; এবং তারা পরম আখিরাতের প্রতি অস্বীকারকারী'।

৪৬. তখন তাদের মাঝে হিজাব; এবং আল-আরাফের উপরে পুরুষেরা- তারা প্রত্যেককেই তাদের চিহ্ন দিয়ে চিনতে পারবে। তখন তারা পরম বাগানের সাথীদেরকে ডাকবে যে, 'শান্তি (ছালামুন سَلَامٌ) তোমাদের উপর'

('আলায়কুম عَلَيْكُمْ)। তারা এতে প্রবেশ করে নি, কিন্তু তারা আশা করছিল।

৪৭. এবং যখন তাদের দৃষ্টি পরম আগুনের সাথীদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে; তারা বলবে, 'ও আমাদের রব! আমাদেরকে চরম জালিম এই সকল সম্প্রদায়ে সাথে রাখবেন না'।

রুকূ ৬

৪৮. এবং সেই আরাফের সাথীরা এক পুরুষকে ডাকবে। তারা তাকে তার চিহ্ন দিয়ে চিনতে পারবে। বলবে, 'তোমাদের থেকে তোমাদের জমায়েত কাজে আসে নি! তখন তোমরা তাতে অহংকারকরণে ছিলে'।

৪৯. 'এরাই কি তারা, যাদেরকে তোমরা কসম করতে যে, 'আল্লাহ তাদেরকে এক রহমতসহ পৌঁছে দেবেন না'? 'প্রবেশ কর এই পরম বাগানে, তোমাদের সামনে ভয় নেই; এবং তোমরা দুঃখও করবে না'।

৫০. তখন পরম আগুনের সাথীরা পরম বাগানের সাথীদেরকে ডাকবে যে, 'আমাদের উপর এই পানির মধ্য থেকে অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তা থেকে ঢেলে দাও'। তারা বলবে, 'আল্লাহ নিশ্চয়ই সকল অস্বীকারকারীর উপর উভয়ই হারাম করেছেন'।

৫১. তাদের যারা তাদের দ্বীনকে এক আনন্দ-কৌতুক ও এক খেলাধুলো গ্রহণ করেছিল- তখন তাদেরকে সেই দুনিয়ার সেই জীবন প্রতারিত করেছিল। এরপর আমি আজ এই দিনে তাদেরকে ভুলে গিয়েছি। যেমন তারা তাদের এই দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিল; এবং তারা আমার আয়াতের প্রতি প্রত্যাখ্যানকরণে ছিল।

৫২. অবশ্যই আমি তাদেরকে কিতাবের সাথেই নিয়ে এসেছি। আমি 'তাতে' জ্ঞানের উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলাম। যারা বিশ্বাস করত সেই সম্প্রদায়ের জন্য এক পথ-নির্দেশ ও এক রহমত।

৫৩. তারা অপেক্ষা করছে কি এর পরিণাম ছাড়া? যেদিন এর পরিণাম আসবে, যারা আগে থেকেই তা ভুলে গিয়েছিল- তাদেরকে তারা বলবে, 'অবশ্যই আমাদের রবের রাসূলরা পরম সত্যসহ এসেছিল। এরপর কি আমাদের জন্য সুপারিশকারী থেকে আছে, যাতে তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করতে পারে? অথবা কি আমাদেরকে ফেরত পাঠানো হবে- যাতে আমরা যা করেছিলাম তার ভিন্ন কিছু করতে পারতাম'? অবশ্যই তারা তাদের নিজেদেরকে ক্ষতি করেছে; এবং তারা বিভ্রান্ত হয়েছে তা থেকেই, তারা যা আবিষ্কারকরণে ছিল।

রুকূ ৭

৫৪. অবশ্যই তোমাদের রব আল্লাহ। যিনি একজন ছয় পর্বের মধ্যে এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি পরম আরশের উপর আসীন হলেন। তিনিই এই রাতকে ঢেকে দেন; এই দিন এক দ্রুততায় তাকে চাইতে থাকে; এবং তাঁর আদেশের প্রতিই এই সূর্য ও এই চাঁদ এবং সকল নক্ষত্র অধীনস্ত। লক্ষ্য কর! তাঁর জন্যই সকল সৃষ্টি ও সকল আদেশ। আল্লাহ বরকতময়। এই বিশ্বজগতের রব।

৫৫. তোমাদের রবকে এক বিনীতভাবে ও এক গোপনে ডাক। নিশ্চয়ই তিনি চরম সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।

৫৬. এবং এই পৃথিবীতে এর সংশোধনের পরবর্তীতে ফাসাদ করবে না; এবং তাঁকে এক ভয় ও এক আশায় ডাক। নিশ্চয়ই সকল উত্তম কর্মশীলের পক্ষে আল্লাহর রহমত নিকটবর্তী।

৫৭. এবং তিনিই, যিনি একজন এই বায়ুকে এক সুসংবাদবাহী পাঠান। যতক্ষণ তা সকল মৃত ভূমির জন্য এক মেঘ ঘন বহন করে, তখন তাঁর রহমত হাতের মাঝে। এরপর আমি তা দিয়ে সেই পানি বর্ষণ করি। এরপর আমি তা দিয়ে সেই ফল-ফলাদির প্রত্যেকটি থেকে বের করে আনি। আমি সেইরকমই সকল মৃতকে বের আনব- যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।

৫৮. এবং সেই ভালো কিছু সেই সকল ভূমি- তা তার রবের অনুমতিসহ এর শাক-সবজি বের করে থাকে; এবং তার যা নিকৃষ্ট- তা এক কঠোর পরিশ্রম ছাড়া উৎপন্ন করে না। আমি যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য সেইরকমই সকল আয়াত বিস্তারিত ব্যাখ্যা করি।

রুকূ ৮

৫৯. অবশ্যই আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এরপর সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দাসত্ব কর। তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাদের জন্য একদিনের কঠিন শাস্তির ভয় করি।

৬০. তার সম্প্রদায় থেকে সেই সকল কার্যনির্বাহী বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা- আমরা তোমাকে নিশ্চিত পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি'।

৬১. সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আমার সঙ্গে বিভ্রান্তি নেই; এবং আমি বিশ্ব জগতের রবের থেকে রাসূল'।

৬২. 'আমি তোমাদেরকে আমার রবের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি; এবং আমি তোমাদের জন্য সৎ পরামর্শ দিচ্ছি; এবং আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানি- তোমরা তা জান না'।

৬৩. 'এবং তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছ এমন যে, তোমাদের থেকেই এক পুরুষের উপর তোমাদের কাছে তোমাদের রবের থেকে উপদেশ এসেছে; যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করতে পারে; এবং যাতে তোমরা সাবধান হতে পার; এবং যাতে তোমরা রহমত পেতে পার'?

৬৪. এরপর তারা তাকে মিথ্যা বলল। এরপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা সেই নৌকার মধ্যের তাদেরকে রক্ষা করলাম; এবং আমি যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই তারা- তারা অন্ধ এক সম্প্রদায় ছিল।

রুকূ ৯

৬৫. এবং আদের কাছে তাদের ভাই হূদ। সে বলেছিল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দাসত্ব কর। তোমাদের জন্য নেই ইলাহ থেকে- তিনি ভিন্ন। এরপরও কি তোমরা সাবধান হবে না'?

৬৬. তার সম্প্রদায়ের থেকে যারা অস্বীকার করেছিল সেই সকল কার্যনির্বাহীরা বলল, 'আমরা নিশ্চয়ই তোমাকে বোকামির মধ্যে দেখছি; এবং নিশ্চয়ই আমরা- আমরা মনে করি তুমি সকল মিথ্যাবাদীর মধ্যে'।

৬৭. সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আমার সঙ্গে কোন বোকামি নেই; এবং আমি এই বিশ্ব জগতের রবের থেকে এক রাসূল'।

৬৮. 'আমি তোমাদেরকে আমার রবের বার্তা পৌঁছে দিচ্ছি; এবং আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত সৎ পরামর্শক'।

৬৯. 'তোমরা কি অবাক হয়েছ এমন যে, তোমাদের রবের থেকে তোমাদের কাছে তোমাদের থেকেই এক পুরুষের উপর উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করতে পারে? এবং স্মরণ কর তিনি যখন তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরবর্তী থেকে খলিফা বানিয়েছিলেন; এবং তিনি এই সৃষ্টির মধ্যে তোমাদেরকে এক বিস্তারণে বাড়িয়ে দিলেন। এরপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর- যাতে তোমরা সফল হতে পার'।

৭০. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ যাতে আমরা এককভাবে আল্লাহর দাসত্ব করি; এবং আমরা তা বর্জন করি- আমাদের বাপদাদারা যার দাসত্ব করত? এরপর তুমি আমাদেরকে যার প্রতি ওয়াদা করছ, আমাদেরকে তা এনে দাও- যদি তুমি সকল সত্যবাদীর মধ্যে হও'।

৭১. সে বলল, 'অবশ্যই তোমাদের রবের থেকে তোমাদের উপর শাস্তি ও অসন্তোষ আপতিত হয়েছে। তোমরা কি নামগুলো সম্পর্কে আমার সঙ্গে বিবাদ করবে? তোমরাই তাদের নামকরণ করেছ- তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা। আল্লাহ তার প্রতি দলিল থেকে নাজিল করেন নি। এরপর অপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণদের মধ্যে'।

৭২. এরপর আমি আমার পক্ষ থেকে রহমতসহ তাকে ও যারা তার সাথের তাদেরকে রক্ষা করলাম; এবং আমি যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলেছিল তাদের গোড়াগুলো কেটে দিলাম। তখন তারা বিশ্বাসী ছিল না।

রুকূ ১০

৭৩. এবং সামুদের কাছে তাদের ভাই সালিহ। সে বলেছিল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দাসত্ব কর। তোমাদের জন্য নেই ইলাহ থেকে- তিনি ভিন্ন। অবশ্যই তোমাদের রবের থেকে তোমাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণ এসেছে। এ আল্লাহর সেই উট! তোমাদের জন্য এক আয়াত। এরপর একে আল্লাহর এই পৃথিবীর মধ্যে চরে খেতে ছেড়ে দাও; এবং একে মন্দসহ ছোঁবে না- যেন না তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ধরে'।

৭৪. 'এবং স্মরণ কর, তিনি যখন তোমাদেরকে আদের পরবর্তী থেকে খলিফা বানালেন; এবং তিনি তোমাদেরকে এই ভুমিতে বসবাস করিয়েছেন; এবং তোমরা এর সমতল এক ভূমি নিয়েছ; এবং তোমরা এই সব পাহাড়ে ঘড়বাড়ি খোদাই করেছ। এরপর তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর; এবং এই পৃথিবীতে দুষ্কর্ম করবে না- ফাসাদকারী।

৭৫. তার সম্প্রদায়ের সেই সকল কার্যনির্বাহী থেকে যারা উদ্ধত ছিল, তারা তাদের জন্য যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল- তাদের থেকে যারা বিশ্বাস করত তাদের প্রতি বলল, 'তোমরা কি জান যে, সালিহ তার রবের থেকে রাসূল'? তারা বলল, 'তাকে যাসহ পাঠানো হয়েছে, আমরা নিশ্চয়ই তার প্রতি বিশ্বাসী'।

৭৬. যারা উদ্ধত হয়েছিল তারা বলল, 'তোমরা যারা তার সাথে যাতে বিশ্বাস কর, আমরা- আমরা তার প্রতি নিশ্চয়ই অস্বীকারকারী'।

৭৭. এরপর তারা সেই উট বধ করল; এবং তারা তাদের রবের আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তখন তারা বলল, 'ও সালিহ! নিয়ে আস তা, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছ- যদি তুমি হও সকল রাসূলের মধ্যে'।

৭৮. এরপর তাদেরকে সেই ভূমিকম্প ধরল। এরপর তারা তাদের ঘরের মধ্যে অধঃমুখে পতিত হয়ে গেল।

৭৯. এরপর সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! অবশ্যই আমি তোমাদেরকে আমার রবের বার্তা পৌঁছেছিলাম এবং তোমাদেরকে সৎ পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা এই সৎ পরামর্শদাতাদের পছন্দ কর না'।

৮০. এবং লূত! যখন সে তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলল, 'তোমরা কি এই সকল অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকবে! এই বিশ্ব জগতের মধ্যে একজনও এসহ তোমাদেরকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি'?

৮১. 'নিশ্চয়ই তোমরা এক লালসায় সকল নারীদের পাশ থেকে সেই পুরুষে যাও। বরং তোমরা বাড়াবাড়িকারী এক সম্প্রদায়'।

৮২. এবং তার সম্প্রদায়ের জবাব ছিল না এ ছাড়া যে; তারা বলল, 'তোমাদের জনপদ থেকে এদেরকে বহিষ্কার কর। নিশ্চয়ই তারা লোকজন- তারা পবিত্র হতে চায়'!

৮৩. এরপর আমি তাকে ও তার পরিজনকে রক্ষা করলাম- তার স্ত্রী ছাড়া। সে চরম পশ্চাৎপদদের মধ্যে ছিল।

৮৪. এবং আমি তাদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। এরপর দেখ! সেই অপরাধীদের পরিণাম কেমন ছিল!

রুকূ ১১

৮৫. এবং মাদয়ানের প্রতি তাদের ভাই শু'আয়ব! সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দাসত্ব কর। তোমাদের জন্য নেই ইলাহ থেকে- তিনি ভিন্ন। অবশ্যই তোমাদের রবের থেকে তোমাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণ এসেছে। এরপর সকল পরিমাপে পূর্ণ করে দাও; এবং এই মানুষকে তাদের কোনো ওজনে কিছু থেকেই কমাবে না; এবং এই পৃথিবীতে- এ সংশোধনের পরবর্তী থেকে ফাসাদ করবে না। তোমাদের জন্য সেই-ই তোমাদের কল্যাণকর- যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

৮৬. 'এবং যখন তোমরা এক বক্রতা চাইছ, তখন সেই পথের প্রতি ওয়াদা করে বসে থাকবে না; এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তাকে তাঁর পথ থেকে বাধা দেবে না; এবং স্মরণ কর যখন তোমরা এক অল্প ছিলে, এরপর তিনি তোমাদের বাড়িয়ে দিলেন; এবং দেখ! কেমন ছিল পরিণাম, সেই সকল ফাসাদকারীর'!

৮৭. 'এবং যাসহ আমাকে পাঠানো হয়েছে যদি তোমাদের থেকে দলগুলো তাতে হয়- তার প্রতি বিশ্বাস করে; এবং দলগুলো- যারা বিশ্বাস করে না; এরপর ধৈর্য ধর- আল্লাহ যতক্ষণ না আমাদের মাঝে হুকুম দেন; এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ হুকুমদাতা'।

নবম পারা

৮৮. এবং তার সম্প্রদায়ের থেকে যারা উদ্ধত হয়েছিল- সেই সকল কার্যনির্বাহকের তারা বলল, 'ও শু'আয়ব! নিশ্চিত আমরা তোমাকে ও যারা তোমার সাথে বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কার করব; অথবা আমাদের মতবাদে তোমাদেরকে নিশ্চিত ফিরতে হবে'। সে বলল, 'এমনকি যদি আমরা হই অনিচ্ছুকও'?

৮৯. 'আল্লাহ যখন আমাদেরকে রক্ষা করেছেন, আমরা যদি তার পরবর্তীতে তা থেকে তোমাদের মতবাদে ফিরি- আমরা তখন অবশ্যই আল্লাহর উপর এক মিথ্যা উদ্ভাবন করব; এবং আমাদের জন্য নয় যে, আমাদের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন ছাড়া আমরা এর মধ্যে ফিরি। আমাদের রব এক জ্ঞানে সকল কিছুই ঘিরে রেখেছেন। আমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করি'। 'ও আমাদের রব! আমাদের মাঝে ও আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে পরম সত্যসহ নিষ্পন্ন করে দিন, যখন আপনিই শ্রেষ্ঠ নিষ্পন্নকারী'।

৯০. এবং তার সম্প্রদায়ের থেকে যারা অস্বীকার করছে সেই কার্যনির্বাহীদের তারা বলল, 'যদি তোমরা শু'আয়বকে অনুসরণ কর, নিশ্চয়ই তোমরা তখন নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত'।

৯১. এরপর তাদেরকে সেই ভূমিকম্প ধরল। এরপর তারা তাদের বাড়িঘরের মধ্যে অধঃমুখে পতিত হয়ে গেল!

৯২. তারাই- যারা শু'আয়বকে মিথ্যা বলেছিল। যেন তারা এর মধ্যে বসবাসই করেই নি। তারাই- যারা মিথ্যা বলেছিল শু'আয়বকে। তারাই- তারা ছিল চরম ক্ষতিগ্রস্ত।

৯৩. সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল; এবং বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আমি আমার রবের বার্তা অবশ্যই তোমাদেরকে পৌঁছেছি; এবং আমি তোমাদের প্রতি সৎ পরামর্শ দিয়েছি। এরপর কীভাবে আমি চরম অস্বীকারকারী এক সম্প্রদায়ের উপর দুঃখ করি'!

রুকূ ১২

৯৪. আমি নবীদের থেকে জনপদগুলোর মধ্যে এছাড়া পাঠাই না যে, আমি এর অধিবাসীদের চরম দুঃখ-কষ্ট ও চরম অর্থ-সংকট দিয়ে পাকড়াও করি- যাতে তারা বিনত হতে পারে।

৯৫. এরপর আমি সেই স্থানগুলোর মন্দকে সেই উত্তমে বদলে দেই- যে পর্যন্ত না 'তারা অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয়' (আফাও عَفَوْا: তারা পরিপূর্ণ করে); এবং তারা বলে, 'অবশ্যই আমাদের বাপদাদাদেরকে সেই দুঃখ-কষ্ট ও সেই আরাম-আয়েস স্পর্শ করেছিল'। এরপর আমি হঠাৎ করেই তাদেরকে পাকড়াও করি, যখন তারা ধারণাও করতে পারে না।

৯৬. যদি এমন হতো যে, এই সকল জনপদের অধিবাসীরা বিশ্বাস করত ও সাবধান হতো- আমি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্য থেকে তাদের উপর নিশ্চিত আশীর্বাদ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা বলে। এরপর আমি তাদেরকে তার প্রতিই ধরি, তারা যা অর্জনকরণে ছিল।

৯৭. এরপরও কি এই সকল জনপদের লোকজন নিরাপদ হয়েছে- যাতে না তাদের কাছে আমার শাস্তি আসে- এক রাতে, যখন তারা ঘুমন্ত?

৯৮. অথবা কি এই সকল জনপদের লোকজন নিরাপদ হয়েছে- যাতে না তাদের কাছে আমার শাস্তি আসে- এক দুপুরে, যখন তারা খেলাধুলো করছে?

৯৯. এরপরও কি তারা আল্লাহর কৌশলসমূহ থেকে নিরাপদ হয়েছে? এরপরও আল্লাহর কৌশলসমূহে চরম ক্ষতিগ্রস্ত সব সম্প্রদায় ছাড়া কেউ নিরাপদ হতে পারে না।

রুকূ ১৩

১০০. এর লোকজনের পরবর্তী থেকে যারা এই পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা কি তাদের জন্য পথ দেখাল না যে, যদি আমি ইচ্ছে করতাম- আমি তাদেরকে তাদের পাপ দিয়েই আঘাত করতে পারতাম; এবং আমি তাদের হৃদয়ের উপর আটকে দিতে পারতাম। এরপর তারা শুনতেও পারত না?

১০১. এগুলোই সেই সকল জনপদ। আমি তোমার সামনে এর সংবাদ থেকে বর্ণনা করছি। তখন তাদের রাসূলরা তাদের কাছে অবশ্যই পরিষ্কার সকল প্রমাণসহ এসেছিল। তারা আগে থেকেই যাকে মিথ্যা বলছিল, এরপর তারা তার প্রতি বিশ্বাস করার জন্য ছিল না। আল্লাহ সেইরকমই সকল অস্বীকারকারীর হৃদয়ের উপর সিলগালা দেন।

১০২. এবং আমি তাদের অধিকাংশের জন্যই অঙ্গীকার থেকে পাই নি; এবং আমি তাদের অধিকাংশকেই পেয়েছি নিশ্চিত অবাধ্য।

১০৩. তারপর আমি তাদের পরবর্তী থেকে আমার আয়াতসহ মূসাকে ফির'আওন ও তার কার্যনির্বাহীদের প্রতি গড়ে তুলেছিলাম। এরপর তারা এর প্রতি জুলুম করেছিল। এরপর দেখ! কেমন ছিল সেই ফাসাদকারীদের পরিণাম?

১০৪. এবং মূসা বলল, 'ও ফির'আওন! নিশ্চয়ই আমি এই বিশ্ব জগতের রবের থেকে রাসূল'।

১০৫. 'নিরেট সত্য। আমি আল্লাহর উপর পরম সত্য ছাড়া তাঁর উপর বলব না। আমি তোমাদের রবের কাছ থেকে অবশ্যই পরিষ্কার সকল প্রমাণসহ তোমাদের কাছে এসেছি। এরপর আমার সাথে বনী ইসরাঈলদেরকে পাঠাও'।

১০৬. সে বলল, 'যদি তোমার থাকে- আস আয়াতসহ। এরপর এসহ আস- যদি তুমি সকল সত্যবাদীর মধ্যে হও'।

১০৭. এরপর সে তার লাঠি ছুড়ে মারল। তখন তাৎক্ষণিক তা পরিষ্কার এক সাপ!

১০৮. এবং সে তার হাত বের করল। তখন 'এ' সেই সকল দর্শকের জন্য তাৎক্ষণিক শুভ্র উজ্জ্বল।

রুকূ ১৪

১০৯. ফির'আওন সম্প্রদায়ের থেকে সেই সকল কার্যনির্বাহীরা বলল, 'নিশ্চয়ই! এ নিশ্চিত দক্ষ জাদুকর'!

১১০. 'সে চায় যে, তোমাদেরকে তোমাদের ভূমি থেকে বের করে দিতে। এরপর তোমরা কী আদেশ দেবে'?

১১১. তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে সময় দাও; এবং সকল নগরের মধ্যে সমবেতকারীদেরকে পাঠাও'।

১১২. 'তারা তোমার কাছে সকল দক্ষ জাদুকরসহ আসবে'।

১১৩. এবং ফির'আওনের সেই জাদুকররা আসল। তারা বলল, যদি আমরা- আমরাই সেই চূড়ান্ত বিজয়ী হই, নিশ্চয়ই আমাদের জন্য নিশ্চিত এক পুরস্কার'।

১১৪. সে বলল, 'হ্যাঁ; এবং নিশ্চয়ই তোমরা নিশ্চিত পরম নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে'।

১১৫. তারা বলল, 'ও মূসা! এই কী যে, তুমিই ছুড়বে; অথবা কী এমন যে, আমরা- আমরাই হব সেই নিক্ষেপকারী'?

১১৬. সে বলল, 'ছোড়'। এরপর যখন তারা ছুড়ল, তখন তারা সকল মানুষের চোখে জাদু করল। তখন তারা সেরা জাদুসহ এগিয়ে আসল; এবং তাদেরকে ভয় ধরিয়ে দিল।

১১৭. আমি তখন মূসার প্রতি ওহি করলাম যে, 'ছুড়ে মার তোমার লাঠি'। এরপর তারা যা ছলনা করেছিল, তাৎক্ষণিক তা গিলে ফেলতে লাগল।

১১৮. এরপর পরম সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো; এবং তারা যা করছিল, তা বাতিল হলো।

১১৯. এরপর তারা সেখানে হেরে গেল; এবং তারা ফিরল- হীনগ্রস্ত!

১২০. তখন সেই জাদুকরেরা সিজ্‌দায় পড়ে গেল।

১২১. তারা বলল, 'আমরা এই বিশ্ব জগতের রবের প্রতি বিশ্বাস করি'।

১২২. 'মূসা ও হারূনের রব'।

১২৩. ফির'আওন বলল, 'আমি তোমাদের জন্য অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস করলে! নিশ্চয়ই এ নিশ্চিত চক্রান্ত! তোমরাই এই নগরীতে এ চক্রান্ত করেছ, যাতে তোমরা এর থেকে এর অধিবাসীদেরকে বের করতে দিতে পার। এরপর শিগগিরই তোমরা জানতে পারবে'।

১২৪.'আমি তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা পিছন থেকে নিশ্চিত কেটে ফেলব। তারপর আমি তোমাদের সকলকে একত্রে নিশ্চিত শূলে চড়াব'।

১২৫.তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তনকারী';

১২৬.'কিন্তু তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছ না এ ছাড়া যে, আমরা আমাদের রবের আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করেছি- যখন তা আমাদের কাছে এসেছে'। 'ও আমাদের রব! আমাদের উপর এক ধৈর্য ঢেলে দিন; এবং আমাদেরকে মুসলিমে পূর্ণ করে দিন'।

রুকূ ১৫

১২৭. এবং ফির'আওন সম্প্রদায়ের থেকে সেই সকল কার্যনির্বাহক বলল, 'আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে ছেড়ে দেবেন, যাতে তারা এই পৃথিবীতে ফাসাদ করতে পারে; এবং তারা আপনাকে ও আপনার ইলাহ্‌দের বর্জন করতে পারে'? সে বলল, 'আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করব ও তাদের নারীদেরকে জীবিত থাকতে দেব; এবং আমরা নিশ্চয়ই তাদের উপর অপ্রতিরোধ্য'।

১২৮. মূসা তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলল, 'আল্লাহর প্রতি সাহায্য প্রার্থনা কর ও ধৈর্য ধর। নিশ্চয়ই আল্লাহরই জন্যই এই পৃথিবী। তিনি তাঁর দাসদের থেকে যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে এর ওয়ারিস করেন; এবং সকল পরিণাম পরম সাবধানীদের জন্যই'।

১২৯. তারা বলল, 'তুমি আমাদের কাছে আসলে তার আগে থেকেই আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তুমি আমাদের কাছে আসলে তার পরবর্তী থেকেও'। সে বলল, 'সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন; এবং তিনি তোমাদেরকে এই পৃথিবীর মধ্যে খলিফা করবেন। এরপর তিনি দেখবেন, তোমরা কেমন কর'।

রুকূ ১৬

১৩০.এবং অবশ্যই যখন সকল ফল-ফলাদির মধ্য থেকে এক ঘাটতি, সেই সকল বছরের সাথে আমি ফির'আওনের লোকজনকে ধরতাম- যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

১৩১.এরপর যখন তাদের কাছে সকল কল্যাণ আসত; তারা বলত, 'আমাদের জন্যই এসব'; এবং যদি তাদেরকে মন্দ আক্রান্ত করত; তারা বলত, 'মূসা ও যারা তার সাথে- তাদের সাথে কুলক্ষণ'। লক্ষ কর! তাদের কুলক্ষণ শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

১৩২.তারা বলল, 'তুমি আমাদেরকে আয়াতগুলো থেকে- তা দিয়ে যা-ই এনে দাও, তুমি যাতে আমাদেরকে তা দিয়ে জাদু করতে পার- এরপরও আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীদের সাথে নই'।

১৩৩.এরপর আমি তাদের উপর সেই বন্যা ও সেই পঙ্গপাল এবং সেই উকুন ও সেই ভেক এবং চরম রক্তপাত পাঠালাম। পরিষ্কার ফয়সালাকারী আয়াত। এরপরও তারা অহংকারী হলো। তখন তারা অপরাধী এক সম্প্রদায় ছিল।

১৩৪.এবং যখন তাদের উপর সেই প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঘটত; তারা বলত, 'ও মূসা! আমাদের জন্য তোমার রবকে ডাক- তিনি তোমার কাছে যে ওয়াদা করেছেন তাসহ। তুমি যদি আমাদের থেকে এই দুর্যোগ দূর করে দাও, আমরা তোমার প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস করব; এবং আমরা তোমার সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে নিশ্চিত পাঠাবো'।

১৩৫. এরপর আমি তাদের থেকে এক মেয়াদ পর্যন্ত সেই চরম দুর্যোগ সরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যখনই তারা তাতে পৌঁছাত, তখনই তারা তা ভঙ্গ করত।

১৩৬.এরপর আমি তাদের থেকে শোধ নিলাম। এরপর আমি তাদেরকে সেই সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম। তাদের প্রতি এমন যে, তারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলত; এবং তারা এ থেকে গাফিল ছিল।

১৩৭.এবং আমি তার উত্তরাধিকারী করি সেই সম্প্রদায়ের তাদেরকে, যাদেরকে নির্যাতন করা হত। এই পৃথিবীর পূর্ব ও এর পশ্চিম- আমি এর মধ্যে সেই যা আশীর্বাদপুষ্ট করেছিলাম; এবং তোমার রবের সেই উত্তম কথাগুলো বনী ইসরাঈলের উপর পূর্ণ হয়েছিল। তারা তার প্রতি ধৈর্য ধরেছিল; এবং ফির'আওন ও তার সম্প্রদায় যা গড়েছিল এবং তারা যা নির্মাণকরণে ছিল- আমি তা ধ্বংস করেছিলাম।

১৩৮.এবং আমি বনী ইসরাঈলকে সেই সমুদ্র পার করিয়ে দেই। এরপর তারা এক সম্প্রদায়ের সামনে আসলো। তারা তাদেরকে মূর্তির জন্য উৎস্বর্গ করেছিল। তারা বলল, 'ও মূসা! তাদের জন্য ইলাহাদের মতোই আমাদের জন্য এক ইলাহ বানিয়ে দাও'। সে বলল, 'নিশ্চয়ই তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়'।

১৩৯.'নিশ্চয়ই তারা যাতে যার মধ্যে- এরা ধ্বংসশীল; এবং যা তারা করছিল- তা মিথ্যা কথন'।

১৪০.সে বলল, 'আমি কি আল্লাহ-ভিন্ন তোমাদের কোনো ইলাহ চাইব, যখন তিনিই তোমাদেরকে এই বিশ্বজগতের সামনে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন'?

১৪১.'এবং আমি তখন তোমাদেরকে ফির'আওনের লোকজন থেকে রক্ষা করেছিলাম। তারা তোমাদেরকে মন্দ সব শাস্তিতে পীড়া দিচ্ছিল। তারা তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত; এবং তারা তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; এবং তোমাদের রবের থেকে তারই সম্পর্কে কঠিন এক পরীক্ষা'।

রুকূ ১৭

১৪২. এবং আমি তখন মূসাকে ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছিলাম; এবং আমি এ পূর্ণ করি আরও দশসহ। এরপর তার রবের চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়। তখন মূসা তার ভাই হারূনকে বলল, 'আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার খেলাফত্ব করবে ও সংশোধন করবে; এবং চরম ফাসাদকারীর পথ অনুসরণ করবে না'।

১৪৩. এবং যখন মূসা আমার ওয়াক্তের প্রতি আসল, তখন তার রব তার সাথে কথা বললেন। সে বলল, 'ও আমার রব! আমার চোখে আমাকে দেখা দিন! আমি আপনার প্রতি দেখব'। তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখবে না! কিন্তু এই সকল পাহাড়ের দিকে তাকাও। এরপর যদি তা তার অবস্থানে স্থির থাকে, এরপর দ্রুতই তুমি আমাকে দেখবে। এরপর যখন তার রবের জ্যোতি সেই পাহাড়ের প্রতি উদ্ভাসিত হলো, তিনি তা এক চূর্ণ-বিচূর্ণ বানালেন। তখন মূসা পড়ে গেল- এক অজ্ঞান। যখন সে নিজের উপর ফিরল; সে বলল, 'মহিমাময় আপনি! আমি আপনারই কাছেই ফিরলাম; এবং আমিই প্রথম পরম বিশ্বাসী হলাম'।

১৪৪. তিনি বললেন, 'ও মূসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার বার্তাসহ ও আমার কথাসহ এই মানুষের সামনে মনোনীত করেছি। এরপর আমি তোমাকে যা দিলাম তা গ্রহণ কর; এবং সকল কৃতজ্ঞের মধ্যে হও'।

১৪৫. এবং আমি তার জন্য 'সেই লিখিত ফলকে' সকল কিছু থেকে এক উপদেশ ও সকল কিছুর জন্য 'এক তাফসির' লিপিববদ্ধ করেছিলাম। 'এরপর এক শক্তিসহ এ গ্রহণ কর; এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর উত্তমসহ গ্রহণ করতে আদেশ দাও। আমি তোমাদেরকে চরম অবাধ্যদের বাসস্থান দেখাব'।

১৪৬. যারা এই পৃথিবীর মধ্যে পরম সত্য ভিন্ন কিছুসহ উদ্ধত হয়, আমি তাদেরকে আমার আয়াত থেকে সরিয়ে দেব; এবং তারা যদি প্রতিটি আয়াত দেখেও, তারা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না; যদি তারা পরম সঠিক পথ দেখেও - তারা তাকে এক পথ গ্রহণ করবে না; কিন্তু তারা যদি দেখে তারই ভিন্ন কোন পথ- তারা তাকে এক পথ গ্রহণ করবে। সেই-ই!

তাদের প্রতি এমন যে, তারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলেছে; এবং তারা এ থেকে গাফিল ছিল।

১৪৭. তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি ও পরম আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলে, তাদের আমল মূল্যহীন। তাদেরকে কি প্রতিফল দেওয়া হবে তা ছাড়া- তারা যা করছিল?

রুকূ ১৮

১৪৮.এবং তারই পরবর্তীতে মূসার সম্প্রদায় তাদের অলংকার থেকে তাদের জন্য এক বাছুরের দেহ গ্রহণ করল। তারা দেখে নি কি তা এমন যে, তাদের সাথে তা কথা বলে না; এবং তাদেরকে তা পথ দেখায় না- এক পথ? তারা তাকে গ্রহণ করল, যখন তারা জালিম ছিল।

১৪৯.এবং যখন তা তাদের হাতের মধ্যে পড়ল এবং তারা দেখল- তারা এমন যে, অবশ্যয় তারা বিভ্রান্ত হয়েছে; তারা বলল, 'যদি না আমাদের রব আমাদেরকে রহমত করেন ও আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন, নিশ্চিত আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হব'।

১৫০.এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরল- সে এক ক্রুদ্ধ ও এক দুঃখপ্রাপ্ত; সে বলল, 'আমার পরবর্তী থেকে তোমরা যাকে আমার খলিফা করেছ, তা নিকৃষ্ট হয়েছে! তোমরা কি তোমাদের রবের আদেশে তড়িঘড়ি করলে'? তখন সে সেই সকল লিখিত ফলক ছুড়ে ফেলল; এবং সে তার ভাই-এর মাথার প্রতি ধরল। তাকে টেনে আনল তার দিকে। সে বলল, 'ও আমার মায়ের পুত্র! নিশ্চয়ই এই সম্প্রদায় আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় খুনই করে ফেলেছিল। এরপর আমাকে দিয়ে এই সব শত্রুদেরকে আনন্দিত হতে দিও না; এবং আমাকে চরম জালিম এই সম্প্রদায়ের সাথে বানিও না'।

১৫১.সে বলল, 'ও আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করেন; এবং আমাদেরকে আপনার রহমতের মধ্যে দাখিল করেন; এবং আপনিই দয়াময়, পরম দয়ালু'।

রুকূ ১৯

১৫২.নিশ্চয়ই তাদের যারা সেই বাছুরকে গ্রহণ করেছে, তাদের কাছে তাদের রবের থেকে এই দুনিয়ার এই জীবনে অসন্তোষ ও হীনতা-লাঞ্ছনা পৌঁছাবে; এবং আমি এই সকল উদ্ভাবককে সেইরকমই প্রতিফল দেই।

১৫৩.কিন্তু তাদের যারা সেই মন্দ কাজ করে, তারপর এর পরবর্তী থেকে তওবা করে ও বিশ্বাস করে- নিশ্চয়ই তোমার রব এর পরবর্তী থেকে নিশ্চিত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৫৪. এবং যখন মূসার থেকে সেই অসন্তুষ্টি প্রশমিত হলো, সে সেই ফলকগুলো তুলে নিল; এবং যারা তাদের রবের প্রতি ভয় করে থাকে, তাদের জন্য এতে খোদাইকৃতের মধ্যে এক পথ-নির্দেশ ও রহমত।

১৫৫. এবং আমার নির্ধারিত সময়ের জন্য মূসা তার সম্প্রদায়ের সত্তর পুরুষকে মনোনীত করল। এরপর যখন তাদেরকে সেই ভূমিকম্প ধরল; সে বলল, 'ও আমার রব! আপনি যদি ইচ্ছা করতেন, আপনি তাদেরকে এবং আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন আগে থেকেই। আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন তা দিয়ে- আমাদের থেকে সেই নির্বোধরা যা করেছে? তা আপনার পরীক্ষা ছাড়া নয়। আপনি এ দিয়ে বিভ্রান্ত করেন- যাকে আপনি ইচ্ছা করেন; এবং আপনি পথ দেখান- যাকে আপনি ইচ্ছা করেন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। এরপর আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন ও আমাদেরকে দয়া করেন- যখন আপনিই কল্যাণকর পরম ক্ষমাশীল'।

১৫৬. 'এবং আমাদের জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে ও পরম আখিরাতের মধ্যে এক উত্তম লিখিত করেন। নিশ্চয়ই আমরা আপনারই দিকেই পথপ্রাপ্ত হয়েছি'। তিনি বললেন, 'আমার শাস্তি- আমি তা দিয়ে যাকে আমি ইচ্ছা করি আক্রান্ত করি; এবং আমার দয়া ঘিরে আছে সকল কিছুকেই। এরপর আমি এ তাদের জন্য লিখিত করব- যারা সাবধান হয়ে থাকে ও সেই জাকাত দেয়; এবং তাদেরকেও- তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করে থাকে'।

১৫৭. তাদের যারা এই রাসূলকে- এই নবী, এই উম্মীকে অনুসরণ করে- সেই একজন, যাকে তারা তাদের সাথের এই তাওরাত এবং ইন্‌জীলের মধ্যে লিখিতকৃত পায়। সে তাদেরকে পরম ন্যায়ের প্রতি আদেশ দেয়; এবং সে তাদেরকে সকল মন্দ থেকে নিষেধ করে; এবং সে তাদের জন্য সকল ভালো কিছু বৈধ করে; এবং সে তাদের জন্য সকল নিকৃষ্ট বিষয় হারাম করে; এবং সে তাদের থেকে তাদের বোঝা ও শৃঙ্খল দূর করে- তার যা তাদের উপর ছিল। এরপর তাদের যারা তার প্রতি যারা বিশ্বাস করে এবং তাকে সম্মান করে ও তাকে সহায়তা করে এবং সেই নূর- তার যা তার প্রতি নজিল হয়েছে, তার অনুসরণ করে; তারাই- তারা পরম সফল।

রুকূ ২০

১৫৮. বল, 'ও সকল মানুষ! নিশ্চয়ই আমি একত্রে তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল- যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হতে পার। তিনি একজন! তাঁরই জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব। নেই ইলাহ, তিনি ছাড়া। তিনিই জীবন দেন ও তিনিই মৃত্যু ঘটান। এরপর আল্লাহর প্রতি ও

তাঁর রাসূল- এই নবী, এই উম্মীকে বিশ্বাস কর। সে একজন আল্লাহ ও তাঁর কথার প্রতি বিশ্বাস করে এবং তা অনুসরণ করে'।

১৫৯. এবং মূসার সম্প্রদায় থেকেও এক জাতি পরম সত্যের প্রতি পথ দেখায়; এবং তারা তা দিয়েই সাম্য স্থাপন করে।

১৬০. এবং আমি তাদেরকে বারটি বংশের এক জাতিতে বিভক্ত করেছি। যখন তার সম্প্রদায় তাকে পানি পান করাতে বলল, আমি তখন মূসার প্রতি ওহি করলাম যে, 'তোমার লাঠি দিয়ে এই পাথরে আঘাত কর'। এরপর তা থেকে বারটি ঝরনা উৎসারিত হলো। অবশ্যয় প্রত্যেক জাতিই তাদের পানের স্থান জানল; এবং আমি তাদের উপর সেই মেঘমালার ছায়া দিয়েছিলাম; এবং আমি তাদের উপর সেই মান্না ও সেই সালওয়া পাঠিয়েছিলাম। 'খাও ভালো কিছু থেকে- যা আমি তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছি'; এবং তারা আমাকে জুলুম করে নি, কিন্তু তারা ছিল তাদের নিজেদেকেই জুলুমকরণে।

১৬১. এবং যখন তাদের প্রতি বলা হলো, 'এই জনপদে বসবাস কর এবং এ থেকে যেখানে তোমরা ইচ্ছে কর খাও; এবং বল, ক্ষমা প্রার্থী; এবং সকল দ্বারে প্রবেশ কর- এক সিজদাকরী। আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করব। আমি সেই উত্তম কর্মশীলদের জন্য অধিক বাড়িয়েও দেব'।

১৬২. এরপর তাদের প্রতি যা বলা হয়েছিল তাদের থেকে যারা জালিম তারা তার ভিন্ন- 'সেই কথা' বদলে ফেলল। এরপর আমি এই আকাশের মধ্য থেকে তাদের উপর এক দুর্যোগ পাঠালাম- তার প্রতিই, তারা যাতে জুলুমকরণে ছিল।

রুকূ ২১

১৬৩. এবং তাদেরকে সেই সমুদ্রের তীরবর্তী সেই জনপদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। যখন তারা 'সেই সাব্বাতের' (আল'সাবাতি السَّبْتِ: সেই শনিবারের) সীমালঙ্ঘন করল। তখন তাদের সাব্বাতে তাদের মাছ এক রীতিমাফিক আসত; এবং যেদিন তারা সাব্বাত করত না, তাদের কাছে তা আসত না। সেইরকমই আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম- তার প্রতিই, তারা যা অমান্যকরণে ছিল।

১৬৪. এবং যখন তাদের থেকে এক জাতি বলল, 'কেন তোমরা সেই এক জাতিকে সতর্ক করছ, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করতেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিতেন- কঠোর এক শাস্তি'? তারা বলল, 'তোমাদের রবের কাছে এক দায় মুক্তি; এবং যাতে তারা সাবধান হতে পারে'।

১৬৫. এরপর তা দিয়ে তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল- আমি যারা সকল মন্দে নিষেধ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করেছিলাম; এবং যারা জুলুম করছিল, আমি তাদেরকে এক নিকৃষ্ট শাস্তিসহ ধরলাম। তা দিয়েই- তারা যা অমান্যকরণে ছিল।

১৬৬. এরপর তাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছিল, যখন তারা তাতে তার প্রতি বিদ্রোহ করল- আমি তাদের জন্য বললাম, 'হও তুচ্ছ এক বানর'!

১৬৭. এবং যখন তোমার রব ঘোষণা দিলেন, 'তিনি পরম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের উপর তাকে নিশ্চিত পাঠাবেন- যে তাদেরকে মন্দ সকল শাস্তিতে আক্রান্ত করতে থাকবে'। নিশ্চয়ই তোমার রব নিশ্চিত সকল পরিণতিতে দ্রুত; এবং নিশ্চয়ই তিনি নিশ্চিত ক্ষমাশীল, দয়াময়।

১৬৮. এবং আমি তাদেরকে এই পৃথিবীর মধ্যে একেক জাতিতে বিচ্ছিন্ন করি। তাদের থেকেই পরম সৎকর্মশীল; এবং তাদের থেকেই তারই পাশে; এবং আমি তাদেরকে উত্তম সকল বিষয় ও মন্দ সকল বিষয়ের প্রতি পরীক্ষা করি- যাতে তারা ফিরতে পারে।

১৬৯. এরপর তাদেরই পরবর্তী থেকে খলিফারা খলিফা হয়। তারা এই কিতাবের ওয়ারিস হয়। তারা এর চরম অধঃপতনে পণ্য-সামগ্রী গ্রহণ করতে থাকে; তখন তারা বলে, 'আমাদের প্রতি ক্ষমা করা হবে'; এবং যদি তাদের কাছে তারই মতো আরও পণ্য-সামগ্রী আসে, তারা তাও গ্রহণ করতে থাকে। তাদের ওপরে কি এই কিতাবের অঙ্গীকার নেওয়া হয় নি যে, তারা আল্লাহ উপর পরম সত্য ছাড়া বলবে না; এবং যা এর মধ্যে, তারা অধ্যয়নও করেছে? কিন্তু যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরম আখিরাতের সেই বসতবাড়িই কল্যাণকর। এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার করবে না?

১৭০. এবং তাদের যারা এই কিতাবকে আঁকড়ে ধরে থাকে ও 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে, নিশ্চয়ই আমি- আমি সেই সকল সংশোধিতের পুরস্কার নষ্ট করি না।

১৭১. এবং যখন আমি তাদের ঊর্ধ্বে সেই পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম- তা এমন যেন সামিয়ানা; তখন তারা মনে করল তা এমন যে, তা তাদের প্রতি পড়ে যাবে। 'আমি তোমাদেরকে যা দিলাম, তা গ্রহণ কর; শক্তিসহ ধর এবং যা তার মধ্যে, তা স্মরণে রাখ- যাতে তোমরা সাবধান হতে পার'।

রুকূ ২২

১৭২. এবং যখন তোমার রব আদম সন্তানদের থেকে- তাদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরকে গ্রহণ করলেন; এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেওয়ালেন, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? তারা বলল, 'হ্যাঁ! আমরা সাক্ষ্য দিলাম'- তোমরা যেন না পরম কিয়ামতের দিনে বল, 'নিশ্চয়ই আমরা এ সম্পর্কে গাফিল ছিলাম'।

১৭৩. অথবা তোমরা বল, 'আগে থেকেই শুধুমাত্র আমাদের বাপদাদারা শরীক করেছে এবং আমরা তাদের পরবর্তী থেকে এক বংশধর। এরপরও কি আপনি আমাদেরকে তা দিয়েই ধ্বংস করবেন- যা সেই মিথ্যা কথকরা করেছিল'?

১৭৪. এবং আমি সকল আয়াত সেইরকমই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করি- যাতে তারা ফিরতে পারে।

১৭৫. এবং তাদের সামনে সে একজনের সংবাদ পাঠ কর- আমি যাকে আমার আয়াত দিয়েছিলাম। এরপর সে এর থেকে সরে যায়। এরপর সেই শয়তান তাকে অনুসরণ করে। এরপর সে চরম বিপথগামীদের মধ্যে হয়।

১৭৬. এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম, নিশ্চিত আমি এ দিয়ে তাকে উন্নীত করতাম। কিন্তু সে এই পৃথিবীর দিকে স্থায়ী বসতকারী হতে চায়; এবং সে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। এরপর তার উদাহরণ সেই কুকুরের এক উদাহরণের মতোই! যদি তুমি তার উপর বোঝা চাপাও সে জিহবার লালা ফেলে হাফায়; অথবা যদি তুমি তাকে ছেড়ে দাও, সে জিহবার লালা ফেলেই হাফায়। সেই-ই যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে- সেই সম্প্রদায়ের উদাহরণ। এরপর এই কাহিনী বর্ণনা কর- যাতে তারা চিন্তা করতে পারে।

১৭৭. তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে, সেই সম্প্রদায়ের উদাহরণ মন্দ হয়েছে। তখন তারা ছিল তাদের নিজেদেরকেই জুলুমকরণে!

১৭৮. আল্লাহ যাকে পথ দেখান, এরপর সে এই পথপ্রাপ্ত; এবং তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন, এরপর তারাই- তারা সব ক্ষতিগ্রস্ত।

১৭৯. এবং আমি অবশ্যয় এই জিন ও এই মানুষের মধ্য থেকে অনেককেই জাহান্নামের জন্য বহুগুণ করেছি। তাদের জন্য হৃদয়- তারা এ দিয়ে বোঝে না; তাদের জন্য চোখ- তারা এ দিয়ে দেখতে পারে না; এবং তাদের জন্য কান- তারা এ দিয়ে শোনে না। তারা পশুর মতো। বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই- তারা সব গাফিল।

১৮০.এবং আল্লাহর জন্যই পরম সুন্দর সকল নাম। এরপর 'এ' সহ তাঁকে ডাক; এবং যারা তাঁর নামগুলোর মধ্যে বিকৃত করে, তাদেরকে ত্যাগ কর। তাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে- তারা যা করছিল।

১৮১.এবং যাতে আমি জাতিগুলোকে সৃষ্টি করেছি, তার থেকেই তারা পরম সত্যের প্রতি পথ দেখায়; এবং তাসহই তারা সাম্য স্থাপন করে।

রুকূ ২৩

১৮২.এবং তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে, আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এক স্তরে নিয়ে যাই। সেখান থেকে তারা জানতে পারে না।

১৮৩.আমি তাদের জন্য অবকাশ দেই। নিশ্চয়ই আমার কায়দা বলিষ্ঠ।

১৮৪.তারা কি চিন্তা করে না যে, তাদের সাথীর সঙ্গে উম্মাদনা থেকে নেই? সে পরিষ্কার এক সতর্ককারী ছাড়া নয়।

১৮৫.তারা কি দেখে না যে, এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং আল্লাহ যা কিছু থেকে সৃষ্টি করেছেন, তা তাঁর সার্বভৌমত্বের মধ্যে? এবং সম্ভবত যে, তাদের মেয়াদের সিদ্ধান্ত নিকটবর্তী হচ্ছে। এরপর তারই পরবর্তীতে কিসের প্রতি হাদিসে (হাদীসিন حَدِيثٍ: কথা, বর্ণনা) তারা বিশ্বাস করবে?

১৮৬. আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত হতে দেন, এরপর তাদের জন্য পথপ্রদর্শক নেই। তখন তিনি তাদেরকে তাদের সীমালঙ্ঘনের মধ্যে অন্ধ হয়ে থাকতে ছেড়ে দেন।

১৮৭.তারা তোমাকে 'পরম সময়' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, 'কখন হবে এর স্থিরতা'? বল, 'এর জ্ঞান শুধুমাত্র আমার রবের কাছে। তিনি ছাড়া এর জন্য ওয়াক্ত- এ কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে তা ভার হয়ে আসবে। তখন তোমাদের কাছে 'এ' এক হঠাৎ ছাড়া আসবে না। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে- যেন তুমি এমন যে, এ সম্পর্কে এক ভালোভাবে অবহিত। বল, 'এর জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই'। কিন্তু এই মানুষের অধিকাংশই তা জানে না।

১৮৮. বল, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন ছাড়া- আমি আমার নিজের জন্যই এক লাভা-লাভের মালিক হই নি; এবং এক ক্ষতিরও নয়; এবং যদি আমি পরম অদৃশ্য জানতে পারতাম, আমি সকল কল্যাণের মধ্য থেকে তা বহুগুণে নিশ্চিত বাড়াতে পারতাম। তখন আমাকে কোনো মন্দই স্পর্শ করতে পারত না! যারা বিশ্বাস করে থাকে সেই এক সম্প্রদায় জন্য আমি সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া নই'।

রুকূ ২৪

১৮৯.তিনিই- যিনি একজন তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন- একজনই; এবং তিনি 'এ' থেকে এর যুগল বানিয়েছেন- যাতে সে এর কাছে বসবাস করতে পারে। এরপর যখন সে 'তাকে ঢেকে দেয়' (নারীবাচক), 'সে বহন করে' (নারীবাচক) হালকা এক ভার। 'এরপর সে' (নারীবাচক) তাসহ চলাফেরা করে। এরপর যখন সে (নারীবাচক) ভারী হয়, এরপর তারা দু'জনেই তাদের রব আল্লাহকে ডাকে, 'যদি আপনি আমাদেরকে এক সৎকর্মশীল দেন, নিশ্চিত আমরা সকল কৃতজ্ঞের মধ্যে হব'।

১৯০.এরপর যখন তিনি তাদেরকে এক সৎকর্মশীল দেন, তিনি তাদেরকে যা দিয়েছেন তারা তার মধ্যে তাঁর জন্য শরীক বানায়। তারা যা শরীক করে, আল্লাহ এরপর তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

১৯১. তারা কি তাদেরকে শরীক করে- যারা সৃষ্টি করে না কিছুই কিন্তু তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়?

১৯২.এবং তারা তাদের জন্য এক সাহায্যে সক্ষম হতে পারে না; এবং তারা তাদের নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না!

১৯৩. এবং যদি তোমরা তাদেরকে এই পথ-নির্দেশের দিকে ডাক, তারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদেরকে ডাক অথবা তোমরা এমন যে নিশ্চুপ- তোমাদের সামনে একই সমান।

১৯৪. নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যাদেরকে ডাক, তারা তোমাদেরই মতোই দাস। এরপর তারা তোমাদের প্রতি সাড়া দিক- যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৯৫. এবং তাদের জন্য কি পা- তারা এ দিয়ে হাটে; অথবা তাদের জন্য কি হাত- এ দিয়ে তারা ধরে; অথবা তাদের জন্য কি চোখ- এ দিয়ে তারা দেখে; অথবা তাদের জন্য কি কান- এ দিয়ে তারা শোনে? বল, 'তোমাদের শরীকদের ডাক, তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর; এবং আমাকে অবকাশ দিও না'।

১৯৬. 'নিশ্চয়ই আল্লাহই আমার অভিভাবক। তিনি একজন এই কিতাব নজিল করেছেন; এবং তিনিই সকল সৎকর্মশীলকে ফিরিয়ে থাকেন'।

১৯৭. এবং তোমরা তাঁর পাশ থেকে যাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের সাহায্যে সক্ষম হতে পারে না; এবং তারা তাদের নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।

১৯৮. এবং তুমি যদি তাদেরকে এই পথনির্দেশের দিকে ডাক, তারা শুনবে না; যখন তুমি তাদেরকে দেখ যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে- কিন্তু তারা দেখতে পারছে না।

১৯৯. 'পরম ক্ষমা পরায়ণতা আঁকড়ে ধর এবং পরম উত্তম আচরণসহ আদেশ দাও; এবং চরম অজ্ঞদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও'।

২০০. এবং তোমার কাছে যদি কুমন্ত্রণা আসে- সেই শয়তানের পক্ষ থেকে এক ফিসফিসানি, এরপর আল্লাহর প্রতি আশ্রয় চাও। নিশ্চয়ই তিনি শ্রোতা, জ্ঞাত।

২০১. নিশ্চয়ই যখন শয়তানের পক্ষ থেকে তাদেরকে মন্দ চিন্তা স্পর্শ করে- তখন তাদের যারা সাবধান হয়, তারা উপদেশ স্মরণ করে। এরপর তারা তখন দৃষ্টিসম্পন্ন।

২০২. কিন্তু তাদের ভাইয়েরা- তারা তাদেরকে চরম ভিন্ন কিছুর মধ্যে টানতে থাকে। তারপরও তারা ক্ষান্ত হয় না।

২০৩. এবং যখন তুমি তাদের কাছে আয়াতসহ যাও না; তারা বলে, 'কেন তুমি তা আনছ না'? বল, 'আমার রবের থেকে আমার প্রতি যা ওহি হয়, আমি শুধুমাত্র তা অনুসরণ করি। তোমাদের রবের থেকেই এ এক দূরদৃষ্টি; এবং যারা বিশ্বাস করে থাকে সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য এ এক পথ-নির্দেশ ও রহমত'।

২০৪. 'এই কুরআন যখন পাঠ করা হয়, এরপর এর প্রতি শুনতে থাক এবং মনোযোগ দাও - যাতে তোমারা রহমত পেতে পার'।

২০৫. 'এবং তোমার নিজের মধ্যের এক বিনয়ে ও এক শঙ্কায় ও সেই কথার মধ্য থেকে জাহিরের পাশাপাশি- প্রতি সকালে ও প্রতি সন্ধ্যার সাথে তোমার রবকে স্মরণ কর; এবং চরম গাফিলদের মধ্যে থাকবে না'।

২০৬.'নিশ্চয়ই তাদের যারা তোমার রবের সাথে- তারা তাঁর দাসত্ব থেকে অহংকার করে না; এবং তারা তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে; এবং তারা তাঁরই জন্য সিজদা করে'।

৮. সূরা আনফাল

৭৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. তারা তোমাকে 'এই সকল অতিরিক্ত' (আল'আনফা'লি الْأَنْفَال) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'এই সকল অতিরিক্ত আল্লাহ ও এই রাসূলের জন্য'। এরপর আল্লাহকে ভয় কর; এবং তোমাদের মাঝে যা আছে, তা সংশোধন কর; এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চল - যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

২. পরম বিশ্বাসী শুধুমাত্র তারাই, তাদেরকে যখন আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়- তাদের হৃদয়ে ভীতির সৃষ্টি হয়; এবং তাদের সামনে যখন তাঁর আয়াত পাঠ করা হয়, তা তাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়; এবং তাদের রবের উপরই তারা নির্ভর করে।

৩. তাদের যারা 'পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) 'স্থাপন করে' (ইউক্বিমূনা يُقِيمُونَ); এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তার থেকে তারা ব্যয় করে।

৪. তারাই- তারা এক সত্যিকার পরম বিশ্বাসী। তাদের রবের কাছে তাদের জন্য পদ মর্যাদা এবং এক ক্ষমা ও সম্মানজনক এক রিজিক।

৫. যেমন তোমার রব তোমাকে তোমার বাড়ি থেকে পরম সত্যসহ বের করেছিলেন; এবং নিশ্চয়ই সেই বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে একদল তা নিশ্চিত অপছন্দ করেছিল।

৬. তারা তোমার সাথে সেই সত্য সম্পর্কে বিতর্ক করছিল। 'তা' পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তারই পরবর্তীতে। তা এমন, যেন তাদেরকে সেই মৃত্যুর দিকে চালিত করা হচ্ছে এবং তারা তা তাকিয়ে দেখছিল!

৭. এবং আল্লাহ যখন তোমাদেরকে সেই দু'দলের একটিকে ওয়াদা করলেন- তা এমন, যা তোমাদের জন্য। তখন তোমরা পছন্দ করছিলে এমন যে, তোমাদের জন্য তার থেকে সেই স্বশস্ত্রদের ভিন্ন কিছু থাকবে। কিন্তু আল্লাহ চাইছিলেন যে, তিনি তাঁর কথা দিয়ে পরম সত্যকে সত্য করবেন এবং সেই অস্বীকারকারীদের গোঁড়া কেটে দেবেন।

৮. তিনি যাতে সত্যকে পরম সত্য প্রমাণ করতে পারেন; এবং মিথ্যা কথনকে চরম মিথ্যা কথন প্রমাণ করতে পারেন; যদিও সকল অপরাধীই তা অপছন্দ করে।

৯. এবং তোমরা যখন তোমাদের রবের সাহায্য চাইছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রতি সাড়া দিলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সকল ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে একের পর এক আগমনকারী এক হাজার দিয়ে মদদকারী'।

১০. এবং আল্লাহ 'তা' শুভ সংবাদ ছাড়া বানান না। তখন যাতে তোমাদের হৃদয় তাসহ তৃপ্তি পেতে পারে; এবং এই সাহায্য আল্লাহর কাছ থেকে ছাড়া নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবান, বিচক্ষণ।

রুকূ ২

১১. তিনি যখন তোমাদেরকে তাঁর থেকে এক নিরপাত্তার পরম বলয়ে ঢেকে দিলেন এবং তিনি তোমাদের উপর আকাশের মধ্য থেকে পানি বর্ষণ করতে থাকলেন, যাতে তিনি তা দিয়েই তোমাদেরকে পবিত্র করতে পারেন এবং তোমাদের থেকে সেই শয়তানের মন্দ বিষয় সরিয়ে দিতে পারেন; এবং যাতে তিনি তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করতে পারেন; এবং সকল পা স্থির রাখতে পারেন।

১২. যখন তোমাদের রব সেই ফেরেশ্‌তাদের প্রতি ওহি করলেন, 'আমি তোমাদের সঙ্গে। এরপর যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে শক্তিশালী কর'। 'যারা অস্বীকার করে আমি তাদের হৃদয়ের মধ্যে চরম আতংক ছুড়ে দেব। এরপর তাদের ঊর্ধ্বে সকল কাঁধে আঘাত কর; এবং আঘাত কর তাদের প্রতিটি আঙুলের অগ্রভাগে'।

১৩. সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে; এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করতে থাকে, এরপর আল্লাহ চরম পরিণতিতে নিশ্চয়ই কঠোর।

১৪. সেগুলোই! এরপর এর স্বাদ নাও; এবং এই যে, সকল অস্বীকারকারীর জন্য পরম আগুনের শাস্তি।

১৫. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যারা অস্বীকার করে, যখন তোমরা তাদের এক অগ্রবর্তীর সাক্ষাত করবে- এরপর তাদের দিকে সেই পিঠ ফেরাবে না।

১৬. এবং সেই দিন যুদ্ধের জন্য এক বিক্ষিপ্তকরণ অথবা এক সংযুক্তকরণে ছাড়া তাদের দিকে যে তার পিঠ ফেরায়- এরপর অবশ্যই তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অসন্তোষের প্রতি টানবে। তখন তার বাসস্থান জাহান্নাম। নিকৃষ্ট হবে সেই গন্তব্য।

১৭. এরপর তোমরা তাদেরকে হত্যা কর নি কিন্তু আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন; এবং তুমি যখন ছুড়ে মারছিলে- তুমি ছুড়ে মার নি। কিন্তু আল্লাহই তখন ছুড়েছিলেন, যাতে তিনি তাঁর থেকে এই সকল বিশ্বাসীকে উত্তম এক পরীক্ষায় পরীক্ষা করতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাত।

১৮. সেগুলোই; এবং এ এমন যে, আল্লাহ সকল অস্বীকারকারীর ষড়যন্ত্র দুর্বলকারী।

১৯. যদি তোমরা বিজয় চেয়ে থাক, এরপর তোমাদের কাছে অবশ্যই সেই বিজয় এসেছে; এবং যদি তোমরা থাম, এরপর তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর; এবং যদি তোমরা ফের, আমিও ফিরব। তখন তোমাদের থেকে তোমাদের দলবল এক কিছুই কাজে আসবে না- এমনকি যদি তোমরা হও বিপুল সংখ্যক; এবং এমন যে, আল্লাহ সকল বিশ্বাসীর সাথে।

রুকূ ৩

২০. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে মেনে চল; এবং তার থেকে মুখ ফেরাবে না- যখন তোমরা তা শুনছো'।

২১. 'এবং তাদের মতো হবে না; যারা বলে, আমরা শুনেছি- কিন্তু তারা শোনে না';

২২. নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতর সেই প্রাণী- সেই বধির ও সেই বোবা! তারাই- যারা আকল ব্যবহার করে না।

২৩. কিন্তু আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে এক কল্যাণ পেতেন, নিশ্চিত তিনি তাদেরকে শোনাতেন; এবং যদি তিনি তাদেরকে শোনানও- নিশ্চয়ই তারা মুখ ফিরিয়ে নেবে। তখন তারা পলায়নকারী।

২৪. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সাড়া দাও, যখন সে তোমাদেরকে ডাকে তার প্রতি- যা তোমাদেরকে উজ্জীবিত করে থাকে; এবং জেনে রাখ এমন যে, আল্লাহ সকল ব্যক্তি (আল'মারিই الْمَرْءِ) ও তাদের অন্তরের মাঝের আশেপাশেই আসেন; এবং তিনি এমন যে, তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে'।

২৫. এবং এক কঠিন এক পরীক্ষাতে (ফিতনাতান فِتْنَةً) সাবধান থাক। তোমাদের থেকে যারা জুলুম করে 'তা' এক বিশেষভাবে শুধু তাদেরকেই আক্রান্ত করবে না; এবং জেনে রাখ এমন যে, আল্লাহ কঠোর সকল পরিণতিতে।

২৬. স্মরণ কর যখন তোমরা এমন যে, এই পৃথিবীর মধ্যে অল্প, দুর্বল। তোমরা আশংকা করতে যে, এই মানুষ তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। এরপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিলেন। তিনি তাঁর সাহায্য দিয়ে তোমাদেরকে শক্তিশালী করলেন; এবং তিনি তোমাদেরকে সকল ভালো কিছুর মধ্য থেকে রিজিক দিলেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

২৭. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না; তখন তোমরা তোমাদের আমানতে বিশ্বাসঘাতকতা করলে- যখন তোমরা জান'।

২৮. 'এবং জেনে রাখ তা এমন যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি কঠিন পরীক্ষার বিষয় (ফিতনাতুন فِتْنَةٌ); এবং এমন যে, আল্লাহ-তার কাছেই সেরা পুরস্কার'।

রুকূ ৪

২৯. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তিনি তোমাদের জন্য এক ফুরকান বানাবেন। তখন তিনি তোমাদের থেকে

তোমাদের মন্দ কর্মগুলো দূর করে দেবেন; এবং তোমাদের প্রতি ক্ষমা করবেন; এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ সকল বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী'।

৩০. এবং যারা অস্বীকার করে, তারা যখন তোমার প্রতি ষড়যন্ত্র করেছিল- যাতে তারা তোমাকে বন্দী করতে পারে অথবা হত্যা করতে পারে; অথবা তোমাকে বহিষ্কার করতে পারে- তারা যখন ষড়যন্ত্র করছিল, তখন আল্লাহও কৌশল করছিলেন; এবং আল্লাহই শ্রেষ্ঠ সকল কৌশলে।

৩১. যখন তাদের সামনে আমার আয়াত পাঠ করা হয়; তারা বলে, 'অবশ্যয় আমরা শুনেছি। যদি আমরা ইচ্ছা করি নিশ্চিত আমরাও এর মতোই বলতে পারি! এ সেই পূর্বপুরুষদের উপকথা ছাড়া নয়'।

৩২. এবং যখন তারা বলেছিল, 'ও আল্লাহ! যদি 'এর তা' আপনার কাছ থেকে পরম সত্য হয়ে থাকে, এরপর আমাদের উপর এই আকাশের মধ্য থেকে এক শিলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন; অথবা আমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির প্রতি নিয়ে আসেন'।

৩৩. কিন্তু তুমি যখন তাদের মধ্যে, তখন আল্লাহ হতে পারেন না যে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন; এবং যখন তারা ক্ষমা চাইতে থাকে, আল্লাহ তখনও তাদেরকে শাস্তিদাতা হতে পারেন না।

৩৪. এবং তাদের জন্য কি যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না- যখন তারা এই মসজিদ আল'হারাম থেকে বাঁধা দিতে থাকে, যখন তারা এর অভিভাবক ছিল না? পরম সাবধানতা অবলম্বনকারীরা ছাড়া এর অভিভাবক নেই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

৩৫. এবং এই ঘরের কাছে 'তাদের যোগাযোগ' (স্বালাতুহুম صَلَاتُهُمْ: তাদের সালাত) এক শিস ও এক হাততালি ছাড়া ছিল না। তোমরা যা অস্বীকারকরণে ছিলে, এরপর তার প্রতি চরম শাস্তির স্বাদ নাও।

৩৬. নিশ্চয়ই তাদের যারা অস্বীকার করে, তারাও আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। এরপর তারা এ ব্যয় করতেই থাকবে। তারপর তাদের সামনে এ এক আক্ষেপ হবে। তারপর তাদেরকে পরাজিত করা হবে; এবং তাদের যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে জাহান্নামের দিকেই সমবেত করা হবে-

৩৭. আল্লাহ যাতে সকল ভালোর মধ্য থেকে সকল নিকৃষ্টকে পৃথক করতে পারেন। তখন তিনি সেই নিকৃষ্টদের এককে অপরের উপর রাখবেন। এরপর তাদের সকলকে একত্রে স্তূপকৃত করবেন। এরপর তাদেরকে জাহান্নামে মধ্যে রাখবেন। তারাই- তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত।

রুকূ ৫

৩৮. যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য বল, 'যদি তারা থামে, তাদের প্রতি ক্ষমা করা হবে। তা অবশ্যয় অতীত হয়েছে; এবং যদি তারা ফেরত যায়, এরপর সেই পূর্ববর্তীদের সুন্নাতগুলো অবশ্যই চলমান আছে'।

৩৯. এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত কঠিন পরীক্ষার বিষয় 'থাকে' (তাকূনা تَكُونَ) ও তারা আল্লাহর জন্য এই দ্বীনে থাকবে- তাদের প্রত্যেকেই। এরপর যদি তারা থামে, এরপর তারা যাসহ করে- নিশ্চয়ই আল্লাহ তার দ্রষ্টা।

৪০. এবং যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, এরপর জেনে রাখ এমন যে- আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক। নিয়ামতময় পরম অভিভাবক ও নিয়ামতময় পরম সাহায্যকারী!

দশম পারা

৪১. জেনে রাখ তা এমন যে, তোমরা যুদ্ধের মাঠের সম্পদের (গ্বানিমতুম غَنِمْتُمْ) থেকে কিছু পাবে। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কর- এরপর এমন যে, আল্লাহর জন্য তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ এবং এই রাসূলের জন্যও; এবং তার জন্যও- সেই নিকটজন ও সকল ইয়াতীম এবং চরম দুস্থ ও সেই পথের সব সন্তানদের; এবং আমি আমার দাসের উপর সেই পার্থক্য নির্ধারণী দিনে যখন সেই দুই দল সাক্ষাত করেছিল তা নাজিল করেছি; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

৪২. এবং যখন তোমরা সেই উপত্যকার দিকে সেই জমিনে ছিলে, তখন তারা সেই উপত্যকার সাথে সর্বশেষ প্রান্তে; এবং সেই উট আরোহী দল তোমাদের থেকে নিচুতে; তখন যদি তোমরা ওয়াদা করতে চাইতে, নিশ্চিত সেই ওয়াদার মধ্যে তোমরা মতবিরোধ করতে। কিন্তু আল্লাহ যাতে এক আদেশ পূর্ণকরণে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন- যারা ধ্বংস হওয়ার, এক পরিষ্কার প্রমাণের থেকে তাদেরকে ধ্বংস করার; এবং যারা জীবিত থাকার এক পরিষ্কার প্রমাণ থেকে তাদেরকে জীবিত রাখার জন্য; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ নিশ্চিত শ্রোতা, জ্ঞাত।

৪৩. এবং আল্লাহ তোমার স্বপ্নের মধ্যে তাদেরকে দেখালেন- তারা এক অল্প। যদি তিনি তোমাকে দেখাতেন- তারা এক বিপুল, নিশ্চিত তোমরা সাহস হারাতে; এবং নিশ্চিত তোমরা সেই আদেশ সম্পর্কে বিরোধিতা করতে। কিন্তু আল্লাহ শান্তি স্থাপন করেছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞাত যাসহ আছে সকল অন্তর।

৪৪. এবং যখন তিনি তোমাদেরকে তাদের প্রতি দেখালেন, তখন তোমাদের মোলাকাতে তোমাদের চোখের মধ্যে তারা এক অল্প; এবং তিনি তাদের চোখের মধ্যে তোমাদেরকে এক অল্প করলেন, যাতে আল্লাহ এক আদেশ পূর্ণকরণে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন; এবং আল্লাহর দিকেই সকল আদেশ ফিরে যায়।

রুকূ ৬

৪৫. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যখন তোমরা এক দলের সামনা-সামনি হও, এরপর দৃঢ়-স্থির থাক; এবং আল্লাহকে প্রচুর স্মরণ কর- যাতে তোমরা সফল হতে পার'।

৪৬. এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চল; এবং বিরোধ সৃষ্টি করবে না। তাহলে তোমরা সাহস হারাবে। তখন তোমাদের শক্তি ক্ষয় হবে; এবং ধৈর্য ধর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে।

৪৭. এবং যারা তাদের ঘরবাড়ি থেকে এক দম্ভভারে ও এই মানুষকে দেখাতে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করতে বের হয়েছিল- তোমরা তাদের মতো হবে না; এবং তারা যা করছিল, আল্লাহ তার প্রতি নিয়ন্ত্রণকারী।

৪৮. এবং তখন সেই শয়তান তাদের জন্য তাদের আমল শোভন করেছিল; এবং সে বলেছিল, 'আমি যখন তোমাদের জন্য পাশেই, আজ এই দিন এই মানুষের মধ্য থেকে কেউ-ই তোমাদের প্রতি বিজয়ী হবে না'। এরপর যখন সেই দুই দল পরস্পরকে দেখল, সে তার গোড়ালির উপর সরে পড়ল। তখন সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের থেকে দায় মুক্ত। নিশ্চয়ই আমি যা দেখি, তোমরা তা দেখ না। নিশ্চয়ই আমি- আমি আল্লাহকে ভয় করি; এবং আল্লাহ সকল পরিণতিতে কঠোর'।

রুকূ ৭

৪৯. এবং তখন সেই মুনাফিকরা ও যাদের হৃদয়ের মধ্যে রোগ- তারা বলল, 'তাদের দ্বীন তাদেরকে প্রতারিত করেছে'। কিন্তু যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবান, বিচক্ষণ।

৫০. এবং যদি তুমি দেখতে, এই ফেরেশতারা যখন যারা অস্বীকার করে তাদেরকে পূর্ণ করে দেয়- তারা তাদের মুখমণ্ডলে ও পিঠে আঘাত করতে থাকে, 'স্বাদ নাও পরম জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির'।

৫১. সেই-ই! তোমাদের হাত যাসহ আগে পাঠিয়েছিল; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সেই দাসদের প্রতি জুলুমসহ নন।

৫২. ফির'আওনের লোকজন ও যারা তাদের আগে থেকেই- তাদের অভ্যাসের মতোই তারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি অস্বীকার করে। এরপর আল্লাহ তাদের পাপ দিয়েই তাদেরকে আটক করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, সকল পরিণতিতে কঠোর।

৫৩. সেই-ই! আল্লাহ যা এক সম্প্রদায়ের উপর নিয়ামত করেছেন, তিনি তাদের প্রতি সেই নিয়ামতের এক পরিবর্তনকারী হতে পারেন না- যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের প্রতিই তা পরিবর্তন করে থাকে; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাত।

৫৪. ফির'আওনের লোকজন ও যারা তাদের আগে থেকেই- তাদের অভ্যাসের মতোই তারা তাদের রবের আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে। এরপর আমি তাদেরকে তাদের পাপ দিয়েই ধ্বংস করেছি; এবং আমি ফির'আওনের লোকজনকে ডুবিয়ে দিয়েছি- যখন তাদের প্রত্যেকেই জালিম ছিল।

৫৫. আল্লাহর কাছে নিশ্চয়ই নিকৃষ্টতর সেই প্রাণী তারাই- যারা অস্বীকার করে। এরপর তারা বিশ্বাস করতে পারে না।

৫৬. তারা- তাদের থেকে যাদেরকে তুমি অঙ্গীকার করেছ, তারপর তারা প্রতিবারের মধ্যেই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে; এবং তারা সাবধান হয় না।

৫৭. এরপর যদি তুমি তাদেরকে সেই যুদ্ধের মাঠে পাও, এরপর যারা তাদের খলিফা- তাদেরসহ ছত্রভঙ্গ করবে, যাতে তারা স্মরণে রাখতে পারে।

৫৮. যদি তুমি এক সম্প্রদায় থেকে এক বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর, এরপর তাদের প্রতিও সমানভাবে ছুড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ এই সকল বিশ্বাসঘাতককে পছন্দ করেন না।

রুকূ ৮

৫৯. এবং যারা অস্বীকার করে- তারা যেন হিসাব না করে যে, তারা এগিয়ে যেতে পারবে। নিশ্চয়ই তারা পালাতে পারবে না।

৬০. এবং তাদের জন্য শক্তি থেকে প্রস্তুত রাখ- যাতে তোমরা সক্ষম হও; এবং শক্তিশালী সকল ঘোড়া- তা দিয়ে আল্লাহর শত্রুদের ভয় ধরিয়ে দাও; এবং তাদের পাশ থেকে অন্যদেরকেও ও তোমাদের শত্রুদেরকেও। তোমরা তাদেরকে জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন; এবং আল্লাহর পথের মধ্যে তোমরা কিছু থেকে যা ব্যয় করবে, তোমাদের প্রতি তা পূরণ করা হবে; এবং তোমাদেরকে জুলুম করা হবে না।

৬১. কিন্তু তারা যদি শান্তির প্রতি ঝোঁকে, এরপর তুমিও এর প্রতি ঝোঁক; এবং তুমি আল্লাহর উপর নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রোতা, পরম জ্ঞানী।

৬২. যদি তারা চাইতে থাকে এমন যে, তারা তোমাকে প্রতারিত করবে- এরপর নিশ্চয়ই তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি- যিনি একজন তাঁর সাহায্য দিয়ে এবং এই সকল বিশ্বাসীদের দিয়ে তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।

৬৩. এবং তিনি তাদের হৃদয়ের মাঝে স্নেহ-সদ্ভাব দিয়েছেন। তুমি যদি যা এই পৃথিবীর মধ্যে, তা এক একত্রে ব্যয় কর- তুমি তাদের হৃদয়ের মাঝে স্নেহ-সদ্ভাব দিতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের হৃদয়ের মাঝে স্নেহ-সদ্ভাব দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমতাবান, বিচক্ষণ।

৬৪. 'ও তুমি এই নবী! তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তারাও- এই বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে'।

রুকূ ৯

৬৫. 'ও তুমি এই নবী! সকল বিশ্বাসীকে এই যুদ্ধের উপর উৎসাহিত কর। যদি তোমাদের থেকে ধৈর্যশীল কুড়িজন থাকে, তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে; এবং যদি তোমাদের থেকে এক'শ জন থাকে, তারা- যারা অস্বীকার করে তাদের মধ্য থেকে এক হাজারের উপর বিজয়ী হবে। তাদের প্রতি এমন যে, তারা এক সম্প্রদায় বোঝে না।

৬৬. আল্লাহ এখন তোমাদের থেকে হালকা করলেন; এবং তিনি জানেন এমন যে, তোমাদের মধ্যে এক দুর্বলতা। এরপর যদি তোমাদের থেকে এক'শত ধৈর্যশীল থাকে- তারা বিজয়ী হবে দু'শতে; এবং যদি তোমাদের থেকে এক হাজার থাকে- আল্লাহর অনুমতিসহ তারা বিজয়ী হবে দু'হাজারে; এবং আল্লাহ সকল ধৈর্যশীলের সাথে।

৬৭. নবীর জন্য হয় না যে, তার জন্য বন্দী থাকবে- যতক্ষণ না এই ভূমির মধ্যে যুদ্ধের দামামা নির্বাপিত হয়। তোমরা চাও এই দুনিয়ার ভোগ্য-পণ্য। কিন্তু আল্লাহ চান পরম আখিরাত; এবং আল্লাহ ক্ষমতাবান, বিচক্ষণ।

৬৮. যদি না আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব থাকত- যা অগ্রগামী হয়েছে, নিশ্চিত তার সম্পর্কেই তোমাদেরকে তা স্পর্শ করত। তোমরা কঠিন শাস্তি গ্রহণ করতে।

৬৯. এরপর তোমরা যুদ্ধের মাঠে এক বৈধ- এক ভালো কিছু যা পেয়েছ, তা থেকে খাও; এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ ১০

৭০. 'ও তুমি এই নবী! সেই সব বন্দীদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের হাতের মধ্যে- তাদের প্রতি বল, 'আল্লাহ যদি তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে এক কল্যাণ জেনে থাকেন, তোমাদের থেকে যা নেওয়া হয়েছে তিনি তোমাদেরকে তার থেকেও এক কল্যাণ দেবেন। তখন তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা করবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু'।

৭১. এবং যদি তারা তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা চাইতে থাকে, এরপর অবশ্যই তারা আগে থেকেই আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এরপরও আমি তাদের থেকেই তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

৭২. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করেছে ও হিজরত করেছে এবং তাদের সম্পদ দিয়ে ও তারা নিজেরাও আল্লাহর পথের মধ্যে কঠোর চেষ্টা করছে; এবং তাদেরকে যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করছে, তারাই- তারা একে অপরের বন্ধু; এবং যারা বিশ্বাস করে কিন্তু হিজরত করে নি, তোমাদের জন্য কিছু থেকেই তাদের অভিভাবকত্ব নয়- যতক্ষণ না তারা হিজরত করে; এবং যদি তারা এই দ্বীনের সম্পর্কে তোমাদের সাহায্য চায়, এরপর তোমাদের উপরই সেই সাহায্য। এক সম্প্রদায়ের উপর ছাড়া- তোমাদের মাঝে এবং যাদের মাঝে চুক্তি; এবং তোমরা যা কর- আল্লাহ তার প্রতি দ্রষ্টা।

৭৩. এবং তাদের যারা অস্বীকার করে- তারা একে অপরের বন্ধু। তোমরা এই পৃথিবীর মধ্যে 'তা' করা ছাড়া তোমরা কঠিন পরীক্ষা ও ফাসাদে থাকবে।

৭৪. এবং তাদের যারা বিশ্বাস করেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথের মধ্যে কঠোর চেষ্টা করেছে; এবং তারাও- যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারাই- তারা এক সত্যিকার পরম বিশ্বাসী। তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক রিজিক।

৭৫. এবং তাদের যারা পরবর্তী থেকে বিশ্বাস করেছে ও হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে কঠোর চেষ্টা করেছে, এরপর তারাও সেই রক্তের সম্পর্কৃত। আল্লাহর কিতাবের মধ্যে তাদের একে অন্যের নিকটতর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত।

৯. সূরা তাওবা

১২৯ আয়াত

১. তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে এই মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদেরকে ওয়াদা করেছিলে তাদের প্রতি দায় মুক্তি।

২. এরপর তোমরা এই পৃথিবীর মধ্যে চার মাস ঘুরে বেড়াও; এবং জেনে রাখ এমন যে, তোমরা আল্লাহর অব্যাহতিপ্রাপ্তি ভিন্নই; এবং এই যে, আল্লাহ সকল অস্বীকারকারীকে লাঞ্ছনাকারী।

৩. এবং 'এই বৃহত্তম' (আল'আকবরি الْأَكْبَرِ) হজ্জের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সকল মানুষের প্রতি আজান; এমন যে, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সকল মুশরিকদের থেকে দায় মুক্ত'। এরপর যদি তোমরা তওবা কর, এরপর তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর; এবং যদি তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, এরপর জেনে রাখ তোমরা এমন যে, তোমরা আল্লাহর অব্যাহতিপ্রাপ্ত ভিন্নই; এবং যারা অস্বীকার করে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির প্রতি শুভসংবাদ দাও-

৪. তাদেরকে ছাড়া- তোমরা এই মুশরিকদের মধ্যে যাদেরকে ওয়াদা করেছ। তারপর তারা তোমাদেরকে এক কিছুতেই কখনই কমতি করে নি; এবং তারা তোমাদের ওপর একবারও জাহির করে নি। এরপর তাদের প্রতি তাদের ওয়াদা তার মেয়াদ নিশ্চিতকরণ পর্যন্ত পূর্ণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল সাবধানীকে ভালোবাসেন।

৫. এরপর যখন সেই হারাম মাসগুলো চলে যাবে, এরপর তোমরা সেই মুশরিকদের তাদেরকে যেখানে পাবে হত্যা করবে; এবং তাদেরকে আটক করবে ও অবরোধ করবে; এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে বসে থাকবে। এরপর যদি তারা তওবা করে ও 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে এবং সেই জাকাত দেয়, এরপর তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৬. এবং যদি তোমার কাছে সেই মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ একজন নিরাপত্তা চায়, এরপর তাকে নিরাপত্তা দাও- যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর বাণী শোনে। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, এক সম্প্রদায় জানে না।

রুকূ ২

৭. কিভাবে আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে এই সকল মুশরিকদের প্রতি এক ওয়াদা হতে পারে? তাদেরটি ছাড়া- তোমরা যাদেরকে সেই মসজিদ আল হারামের কাছে অঙ্গীকার করেছিলে। এরপর তারা তোমাদের জন্য যা 'দণ্ডায়মান রাখে' (ইসতাক্বামূ اسْتَقَامُوا: প্রতিষ্ঠিত রাখে), এরপর তোমরাও তাদের জন্য তা দণ্ডায়মান রাখ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল সাবধানীকে ভালোবাসেন।

৮. কিভাবে? এবং যদি তারা তোমাদের উপর জাহির করতে পারত, তারা তোমাদের মাঝের এক আত্মীয়তার সম্মান দিত না এবং এক জামিনদারেরও নয়। তারা তাদের মুখ দিয়ে তোমাদেরকে খুশি রাখতে চায়। কিন্তু তাদের হৃদয় ফিরে থাকে; এবং তাদের অধিকাংশই নিশ্চিত অবাধ্য।

৯. তারা আল্লাহর আয়াত দিয়ে এক মূল্য বিনিময় করে- এক অল্পই! এরপর তারা তাঁর পথ থেকে সরিয়ে দেয়। তারা যা করছিল, নিশ্চয়ই তা মন্দ হয়েছে!

১০. তারা বিশ্বাসীদের মধ্যের এক আত্মীয়তাকে সম্মান দেয় না; এবং জামিনদারেরও নয়; এবং তারাই- তারা চরম সীমালঙ্ঘনকারী।

১১. এবং যদি তারা তওবা করে ও 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে এবং সেই জাকাত দেয়, এরপর এই দ্বীনের সম্পর্কে তারা তোমাদের ভাই; এবং আমি সেই সম্প্রদায়ের জন্য সকল আয়াত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করি- যারা জানতে চায়।

১২. এবং যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পরবর্তী থেকে তাদের শপথ ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে তাচ্ছিল্য করে, এরপর এই সকল অস্বীকার-প্রবণ ইমামদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। নিশ্চয়ই তারা- তাদের জন্য কোনো শপথ নেই, যাতে তারা থামতে পারে।

১৩. তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না- যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করে, যখন তারা এই রাসূলকে বহিষ্কার করার প্রতি সংকল্প করেছে এবং তারাই তোমাদের প্রতি প্রথম বার তা শুরু করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? এরপর আল্লাহই সত্য যে, তোমারা তাকেই ভয় করবে- যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

১৪. তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তখন তোমাদের হাত দিয়েই তাদেরকে শাস্তি দেবেন ও তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদের ওপরে তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন; এবং তিনি বিশ্বাসী এক সম্প্রদায়ের বুককে আরোগ্য করবেন।

১৫. এবং তিনি তাদের হৃদয়ের ক্ষোভ দূর করবেন; এবং আল্লাহ তার সামনে ফেরেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

১৬. অথবা তোমরা কি হিসাব করছ যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে- যখন আল্লাহ তাদেরকে জেনে নেন নি, তোমাদের থেকে কে কঠোর চেষ্টা করছে? এবং তারা আল্লাহর পাশ থেকে এক অন্তরঙ্গকে গ্রহণ করে নি; এবং তাঁর রাসূলেরও নয় এবং এই বিশ্বাসীদেরও নয়? এবং তোমরা যা করছ- আল্লাহ তার প্রতি অবহিত।

রুকূ ৩

১৭. এবং এই মুশরিকরদের জন্য হতে পারে না যে, তারা আল্লাহর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তারাই তাদের নিজেদের ওপরে সেই অস্বীকারের প্রতি সাক্ষী। তারা তাদের আমল মূল্যহীন করেছে; এবং তারা পরম আগুনের মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

১৮. যারা আল্লাহর প্রতি ও সর্বশেষ পরম দিনে বিশ্বাস করে এবং 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে ও সেই জাকাত দেয়- শুধুমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে; এবং তারা আল্লাহকে ছাড়া ভয় করে না। এরপর আশা করা যায় যে তারাই- তারা পথপ্রাপ্তদের মধ্যে হবে।

১৯. তোমরা কি এই সকল হাজীদেরকে পানি পান করানো ও এই মসজিদ আল'হারামের রক্ষণাবেক্ষণকে তারই মতো বানাবে- যে বিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতি ও পরম আখিরাতের পরম দিনে এবং সে আল্লাহর পথের মধ্যে কঠোর চেষ্টা করে? আল্লাহর কাছে তারা সমান হতে পারে না; এবং আল্লাহ চরম জালিম সেই সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

২০. যারা বিশ্বাস করেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথের মধ্যে তাদের সম্পদ দিয়ে ও তারা নিজেরাও কঠোর চেষ্টা করেছে- তারা আল্লাহর কাছে এক পদ মর্যদায় শ্রেষ্ঠতর; এবং তারাই- তারা পরম সফল।

২১. তাদের রব তাদেরকে তাঁর থেকে তাঁর রহমতের ও সন্তুষ্টির প্রতি সুসংবাদ দিচ্ছেন; এবং তাদের জন্যই বাগান। এর মধ্যে অশেষ নিয়ামত।

২২. তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী- এক অনন্তকাল। নিশ্চয়ই আল্লাহ- তাঁর কাছেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

২৩. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যদি তোমাদের পিতা ও ভাই এই বিশ্বাসের ওপরে চরম অস্বীকারকরণ পছন্দ করে, তবে তাদেরকে অভিভাবক গ্রহণ করবে না; এবং তোমাদের থেকে যে তাদের দিকে মুখ ফেরায়, এরপর তারাই- তারা চরম জালিম।

২৪. বল, 'তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তান এবং তোমাদের ভাই ও তোমাদের স্ত্রী এবং তোমাদের বন্ধু-স্বগোষ্ঠী; এবং তোমাদের সম্পদ- যা তোমরা অর্জন কর; এবং ব্যবসা-বাণিজ্য- তোমরা এর এক মন্দার ভয় কর; এবং বাসস্থান- এ তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে; তোমাদের কাছে যদি এসব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং তাঁর পথের মধ্যে কঠোর প্রচেষ্ঠার মধ্য থেকেও অধিক ভালোবাসার হয়- এরপর অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আদেশসহ আসেন। আল্লাহ চরম অবাধ্য সেই সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

রুকূ ৪

২৫. অবশ্যয় আল্লাহ তোমাদেরকে বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন; এবং হুনায়নের দিনেও- যখন তোমাদের আধিক্যের বিষয় তোমাদেরকে খুশি করেছিল। এরপর তোমাদের থেকে কিছুই কাজে আসে নি; এবং তোমাদের সামনে এই পৃথিবী তার দিকে এর বিস্তারে সঙ্কীর্ণ হয়েছিল। তারপর তোমরা পিছু হটলে- পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী।

২৬. এরপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর ও সেই সব বিশ্বাসীর উপর তাঁর প্রশান্তি নাজিল করলেন; এবং তিনি এক বাহিনী নাজিল করলেন- তোমরা তা কখনই দেখ নি। তখন তিনি যারা অস্বীকার করে তাদেরকে শাস্তি দিলেন; এবং সেই-ই সকল অস্বীকারকারীর পুরস্কার।

২৭. তারপর তারই পরবর্তী থেকে আল্লাহ ফিরলেন- তিনি যার উপর ইচ্ছা করলেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২৮. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! নিশ্চয়ই এই সকল মুশরিক অপবিত্র। এরপর তাদের এ বছরের পরবর্তী থেকে যেন তারা এই মসজিদ আল'হারামের কাছাকাছিও না হয়; এবং যদি তোমরা এক দারিদ্রতার ভয় কর, এরপর আল্লাহ- যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তিনি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে তোমাদের দ্রুতই অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

২৯. যাদেরকে সেই কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং সর্বশেষ পরম দিনের প্রতিও নয়; এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তারা হারাম তা করে না; এবং তারা দ্বীন গ্রহণ করে না- দ্বীনের পরম সত্যকে, তাদের সাথে যুদ্ধ কর- যতক্ষণ না তারা তাদের হাতে 'সেই জিজিয়া' (আল'জিজিয়াতা الْجِزْيَةَ: পুরুস্কার/প্রতিদান সংশ্লিষ্ট বিষয়) প্রদান করে। তখন তারা অবনমিত।

রুকূ ৫

৩০. এবং এই ইয়াহূদীরা বলে, 'উজায়র আল্লাহর পুত্র'; এবং এই খ্রিষ্টানরা বলে, 'এই মসীহ আল্লাহর পুত্র'। সেই-ই তাদের মুখ দিয়ে তাদের কথা। যারা আগে থেকেই অস্বীকার করেছে, তারা তাদের কথাগুলোর প্রতিধ্বনি করে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেন। এ এমন যে, তারা প্রতারিত হচ্ছে!

৩১. তারা আল্লাহর পাশ থেকে তাদের ধর্ম-যাজক ও সন্ন্যাসীদেরকে তাদের রব গ্রহণ করেছে; এবং এই মসীহ- মারইয়াম-পুত্রকেও। কিন্তু তাদেরকে এক ইলাহ- একজন ছাড়া কাউকে দাসত্ব করার জন্য আদেশ করা হয় নি। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। তারা যাকে শরীক করে, তিনি তার থেকে সুমহান।

৩২. তারা চাইতে থাকে যে, তাদের মুখ দিয়েই তারা আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে দেবে; যখন আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেন তা ছাড়া- যাতে তিনি তাঁর জ্যোতি পূর্ণ করেন; এমনকি যদি এই সকল অস্বীকারকারী তা অপছন্দ করেও।

৩৩. তিনি- যিনি একজন তাঁর রাসূলকে পর্থনির্দেশ ও দ্বীনের পরম সত্যসহ পাঠিয়েছেন, যাতে 'তা' সকল দ্বীন- তার প্রত্যেকটির উপর জাহির হতে পারে; এমনকি যদি সকল মুশরিক তা অপছন্দ করেও।

৩৪. ‘ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! নিশ্চয়ই এই সকল ধর্মযাজক ও এই সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকে অনেকেই মিথ্যা কথন দিয়ে এই মানুষের ধন-সম্পদ নিশ্চিত আত্মসাৎ করে। তখন তারা আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়; এবং তাদের যারা সেই সোনা ও সেই রুপা পুঞ্জিভূত করে এবং তারা তা আল্লাহর পথের মধ্যে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির প্রতি শুভসংবাদ দাও।

৩৫. সে দিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ‘এর উপর’ উত্তপ্ত করা হবে। এরপর এ দিয়ে তাদের কপালে ও তাদের পার্শ্বদেশে এবং তাদের পিঠে ছাপ দেওয়া হবে: ‘এই তা, তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য যা জমা করতে। এরপর তার স্বাদ নাও- তোমরা যা জমাকরণে ছিলে’।

৩৬. নিশ্চয়ই যে দিন তিনি এই আকাশ ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন- আল্লাহর কাছেই সকল মাসের সংখ্যা। আল্লাহর কিতাবের মধ্যে বার মাস। এর থেকে চারটি হারাম। সেই-ই এর পরম প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। এরপর তোমরা তার মধ্যে তোমাদের নিজেদেরকে জুলুম করবে না। কিন্তু এই মুশরিকদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করে; এবং জেনে রাখ এমন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল সাবধানীর সাথে।

৩৭. নিশ্চয়ই সেই স্থগিতকরণ, বর্ধিতকরণ- চরম অস্বীকারকরণের মধ্যে; এবং যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে তা দিয়েই বিভ্রান্ত করা হয়। তারা এক বছর তা বৈধ করে এবং তারা এক বছর তা হারাম করে থাকে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারাম করেছেন সে সংখ্যাগুলোতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এরপর আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা তা হালাল করে। তাদের জন্য মন্দ আমলগুলো শোভনীয় করা হয়েছে। আল্লাহ চরম অস্বীকারকারী সেই সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

রুকূ ৬

৩৮. ‘ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! কি হলো তোমাদের জন্য? যখন তোমাদের প্রতি বলা হয়, ‘এগিয়ে যাও আল্লাহর পথের মধ্যে’; তোমরা এই ভূমির দিকে ভারাক্রান্ত হয়ে ঝুঁকে পড়ছ। তোমরা কি পরম আখিরাতের তুলনায় এই দুনিয়ার এই জীবনে অধিক সন্তুষ্ট? এরপর এই দুনিয়ার এই জীবনের ভোগসামগ্রী পরম আখিরাতের মধ্যের এক অল্প ছাড়া নয়’।

৩৯. ‘যদি না তোমরা এগিয়ে যাও, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন- যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তি; এবং তিনি তোমাদের বদলে অপর এক ভিন্ন জাতিকে আনবেন, যখন তোমরা তাঁর এক কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; এবং আল্লাহই সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা’।

৪০. যদি না তোমরা তাকে সাহায্য কর, এরপর অবশ্যই আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন- যখন যারা অস্বীকার করে, তারা তাকে বহিষ্কার করেছিল। দু’জনের দ্বিতীয় জন! যখন তারা দু’জনেই সেই গুহার মধ্যে, তখন সে তার সাথীর প্রতি বলল, ‘দুঃখ করবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথেই’। এরপর আল্লাহ তার উপর তাঁর প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাকে তাঁর বাহিনীগুলো দিয়ে সহায়তা করলেন- তোমরা এ কখনই দেখ নি; এবং যারা অস্বীকার করেছিল তিনি তাদেরকে চরম নিচু ‘কথার বিষয়’ (কালিমাত্বা كَلِمَةَ) বানালেন; কিন্তু ‘কথার বিষয়’ যখন আল্লাহ - তিনি পরম উঁচু; এবং আল্লাহ ক্ষমতাবান, বিচক্ষণ।

৪১. ‘এগিয়ে যাও এক হালকাতে অথবা এক ভারি অবস্থায়; এবং তোমরা তোমাদের সম্পদ দিয়ে ও তোমরা নিজেরাও আল্লাহর পথের মধ্যে কঠোর চেষ্টা কর। সেই-ই তোমরা! তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে’!

৪২. যদি ভোগসামগ্রী এক নিকটবর্তী ও এক সহজ সফর হতো- নিশ্চিত তারা তোমাকে অনুসরণ করত। কিন্তু তাদের জন্য তা দীর্ঘ হলো- চরম দীর্ঘ; তখন তারা আল্লাহর নামে শপথ করে, ‘যদি আমরা সক্ষম হতাম, আমরা নিশ্চিত তোমাদের সাথে বের হতাম’। তারা তাদের নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে; এবং আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত মিথ্যাবাদী।

রুকূ ৭

৪৩. আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন! কি জন্য তুমি তাদের প্রতি অনুমতি দিয়েছ, যতক্ষণ না তারা তোমার প্রতি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছে- তাদের কারা, যারা সত্য কথা বলেছে? তখন তুমি জানতে পারতে সেই সকল মিথ্যাবাদীকে।

৪৪. যারা আল্লাহর প্রতি ও সর্বশেষ সেই দিনে বিশ্বাস করে, তারা তোমার অনুমতি চায় না। তারা তাদের সম্পদ দিয়ে ও তারা নিজেরাও তাতে কঠোর চেষ্টা করে যায়; এবং আল্লাহ জ্ঞাত সকল সাবধানীর প্রতি।

৪৫. শুধুমাত্র তারাই অনুমতি চায়, যারা আল্লাহর প্রতি ও সর্বশেষ সেই দিনে বিশ্বাস করে না; এবং তারা তাদের হৃদয়ে সন্দেহ পোষণ করে। এরপর তারা তাদের সন্দেহের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৪৬. এবং যদি তারা এই অগ্রযাত্রা চাইত, নিশ্চিত তারা এর জন্য এক প্রস্তুতিতে প্রস্তুত হতো। কিন্তু আল্লাহ তাদের উত্তোলন অপছন্দ করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে পিছনে ফেলে রাখলেন; এবং বলা হলো, ‘বসে থাক চরম স্থবিরদের সাথে’।

৪৭. যদি তারা বের হতো, তারা তোমাদের মধ্যে এক অস্বস্তি ছাড়া বাড়াত না; এবং তারা নিশ্চিত তোমাদের সেই বন্ধুদেরকে জন্ম দিত- যারা তোমাদেরকে চরম কঠিন পরীক্ষায় চাইতে থাকত। তোমাদের মধ্যেই তাদের প্রতি শ্রোতা। কিন্তু আল্লাহ সেই জালিমদের প্রতি জ্ঞাত।

৪৮. অবশ্যয় তারা আগে থেকেই সেই কঠিন পরীক্ষায়। তখন তারা তোমাদেরকে তোমাদের প্রতি সেই আদেশগুলো ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল- যতক্ষণ না পরম সত্য আসল ও আল্লাহর আদেশ জাহির হলো। যদিও তারা তা অপছন্দ করেছিল।

৪৯. এবং তাদের থেকে যে বলে, 'আমার জন্য এক অনুমতি দাও এবং আমাকে সেই কঠিন পরীক্ষায় ফেলবে না'- সাবধান! তারাই এই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়েছে; এবং নিশ্চয়ই জাহান্নাম সকল অস্বীকারকারীর প্রতি নিশ্চিত বেষ্টনকারী।

৫০. যদি তোমাকে উত্তম বিষয় ধরে, তা তাদেরকে কষ্ট দেয়; এবং যদি তোমাকে দুর্ভোগ ধরে; তারা বলে, 'অবশ্যই আমাদের বিষয় আমরা আগে থেকেই গ্রহণ করেছিলাম'। তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন তারা আনন্দিত।

৫১. বল, 'আল্লাহ আমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করেছেন, আমাদেরকে কখনই তা ছাড়া ধরবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক'; এবং এরপর সকল বিশ্বাসী আল্লাহর উপরই নির্ভর করুক।

৫২. বল, 'তোমরা কি আমাদের সাথের সেই দুটি পরম উত্তমের একটি ছাড়া অপেক্ষা করছ? এবং আমরা- আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর কাছ থেকে শাস্তিসহ ধরবেন অথবা আমাদের হাত দিয়েই। এরপর অপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান'।

৫৩. বল, 'তোমরা এক ইচ্ছায় অথবা এক অপছন্দেই ব্যয় কর, এরপর তোমাদের থেকে কখনই তা গ্রহণ করা হবে না। নিশ্চয়ই তোমরা- তোমরা নিশ্চিত অবাধ্য এক সম্প্রদায় হয়েছ'।

৫৪. এবং যখন তারা এমন যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অস্বীকার করে; এবং যখন তারা শিথিলতা ছাড়া 'পরম যোগাযোগে' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) আসে না; এবং যখন তারা অনিচ্ছুক ছাড়া ব্যয় করে না- তখন তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে যে, তাদের থেকে তাদের ব্যয় গ্রহণ করা হবে না।

৫৫. এরপর তোমাকে যেন না তাদের সম্পদ মুগ্ধ করে; এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও নয়। আল্লাহ শুধুমাত্র চান, যাতে তিনি তাদেরকে এ দিয়েই এই

দুনিয়ার এই জীবনের মধ্যে শাস্তি দিতে পারেন; এবং তারা যাতে তাদের নিজেদেরকেই ধ্বংস করতে পারে। তখন তারা অস্বীকারকারী।

৫৬. এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত তোমাদের থেকেই। কিন্তু তারা তোমাদের থেকে নয়; এবং তারা সম্প্রদায়গুলোকে নিশ্চিত বিভক্তকরণে থাকে।

৫৭. যদি তারা এক আশ্রয় অথবা গুহা অথবা প্রবেশের এক স্থান পেত, নিশ্চিত তারা তার দিকেই ফিরত। তখন তারা প্রাণপণে ছুটত!

৫৮. এবং তাদের থেকে যারা এই সাদাকা সম্পর্কে তোমার সমালোচনা করে, এরপর যদি তাদেরকে এর থেকে দেওয়া হয়- তারা সন্তুষ্ট হয়; এবং তাদেরকে যদি এর থেকে দেওয়া না হয়, তখন তারা রাগান্বিত হয়।

৫৯. এবং যদি তারা এমন হতো যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হতো; এবং বলত, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট! আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে ও তাঁর রাসূলও আমাদেরকে দেবেন। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই প্রতিই আশান্বিত'।

রুকূ ৮

৬০. শুধুমাত্র এই সাদাকা চরম দুস্থ-দরিদ্রদের ও চরম অভাবগ্রস্তদের জন্য এবং এর উপরে সকল কর্মচারী ও তাদের অন্তরে সেই আগ্রহান্বিতের; এবং সকল দাসের সম্পর্কে ও সকল ঋণগ্রস্ত এবং আল্লাহর পথ সম্পর্কে ও সেই পথের সন্তানদের। আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ফরজ; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

৬১. এবং তাদের থেকে যারা এই নবীকে আঘাত দেয়; এবং তারা বলে, 'সে কান কথার'। বল, 'তার কান তোমাদের জন্য কল্যাণকর। সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে এবং সে সকল বিশ্বাসীর প্রতি বিশ্বাস করে; এবং যারা তোমাদের থেকে বিশ্বাস করে- সে তাদের জন্য রহমত'; এবং তাদের যারা আল্লাহর রাসূলকে আঘাত করে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬২. তারা তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রতি শপথ করে, যাতে তোমরা সন্তুষ্ট হতে পার। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক হকদার যে, তারা তাকে সন্তুষ্ট করবে- যদি তারা হয় বিশ্বাসী।

৬৩. তারা কি জানে না তা এমন যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করছে? এরপর এমন যে, তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। সেই-ই চরম লাঞ্ছনা, চরম কঠিন।

৬৪. এবং এই মুনাফিকেরা ভয় করে যে, যা তাদের অন্তরের মধ্যে- যেন না তার খবর জানিয়ে তাদের উপর সূরা নজিল হয়! বল, 'বিদ্রূপ করতে থাক, তোমরা যা ভয় করছ- নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রকাশকারী'।

৬৫. এবং তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, নিশ্চিত তারা বলবে, 'আমরা শুধুমাত্র আমাদের কথার কথায় ও আমাদের খেলাধুলায় ছিলাম'। বল, 'তোমরা বিদ্রুপকরণে ছিলে! তা কি আল্লাহ ও তাঁর আয়াতকে এবং তাঁর রাসূলের প্রতি'?

৬৬. তোমরা বাহানা করবে না। তোমাদের বিশ্বাসের পরবর্তীতে তোমরা অবশ্যই অস্বীকার করেছ। আমি যদি তোমাদের থেকে তারই এক দলকে ক্ষমা করিও, আমি এক দলকে শাস্তি দেব। তাদের প্রতি এমন যে, তারা ছিল অপরাধী'।

রুকূ ৯

৬৭. সকল মুনাফিক পুরুষ ও সকল মুনাফিক নারী- তাদের একে অন্যের থেকে। তারা 'দুষ্টতার প্রতি' (বিল'মুনকারী بِالْمُنْكَرِ) আদেশ দেয় ও তারা 'সকল ন্যায়ের' (আল'মারূফি الْمَعْرُوفِ: পরম মমত্ববোধ/সঠিকত্ব) সম্পর্কে নিষেধ করে; এবং তারা তাদের হাত বদ্ধ রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। এরপর তিনি তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন। নিশ্চয়ই সেই মুনাফিকরা- তারা নিশ্চিত অবাধ্য।

৬৮. এবং আল্লাহ সকল মুনাফিক পুরুষ ও সকল মুনাফিক নারী এবং সকল অস্বীকারকারীকে জাহান্নামের আগুনের ওয়াদা করেছেন। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারি। তাই তাদের যথেষ্ট; এবং আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। তখন তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি-

৬৯. তাদের মতোই- যারা তোমাদের আগে থেকেই। তারা তোমাদের থেকে অধিক শক্তিশালী এক শক্তিমান এবং এক অধিক ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে ছিল। কিন্তু তারা তাদের সৃষ্টি দিয়েই ভোগ করেছিল। তোমাদের আগে থেকেই তারা যেমন তাদের সৃষ্টি দিয়েই ভোগ করেছিল- তোমরাও তোমাদের সৃষ্টি দিয়ে ভোগ করবে; এবং তারা বড়াই করত, তোমরাও তাদের মতোই বড়াই করছ। তারাই- তাদের আমল এই দুনিয়াতে ও পরম আখিরাতে মূল্যহীন হয়েছে; এবং তারাই- তারা পরম ক্ষতিগ্রস্ত।

৭০. তাদের কাছে কি তাদের খবর আসে নি- যারা তাদের আগে থেকেই? নূহের সম্প্রদায় এবং আদ ও সামূদের এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় ও মাদ্ইয়ান ও সেই উল্টানো নগরের সাথীদের? তাদের কাছে তাদের রাসূলরা পরিষ্কার প্রমাণসহ এসেছিল। এরপরও আল্লাহ তাদেরকে জুলুম করার প্রতি ছিলেন না। কিন্তু তারা তাদের নিজেদেরকেই জুলুমকরণে ছিল।

৭১. কিন্তু সকল বিশ্বাসী পুরুষ ও সকল বিশ্বাসী নারী- তারা একে অপরের বন্ধু। তারা পরম ন্যায়ের প্রতি আদেশ দেয়; এবং তারা চরম দুষ্টতা থেকে নিষেধ করে; এবং তারা পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে ও

তারা সেই জাকাত দেয়; এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে। তারাই- আল্লাহ তাদেরকে রহমত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবান, বিচক্ষণ।

৭২. আল্লাহ সকল বিশ্বাসী পুরুষ ও সকল বিশ্বাসী নারীকে বাগানের ওয়াদা করেছেন। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারি। তখন তারা অনন্তকাল বাগানগুলোর মধ্যে এক ভালো কিছুতে অবস্থান করবে; এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি শ্রেষ্ঠতর। সেই-ই! তা সর্বশ্রেষ্ঠ পরম সাফল্য।

রুকূ ১০

৭৩. 'ও তুমি এই নবী! এই অস্বীকারকারী ও এই মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোর চেষ্টা করে যাও এবং তাদের উপর কঠোর হও- যখন তাদের বাসস্থান জাহান্নাম; এবং এই গন্তব্য নিকৃষ্ট হবে'!

৭৪. তারা আল্লাহর নামে শপথ করে, 'তারা বলে নি'। কিন্তু তারা অবশ্যই চরম অস্বীকার-প্রবণতার কথা বলেছে; এবং তারা 'তাদের ইসলাম গ্রহণের' (ইস'লামিহিম الْمَعْرُوفِ: তাদের ইসলামের/আত্মসমর্পনের) পরবর্তীতে অস্বীকার করেছে। তখন তারা যার প্রতি সংকল্প করেছিল, তারা কখনই তাতে পৌঁছাতে পারে নি; এবং তারা প্রতিশোধ নেয় না তা ছাড়া যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেছিলেন! এরপর যদি তারা তওবা করে- তাদের জন্য এ হবে কল্যাণকর; এবং যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহ তাদেরকে এই দুনিয়ায় মধ্যে ও পরম আখিরাতে শাস্তি দেবেন- যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তি; এবং তাদের জন্য এই পৃথিবীর মধ্য থেকে অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

৭৫. এবং তাদের থেকে যারা আল্লাহকে অঙ্গীকার করেছিল, 'যদি তিনি আমাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে দেন, নিশ্চয়ই আমরা সাদাকা দেব এবং নিশ্চিত আমরা সকল সৎকর্মশীলের মধ্যে হব'-

৭৬. এরপর যখন তিনি তাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে দিলেন, তারা তার প্রতি কৃপণতা করল; এবং তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন তারা পলায়নকারী।

৭৭. এরপর তিনি তাদের সমাপ্তি টানলেন- তাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই দিন পর্যন্ত এক কপটতা। যখন তারা আল্লাহকে যে ওয়াদা করেছিল তারা যা খেলাপ করল, তখন তারা তাঁর সাথে তাসহই সাক্ষাত করবে; এবং তাসহই তারা মিথ্যা বলাতে ছিল।

৭৮. তারা কি জানত না এমন যে, আল্লাহ তাদের গোপনীয়তা ও তাদের গোপন পরামর্শ জানেন; এবং এমন যে, আল্লাহ সকল অদৃশ্য জ্ঞাত?

৭৯. তাদের যারা এই সাদাকা সম্পর্কে এই বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে সেই স্বতঃপ্রণোদিত; এবং যারা তাদের কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া পায় না তাদেরকে সমালোচনা করে; এরপর তাদের থেকে যারা তাদেরকে বিদ্রূপ করে- আল্লাহ তাঁর থেকে তাদেরকেই বিদ্রূপ করবেন; এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৮০. তোমরা তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে পার অথবা তাদের জন্য তোমরা না-ই ক্ষমা চাও- তাদের জন্য তোমরা যদি সত্তুর বারও ক্ষমা চাও, আল্লাহ এরপরও তাদের প্রতি কখনই ক্ষমা করবেন না। সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, তারা আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতি অস্বীকার করে; এবং আল্লাহ চরম অবাধ্য সেই সকল সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

রুকূ ১১

৮১. যখন তারা আল্লাহর পথের মধ্যে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে এবং তারা নিজেরা কঠোর চেষ্টা করতে অপছন্দ করল, তারা তখন আল্লাহর রাসূলের পিছনে অবস্থানে সেই পশ্চাৎপদ- তাদের স্থবিরতার প্রতি আনন্দ করল; এবং তারা বলল, 'এই উত্তাপের মধ্যে অগ্রসর হবে না'। বল, 'জাহান্নামের আগুন এক উত্তাপে অধিক কঠোর- যদি তারা উপলব্ধিকরণে থাকে'!

৮২. এরপর তাদেরকে এক অল্পই হাসতে দাও। তখন তারা এক প্রচুর কাঁদতে থাকবে। তারা যা অর্জনকরণে ছিল- তার প্রতি এক পুরস্কার।

৮৩. এরপর আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের থেকে এক দলের কাছে ফেরত আনেন, এরপর যদি তারা বের হওয়ার জন্য তোমার অনুমতি চায়- এরপর বলবে, 'আমার সঙ্গে তোমরা কখনই বের হবে না- চিরকালেও; এবং তোমরা আমার সাথে থেকে এক শত্রুর বিরুদ্ধে কখনই যুদ্ধ করবে না। নিশ্চয়ই তোমরা প্রথম বার সেই স্থবিরতার প্রতিই সন্তুষ্ট ছিলে। এরপর সেই উত্তরসূরীদের সাথেই বসে থাক'।

৮৪. তাদের থেকে যারা মারা যায়, তোমরা তাদের একজনের উপরও কখনই শান্তি কামনা করবে' (তুস্বাল্লি تُصَلِّ: তোমরা সালাত/যোগাযোগ করবে) না। তোমরা তার কবরের সামনেও দাঁড়াবে না। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অস্বীকার করেছে; এবং তারা মারা গেছে, যখন তারা নিশ্চিত অবাধ্য।

৮৫. এবং তোমাকে যেন না তাদের সম্পদ ও তাদের সন্তান-সন্ততি মুগ্ধ করে। আল্লাহ শুধুমাত্র চান যে, তিনি তাদেরকে তা দিয়েই এই দুনিয়ার মধ্যে শাস্তি

দেবেন; এবং যখন তারা অস্বীকারকারী, তখন তারা তাদের নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে।

৮৬. এবং যখন সূরাগুলো নাজিল হয় যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কর এবং তাঁর রাসূলের সাথে কঠোর চেষ্টা কর, তখন তাদের মধ্যের সেই সম্পদশালী লোকজন- তারা তোমার অনুমতি চায়! তখন তারা বলে, 'আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা এই স্থবিরদের সাথেই থাকি'।

৮৭. তারা তাদের সাথে থাকতেই সন্তুষ্ট হলো- সেই পিছনে অবস্থানকারীদের সাথেই। তখন তাদের হৃদয়ের উপর সিল-গালা করা হয়েছে। এরপর তারা বুঝতে পারে না।

৮৮. কিন্তু এই রাসূল ও তার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে- তারা তাদের সম্পদ দিয়ে ও তারা নিজেরাও আল্লাহর পথের মধ্যে কঠোর চেষ্টা করেছে; এবং তারাই- তাদের জন্য পরম কল্যাণ; এবং তারাই- তারা পরম সফল।

৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য বাগান প্রস্তুত করেছেন। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। সেই-ই পরম সফলতা, সর্বশ্রেষ্ঠ।

রুকূ ১২

৯০. এবং এই আরবদের মধ্যের সেই বাহানাকারীরা আসল- যাতে তাদের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়! তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা বলেছিল। তখন তারাও বসে থাকল। তাদের থেকে যারা অস্বীকার করেছে- তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তিতে ধরবে।

৯১. চরম দুর্বলদের উপর অপরাধ নেই ও সেই অসুস্থদের উপরও নেই এবং যারা কি তারা ব্যয় করবে, তা পায় না- তাদের উপরও নয়, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আন্তরিক হয়। উত্তম কর্মশীলদের উপর কোনো উপায় থেকে নয়; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৯২. এবং তাদের উপরও নয়- যারা তোমার কাছে তখন যাতে এসেছিল, যাতে তুমি তাদেরকে বাহন দিতে পার। তুমি বলেছিলে, 'যা তার উপর তোমাদেরকে বহন করবে, আমি তা পাচ্ছি না'। তারা ফিরে গেল। তাদের চোখে সেই অশ্রুর মধ্য থেকে এক দুঃখ প্রবাহিত হলো। তখন তারা যা ব্যয় করতে পারে তা পায় নি।

৯৩. এই অভিযোগ শুধুমাত্র তাদের উপর, যারা তোমার অনুমতি চায়- যখন তারা অভাবমুক্ত। তারা সন্তুষ্ট তাদের সাথে থাকতে- সেই পশ্চাৎপদদের সাথে। আল্লাহ তখন তাদের হৃদয়ের উপর সিল-গালা করে দেন। এরপর তারা জানতে পারে না।

৯৪. যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরবে, তারা তোমাদের কাছে অজুহাত দেখাতে থাকবে। তোমরা বলবে, 'অজুহাত দেখিও না। আমরা তোমাদেরকে কখনই বিশ্বাস করব না। আল্লাহ অবশ্যয় আমাদেরকে তোমাদের খবর থেকে খবর জানিয়ে দিয়েছেন; এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের কর্ম দেখবেন। এরপর তোমাদেরকে পরম অদৃশ্য ও পরম প্রকাশ্যের জ্ঞাতের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এরপর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতি খবর দেবেন, তোমরা যা আমলকরণে ছিলে।

৯৫. যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরবে, তারা তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রতি শপথ করবে- যাতে তোমরা তাদের থেকে ফিরে থাক। এরপর তাদের থেকে ফিরে যাক। নিশ্চয়ই তারা মন্দ। তখন তাদের বাসস্থান জাহান্নাম- এক পুরস্কার তার প্রতি- তারা যা অর্জনকরণে ছিল।

৯৬. তোমাদের জন্য তারা শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। এরপর যদি তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, এরপরও আল্লাহ নিশ্চিত অবাধ্য সেই সম্প্রদায়ের প্রতি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন না।

৯৭. এই সকল আরব এক অস্বীকার প্রবণতায় ও এক কপটতায় এবং দেওয়ালবদ্ধ থাকাতে অধিক শক্তিশালী। তারা তার ফলে আল্লাহ যা তাঁর রাসূলের উপর নাজিল করেছেন- তার সীমাগুলো জানতে পারে না; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

৯৮. এবং এই আরবদের মধ্যের তারা যা ব্যয় করে, তারা তা গ্রহণ করে এক ক্ষতি; এবং তারা তোমাদের প্রতি চরম বিপর্যয়ের অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু তাদের উপরই চরম মন্দ বিপর্যয়। আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাত।

৯৯. এবং এই আরবদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ও সর্বশেষ সেই দিনে বিশ্বাস করে; এবং তারা যা ব্যয় করে, তারা তা আল্লাহ ও এই রাসূলের কাছে 'কুরবানির বিষয়' (কুরবাতিন قُرُبَاتٍ: নৈকট্যলাভের উপায়) এবং 'যোগাযোগের বিষয়' (ওয়া-স্বালাওয়াতি وَصَلَوَاتِ: এবং সালাতের বিষয়) হিসাবে গ্রহণ করে। লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই তাদের জন্য এ কুরবানির বিষয়ই। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ ১৩

১০০. এবং তারাই সকল অভিবাসী ও সকল সাহায্যকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম সেই অগ্রগামী; এবং যারা উত্তম কাজসহ তাদেরকে অনুসরণ করেছে- আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট; এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট; এবং তিনি তাদের জন্য

বাগান প্রস্তুত করেছেন। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী- অনন্তকাল। সেই-ই পরম সফলতা, সর্বশ্রেষ্ঠ।

১০১. এবং এই আরব- তাদের মধ্য থেকে এবং এই মদীনার লোকজনের মধ্য থেকে যারা তোমাদের আশপাশের মুনাফিক, তারা চরম প্রতারণার ওপরে দক্ষতা দেখায়। তুমি তদেরকে জান না। আমি তদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দুইবার শাস্তি দেব। তারপর তারা কঠিন শাস্তির দিকে ফিরে যাবে।

১০২. এবং অন্যেরা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে। তারা এক সৎ কাজে অপর এক মন্দ মিশিয়েছিল। সম্ভবত যে, আল্লাহ তাদের সামনে ফিরবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১০৩. তাদের সম্পদ থেকে এক সাদাকা গ্রহণ করে তাদেরকে পবিত্র কর; এবং এ দিয়ে তাদেরকে পরিশুদ্ধ কর; এবং তাদের উপর 'শান্তি কামনা কর' (ওয়া-স্বাল্লি وَصَلِّ: এবং যোগাযোগ কর)। নিশ্চয়ই তাদের জন্য তোমার যোগাযোগ (স্বালাতাকা صَلَاتَكَ) স্বস্তিদায়ক। আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাত।

১০৪. তারা কি জানে না এমন যে, আল্লাহ- তিনি তাঁর দাসদের থেকে সেই তওবা কবুল করেন এবং তিনি সেই সাদাকা গ্রহণ করেন; এবং এই যে আল্লাহ পরম তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু?

১০৫. এবং বল, 'করতে থাক! এরপর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ও এই বিশ্বাসীরা তোমাদের আমল দেখবেন; এবং তোমাদেরকে সকল অদৃশ্য ও সকল প্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাত-এর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এরপর তিনি তোমাদেরকে তাসহই খবর দেবেন- তোমরা যা করছিলে।

১০৬. এবং অপরেরা আল্লাহর আদেশের জন্য আশাবাদী- তিনি তাদেরকে শুধুমাত্র শাস্তি দেবেন অথবা তিনি শুধুমাত্র তাদের সামনে ফিরবেন; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

১০৭. এবং এই সকল বিশ্বাসীর মাঝের যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে আগে থেকেই যুদ্ধ করেছে- তাদের যারা এক মসজিদকে তাদের জন্য এক ক্ষতি এবং এক অস্বীকার ও এক বিভেদ এবং এক ঘাঁটি হিসাবে গ্রহণ করেছে; তখন তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, 'আমরা পরম সৌহার্দ্য ছাড়া চাই না'। আল্লাহ তখন সাক্ষ্য দেন, 'নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত মিথ্যুক'।

১০৮. তুমি 'এর মধ্যে' কখনই দাঁড়াবে না। নিশ্চিত মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই পরম তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়। তুমি তার মধ্যে দাঁড়াবে। তাই অধিক হকদার। তার মধ্যেই পুরুষেরা- যারা ভালোবাসে যে, তারা পরিশুদ্ধ হবে; এবং আল্লাহ এই পরিশুদ্ধদের ভালোবাসেন।

১০৯. এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কে কল্যাণকর- যে তার নির্মাণের ভিত্তি সাবধানতা ও সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে; অথবা যে তার নির্মাণের ভিত্তি ধ্বংসম্মুখ এক খাদের কিনারায় স্থাপন করে, এরপর যা তাকেসহ জাহান্নামের আগুনের মধ্যে ধ্বসে পড়ে? আল্লাহ চরম জালিম সেই সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

১১০. তারা তাদের হৃদয়ের মধ্যে এক সন্দেহে সেই যা নির্মাণ করেছে, তাদের নির্মাণ থামবে না তা ছাড়া- যা কেটে ফেলবে তাদের হৃদয়। আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

রুকূ ১৪

১১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ এই সকল বিশ্বাসীর পক্ষ থেকে তাদের নিজেদেরকে ও তাদের সম্পদ কিনে নিয়েছেন। তাদের জন্য তা দিয়েই পরম বাগান। তারা আল্লাহর পথের মধ্যে যুদ্ধ করে এবং তারা হত্যা করে ও তারা নিহত হয়। সেই তাওরাতের মধ্যে ও সেই ইনজীলে এবং এই কুরআনে তাদের উপর ওয়াদা এক সত্য; এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কে তাঁর ওয়াদার প্রতি পূর্ণতা দেয়? এরপর তার যা তোমারা লেনদেন করেছ- তোমাদের লেনদেনের প্রতি আনন্দিত হও; এবং সেই-ই তার পরম সাফল্য, সর্বশ্রেষ্ঠ।

১১২. এই সকল তওবাকারী, এই সকল দাস, এই সকল প্রশংসাকারী, এই সকল বিচরণকারী, এই সকল রুকূ'কারী, এই সকল সিজ্‌দাকারী, পরম ন্যায়ের প্রতি এই সকল আদেশদাতা এবং সকল দুষ্টকাজে এই সকল নিষেধকারী; এবং আল্লাহর সীমার প্রতি এই সকল হেফাজতকারী; এবং শুভসংবাদ দাও এই সকল বিশ্বাসীকে।

১১৩. এবং তাদের জন্য যা পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে তারই পরবর্তী থেকে এই নবীর জন্য এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্যও হতে পারে না যে, তারা এই মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এমনকি তারা নিকট লোকজনও হয়। তারা এমন যে, সেই জ্বলন্ত আগুনের সাথী।

১১৪. এবং ইবরাহীম তার পিতার জন্য তার ক্ষমা প্রার্থনায় ছিল না তা ছাড়া যে, তা এক নির্ধারিত ওয়াদা! সে তার প্রতি এ ওয়াদা করেছিল। এরপর যখন তার প্রতি পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হলো এমন যে, সে আল্লাহর জন্য শত্রু- সে তার থেকে মুক্ত হলো। নিশ্চয়ই ইবরাহীম নিশ্চিত সহানুভূতিশীল ও সহনশীল।

১১৫. এবং যখন আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখিয়েছেন, তারই পরবর্তীতে তিনি এক সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করার জন্য নন, যতক্ষণ না তিনি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা

করে থাকেন- কিসে তারা সাবধান হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত।

১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ- তাঁর জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব। তিনি জীবন দেন ও তিনি মৃত্যু ঘটান; এবং আল্লাহর পাশ থেকে তোমাদের জন্য অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।

১১৭. আল্লাহ অবশ্যই এই নবী ও এই সকল অভিবাসী এবং এই সকল সাহায্যকারীর সামনে ফিরেছেন। তারাই- যারা 'তাকে' চরম সংকটের সময়ের মধ্যে অনুসরণ করেছিল। তারই পরবর্তী থেকে, যা তাদের থেকে এক দলের হৃদয় প্রায়ই ভেঙে ফেলেছিল। তারপর তিনি তাদের সামনে ফিরলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল, দয়ালু।

১১৮. এবং সেই তিনজনের উপর- যারা পিছনে পড়ে ছিল; এই পৃথিবী বিস্তৃর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যে পর্যন্ত না তা তাদের সামনে সঙ্কীর্ণ হয়েছিল; এবং তাদের সামনে তারা নিজেরাও সঙ্কীর্ণ হয়েছিল; এবং তখন তারা উপলব্ধি করছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে ছাড়া আশ্রয় নেই। তারপর তিনি তাদের সামনে ফিরলেন- যাতে তারাও ফিরতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনি পরম ফিরনেওয়ালা, পরম দয়ালু।

রুকূ ১৫

১১৯. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহকে ভয় কর; এবং তোমরা সকল সত্যবাদীর সাথে থাকবে।

১২০. এই মদীনার লোকজনের জন্য ও এই আরবদের মধ্য থেকে যারা তার আশপাশে- তাদের জন্য এ হতে পারে না যে, তারা আল্লাহর রাসূলের থেকে পিছনে পড়ে থাকবে; এবং তারা তাদের নিজের থেকে তাদের নিজেদের প্রতি আকাঙ্ক্ষাও করবে না। সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, আল্লাহর পথের মধ্যে তাদেরকে পিপাসা আক্রান্ত করবে না এবং ক্লান্তিবোধও নয় এবং ক্ষুধাও নয়; এবং সেই অস্বীকারকারীদেরকে যা রাগান্বিত করে, তাতে তারা পদক্ষেপ নেয় না- একটি পদক্ষেপও এবং তারা শত্রুদের থেকে অধিগ্রহণ করে না- একটি অধিগ্রহণও- তা লিখিত হওয়া ছাড়া। তাদের জন্য তা দিয়েই আমল। এক সৎ কাজ। নিশ্চয়ই আল্লাহ এই উত্তম কর্মশীলদের পুরস্কার হারিয়ে যেতে দেন না।

১২১. এবং তারা ব্যয় করে না এক ব্যয়- এক ছোট কিছুও নয় ও এক বড় কিছুও নয়; এবং তারা অতিক্রম করে না এক উপত্যকা- তাদের জন্য তা কিতাবে লিখিত হওয়া ছাড়া, যাতে তারা যা করছিল, আল্লাহ তাদেরকে তাতে উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন।

১২২. এবং এই বিশ্বাসীরা- তারা যাতে অগ্রসর হয়ে থাকে, সকলে একত্রে হবে না। এরপর প্রত্যেকের থেকে কেন দলগুলো হয় না- যারা অগ্রসর হবে? তাদের থেকেই দল- যাতে তারা এই দ্বীন সম্পর্কে বুঝতে পারে; এবং তারা যখন তাদের নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা যাতে তাদেরকে সতর্ক করতে পারে- যাতে তারা হুঁশিয়ার হতে পারে?

রুকূ ১৬

১২৩. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! এই সকল অস্বীকারকারীর মধ্য থেকে যারা তোমাদের অভিমুখী হয়- তাদের সাথে যুদ্ধ কর; এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে এক কঠোরতা পায়। জেনে রাখ এমন যে, আল্লাহ সকল সাবধানীর সাথে'।

১২৪. এবং যখন তাতে সূরা নাজিল হয়, এরপর তারা তাদের থেকেই বলে, 'তোমাদের কার তা বাড়িয়েছে- এতে তার এক বিশ্বাস'? যারা বিশ্বাস করে, এরপর তারা এর মধ্যেই। এরপর এ তাদেরকে এক বিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়; এবং তারা আনন্দিত হয়।

১২৫. এবং এর মধ্যে তারাও- যাদের হৃদয়ের মধ্যে এক অসুখ। এরপর এ তাদেরকে তাদের কদর্যতার সাথে এক কদর্যতা বাড়িয়ে দেয়; এবং তাদের মৃত্যু হয় যখন তারা অস্বীকারকারী।

১২৬. তারা কি দেখে না তারা এমন যে, তারা প্রত্যেক বছরের মধ্যেই একবার অথবা দু'বার কঠিন পরীক্ষায় পড়ছে? তারপরও তারা ফেরে না; এবং তারা উপদেশও গ্রহণ করে না।

১২৭. এবং যখনই তাতে সূরা নাজিল হয়- তারা তাদের একে অপরের দিকে তাকায়, 'তোমরা কি দেখছ একজন থেকে'? তারপর তারা ফিরে যায়। আল্লাহ তাদের হৃদয়কে ফিরিয়ে দেন। তাদের প্রতি এমন যে, তারা এক সম্প্রদায় বুঝতে পারে না।

১২৮. অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের নিজেদের থেকেই রাসূল এসেছে। তোমাদের সামনের আকাঙ্খা- যা তোমাদেরকে বিপদে ফেলে, সে তার উপর ক্ষমতাবান, সকল বিশ্বাসীর প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু।

১২৯. এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়; এরপর বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি; এবং তিনিই পরম আরশের রব- সর্বশ্রেষ্ঠ'।

১০. সূরা ইউনুস

১০৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো পরম প্রজ্ঞাপূর্ণ এই কিতাবের আয়াত।

২. মানুষের জন্য এ কি এক আশ্চর্য যে, আমি তাদের থেকেই এক পুরুষের কাছে ওহি করেছি যে, 'এই মানুষকে সতর্ক কর; এবং যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে সুসংবাদ দাও। তা এমন যে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে মর্যাদাপূর্ণ চলাফেরা'! চরম অস্বীকারকারীরা বলে, 'নিশ্চয়ই এ, পরিষ্কার নিশ্চিত এক জাদুকর'!

৩. 'নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ। তিনি একজন ছয় পর্বের মধ্যে এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি পরম আসনের উপর আসীন হলেন। তিনি সকল আদেশের পুনরাবর্তন করেন। তাঁর অনুমতির পরবর্তী থেকে ছাড়া সুপারিশকারী থেকে নেই। সেই-ই তোমাদের আল্লাহ, তোমাদের রব। এরপর তাঁরই দাসত্ব কর। এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'?

৪. 'তাঁরই কাছে এক জমায়েতে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহর ওয়াদাগুলো এক সত্য। নিশ্চয়ই তিনিই এই সৃষ্টির শুরু করেন। তারপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন- যাতে তাদের যারা বিশ্বাস করে ও পরম ন্যায়বিচারের সাথে সকল সৎকাজ করে, তিনি তাদেরকে পুরস্কার দিতে পারেন; কিন্তু তাদের যারা অস্বীকার করে, তাদের জন্য অতি উষ্ণ তরল থেকে এক পানীয় ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি- তাসহই তারা যা অস্বীকারকরণে ছিল।

৫. তিনিই- যিনি একজন এই সূর্যকে এক উজ্জ্বল আলো ও এই চাঁদকে এক জ্যোতি বানিয়েছেন; এবং তিনি তাদের মনজিলসমূহের সিদ্ধান্ত দেন- যাতে তোমরা সকল বছরের সংখ্যা ও এর সকল হিসাব জানতে পার। সেই-ই! আল্লাহ তা পরম সত্যসহ ছাড়া সৃষ্টি করেন নি। যারা জেনে নেয়- তিনি সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য সকল আয়াত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

৬. নিশ্চয়ই যারা সাবধানতা অবলম্বন করে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য এই রাত ও এই দিনের পরিবর্তনে; এবং আল্লাহ এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে যা সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে নিশ্চিত আয়াত।

৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা আমার সাক্ষাতের প্রতি আশা করে না; এবং যারা এই দুনিয়ার এই জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট- তারা তখন তা দিয়েই তৃপ্ত থাকে; এবং তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি গাফিল-

৮. তারাই- তাদের বাসস্থান পরম আগুনে। তারা তার প্রতিই অর্জনে ছিল।

৯. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- তাদের রব তাদেরকে তাদের বিশ্বাস দিয়েই পথ দেখান। তারা পরম নিয়ামতের বাগানের মধ্যে। তাদের নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যাবে।

১০. এর মধ্যে তাদের দু'আ: 'ও আল্লাহ আপনি সুমহান'; এবং এর মধ্যে তাদের সম্বোধন: 'শান্তি' (ছালামুন سَلَامٌ); এবং শেষে সেখানে তাদের দু'আ এই যে: 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহর জন্য'!

রুকূ ২

১১. এবং আল্লাহ যদি এই মানুষের জন্য সকল মন্দে তাড়াহুড়া করতেন, যেমন তিনি তাদের সকল কল্যাণের প্রতি তাড়াহুড়ো করেন- নিশ্চিত তাদের প্রতি তাদের মেয়াদের সিদ্ধান্ত হয়ে যেতো। যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না, এরপর আমি তাদেরকে তাদের সীমালঙ্ঘনের মধ্যে অন্ধ হয়ে থাকাতে ছেড়ে দেই।

১২. এবং এই মানুষকে যখন চরম দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, সে তার পার্শ্বে ভর দিয়ে অথবা এক বসাতে অথবা এক দাঁড়ানোতে আমাকে ডাকে। এরপর আমি যখন তার থেকে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেই, সে চালিয়ে যায় যেন এমন- তাকে যা স্পর্শ করেছিল তার সে দুঃখ-কষ্টের প্রতি আমাকে কখনই ডাকেই নি। সেইরকমই চরম বাড়াবাড়িকারীদের জন্য তারা যা করছিল তা সজ্জিত করা হয়েছে।

১৩. এবং আমি অবশ্যই তোমাদের আগে থেকেই সেই সকল প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি- যখন তারা জুলুম করছিল। তখন তাদের রাসূলরা তাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণসহ এসেছিল। কিন্তু তারা বিশ্বাস করার প্রতি ছিল না। আমি চরম অপরাধী সকল সম্প্রদায়কে সেইরকমই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১৪. তারপর আমি তাদের পরবর্তী থেকে তোমাদেরকে এই পৃথিবীর মধ্যে খলিফা বানিয়েছি, যাতে আমি দেখতে পারি- তোমরা কেমন করবে!

১৫. এবং যখন আমার পরিষ্কার প্রমাণ আয়াত তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা করে না তারা বলে, 'আমাদের কাছে এ-ভিন্ন এক কুরআনসহ আস; অথবা তা বদলাও'। বল, 'আমার জন্য হতে পারে না যে, আমি আমার কর্তৃত্ব থেকে- আমি তা নিজে বদলাই। আমার প্রতি যা ওহি হয়, আমি তা ছাড়া অনুসরণ করি না। আমি যদি অবাধ্য হই, নিশ্চয়ই আমি- আমি কঠিন এক দিনে আমার রবের শাস্তির ভয় করি'।

১৬. বল, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, আমি তোমাদের সামনে তা পাঠ করতাম না; এবং তিনিও তোমাদেরকে তার প্রতি তা জানাতেন না। এরপর আমি অবশ্যই তোমাদের মধ্যে এর আগে থেকেই এক জীবন-যাপনে বসবাস করেছি। এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার করবে না'?

১৭. এরপর যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আবিষ্কার করে; অথবা তাঁর আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে- তাদের মধ্য থেকে কে অধিক জালিম? নিশ্চয়ই এই সকল অপরাধী সফল হতে পারে না।

১৮. এবং তারা আল্লাহর পাশ থেকে যাদের দাসত্ব করে, তারা তাদের ক্ষতি করতে পারে না; এবং তারা তাদের উপকারও করতে পারে না; এবং তারা বলে, 'এগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী'। বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে তার প্রতি খবর জানাচ্ছ, তিনি যা জানেন না? এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যের ও এই পৃথিবীর মধ্যেরও নয়? তিনি সুমহান; এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তা থেকে অতি উঁচু।

১৯. এই মানুষ এক জাতি ছাড়া ছিল না- একমাত্র। এরপর তারা মতবিরোধ করল; এবং যদি না এক কথা থাকতো- যা তোমার রবের থেকে অগ্রগামী হয়েছে, নিশ্চিত যে সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করে- তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়ে যেত।

২০. তারা বলে, 'কেন তার রবের কাছ থেকে তার উপর এক আয়াত নাজিল করা হয় না'? এরপর বল, 'সকল অদৃশ্য শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য। এরপর অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমানদের মধ্যে'।

রুকূ ৩

২১. এবং তাদেরকে যে সেই দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তারই পরবর্তী থেকে আমি যখন এই মানুষকে এক রহমতের-স্বাদ দেই- তাদের প্রতি লক্ষ্য কর! আমার আয়াত সম্পর্কে ষড়যন্ত্র! বল, 'আল্লাহ এক যড়যন্ত্রে দ্রুত'। নিশ্চয়ই তারা যে ষড়যন্ত্র করে- আমার দূতেরা তা লিখে রাখে।

২২. তিনিই- যিনি একজন তোমাদেরকে এই ভূমির মধ্যে ও সেই সমুদ্রে সফর করিয়ে থাকেন। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সেই নৌকার মধ্যে থাকো, যখন তা তাদেরকেসহ বাতাসের সাথে এক ভালো কিছুতে বয়ে যায়, তখন তারা এর প্রতি আনন্দিত হয়। যখন এতে আসে ঝড়ো এক বাতাস, তখন তাদের কাছে সকল স্থান থেকে সেই ঢেউ আসে, তখন তারা অনুমান করে এমন যে, তারা তাসহ ঘেরাও হয়ে পড়েছে। তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে। তাঁর প্রতি এই দ্বীনে আন্তরিক: 'যদি আপনি আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করেন, নিশ্চিত আমরা সকল কৃতজ্ঞের মধ্যে হব'।

২৩. এরপর যখন তিনি তাদেরকে রক্ষা করেন, লক্ষ্য কর! তারা এই পৃথিবীর মধ্যে পরম সত্য ভিন্ন কিছু চাইতে থাকে। 'ও তোমরা এই মানুষ! তোমাদের চাওয়া তোমাদের নিজেদের উপরই। এই দুনিয়ার এই জীবন

ভোগ করে নাও! তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে তারসহই খবর জানিয়ে দেব- তোমরা যা করছিলে'।

২৪. এই দুনিয়ার এই জীবনের উদাহরণ শুধুমাত্র পানির মতো, আমি যা এই আকাশের মধ্য থেকে পাঠাই। এরপর এই পৃথিবীর উদ্ভিদসমূহ তাসহ শুষে নেয়। তার থেকেই এই মানুষ ও সকল আনআম খায়, যতক্ষণ না এই পৃথিবী- যখন সে এর সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে এবং তাতে বিকশিত করে এর সৌন্দর্য; তখন এর লোকজন মনে করে এমন যে, তারাই এর উপর সিদ্ধান্তদাতা। তখন এক রাতে অথবা এক দিনে আমার আদেশ এতে এসে পড়ে। এরপর আমি এ এক শস্য-কর্তিত মাঠ বানিয়ে দেই। তার মতো, যেন গতকালের সাথে তার অস্তিত্বই ছিল না। যারা চিন্তা করতে পারে- আমি সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য সকল আয়াত সেইরকমই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করি।

২৫. এবং আল্লাহ পরম শান্তির বসতবাড়ির দিকে ডাকেন; এবং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন- তিনি তাকে সরল-সোজা এক পথের দিকে পথ দেখান।

২৬. যারা উত্তম কাজ করে তাদের জন্য সর্বোত্তম ও বর্ধিতও। তখন তাদের মুখমণ্ডলে অন্ধকার ও হীনতা আচ্ছন্ন করবে না; এবং তারাই পরম বাগানের সাথী। এর মধ্যে তারা স্থায়ী বসতকারী।

২৭. এবং যারা সেই মন্দ অর্জন করে, তাদের পুরস্কার তার মতোসহই এক মন্দ কিছু। তখন তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে। তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষক নেই। তা এমন, যেমন তাদের মুখমণ্ডল এই রাতের পক্ষ থেকে এক টুকরো এক অন্ধকার ঢেকে ফেলছে। তারাই পরম আগুনের সাথী। তারা তার মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

২৮. এবং আমি যেদিন তাদের সকলকে এক সাথে সমবেত করব, তারপর আমি যারা শরীক করত তাদের প্রতি বলব, 'তোমরা ও তোমরা যাদেরকে শরীক করতে- তোমরা ও তোমাদের শরীকরা তোমাদের অবস্থানেই'। এরপর আমি তাদের মাঝে ধরব। তখন তাদের শরীকরা বলবে, 'তোমরা আমাদের দাসত্বকরণে ছিলে না'।

২৯. 'এরপর আল্লাহকে সহই আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে এক সাক্ষী যথেষ্ট হয় যে, আমরা তোমাদের দাসত্বের বিষয় থেকে নিশ্চিত গাফিল ছিলাম'।

৩০. সেখানে প্রত্যেকে ব্যক্তিই তা পরীক্ষা করে নেবে, যা আগে ঘটে গেছে; এবং তারা তাদের পরম সত্য অভিভাবক আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। তারা যা আবিষ্কারকরণে ছিল, তখন তাদের থেকে তা হারিয়ে যাবে।

রুকূ ৪

৩১. বল, 'কে তোমাদেরকে এই আকাশগুলীর মধ্য থেকে ও এই পৃথিবীতে রিজিক দেন; অথবা কে সকল শ্রুতির ও সকল দৃষ্টির মালিক হতে পারে? কে সকল মৃতের মধ্য থেকে সকল জীবিতকে বের করে আনেন? এবং কে সকল মৃতকে সকল জীবিতের মধ্য থেকে বের করে আনেন? এবং কে সকল বিষয়ের পুনরাবর্তন করেন? এরপর তারা বলবে, 'আল্লাহ'। এরপর বল, 'এরপরও কি তোমরা সাবধান হবে না'?

৩২. 'এরপর তিনিই তোমাদের আল্লাহ- তোমাদের পরম সত্য রব। এরপরও কি পরম সত্যের পরবর্তীতে চরম বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু থাকে? এরপরও কিভাবে তোমরা ফিরে যাও'?

৩৩. যারা নিশ্চিত অবাধ্য তাদের উপর তোমার রবের কথা সেইরকমই সত্য হয়। তারা এমন যে, তারা বিশ্বাস করে না।

৩৪. বল, 'তোমাদের শরীকদের থেকে কে- যে এই সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনতে পারে, তারপর তার পুনরাবৃত্তি করতে পারে? বল, 'আল্লাহই এই সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন। তারপর তার পুনরাবৃত্তি করেন'। এরপরও তোমরা কিভাবে প্রতারিত হও'?

৩৫. বল, 'তোমাদের শরীকদের থেকে কে সে, যে পরম সত্যের দিকে পথ দেখায়'? বল, 'আল্লাহই পরম সত্যের জন্য পথ দেখান। যখন যাকে পথ দেখনো ছাড়া সে পথপ্রাপ্ত হতে পারে না- এরপর সে কি অধিক হকদার যে, সে পথ দেখাবে পরম সত্যের দিকে- যাতে তাকে অনুসরণ করা হবে? এরপর তোমাদের জন্য কি হলো- কিভাবে তোমরা হুকুম দাও'?

৩৬. এবং তাদের অধিকাংশই এক অনুমান ছাড়া অনুসরণ করে না। নিশ্চয়ই এই সকল অনুমান সত্যের পক্ষ থেকে এক কিছুই কাজে আসে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞাত, যাসহ তারা করছে।

৩৭. এবং হতে পারে না 'এ'- এই কুরআন, তা আল্লাহর পাশ্ববর্তী থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে; বরং যা তোমাদের হাতের মাঝে- 'এ' তার সত্যতা নিশ্চিতকরণ এবং সেই সকল কিতাবের তাফসির। এর মধ্যে সন্দেহ নেই। 'এ' এই বিশ্ব জগতের রবের থেকে।

৩৮. অথবা তারা কি বলে, 'সে এ আবিষ্কার করেছে'? বল, 'এরপর তার মতোই সূরাগুলো নিয়ে আস; এবং আল্লাহর পাশ থেকে যাকে তোমরা সক্ষম হও- ডাক, যদি তোমরা হও সত্যবাদী'।

৩৯. বরং তারা 'তার' প্রতি মিথ্যা বলছে। তারা জ্ঞান দিয়ে 'তা' আয়ত্ত করতে পারে নি; এবং তাদের কাছে তার তাৎপর্যও আসে নি। সেইরকমই যারা তাদের আগে থেকে, তারা মিথ্যা বলত। এরপর দেখ- কেমন ছিল সেই সকল জালিমের পরিণাম।

৪০. তাদের থেকে কেউ 'তার' প্রতি বিশ্বাস করে; এবং তাদের থেকে কেউ 'তার' প্রতি বিশ্বাস করে না; এবং তোমার রব সকল ফাসাদকারীর প্রতি জানেন।

রুকূ ৫

৪১. এবং তারা যদি তোমাকে মিথ্যা বলেই; এরপর বল, 'আমার জন্য আমার আমল; এবং তোমাদের জন্য তোমাদের আমল। আমি যা করি তাসহ আমি তোমাদের থেকে মুক্ত; এবং তোমরা যা কর তাসহই তোমরাও আমার থেকে মুক্ত'।

৪২. এবং তাদের থেকে যারা তোমার প্রতি শুনতে থাকে- এরপরও কি তুমি শোনাতে পারবে সেই সকল বধিরকে, যদি না তারা তখন আকল ব্যবহারকরণে থাকে?

৪৩. এবং তাদের থেকে যারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে- এরপরও কি তুমি সেই সকল অন্ধকে পথ দেখাতে পারবে, যদি না তারা তখন দেখতে পারে?

৪৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ এই মানুষকে এক কিছুই জুলুম করেন না; কিন্তু এই মানুষ তাদের নিজেদেরকেই জুলুম করতে থাকে।

৪৫. যে দিন তিনি তাদেরকে সমবেত করবেন, যেন তারা সেই দিনগুলোর মধ্যে এক সময় ছাড়া অবস্থান করে নি। তারা তাদের মাঝের পরস্পরকে চিনতে পারবে। অবশ্যই যারা আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যা বলেছে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। তখন তারা পথপ্রাপ্ত ছিল না।

৪৬. এবং আমি তাদেরকে যা ওয়াদা করেছি, আমি যদি তার কিছু তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা আমি তোমাকে পূর্ণ করে দেই- এরপরও আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন; এবং তারপর তারা যা আমল করছে- আল্লাহই তার উপর সাক্ষী।

৪৭. এবং প্রত্যেক জাতির জন্য এক রাসূল। এরপর যখন তাদের রাসূল আসে, তাদের মাঝে ন্যায়বিচারসহই সিদ্ধান্ত হয়ে যায়; এবং তাদেরকে জুলুম করা হয় না।

৪৮. এবং তারা বলে, 'এ সকল ওয়াদা কখনকার, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'?

৪৯. বল, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন ছাড়া, আমি আমার নিজের জন্যও এক ক্ষতির মালিক হই নি; এবং এক লাভের নয়। প্রত্যেক জাতির জন্য এক মেয়াদ। যখন তাদের মেয়াদ আসবে, এরপর তারা তার এক মুহূর্তকাল পিছনে থাকতে পারে না; এবং তারা এগিয়েও যেতে পারে না'।

৫০. বল, 'তোমরা কি দেখছ, যদি তোমাদের কাছে তাঁর শাস্তি এক রাতে অথবা এক দিনে আসে, তবে তার থেকে এই সকল অপরাধীদের তাড়াহুড়ো করার কিছু আছে কী'?

৫১. যখন তা ঘটে যাবে, তারপর কি তোমরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে? এখন? এবং অবশ্যই তোমরা এর প্রতি তাড়াহুড়োকরণে ছিলে!

৫২. তারপর যারা জুলুম করেছিল তাদের প্রতি বলা হবে, 'চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ নাও। তোমাদেরকে কি তা ছাড়া পুরস্কার দেওয়া হলো, তোমরা যাসহ অর্জনকরণে ছিলে'?

৫৩. এবং তারা তোমাকে খবর জিজ্ঞেস করে: 'তা কী এক সত্য'? বল, 'হ্যাঁ! আমার রবের শপথ! নিশ্চয়ই তা নিশ্চিত সত্য; এবং তোমরা পলায়নকারীদের সাথে নও'।

রুকূ ৬

৫৪. এবং যখন তারা সকল শাস্তি দেখবে, তখন যদি এমন হয় যে- যারা জুলুম করেছিল তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই তা, যা এই পৃথিবীর মধ্যে- নিশ্চিত তা দিয়েই তারা মুক্তিপণ দিতে চাইবে। তখন তাদের মাঝে পরম ন্যায়বিচারসহ সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে; এবং তারা তাদের সকল আক্ষেপ গোপন করবে। তখন তাদেরকে জুলুম করা হবে না।

৫৫. সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে। সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানতে পারে না।

৫৬. তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান; এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরবে।

৫৭.'ও তোমরা এই মানুষ! তোমাদের রবের থেকে তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই এক হুঁশিয়ারি এসেছে; এবং তোমাদের বুকের ভেতর যা, তার জন্য এক আরোগ্য; এবং সকল বিশ্বাসীর জন্য এক পথ-নির্দেশ ও এক রহমত।

৫৮. বল, 'তা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহসহ এবং তাঁর রহমতসহ। এরপর তারই প্রতি তারা আনন্দিত হোক। তারা যা জমা করে, 'তা' তার থেকে কল্যাণকর'।

৫৯. বল, 'তোমরা কি দেখছ! আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর যে রিজিক নাজিল করেছেন, এরপর কি তোমরা তার থেকে এক হারাম ও হালাল বানিয়েছ? বল, 'আল্লাহ কি তোমাদের জন্য তার অনুমতি দিয়েছেন; অথবা আল্লাহর উপরে তোমরা তা আবিষ্কার করেছ'?

৬০. এবং তাদের যারা আল্লাহর উপর এই সকল মিথ্যা আবিস্কার করে, তারা কি কিয়ামতের দিনের অনুমান করেছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ এই মানুষের উপর নিশ্চিত বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

রুকূ ৭

৬১. তোমরা যখন যার মধ্যে লেগে থাক, সুস্পষ্ট এক কিতাবের মধ্যে ছাড়া তোমরা কোনো অবস্থার মধ্যেই থাকবে না; এবং তোমাদের উপর আমি এক সাক্ষী হব ছাড়া- তোমরা তার মধ্যে এক কুরআন থেকেও পাঠ করবে না; এবং তুমিও কোনো আমল থেকেই আমল করবে না- এই পৃথিবীর মধ্যের ও এই আকাশমণ্ডলীর মধ্য থেকে এক কণা পরিমাণও নয় এবং তার থেকে ছোটও নয় ও বড়ও নয়। তোমার রবের থেকে কিছুই এড়িয়ে যেতে পারে না।

৬২. লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই আল্লাহর 'বন্ধু' (আওলিয়া أَوْلِيَاءَ)- তাদের সামনে ভয় নেই; এবং তারা দুঃখও করবে না।

৬৩. তাদের যারা বিশ্বাস করে ও তারা সাবধানতা অবলম্বনকরণে থাকে-

৬৪. তাদের জন্য এই দুনিয়ায় এই জীবনে ও পরম আখিরাতে পরম সুসংবাদ। আল্লাহর কথাগুলোর জন্য 'পরিবর্তন হতে পারে' (তা'বদিলা تَبْدِيلَ: বদল হতে পারে) না। সেই-ই! তা পরম সফলতা, সর্বশ্রেষ্ঠ।

৬৫. তোমাকে যেন তাদের উক্তিগুলো দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্যই সকল সম্মান- সবই একত্রে। তিনি পরম শ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

৬৬. সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহরই জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলের মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং যারা আল্লাহর পাশ থেকে শরীকদেরকে ডাকতে থাকে, তোমরা তাদেরকে অনুসরণ করবে না। তারা চরম অনুমান ছাড়া অনুসরণ করে না; এবং তারা অলীক-কল্পনা করতে থাকা ছাড়া নয়।

৬৭. তিনিই- যিনি একজন তোমাদের জন্য এই রাত বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তার মধ্যে বিশ্রাম করতে পার; এবং এই দিন- এক দৃশ্যমান। নিশ্চয়ই যারা শুনে থাকে সেই এক সম্প্রদায় জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত।

৬৮. তারা বলে, 'আল্লাহ এক সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি সুমহান। তিনি পরম স্বয়ংসম্পূর্ণ। যা এই আকাশমণ্ডলের মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে- তারই

জন্য। এর প্রতি তোমাদের থেকে কর্তৃত্ব নেই। তোমরা কি বল আল্লাহর উপর- যা তোমরা জান না?

৬৯. বল, 'নিশ্চয়ই তাদের যারা আল্লাহর উপর চরম মিথ্যা আবিষ্কার করতে থাকে- তারা সফল হবে না'।

৭০. এই দুনিয়ার মধ্যে এক ভোগসামগ্রী। তারপর আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর আমি তাদেরকে চরম শাস্তির স্বাদ দেব- চরম কঠিন; তাসহই- তারা যা অস্বীকার করেছিল।

রুকূ ৮

৭১. এবং তাদের সামনে নূহ্-এর খবর পাঠ কর। যখন সে তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলেছিল, 'ও আমার সম্প্রদায়! যদি আল্লাহর আয়াতসহ আমার এই অবস্থান ও আমার উপদেশ তোমাদের সামনে ভারী কিছু হয়- এরপর আমি আল্লাহর উপরই নির্ভর করি। এরপর তোমরা তোমাদের আদেশ ও তোমাদের শরীকদের একত্র কর। তারপর তোমাদের সামনে তোমাদের আদেশে এক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না থাকে। তারপর আমার প্রতি সিদ্ধান্ত নাও এবং আমাকে অবকাশ দিও না'।

৭২. 'এরপর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, এরপরও আমি তোমাদেরকে পারিশ্রমিকের প্রশ্ন করি না। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর উপর ছাড়া নয়; এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমি হই সকল মুসলিমের মধ্যে'।

৭৩. এরপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। এরপর আমি তাকে ও যারা তার সঙ্গে সেই নৌকার মধ্যে তাদেরকে রক্ষা করলাম; এবং আমি তাদেরকে খলিফা বানিয়েছিলাম। কিন্তু যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলেছিল আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। এরপর দেখ কেমন ছিল সেই সতর্ককৃতদের পরিণতি!

৭৪. তারপর তারই পরবর্তী থেকে আমি তাদের সম্প্রদায়ের কাছে রাসূলদেরকে গড়ে তুলেছি। এরপর তারা তাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণসহ এসেছিল। এরপরও তারা তাদের প্রতি বিশ্বাস করার জন্য ছিল না। তারা আগে থেকেই তাদের প্রতি মিথ্যা বলত। আমি সকল সীমালঙ্ঘনকারীর অন্তরের উপর সেইরকমই সিলগালা করে দেই।

৭৫. তারপর তাদের পরবর্তী থেকে আমি আমার আয়াতসহ ফির'আওন ও তার কর্মাধ্যক্ষদের প্রতি মূসা ও হারূনকে গড়ে তুলেছি। এরপর তারা অহংকার করল। তখন তারা অপরাধী এক সম্প্রদায় ছিল।

৭৬. এরপর যখন আমার কাছ থেকে তাদের কাছে পরম সত্য আসল; তারা বলল, 'নিশ্চয়ই এ নিশ্চিত পরিষ্কার এক জাদু'।

৭৭. মূসা বলল, 'তোমরা কি এই সত্যের প্রতি বলছ- যখন তোমাদের কাছে তা এসেছে? এ কি জাদু? এবং সেই জাদুকরেরা সফল হয় না'।

৭৮. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ আমাদেরকে তা থেকে সরিয়ে দিতে- আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যার উপর পেয়েছি? এবং যাতে তোমাদের দু'জনের জন্য এই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্তি হতে পারে? কিন্তু আমরা তোমারদের দু'জনে বিশ্বাসীদের সাথে নই'।

৭৯. এবং ফির'আওন বলল, 'আমার কাছে সকল দক্ষ জাদুকরসহ আস'।

৮০. এরপর যখন সেই জাদুকরেরা আসল, মূসা তাদের প্রতি বলল, 'নিক্ষেপ কর- তোমাদের যা থেকে নিক্ষেপ করার'।

৮১. এরপর যখন তারা ছুঁড়ল; মূসা বলল, 'তোমরা যাসহ এসেছ, সবই সেই জাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা অসার করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ এই ফাসাদকারীদের আমল সংশোধন করেন না'।

৮২. 'এবং আল্লাহ তাঁর কথাসহ সকল সত্যকে সত্য করেন, যদিও সকল অপরাধীই এ অপছন্দ করে'।

রুকূ ৯০

৮৩. এরপর ফির'আওন ও তার কর্মাধক্ষ্যদের থেকে যেন না তাদেরকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেয়- সেই এক ভয়ের উপর তার সম্প্রদায় থেকে এক নতুন প্রজন্ম ছাড়া মূসাকে কেউ বিশ্বাস করল না। নিশ্চয়ই তখন এই পৃথিবীর মধ্যে ফির'আওন নিশ্চিত এক উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী; এবং নিশ্চয়ই সে নিশ্চিত চরম বাড়াবাড়িকারীদের মধ্যে।

৮৪. তখন মূসা বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি তোমাদের বিশ্বাসে থাক, এরপর তাঁরই উপর তোমরা নির্ভর কর- যদি তোমরা মুসলিম হও'।

৮৫. এরপর তারা বলল, 'আমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করলাম'। 'ও আমাদের রব! আমাদেরকে এই জালিম সম্প্রদায়ের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা বানাবেন না'।

৮৬. 'এবং আপনি আপনার রহমত দিয়ে আমাদেরকে চরম অস্বীকারকারী এই সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করেন'।

৮৭. আমি মূসা ও তার ভায়ের প্রতি ওহি করলাম যে, 'তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য মিসরের সাথেই এক বসতিতে ঘর বাড়ি স্থাপন কর; এবং তোমাদের ঘরগুলোকে এক কিবলা বানাও; এবং পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা صَّلَاةَال) স্থাপন কর; এবং সকল বিশ্বাসীকে সুসংবাদ দাও'।

৮৮. তখন মূসা বলল, 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি- আপনিই এই দুনিয়ার এই জীবনে ফির'আওন ও তার কর্মাধ্যক্ষদের এক শোভা ও এক সম্পদ দিয়েছেন। এরপরও তারা বিশ্বাস করে না- যতক্ষণ না তারা দেখবে চরম যন্ত্রণাদায়ক পরম শাস্তি'। 'ও আমাদের রব! তারা তাতে আপনার পথ থেকে বিভ্রান্ত করছে'। 'ও আমাদের রব। তাদের সম্পদের উপর ধ্বংস দেন; এবং তাদের হৃদয়ের উপর কঠোরতা দেন'।

৮৯. তিনি বললেন, 'অবশ্যই তোমাদের দু'জনের দু'আ-তে সাড়া দেওয়া হলো। এরপর তোমরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও; এবং যারা জানে না- তোমরা তাদের পথের অনুসরণ করবে না'।

৯০. এবং আমি বনী ইসরাঈলকে সেই সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। এরপর ফির'আওন ও তার সৈন্যবাহিনী এক ঔদ্ধত্যে ও এক শত্রুতায় তাদেরকে অনুসরণ করল- যতক্ষণ না তাদেরকে চরম ঘূর্ণিপাক আচ্ছন্ন করল। তখন সে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি- যার প্রতি বনী ইসরাঈল বিশ্বাস করেছে! তিনি এমন যে, নেই ইলাহ- তিনি একজন ছাড়া; এবং আমি সেই মুসলিমদের মধ্যে'।

৯১. 'এখন! এবং অবশ্যই তুমি আগেই অমান্য করেছ; এবং তুমি ছিলে চরম ফাসাদকারীদের মধ্যে'।

৯২. 'এরপর আজ আমি তোমার দেহসহ তোমাকে রক্ষা করব। যাতে যারা তোমার উত্তরসূরী (খালফাকা خَلْفَكَ: তোমার খলিফা), তুমি তাদের জন্য এক আয়াত হতে পার। এবং নিশ্চয়ই এই মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার আয়াত সম্পর্কে নিশ্চিত গাফিল'।

রুকূ ১০

৯৩. এবং অবশ্যই আমি বনী ইসরাঈলকে মর্যাদাপূর্ণ এক বাসভূমিতে বসবাস করালাম; এবং আমি সকল ভালো কিছুর মধ্য থেকে তাদেরকে রিজিক দিলাম। এরপর তারা মতবিরোধ করে নি- যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আসল সেই জ্ঞান। তারা তার সম্পর্কে যার মধ্যে মতভেদকরণে ছিল, নিশ্চয়ই তোমার রব পরম কিয়ামতের দিন তাদের মাঝে তার সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবেন।

৯৪. এরপর আমি তোমার প্রতি যা নাজিল করেছি, তুমি যদি তাতে সন্দেহের মধ্যে থাক- এরপর যারা তোমার আগে থেকেই সেই কিতাব পাঠ করে থাকে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। অবশ্যই তোমার রবের থেকে তোমার কাছে পরম সত্য এসেছে। এরপর তুমি সেই সন্দেহকারীদের মধ্যে থাকবে না।

৯৫. এবং যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে, তুমি তাদের মধ্যে থাকবে না। তাহলে তুমি চরম ক্ষতিগ্রস্তেদের মধ্যে হবে।

৯৬. নিশ্চয়ই তাদের যারা- যাদের উপর তোমার রবের কথাগুলো সত্য হয়েছে, তারা বিশ্বাস করে না-

৯৭. এমনকি যদি তাদের কাছে প্রতিটি আয়াত আসেও- যতক্ষণ না তারা চরম যন্ত্রণাদায়ক পরম শাস্তি দেখবে।

৯৮. এরপর ইউনুসের সম্প্রদায় ছাড়া কেন জনপদগুলো বিশ্বাসকরণে ছিল না? এরপর এর বিশ্বাসে- এতে তারা লাভবান হয়। যখন তারা বিশ্বাস করল, আমি তাদের থেকে এই দুনিয়ার এই জীবনের সকল শাস্তি ও লাঞ্ছনা দূর করে দিলাম; এবং আমি এক সময় পর্যন্ত তাদেরকে ভোগসামগ্রী দিলাম।

৯৯. এবং যদি তোমার রব ইচ্ছা করতেন- যারা এই পৃথিবীর মধ্যে, তারা নিশ্চিত বিশ্বাস করত। তাদের সকলে সমবেতভাবেই। এরপরও কি তুমি এই মানুষকে যতক্ষণ না তারা বিশ্বাসী হয়- তাদেরকে জবরদস্তি করবে?

১০০. এবং এক ব্যক্তির জন্য হয় না যে, সে আল্লাহর অনুমতিসহ ছাড়া বিশ্বাস করবে; এবং যারা আকল ব্যবহার করে না, তিনি তাদের উপর চরম কদর্যতা বানান।

১০১. বল, 'এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে যা আছে, তা দেখতে থাক। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে না সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য এই আয়াত ও এই সতর্কবার্তা কাজে আসবে না'।

১০২. এরপর কি তারা অপেক্ষা করছে তাদের দিনগুলোর মতো ছাড়াই- যারা তাদের আগে থেকেই চলে গেছে? বল, 'এরপর অপেক্ষা করতে থাক, নিশ্চয়ই আমিও তোমাদের সাথে সকল অপেক্ষমানদের মধ্যে'।

১০৩. তারপর আমি আমার রাসূলদেরকে ও যারা বিশ্বাস করে- তাদেরকে রক্ষা করি। আমার উপর সেইরকমই এক সত্য- আমি সকল বিশ্বাসীকে রক্ষা করি।

রুকূ ১১

১০৪. বল, 'ও তোমরা এই মানুষ! আমার দ্বীন থেকে যদি তোমরা সন্দেহের মধ্যে থাক, এরপর তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যাদের দাসত্ব কর- আমি তাদের দাসত্ব করি না। অধিকন্তু আমি আল্লাহর দাসত্ব করি। তিনিই একজন তোমাদেরকে পূর্ণ করে দেন; এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন এই সকল বিশ্বাসীর মধ্যে থাকি'।

১০৫. এবং এই যে, এই দ্বীনের প্রতি তোমার মুখমণ্ডল স্থাপন কর- সরাসরি; এবং তুমি এই সকল মুশরিকের মধ্যে থাকবে না।

১০৬. এবং যে তোমার উপকার করতে পারে না ও ক্ষতিও করতে পারে না- আল্লাহর পাশ থেকে তাকে ডাকবে না। এরপর তুমি যদি তা কর, এরপর তুমি তখন নিশ্চয়ই সেই চরম জালিমদের মধ্যে।

১০৭. এবং আল্লাহ যদি তোমাকে দুর্ভোগসহ স্পর্শ করেন, এরপর তিনি ছাড়া তার জন্য মোচনকারী নেই; এবং তিনি যদি তোমাকে কল্যাণসহ চান, এরপর তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের জন্য রদকারী নেই। তিনি তাঁর দাসদের থেকে যার প্রতি তিনি ইচ্ছা করেন- তিনি এ বর্ষণ করেন; এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০৮. বল, 'ও তোমরা এই মানুষ! তোমাদের রবের থেকে তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই পরম সত্য এসেছে। এরপর যে পথপ্রাপ্ত হয়েছে, এরপর সে পথপ্রাপ্ত হয়েছে শুধুমাত্র তার নিজের জন্যই; এবং যে বিভ্রান্ত হয়েছে, এরপর সে বিভ্রান্ত হয়েছে শুধুমাত্র নিজের উপরই; এবং আমি এমন নই যে, তোমাদের উপর এক উকিলসহ'।

১০৯. এবং তোমার প্রতি যা ওহি হয়েছে, তুমি তার অনুসরণ কর; এবং ধৈর্য ধর- আল্লাহ যতক্ষণ না হুকুম দেন; এবং তিনিই কল্যাণকর পরম হুকুমদাতা।

১১. সূরা হূদ

১২৩ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. 'আলিফ-লাম-রা। এক কিতাব। এর আয়াতগুলোকে হুকুমত করা হয়েছে। তারপর বিচক্ষণ, অবহিত তাঁর কাছ থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে'।

২. 'যাতে না তোমরা আল্লাহকে ছাড়া দাসত্ব কর। নিশ্চয়ই আমি তাঁর থেকে তোমাদের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা'।

৩. 'এবং এই যে, তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা চাও; তারপর তাঁরই দিকে ফিরে আস। তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদে ভোগসামগ্রী দেবেন- এক উত্তম ভোগসামগ্রী। তিনি তখন প্রত্যেক আধিকারিককে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ দেবেন। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, এরপর নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাদের উপর মহা দিনের শাস্তির ভয় করি'।

৪. 'আল্লাহরই কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন; এবং তিনিই সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা'।

৫. 'সাবধান! নিশ্চয়ই তারা তাদের অন্তর দ্বি-ভাজ করে, যাতে তারা তাঁর থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। সাবধান! যখন তারা তাদের লেবাসে যা ঢেকে রাখে- তিনি জানেন তারা যা গোপন করে ও তারা যা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞাত- যাসহ আছে সকল বুক'।

বারোতম পারা

৬. এবং এই পৃথিবীর মধ্যে প্রাণীদের থেকে কেউ নেই- এর রিজিক আল্লাহর উপর ছাড়া; এবং তিনি এদের বাসস্থান ও এদের রসদের স্থান জানেন। সবই এক কিতাবের মধ্যে পরিষ্কার।

৭. এবং তিনি- যিনি একজন এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী ছয় পর্বে সৃষ্টি করেছেন- তিনি যাতে তোমাদের থেকে কে এক আমলে উত্তম, তা পরীক্ষা করতে পারেন। তখন তাঁর আরশ সেই পানির উপর ছিল; এবং যদি তুমি বল, 'নিশ্চয়ই তোমরা এই মৃত্যুর পরবর্তী থেকে পুনরুত্থানের পাত্র'- যারা অস্বীকার করে তারা নিশ্চিত বলবে, 'এ নয় পরিষ্কার জাদু ছাড়া'।

৮. এবং আমি যদি তাদের থেকে এক জাতির প্রতি সকল শাস্তি নির্ধারিত সংখ্যায় পিছিয়ে দেই; তারা নিশ্চিত বলবে, 'কিসে তা আটকে রাখল'? সাবধান! যে দিন তাদের কাছে তা আসবে, তাদের থেকে তা এড়ানোর নয়। তখন তাদের তাই প্রতি ঘিরে ধরবে, তারা ছিল যার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপকরণে।

রুকূ ২

৯. এবং আমি যদি আমার থেকে এই মানুষকে এক রহমতের স্বাদ দেই, তারপর আমি তা সরিয়ে নেই- নিশ্চয়ই সে নিশ্চিত হতাশাগ্রস্থ অস্বীকারকারী।

১০. এবং আমি যদি তাকে দুঃখ-দৈন্য ছোঁয়ার পরবর্তী থেকে তাকে নিয়ামতের স্বাদ দেই; নিশ্চয়ই সে বলবে, 'আমার থেকে সকল মন্দ বিষয় চলে গেছে'। নিশ্চয়ই সে নিশ্চিত আনন্দ-উৎসবকারী দাম্ভিক।

১১. কিন্তু তারা ছাড়া- যারা ধৈর্য ধরে ও সকল সৎকাজ করে। তারাই- তাদের জন্য ক্ষমা বিশাল পুরস্কার।

১২. এরপর কি তোমার প্রতি যা ওহি হয়েছে, তুমি তার একাংশ বর্জনকারী- যখন তোমার হৃদয় তা দিয়ে সঙ্কুচিত যে, তারা বলে- 'কেন তার উপর এক ধনভাণ্ডার নাজিল হয় না অথবা তার সাথে এক ফেরেশতা আসে না'? তুমি শুধুমাত্র এক সতর্ককারী। কিন্তু আল্লাহ সকল কিছুর উপর এক কর্মবিধায়ক।

১৩. অথবা তারা কি বলে, 'সে এ আবিষ্কার করেছে'? বল, 'এরপর তার মতোই আবিষ্কৃত দশটি সূরাসহ আস এবং তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যাকে পার ডেকে নাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

১৪. এরপর তারা যদি তোমাদের প্রতি সাড়া না দেয়, এরপর জেনে রাখ 'এ' এমন যে, 'তা' আল্লাহর জ্ঞানসহ নাজিল হয়েছে; এবং এই যে, নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। এরপরও কি তোমরা মুসলিম হবে না?

১৫. যারা এই দুনিয়ার এই জীবন ও এর সাজসজ্জা চাইতে থাকে, আমি তাদের প্রতি তাদের আমল 'এরই মধ্যে' পূর্ণ করে দেই; এবং 'এর মধ্যে' তাদেরকে কম দেওয়া হবে না।

১৬. তারাই তারা- তাদের জন্য তাদের পরম আখিরাতের মধ্যে পরম আগুন ছাড়া কিছুই নেই; এবং 'এর মধ্যে' তারা যা করেছিল, তা মূল্যহীন হবে; এবং তারা যা করেছিল, তা মিথ্যা কথন।

১৭. এরপর তাদের রবের থেকে কে পরিষ্কার প্রমাণের উপর আছে, যখন তাঁর থেকে এক সাক্ষী তা পাঠ করে? এবং এর আগের থেকেই মূসার কিতাব এক নেতা ও এক রহমত। তারাই এর প্রতি বিশ্বাস করে; এবং সেই সকল দলের মধ্য থেকে যারা এর প্রতি অস্বীকার করে- এরপর পরম আগুনই তাঁর ওয়াদা। এরপর 'তা' থেকে সন্দেহে থাকবে না। নিশ্চয়ই 'তা' তোমার রবের থেকে পরম সত্য; কিন্তু অধিকাংশই এই মানুষ বিশ্বাস করে না।

১৮. এবং আল্লাহর উপর যে এক মিথ্যা আবিষ্কার করে- কে তার থেকে অধিক জালিম? তারাই- তাদেরকে তাদের রবের সামনে ফিরিয়ে আনা হবে। তখন সেই সাক্ষীরা বলবে, 'এরাই তারা, যারা তাদের রবের উপরে মিথ্যা বলেছিল'। সাবধান! এই সকল জালিমের উপর আল্লাহর লা'নত।

১৯. তাদের যারা আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়; এবং তারা 'এতে' এক দোষ-ত্রুটি চাইতে থাকে, তখন তারা পরম আখিরাতের প্রতি অস্বীকারকারী।

২০. তারাই- তারা এই পৃথিবীর মধ্যে পলাতক থাকতে পারবে না। তখন আল্লাহর পাশ থেকে তাদের জন্য অভিভাবক থেকে থাকবে না; এবং তাদের জন্য সকল শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে। তারা 'এই সকল' শ্রবণে সক্ষম ছিল না এবং তারা দেখতেও পারছিল না।

২১. তারাই তারা- যারা তাদের নিজেদেরই ক্ষতি করেছে। তখন তারা যা আবিষ্কারকরণে ছিল- তারা তার থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে।

২২. লক্ষ্য কর! তারা এমন যে, তারা পরম আখিরাতের মধ্যে চরম ক্ষতিগ্রস্ত।

২৩. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে এবং যারা তাদের রবের প্রতি বিনয়ী হয়- তারাই পরম বাগানের সাথী। এর মধ্যে তারা স্থায়ী বসতকারী।

২৪. এই দল দু'টির উদাহরণ- যেমন অন্ধ ও বধির; এবং দৃষ্টিসম্পন্ন ও শ্রুতিধর। তারা কি একই উদাহরণে সমান? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

রুকূ ৩

২৫. এবং আমি অবশ্যই নূহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য পরিষ্কার এক সতর্ককারী'।

২৬. 'এই যে, আল্লাহকে ছাড়া কারও দাসত্ব করবে না; নিশ্চয়ই আমি- আমি এক দিন তোমাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় করি'।

২৭. এরপর তার সম্প্রদায় থেকে কার্যনির্বাহীদের যারা অস্বীকার করেছিল; তারা বলল, 'আমরা তোমাকে আমাদের মতোই এক মানুষ ছাড়া দেখছি না। আমরা তোমাকে দেখছি না যে, তোমাকে অনুসরণ করছে তারা ছাড়া- যারা আমাদের মধ্যে সঠিক পর্যবেক্ষণে অপটু, অধম; এবং আমরা আমাদের উপর তোমার জন্য বিশেষ অনুগ্রহ থেকেও কিছু দেখছি না। বরং আমরা অনুমান করি তুমি মিথ্যুক'।

২৮. সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি দেখছ, যদি আমি আমার রবের থেকে পরিষ্কার প্রমাণের উপর থাকি, যখন তিনি আমাকে তাঁর নিজ থেকে এক রহমত দিয়েছেন- এরপর তোমাদের উপর অন্ধত্ব আরোপ করা হয়েছে; এবং তোমরা তার প্রতি অপছন্দকারী, তখন আমি কি এতে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি'?

২৯. এবং 'ও আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে তার উপর এক ধন-সম্পদের প্রশ্ন করি না। আমার পুরস্কার আল্লাহর উপর ছাড়া নয়; এবং আমি যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে তাড়িয়ে দিতেও যাচ্ছি না। নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের সাক্ষাত করবে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখছি এক সম্প্রদায়- অজ্ঞতা প্রকাশ করছ'।

৩০. এবং 'ও আমার সম্প্রদায়! যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, কে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্য করবে? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'?

৩১. 'এবং আমি তোমাদের প্রতি বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার; এবং আমি সেই পরম অদৃশ্যও জানি না; এবং আমি বলি না যে, আমি ফেরেশতা; এবং যারা তোমাদের চোখে অধম, আমি তাদের প্রতি বলি না যে, আল্লাহ কখনই তাদেরকে এক কল্যাণ দেবেন না। আল্লাহই জানেন যাসহ তারা নিজেদের মধ্যে। নিশ্চয়ই আমি তখন নিশ্চিত জালিমদের মধ্যে'।

৩২. তারা বলল, 'ও নূহ্! নিশ্চয়ই তুমি আমাদের সাথে বিবাদ করেছ। এরপর তুমি আমাদের সাথে অত্যধিক বিবাদ করছ! এরপর তুমি আমাদেরকে যাসহ ওয়াদা করেছ, আমাদের কাছে তা নিয়ে আস- যদি তুমি সকল সত্যবাদীর মধ্যে হও'।

৩৩. সে বলল, 'শুধুমাত্র আল্লাহই তাসহ তোমাদের কাছে আসবেন- যদি তিনি ইচ্ছা করেন। তখন তোমরা পলায়নকারীও হতে পারবে না'।

৩৪. 'আমি যদি চাইতে থাকিও যে, আমি তোমাদের প্রতি এই সৎ পারামর্শ দেই; আমার সৎ পরামর্শ তোমাদের উপকারে আসবে না- যদি আল্লাহ চান যে, তিনি তোমাদেরকে বিভ্রান্ত হতে দেবেন। তিনিই তোমাদের রব এবং তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে'।

৩৫. অথবা তারা কি বলে, 'সে তা আবিষ্কার করেছে'? বল, 'আমি যদি তা আবিষ্কার করি, এরপর আমার উপরই আমার অপরাধ; এবং তোমরা যে অপরাধ করছ- আমি তার মধ্য থেকে এক মুক্ত'।

রুকূ ৪

৩৬. এবং নূহের প্রতি ওহি হলো তা এমন যে, 'তোমার সম্প্রদায়ের থেকে যারা অবশ্যই বিশ্বাস করেছে তারা ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করবে না। তারা যা করছে, এরপর তুমি তার প্রতি দুঃখ করবে না'।

৩৭. 'এবং আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহিতে এই নৌকা গড়তে থাক; এবং যারা জুলুম করছে আমার উদ্দেশ্যে তাদের সম্পর্কে কিছু বলবে না। নিশ্চয়ই তারা ডুবন্ত'।

৩৮. সে সেই নৌকা গড়তে লাগল; এবং যখনই তার সামনে তার সম্প্রদায়ের থেকে কার্যনির্বাহীরা পার হতো, তারা তার প্রতি উপহাস করত। সে বলত, 'যদি তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস কর, এরপর আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করতে পারি- যেমন তোমরা উপহাস করছ'!

৩৯. 'এবং তোমরা শিগগিরই জানতে পারবে, কে শাস্তি আনতে পারে- যা লাঞ্ছিত করবে; এবং কার উপর চিরস্থায়ী এক শাস্তি উৎসর্গীকৃত হবে'।

৪০. আমার আদেশ যে পর্যন্ত না আসল, তখন উথলে উঠল সকল চুলা। আমি বললাম, 'এর মধ্যে জোড়াগুলোর প্রত্যেকটি থেকে দুইটি বোঝাই কর; এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকেও- তাকে ছাড়া, যার উপর সেই উক্তি অগ্রগামী হয়েছে। যদিও তার সাথে তারা এক অল্প ছাড়া বিশ্বাস করে নি।

৪১. এবং সে বলল, 'এর মধ্যে চড়ে বস। আল্লাহর নামেই এর গতি ও এর নোঙর। নিশ্চয়ই আমার রব নিশ্চিত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

৪২. এবং তাদেরকেসহ তা সমুচ্চ পাহাড়ের মতো ঢেউ-এর মধ্যে বয়ে চলল। তখন নূহ তার পুত্রকে ডাকল। সে পৃথক ছিল। সে বলল, 'ও আমার পুত্র, আমাদের সাথে উঠে পড়; এবং অস্বীকারকারীদের সাথে থাকবে না'।

৪৩. সে বলল, 'আমি পাহাড়ের দিকে আশ্রয় নেব। আমাকে তা এই পানির মধ্য থেকে রক্ষা করবে'। সে বলল, 'আজ এই দিনে আল্লাহর আদেশ থেকে রক্ষক নেই- যাকে তিনি দয়া করেছেন ছাড়া'। তখন তাদের মধ্যে সেই ঢেউ আসল। এরপর সে সেই ডুবন্তদের মধ্যে হলো।

৪৪. এবং বলা হলো, 'ও পৃথিবী! শুষে নাও তোমার পানি'; এবং 'ও আকাশ ক্ষান্ত হও'। যখন সেই আদেশের সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, তখন সেই পানি নেমে গেল; এবং 'এ' স্থির হলো সেই জুদীর উপর; এবং এ বলা হয়েছিল এক দূরবর্তী চরম জালিম সেই সম্প্রদায়ের প্রতি।

৪৫. এবং নূহ তার রবকে ডাকল। এরপর বলল, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমার পুত্র আমার পরিবারের মধ্যে এবং নিশ্চয়ই আপনার ওয়াদা পরম সত্য; এবং আপনিই অধিক বিচক্ষণ পরম হুকুমদাতা'।

৪৬. তিনি বললেন, 'ও নূহ্! নিশ্চয়ই সে তোমার পরিজন থেকে হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে- তার আমল সৎকাজ ভিন্ন। এরপর তার প্রতি তোমার জন্য যা জ্ঞান হতে পারে না, আমার কাছে তা প্রার্থনা করবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সতর্ক করছি, যেন না তুমি চরম অজ্ঞদের মধ্যে হও'।

৪৭. সে বলল, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি আশ্রয় চাচ্ছি, যাতে না আমি আপনাকে ডাকি তার প্রতি- আমার জন্য যাতে জ্ঞান হয় নি; এবং আমার প্রতি আপনি ক্ষমা করবেন ও আমাকে রহমত করবেন ছাড়া আমি সকল ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে হব'।

৪৮. বলা হলো, 'ও নূহ্! আমার থেকে তোমার উপর ও তাদের মধ্য থেকে যারা তোমার সাথে- সেই জাতিগুলোর উপর শান্তি ও বরকতসহ নেমে যাও; এবং আমি এ জাতিগুলোকে ভোগসামগ্রী দেব। তারপর আমার থেকে তাদেরকেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে'।

৪৯. এগুলো সেই অদৃশ্যের সংবাদ থেকে। আমি এ তোমার প্রতি ওহি করছি। তুমি এর আগে থেকে এ জানতে না- তুমি ও তোমার সম্প্রদায়ও নয়। এরপর ধৈর্য ধর। নিশ্চয়ই সকল সাবধানীর জন্যই চূড়ান্ত সমাপ্তি।

রুকূ ৫

৫০. এবং আদের কাছে তাদের ভাই হূদ! সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দাসত্ব কর। তোমাদের জন্য তিনি-ভিন্ন ইলাহ থেকে নেই; এবং তোমরা আবিষ্কারক ছাড়া নও'।

৫১. 'ও আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে এর জন্য এর উপর এক পুরস্কারের প্রশ্ন করি না। আমার পুরস্কার তার উপর ছাড়া নয়, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার করবে না'?

৫২. 'ও আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রবের ক্ষমা চাও। তারপর তাঁরই দিকে ফিরে আস। তিনি তোমাদের উপর এই আকাশমণ্ডলী থেকে এক প্রাচুর্যতা পাঠাবেন; এবং তোমাদেরকে তোমাদের শক্তির সাথে এক শক্তি বাড়িয়ে দেবেন; এবং তোমরা মুখ ফেরাবে না- এক অপরাধী।

৫৩. তারা বলল, 'ও হূদ! তুমি আমাদের কাছে এক স্পষ্ট প্রমাণ আন নি। আমরা তোমার কথার উপরে আমাদের ইলাহদেরকে ছাড়ার প্রতি নই; এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীদের সাথেও নই'।

৫৪. 'আমরা তা ছাড়া বলি না, আমাদের ইলাহদের কেউ তোমাকে মন্দসহ ধরেছে'। সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি; এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তার থেকে মুক্ত- তোমরা যা শরীক কর-

৫৫. তাঁর পাশ থেকে। এরপর তোমরা এক সমবেতভাবে আমার উপর কৌশল কর। তারপর আমাকে অবকাশ দিও না'।

৫৬. 'নিশ্চয়ই আমি- আমি আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর উপরই নির্ভর করি। প্রাণীদের থেকে কেউ নেই, তিনি এর কেশরসহ নিয়ন্ত্রণকারী ছাড়া। নিশ্চয়ই আমার রব সরল সোজা এক পথের সামনে'।

৫৭. 'এরপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, এরপর অবশ্যই আমাকে যা পাঠানো হয়েছে, আমি তাসহই তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি; এবং আমার রব তোমাদেরকে ভিন্ন এক সম্প্রদায়কে খলিফা করবেন। তখন তোমরা তাঁর এক কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার রব সকল কিছুর উপর হেফাজতকারী'।

৫৮. এবং যখন আমার আদেশ আসল, আমি আমার থেকে এক রহমত দিয়ে হূদকে ও যারা তার সাথে বিশ্বাস করেছিল- তাদেরকে রক্ষা করলাম; এবং আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করেছিলাম।

৫৯. এবং এই আদেরা! তারা তাদের রবের আয়াতের প্রতি প্রত্যাখ্যান করেছিল; এবং তারা তাঁর রাসূলকে অমান্য করেছিল; এবং তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর আদেশ অনুসরণ করেছিল।

৬০. এবং এক লা'নত তাদের পিছু নিয়েছে। এ- এই দুনিয়ার মধ্যে ও পরম কিয়ামতের দিনেও। সাবধান! নিশ্চয়ই আদেরা তাদের রবকে অস্বীকার করেছিল। সাবধান! আদের জন্য হুদের সম্প্রদায় এক দূরবর্তী।

রুকূ ৬

৬১. এবং সামূদের কাছে তাদের ভাই সালিহ! সে বলেছিল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দাসত্ব কর। তোমাদের জন্য ইলাহ থেকে নেই- তিনি ভিন্ন। তিনি তোমাদেরকে এই পৃথিবীর মধ্যে থেকেই গড়েছেন এবং এর মধ্যেই তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। এরপর তাঁর ক্ষমা চাও। তারপর তাঁর দিকেই ফিরে আস। নিশ্চয়ই আমার রব কাছেই- সাড়াদানকারী'।

৬২. তারা বলল, 'ও সালিহ! তুমি এর আগে অবশ্যই আমাদের মধ্যে আশার পাত্র ছিলে। তুমি আমাদেরকে নিষেধ করছ কী- যেন না আমরা তার দাসত্ব করি, আমাদের বাপ-দাদারা যাদের দাসত্ব করত? তুমি আমাদেরকে যাতে ডাকছ, নিশ্চয়ই আমরা তার থেকে নিশ্চিত সন্দেহের মধ্যে। তার সম্পর্কে সন্দেহকারী'।

৬৩. সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! তোমরা কী দেখছ, যদি আমি আমার রবের থেকে এক পরিষ্কার প্রমাণের উপর থাকি- যখন তিনি তাঁর থেকে আমাকে এক রহমত দিয়েছেন, এরপর আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি- আল্লাহর পক্ষ থেকে কে আমাকে সাহায্য করতে পারে? এরপর তোমরা আমাকে ক্ষতি ভিন্ন কিছু বাড়াচ্ছ না'।

৬৪. 'ও আমার সম্প্রদায়। এ আল্লাহর উট। তোমাদের জন্য এক আয়াত। এরপর একে ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর ভূমির মধ্যে খেতে থাকুক; এবং একে মন্দসহ স্পর্শ করবে না। তাহলে সহসাই তোমাদেকে শাস্তি ধরবে'।

৬৫. এরপর তারা একে কেটে ফেলল। এরপর সে বলল, 'তোমাদের বাড়ি-ঘরের মধ্যেই তিন দিন ভোগ করে নাও'। মিথ্যা ভিন্নই সেই-ই ওয়াদা।

৬৬. এরপর যখন আমার আদেশ আসল, আমি আমার থেকে এক রহমতসহ সালিহকে ও যারা তাঁর সাথে বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম; এবং সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকেও। নিশ্চয়ই তোমার রব পরম শক্তিশালী, পরম ক্ষমতাশালী।

৬৭. এবং যারা জুলুম করেছিল তাদেরকে মহাগর্জন ধরল। এরপর তারা তাদের বাড়ি-ঘরের মধ্যেই অধমুখে পতিত হয়ে গেল।

৬৮. যেন তারা এর মধ্যে বসবাস করেই নি। সাবধান! নিশ্চয়ই সামূদরা তাদের রবকে অস্বীকার করেছিল। সাবধান! সামূদের জন্য এক দূরবর্তী।

রুকূ ৭

৬৯. এবং আমার দূতেরা অবশ্যই ইবরাহীমের সেই সুসংবাদসহ এসেছিল। তারা বলল, 'শান্তি' (ছালামুন سَلَامٌ)। সেও বলল, 'শান্তি' (ছালামুন سَلَامٌ)। সে তা আনতে দেরি করল না - ঝলসানো এক বাছুর।

৭০. এরপর সে যখন দেখল তাদের হাত তার দিকে পৌঁছাচ্ছে না, সে তাদের থেকে এক ভয়ে মনে মনে ভাবল, 'তারা অবাঞ্ছিত!। তারা বলল, 'ভয় করবে না! নিশ্চয়ই আমাদেরকে লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠানো হয়েছে'।

৭১. এবং তার স্ত্রী দাঁড়ানো। এরপর সে হেসে ফেলল। এরপর আমি একে ইস্হাক ও ইস্হাকের পিছনে ইয়া'কূবের প্রতি সুসংবাদ দিলাম।

৭২. সে বলল, 'ওহ! আমার জন্য আমার সন্তান- যখন আমি বৃদ্ধা! এবং এ আমার স্বামী- এক বৃদ্ধ! নিশ্চয়ই এ নিশ্চিত কিছু অবাক কাণ্ড'!

৭৩. তারা বলল, 'ও লোকজন এই ঘরের! আল্লাহর আদেশ থেকে তোমরা কি অবাক হয়েছ? আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত তোমাদের উপর। নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত, মর্যাদাবান'।

৭৪. এরপর যখন ইবরাহীমের থেকে সেই শঙ্কা দূর হলো এবং তার কাছে এই সুসংবাদ আসল- সে আমাদের সাথে লুতের সম্প্রদায় সম্পর্কে বিতর্ক করতে লাগল।

৭৫. নিশ্চয়ই ইবরাহীম নিশ্চিত সহনশীল, কোমলহৃদয়, সার্বক্ষণিক অভিমুখী।

৭৬. 'ও ইবরাহীম! এর থেকে ফিরে আস! নিশ্চয়ই তোমার রবের আদেশ- তা অবশ্যই এসেছে। নিশ্চয়ই তাদের কাছে শাস্তি আসবে- তা ফেরানো ভিন্নই'।

৭৭. এবং যখন আমার দূতেরা লূতের কাছে আসল, সে মন্দ অনুভব করল; এবং সে তাদের প্রতি এক অস্বস্থিতে সঙ্কীর্ণ হলো; এবং সে বলল, 'এ কঠিন দিন'!

৭৮. তখন তার সম্প্রদায় তার দিকে দ্রুতগতিতে তার কাছে আসল; এবং তারা আগে থেকেই চরম মন্দকাজ করছিল। সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা। তারা তোমাদের জন্য পবিত্র। এরপর আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অতিথিদের সম্পর্কে আমাকে লাঞ্ছিত করবে না। তোমাদের থেকে কি সুস্থ মস্তিষ্কের পুরুষ নেই'?

৭৯. তারা বলল, 'অবশ্যই তুমি জান, আমাদের জন্য তোমার কন্যাদের মধ্যে হক নেই; এবং নিশ্চয়ই তুমি নিশ্চিত জান, আমরা যা চাই'।

৮০. সে বলল, 'যদি এমন হতো যে, আমার জন্য তোমাদের প্রতি এক শক্তি; অথবা আমি আশ্রয় নিতে পারতাম শক্তিশালী এক সহায়কের'!

৮১. তারা বলল, 'ও লূত! নিশ্চয়ই আমরা তোমার রবের দূত। তারা তোমার কাছে কখনই পৌঁছাতে পারবে না। এরপর তোমার পরিবারসহ এই রাতের মধ্যের এক অংশে ভ্রমণে যাও। তখন তোমাদের থেকে একজনও পিছনে

তাকাবে না- তোমার স্ত্রী ছাড়া। নিশ্চয়ই তাতেই তার দুর্যোগ- যা আঘাত করবে তাদেরকেও। নিশ্চয়ই তাদের প্রতিশ্রুত সময় এই প্রভাত। এই প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়'?

৮২. এরপর যখন আমার আদেশ আসল, আমি এর উপরকে এর নিচ বানালাম; এবং আমি এর উপর স্তরে স্তরে পোড়ামাটির শিলা থেকে বর্ষণ করলাম-

৮৩. তোমার রবের কাছে চিহ্নিত; এবং এই সকল জালিমের মধ্য থেকে তা এক দূরের প্রতি নয়।

রুকূ ৮

৮৪. মাদইয়ানদের কাছে তাদের ভাই শু'আয়ব! সে বলেছিল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দাসত্ব কর। তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন কোনো ইলাহ থেকে নেই; এবং তোমরা নিখুঁত পরিমাপে ও ওজনে কমাবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কল্যাণসহ দেখছি; এবং নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাদের জন্য ঘেরাওকারী এক দিনের শাস্তির ভয় করছি'।

৮৫. এবং 'ও আমার সম্প্রদায়! সকল পরিমাপে ও সকল ওজনে পরম ন্যায়বিচারের সাথে পূর্ণ করে দাও; এবং এই মানুষকে তাদের কিছুতেই বঞ্চিত করবে না; এবং এই পৃথিবীর মধ্যে কপটতা করবে না- ফাসাদকারী'।

৮৬. 'অবশিষ্টাংশ আল্লাহরই। তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর- যদি তোমরা হও বিশ্বাসী; এবং আমি তোমাদের উপর হেফাজতকারীসহ নই'।

৮৭. তারা বলল, 'ও শু'আয়ব! তোমার যোগাযোগের বিষয় কী (আ-স্বালাতুকা أَصَلَاتُكَ) তোমাকে আদেশ দিচ্ছে যে, আমাদের বাপ-দাদারা যার দাসত্ব করত অথবা আমাদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে আমরা যা ইচ্ছে করি- আমরা তাই করি, আমরা তা ছেড়ে দেই? নিশ্চয়ই তুমি- তুমি নিশ্চিত পরম সহনশীল সেই সঠিক মস্তিষ্কে?

৮৮. সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি দেখেছ, যদি আমি আমার রবের থেকে এক পরিষ্কার প্রমাণের উপর হই, যখন তিনি আমাকে রিজিক দিয়েছেন- তাঁর থেকে উত্তম এক রিজিক? এবং যাতে আমি সক্ষম হই, আমি সেই সংশোধন ছাড়া চাই না যে, আমি তোমাদেরকে যার প্রতি নিষেধ করি- আমি তার থেকে তোমাদেরকে সাথে মতবিরোধ করি; এবং আল্লাহর সাথে ছাড়া আমার কোন সক্ষমতাও নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই কাছে আমি ফিরে যাব'।

৮৯. 'ও আমার সম্প্রদায়! আমার বিরোধিতায় তোমাদেরকে যেন না অপরাধে লিপ্ত করে, যাতে তোমাদেরকে আঘাত করে একইরকম- যা নূহের সম্প্রদায়ের উপর অথবা হূদের সম্প্রদায়ের উপর অথবা সালিহের সম্প্রদায়ের উপর আঘাত করেছিল; এবং লূতের সম্প্রদায় তোমাদের থেকে দূরের নয়'।

৯০. 'এবং তোমাদের রবের ক্ষমা চাও। তারপর তাঁরই দিকে ফিরে আস। নিশ্চয়ই আমার রব দয়ালু, স্নেহশীল'।

৯১. তারা বলল, 'ও শু'আয়ব! তুমি যা বল তার মধ্যের অধিকাংশই আমরা বুঝি না; এবং নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে আমাদের মধ্যে নিশ্চিত এক দুর্বল দেখছি; এবং যদি না থাকত তোমার পরিবার- আমরা নিশ্চিত তোমাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করতাম; এবং তুমি আমাদের উপর ক্ষমতাবানও নও'।

৯২. সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আমার পরিবার কি তোমাদের সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকেও অধিক ক্ষমতাশালী? তোমরা তাঁকে গ্রহণ করেছ তোমাদের পিছনে- এক পিঠের পিছনে। তোমরা যাসহ করছ, নিশ্চয়ই আমার রব তা ঘেরাওকারী'।

৯৩. 'ও আমার সম্প্রদায়! তোমাদের অবস্থানের উপর আমল করতে থাক। নিশ্চয়ই আমিও আমলকারী। শিগগিরই তোমরা জানতে পারবে, 'কাকে লাঞ্ছিত করে কার শাস্তি আসবে ও কে সেই মিথ্যুক? এবং তোমরা পর্যবেক্ষণ করতে থাক। নিশ্চয়ই আমিও তোমাদের সাথে এক পর্যবেক্ষক।

৯৪. এবং যখন আমার আদেশ আসল, আমি আমার থেকে রহমতসহ শু'আয়ব ও তার সাথে যারা বিশ্বাস করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম। কিন্তু যারা জুলুম করছিল তাদেরকে চরম মহানাদ ধরল। এরপর তারা তাদের বাড়িঘরের মধ্যেই হয়ে গেল অধমুখে পতিত।

৯৫. তারা এর মধ্যে যেন কখনই বসবাস করেই নি। সাবধান! মাদাইনদের জন্য এক দূরের- যেমন দূরে ছিল সামুদ।

রুকূ ৯

৯৬. এবং অবশ্যই আমি মূসাকে আমার আয়াত ও পরিষ্কার কর্তৃত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলাম-

৯৭. ফির'আওন ও তার কার্যনির্বাহীদের কাছে। এরপর তারা ফির'আওনের আদেশ অনুসরণ করল- যখন ফির'আওনের আদেশ সঠিক পথের প্রতি নয়।

৯৮. সে পরম কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের সামনে থাকবে। এরপর এদের পথ দেখাবে সেই আগুনে; এবং নিকৃষ্ট হয়েছে সেই পথ ও এই পথযাত্রীরা!

৯৯. এবং এরই মধ্যে ও পরম কিয়ামতের দিনে তাদেরকে এক অভিশাপ অনুসরণ করছে। সেই উপহার গ্রহীতাদের এই উপহার নিকৃষ্ট হয়েছে!

১০০. সেই-ই! সেই সব জনপদ থেকে সংবাদ। আমিই তোমার সামনে তা বর্ণনা করছি। এর থেকেই দন্ডায়মান ও নিশ্চিহ্নও।

১০১. এবং আমি তাদেরকে জুলুম করি নি। কিন্তু তারা তাদের নিজেদেরকেই জুলুম করেছিল। যখন তোমার রবের আদেশ এসেছিল, এরপর তারা আল্লাহর পাশ থেকে যাদেরকে ডাকত, তাদের থেকে তাদের ইলাহরা এক কিছুতেই কাজে আসল না; এবং তারা তাদেরকে ধ্বংস ভিন্ন কিছুই বাড়াল না।

১০২. এবং সেইরকমই তোমার রব আটক করেন; এবং তিনি সেই সকল জনপদকে আটক করেন- যখন তারা জুলুমকারী। নিশ্চয়ই তাঁর আটক কঠিন কষ্টদায়ক।

১০৩. যে পরম আখিরাতের শাস্তিকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তার জন্য 'তার মধ্যে' নিশ্চিত এক আয়াত। সেই-ই সমবেতকরণের দিন। তারই জন্য সকল মানুষ; এবং সেই-ই সাক্ষ্যের দিন।

১০৪. এবং আমি 'এ' গণনাকৃত সংখ্যায় এক মেয়াদের জন্য ছাড়া থামিয়ে রাখি না।

১০৫. সেই দিনটি আসবেই। কোনো ব্যক্তিই তাঁর অনুমতিসহ ছাড়া কথা বলতে পারবে না। এরপর তাদের থেকেই দুর্ভাগা ও আনন্দিত।

১০৬. এরপর তার মধ্য থেকে যারা দুর্ভাগা হয়েছে, এরপর তারা পরম আগুনের মধ্যে। তাদের জন্য এর মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ও আর্তনাদ।

১০৭. এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী যত দিন থাকবে, তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী- তা ছাড়া, তোমার রব যা ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই তিনি যার জন্য চান- এরপরও তোমার রব কার্যসম্পাদনকারী।

১০৮. এবং এরপর যারা পরম বাগানের মধ্যে, তারা তার মধ্যে আনন্দিত। এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী যত দিন থাকবে, তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী- তা ছাড়া, তোমার রব যা ইচ্ছা করেন। বিচ্ছিন্নকরণ ভিন্নই এক উপহার।

১০৯. এরপর এরা যার দাসত্ব করে, তার থেকে সন্দেহের মধ্যে থাকবে না। তারা দাসত্ব করে না তার মতো ছাড়া- তাদের বাপ-দাদারা আগে থেকেই যে দাসত্ব করত; এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে তাদের অংশ কমতি ভিন্নই নিশ্চিত পূর্ণ করে দেব।

রুকূ ১০

১১০. এবং অবশ্যই আমি মূসাকে সেই কিতাব দিয়েছিলাম। এরপর তারা তার সম্পর্কে মতবিরোধ করল; এবং যদি না তোমার রবের থেকে 'কথাগুলো' অগ্রগামী হয়ে থাকত- নিশ্চিত তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। নিশ্চয়ই তারা তখন নিশ্চিত সন্দেহের মধ্যে। তার থেকে এক সন্দেহকারী।

১১১. এবং নিশ্চয়ই তোমার রব তাদের প্রত্যেককেই তাদের আমল তখন নিশ্চিত পূর্ণ করে দেবেন। তারা যাসহ করছে- নিশ্চয়ই তিনি তা অবগত।

১১২. এরপর দৃঢ়-স্থিরভাবে দাঁড়াও। যেমনভাবে তোমাকে আদেশ করা হয়েছে; এবং তোমার সাথে যারা ফিরেছে এবং যারা সীমালঙ্ঘনও করছে না- নিশ্চয়ই তোমরা যা করছ, তিনি তার প্রতি দ্রষ্টা।

১১৩. এবং যারা জুলুম করছে তাদের দিকে ঝুঁকবে না। তাহলে তোমাদেরকে সেই আগুন স্পর্শ করবে। তখন আল্লাহর পাশ থেকে তোমাদের জন্য অভিভাবক নেই। তারপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

১১৪. এবং প্রতিদিনের দুই প্রান্তে ও প্রতি রাতের মধ্য থেকে এক কাছাকাছিতে পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর। নিশ্চয়ই পরম উত্তম কাজ চরম মন্দ কাজকে দূর করে দেয়। সকল উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য সেই-ই উপদেশ।

১১৫. এবং ধৈর্য ধর। এরপর আল্লাহ নিশ্চয়ই সেই উত্তম কর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট হতে দেবেন না।

১১৬. এরপর তোমাদের আগের থেকে সেই জনপদগুলোর মধ্যের লোকজনের এক অবশিষ্টাংশ এই পৃথিবীর মধ্যে চরম ফাসাদ থেকে কেন নিষেধকরণে ছিল না- তার মধ্যের এক অল্প ছাড়া, আমি যাকে রক্ষা করেছি? তাদেরকে তার মধ্যে যে প্রাচুর্যতা দেয়া হয়েছিল, তখনও তারা তাদের থেকে যারা জুলুম করত- তাদেরকে অনুসরণ করেছিল। তখন তারা জুলুমসহ অপরাধী ছিল।

১১৭. কিন্তু যখন এর অধিবাসীরা সংশোধনকারী, তোমার রব তখন সেই সকল জনপদকে ধ্বংস করার প্রতি ছিলেন না।

১১৮. এবং যদি তোমার রব ইচ্ছা করতেন, নিশ্চিত তিনি সকল মানুষকে এক জাতি বানাতে পারতেন- একমাত্রই। কিন্তু তারা মতভেদকরণে থামল না-

১১৯. তোমার রব যাকে দয়া করেছেন সে ছাড়া; এবং তিনি তাদেরকে তার জন্যই সৃষ্টি করেছেন; এবং তোমার রবের কথা পূরণ করা হবেই: 'আমি নিশ্চিত এই জিন ও এই মানুষের মধ্য থেকে একত্রে জাহান্নাম পূর্ণ করব'।

১২০. এবং আমি তোমার সামনে সেই রাসূলদের সংবাদ থেকে সকল কিছুই বর্ণনা করছি- আমি যাতে তা দিয়ে তোমার হৃদয় দৃঢ় করতে পারি; এবং এর মাধ্যমে তোমার কাছে সকল বিশ্বাসীর জন্য পরম সত্য ও সাবধানবাণী এবং উপদেশ এসেছে।

১২১. এবং যারা বিশ্বাস করে না তাদের প্রতি বল, 'তোমাদের অবস্থানে তোমরা আমল করতে থাক! নিশ্চয়ই আমরাও আমলকারী'।

১২২. 'এবং তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আমরাও অপেক্ষমান'।

১২৩. এবং আল্লাহর জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর অদৃশ্য; এবং তাঁরই কাছে সকল বিষয় ফিরে যাবে- এর প্রত্যেকটিই। এরপর তাঁরই দাসত্ব কর এবং তাঁরই উপর নির্ভর কর; এবং তোমরা যা আমল করছ, তোমার রব সে সম্পর্কে গাফিলসহ নন।

১২. সূরা ইউসুফ

১১১ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো পরম পরিষ্কার এই কিতাবের আয়াত।

২. নিশ্চয়ই আমি- আমিই তা নাজিল করেছি। এক আরবীতে এক কুরআন- যাতে তোমরা আকল ব্যবহার করতে পার।

৩. আমি তোমার সামনে বর্ণনা করছি উত্তম সেই বর্ণনা- আমি তোমার কাছে যাসহ ওহি করছি 'এ'- এই কুরআন; যদিও তুমি তার আগে থেকে নিশ্চিত সকল গাফিলের মধ্যে ছিলে।

৪. যখন ইউসুফ তার পিতার প্রতি বলল, 'ও আমার পিতা! নিশ্চয়ই আমি- আমি দেখেছি এগারটি তারা এবং এই সূর্য ও এই চাঁদ। আমি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদারত দেখেছি'।

৫. সে বলল, 'ও আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের সামনে বর্ণনা করবে না। এরপর তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে- এক ষড়যন্ত্র। নিশ্চয়ই সেই শয়তান এই মানুষের জন্য পরিষ্কার শত্রু'।

৬. 'এবং তোমার রব তোমাকে সেইরকমই মনোনীত করবেন; এবং তোমাকে এই হাদিসের অধিক (আল-আহাদিসি الْأَحَادِيثِ: সেই/সব হাদিসের/কথার/উক্তির/ঘটনার বিষয়ে) ব্যাখ্যা থেকে শিক্ষা দেবেন; এবং তিনি তোমার উপর ও ইয়া'কূবের পরিবারের উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করবেন, যেমন

তিনি আগে থেকেই তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর এ পূর্ণ করেছিলেন। নিশ্চয়ই তোমার রব জ্ঞাত, বিচক্ষণ'।

রুকূ ২

৭. অবশ্যই সকল জিজ্ঞাসুদের জন্য ইউসুফ ও তার ভাইদের মধ্যে আয়াত ছিল।

৮. এবং যখন তারা বলল, 'আমাদের পিতার কাছে ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের থেকে নিশ্চিত অধিক প্রিয়, যদিও আমরা একই দল। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা নিশ্চিত পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে'।

৯. 'ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে এক ভূমিতে ফেলে আস। সে গত হয়ে যাবে। তখন তোমাদের পিতার মুখমণ্ডল তোমাদের জন্যই; এবং তোমরা তার পরবর্তী থেকে সৎকর্মশীল এক সম্প্রদায় হয়ে যাবে'।

১০. তাদের থেকে এক বক্তা বলল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করবে না। কিন্তু তাকে সেই কুয়ায় অদৃশ্যের মধ্যে ছুড়ে ফেল। তাকে সেই সকল ভ্রমণকারী দলের কেউ তুলে নেবে- যদি তোমরা হও কিছু করার'।

১১. তারা বলল, 'ও আমাদের পিতা! কেন আপনার জন্য ইউসুফের উপর আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না, যখন আমরা নিশ্চয়ই তার জন্য নিশ্চিত শুভাকাঙ্ক্ষী'?

১২. 'নিশ্চয়ই আমরা যখন তার জন্য নিশ্চিত হেফাজতকারী, আগামী এক দিনে আমাদের সঙ্গে তাকে পাঠান। সে তৃপ্তিতে খাবে ও খেলাধুলা করবে'।

১৩. সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি- তোমরা তাকে যার সাথে নিয়ে যাবে, নিশ্চিত আমাকে তা কষ্ট দেবে; এবং আমি ভয় করি যে, তোমরা যখন তার প্রতি গাফিল, তাকে সেই নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে'।

১৪. তারা বলল, 'আমরা যখন সকলে নিশ্চিত একদল, তখন তাকে যদি সেই নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে- নিশ্চয়ই আমরা তখন নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত'।

১৫. এরপর তারা যখন তাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল, তখন তারা রাজী হলো যে, তারা তাকে সেই কুয়ার অদৃশ্যের মধ্যে রাখবে। তখন আমি তার কাছে ওহি করলাম, 'তারা যখন ধারণাই করতে পারবে না, তখন তুমি তাদের সম্পর্কে তাদেরকে নিশ্চিত খবর দিয়ে দেবে'।

১৬. এবং তারা রাতের এক প্রহরে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে আসল।

১৭. তারা বলল, 'ও আমাদের পিতা! নিশ্চয়ই আমরা- আমরা দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম। তখন ইউসুফকে আমাদের ভোগসামগ্রীর সাথে ছেড়ে গিয়েছিলাম। এরপর সেই নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে; যদিও আমরা সত্যবাদী হয়েছি কিন্তু আপনি আমাদের প্রতি বিশ্বাসের জন্য নন'।

১৮. তারা তার জামার উপর মিথ্যা রক্তসহ এসেছিল। সে বলল, 'বরং তোমরা এক বিষয়ে তোমাদের সাথে তোমাদের নিজেদেরকেই প্ররোচিত করছ; এবং তোমরা যা বলছ, আল্লাহই তার উপর পরম সহায়। এরপর ধৈর্যই শোভন'।

১৯. এবং এক ভ্রমণকারী দল কাছে আসল। এরপর তারা তাদের পানি সংগ্রাহকদের পাঠাল। এরপর তারা তাদের বালতি নামাল। তারা বলে উঠল, 'ও সুখবর! এ এক বালক'। তখন তারা তাকে এক মালপত্রের সঙ্গে লুকিয়ে রাখল। আল্লাহ জ্ঞাত তার প্রতি- তারা যা করছিল।

২০. এবং তারা তাকে দিরহামের সংখ্যা গণনায় খুবই অল্প এক মূল্যসহ বিক্রি করল। তখন তারা তার সম্পর্কে চরম নিস্পৃহদের মধ্যে ছিল।

রুকূ ৩

২১. এবং মিসর থেকে যে তাকে কিনে নিয়েছিল; সে তার স্ত্রীর প্রতি বলল, 'তার বাসস্থান সম্মানজনক কর। সম্ভবত যে, সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে এক পুত্র গ্রহণ করতে পারি'; এবং আমি সেইরকমই ইউসুফকে সেই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলাম, আমি যেন তাকে তার 'সেই হাদিসের অধিক' (আল-আহাদীসি الْأَحَادِيثِ: সেই/এই/সকল হাদিসের/কথার/উক্তির/ঘটনার) ব্যাখ্যা থেকে শিক্ষা দিতে পারি। আল্লাহ তাঁর সকল আদেশের উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বি। কিন্তু এই মানুষের অধিকাংশই তা জানে না।

২২. এবং যখন সে তার যৌবনে পৌছাল, আমি তখন তাকে এক বিচক্ষণতা ও এক জ্ঞান দিলাম; এবং আমি সকল উত্তম কর্মশীলকে সেইরকমই পুরস্কার দেই।

২৩. এবং যার বাড়ি- সেই একজন (নারীবাচক) তার ঘরের মধ্যে তাকে তার নিজের প্রতি আসক্ত করতে চাইল। তখন সে (নারীবাচক) সব দরজা বন্ধ করে দিল; এবং সে বলল (নারীবাচক), 'আস তুমি'! সে বলল, 'আশ্রয় আল্লাহরই! নিশ্চয়ই তিনি আমার রব। তিনি আমার বাসস্থান উত্তম করেছেন। নিশ্চয়ই এই সকল জালিম সফল হয় না'।

২৪. অবশ্যই সে (নারীবাচক) তার প্রতি সংকল্প করেছিল; এবং সেও এর প্রতি আকাঙ্ক্ষা করত- যদি না যে, সে তার রবের যুক্তি-প্রমাণ দেখত। সেইরকমই! আমি যাতে তার থেকে সকল মন্দ ও সকল অনৈতিকতা সরিয়ে দিতে পারি। নিশ্চয়ই সে আমার দাসদের থেকে পরম একনিষ্ঠ।

২৫. তারা দু'জনেই সেই দরজায় দৌড়াল! তখন সে (নারীবাচক) তার জামার পিঠের থেকে ছিঁড়ে ফেলল; এবং তারা উভয়ে সেই দরজার কাছে তার স্বামীকে পেল। সে বলল (নারীবাচক), 'কী তার প্রতিফল, যে তোমার পরিবারের সাথে এক মন্দ চায়! তা ছাড়া- তাকে কারারুদ্ধ করা হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তি'?

২৬. সে বলল, 'সেই আমাকে তার নিজের প্রতি প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল'। তখন তার পরিবার থেকে এক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি তার জামা সামনে থেকে ছেঁড়া হয়, এরপর সে সত্যবাদী (নারীবাচক); এবং সে চরম মিথ্যুকদের মধ্যে'।

২৭. 'এবং যদি তার জামা ছেঁড়া হয় পিঠের থেকে, এরপর সে মিথ্যা বলেছে (নারীবাচক) এবং সে পরম সত্যবাদীদের মধ্যে'।

২৮. এরপর যখন সে দেখল তার জামা পিঠের থেকে ছেড়া; সে বলল, 'নিশ্চয়ই এ তোমাদের ষড়যন্ত্র থেকে। নিশ্চয়ই তোমাদের কায়দা সেরা'।

২৯. 'ইউসুফ! এ থেকে ফিরে যাও; এবং তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা চাও! নিশ্চয়ই তুমি চরম পাপীদের মধ্যে হয়েছ'।

রুকূ ৪

৩০. এবং সেই নগরীর মধ্যের নারীরা বলল, 'এই আজীজের স্ত্রী তার যুবক দাসকে তার নিজের প্রতি প্রলুব্ধ করতে চাইছে। অবশ্যই সে তাকে এক ভালোবাসায় উন্মত্ত করেছে। আমরা তাকে নিশ্চিত পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি'।

৩১. এরপর যখন সে (নারীবাচক) তাদের ষড়যন্ত্রের প্রতি শুনল, তখন সে তাদের জন্য পাঠাল; এবং সে তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার স্থান প্রস্তুত করল; এবং সে তাদের থেকে প্রত্যেকের একেকজনকে একটি ছুরি দিল; এবং সে বলল (নারীবাচক), 'বেরিয়ে আস তাদের সামনে'। এরপর যখন তারা তাকে দেখল- তার গৌরব; তখন তারা তাদের হাত কেটে ফেলল। তখন তারা বলল, 'আল্লাহর জন্যই অদ্ভুত মাহাত্ম্য! এ এক মানুষ নয়- সম্মানিত ফেরেশতা ছাড়া'!

৩২. সে বলল (নারীবাচক), 'তোমরা যার সম্পর্কে আমাকে অভিযুক্ত করেছ- এই তোমাদের সেই একজন; এবং অবশ্যই আমি তাকে তার নিজের থেকেই প্রলুব্ধ করতে চেয়েছি, এরপরও সে তাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আমি তাকে যা আদেশ করেছি- যদি সে তা না করে, নিশ্চিত সে হবে কারারুদ্ধ। তখন সে হবে নিশ্চিত চরম হীনগ্রস্তদের মধ্যে'।

৩৩. সে বলল, 'ও আমার রব! তারা তার দিকে যাতে আমাকে ডাকছে, আমার কাছে তা থেকে সেই কারাগার অধিক প্রিয়; এবং আপনি যদি না তাদের কায়দাগুলো আমার থেকে সরিয়ে দেন, আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারি। তখন আমি চরম অজ্ঞদের মধ্যে হয়ে যাব'।

৩৪. এরপর তার রব তার প্রতি সাড়া দিলেন। তিনি তখন তার থেকে তাদের কায়দাগুলো সরিয়ে দিলেন। নিশ্চয়ই তিনি- তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

৩৫. তারপর তাদের জন্য তা প্রকাশ হলো। যার পরবর্তী থেকে তারা সেই আয়াত দেখল। তারা তাকে এক সময় পর্যন্ত নিশ্চিত কারারুদ্ধ করল।

রুকূ ৫

৩৬. এবং তার সাথে দুই যুবক সেই কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি আমাকে দেখেছি এক মদ নাড়া-চাড়া করছি'। তখন এর অপর জন বলল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি আমাকে দেখেছি আমার মাথার উপর রুটি বহন করছি। সকল পাখি এ থেকে খাচ্ছে। আমাদেরকে তার তাৎপর্যসহ খবর জানিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আমরা- আমরা তোমাকে দেখছি সকল উত্তম কর্মশীলের মধ্যে'।

৩৭. ইউসুফ বলল, 'তোমাদের দুজনের কাছে খাবার আসে নি- তোমাদেরকে যে রিজিক দেওয়া হয়। তোমাদের কাছে তা আসার আগেই, এ ছাড়াই আমি তোমাদেরকে তার তাৎপর্যসহ খবর জানিয়ে দেব। সেই-ই তোমাদের! আমার রব আমাকে যা শিখিয়েছেন তার মধ্য থেকেই। নিশ্চয়ই আমি- আমি সেই সম্প্রদায়গুলোর মতবাদ বর্জন করেছি- যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং তারা পরম আখিরাতের প্রতিও অস্বীকারকারী'।

৩৮. 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইস্হাক এবং ইয়া'কূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আমাদের জন্য ছিল না যে, আমরা আল্লাহর সঙ্গে- কিছু থেকেই শরীক করি। সেই-ই আমাদের উপর ও সকল মানুষের উপর আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু এই মানুষের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না'।

৩৯. 'ও আমার এই কারাগারের দুই সাহাবি! পৃথক পৃথক রব কি ভালো; অথবা আল্লাহ- পরম একজন, পরম অপ্রতিরোধ্য'?

৪০. 'তোমরা তাঁর পাশ থেকে এক নামকে ছাড়া দাসত্ব করছ না। তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা তাদের এ নামকরণ করেছ। আল্লাহ এর প্রতি দলিল নাজিল করেন নি। সকল হুকুমই আল্লাহর জন্য ছাড়া নয়। তিনি আদেশ করেছেন, যেন না তোমরা শুধুমাত্র তাঁকে ছাড়া দাসত্ব কর। সেই-ই পরম প্রতিষ্ঠিত এই দ্বীন। কিন্তু এই মানুষের অধিকাংশই তা জানে না'।

৪১. 'ও আমার এই কারাগারের সাহাবিরা! এই যে, তোমাদের একজন সে তার প্রভুকে মদ পান করাবে; এবং এই যে, এর শেষের জন- তাকে শূলবিদ্ধ করা হবে, এরপর সকল পাখি তার মাথা থেকে খাবে। এই আদেশের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তোমরা যার সম্পর্কে জানতে চেয়েছ- এই তা'।

৪২. এবং সে যাকে অনুমান করল- তার এমন যে, তাদের উভয়ের থেকে সে রক্ষা পাবে; সেই একজনের প্রতি সে বলল, 'তোমার প্রভুর কাছে আমাকে উল্লেখ করবে'। এরপর সেই শয়তান তাকে তার প্রভুর কাছে তাকে উল্লেখকরণ ভুলিয়ে দিল। এরপর সে সেই কারাগারের মধ্যেই কয়েক বছর থাকল।

রুকূ ৬

৪৩. এবং সেই রাজা বলল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি স্বপ্নে দেখেছি মোটা-তাজা সাতটি গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় খেয়ে ফেলছে; এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং অপরগুলো শুকনো'। 'ও আমার সকল কার্যনির্বাহী! আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দাও- যদি তোমরা এই দৃশ্যের জন্য ব্যাখ্যা দিতে পার'।

৪৪. তারা বলল, 'জটিল স্বপ্ন! এবং আমরা এ- এই স্বপ্নের তাৎপর্যের ব্যাখ্যা জানাসহ নই'।

৪৫. সেই দু'জনের থেকে যে রক্ষা পেয়েছিল, সময়ের পরবর্তীতে সে যখন স্মরণ করতে পারল; সে বলল, 'আমিই- আমি তোমাদেরকে এর তাৎপর্যের ব্যখ্যাসহ খবর জানিয়ে দেব। এরপর আমাকে পাঠাও'।

৪৬. 'ইউসুফ'! 'ও পরম সত্যবাদী! সাতটি মোটা-তাজা গাভী- তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় খেয়ে ফেলছে; এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপরগুলো শুকনো সম্পর্কে আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও- যাতে আমি সেই সকল মানুষের কাছে ফিরে যেতে পারি, যাতে তারা তা জানতে পারে'।

৪৭. সে বলল, 'তোমরা একাধারে সাত বছর ফসল বুনবে। এরপর যে ফসল তোমরা তুলবে, এরপর তার মধ্যের এক অল্প যা তোমরা খাবে তা ছাড়া তা এর শীষের মধ্যে-রেখে দাও'।

৪৮. 'তারপর তারই পরবর্তী থেকে আসবে সাতটি কঠিন। তোমরা তাদের জন্য অগ্রিম যা রাখবে তার মধ্য থেকে তোমরা খাবে- এক অল্প ছাড়া, যা তোমরা জমা রাখবে'।

৪৯. 'তারপর তারই পরবর্তী থেকে সেই এক বছর আসবে- তার মধ্যে এই মানুষকে প্রচুর বৃষ্টি দেওয়া হবে। তারা তখন তার মধ্যে নিংড়াবে'।

রুকূ ৭

৫০. তখন সেই রাজা বলল, 'তাকেসহ আমার কাছে আস'। এরপর যখন সেই দূত তার কাছে আসল; সে বলল, 'তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর, সেই নারীদের যারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল- তাদের কি অবস্থা? নিশ্চয়ই আমার রব তাদের কৌশলের প্রতি জ্ঞাত'।

৫১. সে বলল, 'তোমাদের ব্যাপারটি কী, যখন তোমরা ইউসুফকে তার নিজ থেকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলে'? তারা বলল, 'অদ্ভুত! আল্লাহর জন্যই মাহাত্ম্য! আমরা তার উপর মন্দ থেকে জানি না'। সেই আজীজের স্ত্রী বলল, 'এখন পরম সত্য প্রকাশিত হলো! আমিই তাকে তার নিজ থেকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলাম; এবং নিশ্চয়ই সে নিশ্চিত সকল সত্যবাদীর মধ্যে'।

৫২. 'সেই-ই! যাতে সে জানতে পারে যে, আমি- আমি সেই অদৃশ্যের প্রতি কখনই তার বিশ্বাসভঙ্গ করি নি; এবং এমন যে, আল্লাহ কৌশলে সেই বিশ্বাসঘাতকদের পথ দেখান না'।

তেরোতম পারা

৫৩. 'কিন্তু আমি আমার নিজেকেও মুক্ত করতে পারি নি। নিশ্চয়ই যাকে আমার রব দয়া করেন সে ছাড়া- সকল ব্যক্তি নিজেই চরম মন্দের প্রতি নিশ্চিত আদেশদাতা। নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল, দয়ালু'।

৫৪. তখন সেই রাজা বলল, 'তাকেসহ আমার কাছে আস। আমি তাকে আমার নিজের জন্য একান্ত করব'। এরপর যখন সে তার সাথে কথা বলল, সে বলল, 'নিশ্চয়ই তুমি আজ এই দিনে আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত এক বিশ্বস্ত'।

৫৫. সে বলল, 'আমাকে এই ভূমির ধনভাণ্ডারের উপর রাখেন। নিশ্চয়ই আমি হেফাজতকারী, এক জ্ঞাত'।

৫৬. এবং আমি ইফসুফকে সেই ভূমির মধ্যে সেইরকমই প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে এর থেকে যেখানে ইচ্ছে করত, তার বসতি করতে পারত। আমি আমার রহমতসহ বর্ষণ করি- যাকে আমি ইচ্ছা করি; এবং আমি সেই সকল উত্তম কর্মশীলের পুরস্কার নষ্ট হতে দেই না

৫৭. এবং যারা বিশ্বাস করে ও সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে, তাদের জন্য পরম আখিরাতের পুরস্কারই নিশ্চিত কল্যাণকর।

রুকূ ৮

৫৮. এবং ইউসুফের ভাইয়েরা উপস্থিত হলো। এরপর তারা তার সামনে প্রবেশ করল। এরপর সে তাদেরকে চিনতে পারল, যখন তারা তার প্রতি অচেনা!

৫৯. এবং যখন সে তাদের মালামালসহ তাদের মালপত্রের ব্যবস্থা করে দিল; সে বলল, 'তোমরা তোমাদের জন্য তোমাদের পিতার থেকে ভাইকেসহ আমার কাছে আসবে। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি সকল পরিমাপে পূর্ণ করে দেই; এবং এই যে আমি কল্যাণকর পরম অতিথিপরায়ণ'?

৬০. 'এরপর তোমরা যদি না তাকেসহ আমার কাছে আস, এরপর আমার কাছে তোমাদের জন্য পরিমাপ নেই; তখন তোমরা আমার কাছাকাছিও হবে না'।

৬১. তারা বলল, 'আমরা তার জন্য তার পিতাকে জোরালোভাবে চাইব; এবং নিশ্চয়ই আমরা তা নিশ্চিত করব'।

৬২. এবং সে তার ভৃত্যদের প্রতি বলল, 'তাদের পণ্যমূল্য তাদের মালের বস্তার মধ্যে রেখে দাও, যখন তারা তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাবে তখন তারা যাতে এ চিনতে পারে- যাতে তারা ফিরে আসতে পারে'।

৬৩. এরপর যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরল; তারা বলল, 'ও আমাদের পিতা। আমাদের থেকে সকল পরিমাপ নিষেধ করা হয়েছে। এরপর আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠালে আমরা মাপে পাব; এবং নিশ্চয়ই আমরা তার জন্য নিশ্চিত হেফাজতকারী'।

৬৪. সে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে তার উপর বিশ্বাস করব এ ছাড়া, যেমন আমি তোমাদেরকে তার ভাইয়ের উপর আগে বিশ্বাস করেছিলাম? এরপর আল্লাহই কল্যাণকর এক হেফাজতকারী; এবং তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু'।

৬৫. তারা যখন তাদের ভোগসামগ্রী খুলল, তারা তাদের পণ্যমূল্য পেল। তাদের কাছে তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা বলল, 'ও আমাদের পিতা! আমরা কী বা চাইতে পারি! এ তা, আমাদের পণ্যমূল্য- আমাদের কাছে ফেরত দেওয়া হয়েছে; এবং আমরা আমাদের পরিবারকে আরও এনে দিতে পারব; এবং আমরা আমাদের ভাইকে হেফাজত করব; এবং আমরা পরিমাপে এক উট বোঝা বাড়াতে পারি। সেই-ই পরিমাপে সহজ'।

৬৬. পিতা বলল, 'আমি তোমাদের সাথে তাকে কখনই পাঠাব না- যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে এক অঙ্গীকার দাও যে, তোমরা তাকেসহ আমার কাছে নিশ্চিত আসবে- যদি না তোমরাসহই তোমরা অসহায় হয়ে পড়'। এরপর যখন তারা তাকে তাদের অঙ্গীকার দিল; সে বলল, 'আমরা যা বলি- আল্লাহ তার উপর এক উকিল'।

৬৭. এবং সে বলল, 'ও আমার পুত্ররা! একই দ্বার থেকে প্রবেশ করবে না; এবং দ্বারগুলো থেকে পৃথক পৃথকভাবে প্রবেশ করবে। আমি তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কিছুতেই কাজে আসব না। এই সকল হুকুম আল্লাহর জন্য ছাড়া নয়। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি; এবং তাঁর উপরই এরপর সকল নির্ভরকারীরা নির্ভর করুক'।

৬৮. এবং তাদের পিতা তাদেরকে যে আদেশ করেছিল, তারা যখন সেখান থেকে প্রবেশ করল- তাদের জন্য তা আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছুতেই কাজে আসার ছিল না- এক চাহিদা পূরণ ছাড়া যে, ইয়া'কূব তার নিজের মধ্য থেকেই এ

সিদ্ধান্ত নিয়েছিল; এবং নিশ্চয়ই আমি তাকে যাসহ শিক্ষা দিয়েছিলাম, সে নিশ্চিত সেই জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু এই মানুষের বেশিরভাগই তা জানে না।

রুকূ ৯

৬৯. এবং তারা যখন ইউসুফের সামনে প্রবেশ করল, সে তার ভাইকে তার কাছে গ্রহণ করল। সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমিই তোমার ভাই, এরপর তারা যা করছিল- তার প্রতি দুঃখ করবে না'।

৭০. এরপর যখন সে তাদেরকে পণ্য-সামগ্রী দিল, তখন সে তাদের মালপত্রের সাথে তার ভাইয়ের থলের মধ্যে সেই পানপাত্র রেখে দিল। এরপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল, 'ও তোমরা এই সফরকারী দল! নিশ্চয়ই তোমরা নিশ্চিত চোর'।

৭১. যখন তারা তার সামনে কাছাকাছি হলো; তারা বলল, 'কী তা তোমরা হারিয়েছ'?

৭২. সে বলল, 'আমরা এই রাজার পাত্র হারিয়েছি; এবং যে তাসহ আসবে- তার জন্য এক উটের এক বোঝা; এবং আমি এর প্রতি জামিন'।

৭৩. তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! তোমরা অবশ্যই জান যে, আমরা এই ভূমির মধ্যে আমাদের ফাসাদ করার জন্য আসি নি; এবং আমরা চোরও হই নি'।

৭৪. সে বলল, 'যদি তোমরা মিথ্যুক হও- এরপর কী তার প্রতিফল'?

৭৫. তারা বলল, 'তার প্রতিফল সেই-ই, যার থলের মধ্যে এ পাওয়া যাবে। সেইরকমই আমরা এই সকল জালিমের প্রতিফল দেই'।

৭৬. এরপর সে তার ভাইয়ের আগে তাদের সঙ্গের জিনিসপত্র দিয়ে শুরু করল। তারপর সে তার ভাইয়ের সঙ্গের জিনিসপত্র থেকে এ বের করে আনল। আমি ইউসুফের জন্য সেইরকমই কৌশল করি। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। তা ছাড়া সে এই রাজার দ্বীনের মধ্যে তার ভাইকে গ্রহণ করতে পারত না। আমি যাকে ইচ্ছে করি, আমি তাকে পদ মর্যাদায় উন্নীত করি; এবং প্রত্যেকের ঊর্ধ্বে জ্ঞানের অধিকারী এক জ্ঞানী।

৭৭. তারা বলল, 'যদি সে চুরি করে থাকে, এরপর অবশ্যই আগে থেকেই তার এক ভাই তার জন্য চুরি করেছিল'। এরপরও ইউসুফ তা তার নিজের মধ্যেই গোপন রাখল। তখন সে তাদের জন্য এ ব্যক্ত না করে বলল, 'তোমরা নিকৃষ্টতর এক অবস্থানে। তোমরা তা যার প্রতি আরোপ করছ, আল্লাহই তা অধিক জানেন'।

৭৮. তারা বলল, 'ও আল-আজীজ! নিশ্চয়ই তার জন্য এক অতি বৃদ্ধ পিতা। এরপর তার স্থানে আমাদের একজনকে গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আমরা- আমরা আপনাকে পরম উত্তম কর্মশীলদের মধ্যে দেখছি'।

৭৯. সে বলল, 'আল্লাহরই আশ্রয়! আমরা যার কাছে আমাদের ভোগসামগ্রী পেয়েছি, আমরা যেন না তাকে ছাড়া গ্রহণ করি। নিশ্চয়ই আমরা তাহলে নিশ্চিত জালিম'।

রুকূ ১০

৮০. এরপর যখন তারা তার থেকে নিরাশ হলো, তারা এক গোপন পরামর্শে একান্ত হয়ে গেল। তাদের জ্যেষ্ঠ জন বলল, 'তোমরা জান না কি এমন যে, তোমাদের পিতা অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন; এবং আগের থেকে যা ইউসুফ সম্পর্কে- তোমরা তাও অবহেলা করেছিলে। এরপর আমি এই ভূমি কখনই ছাড়ব না। যে পর্যন্ত না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য হুকুম দেন; এবং তিনিই কল্যাণকর পরম হুকুমদাতা'।

৮১. 'তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল, 'ও আমাদের পিতা! নিশ্চয়ই আপনার পুত্র চুরি করেছে; এবং আমরা যা জানি তাসহ ছাড়া আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি না; এবং আমরা সেই সকল অদৃশ্যের জন্য হেফাজতকারী ছিলাম না'।

৮২. এবং আমরা এর যেখানে ছিলাম, সেই জনপদকে ও এর মধ্যে এর যা আমরা ফিরে এসেছি, সেই সফরকারী দলকে জিজ্ঞাসা করেন; এবং নিশ্চয়ই আমরা নিশ্চিত সত্যবাদী'।

৮৩. সে বলল, 'বরং তোমরা তোমাদের এক বিষয়ে তোমাদের প্রতি নিজেরাই প্ররোচিত করছ। এরপর ধৈর্যই শোভনীয়। সম্ভবত আল্লাহই যেন আমার কাছে তাদেরকেসহ সকলকে একত্রে এনে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি- তিনিই পরম জ্ঞাত, পরম বিচক্ষণ'।

৮৪. সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল; এবং বলল, 'হায়! ইউসুফের উপর আফসোস'। তখন সেই শোকের মধ্যে তার চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। এরপরও সে নিজেকে দমনকারী।

৮৫. তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আপনি যতক্ষণ না এক গুরুতর অসুস্থ হয়ে যান, আপনি ইউসুফকে স্মরণকরণে থামবেন না; অথবা আপনি নিজেকে নিঃশেষকৃতদের মধ্যে হয়ে যাবেন'।

৮৬. সে বলল, 'আমি আমার কষ্ট ও আমার শোক শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি; এবং আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে জানি, যা তোমরা জান না'।

৮৭. 'ও আমার পুত্ররা! যাও! এরপর ইউসুফ ও তার ভাইয়ের থেকে খোঁজ কর। তোমরা তখন আল্লাহর দয়া থেকে হতাশ হবে না। নিশ্চয়ই চরম অস্বীকারকারী সেই সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর দয়া থেকে কেউ হতাশ হয় না'।

৮৮. এরপর যখন তারা তার সামনে প্রবেশ করল; তারা বলল, 'ও আল-আজীজ! আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে চরম দুর্ভোগ স্পর্শ করেছে; এবং আমরা নগণ্য মূল্যের পণ্যসহ এসেছি; এরপর আমাদেরকে আমাদের জন্য সকল পরিমাপে পূর্ণ করে দিন; এবং আমাদের জন্য সাদাকা নিশ্চিত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল সাদাকাদাতাকে পুরস্কৃত করেন'।

৮৯. সে বলল, 'তোমরা জান কি, তোমরা ইফসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে যা করেছিলে- যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ'?

৯০. তারা বলল, 'নিশ্চয়ই কি তুমি! নিশ্চিত তুমি ইউসুফ'! সে বলল, 'আমিই ইউসুফ এবং এ আমার ভাই। আল্লাহ অবশ্যই আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে সাবধান হয় ও ধৈর্য ধরে, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই সকল উত্তম কর্মশীলের পুরস্কার নষ্ট হতে দেন না'।

৯১. তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন; এবং নিশ্চয়ই আমরা নিশ্চিত পাপী ছিলাম'।

৯২. সে বলল, 'আজ এই দিনে তোমাদের উপর অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের জন্য ক্ষমা করবেন। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু'।

৯৩. 'আমার এই জামাসহ যাও! এরপর তা আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রাখবে। এক দৃষ্টি আসবে। তখন তোমাদের পরিবারসহ সকলে একত্রে আমার কাছে আসবে'।

রুকূ ১১

৯৪. যখন সেই সফরকারী দলের ফায়সালা হলো; তাদের পিতা বলল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি নিশ্চিত ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি- যদি না যে আমার মনে সমস্যা হচ্ছে'।

৯৫. তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আপনি- এর গোড়াতেই আপনার নিশ্চিত বিভ্রান্তি'।

৯৬. এরপর যখন তারা আসল- সেই সুসংবাদবাহক; এবং সে তা তার মুখমণ্ডলের উপর রাখল, এরপর এক দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল। সে বলল, 'আমি কি তোমাদের প্রতি বলি নি যে, তোমরা যা জান না, নিশ্চয়ই আমি- আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তা জানি?

৯৭. তারা বলল, 'ও আমাদের পিতা! আমাদের জন্য আমাদের পাপে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই আমরা পাপী হয়েছি'।

৯৮. সে বলল, 'আমি তোমাদের জন্য দ্রুতই আমার রবের ক্ষমা চাইব। নিশ্চয়ই তিনি- তিনিই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

৯৯. এরপর যখন তারা ইউসুফের সামনে আসল, সে তার পিতা-মাতাকে তার কাছে জড়িয়ে ধরল; এবং বলল, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করেন'।

১০০. এবং সে তার মাতা-পিতাকে সেই সকল আসনের উপর তুলে ধরল। তখন তারা তার জন্য এক সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ল; এবং সে বলল, 'ও আমার পিতা! আগের থেকে আমার স্বপ্নের এই তাৎপর্য। অবশ্যই আমার রব এ এক সত্য বানিয়েছেন; এবং তিনি যখন আমাকে সেই কারাগারের মধ্য থেকে বের করলেন, তিনি অবশ্যই আমার প্রতি উত্তম করেছেন; এবং সেই শয়তান আমার মাঝে ও আমার ভাইদের মাঝে যে কু-মন্ত্রণা দিয়েছিল তারই পরবর্তীতে, তিনি সেই বেদুইনদের মধ্য থেকে আপনাদেরকেসহ নিয়ে আসলেন। তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন- নিশ্চয়ই আমার রব নিপুণ। নিশ্চয়ই তিনি- তিনিই পরম জ্ঞাত, পরম বিচক্ষণ'।

১০১. 'ও আমার রব! অবশ্যই আপনি আমাকে এই রাজ্য থেকে দিয়েছেন; এবং আমাকে সেই হাদিসের তাৎপর্য থেকে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনিই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর স্রষ্টা। আপনিই এই দুনিয়ায় মধ্যে ও পরম আখিরাতে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে এক মুসলিমে পূর্ণ করে দিন এবং আমাকে সকল সৎকর্মশীলের সাথে সংযুক্ত করে দিন'।

১০২. সেই-ই সেই সকল অদৃশ্যের সংবাদ। আমি তা তোমার কাছে ওহি করছি। তারা যখন তাদের আদেশে একত্র হয়েছিল, যখন তারা ষড়যন্ত্র করছিল- তুমি তখন তাদের সাথে ছিলে না।

১০৩. এবং যদি তুমি আকাঙ্ক্ষা করেও থাক, এই মানুষের অধিকাংশই বিশ্বাসীদের সাথে নয়।

১০৪. এবং তুমি তার উপর তাদেরকে পারিশ্রমিক থেকে সাওয়াল করছ না। তা এই বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া নয়।

রুকূ ১২

১০৫. এবং এই আকাশমণ্ডলীর ও এই পৃথিবীর মধ্যে থেকে কত আয়াত- এর উপরই তারা পার হয়েছে, কিন্তু তারা এর থেকে উদাসীন।

১০৬. এবং যখন তারা অংশীবাদী ছাড়া, তখন তাদের বেশিরভাগই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না।

১০৭. তাদের কাছে যখন আল্লাহর সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে আসবে, তখন তারা কি নিরাপদ? অথবা তাদের কাছে যখন পরম সময় হঠাৎ করেই আসবে- তখন তারা ধারণাই করতে পারবে না!

১০৮. বল, 'এ তাই- আমার পথ। আমি আল্লাহর প্রতি দিব্য-দৃষ্টির উপর ডাকি- আমি ও যারা আমাকে অনুসরণ করে- তারাও; এবং আল্লাহ মহিমান্বিত; এবং আমি এই সকল মুশরিকের মধ্যে নই'।

১০৯. এবং আমি তোমার আগে থেকেই সেই সব জনপদের লোকজন থেকে এক পুরুষ ছাড়া পাঠাই নি। আমি তাদের প্রতি ওহি করেছিলাম। এরপর তারা কি কখনই এই পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ করে নি, এরপর কি তারা দেখে নি- যারা তাদের আগে থেকেই, কেমন ছিল তাদের পরিণতি? কিন্তু যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরম আখিরাতের বাড়িঘরই কল্যাণকর। এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার করবে না?

১১০. সেই রাসূলরা যে পর্যন্ত না আশা ছেড়ে দিল, তখন তারা অনুমান করল এমন যে- তাদেরকে অবশ্যই মিথ্যা বলা হয়েছে; তখন আমার সাহায্য তাদের কাছে আসল। এরপর আমি যাকে ইচ্ছা করেছিলাম, তাকে রক্ষা করা হলো। কিন্তু আমার শাস্তি চরম অপরাধী সেই সকল সম্প্রদায় থেকে ফেরানো যায় না।

১১১. এবং তাদের ঘটনার বর্ণনার মধ্যে বুঝদার সকল লোকজনের জন্য অবশ্যই এক শিক্ষা আছে। তা 'এক হাদিস' (হাদীসান حَدِيثًا) হয় নি- যা আবিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু যা তার হাতের মাঝে, তা তার সত্যায়ণ ও সেই সকল কিছুর তাফসির; এবং যারা বিশ্বাস করে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য এক পথ-নির্দেশ ও এক রহমত।

১৩. সূরা রা'দ

৪৩ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আলিফ-লাম-মীম-রা। এগুলো এই কিতাবের আয়াত; এবং তোমার রবের থেকে তোমার প্রতি 'তার যা' নাজিল হয়েছে তা পরম সত্য; কিন্তু এই মানুষের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

২. আল্লাহ- তিনি একজন এই আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ভিন্নই কিছু দিয়ে উত্তোলন করেছেন। তোমরা এ দেখছ। তারপর তিনি পরম আর্‌শের উপর আসীন হলেন; এবং তিনি এই সূর্য ও এই চাঁদকে অধীন করলেন। তারা

প্রত্যেককেই এক নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রতি ছুটছে। তিনি সকল বিষয়ের পুনরাবর্তন করেন; এবং তিনি সকল আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন- যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাক্ষাতের প্রতি নিশ্চিত হতে পার।

৩. এবং তিনি- যিনি একজন এই পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন; এবং তিনি এর মধ্যে দৃঢ় পর্বতমালা ও নদী বানিয়েছেন; এবং এর মধ্যে তিনি সকল ফলমূলের প্রত্যেকটি থেকে দুই জোড়া বানিয়েছেন। তিনি এই রাতকে এই দিনে ঢেকে দেন। যারা চিন্তা করে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য তারই মধ্যে নিশ্চয়ই নিশ্চিত আয়াত।

৪. এবং এই পৃথিবীর মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত খণ্ডিত ভূমি; এবং আঙুর ও শস্য থেকে বাগানগুলো; এবং এক শিরসহ খেজুর-গাছ অথবা এক শির ভিন্নও- একই পানি দিয়ে সিক্ত করা হয়; এবং আমি এর এই ফলগুলোর মধ্যে এককে অন্যের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছি। নিশ্চয়ই যারা আকল ব্যবহার করে, সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত।

৫. এবং যদি তুমি অবাক হয়ে থাক, এরপর অবাক কাণ্ড তাদের কথা, 'আমরা যখন ধুলোকণা হয়ে যাব, আমরা কি নিশ্চিত নতুন সৃষ্টিগুলোর মধ্যে হব'? তারাই তারা- যারা তাদের রবের প্রতি অস্বীকার করে; এবং তারাই- তাদের গলার মধ্যে সেই শিকল; এবং তারাই পরম আগুনের সাথী। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

৬. এবং তারা পরম উত্তম বিষয়ের আগেই, চরম মন্দ বিষয়ের প্রতি তাড়াহুড়ো করে তোমাকে প্রশ্ন করতে থাকে; এবং অবশ্যই তাদের আগে থেকেই এই সকল উদাহরণের বিষয় চলে এসেছে; এবং নিশ্চয়ই তোমার রব এই মানুষের প্রতি তাদের জুলুমের উপর নিশ্চিত ক্ষমার অধিকারী; এবং নিশ্চয়ই তোমার রব সকল পরিণতিতে নিশ্চিত শক্তিশালী।

৭. এবং যারা অস্বীকার করে তারা বলে 'কেন তার রবের থেকে তার উপর আয়াত নাজিল করা হয় না'? তুমি শুধুমাত্র এক সতর্ককারী; এবং সকল সম্প্রদায়ের জন্য এক পথপ্রদর্শক।

রুকূ ২

৮. প্রত্যেক নারী যা বহন করে ও যাতে সেই গর্ভে কমতি ঘটে এবং তারা যা বাড়াতে থাকে- আল্লাহ তা জানেন; এবং তাঁর কাছে সকল কিছুই এক সিদ্ধান্তসহ।

৯. তিনি জ্ঞাত সকল অদৃশ্য ও সকল প্রকাশ্য বিষয়। তিনি পরম শ্রেষ্ঠ, পরম উচ্চ।

১০. যে গোপন করে সকল কথা অথবা যে তাসহ জাহির করে; এবং যা এই রাতের সাথে উধাও ও এই দিনে এক মরিচিকা- তাদের থেকে তার সবই সমান-

১১. আল্লাহর আদেশে সমন্বয়কারীরা তার হাতের মাঝ থেকে ও তার পিছন থেকে তার জন্য তাকে হেফাজত করে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্প্রদাগুলোর প্রতি ভিন্নরকম করেন না- যতক্ষণ না তারা তা তাদের নিজেদের প্রতিই ভিন্নরকম করে থাকে। আল্লাহ যখন সম্প্রদায়গুলোর প্রতি এক মন্দ চান, এরপর তার প্রতি ফেরত নয়; এবং তাঁর পাশ থেকে তাদের জন্য অভিভাবকও নেই।

১২. তিনিই- যিনি একজন তোমাদেরকে সেই আলোক বিচ্ছুরণ দেখিয়ে থাকেন- এক ভীতি ও এক আশা; এবং তিনিই নিয়ে আসেন অতি ভারী মেঘমালা-

১৩. এবং তাঁর ভয় থেকে সেই মেঘের গর্জন তাঁর প্রশংসাসহ মহিমা ঘোষণা করতে থাকে; এবং সকল ফেরেশতারাও; এবং তিনিই সেই বজ্রপাত পাঠান। তারা যখন আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করতে থাকে, এরপর যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, তিনি এ দিয়ে আঘাত করেন; এবং তিনি শক্তিশালী, পরম বলীয়ান।

১৪. তাঁরই জন্য পরম সত্যের দাওয়াত; এবং তারা তাঁর পাশ থেকে যাদেরকে ডাকতে থাকে, তারা তাদের প্রতি এক কিছুসহই সাড়া দিতে পারে না। সেই পানির দিকে তার হাত বাড়ানোর মতো ছাড়া- যাতে এ তার মুখে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু তা পৌঁছানোর প্রতি নয়; এবং সেই অস্বীকারকারীদের হাঁকডাক বিভ্রান্তির মধ্যে ছাড়া নয়।

১৫. যা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে, তারা এবং তাদের ছায়াগুলো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহর জন্যই 'প্রতি সকালের সাথে' (বিলগ্বুদূই بِالْغُدُوِّ) ও 'প্রতি বিকালে' (ওয়াল'আসালি وَالْآصَالِ) সিজদা করতে থাকে।

১৬. বল, 'কে এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর রব'? বল, 'আল্লাহই'। বল, 'এরপরও কি তোমরা তাঁর পাশ থেকে অভিভাবকদের গ্রহণ করেছ? তারা তাদের নিজেদের জন্যও এক উপকারের মালিক হতে পারে না; এবং এক ক্ষতিরও নয়'। বল, 'সমান হতে পারে কি সেই অন্ধ ও সেই দৃষ্টিসম্পন্নরা? অথবা সমান কি এই অন্ধকার ও এই আলো'? অথবা তারা কি আল্লাহর জন্য শরীক বানিয়েছে- যারা তাঁর সৃষ্টির মতই সৃষ্টি করেছে? এরপর কি তাদের কাছে সকল সৃষ্টি একইরকম'? বল, 'আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা। তিনি পরম এক, পরম অপ্রতিরোধ্য'।

১৭. তিনি এই আকাশের মধ্য থেকে এক পানি নাজিল করেন। এরপর এর সিদ্ধান্তের প্রতি উপত্যাকাগুলো প্লাবিত হয়। তখন এই প্লাবন এক বর্ধিত ফেনা বহন করে; এবং তার উপরে যা, তার থেকেই তারা সেই আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে থাকে। তারা চেয়ে থাকে অলংকার অথবা ভোগসামগ্রী- তারই মতো ফেনা। সেইরকমই আল্লাহ পরম সত্য ও চরম মিথ্যা কথন উপস্থাপন করে থাকেন। এরপর এর থেকে যা সেই ফেনা, এরপর তা চলে যায় এক বর্জতে; এবং এর থেকেই তা, যা উপকার করে সকল মানুষকে। এরপর তা এই পৃথিবীতেই অবস্থান করতে থাকে। আল্লাহ সেইরকমই সকল উদাহরণ উপস্থাপন করে থাকেন।

১৮. যারা তাদের রবের প্রতি সাড়া দেয়, তাদের জন্য পরম সৌন্দর্য। কিন্তু তাদের যারা তাঁর প্রতি কখনই সাড়া দেয় না- যদি এমন যে, যা পৃথিবীর মধ্যে- তাদের জন্য তার সবই একত্রে; এবং তার সাথে এর মতো আরও- তারা তা দিয়েই নিশ্চিত মুক্তিপণ দিতে চাইত। তারাই- তাদের জন্য মন্দ সকল হিসাব। তখন তাদের বাসস্থান জাহান্নামে; এবং সেই আশ্রয় স্থান নিকৃষ্ট হবে!

রুকূ ৩

১৯. যারা জানে- তা এমন যে, তোমার রবের থেকে তোমার প্রতি যা নাজিল হয়েছে, তা পরম সত্য- এরপরও কি সে তার মতো, যে অন্ধ? শুধুমাত্র সেই বুঝদার লোকজনই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে!

২০. তারাই- তারা আল্লাহকে ওয়াদা দিয়ে পূর্ণ করে; এবং তারা সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না-

২১. এবং আল্লাহ যাতে আদেশ করেছেন, তাদের যারা- তারা তার সাথে সামিল হয়; এবং তারা তাদের রবকে ভয় করে ও তারা মন্দ সকল হিসাবে ভীত থাকে।

২২. এবং তাদের যারা ধৈর্য ধরে তাদের রবের দৃষ্টি চাইতে থাকে এবং তারা 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে; এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তারা তার থেকে গোপনে ও ঘোষণা দিয়ে ব্যয় করে; এবং তারা পরম উত্তম কর্ম দিয়ে চরম মন্দ কর্মকে দূর করে। তারাই- তাদের জন্য পরিণামের সেই বসতবাড়ি-

২৩. চিরস্থায়ী বাগানগুলোতে। তারা এবং তাদের পিতা-মাতা ও তাদের যুগল এবং তাদের সন্তান-সন্ততি থেকে যারা সৎকর্ম করেছে- তারাও সেখানে প্রবেশ করবে; এবং প্রতিটি দরজা থেকে তাদের সামনে ফেরেশতারা প্রবেশ করবে-

২৪. 'তোমাদের উপর শান্তি। তোমরা এর প্রতি ধৈর্যশীল হয়েছিলে'। এরপর নিয়ামতপূর্ণ চূড়ান্ত সেই বসতবাড়ি।

২৫. এবং তাদের যারা আল্লাহর ওয়াদা ভঙ্গ করে- সেই অঙ্গীকারের পরবর্তী থেকে; আল্লাহ তার প্রতি যা আদেশ করেছেন যে, সামিল হও- যারা তা ছিন্ন করে; এবং যারা এই পৃথিবীর মধ্যে ফাসাদ করে বেড়ায়, তারাই- তাদের জন্য চরম লানত এবং তাদের জন্য মন্দ সেই বসতবাড়ি।

২৬. আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন, তিনি তার সকল রিজিকে বাড়িয়ে দেন; এবং তিনিই তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু তারা এই দুনিয়ার এই জীবনের প্রতি আনন্দ-উল্লাস করে। কিন্তু পরম আখিরাতের মধ্যের ভোগসামগ্রী এই দুনিয়ার এই জীবনে নেই।

রুকূ ৪

২৭. এবং যারা অস্বীকার করেছে তারা বলে, 'কেন তার রবের থেকে তার উপর আয়াত নাজিল করা হয় না'? বল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে বিভ্রান্ত হতে দেন; কিন্তু যে ফিরে আসে- তিনি তাকে তাঁরই দিকে পথ দেখান'।

২৮. তাদের যারা বিশ্বাস করে, তারা তখন আল্লাহকে স্মরণের সাথেই তাদের অন্তরে স্বস্তি পায়। সন্দেহ নেই- আল্লাহকে স্মরণের সাথেই সেই অন্তর স্বস্তি পায়।

২৯. তাদের যারা বিশ্বাস করে ও করে সকল সৎকাজ তাদের জন্যই ভালো ও সৌন্দর্যমণ্ডিত এক ফেরার স্থান।

৩০. আমি তোমাকে সেইরকমই এক জাতির মধ্যে পাঠিয়েছি, যাতে আমি তোমার প্রতি যা ওহি করেছি, তুমি তাদের সামনে তা পাঠ করতে পার। অবশ্যই এর আগে থেকেই বহু জাতি চলে গেছে। তখনও তারা পরম দয়াময়ের প্রতি অস্বীকার করেছে। বল, 'তিনিই আমার রব। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি; এবং তাঁর কাছেই আমার ফেরার স্থান'।

৩১. এবং যদি হতো এমন যে, এক কুরআন- তা দিয়ে সকল পর্বতকে চালনা করা যেত; অথবা তা দিয়ে এই পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা যেত; অথবা এ দিয়ে সকল মৃতকে কথা বলানো যেত! বরং আল্লাহর জন্যই এক একত্রে সেই সকল আদেশ। এরপর যারা বিশ্বাস করে, তারা কি কখনই হতাশ হতে পারে না যে- আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, নিশ্চিত তিনি সকল মানুষকেই পথ দেখাতেন- সকলকে একত্রেই? কিন্তু যারা অস্বীকার করে তাদেরকে এক দুর্যোগ আঘাত করবেই। তারা থামাতে পারবে না। 'তা' তার প্রতিই- তারা

যা করত; অথবা 'তা' তাদের বসতবাড়ির নিকটেই উৎসর্গকৃত হবে- যতক্ষণ না আল্লাহর ওয়াদা আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই ওয়াদার খেলাপ করেন না।

রুকূ ৫

৩২. এবং অবশ্যই তোমার আগে থেকেই রাসূলদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছে। এরপর যারা অস্বীকার করেছিল, আমি তাদের জন্য অবকাশ দিয়েছিলাম। তারপর আমি তাদেরকে ধরলাম। এরপর কেমন ছিল পরিণতি?

৩৩. এরপর কি তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তাসহই এক প্রত্যক্ষদর্শী হন, তারা যা অর্জন করছে? এবং তারা আল্লাহর জন্য শরীক বানায়। বল, 'তাদের পরিচয় দাও; অথবা তোমরা কি তাঁকে তা দিয়ে এই পৃথিবীর মধ্যের খবর দিচ্ছ- যা তিনি জানেন না? অথবা সেই সকল কথার মধ্যে কি তোমরা নিজেদেরকে জাহিরকরণের প্রতি'? বরং যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য তাদের ষড়যন্ত্র শোভন করা হয়েছে। তখন তাদেরকে এই পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়; এবং আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত হতে দেন, এরপর তার জন্য পথপ্রদর্শক নেই।

৩৪. তাদের জন্য এই দুনিয়ায় এই জীবনে শাস্তি; এবং পরম আখিরাতের শাস্তি নিশ্চিত অধিক কঠোর। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য তখন রক্ষকও নেই।

৩৫. সকল সাবধানীকে পরম বাগানের যে ওয়াদা করা হয়েছে তার উদাহরণ- 'এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। এর খাদ্য ও এর ছায়া নিরবিচ্ছিন্ন'। যারা সাবধান হয়, সেই-ই তাদের গন্তব্য; এবং সকল অস্বীকারকারীর গন্তব্য পরম আগুনে।

৩৬. এবং আমি যাদেরকে সেই কিতাব দিয়েছি, তারা তোমার কাছে যা নাজিল হয়েছে তার প্রতি আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই সেই দলগুলোও- যারা এর অংশ বিশেষ অমান্য করে। তাদেরকে বল, 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করি; এবং আমি তাঁর সাথে শরীক করি না। আমি তাঁর প্রতিই ডাকি; এবং তাঁর কাছেই আমার ফেরার স্থান'।

৩৭. এবং আমি সেইরকমই এক আরাবীতে 'এ' এক হুকুম নাজিল করেছি; এবং তোমার কাছে এই সকল জ্ঞানের মধ্য থেকে যা এসেছে, তার পরবর্তীতে তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য অভিভাবক নেই এবং রক্ষকও নয়।

রুকূ ৬

৩৮. এবং অবশ্যই তোমার আগে থেকেই আমি রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলাম; এবং আমি তাদের জন্য স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বানিয়েছিলাম; এবং কোনো রাসূলের জন্যই ছিল না যে, সে আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই আয়াতসহ আসবে। সকলের জন্যই কিতাবে লিখিত এক মেয়াদ।

৩৯. আল্লাহ- তিনি যা ইচ্ছা করেন মুছে দেন; এবং তিনি দৃঢ় রাখেন- যা তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তাঁরই কাছে এই কিতাবের 'মূল' (উম্মু أُمِّ)।

৪০. এবং আমি তাদেরকে সেই যা ওয়াদা করেছি, আমি যদি তার একাংশ তোমাকে দেখাই অথবা আমি তোমাকে পূর্ণ করে দেই- এরপরও তোমার উপর শুধুমাত্র এই সকল পৌঁছানো; এবং আমার উপরই সকল হিসাব।

৪১. তারা কি দেখে না যে, আমি এই পৃথিবীতে আসি- এর সীমানা থেকে কমিয়ে দেই? তখন আল্লাহই হুকুম দিয়ে থাকেন। তাঁর হুকুমের জন্য সমন্বয়কারী নেই; এবং তিনি সকল হিসাবে দ্রুত।

৪২. কিন্তু যারা তাদের আগে থেকে, তারা অবশ্যই কৌশল করেছিল। এরপর আল্লাহর জন্যই সকল কৌশল- এক একত্রে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে- তিনি তা জানেন; এবং সকল অস্বীকারকারীই জানতে পারবে- কাদের জন্য চূড়ান্ত সেই বসতবাড়ি!

৪৩. এবং যারা অস্বীকার করে তারা বলে, 'তুমি এক রাসূল নও'। বল, 'আল্লাহই আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝে যথেষ্ট এক সাক্ষী; এবং সেও- যার সাথে এই কিতাবের জ্ঞান'।

১৪. সূরা ইবরাহীম

৫২ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আলিফ-লাম-রা। এক কিতাব। আমিই তা তোমার প্রতি নাজিল করেছি, যাতে তুমি এই মানুষকে তাদের রবের অনুমতিসহ চরম অন্ধকারের মধ্য থেকে পরম আলোর দিকে বের করে আনতে পার- পরম ক্ষমতাশালী, পরম প্রশংসিতের পথের দিকে।

২. আল্লাহ- তিনি একজন। তার জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং সকল অস্বীকারকারীর জন্য দুর্ভোগ থেকে কঠিন শাস্তি।

৩. তারাই- যারা এই দুনিয়ার এই জীবনকে পরম আখিরাতের উপর ভালোবাসতে থাকে; এবং তারা এই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়; এবং তারা এতে এক জটিলতা চাইতে থাকে- তারাই দূরের বিভ্রান্তির মধ্যে।

৪. এবং আমি রাসূলদের থেকে তার সম্প্রদায়ের ভাষা দিয়ে ছাড়া পাঠাই নি, যাতে সে তাদের জন্য পরিষ্কারভাবে বলতে পারে। এরপর আল্লাহ- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন বিভ্রান্ত হতে দেন; এবং তিনি পথ দেখান- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।

৫. এবং আমি অবশ্যই মূসাকে আমার আয়াত দিয়ে পাঠিয়েছিলাম যে, 'তোমার সম্প্রদায়কে চরম অন্ধকারের মধ্য থেকে পরম আলোর দিকে বের করে আন; এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলো দিয়ে উপদেশ দাও'। নিশ্চয়ই তারই মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের জন্য নিশ্চিত আয়াত।

৬. এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলল, 'তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে ফির'আওনের লোকজন থেকে রক্ষা করেছিলেন- যারা তোমাদেরকে মন্দ সেই শাস্তিতে চিহ্নিত করত। তারা তোমাদেরকে জবেহ করত- তোমাদের পুত্রদেরকে; এবং তারা তোমাদের নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত; এবং তারই মধ্যে তোমাদের রবের থেকে বিশাল কঠিন এক পরীক্ষা'।

রুকূ ২

৭. এবং যখন তোমাদের রব ঘোষণা করলেন, 'যদি তোমরা নিশ্চিত কৃতজ্ঞ হও, আমি তোমাদেরকে নিশ্চিত বাড়িয়ে দেব; এবং যদি তোমরা অস্বীকারকারী হও, নিশ্চয়ই আমার শাস্তি নিশ্চিত কঠিন'।

৮. এবং মূসা বলল, 'যদি তোমরা ও যারা এই পৃথিবীর মধ্যে- তোমরা সকলে একত্রে অস্বীকার কর, এরপরও আল্লাহ নিশ্চয়ই নিশ্চিত অভাবমুক্ত, প্রশংসিত'।

৯. 'তোমাদের কাছে কি তাদের সংবাদ কখনই আসে নি, যারা তোমাদের আগের থেকেই- সম্প্রদায় নূহ ও আদের এবং সামূদের ও যারা তাদের পরবর্তী থেকে- তাদের? আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে তারা জানে না। তাদের কাছে তাদের রাসূলরা পরম পরিষ্কার প্রমাণসহ এসেছিল। এরপর তারা পিঠ ফেরাল। তাদের হাত তাদের মুখের মধ্যে। তখন তারা বলল, 'নিশ্চয়ই তোমাকে যাসহ পাঠানো হয়েছে, আমরা তার প্রতি অস্বীকার করি; এবং তুমি যাতে আমাদেরকে ডাকছ, আমরা নিশ্চয়ই তার থেকে নিশ্চিত সন্দেহের মধ্যে। তার প্রতি সন্দেহকারী'।

১০. তাদের রাসূলরা বলত, 'এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে কী সন্দেহ? তিনি তোমাদেরকে ডাকেন, তিনি যাতে তোমাদের পাপ থেকে তোমাদেরকে প্রতি ক্ষমা করতে পারেন; এবং তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদের দিকে অবকাশ দিতে পারেন'। তারা

বলল, 'তুমি আমাদেরই মতোই মানুষ ছাড়া নও। তুমি চাও যে, আমাদের বাপ-দাদারা যার দাসত্ব করেছিল- তুমি আমাদেরকে তার থেকে সরিয়ে দেবে। এরপর আমাদের কাছে পরিষ্কার দলিলসহ আস'।

১১. তাদের রাসূলরা তাদের প্রতি বলল, 'আমরা তোমাদের মতোই মানুষ ছাড়া নই। কিন্তু আল্লাহ তাঁর দাসদের থেকে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন- তাকে তাঁর অনুগ্রহ করেন; এবং আমাদের জন্য নয় যে, আল্লাহর অনুমতিসহ ছাড়াই দলিলসহ তোমাদের কাছে আসব; এবং এরপর আল্লাহর উপরই সকল বিশ্বাসী ভরসা করুক'।

১২. 'এবং আমাদের জন্য কী যে- যাতে না আমরা ভরসা করব আল্লাহর উপর, যখন তিনি অবশ্যই আমাদের পথে আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন? তোমরা আমাদেরকে যে আঘাত করছ, নিশ্চয়ই আমরা তাতে তাঁর উপর ধৈর্য ধরব; এবং আল্লাহরই উপর সকল নির্ভরকারী নির্ভর করুক'।

রুকূ ৩

১৩. এবং যারা অস্বীকার করেছিল তারা তাদের রাসূলদের প্রতি বলল, 'আমরা আমাদের ভূমি থেকে তোমাদেরকে নিশ্চিত বের করে দেব; অথবা তোমাদেরকে আমাদের মতবাদের মধ্যে নিশ্চিত ফিরতে হবে'। এরপর তাদের রব তাদের প্রতি ওহি করলেন, 'আমি এই সকল জালিমকে নিশ্চিত ধ্বংস করে দেব'।

১৪. 'এবং আমি তাদের পরবর্তী থেকে তোমাদেরকে সেই ভূমিতে নিশ্চিত বসবাস করাব'। সেই-ই তাদের জন্য- যারা আমার সামনে দাঁড়ানোর ভয় করে; এবং তারা আমার ওয়াদার ভয় করে।

১৫. এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচার- তারা বিজয় চাইল কিন্তু তারা ব্যর্থ হলো।

১৬. তাদের পিছন থেকে জাহান্নাম। তখন তাকে সাদিদির পানি থেকে পান করানো হবে।

১৭. সে তাতে চুমুক দিতে থাকবে কিন্তু সে তা গেলার কাছাকাছিও থাকবে না। তখন তার কাছে প্রত্যেকটি স্থান থেকে সেই মৃত্যু আসবে। কিন্তু সে মরার প্রতি নয়; এবং তার পিছন থেকেও কঠোর শাস্তি।

১৮. যারা তাদের রবের প্রতি অস্বীকার করে- তাদের উদাহরণ: 'তাদের আমল ছাইয়ের মতো। চরম বাতাসের এক দিনের মধ্যে এক ঝড়ো হাওয়ায় তার সাথেই তা প্রবলভাবে উড়ে যায়। তারা যা অর্জন করে, তারা তার থেকে এক কিছুর উপরই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সেই-ই। তা চরম দূরবর্তী চরম বিভ্রান্তি।

১৯. তুমি কি দেখ না এমন যে, আল্লাহ এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী পরম সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন? তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তিনি তোমাদেরকে সরিয়ে দিতে পারেন। তখন তিনি আসতে পারেন নতুন সৃষ্টিসহ।

২০. এবং তারা আল্লাহর উপর ক্ষমতাসহ নয়।

২১. এবং তারা আল্লাহর জন্যই এক জমায়েতে সামনে এগিয়ে আসবে। এরপর যারা গর্বিত- তাদের প্রতি সেই দুর্বলেরা বলবে, 'নিশ্চয়ই আমরা- আমরা তোমাদের প্রতি এক অনুসরণকারী ছিলাম, এরপর তোমরা কি আমাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির থেকে কিছু উপকারকারী? তারা বলবে, 'আল্লাহ যদি আমাদেরকে পথ দেখাতেন, আমরা নিশ্চিত তোমাদেরকে পথ দেখাতাম। এখন আমরা ধৈর্য ধরি অথবা অধৈর্য্যশীল হই- আমাদের জন্য সমান। আমাদের জন্য পালানোর স্থান নেই'।

রুকূ ৪

২২. এবং যখন সকল আদেশের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, তখন সেই শয়তান বলবে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা করেছিলেন- পরম সত্য এক ওয়াদা; এবং আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা করেছিলাম। এরপর আমি তার খেলাপ করেছি। আমি তখন এর জন্য তোমাদের উপর ক্ষমতাধর ছিলাম না- তা ছাড়া যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম; এবং তোমরা আমার প্রতি সাড়া দিয়েছিলে। এরপর আমাকে দোষ দেবে না; এবং তোমরা তোমাদের নিজেদেরকেই দোষারোপ কর। আমি তোমাদেরকে সাহায্যকারীদের সাথে নই; এবং তোমরাও আমাকে সাহায্যকারীদের সাথে নও। তোমরা আগে থেকেই আমাকে যে শরীক করেছিলে, নিশ্চয়ই আমি তা তাসহই অস্বীকার করছি। নিশ্চয়ই সকল জালিম- তাদের জন্য কঠিন শাস্তি'।

২৩. এবং যারা বিশ্বাস করেছে ও পরম সৎকাজ করেছে, তাদেরকে বাগানে প্রবেশ করানো হবে। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যাবে। তারা তাদের রবের অনুমতিসহ এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। এর মধ্যে তাদের অভিবাদন হবে 'সালামুন' (ছালামুন سَلَامٌ: শান্তি)।

২৪. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ কিভাবে এক উদাহরণ উপস্থাপন করেন? 'ভালো কিছু এক কথা- এক গাছের মতো ভালো কিছু। এর শেকড় সুদৃঢ়; এবং এর ডাল-পালা এই আকাশের মধ্যে-

২৫. 'এ' প্রত্যেক সময়ে এর রবের অনুমতিসহ ফল দিতে থাকে; এবং আল্লাহ এই মানুষের জন্য সকল উদাহরণ উপস্থাপন করেন- যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

২৬. এবং নিকৃষ্ট কথার উদাহরণ এই পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে শেকড় উপড়ানো গাছের মতোই। এর জন্য নেই স্থায়িত্ব।

২৭. যারা 'এই সকল বাণীর প্রতি' বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদেরকে এই দুনিয়ার এই জীবনে ও পরম আখিরাতে দৃঢ় রাখবেন- পরম দৃঢ়। কিন্তু আল্লাহ সকল জালিমকে বিভ্রান্ত হতে দেন; এবং আল্লাহ করে থাকেন- তিনি যা ইচ্ছা করেন।

রুকূ ৫

২৮. যারা এক অস্বীকারে আল্লাহর নিয়ামত বদলে ফেলে- তুমি কি তাদের প্রতি দেখ নি? তখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে চরম বিধ্বংসী বসতবাড়িতে নিয়ে যায়।

২৯. জাহান্নাম! এ তাদেরকে পোড়াতে থাকবে; এবং এই স্থায়ী আশ্রম নিকৃষ্ট হবে!

৩০. এবং তারা আল্লাহর জন্য এক সমকক্ষ বানায়- যাতে তারা তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে। বল, 'ভোগ করে নাও! এরপর তোমাদের গন্তব্য নিশ্চয়ই সেই আগুনের দিকে'।

৩১. আমার দাস- যারা বিশ্বাস করে তাদের প্রতি বল, 'তারা পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করুক; এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তারা তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক- তার আগে থেকেই যে, আসবে এক দিন! তার মধ্যে বেচাকেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নয়'।

৩২. আল্লাহ- তিনি একজন এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনি এই আকাশের মধ্য থেকে পানি নাজিল করেন। এরপর তিনি তোমাদের জন্য তা দিয়ে সকল ফলমূলের মধ্য থেকে এক রিজিক বের করে আনেন; এবং তিনি তোমাদের জন্য সকল নৌকা অধীন করেছেন- যাতে তারা তাঁর আদেশের প্রতি সকল সমুদ্রে বয়ে যেতে পারে; এবং তিনি তোমাদের জন্য সকল নদীও অধীন করেছেন।

৩৩. এবং তিনি তোমাদের জন্য এই সূর্য ও এই চাঁদ অধীন করেছেন- উভয়েরই চিরায়ত গতি; এবং তিনি তোমাদের জন্য এই রাত ও এই দিনকে অধীন করেছেন।

৩৪. এবং তোমরা তাকে যা সাওয়াল করেছো- তিনি তোমাদেরকে তার প্রত্যেকটি থেকে দিচ্ছেন; এবং যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর- তোমরা তার হিসাব রাখতে পারবে না। নিশ্চয়ই এই মানুষ নিশ্চিত জালিম, অকৃতজ্ঞ।

রুকূ ৬

৩৫. এবং যখন ইবরাহীম বলল, 'ও আমার রব! এই ভূমিকে এক নিরাপদ বানান; এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সরিয়ে রাখুন- যেন না আমরা এই সকল মূর্তির দাসত্ব করি'।

৩৬. 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই তারা এই মানুষের মধ্য থেকে বহুজনকে বিভ্রান্ত করেছে। এরপর যে আমাকে অনুসরণ করবে, এরপর নিশ্চয়ই সে আমার থেকে; এবং যে আমাকে অমান্য করে, এরপরও নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, দয়ালু'।

৩৭. 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমি- আমি আমার বংশধর থেকে চাষাবাদ যোগ্যতা ভিন্নই এক উপত্যকার প্রতি বসবাস করালাম- আপনার পরম পবিত্র ঘরের কাছে। 'ও আমাদের রব! যাতে তারা পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করতে পারে। এরপর সকল মানুষের পক্ষ থেকে একে এক হৃদয়ের বিষয় বানান। তারা তার সামনে আকাঙ্ক্ষা করবে; এবং তাদেরকে সকল ফলমূলের মধ্য থেকে রিজিক দিন- যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে'।

৩৮. 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি- আপনি জানেন যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি; এবং আল্লাহর সামনে এই পৃথিবীর মধ্যের ও এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যের কিছু থেকেই গোপন থাকে না'।

৩৯. 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি একজন এই বৃদ্ধ বয়সের সামনে আমার জন্য ইস্‌মাঈল ও ইস্‌হাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার রব সকল আহবানের নিশ্চিত শ্রোতা'।

৪০. 'ও আমার রব! আমাকে ও আমার বংশধরদের থেকে 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةِ) স্থাপনকারী (মুক্বীমা مُقِيمَ: দণ্ডায়নকারী) বানান'। 'ও আমাদের রব! এবং আমার আহবান কবুল করেন'।

৪১. 'ও আমাদের রব! যে দিন সকল হিসাব স্থাপন করা হবে, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি এবং সকল বিশ্বাসীর প্রতি ক্ষমা করবেন'।

রুকূ ৭

৪২. তুমি মনে করবে না, এই সকল জালিম যা করে- আল্লাহ তাতে এক গাফিল। তিনি তাদেরকে শুধুমাত্র একদিনের জন্য অবকাশ দেন। তারই মধ্যে তাদের সকল দৃষ্টি স্থির হয়ে যাবে।

৪৩. তারা সামনে ছুটন্তকারী, খাঁড়া তাদের মাথা! তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরবে না! তখন তাদের অনুভূতি শূন্যে।

৪৪. এবং এই মানুষকে সতর্ক কর। তাদের কাছে একদিনের চরম শাস্তি আসবে। এরপর যারা জুলুম করত; তারা বলবে, 'ও আমাদের রব! আমাদেরকে নিকটবর্তী এক মেয়াদ পর্যন্ত ছাড় দিন। আমরা আপনার ডাকে সাড়া দেব; এবং আমরা সেই রাসূলদেরকে অনুসরণ করব'! 'তোমরা কি তোমাদের আগে থেকে কখনই কসম কর নি যে, তোমাদের জন্য নেই সমাপ্তি'?

৪৫. ‘তখন তোমরা তাদের বাসভূমির মধ্যেই বসবাস করতে- যারা তাদের নিজেদেরকেই জুলুম করেছিল; এবং আমি তাদের প্রতি কেমন করেছিলাম- তোমাদের জন্য তখন তা পরিষ্কারভাবে বয়ান করা হয়েছিল। তখন আমি তোমাদের জন্য প্রত্যেকটি উদাহরণ উপস্থাপন করেছিলাম’।

৪৬. এবং অবশ্যই তারা কৌশল করেছিল- তাদের কৌশল; এবং তাদের কৌশল আল্লাহরই কাছেই; এবং যদি তাদের কৌশল হতো তাঁর থেকে সকল পর্বতমালা আটক করার জন্যও-

৪৭. এরপরও তুমি হিসাব করবে না যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে দেওয়া ওয়াদায় ব্যর্থ। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবান। প্রতিফল দানের অধিকারী।

৪৮. যে দিন এই পৃথিবী সেই ভিন্ন পৃথিবী ও সেই আকাশমণ্ডলীতে বদলে যাবে, তারা তখন পরম অপ্রতিরোধ্য, পরম একজন আল্লাহর দিকেই এগিয়ে আসবে।

৪৯. সেদিন তুমি দেখবে সেই সকল অপরাধী শেকলের মধ্যে শৃঙ্খলিত সহযাত্রী।

৫০. তাদের পোশাক গলিত ধাতু থেকে। তখন তাদের মুখমণ্ডল পরম আগুনে ঢাকা থাকবে-

৫১. আল্লাহ যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা অর্জন করেছে তার প্রতিফল দিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত সকল হিসাবে।

৫২. ‘এ পৌঁছানো’ সকল মানুষের জন্য। যাতে তারা তা দিয়ে সতর্ক হতে পারে; এবং যাতে তারা জানতে পারে তা এমন যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ; এবং যাতে সকল বুঝদার লোকজন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

১৫. সূরা হিজ্‌র

৯৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আলিফ-লাম্-রা। এগুলো পরিষ্কার এই কিতাবের ও কুরআনের আয়াত।

চৌদ্দতম পারা

২. যারা অস্বীকার করে তারা সম্ভবত ইচ্ছা করে, ‘যদি তারা মুসলিম হতো’!

৩. তাদেরকে ছেড়ে দাও! তারা খেতে থাকুক ও ভোগ করতে থাকুক; এবং তাদেরকে ‘সেই আশা’ মোহগ্রস্ত রাখুক। এরপর তারা শিগগিরই জানতে পারবে।

৪. এবং আমি জনপদগুলো থেকে ধ্বংস করি না- এর জন্য এক সর্বজন জানা কিতাব ছাড়া।

৫. কোনো জাতির থেকে এর মেয়াদ এগিয়ে আসে না; এবং তারা তা পিছাতেও পারে না।

৬. তারা বলে, ‘ও তুমি সেই একজন! যার উপর এই উপদেশ নাজিল হয়েছে- নিশ্চয়ই তুমি নিশ্চিত উন্মাদ’;

৭. ‘যদি তুমি সকল সত্যবাদীর মধ্যে হও, কেন তুমি আমাদের কাছে সেই ফেরেশতাদেরসহ আসছ না’?

৮. আমি এই ফেরেশতাদেরকে পরম সত্যসহ ছাড়া নাজিল করি না। তখন তারা অবকাশপ্রাপ্ত হবে না।

৯. নিশ্চয়ই আমি- আমিই এই উপদেশ নাজিল করেছি; এবং নিশ্চয়ই ‘তার জন্য’ আমিই নিশ্চিত হেফাজতকারী।

১০. এবং আমি অবশ্যই তোমার আগে থেকেই সেই পূর্ববর্তী বিভক্তকারীদের মধ্যে পাঠিয়েছিলাম।

১১. এবং তাদের কাছে আসে নি রাসূলদের থেকে- তারা যার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ছাড়া ছিল।

১২. আমি সেইরকমই সকল অপরাধীর অন্তরের মধ্যে গেঁথে দেই-

১৩. তারা তার প্রতি বিশ্বাস করবে না; এবং অবশ্যই পূর্ববর্তীতের সেই সুন্নাতই চলে আসছে!

১৪. এবং আমি যদি তাদের উপর এই আকাশের মধ্যের এক দরজা খুলে দেই, এরপর তারা তার মধ্যে অবিরাম উঠতে থাকে-

১৫. তারা নিশ্চিত বলবে, ‘শুধুমাত্র আমাদের দৃষ্টিকে মোহগ্রস্ত করা হয়েছে; বরং আমরা জাদুগ্রস্ত এক সম্প্রদায়’।

রুকূ ২

১৬. এবং অবশ্যই আমি এই আকাশমণ্ডলীতে গ্রহ-নক্ষত্র বানিয়েছি; এবং আমি তা দর্শকদের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি।

১৭. এবং আমি এ অভিশপ্ত প্রত্যেক শয়তান থেকে হেফাজত করেছি।

১৮. যে সেই শ্রুতি চুরি করে- সে ছাড়া। এরপর তাকে পরিষ্কার জলন্ত শিখা অনুসরণ করে।

১৯. এবং আমি ‘এ’- এই পৃথিবী বিস্তৃত করেছি; এবং আমি এর মধ্যে দৃঢ় পর্বতমালা ছুড়ে দিয়েছি; এবং আমি তার মধ্যে সকল কিছু থেকে এক পরিমিত উৎপন্ন করেছি।

২০. এবং আমি এর মধ্যে তোমাদের ও তোমরা যাদের জন্য রিজিকদাতা নও- তাদের জন্যও জীবন-ধারণের ব্যবস্থা বানিয়েছি।

২১. এবং আমার কাছে এর ধন-ভাণ্ডার ছাড়া- তোমরা এর কিছু থেকেই নও; এবং আমি তা সর্বজন জানা এক সিদ্ধান্তসহ ছাড়া নাজিল করি না।

২২. এবং আমিই সেই উজ্জীবিত বাতাস পাঠাই। এরপর আমি আকাশের মধ্য থেকে পানি বর্ষণ করি। এরপর আমি তোমাদেরকে তা পান করতে দেই; এবং তোমরা তার জন্য ভাণ্ডারসহ নও।

২৩. এবং নিশ্চয়ই আমি, নিশ্চিত আমি- আমিই জীবন দেই ও আমিই মৃত্যু ঘটাই; এবং আমিই পরম ওয়ারিশ।

২৪. এবং আমি অবশ্যই তোমাদের থেকে সকল অগ্রবর্তীদেরকে জানি; এবং আমি অবশ্যই সকল পরবর্তীদেরকেও জানি।

২৫. এবং নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনিই তাদেরকে একত্রে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই তিনি বিচক্ষণ, জ্ঞাত।

রুকূ ৩

২৬. এবং আমি অবশ্যই এই মানব জাতিকে পোড়া মাটির কাদা মাটি থেকে এক পরিবর্তনে সৃষ্টি করেছি।

২৭. এবং এর আগে জিন- আমিই পরম উত্তপ্ত আগুন থেকে তা সৃষ্টি করেছি।

২৮. এবং তোমার রব যখন সেই ফেরেশতার প্রতি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি পোড়া মাটির কালো কাদা থেকে এক পরিবর্তনে এক মানুষ সৃষ্টি করব'।

২৯. 'এরপর আমি যখন তার আকৃতি দেব ও তার মধ্যে আমার আদেশ ফুঁকে দেব, এরপর তোমরা তার জন্য সিজ্‌দায় পড়ে যাবে'।

৩০. এরপর সেই ফেরেশতারা- তাদের সকলেই সমবেতভাবে সিজদা করল-

৩১. ইবলীস ছাড়া! সে সেই সিজদাকারীদের সাথে থাকাতে অমান্য করল।

৩২. তিনি বললেন, 'ও ইব্‌লীস! কি সে তোমার জন্য, যেন না তুমি হও সিজ্‌দাকারীদের সাথে'?

৩৩. সে বলল, 'আমি কখনই এই মানুষের প্রতি সিজদা করার জন্য হব না। আপনি তাকে পোড়া মাটির কালো কাদা থেকে এক পরিবর্তনে সৃষ্টি করেছেন'।

৩৪. তিনি বললেন, 'এরপর এর থেকে বের হয়ে যাও। এরপর নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত'।

৩৫. 'এবং নিশ্চয়ই তোমার উপর সেই দ্বীনের দিবস পর্যন্ত চরম লা'নত'।

৩৬. সে বলল, 'ও আমার রব! এরপর আমাকে তারা উঠে আসবে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন'।

৩৭. তিনি বললেন, 'এরপর নিশ্চয়ই তুমি সকল অবকাশপ্রাপ্তদের মধ্যে'-

৩৮. 'সেদিনের সেই সর্বজন জানা পরম ওয়াক্ত পর্যন্ত'।

৩৯. সে বলল, 'ও আমার রব! আপনি আমাকে যাসহ বিপথগামী করলেন, আমি এই পৃথিবীর মধ্যে তাদের জন্য তা নিশ্চিত সাঁজিয়ে তুলব। তখন আমি তাদের সকলকেই সমবেতভাবে বিপথগামী করব'।

৪০. 'তাদের থেকে আপনার সকল মনোনীত দাস ছাড়া'।

৪১. আল্লাহ বললেন, 'এ পথ আমার দিকে সরল-সোজা'।

৪২. 'নিশ্চয়ই আমার দাসদের যারা সেই বিপথগামীদের মধ্য থেকে তোমাকে অনুসরণ করবে- তাদেরকে ছাড়া তোমার জন্য তাদের উপর কর্তৃত্ব নেই'।

৪৩. 'এবং নিশ্চয়ই সমবেতভাবে তাদের প্রতিশ্রুত স্থান নিশ্চিত জাহান্নাম'।

৪৪. 'এর জন্য সাত দরজা। প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের থেকে এক দলের নির্ধারিত অংশ'।

রুকূ ৪

৪৫. নিশ্চয়ই পরম সাবধানীরা বাগান ও ঝরনাধারার মধ্যে।

৪৬. 'শান্তির সাথে নিরাপদে এতে প্রবেশ কর'।

৪৭. এবং আমি তাদের বুকের মধ্যে যা এক বিদ্বেষ থেকে- তা দূর করে দেব। এক ভাই-এর আসনের সামনে মুখোমুখি।

৪৮. এর মধ্যে তাদেরকে ক্লান্তি স্পর্শ করবে না; এবং তারা এ থেকে বহিষ্কৃতদের সাথে নয়।

৪৯. 'আমার দাসদেরকে খবর দাও যে, আমি- আমি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

৫০. 'এবং এমন যে, আমার শাস্তি- তা চরম যন্ত্রণাদায়ক চরম শাস্তি'।

৫১. 'এবং তাদেরকে ইবরাহীমের অতিথিদের সম্পর্কে খবর দাও'।

৫২. যখন তারা তার সামনে প্রবেশ করল; এরপর বলল, 'শান্তি'। সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের থেকে ভীত'।

৫৩. তারা বলল, 'ভয় করবে না। নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে জ্ঞানী এক বালকের প্রতি সুসংবাদ দিচ্ছি'।

৫৪. সে বলল, 'আমাকে যখন এই বৃদ্ধ বয়স ছুঁয়েছে- তোমরা আমাকে কী সুসংবাদ দিচ্ছো? এরপরও কিসের প্রতি তোমরা শুভ সংবাদ দিচ্ছো'?

৫৫. তারা বলল, 'আমরা তোমাকে পরম সত্যসহ শুভ সংবাদ দিচ্ছি। এরপর তুমি সেই হতাশাগ্রস্তের মধ্যে থাকবে না'।

৫৬. সে বলল, 'এবং চরম বিভ্রান্তরা ছাড়া- কে তার রবের রহমত থেকে হতাশ হয়েছে'?

৫৭. সে বলল, 'ও তোমরা এই দূতেরা! এরপর কী তোমাদের ব্যাপার'?

৫৮. তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা- আমাদেরকে অপরাধী এক সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠানো হয়েছে'-

৫৯. 'লূতের পরিবার ছাড়া। নিশ্চয়ই আমরা তাদেরকে একত্রে নিশ্চিত রক্ষা করব'-

৬০. 'তার স্ত্রীকে ছাড়া। আমাদেরকে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে যে, নিশ্চয়ই সে নিশ্চিত চরম পশ্চাৎপদদের মধ্যে'।

রুকূ ৫

৬১. এরপর যখন সেই দূতেরা- তারা লূত পরিবারের কাছে আসল,

৬২. সে বলল, 'নিশ্চয়ই তোমরা এক অপরিচিত সম্প্রদায়ের'।

৬৩. তারা বলল, 'বরং আমরা তোমার কাছে তাসহ এসেছি- তারা যার সম্পর্কে সন্দেহকরণে ছিল'।

৬৪. 'এবং আমরা তোমার কাছে এসেছি পরম সত্যসহ; এবং নিশ্চয়ই আমরা নিশ্চিত সত্যবাদী'।

৬৫. এরপর তোমার পরিবারসহ এই রাতের মধ্য থেকে এক প্রহরে ভ্রমণে বের হও এবং তাদের পিছনে অনুসরণ কর। তখন তোমাদের থেকে একজনকেও পিছনে তাকাতে দেবে না; এবং যেতে থাকবে, যেখানে তোমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে'।

৬৬. এবং আমি সেই পরম আদেশে তার প্রতি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম এমন যে, 'খুব ভোরে এগুলো মূল কর্তনকৃত'।

৬৭. এবং সেই নগরের লোকজন উল্লাস করতে করতে আসল।

৬৮. সে বলল, 'নিশ্চয়ই এরা আমার অতিথি, এরপর আমাকে লজ্জায় ফেলবে না'।

৬৯. 'এবং আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে হেয় করবে না'।

৭০. তারা বলল, 'আমরা কি তোমাকে এই বিশ্বজগত থেকে নিষিদ্ধ করি নি'?

৭১. লূত বলল, 'যদি তোমরা হও কর্মী- এরা আমার কন্যা'!

৭২. তোমার জীবন-যাপনের শপথ! নিশ্চিত তারা তাদের নেশাগ্রস্ততায় অন্ধ হয়ে ছিল।

৭৩. এরপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে সেই প্রচণ্ড গর্জন ধরল;

৭৪. এবং আমি তখন তাদের উপর পোড়া মাটি থেকে শিলাখণ্ড বর্ষণ করলাম,

৭৫. নিশ্চয়ই তারই মধ্যে বোধসম্পন্নদের জন্য নিশ্চিত আয়াত।

৭৬. এবং নিশ্চয়ই 'এ' এক পথের সাথেই নিশ্চিত অবস্থিত।

৭৭. নিশ্চয়ই সকল বিশ্বাসীর জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

৭৮. এবং সেই আয়কার সাথীরাও নিশ্চিত জালিম ছিল।

৭৯. এরপর আমি তাদের থেকেও প্রতিকার করেছি; এবং নিশ্চয়ই তাদের উভয়েরই নিশ্চিত পরিষ্কার নেতৃত্বসহই।

রুকূ ৬

৮০. এবং সেই হিজ্‌রের সাথীরাও সেই রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যা বলেছিল-

৮১. আমি তখন তাদেরকে আমার আয়াত দিয়েছিলাম। এরপর তারা এর থেকে পলায়নকারী ছিল।

৮২. তখন তারা সেই পাহাড়ের মধ্যে নিরাপদ এক বাড়িঘর খোদাইকরণে ছিল।

৮৩. এরপর খুব ভোরে তাদেরকে সেই প্রচণ্ড গর্জন ধরল।

৮৪. তারা যা অর্জনকরণে ছিল, এরপর তাদের থেকে তা কাজে আসে নি।

৮৫. এবং আমি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং যা তাদের মাঝে- তা পরম সত্যসহ ছাড়া সৃষ্টি করি নি; এবং নিশ্চয়ই পরম সময় নিশ্চিত আসবে। এরপর তাদেরকে উপেক্ষা কর- পরম সৌজন্যে চরম উপেক্ষা।

৮৬. নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনি পরম স্রষ্টা, পরম জ্ঞাত।

৮৭. এবং অবশ্যই আমি তোমাকে এক সাতের মধ্যে 'পরম দুই' দিয়েছি; এবং পরম শ্রেষ্ঠ এই কুরআনও।

৮৮. আমি তাদের থেকে এক শ্রেণিকে যাসহ ভোগসামগ্রী দিয়েছি, তুমি তোমার চোখ তার দিকে প্রসারিত করবে না; এবং তাদের উপর দুঃখও করবে না; এবং সকল বিশ্বাসীর জন্য তোমার ডানা নীচু রাখ।

৮৯. এবং বল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি হয়েছি পরম স্পষ্ট সেই সতর্ককারী'।

৯০. আমি সেইরকমই সকল কসমকারীর উপর নাজিল করেছি-

৯১. তাদের যারা এই কুরআনকে অংশবিশেষ বানিয়েছে।

৯২. এরপর তোমার রবের শপথ! আমি তাদের সকলকে নিশ্চিত সমবেতভাবে প্রশ্ন করব-

৯৩. তারা যা করছিল- তার থেকেই।

৯৪. এরপর তোমাকে যার প্রতি আদেশ করা হয়েছে, তা করে যাও; এবং সকল মুশরিকের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।

৯৫. নিশ্চয়ই আমি- আমিই তোমার জন্য যথেষ্ট চরম বিদ্রুপকারী-

৯৬. তাদেরকে- যারা আল্লাহর সাথে অপর ইলাহ বানাতে থাকে। এরপর শিগগিরই তারা জানতে পারবে!

৯৭. এবং আমি অবশ্যই জানি তারা যাসহ বলে, তা তোমাকে সঙ্কুচিত করে থাকে- তোমার হৃদয়!

৯৮. এরপর তোমার রবের প্রশংসাসহ মাহাত্ম্য ঘোষণা কর; এবং সকল সিজদাকারীর মধ্যে থাক।

৯৯. এবং তোমার রবের দাসত্ব কর- যতক্ষণ না তোমার কাছে 'সেই পরম অবশ্যম্ভাবী' আসে।

১৬. সূরা নাহ্‌ল

১২৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আল্লাহর আদেশ আসবেই। এরপর এতে তাড়াহুড়া করবে না। তিনি সুমহান; এবং তারা যাকে শরীক করে, তিনি তার থেকে অতি উঁচু।

২. তিনি তাঁর দাসদের থেকে যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তার সামনে তাঁর আদেশ থেকেই এই সকল ওহিসহ সেই ফেরেশতাদেরকে পাঠান: 'সতর্ক কর যে, নেই ইলাহ আমি ছাড়া। এরপর আমাকেই ভয় কর'।

৩. তিনি পরম সত্যসহ এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তারা যাকে শরীক করে থাকে, তিনি তার থেকে অতি উঁচু।

৪. তিনি এই মানুষকে শুক্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর লক্ষ্য কর, সে এক পরিষ্কার বিতণ্ডাকারী!

৫. এবং এই সকল আনআম- তিনিই তোমাদের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যেই শীত-নিবারণকারী উষ্ণতা ও উপকারিতাও; এবং তোমরা এ থেকেই খাও।

৬. এবং যখন তোমরা তাদেরকে নিয়ে আস ও যখন তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দাও- তোমাদের জন্য তার মধ্যে এক সৌন্দর্যও।

৭. এবং তারা এক ভূমির দিকে তোমাদের ভার বহন করে। তোমরা সকলে নিজেদের কঠোর পরিশ্রমসহ ছাড়া, তোমরা সেখানে পৌঁছাতে পারতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের রব নিশ্চিত স্নেহশীল, দয়ালু।

৮. এবং সেই ঘোড়া ও সেই খচ্চর এবং সেই গাধা- তোমরা তার যাতে চড়তে পার; এবং তা তোমাদের এক শোভাও; এবং তিনি তাও সৃষ্টি করেন- যা তোমরা জান না।

৯. এবং আল্লাহর উপরই সকল পথের পরিমিতি; এবং এর থেকেই বক্রতা; এবং যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, নিশ্চিত তিনি তোমাদের সকলকে একত্রে পথ দেখাতেন।

রুকূ ২

১০. এবং তিনি- যিনি একজন তোমাদের জন্য এই আকাশের মধ্য থেকে পানি বর্ষণ করেন। তার থেকেই এক পানীয় ও তার থেকেই গাছ-গাছালি। তার মধ্যেই চারণক্ষেত্র।

১১. তিনি তা দিয়ে তোমাদের জন্য সকল শস্য ও সকল জলপাই এবং সকল খেজুর গাছ ও সেই আঙ্গুর জন্মান; এবং প্রত্যেকটি থেকেই সেই ফলমূল। নিশ্চয়ই যারা চিন্তা করে- তাদের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

১২. এবং তিনি তোমাদের জন্য এই রাত ও এই দিনকে এবং এই সূর্য ও এই চাঁদ এবং এই নক্ষত্রকে অধীন করেছেন। তারা তাঁরই আদেশের প্রতি অধীনস্থ। নিশ্চয়ই যারা আকল ব্যবহার করে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

১৩. এবং তিনি তোমাদের জন্য এই পৃথিবীতে তা বিভিন্ন রঙে বহুগুণে করেছেন। নিশ্চয়ই যারা উপদেশ গ্রহণ করে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

১৪. এবং তিনি- যিনি একজন তোমাদের জন্য সকল সমুদ্রকে অধীন করেছেন, যাতে তোমরা তার থেকে তাজা মাছ খেতে পার; এবং যাতে তোমরা এ থেকে এক অলংকার বের করে আনতে পার। তোমরা এ পরিধান কর; এবং তোমরা দেখ তার মধ্যে সকল নৌকার চলাচল; এবং যাতে তোমরা তার বিশেষ অনুগ্রহ থেকে চাইতে পার ও যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

১৫. এবং তিনি এই পৃথিবীর মধ্যে দৃঢ় পর্বতমালা ছুড়ে দিয়েছেন, যেন না তা তোমাদেরকেসহ ঝাঁকুনি দেয়; এবং নদী ও পথ- যাতে তোমরা পথ পেতে পার।

১৬. এবং আলামতও- তারা তখন এই নক্ষত্র দিয়ে পথ দেখে থাকে।

১৭. যিনি সৃষ্টি করেন- এরপর কি তিনি তার মতো, যে সৃষ্টি করে না? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১৮. এবং তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামত গুনতে থাক, তোমরা এর হিসাব রাখতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিশ্চিত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১৯. এবং তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা জানাও- আল্লাহ তা জানেন।

২০. কিন্তু তারা আল্লাহর পাশ থেকে যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; এবং তারাই সৃষ্ট-

২১. এক মৃত- এক জীবন-ভিন্ন কিছু; এবং তারা ধারণাও করতে পারে না যে, কখন তাদেরকে তুলে আনা হবে।

রুকূ ৩

২২. তোমাদের ইলাহ এক ইলাহা- একজনই। এরপর তাদের যারা পরম আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর দুষ্ট; এবং তারা অহংকারী।

২৩. সন্দেহ নেই এমন যে, আল্লাহ জানেন তারা যা গোপন করে ও তারা যা ঘোষণা করে। নিশ্চয়ই তিনি সেই সকল অহংকারীকে ভালোবাসেন না।

২৪. এবং যখন তাদের প্রতি বলা হয়, 'তোমাদের রব কী নাজিল করেছেন? তখন তারা বলে, 'সেই পূর্ববর্তীদের লোককথা'।

২৫. তারা তাতে পরম কিয়ামতের দিনে তাদের বোঝা এক পরিপূর্ণভাবে বহন করবে; এবং তারা যাদেরকে জ্ঞান ভিন্ন কিছু দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে, তাদের বোঝা থেকেও। সাবধান! যা তারা বহন করবে তা মন্দ!

রুকূ ৪

২৬. অবশ্যই যারা তাদের আগে থেকে তারাও ষড়যন্ত্র করেছিল। এরপর আল্লাহ তাদের দালান-কোঠার সেই ভিত্তিমূলের পক্ষ থেকে আসলেন; এরপর তাদের উর্ধ্ব থেকে সকল ছাদ ভেঙে পড়ল; এবং তাদের কাছে যেখান থেকে সেই শাস্তি আসল, তারা তা ধারণাই করতে পারে নি।

২৭. তারপর তিনি পরম কিয়ামতের দিন তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন; এবং বলবেন, 'কোথায় আমার শরীক তারা- তাদের মধ্যের যাদেরকে তোমরা ভাগ দিয়েছিলে'? যাদেরকে এই জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, তারা বলবে, 'নিশ্চয়ই আজ এই দিনে চরম লাঞ্ছনা'। সকল অস্বীকারীদের সামনে তখন তা চরম মন্দ।

২৮. এবং এই ফেরেশতারা যাদেরকে পূর্ণ করে দেয়- যখন তারা তাদের নিজেদেকেই জুলুমকারী; এরপর তারা পরম শান্তি ছুড়ে দেবে, 'আমরা আমাদের কর্মে মন্দ থেকে ছিলাম না'। বরং তোমরা যাসহ করছিলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জ্ঞাত।

২৯. 'এরপর জাহান্নামের দরজাগুলোতে প্রবেশ কর। তোমরা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী'! এরপর সেই সকল অহংকারীর বাসস্থান নিশ্চিত নিকৃষ্ট হবে।

৩০. কিন্তু যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য বলা হবে, 'তোমাদের রব তাঁর কি নাজিল করেছিলেন'? তারা বলবে, 'এক কল্যাণ'। যারা উত্তম কাজ করে- তারা এই দুনিয়ার এর মধ্যে উত্তম; এবং তাদের জন্য পরম আখিরাতে কল্যাণকর বসতবাড়ি। সকল সাবধানীর জন্যই তখন নিশ্চিত নিয়ামতপূর্ণ বসতবাড়ি-

৩১. চিরস্থায়ী বাগানে। তারা তার মধ্যে প্রবেশ করবে। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তাদের জন্য এর মধ্যে- যা তারা ইচ্ছা করবে। আল্লাহ সকল সাবধানীকে সেইরকমই পুরস্কার দেন।

৩২. এই ফেরেশতারা যাদেরকে ভালো কিছুতে পূর্ণ করে দেয়, তাদেরকে বলা হবে, 'সালামুন! প্রবেশ কর পরম বাগানে। তোমরা যা করছিলে তাসহই'।

৩৩. তারা অপেক্ষা করছে কি তা ছাড়া যে, তাদের কাছে আসবে সেই ফেরেশতারা; অথবা আসবে তোমার রবের আদেশ? যারা তাদের আগের থেকেই- তারাও সেইরকমই করেছিল। আল্লাহ তখন তাদেরকে জুলুম করেন নি। কিন্তু তারা তাদের নিজেদেরকেই জুলুমকরণে ছিল।

৩৪. এরপর তাদেরকে সেই মন্দ বিষয় আঘাত করল- তারা যা করছিল; এবং তাদের প্রতি তাই ঘিরে ধরল, তারা যার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপকরণে ছিল।

রুকূ ৫

৩৫ এবং যারা মুশরিক তারা বলে, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, আমরা তাঁর পাশ থেকে এক কিছুরই দাসত্ব করতাম না। আমরা এবং আমাদের বাপদাদারাও নয়; এবং আমরা তাঁর পাশ থেকে এক কিছুই হারাম করতাম না'। যারা তাদের আগের থেকেই, তারাও সেইরকমই করেছিল। এরপরও কি রাসূলদের উপর পরম পরিষ্কার সেই পৌঁছানো ছাড়া?

৩৬. এবং আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এক রাসূল পাঠিয়েছি যে, তারা আল্লাহর দাসত্ব করুক; এবং তারা সকল সীমালঙ্ঘন পরিহার করুক। এরপর আল্লাহ তাদের থেকে কাউকে পথ দেখিয়েছেন; এবং তাদের থেকে তাদের কারও উপর চরম বিভ্রান্তি সত্য হয়েছে। এরপর এই পৃথিবীর মধ্যে ঘুরে বেড়াও, এরপর দেখ- কেমন ছিল সেই সকল মিথ্যুকের পরিণাম!

৩৭. তুমি যদি তাদেরকে পথ দেখানোর উপর উদ্বিগ্নও হও, এরপরও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত হতে দেন, তিনি নিশ্চয়ই তাকে পথ দেখাবেন না; এবং তাদের জন্য সাহায্যকারীদের থেকেও নেই।

৩৮. এবং তারা আল্লাহর প্রতি কসম করে। 'জেহাদি' তাদের শপথ: 'যারা মারা যায়, আল্লাহ তাকে উঠিয়ে আনবেন না'। বরং তাঁর উপর এক ওয়াদা- এক সত্য। কিন্তু এই মানুষের অধিকাংশই- তারা জানে না।

৩৯. তারা তার যাতে মতভেদ করে- তিনি তাদের প্রতি তার সম্পর্কে পরিস্কার বয়ান করার জন্য; এবং যারা অস্বীকার করে, তিনি যাতে তাদেরকে জানতে পারেন- তারা এমন যে, তারা মিথ্যুক ছিল।

৪০. আমি যখন কিছুর প্রতি যা চাই, তাতে আমার কথা- আমি এর জন্য শুধুমাত্র বলি, 'হও'; এরপর এ হয়ে যায়।

৪১. এবং আল্লাহর পথের মধ্যে তাদেরকে যে জুলুম করা হয়েছে, তার পরবর্তী থেকে তাদের যারা হিজরত করেছে- নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে এই দুনিয়ায় মধ্যে উত্তম বাসস্থান দেব; এবং পরম আখিরাতের পুরস্কার নিশ্চিত শ্রেষ্ঠতর- যদি তারা জানত!

রুকূ ৬

৪২. তাদের যারা ধৈর্য ধরে- তখন তারা তাদের রবের উপরই নির্ভর করে।

৪৩. এবং আমি তোমার আগের থেকেই এক পুরুষকে ছাড়া পাঠাই নি। আমি তাদের কাছে ওহি করেছিলাম। এরপর তোমরা যদি না জানো- সেই উপদেশপ্রাপ্ত লোকজনকে জিজ্ঞাসা কর-

৪৪. পরিষ্কার প্রমাণ ও সেই গ্রন্থমালার প্রতি; এবং আমিই তোমার প্রতি এই সকল উপদেশ নাজিল করেছি- যাতে তাদের প্রতি যা নাজিল হয়েছিল, তুমি তা সকল মানুষের জন্য পরিষ্কার বয়ান করতে পার; এবং যাতে তারা চিন্তা করেতে পারে।

৪৫. যারা চরম মন্দ কাজের ষড়যন্ত্র করে, তারা কি নিরাপদ হতে পারে যে, আল্লাহ এই ভূমিকে তাদের সাথে মিশিয়ে দেবেন না? অথবা তাদের কাছে যেখান থেকে সেই শাস্তি আসবে, তারা তা ধারণাই করতে পারবে না?

৪৬. অথবা কি তিনি তাদেরকে তাদের চলাফেরা করার মধ্যে আটক করবেন না? এরপর তারা পালতকদের সাথে নয়।

৪৭. অথবা কি তিনি তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ততার উপর আটক করবেন না? এরপরও নিশ্চয়ই তোমাদের রব নিশ্চিত স্নেহশীল, দয়ালু।

৪৮. আল্লাহ যা কিছু থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারা কি তার দিকে দেখে না? তাদের ছায়া সর্ব ডানে ও সর্ব বামে ঝুঁকে পড়ে আল্লাহর প্রতি সিজ্‌দাকারী; এবং তারা বিনয়ী?

৪৯. এবং প্রাণীদের থেকে যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে- তারা আল্লাহর জন্যই সিজ্‌দা করে; এবং সকল ফেরেশতাও। তখন তারা অহংকারকরণে নয়।

৫০. তারা তাদের ঊর্ধ্ব থেকে তাদের রবকে ভয় করে; এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয়, তারা তা করে।

রুকূ ৭

৫১. এবং আল্লাহ বলছেন, 'গ্রহণ করবে না দু'ইলাহ -দুই! তিনিই শুধু একমাত্র ইলাহ। এরপর শুধুমাত্র আমাকেই- এরপর আমাকেই ভয় কর'।

৫২. এবং যা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে- তা তাঁরই জন্য; এবং তাঁরই জন্য এক চিরন্তন এই দ্বীন। এরপরও কি তোমরা আল্লাহ-ভিন্ন কিছুকে ভয় করবে?

৫৩. এবং নিয়ামত থেকে যা তোমাদের প্রতি, এরপর তা আল্লাহই পক্ষ থেকেই। তারপর যখন তোমাদেরকে চরম দুর্ভোগ স্পর্শ করে, এরপর তোমরা তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে কাঁদ।

৫৪. তারপর তিনি যখন তোমাদের থেকে সেই দুর্ভোগ দূর করেন, লক্ষ্য কর! তোমাদের থেকে একটি দল তাদের রবের সাথে শরীক করতে থাকে-

৫৫. যেন, আমি তাদেরকে যা দিয়েছি- তারা তার প্রতি অস্বীকার করতে পারে! এরপর ভোগ করে নাও! শিগগিরই তোমরা জানতে পারবে।

৫৬. এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তারা তার থেকে- তারা যাকে জানে না, তার জন্য এক ভাগ বানাতে থাকে। শপথ আল্লাহর! তোমরা যা আবিষ্কারকরণে ছিলে, তোমাদেরকে তার সম্পর্কে নিশ্চিত প্রশ্ন করা হবে।

৫৭. এবং তারা আল্লাহর জন্য 'সকল কন্যা সন্তান' বানাতে থাকে। কিন্তু তাদের জন্য তা, তারা যা আকাঙ্ক্ষা করবে! তিনি সুমহান!

৫৮. এবং যখন তাদের একজনকে কন্যা সন্তানের প্রতি 'সুসংবাদ দেওয়া হয়', তার মুখমণ্ডলে এক ঘন কালো ছায়া পড়ে। তখন সে তার নিজেকেই এক দমনকারী।

৫৯. যে শুভসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সে তার প্রতি এক মন্দ থেকে 'এক অবমাননার উপর' সেই সম্প্রদায়ের মধ্যেই পিছনে চলে যায়- 'সে কী তাকে রেখে দেবে অথবা এই মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলবে'? সাবধান! তারা যা হুকুম দেয়, তা মন্দ!

৬০. যারা পরম আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করতে পারে না, তাদের জন্য তাদের উদাহরণ চরম মন্দ। কিন্তু আল্লাহর জন্য সকল উদাহরণ পরম উঁচু; এবং তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।

রুকূ ৮

৬১. এবং আল্লাহ যদি এই মানুষকে তাদের জুলুমের প্রতি ধরতেন, তিনি এর উপর একটি প্রাণীকেও ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত ছাড় দেন। এরপর যখন তাদের মেয়াদ আসে, তারা তা এক মুহূর্তও পেছাতে পারে না; এবং তারা তা এগিয়ে আনতেও পারে না।

৬২. এবং তারা যা অপছন্দ করতে থাকে- তারা তা আল্লাহর জন্য বানাতে থাকে; এবং তারা তাদের জিহ্বায় সেই সকল মিথ্যা আরোপ করে- এমন যে, তাদের জন্যই সকল উত্তম। সন্দেহে নেই এমন যে, তাদের জন্যই পরম আগুন; এবং তারা এমন যে- পরিত্যক্ত।

৬৩. আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি তোমার আগে থেকেই জাতিগুলোর কাছে পাঠিয়েছি। এরপর সেই শয়তান তাদের জন্য তাদের আমল সৌন্দর্যমণ্ডিত করল। এরপর আজ এই দিনে সেই তাদের অভিভাবক; এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তি।

৬৪. এবং আমি তোমার প্রতি এই কিতাব নাজিল করি নি এ ছাড়া যে, তার যাতে তারা মতবিরোধ করে থাকে- তুমি যাতে তাদের জন্য তার সম্পর্কে তা পরিষ্কার বয়ান করতে পার; এবং যারা বিশ্বাস করে থাকে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য এ এক পথ-নির্দেশ ও এক রহমত।

৬৫. এবং আল্লাহ এই আকাশের মধ্য থেকে পানি বর্ষণ করেন। এরপর তিনি তা দিয়ে এই পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পরবর্তীতে জীবন দেন। নিশ্চয়ই যারা শুনে থাকে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

রুকূ ৯

৬৬. এবং নিশ্চয়ই সকল গৃহপালিত পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য নিশ্চিত এক শিক্ষা। আমি যা এর পেটের মধ্যে- সেই গোবর ও রক্তের মাঝের তার থেকে তোমাদেরকে এক বিশুদ্ধ দুধ পান করাই। সকল পানকারীর জন্য এক সুস্বাদু।

৬৭. এবং এই খেজুর গাছের ও এই আঙ্গুরের ফল থেকেও। তোমরা তার থেকে এক মাদক ও এক উত্তম রিজিক গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই যারা আকল ব্যবহার করে থাকে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

৬৮. এবং তোমার রব সকল মৌমাছির প্রতি ওহি করেছেন যে, 'এই পাহাড়-পর্বতের মধ্য থেকে ও এই গাছ-গাছালির মধ্য থেকে এক ঘর গ্রহণ কর'; এবং তার মধ্যে তাতেই তারা বসতি করে।

৬৯. 'তারপর সকল ফলমূল থেকে খাও। এরপর এক আনুগত্যে তোমার রবের পথে প্রবেশ কর'। এর পেট থেকে বিভিন্ন রঙের এক পানীয় বেরিয়ে আসে। তারই মধ্যে মানুষের জন্য এক শেফা। নিশ্চয়ই যারা চিন্তা করে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াতও।

৭০. এবং আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন; এবং তোমাদের থেকে কাউকে শোচনীয় সেই বয়সে ফেরত পাঠানো হয়। সে তার জন্য জ্ঞানের পরবর্তীতে এক কিছুই জানতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞাত, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

রুকূ ১০

৭১. এবং আল্লাহ সকল রিজিক সম্পর্কে তোমাদের এককে অন্যের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। যারা বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছে, এরপর তারা তাদের ডানে যার উপর অধিকারী হয়েছে- তারা তাদের সে রিজিক ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতি নয়। এরপরও তারা তার মধ্যেই সমান। এরপরও কি আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি তারা অগ্রাহ্য করে?

৭২. এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের থেকেই এক যুগল বানিয়েছেন; এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের যুগল থেকে সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনী বানিয়েছেন; এবং তিনি তোমাদেরকে সকল ভালো কিছু থেকে রিজিক দিয়েছেন। এরপরও কি তারা চরম অসত্য কথনের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অস্বীকার করবে?

৭৩. এবং তারা আল্লাহর পাশ থেকে যাদের দাসত্ব করে, তারা তাদের জন্য এক রিজিকের মালিক হতে পারে না- এই আকাশমণ্ডলীর ও এই পৃথিবীর মধ্য থেকে এক কিছুরই; এবং তারা সক্ষমও হতে পারে না।

৭৪. এরপর আল্লাহর জন্য 'সেই সকল সদৃশ' উপস্থাপন করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, যখন তোমরা জান না।

৭৫. আল্লাহ এক উদাহরণ উপস্থাপন করছেন: 'এক মালিকের অধীনস্ত এক দাস, সে কিছুর উপরই সিদ্ধান্ত দিতে পারে না; এবং একজন- যাকে আমি আমার থেকে রিজিক দিয়েছি- এক উত্তম রিজিক; এরপর সে তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে- তারা উভয়ে কি সমকক্ষ হতে পারে'? সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

৭৬. এবং আল্লাহ দু'পুরুষের এক উদাহরণ উপস্থাপন করছেন। তাদের একজন বোবা। সে কিছুর উপরই সিদ্ধান্ত দিতে পারে না; এবং সে সর্বত্রই তার অভিভাবকের উপর। যেখানেই সে তার মুখ ফেরায়- সে কল্যাণসহ আসতে পারে না। কিন্তু যে পরম সমতার প্রতি আদেশ দিয়ে থাকে, যখন সে সরল-সোজা এক পথের উপরে- সে কি তার সমান হতে পারে?

রুকূ ১১

৭৭. এবং আল্লাহর জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর অদৃশ্য; এবং সেই পরম সময়ের আদেশ এই চোখের এক পলকের মতো ছাড়া নয়; অথবা তারও নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

৭৮. এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা এক কিছুই জানতে না; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে জন্য সেই শ্রবণ শক্তি ও সেই দৃষ্টিশক্তি এবং এই হৃদয়ের অনুভূতি বানিয়েছেন- যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

৭৯. তারা কি দেখে না এই আকাশের শূন্যতার মধ্যে অধীনস্ত সকল পাখির দিকে? আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে কেউ ধরে রাখে না। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে থাকে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

৮০. এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘর থেকে এক বিশ্রামস্থান বানিয়েছেন; এবং তিনি সেই আন'আমের চামড়া থেকে তোমাদের জন্য এক ঘর বানিয়েছেন। তোমাদের ভ্রমণের দিনে ও তোমাদের অবস্থানের এক দিনে তোমরা 'এ' হালকা পাও; এবং তাদের পশম ও তাদের লোম এবং তাদের চুল থেকে এক সুরক্ষা ও এক ভোগ-সামগ্রী এক সময় পর্যন্ত।

৮১. এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বানিয়েছেন, তিনি তার থেকে এক ছায়া সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনি তোমাদের জন্য এই পাহাড়-পর্বতে এক আশ্রয় বানিয়েছেন; এবং তিনি তোমাদের জন্য পোশাক বানিয়েছেন। 'এ' তোমাদেরকে সেই উত্তাপে রক্ষা করে; এবং এক পোশাক- যা তোমাদেরকে তোমাদের দাঙ্গা-হাঙ্গামায় রক্ষা করে। তিনি সেইরকমই তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করে থাকেন- যাতে তোমরা মুসলিম হতে পার।

৮২. এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, এরপর তোমার উপর শুধুমাত্র পরম পরিষ্কার এই সকল পৌছানো।

৮৩. তারা আল্লাহর নিয়ামত চিনতে পারে। তারপরও তারা এ অগ্রাহ্য করে। তখন তাদের অধিকাংশই চরম অস্বীকারকারী।

রুকূ ১২

৮৪. এবং আমি যেদিন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এক সাক্ষী উঠিয়ে আনব, তারপর যারা অস্বীকার করেছিল তাদের জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না; এবং তাদেরকে ওজর-আপত্তির সুযোগও দেওয়া হবে না।

৮৫. এবং যারা জালিম- তারা যখন সকল শাস্তি দেখবে, এরপর তাদের থেকে তা হালকা করা হবে না; এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

৮৬. এবং যারা শরীক করেছিল- তারা যখন তাদের শরীকদের দেখবে, তারা বলবে, 'ও আমাদের রব! আপনার পাশ থেকে আমরা যাদেরকে ডাকতাম, এরাই তারা- আমাদের সেই শরীক'। এরপর তারা তাদের প্রতি সেই উক্তি ছুড়ে দেবে, 'নিশ্চয়ই তোমরা নিশ্চিত মিথ্যুক'।

৮৭. এবং তারা তখন সেই দিনে আল্লাহর প্রতি পরম শান্তি ছুড়ে দেবে। তারা যা আবিষ্কারকরণে ছিল, তখন তাদের থেকে তা হারিয়ে যাবে।

৮৮. এবং তাদের যারা অস্বীকার করত ও আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দিত, আমি তাদেরকে এক শাস্তির উর্ধ্বে চরম শাস্তি বাড়িয়ে দেব- তাসহই তারা সেই ফাসাদ করেছিল।

৮৯. এবং আমি সেই দিন প্রত্যেক জাতির সম্পর্কে তাদের নিজেদের থেকেই তাদের সামনে এক সাক্ষীকে তুলে আনব; এবং 'এদের' সামনে 'আমি আনব' (ওয়াজ্বীনাআ وَجِئْنَا: আমি আসব) 'তোমাকেসহ' (বীক্বা بِكَ: তোমার সাথে) এক সাক্ষী; এবং আমি তোমার উপর এই কিতাব নাজিল করেছি- সকল কিছুর জন্য এক পরিষ্কার ব্যাখ্যা এবং এক পথ-নির্দেশ ও এক রহমত; এবং সকল মুসলিমের জন্য সুসংবাদ।

রুকূ ১৩

৯০. নিশ্চয়ই আল্লাহর পরম নৈকট্যের অধিকারীকে তিনি পরম সাম্য স্থাপন ও পরম উত্তম এবং দানের প্রতি আদেশ দেন; এবং তিনি চরম অনৈতিকতা ও সকল অসৎ কাজ এবং সকল সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে হুঁশিয়ার করছেন- যাতে তোমরা পার উপদেশ গ্রহণ করতে।

৯১. এবং যখন তোমরা ওয়াদা কর, আল্লাহকে ওয়াদা দিয়ে তা পূর্ণ কর; এবং 'এ' নিশ্চিতকরণের পরবর্তীতে সেই শপথ ভঙ্গ করবে না; অবশ্যই তখন তোমরা আল্লাহকে তোমাদের উপর এক জামিনদার বানিয়েছ। তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন।

৯২. এবং তোমরা তার মতো হবে না- যে তার পাকানো সুতা খুলে দেয়। শক্তের পরবর্তী থেকে এক ভঙ্গুর। তোমরা তোমাদের শপথকে তোমাদের মাঝের এক প্রতারণায় গ্রহণ করে থাক- যাতে এক জাতি অপর এক জাতি থেকে অধিক লাভবান হতে পারে। আল্লাহ তা দিয়ে তোমাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করে থাকেন; এবং তোমরা যাতে যে সম্পর্কে মতভেদকরণে ছিলে, তিনি তোমাদের জন্য পরম কিয়ামতের দিনে তা পরিষ্কার করে দেবেন।

৯৩. এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, নিশ্চিত তিনি তোমাদেরকে এক জাতি বানাতে পারতেন- একটিই। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি বিভ্রান্ত হতে দেন; এবং তিনি পথ দেখান- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তোমরা যা কর, তোমাদেরকে তাতে নিশ্চিত প্রশ্ন করা হবে।

৯৪. এবং তোমাদের শপথকে তোমাদের মাঝের এক প্রতারণায় গ্রহণ করবে না। যেন না এর দৃঢ়তার পরবর্তীতে এরপর পা পিছলে যায়। তখন তোমরা চরম মন্দের স্বাদ নেবে। তাসহই যাতে তোমরা আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছ। তখন তোমাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৯৫. এবং আল্লাহকে অঙ্গীকার দিয়ে এক মূল্যে তার বিনিময় করবে না- এক অল্প হলেও। আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য তা নিশ্চয়ই কল্যাণকর- যদি তোমারা জানতে!

৯৬. যা তোমাদের কাছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যা আল্লাহর কাছে তা স্থায়ী; এবং যারা ধৈর্য ধরে, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পুরস্কার দেব। তাদের পুরস্কার উত্তমসহ- তারা যা আমলকরণে ছিল।

৯৭. পুরুষ অথবা নারী থেকে যে সৎকাজ করে এবং সে বিশ্বাসী; এরপর আমি নিশ্চয়ই তাকে জীবন দেব- এক জীবন, এক ভালো কিছু; এবং আমি তাদেরকে পুরস্কার দেব। তাদের পুরস্কার উত্তমসহ- তারা যা করেছিল।

৯৮. এরপর তোমরা যখন এই কুরআন পাঠ করবে, এরপর সেই অভিযুক্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

৯৯. নিশ্চয়ই সে- যারা বিশ্বাস করে এবং যারা তাদের রবের উপরই নির্ভর করে- তাদের উপর তার ক্ষমতা নেই।

১০০. তার কর্তৃত্ব শুধুমাত্র তাদেরই উপর, যারা তাকে অভিভাবক গ্রহণ করে; এবং তারাই তারা- যারা তার সাথে শরীক।

রুকূ ১৪

১০১. এবং আমি যখন এক আয়াতের স্থানে আয়াত বদলে দেই, তখন আল্লাহই জানেন, তিনি যাসহ নাজিল করেন। তারা বলে, 'তুমি শুধুমাত্র এক আবিষ্কারক'। বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

১০২. বল, 'তোমাদের রবের থেকে পরম পবিত্র রূহু পরম সত্যসহ তা নিয়ে এসেছে- যাতে যারা বিশ্বাস করে তা তাদেরকে দৃঢ় করতে পারে; এবং সকল মুসলিমের জন্য তা এক পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ'।

১০৩. এবং অবশ্যই আমি জানি তারা এমন যে, তারা বলে- 'তাকে শিক্ষা দেয় শুধুমাত্র মানুষ'। তারা যাসহ যাকে ইঙ্গিত করে, তার ভাষা এক অ-আরবীয়; এবং এ ভাষা পরিষ্কার এক আরাবীয়।

১০৪. নিশ্চয়ই তাদের যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করে না- আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখান না; এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তি।

১০৫. তারাই- যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করে না, তারা শুধুমাত্র চরম মিথ্যা আবিষ্কার করে; এবং তারাই- তারা চরম মিথ্যুক।

১০৬. তারা ছাড়া- যারা জবরদস্তির শিকার হয় কিন্তু এই বিশ্বাসের প্রতি তাদের হৃদয় তৃপ্ত। যারা তাদের বিশ্বাসের পরবর্তী থেকে আল্লাহর প্রতি অস্বীকার করে, তখন তারা চরম অস্বীকারসহই তাদের বুক বিস্তার করে। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর চরম অসন্তোষ; এবং তাদের জন্য কঠিন শাস্তি।

১০৭. সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, তারা এই দুনিয়ার এই জীবনকে পরম আখিরাতের উপর ভালোবেসেছে; এবং এ এমন যে, আল্লাহ চরম অস্বীকারকারী সেই সকল সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

১০৮. এরাই তারা- আল্লাহ যাদেরকে তাদের অন্তর ও তাদের শ্রবণশক্তি এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির উপর সিলগালা করে দিয়েছেন; এবং তারাই- তারা চরম অজ্ঞ।

১০৯. সন্দেহ নেই যে তারা এমন, তারা পরম আখিরাতের মধ্যে চরম ক্ষতিগ্রস্ত।

১১০. যাদেরকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলার পরবর্তী থেকে তারা হিজরত করেছে, তারপর তারা কঠোর চেষ্টা করেছে ও ধৈর্য ধরেছে- তারপর তোমার রব নিশ্চয়ই তাদের জন্যই। নিশ্চয়ই তোমার রব এর পরবর্তী থেকে নিশ্চিত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ ১৫

১১১. একদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই আসবে। সে তার নিজের সাথেই বিবাদ করবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সে যা আমল করেছিল তা পূর্ণ করে দেওয়া হবে; এবং তাকে জুলুম করা হবে না।

১১২. এবং আল্লাহ এক উদাহরণ উপস্থাপন করছেন: 'এক জনপদ ছিল এক নিরাপদ ও এক পরিতৃপ্ত। সকল স্থান থেকে এখানে এক প্রাচুর্যময় এর রিজিক আসত! এরপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অস্বীকার করল। এরপর আল্লাহ একে চরম ক্ষুধার ও চরম ভীতির আচ্ছাদনের স্বাদ দিলেন। তারা যা করেছিল তার প্রতিই'।

১১৩. 'এবং অবশ্যই তাদের কাছে তাদের থেকেই রাসূল এসেছিল। এরপর তারা তাকে মিথ্যুক বলল। এরপর যখন তারা জুলুমকারী, তাদেরকে সেই চরম শাস্তি ধরল'।

১১৪. এরপর আল্লাহ তোমাদেরকে এক হালাল এক ভালো কিছু যে রিজিক দিয়েছেন- তা থেকে খাও; এবং আল্লাহর নিয়ামতে কৃতজ্ঞ হও- যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই দাসত্বকরণে থাক।

১১৫. তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন শুধুমাত্র সেই মৃত কিছু ও সেই রক্ত এবং সকল শুকরের মাংস; এবং যা আল্লাহ ভিন্ন কিছুর জন্য তাসহ উৎসর্গ করা হয়েছে। এরপর যে বিদ্রোহ ভিন্ন বাধ্য হয় এবং সে সীমালঙ্ঘনকারী নয়- এরপর আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

১১৬. এবং যাসহ তোমরা আরোপ কর- 'এ হালাল এবং এ হারাম'- তোমাদের জিহবায় সেই মিথ্যা বলবে না। তোমরা তাতে আল্লাহর উপর চরম মিথ্যা আবিষ্কার করে থাক। নিশ্চয়ই তাদের যারা আল্লাহর উপর চরম মিথ্যা আবিষ্কার করে- তারা সফল হতে পারবে না।

১১৭. তাদের জন্য এক অল্পই ভোগসামগ্রী কিন্তু কঠিন শাস্তি।

১১৮. এবং যারা ইয়াহূদী হয়েছে- আমি আগে থেকেই তাদের উপর যা হারাম করেছিলাম, আমি তা তোমার সামনে বর্ণনা করেছি। আমি তখন তাদেরকে জুলুম করি নি। কিন্তু তারাই ছিল তাদের নিজেদেরকে জুলুমকরণে।

১১৯. যারা অজ্ঞতাসহ চরম মন্দ করে, তারপর তারই পরবর্তী থেকে ফিরে আসে এবং সংশোধিত হয়- তারপর তোমার রব নিশ্চয়ই তাদের সাথেই। নিশ্চয়ই তোমার রব এর পরবর্তী থেকে নিশ্চিত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

রুকূ ১৬

১২০. ইবরাহীম নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতি অনুগত এক উম্মত ছিল- এক সরাসরি; এবং সে সেই মুশরিকদের মধ্যে ছিল না।

১২১. সে তাঁর নিয়ামতের জন্য এক কৃতজ্ঞ। তিনি তাকে মনোনীত করেছিলেন; এবং তিনি তাকে এক সরল-সোজা পথের দিকে পথ দেখিয়েছিলেন।

১২২. এবং আমি তাকে এই দুনিয়ায় মধ্যের এক উত্তম বিষয় দিয়াছিলাম; এবং নিশ্চয়ই সে পরম আখিরাতের মধ্যেও নিশ্চিত সকল সৎকর্মশীলের মধ্যে।

১২৩. তারপর আমি তোমার প্রতি ওহি করছি যে, 'তুমি সরাসরি ইবরাহীমের মতবাদ অনুসরণ কর; এবং সে এই সকল মুশরিকের মধ্যে ছিল না'।

১২৪. তার সম্পর্কে যারা মতভেদ করছিল, শুধুমাত্র তাদের উপরই সেই সাব্বাত বানানো হয়েছিল; এবং তারা যে সম্পর্কে মতভেদ করছিল, নিশ্চয়ই তোমার রব পরম কিয়ামতের দিনে তাদের মাঝে তার প্রতি নিশ্চিত হুকুম দিয়ে দেবেন।

১২৫. তুমি পরম বিচক্ষণতা ও এই সকল পরম উত্তম সৎ পরামর্শসহ তোমার রবের পথের দিকে ডাক; এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করবে- যা উত্তম সেই তাসহই। নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনি জানেন তার প্রতি, কে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে; এবং তিনি জানেন সকল পথপ্রাপ্তদের প্রতিও।

১২৬. এবং তোমরা যদি প্রতিশোধ নাও, এরপর তোমাদেরকে যে পরিণাম করা হয়েছে তার মতোসহই তার প্রতি প্রতিশোধ নাও; এবং যদি তোমরা ধৈর্যশীল হও, নিশ্চয়ই সকল ধৈর্যশীলের জন্যই তা কল্যাণকর।

১২৭. এবং ধৈর্য ধর- যখন তোমার ধৈর্য আল্লাহর প্রতি ছাড়া নয়; এবং তাদের উপরে দুঃখ করবে না; এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে, তা থেকে সঙ্কুচিত থাকবে না।

১২৮. যারা সাবধান হয়- আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের সাথেই; এবং তাদের তারাই- তারা উত্তমকর্মশীল।

পনেরোতম পারা

১৭. সূরা বনী ইস্‌রাঈল

১১১ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. সুমহান তিনি, যিনি এক রাতে তাঁর দাসকে দিয়ে এই মসজিদ আল'হারাম থেকে সেই দূরবর্তী প্রান্তের দিকে সেই মসজিদে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। তার সেই পরিপার্শ্ব- আমি তা বরকতময় করেছিলাম, যাতে আমি তাকে আমার আয়াত থেকে দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনি- তিনি পরম শ্রোতা, পরম দ্রষ্টা।

২. এবং আমি মূসাকে সেই কিতাব দিয়েছিলাম; এবং আমি বনী ইস্‌রাইলের জন্য তা এক পথ-নির্দেশ বানিয়েছিলাম- যেন না তারা আমার পাশ থেকে এক অভিভাবক গ্রহণ করে।

৩. আমি নূহের সাথে যাদেরকে বহন করেছিলাম তাদের বংশধর। নিশ্চয়ই সে ছিল এক কৃতজ্ঞ দাস।

৪. এবং আমি সেই কিতাবের মধ্যে বনী ইস্‌রাঈলদের প্রতি সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম যে, তোমরা এই পৃথিবীতে দু'বার নিশ্চিত ফাসাদ করবে; এবং তোমরা এক বিশাল উচ্চতায় নিশ্চিত উদ্ধত হবে।

৫. এরপর যখন ওয়াদা দু'টির প্রথমটি আসল, আমি তোমাদের সামনে আমার জন্য যুদ্ধবাজ শক্তিশালী লোকজন এক দাসদের তুলে আনলাম। এরপর তারা সেই সকল বাড়িঘরের অন্দরমহলে ঢুকল; এবং এ এক ওয়াদার কার্যকরকরণ ছিল।

৬. তারপর আমি তাদের সামনেই তোমাদের জন্য সেই ফিরতি বিজয় ফেরত দিলাম; এবং তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে মদদ দিলাম। তখন তোমাদেরকে এক অধিক অগ্রবর্তী বানালাম।

৭. যদি তোমরা উত্তম কাজ কর, তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্যই উত্তম কাজ করবে; এবং যদি তোমরা মন্দ কাজ কর, এরপর এর জন্যই। এরপর যখন তোমাদের মুখমণ্ডল মন্দ করার জন্য ও সেই সকল মসজিদে প্রবেশ করার জন্য সেই সর্বশেষ ওয়াদা আসল, তখন তারা এক ধ্বংসযজ্ঞে তা ধ্বংস করার জন্য তার উপরেই ছিল- যেমনভাবে তারা প্রথম বার তাতে প্রবেশ করেছিল।

৮. সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদেরকে তাতে দয়া করতে পারেন। কিন্তু তোমরা যদি পুনরাবৃত্তি কর- আমিও পুনরাবৃত্তি করব; এবং আমি সকল অস্বীকারকারীর জন্য জাহান্নামকে এক কারাগার বানিয়েছি।

৯. নিশ্চয়ই 'এ'- এই কুরআন যার প্রতি পথ দেখায়, তা সরল-সোজা; এবং যারা সকল সৎকাজ করতে থাকে সেই সকল বিশ্বাসীর তাদেরকে 'তা' সুসংবাদ দেয়। এমন যে, তাদের জন্য এক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

১০. এবং এমন যে, তাদের যারা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্য এক কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

রুকূ ২

১১. এবং এই মানুষ- যাতে সে কল্যাণের প্রতি ডেকে থাকে, সে ডাকতে থাকে চরম মন্দের প্রতি। তখন এই মানুষ হয় এক তাড়াহুড়োকারী।

১২. এবং আমি এই রাত ও এই দিনকে দু'টি আয়াত বানিয়েছি। এরপর আমি এই রাতের আয়াত মুছে দিয়েছি; এবং আমি এই দিনের আয়াতকে এক দৃশ্যমান বানিয়েছি- যাতে তোমরা তোমাদের রবের থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ চাইতে পার; এবং যাতে তোমরা সকল বছরের সংখ্যা ও সেই হিসাব জানতে পার; এবং আমি 'এতে' সকল কিছুই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি- এক তাফসির।

১৩. এবং আমি প্রত্যেক মানুষকেই তার কাজের হিসাব তার কাঁধের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিয়েছি; এবং আমি পরম কিয়ামতের দিন তার জন্য এক কিতাব বের করে আনব। সে তা খোলাকৃত পাবে।

১৪. 'পড় তোমার কিতাব। আজ এই দিনে তুমি নিজেই এর প্রতি যথেষ্ট। তুমি তোমার নিজের উপর এক হিসাবকারী'।

১৫. যে পথপ্রাপ্ত- এরপর সে শুধুমাত্র পথপ্রাপ্ত তার নিজের জন্যই; এবং যে বিভ্রান্ত হয়েছে- এরপর সে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে শুধুমাত্র এর উপরই। তখন বোঝাবহনকারীরা অপরের বোঝা বহন করবে না; এবং যতক্ষণ না আমি এক রাসূল পাঠাই- আমি শাস্তিদাতা হই না।

১৬. এবং আমি যখন চাই যে, আমি এক জনপদ ধ্বংস করব- আমি এর সম্পদশালীদেরকে আদেশ দেই। এরপর তারা এ সম্পর্কে নিশ্চিত অবাধ্য হয়। এরপর তাদের উপর 'সেই উক্তি' সত্য হয়ে যায়। এরপর আমি এক ধ্বংসযজ্ঞে এ ধ্বংস করে দেই।

১৭. আমি নূহের পরবর্তী থেকে সেই সকল মানবগোষ্ঠীর মধ্যের কতজনকে ধ্বংস করেছি? এবং তোমার রব তাঁর দাসদের পাপের প্রতি যথেষ্ট অবহিত, দ্রষ্টা।

১৮. যে থাকে চাইতে সেই তাৎক্ষণিক, আমি তার জন্য এর সম্পর্কে দ্রুত। আমি তার প্রতি চাই- আমি তার জন্য যা ইচ্ছে করি। তারপর আমি তার জন্য জাহান্নাম বানিয়েছি। সে এতে পুড়বে। এক নিন্দিত, এক পরিত্যক্ত।

১৯. এবং যে চায় পরম আখিরাত; এবং সে এর জন্য প্রতিযোগিতা করে- যখন সে বিশ্বাসী, তখন তার এ প্রচেষ্টা- এরপর তারাই, তাদের প্রচেষ্টা এক প্রশংসনীয়।

২০. আমি এদের প্রত্যেককেই বাড়িয়ে দেই; এবং এগুলো তোমার রবের দান থেকে। তখন তোমার রবের দান এক সংকীর্ণ হয় না।

২১. দেখ! আমি কিভাবে তাদের এককে অপরের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছি; এবং পরম আখিরাত এক মর্যাদায় নিশ্চিত শ্রেষ্ঠতর; এবং শ্রেষ্ঠতর এক বিশেষ অনুগ্রহেও।

২২. আল্লাহর সাথে অপর এক ইলাহ বানাবে না। তাহলে তোমরা স্থবির হয়ে পড়বে- এক পরিত্যক্ত, এক লাঞ্ছিত।

রুকূ ৩

২৩. এবং তোমার রব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যেন না তোমরা শুধুমাত্র তাকে ছাড়া দাসত্ব কর; এবং সকল পিতামাতার প্রতি এক উত্তম আচরণেরও। যদি তারা তোমার কাছে অতি বৃদ্ধ বয়সেও পৌঁছায়- তাদের একজন, অথবা তাদের উভয়েই- এরপরও তাদের প্রতি একটি উফ্‌ও বলবে না; এবং তাদেরকে ধমক দেবে না; এবং তাদের প্রতি বল, এক সম্মানজনক কথা।

২৪. এবং তাদের প্রতি পরম বিনয়ে- পরম রহমতের মধ্যে ডানা নামাও; এবং বল, 'ও আমার রব! তাদের প্রতি রহম করেন, যেভাবে তারা আমাকে শিশুকালে লালন-পালন করেছিলেন'।

২৫. যা তোমাদের নিজেদের মধ্যেই- তোমাদের রব তার প্রতি জানেন। যদি তোমরা হও সৎকর্মশীল, এরপর নিশ্চয়ই তিনি সকল ফিরনেওয়ালার প্রতি ক্ষমাশীল হবেন।

২৬. এবং পরম নিকটজনের অধিকারীদেরকে এবং সকল দুস্থকে ও সেই পথের সন্তানদেরকে- তাদের হক দাও; এবং এক অপব্যয়ে ব্যয় করবে না।

২৭. নিশ্চয়ই সকল অপব্যয়কারী সেই শয়তানের ভাই; এবং সেই শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।

২৮. এবং তোমরা যা আশা কর- যদি তোমরা তোমাদের রবের থেকে এক রহমত চাইতে 'তাদের থেকে' মুখ ফিরিয়ে নাও- এরপরও তাদের প্রতি এক নমনীয় কথা বলবে।

২৯. এবং তোমার হাতকে তোমার কাঁধের দিকে এক শেকলবদ্ধ বানাবে না; এবং কোনো ক্ষেত্রেই এ চরম বাড়ানোতে বাড়াবে না। তাহলে তুমি স্থবির হয়ে পড়বে। এক অভিযুক্ত, এক অনুশোচনাকারী।

৩০. নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন সকল রিজিকে বাড়িয়ে দেন; এবং তিনিই তার সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর দাসদের প্রতি অবহিত, দ্রষ্টা।

রুকূ ৪

৩১. এবং অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তাদেরকে ও তোমাদের প্রতি রিজিক দেই। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা এক বিশাল পাপ।

৩২. এবং সেই জিনার কাছেও যাবে না। নিশ্চয়ই তা এক অনৈতিকতা; এবং মন্দ এক পথ।

৩৩. এবং পরম সত্যসহ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন সেই ব্যক্তিকে হত্যা করবে না; এবং যাকে হত্যা করা হয়, সে জুলুমের শিকার। এরপর আমি অবশ্যই তার অভিভাবকদের জন্য এক দলিল বানিয়েছি। এরপর সে এই হত্যায় বাড়াবাড়ি করবে না। নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করা হয়েছে।

৩৪. এবং যে পর্যন্ত না 'তারা' তার প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছে, কোনো ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যাবে না- তার প্রতি যা সেই উত্তম তা ছাড়া; এবং সকল অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই সেই অঙ্গীকার জিজ্ঞাসায়িত হবে।

৩৫. এবং যখন তোমরা মাপ দাও- সকল মাপে পুরোপুরি দাও; এবং ওজন করবে পরম সরল-সোজা পরম ন্যায়দন্ডসহ। সেই-ই কল্যাণকর ও উত্তম এক তাৎপর্যে।

৩৬. এবং তোমার জন্য যাতে জ্ঞান হয়নি, তার প্রতি অনুসরণ করবে না। নিশ্চয়ই সকল দৃষ্টি ও সকল শ্রুতি এবং সকল অনুভূতি তার সম্পর্কে- সেগুলোর প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসায়িত হবে।

৩৭. এই পৃথিবীর মধ্যে দম্ভভরে চলাফেরা করবে না। নিশ্চয়ই তুমি কখনই এই পৃথিবী ভেঙে ফেলতে পারবে না; এবং তুমি কখনই এই পাহাড়ের এক উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবে না।

৩৮. সেই-ই! তোমার রবের কাছে সেই মন্দ বিষয়ের প্রত্যেকটি 'এক মাকরূহ'।

৩৯. তোমার রব তোমার প্রতি তাই ওহি করেছেন, যা তাঁর থেকে পরম হিকমতের মধ্যে; এবং আল্লাহর সাথে অপর এক ইলাহ্ বানাবে না। তাহলে তোমাকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে- এক অভিযুক্ত, এক পরিত্যক্ত।

৪০. এরপর কি তোমাদের রব তোমাদেরকে সকল পুত্র-সন্তানের প্রতি মনোনীত করেছেন এবং তিনি এই ফেরেশতাদের মধ্য থেকে এক কন্যা গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয়ই তোমরা- তোমরা নিশ্চিত এক ভয়ানক কথা বলছ!

রুকূ ৫

৪১. এবং আমি অবশ্যই 'এ'- এই কুরআনের মধ্যে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছি- যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু 'এ' তাদেরকে এক বিমুখতা ছাড়া বাড়ায় নি।

৪২. বল, 'যদি তাঁর সাথে ইলাহরা থাকত- যেমন তারা বলে, তখন তারা নিশ্চিত পরম আরশের প্রতি অধিকারে এক পথ চাইত'!

৪৩. 'তারা যা বলে, তিনি তার থেকে সুমহান ও অতি উঁচু। এক সমুচ্চ, এক বিশাল'।

৪৪. 'এই সাত আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং যা কিছু তাদের মধ্যে- সকলেই তাঁর প্রতি তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করে; এবং তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর মহিমা প্রকাশ করা ছাড়া কিছু থেকেই নেই; কিন্তু তোমরা তাদের মাহাত্ম্য প্রকাশ বুঝতে পার না। নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল'।

৪৫. এবং তুমি যখন এই কুরআন পাঠ কর, আমি তোমার মাঝে এবং যারা পরম আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না তাদের মাঝে এক গোপন এক হিজাব বানিয়ে দেই।

৪৬. এবং আমি তাদের হৃদয়ের উপর এক ঢাকনা বানিয়েছি, যেন না তারা তা বুঝতে পারে; এবং তাদের কানের মধ্যে এক বধিরতা; এবং যখন তুমি এই কুরআনের মধ্যে তোমার রবকে উল্লেখ কর- 'তিনি এক'; তারা এক বিমুখতায় তাদের পিঠের উপর মুখ ফেরায়।

৪৭. যখন তারা তোমার কাছে শোনে- আমিই অধিক জানি তারা তার প্রতি যাসহ শোনে; এবং যখন তারা তাদের গোপন আলোচনায়- তখন এই জালিমদের তারা বলে, 'তোমরা এক জাদুগ্রস্ত পুরুষকে ছাড়া অনুসরণ করছ না'।

৪৮. দেখ! কিভাবে তারা তোমার জন্য সেই উদাহরণ উপস্থাপন করে। এরপর তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। এরপর তারা এক পথে সক্ষম হয় না।

৪৯. এবং তারা বলে, 'যখন আমরা এক হাড়-গোড় ও এক চূর্ণ-বিচূর্ণ কিছু হয়ে যাব, আমাদেরকে কি নিশ্চিত উঠিয়ে আনা হবে- এক নূতন সৃষ্টিতে'?

৫০. বল, 'হয়ে যাও এক শিলাখণ্ড অথবা এক লোহা'-

৫১. 'অথবা তোমরা তোমাদের চিন্তার মধ্যে যা করতে পেরেছ- তার মধ্যেরই বিশাল এক সৃষ্টি'। এরপর তারা বলবে, 'কে আমাদেরকে ফিরিয়ে আনবে'? বল, 'তিনিই- যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন'। এরপর তারা তোমার প্রতি তাদের মাথা নাড়বে; এবং তারা বলবে, 'এ কখন'? বল, 'সম্ভবত তা এক নিকটেই হয়ে যাবে'!

৫২. 'একদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন। তোমরা তখন তাঁর প্রশংসাসহ সাড়া দেবে। তোমরা তখন মনে করবে যে, তোমরা অবস্থান কর নি এক অল্প ছাড়া'।

রুকূ ৬

৫৩. এবং আমার দাসদের প্রতি বল, 'তোমরা বল সেই তা- যা উত্তম'। নিশ্চয়ই সেই শয়তান তাদের মাঝে উস্কানি দিতে থাকে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্য পরিষ্কার এক শত্রু হয়েছে।

৫৪. তোমাদের রব তোমাদের প্রতি জানেন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তিনি তোমাদেরকে রহমত করেন; এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন; এবং আমি তোমাকে তাদের উপর এক অভিভাবক পাঠাই নি।

৫৫. এবং তোমার রব তার প্রতি জানেন, যা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং আমি অবশ্যই এই নবীদের কাউকে কাউকে অন্যদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছি; এবং আমি দাউদকে এক জাবূর দিয়েছি।

৫৬. বল, 'তোমরা তাঁর পাশে থেকে যাদেরকে দাবী কর- তাদেরকে ডাক। এরপর তারা মালিক হতে পারবে না যে, তারা তোমাদের থেকে সেই দুর্ভোগ দূর করবে; এবং এক এদিক-ওদিকও নয়'।

৫৭. তারা যাদেরকে ডাকে তারাই তাদের রবের কাছে সকল উপায় চাইতে থাকে- তাদের থেকে কে তাঁর পরম নিকটবর্তী হবে। তখন তারা তাঁর রহমত আশা করতে থাকে; এবং তারা তাঁর শাস্তির ভয় করতে থাকে। নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি এক ভীতিকর।

৫৮. এবং পরম কিয়ামতের দিনের আগে জনপদগুলো থেকে থাকবে না- আমি এ ধ্বংস করব ছাড়া; অথবা এ শাস্তিপ্রাপ্ত- এক কঠোর শাস্তি। তাই এই কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়।

৫৯. এবং আমি যাতে সেই সকল আয়াতসহ পাঠাই- তা আমাকে থমিয়ে রাখে না এ ছাড়া যে, সেই পূর্ববর্তীরা এর প্রতি মিথ্যা বলেছিল; এবং আমি সামূদকে সেই উট দিয়েছিলাম- এক দৃশ্যমান বিষয়। এরপর তারা এর প্রতি জুলুম করেছিল। আমি এই সকল আয়াত এক ভীতি-প্রদর্শন ছাড়া পাঠাই না।

৬০. এবং আমি যখন তোমার প্রতি বললাম, 'নিশ্চয়ই তোমার রব সকল মানুষের প্রতি ঘিরে আছেন- আমি তখন তোমাকে সেই স্বপ্নে তার যা দেখিয়েছিলাম, আমি তা এই মানুষের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা ছাড়া বানায় নি; এবং এই কুরআনের মধ্যের পরম অভিশপ্ত সেই গাছটিও; এবং আমি তাদেরকে ভয় দেখাই। এরপরও এ তাদেরকে এক বিশাল সীমালঙ্ঘন ছাড়া বাড়ায় না।

রুকূ ৭

৬১. এবং যখন আমি সেই ফেরেশতাদের প্রতি বললাম, 'আদমের জন্য সিজদা কর'; এরপর তারা সিজদা করল- ইবলীস ছাড়া। সে বলল, 'আমি কি তার জন্য সিজ্‌দা করব- আপনি যাকে এক কাদা-মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন'?

৬২. সে বলল, 'আপনি কি এ দেখছেন, এই যাকে আপনি আমার উপর সম্মানিত করছেন? যদি আপনি আমাকে পরম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, আমি নিশ্চিত তাদেরকে- তার বংশধরদের এক অল্প ছাড়া ধ্বংস করে দেব'।

৬৩. তিনি বললেন, 'যাও! এরপর তাদের থেকে তোমাকে যে অনুসরণ করবে, এরপর তোমাদের প্রতিফল নিশ্চয়ই জাহান্নাম- পর্যাপ্ত এক প্রতিফল'।

৬৪. 'এবং তুমি তাদের মধ্যের যাকে পার তোমার কণ্ঠ দিয়ে প্রলুব্ধ কর; এবং তাদের উপর তোমার অশ্ব ও তোমার পদাতিকসহ আক্রমণ কর; এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশ হয়ে যাও; এবং তাদেরকে ওয়াদা কর'। কিন্তু এই শয়তান তাদেরকে এক প্রতারণা ছাড়া ওয়াদা করে না।

৬৫. 'নিশ্চয়ই আমার দাস- তোমার জন্য তাদের উপর ক্ষমতা হতে পারে না; এবং তোমার রবই যথেষ্ট এক অভিভাবক'।

৬৬. তিনিই তোমাদের রব- যিনি তোমাদের জন্য সেই সমুদ্রের মধ্যে সকল নৌকা চালনা করেন- যাতে তোমরা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে চাইতে পার। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি এক দয়ালু।

৬৭. এবং তোমাদেরকে যখন সেই সমুদ্রের মধ্যে চরম দুর্ভোগ স্পর্শ করে, তখন তোমরা যাদেরকে ডাকতে- শুধুমাত্র তিনি ছাড়া তারা হারিয়ে যায়। এরপর তিনি যখন তোমাদেরকে এই ভূমির দিকে রক্ষা করেন- তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তখন এই সকল মানুষ এক অস্বীকারকারী।

৬৮. তোমরা কি নিরাপদ- যাতে না তিনি তোমাদেরকেসহ এই ভূমির সাথে গিলিয়ে দেন; অথবা তিনি তোমাদের উপর পাঠান এক শিলাঝড়? তারপর তোমরা তোমাদের জন্য এক অভিভাবক পাবে না।

৬৯. অথবা তোমরা কি নিরাপদ- যাতে না তিনি অপর এক সময়ে তোমাদেরকে তার মধ্যে ফেরত পাঠান, এরপর তিনি তোমাদের উপর ঝড়ের মধ্য থেকে সেই বাতাসের মধ্যের প্রচণ্ড এক ঘূর্ণি পাঠান? এরপর তিনি তোমদেরকে ডুবিয়ে দেন? তোমরা তার প্রতিই তো অস্বীকার করতে! তারপর তোমরা তোমাদের জন্য আমার উপর তার প্রতি এক প্রতিকারকারী পাবে না।

৭০. এবং আমি অবশ্যই আদম-সন্তানদের সম্মান দিয়েছি; এবং আমি তাদেরকে এই ভূমির মধ্যে ও সেই সমুদ্রে বহন করেছি; এবং আমি তাদেরকে সকল ভালো কিছুর মধ্য থেকে রিজিক দিয়েছি; এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, আমি তার থেকে অনেকের উপরই তাদেরকে এক অগ্রাধিকারে বিশেষ অনুগ্রহ করেছি।

রুকূ ৮

৭১. একদিন আমি প্রত্যেক মানুষকে তাদের ইমামদেরসহ ডাকব। এরপর যাকে তার কিতাব তার ডানের প্রতি দেওয়া হবে, এরপর তারাই- তারা তাদের কিতাব পাঠ করতে থাকবে; এবং তাদের উপর এক চুল পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

৭২. এবং যারা 'এর মধ্যে' অন্ধ হবে, এরপর সে পরম আখিরাতের মধ্যেও অন্ধ; এবং বিভ্রান্ত এক পথে।

৭৩. এবং নিশ্চয়ই তারা তোমাকে প্রায় নিশ্চিত কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিচ্ছিল! আমি তোমার প্রতি যা ওহি করেছি তুমি যাতে তার থেকে আমার উপর তারই ভিন্ন কিছু আবিষ্কার কর; এবং তখন তারা তোমাকে নিশ্চিত এক বন্ধু গ্রহণ করত।

৭৪. আমি যদি না যে তোমাকে দৃঢ় রাখতাম, অবশ্যই তুমি তাদের দিকে এক অল্প কিছুর কাছাকাছিই ঝুঁকে পড়তে।

৭৫. তখন আমি তোমাকে এই জীবনে দ্বিগুণ স্বাদ দিতাম; এবং দ্বিগুণ- সেই মৃত্যুতে। তারপর তুমি তোমার জন্য আমার উপরে এক সাহায্যকারী পেতে না।

৭৬. এবং নিশ্চয়ই তারা তোমাকে প্রায় নিশ্চিত সন্ত্রস্ত করেছিল, যাতে তারা তোমাকে এর থেকে- এই ভূমির মধ্য থেকে বের করে দিতে পারে। কিন্তু তখন তারা তোমার পিছনে এক অল্প ছাড়া অবস্থান করতে পারত না।

৭৭. অবশ্যই আমি তোমার আগে থেকেই আমার রাসূলদেরকে সে সুন্নাত পাঠিয়েছিলাম; এবং তুমি আমার সুন্নাতের জন্য এক এদিক-ওদিক পাবে না।

৭৮. এই সূর্য অস্তগমনের জন্য প্রতি রাতের অন্ধকারাচ্ছন্নতার কাছেই 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর; এবং সেই ফজরের কুরআনও। নিশ্চয়ই সেই ফজরের কুরআন এক সাক্ষীদাতা হয়।

রুকূ ৯

৭৯. এবং এরপর সেই রাতের মধ্য থেকে তাহাজ্জদ কর- তাসহই তোমার জন্য এক নফল। সম্ভবত তোমার রব তোমাকে এক প্রশংসিত স্থানে তুলে আনবেন।

৮০. এবং বল, 'ও আমার রব! আমাকে সত্যবাদীতার এক প্রবেশ দ্বারে প্রবেশ করান; এবং আমাকে সত্যবাদীতার এক বহির্দ্বারে বের করেন; এবং আমার জন্য আপনার থেকে এক সাহায্যকারীর কর্তৃত্ব বানান'।

৮১. এবং বল, 'পরম সত্য এসেছে; এবং চরম মিথ্যা কথন ধ্বংস হয়েছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা কথন এক ধ্বংসই'।

৮২. এবং আমি এই কুরআনের মধ্যে নাজিল করেছি যে, সকল বিশ্বাসীর জন্য তা এক রোগমুক্তি ও এক রহমত; এবং চরম জালিমকে 'এ' এক ক্ষতি ছাড়া বাড়ায় না।

৮৩. এবং আমি যখন এই মানুষের উপর নিয়ামত করি, তখন সে তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরত্ব অবলম্বন করে; এবং তাকে যখন চরম মন্দ স্পর্শ করে, সে হয় এক হা-হুতাশকারী।

৮৪. বল, 'প্রত্যেকেই তার স্বভাবের উপরই আমল করে। এরপর তোমার রব জানেন, সে যাসহ এক পথে পথপ্রাপ্ত'।

রুকূ ১০

৮৫. এবং তারা তোমাকে এই রূহ্ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'এই রূহ আমার রবের আদেশ থেকে; এবং তোমাদেরকে সেই জ্ঞানের মধ্য থেকে এক অল্প ছাড়া দেওয়া হয় নি'।

৮৬. এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম, আমি তোমার প্রতি যাসহ ওহি করেছি- আমি তা নিশ্চিত ফিরিয়ে নিতে পারি। তারপর তুমি তোমার জন্য তার প্রতি আমার উপর এক অভিভাবক পাবে না-

৮৭. তোমার রবের থেকে এক রহমত ছাড়া। নিশ্চয়ই তোমার উপর তাঁর এক বিশাল বিশেষ অনুগ্রহ হয়।

৮৮. বল, 'যদি সকল মানুষ ও সকল জিন তার উপর একসাথে সমবেত হতো যে, তারা 'এ'- এই কুরআন আনবে, তারা তা তেমনসহ আনতে পারবে না- এমন কি যদি তারা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়ও'।

৮৯. এবং আমি অবশ্যই এই কুরআনে- এর মধ্যে এই মানুষের জন্য প্রত্যেকটি উদাহরণ থেকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি। এরপরও কি এই মানুষের অধিকাংশই এক অস্বীকার ছাড়াই তা অমান্য করে?

৯০. এবং তারা বলে, 'আমরা তোমার প্রতি কখনই বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য এই ভূমির মধ্য থেকে এক ঝরনাধারা উৎসারিত কর'-

৯১. 'অথবা তোমার জন্য তোমার খেজুর ও আংগুরের থেকে বাগান থাকবে। এরপর এর অভ্যন্তরে এক প্রাচুর্যতায় সেই নদী-নালা উৎসারিত করবে'-

৯২. 'অথবা তুমি যেমন দাবী করেছ- তুমি আমাদের উপর সেই এক খণ্ড-বিখণ্ড আকাশমণ্ডলী ফেলবে; অথবা তুমি আল্লাহ ও সকল ফেরেশতাসহ এক সামনা-সামনি আসবে'-

৯৩. 'অথবা তোমার জন্য সোনায় মণ্ডিত ঘর থেকে থাকবে; অথবা তুমি এই আকাশের মধ্যে উঠে যাবে। আমরা তোমার আরোহণের প্রতি তখনও বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের উপরে এক কিতাব নাজিল করবে- যা আমরা পড়বো'। বল, 'আমার রব মহিমান্বিত, পবিত্র। আমি কি এক মানুষ ছাড়া এক রাসূল হয়েছি'?

রুকূ ১১

৯৪. এবং যখন তাদের কাছে এই পথ-নির্দেশ আসল, এই মানুষকে কিসে তাদের বিশ্বাস করা থেকে থামিয়ে রাখে- তা ছাড়া যে, তারা বলে- 'আল্লাহ কি এক মানুষকে এক রাসূল গড়ে তুলেছেন'?

৯৫. বল, 'যদি হতো যে, ফেরেশতারা এই পৃথিবীর মধ্যে হাঁটাচলা করতো পরিতৃপ্তভাবে- নিশ্চয়ই আমি তাদের সামনে এই আকাশের মধ্য থেকে এক ফেরেশতা-রাসূল নাজিল করতাম'।

৯৬. বল, 'আল্লাহই যথেষ্ট আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝে এক সাক্ষী। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর দাসদের প্রতি অবহিত, দ্রষ্টা'।

৯৭. এবং আল্লাহ যাকে পথ দেখান, এরপর সে এই পথপ্রাপ্ত; এবং যাকে তিনি বিভ্রান্ত হতে দেন, এরপর তুমি তাদের জন্য তাঁর পাশ থেকে কখনই অভিভাবক পাবে না; এবং আমি পরম কিয়ামতের দিন তাদেরকে তাদের মুখমণ্ডলের উপর সমবেত করব। এক অন্ধ ও এক বোবা এবং এক বধির। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। প্রত্যেকবার তারা যখন হালকা হবে, আমি তাদেরকে এক আগুনের শিখা বাড়িয়ে দেব।

৯৮. সেই-ই তাদের প্রতিফল! তাদের প্রতি এমন যে, তারা আমার আয়াতের প্রতি অস্বীকার করত; এবং তারা বলত, 'আমরা হয়ে যাব এক হাড়-গোড় ও এক চূর্ণ-বিচূর্ণ কিছু, তখন কি আমাদেরকে এক নূতন সৃষ্টিতে নিশ্চিত তুলে আনা হবে'?

৯৯. তারা কি দেখে না এমন যে, আল্লাহ- তিনি একজন এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তিনি তেমনই

তাদের উপর সিদ্ধান্তদাতা? এবং তিনি তাদের জন্য এক মেয়াদ বানিয়েছেন। সন্দেহ নেই এর মধ্যে। এরপরও কি সকল জালিম অমান্য করে- এক অস্বীকার ছাড়াই!

১০০. বল, 'যদি তোমাদের থেকেই তোমার রবের রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হতো, তখনও তোমরা এক আশঙ্কাতে সেই ব্যয় নিশ্চিত আটকে দিতে; এবং এই মানুষ এক কৃপণ স্বভাবের হয়েছে'।

রুকূ ১২

১০১. এবং আমি অবশ্যই মূসাকে নয়টি আয়াত দিয়েছিলাম- পরিষ্কার প্রমাণ। এরপর বনী ইসরাঈলকে তা জিজ্ঞেস কর। সে যখন তাদের কাছে আসল, এরপর ফির'আওন তার প্রতি বলল, 'ও মূসা! নিশ্চয়ই আমি- আমি মনে করি তুমি নিশ্চিত এক জাদুগ্রস্ত।

১০২. সে বলল, 'তুমি অবশ্যই জান, এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর রব ছাড়া কেউ এসব আলোকবর্তিকা নাজিল করেন নি'; এবং 'ও ফির'আওন! নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাকে মনে করি, তুমি এক ধ্বংসোন্মুখ!

১০৩. এবং সে চাইল যে, সে তাদেরকে সেই ভূমির মধ্য থেকে উৎখাত করবে। এরপর আমি তাকে ও তার সাথের সকলকে একত্রে ডুবিয়ে দিলাম।

১০৪. এবং আমি তার পরবর্তী থেকে বনী ইস্‌রাঈলদের প্রতি বললাম, 'এই ভূমিতে বসবাস কর। এরপর যখন পরম আখিরাতের ওয়াদা আসবে, আমি এক সম্মিলনে তোমাদেরকেসহ নিয়ে আসব'।

১০৫. এবং আমি 'তা' সেই পরম সত্যসহ নাজিল করেছি; এবং সেই পরম সত্যসহই 'এ' নাজিল হয়েছে; এবং আমি তোমাকে এক সুসংবাদদাতা ও এক সতর্ককারী ছাড়া পাঠাই নি।

১০৬. এবং এক কুরআন- আমি তা ভাগে ভাগে করেছি, যাতে তুমি তা এই মানুষের সামনে বিরতির উপরে পাঠ করতে পার; এবং আমি 'এ' নাজিল করেছি- এক নাজিলে।

১০৭. বল, 'তার প্রতি বিশ্বাস কর অথবা বিশ্বাস না-ই কর, নিশ্চয়ই যাদেরকে এর আগে থেকেই এই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে- তাদের সামনে 'এ' যখন পাঠ করা হয়, তারা তখন এক সিজদায় তাদের মুখমণ্ডলের প্রতি লুটিয়ে পড়ে'।

১০৮. এবং তারা বলে, 'সুমহান আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমাদের রবের ওয়াদাগুলো নিশ্চিত এক কার্যকরী'।

১০৯. এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের মুখমণ্ডলের প্রতি লুটিয়ে পড়ে; এবং তা তাদের বিনয় বাড়িয়ে দেয়।

১১০. বল, 'আল্লাহকেই ডাক অথবা একমাত্র এক পরম দয়াময়কে ডাক, যাকেই তোমরা ডাক- এরপর তাঁর জন্যই পরম উত্তম সকল নাম; এবং তোমরা তোমাদের যোগাযোগের প্রতি (বি-স্বালাতিকা بِصَلَاتِكَ) জাহির করবে না; এবং এর প্রতি নিশ্চুপও থাকবে না; এবং তারই মাঝে এক পথ চাইতে থাক।

১১১. বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। তিনি একজন কখনই এক সন্তান গ্রহণ করেন নি; এবং এই পরম সার্বভৌমত্বের মধ্যে তাঁর জন্য কোন শরীক হতে পারে না; এবং তিনিই যখন এক শ্রেষ্ঠত্বে শ্রেষ্ঠ, তখন এই সকল দুর্বলের পক্ষ থেকে তাঁর জন্য কোনো অভিভাবকও হতে পারে না।

১৮. সূরা কাহ্‌ফ

১১০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি একজন তাঁর দাসের উপর এই কিতাব নাজিল করেছেন; এবং তিনি তার প্রতি বক্রতা বানান নি-

২. এক সরল-সোজা। যাতে সে কঠোর এক শাস্তিতে সতর্ক করতে পারে; এবং সেই বিশ্বাসীদের যারা সকল সৎকাজ করে- তাদেরকে তাঁর কাছ থেকে সুসংবাদ দিতে পারে। এমন যে, 'তাদের জন্য এক উত্তম পুরস্কার'-

৩. 'তার মধ্যে অনন্তকাল অবস্থান'।

৪. এবং যাতে সে তাদেরকেও সতর্ক করতে পারে- যারা বলে, 'আল্লাহ এক সন্তান গ্রহণ করেছেন'।

৫. তাদের ও তাদের বাপদাদাদের জন্য তাঁর প্রতি জ্ঞান নেই। তাদের মুখ থেকে কি সাঙ্ঘাতিক এক কথা বের হয়ে আসে! তারা এক মিথ্যা ছাড়া বলে না।

৬. যদি তারা কখনই 'এই সকল হাদিস' (আল-হাদীসি الْحَدِيثِ)-এর প্রতি বিশ্বাস না করে; এরপর তুমি সম্ভবত তাদের কর্মকাণ্ডে এক শোকে তোমার নিজেকেই বিনাশকারী!

৭. যা এই পৃথিবীর উপরে, আমি তা তাদের জন্য এক সাজসজ্জা বানিয়েছি। আমি যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি- তাদের কারা এক আমলে উত্তম?

৮. এবং নিশ্চয়ই যা এর উপর, আমি নিশ্চিত তা এক বিরাণ ভূমি বানাব।

৯. অথবা তুমি কি এমন হিসাব করছ যে, সেই গুহার সাথীরা ও সেই সকল অঙ্কন ছিল আমার আয়াত থেকে এক আজব?

১০. যখন সেই যুবকরা সেই গুহায় আশ্রয় নিল, এরপর তারা বলল, 'ও আমাদের রব! আপনার কাছ থেকে আমাদের বিষয়ে আমাদেরকে এক রহমত দেন; এবং আমাদের জন্য এক সঠিক পথের ব্যবস্থা করে দেন'।

১১. এরপর আমি তাদের কানের সামনে উপস্থাপন করলাম, 'এই গুহায় মধ্যে এক সংখ্যায় বহু বছর'।

১২. তারপর আমি তাদেরকে তুলে আনলাম- যাতে আমি জানতে পারি, তারা যার প্রতি এক সময়কাল অবস্থান করেছিল- সেই দুই দলের, তার কোনটি অধিক হিসাবী?

রুকূ ২

১৩. আমি তোমার কাছে তাদের সংবাদ পরম সত্যসহ বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই তারা যুবক। তারা তাদের রবের প্রতি বিশ্বাস করেছিল। তখন আমি তাদেরকে এক পথ-নির্দেশ বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

১৪. এবং যখন তারা উঠে দাঁড়াল, আমি তাদের হৃদয়ের উপর শক্তি দিলাম। এরপর তারা বলল, 'আমাদের রব- তিনি রব এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর! আমরা কখনই তাঁর পাশ থেকে কোনো ইলাহকে ডাকব না। অবশ্যই আমরা তখন এক অন্যায় বলে ফেলব'।

১৫. 'এগুলো আমাদের সম্প্রদায়! তারা তাঁর পাশ থেকে ইলাহদেরকে গ্রহণ করেছে। কেন তারা তাদের সামনে পরিষ্কার বর্ণিত দলিলসহ আসে না; এবং যে আল্লাহর উপরে এক মিথ্যা আবিষ্কার করে, কে তার থেকে অধিক জালিম'?

১৬. 'এবং যখন তোমরা তাদেরকে এবং তারা আল্লাহকে ছাড়া যাদের দাসত্ব করছিল- তাদেরকে ত্যাগ করলে, এরপর এই গুহার দিকে আশ্রয় নাও। তোমাদের রব তোমাদের প্রতি তাঁর রহমত থেকে বিস্তার করবেন; এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের বিষয়ে এক সহজতর ব্যবস্থা করবেন'।

১৭. এবং তোমরা দেখছ এই সূর্যকে। যখন তারা উন্মুক্ত স্থানের মধ্যে, তখন এ উদিত হলে- তা তাদের গুহা থেকে সর্ব ডানের দিকে ঝুঁকে থাকত; এবং তা তাদেরকে অতিক্রম করে তার থেকে সর্ব বামের দিকে ডুবে যেত। সেই-ই আল্লাহর আয়াত থেকে। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, এরপর সে এই পথপ্রাপ্ত; এবং তিনি যাকে বিভ্রান্ত হতে দেন- এরপর তুমি তার জন্য কখনই এক অভিভাবক, এক পথপ্রদর্শক পাবে না।

রুকু ৩

১৮. এবং যখন তারা ঘুমন্ত, তুমি তাদেরকে হিসাব করতে তারা জাগ্রত। আমি তখন তাদেরকে সর্ব ডান ও সর্ব বামে ফেরাতাম; এবং তাদের কুকুরটি সেই প্রবেশ পথের সাথেই তার সামনের দুটি পা বিস্তারকারী। তুমি যদি তার উপর উঁচু দৃষ্টিতে তাকাতে, তুমি নিশ্চিত পিছু হটতে- এক পলাতক; এবং তাদের থেকে তুমি নিশ্চিত এক আতঙ্কে পূর্ণ হতে।

১৯. এবং আমি সেইরকমই তাদেরকে তুলে আনলাম। যাতে তারা তাদের মাঝে প্রশ্ন করতে পারে। তাদের থেকে এক বক্তা বলল, 'তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ'? তারা বলল, 'আমরা অবস্থান করেছি এক দিন অথবা একদিনের একাংশ'। তারা বলল, 'তোমরা যে অবস্থান করেছ, তোমাদের রবই তার প্রতি অধিক জানেন। এরপর তোমাদের একজনকে তোমাদের রৌপ্য মুদ্রাসহ- এ যার সেই নগরের দিকে পাঠাও। এরপর সে যেন দেখে এর কোনটি বিশুদ্ধ এক খাদ্য। এরপর যেন সে তোমাদের কাছে তার থেকে রিজিকসহ আসে; এবং সে যেন সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখে; এবং সে কাউকেই তোমাদের প্রতি ধারণা দেবে না'।

২০. 'তারা যদি তোমাদের উপরে জানতে পারে, নিশ্চয়ই তারা তোমাদেরকে পাথর ছুড়ে মারবে; অথবা তারা তোমাদেরকে তাদের মতবাদে ফিরিয়ে নেবে। তখন তোমরা কখনই এক স্থায়ীভাবে সফল হবে না'।

২১. এবং আমি তাদের সামনে সেইরকমই প্রকাশ করে দিলাম, যেন তারা জানতে পারে এমন যে, আল্লাহর ওয়াদা এক সত্য; এবং এমন যে, পরম সময়- এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের বিষয়ে তাদের মাঝে বিতর্ক করছিল- এরপর তারা বলল, 'তাদের উপর এক সৌধ নির্মাণ কর'। তাদের রবই তাদের প্রতি অধিক জানেন। তাদের বিষয়ের উপর যারা প্রবল হলো- তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা তাদের সামনে এক মসজিদ গ্রহণ করব'।

২২. তারা বলে, 'তিন- তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর'; এবং তারা বলে, 'পাঁচ- তাদের ষষ্ঠটি তাদের কুকুর'- সেই অদৃশ্যের প্রতি এক পাথর ছোড়া; এবং তারা বলে, 'সাত- তাদের অষ্টমটি তাদের কুকুর'। বল, 'আমার রবই তাদের সংখ্যার প্রতি অধিক জানেন। এক অল্প ছাড়া কেউই তাদেরকে জানে না'। এরপর তাদের সম্পর্কে এক প্রকাশ্য বিতর্ক ছাড়া বিতর্ক করবে না; এবং তাদের থেকে একজনকেও তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে না।

রুকু ৪

২৩. এবং কোনো কিছুর জন্যই বলবে না, 'আমি নিশ্চয়ই তা আগামীকাল করব'-

২৪. তা ছাড়া- 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন'; এবং যখন তুমি ভুলে যাও, তুমি তোমার রবকে স্মরণ করবে; এবং বলবে, 'সম্ভবত যে, আমার রব আমাকে এ থেকে এক সঠিক পথের কাছাকাছির প্রতি পথ দেখাবেন'।

২৫. এবং তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছিল তিনশ বছর; এবং তারা যোগ করল আরও 'নয়'।

২৬. বল, 'আল্লাহই তাদের অবস্থান- তার প্রতি জানেন'। তাঁরই জন্য এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর অদৃশ্য। তিনিই এ অধিক দেখেন; এবং তার প্রতি তিনিই অধিক শোনেন! তাদের জন্য তাঁর পাশ থেকে অভিভাবক নেই; এবং তাঁর হুকুমে তিনি কোনো একজনকেও শরীক করেন না'।

২৭. এবং তোমার প্রতি তোমার রবের কিতাব থেকে যা ওহি হয়েছে, তা পাঠ করে শোনাও। তাঁর বাক্যের জন্য পরিবর্তনকারী নেই; এবং তুমি তাঁর পাশ থেকে কখনই এক আশ্রয়দাতা পাবে না।

২৮. এবং যারা প্রতি সকালে ও প্রতি সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তুমি নিজে তাদের সাথে ধৈর্য ধর। তারা তাঁর দৃষ্টি চাইতে থাকে; এবং তুমি এই দুনিয়ার এই জীবনের সাজ-সজ্জা চাইতে তোমার চোখকে তাদের থেকে সীমা অতিক্রম করতে দেবে না; এবং আমি যার অন্তরকে অমনোযোগী করেছি, তাকে মেনে চলবে না। সে যখন তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এবং সে তার বিষয়ে এক বাড়াবাড়িতে থাকে- সে যেন তখন আমাকে স্মরণ না করে।

২৯. এবং বল, 'এই পরম সত্য তোমাদের রবের থেকেই। এরপর যে ইচ্ছা করবে- এরপর সে তা বিশ্বাস করুক; এবং যে ইচ্ছা করবে- এরপর সে তা অস্বীকার করুক'। নিশ্চয়ই আমি সকল জালিমের জন্য এক আগুন প্রস্তুত করেছি। এর দেওয়ালগুলো তাদের প্রতি ঘিরে ধরবে। তারা যদি তখন সাহায্য চায়, তাদেরকে গলিত তামার মতো পানি দিয়ে সাহায্য করা হবে। তা তাদের সেই মুখ পুড়িয়ে দেবে। এই পানীয় তখন মন্দ এক আশ্রয় স্থানে নিকৃষ্ট হবে।

৩০. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- তারা যাতে এক আমলে উত্তম কাজ করত, নিশ্চয়ই আমি তাদের পুরস্কার নষ্ট হতে দেই না।

৩১. তারাই- তাদের জন্য চিরস্থায়ী বাগান। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তাদেরকে তার মধ্যে সোনা থেকে বালা-বাজুবন্ধে অলংকৃত করা হবে; এবং তারা পোশাক পরবে- এক সবুজ সূক্ষ্ম রেশম ও ভারী জরিদার থেকে এক পোশাক। তারা এর মধ্যে সজ্জিত সেই আসনের উপর হেলান দেবে। উত্তম এক আশ্রয় স্থানের সেই-ই নিয়ামত ও পুরস্কার!

রুকূ ৫

৩২. এবং তাদের জন্য এক উদাহরণ উপস্থাপন কর- দুই পুরুষ! আমি তাদের একজনের জন্য আঙ্গুর থেকে দু'টি বাগান বানিয়েছিলাম। তখন আমি সেগুলোকে খেজুর গাছ দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলাম; এবং আমি এর উভয়ের মাঝে এক শস্যক্ষেত্র বানিয়েছিলাম।

৩৩. সেই দুটি বাগানের প্রত্যেকটিই এর ফল দিত; এবং তা থেকে কিছুরই কমতি ছিল না; এবং আমি এর অভ্যন্তরে এক নদী উৎসারিত করেছিলাম।

৩৪. এবং ফলগুলো তার জন্যই ছিল। যখন সে তার সঙ্গী হলো, এরপর সে তার সাথীর প্রতি বলল, 'আমি এক ধনসম্পদে তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ এবং এক দলবলে ক্ষমতাশালী'।

৩৫. এবং তখন সে তার নিজের প্রতিই জুলুমকারী। সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, 'আমি মনে করি না যে, এর তা কখনই ধ্বংস হয়ে যাবে'।

৩৬. 'এবং আমি মনে করি না পরম সময় এক স্থিরকৃত বিষয়; এবং যদি আমাকে আমার রবের কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হয়ও, আমি নিশ্চিত এর থেকে কল্যাণকর এক প্রতিদান পাব'।

৩৭. তখন যে তার সঙ্গী হলো, তার সে সাথী তার প্রতি বলল, 'যিনি তোমাকে ধূলিকণা থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর শুক্রবিন্দু থেকে- তারপর তিনি তোমাকে এক পুরুষের আকৃতি দিয়েছেন, তুমি কি তাঁর প্রতি অস্বীকার কর'?

৩৮. 'কিন্তু তিনিই আল্লাহ! আমার রব; এবং আমি আমার রবের সাথে একজনকেও শরীক করি না'।

৩৯. 'এবং তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, কেন তুমি বললে না, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন- আল্লাহসহ ছাড়া নেই শক্তি'? 'যদি তুমি আমাকে দেখ যে, আমি এক সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তোমার থেকে ক্ষুদ্র'-

৪০. 'এরপর আমার রব সম্ভবত আমাকে তা দিতে পারেন, যা তোমার বাগান থেকেও এক কল্যাণকর; এবং তিনি এই আকাশ থেকে এর উপর এক দুর্যোগ পাঠাতে পারেন; এরপর এ এক পিচ্ছিল মাটি হয়ে যাবে'।

৪১. 'অথবা এর পানি এক গভীরে হয়ে যাবে, এরপর তুমি তার জন্য এক চাহিদায় কখনই সক্ষম হবে না'।

৪২. তখন তার ফল-ফলাদির প্রতি ঘিরে ধরা হলো। এরপর সে পিছনে ফিরতে শুরু করল। এরই মধ্যেই সে যার উপর ব্যয় করছিল- তা তার কমতিতে; এবং এর মাচার উপরই তার পতন। তখন সে বলল, 'হায়! আমি যদি না আমার রবের সাথে কাউকে কখনই শরীক করতাম'!

৪৩. তখন তার জন্য আল্লাহর পাশ থেকে দলবল ছিল না- যারা তাকে সাহায্য করতে পারত; এবং এক সাহায্যকারীও ছিল না।

৪৪. এখানেই আল্লাহর জন্য পরম সত্য, পরম অভিভাবকত্বের বিষয়। সেই-ই এক পুরস্কারে কল্যাণকর; এবং কল্যাণকর এক পরিণামে।

রুকূ ৬

৪৫. এবং তাদের জন্য উদাহরণ উপস্থাপন কর- এই দুনিয়ার এই জীবন পানির মতোই- আমি যা এই আকাশের মধ্য থেকে বর্ষণ করি। এরপর তার সাথে এই পৃথিবীর গাছ-গাছালি যুক্ত হয়। এরপর এ এক শুকনো খড়কুটা হয়ে যায়- যা সেই বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সকল কিছুর উপর এক সামর্থ্যবান।

৪৬. এই সকল সম্পদ ও এই সন্তান-সন্ততি- এই দুনিয়ার এই জীবনের শোভা; এবং তোমার রবের কাছে পরম স্থায়ীত্বের এক পুরস্কারে সকল সৎকর্মই শ্রেষ্ঠ এবং এক আশাবাদেও তা শ্রেষ্ঠ।

৪৭. এবং আমি একদিন সকল পাহাড়-পর্বতকে চলমান করব। তুমি তখন এই পৃথিবীকে দেখবে সমতল মাঠ। তখন আমি তাদেরকেও সমবেত করব। তখন আমি তাদের থেকে একজনকেও ছাড়ব না।

৪৮. এবং তোমার রবের সামনে তাদেরকে এক সারিবদ্ধভাবে প্রদর্শন করা হবে। 'অবশ্যই তোমরা আমার কাছে এসেছ, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। বরং তোমরা দাবী করতে যে, আমি তোমাদের জন্য এক প্রতিশ্রুত কাল বানাই নি'।

৪৯. এবং সেই কিতাব হস্তান্তর করা হবে। এরপর তুমি দেখতে পাবে- যা তার মধ্যে, তাতে সকল অপরাধী আতঙ্কগ্রস্ত। তখন তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! কী জন্য এই কিতাব! এতে হিসাব করা ছাড়া তা ছাড়েনি এক ক্ষুদ্র এবং এক বড়ও নয়'; এবং তারা যা করেছিল, তারা তা এক উপস্থিতকৃত পাবে; এবং তোমার রব একজনকেও জুলুম করবেন না।

রুকূ ৭

৫০. এবং আমি যখন সেই ফেরেশতাদের প্রতি বলেছিলাম, 'আদমের জন্য সিজ্‌দা কর'। এরপর তারা সিজ্‌দা করল- ইব্‌লীস ছাড়া। সে ছিল সেই জিনদের মধ্য থেকে। এরপর সে তার রবের আদেশের প্রতি অবাধ্য হলো। 'সে যখন তোমাদের শত্রু- এরপরও কি তোমরা আমার পাশ থেকে তাকে ও তার বংশধরদেরকে অভিভাবক গ্রহণ করবে'? সকল জালিমের জন্য এক বিনিময় নিকৃষ্ট হবে!

৫১. আমি তাদেরকে এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সৃষ্টিতে সাক্ষী করি নি; এবং তাদের নিজেদেরকে সৃষ্টিতেও নয়; এবং আমি এই সকল বিভ্রান্তদের কোনো সাহায্যকারীকে গ্রহণকারী হই না।

৫২. এবং একদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবী করতে- তাদেরকে ডাক'। এরপর তারা তাদেরকে ডাকবে। এরপর তারা তাদের প্রতি কখনই সাড়া দেবে না। আমি তখন তাদের মাঝে এক ধ্বংসকারী খাদ বানিয়ে দেব।

৫৩. এবং সেই অপরাধীরা পরম আগুন দেখবে। এরপর তারা অনুমান করবে- তারা এমন যে, তারা এতে পতনশীল। তখন তারা এর থেকে পলায়নের কোনো পথ পাবে না।

রুকূ ৮

৫৪. এবং আমি অবশ্যই সকল মানুষের জন্য 'এ'- এই কুরআনের মধ্যে প্রত্যেক উদাহরণ থেকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু এই মানুষ অধিকাংশ বিষয়েই এক বিতর্ককারী।

৫৫. যখন তাদের কাছে এই পথ-নির্দেশ আসে, তারা তখন তাদের রবের ক্ষমা চাইতে পারত। কিন্তু তারা তাতে যেন না বিশ্বাস করে- এই মানুষকে এ ছাড়া বাধা দেয় না যে, 'তাদের কাছে সেই পূর্ববর্তীদের সুন্নাত আসুক অথবা তাদের কাছে এক মুখোমুখি চরম শাস্তি আসুক'।

৫৬. এবং আমি এই রাসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী ছাড়া পাঠাই না। কিন্তু যারা অস্বীকার করে- তারা তার প্রতি বিতর্ক করতে থাকে। পরম সত্যকে চরম মিথ্যা কথন দিয়ে ব্যর্থ করার জন্য। তখন তারা আমার আয়াত- যা তাদেরকে সতর্ক করে, তারা তা গ্রহণ করে এক ঠাট্টা-বিদ্রুপ।

৫৭. এবং যাকে তার রবের আয়াত দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, এরপরও সে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; এবং সে তার হাতে অগ্রিম যা পাঠিয়েছে তা ভুলে যায়- তার থেকে কে অধিক জালিম? নিশ্চয়ই আমি- আমি তাদের অন্তরের উপর এক ঢাকনা বানিয়েছি, যেন না তারা এ বুঝতে পারে; এবং তাদের কানের মধ্যে এক বধিরতা; এবং যদি তোমরা তাদেরকে এই পথনির্দেশের দিকে ডাক, এরপরও তখন তাদেরকে এক স্থায়ীভাবে পথ দেখানো হবে না।

৫৮. এবং তোমার রব পরম ক্ষমাশীল। তিনি পরম রহমতের অধিকারী। তারা যা অর্জন করে- যদি তিনি তাদেরকে তার প্রতি ধরতেন, নিশ্চিত তিনি তাদের জন্য সকল শাস্তি দ্রুত করতেন। কিন্তু তাদের জন্য এক প্রতিশ্রুত সময়। তারা এর পাশ থেকে কখনই এক আশ্রয় পাবে না।

৫৯. এবং তারা যখন জুলুম করেছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। এগুলোই সেই সকল জনপদ। আমি তখন তাদের ধ্বংসের জন্য এক প্রতিশ্রুত সময় বানিয়েছিলাম।

রুকূ ৯

৬০. এবং যখন মূসা তার যুবক দাসের প্রতি বলল, 'আমি থামব না, যতক্ষণ না আমি পৌঁছাই সেই দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে; অথবা আমি চলতে থাকব এক যুগ'।

৬১. এরপর তারা যখন তাদের উভয়ের মাঝের সঙ্গমস্থলে পৌঁছাল, তারা তাদের মাছকে ভুলে গেল। এরপর 'এ' সেই সমুদ্রের মধ্যে তার পথ গ্রহণ করল- এক মরীচিকা!

৬২. এরপর যখন তারা তা পার হয়ে গেল, সে তার যুবক দাসকে বলল, 'আমাদেরকে আমাদের সকালের খাবার এনে দাও। অবশ্যই আমরা নিশ্চিত এক ক্লান্ত হয়ে গেছি'।

৬৩. সে বলল, 'আপনি কি দেখেছেন! যখন আমরা সেই পাথরখণ্ডের দিকে আশ্রয় নিয়েছিলাম? এরপর নিশ্চয়ই আমি- আমি ভুলে গেলাম সেই মাছকে। তখন আমাকে তা ভুলিয়ে দেয় নি সেই শয়তান ছাড়া- আমি যেন না তা স্মরণ করি! তখন এ সেই সমুদ্রের মধ্যে তার পথ গ্রহণ করল! এক আশ্চর্য'!

৬৪. সে বলল, 'সেই-ই! আমরা যাতে আমাদের চাওয়াতে ছিলাম'। এরপর তারা তাদের পায়ের চিহ্নের উপরে এক বর্ণনাতে ফিরে চলল।

৬৫. এরপর তারা আমার দাসদের থেকে এক দাসকে পেল। আমি যাকে আমার কাছ থেকে এক রহমত দিয়েছিলাম; এবং আমি তাকে আমার কাছ থেকে এক জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম।

৬৬. মূসা তার প্রতি বলল, 'আমি কি আপনাকে তার উপর অনুসরণ করতে পারি- আপনাকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আপনি আমাকে তার থেকে এক সঠিক পথের শিক্ষা দেবেন'?

৬৭. সে বলল, 'নিশ্চয়ই আপনি- আপনি আমার সাথে এক ধৈর্যে সক্ষম হবেন না'।

৬৮. 'এবং আপনি যা কখনই আয়ত্ত করেন নি- তার প্রতি এক সচেতনতায়, কীভাবে আপনি তার উপর ধৈর্য ধরবেন'?

৬৯. সে বলল, 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, আপনি আমাকে এক ধৈর্যশীল পাবেন; এবং আমি নিশ্চিত আপনার কোনো আদেশ অমান্য করব না'।

৭০. সে বলল, 'এরপরও যদি আপনি আমাকে অনুসরণ করেন, এরপর আমি যতক্ষণ না আপনার জন্য তার থেকে এক উপদেশে কোনো হাদিস বলি, আপনি আমাকে কোনো কিছু সম্পর্কেই প্রশ্ন করবেন না'।

রুকূ ১০

৭১. এরপর তারা ততক্ষণ এগিয়ে চলল, যখন তারা সেই নৌকার মধ্যে চড়ল। সে এতে ছিদ্র করে দিল। সে বলল, 'আপনি কি এর লোকজনকে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য এ ছিদ্র করে দিলেন? অবশ্যই আপনি এক কিছু- এক গুরুতর বিষয় নিয়ে আসলেন'।

৭২. সে বলল, 'আমি কি বলি নি, নিশ্চয়ই আপনি- আপনি আমার সাথে এক ধৈর্যে কখনই সক্ষম হবেন না'?

৭৩. সে বলল, 'আমি যা ভুলে গেছি, আমাকে তাসহ ধরবেন না; এবং আমার বিষয় থেকে আমাকে এক সঙ্কটে ঢেকে দেবেন না'।

৭৪. এরপর তারা ততক্ষণ এগিয়ে চলল, যখন তারা এক বালকের সাক্ষাৎ পেল। এরপর সে তাকে হত্যা করল। সে বলল, 'আপনি কি এক ব্যক্তি-ভিন্ন কিছুসহ এক নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা করলেন? অবশ্যই আপনি মন্দ এক বিষয় নিয়ে আসলেন'।

ষোলতম পারা

৭৫. সে বলল, 'আমি কি আপনার প্রতি বলি নি, নিশ্চয়ই আপনি আমার সাথে এক ধৈর্যে কখনই সক্ষম হবেন না'?

৭৬. সে বলল, 'যদি আমি এর পরবর্তীতে আপনাকে কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করি, এরপর আপনি আমাকে সঙ্গী রাখবেন না। অবশ্যই আপনি আমার কাছ থেকে এক বাহানায় পৌঁছেছেন'।

৭৭. এরপর তারা ততক্ষণ এগিয়ে চলল, যখন তারা এক জনপদের লোকালয়ে আসল। তারা এর লোকজনের কাছে খাবার চাইল। এরপর তারা তাতে তাদেরকে আতিথিয়েতা দিতে অস্বীকার করল। এরপর তারা এর মধ্যে এক দেওয়াল পেল। যেন তা ভেঙে পড়তে চাইছে। এরপর সে তা দাঁড় করিয়ে দিল। সে বলল, 'যদি আপনি ইচ্ছা করতেন, নিশ্চিত আপনি এর উপর এক পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন'।

৭৮. সে বলল, 'এই-ই আপনার মাঝে ও আমার মাঝে বিচ্ছিন্নকরণ। আপনি এর উপর যাতে এক ধৈর্যে কখনই সক্ষম হন নি, আমি আপনাকে তার ব্যাখ্যাসহ খবর দেব'।

৭৯. 'এই যে সেই নৌকা! এরপর যারা সেই সমুদ্রের মধ্যে কাজ করত তা সেই গরীব লোকদের জন্য ছিল। তখন তাদের পিছনে ছিল এক রাজা। সে এক জোর জবরদস্তিতে প্রত্যেকটি নৌকা আটক করছিল। এরপর আমি চাইলাম, আমি এ ত্রুটিযুক্ত করে দেই'!

৮০. এবং এর মধ্যে সেই বালক! এরপর তার পিতা-মাতা উভয়েই বিশ্বাসী ছিল। এরপর আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে তাদেরকে এক সীমালঙ্ঘনে ও এক অস্বীকারে ঢেকে ফেলবে'!

৮১. 'এরপর আমি চাইলাম যে, তাদের রব এক দয়ায় তাদেরকে তাঁর থেকে এক পরিশুদ্ধতায় ও নৈকট্যের এক কল্যাণে বদলে দেবেন'।

৮২. 'এবং এর মধ্যে সেই দেওয়াল! তা ছিল দুই বালকের। উভয়েই সেই নগরে এতিম; এবং তার নিচে তাদের জন্য ধন-ভান্ডার ছিল; এবং তাদের পিতা এক সৎকর্মশীল ছিল। এরপর আপনার রব চাইলেন যে, তারা তাদের পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছাক এবং তাদের ধন-ভান্ডার বের করে আনুক। আপনার রবের থেকে এক রহম! আমি তখন আমার বিষয় থেকে এ করি নি। সেই-ই ব্যাখ্যা। আপনি যাতে এক ধৈর্যে সক্ষম হন নি'।

রুকূ ১১

৮৩. এবং তারা তোমাকে যুল-কারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমি শিগগিরই তোমাদের সামনে তার থেকে এক উপদেশ পাঠ করবো'।

৮৪. নিশ্চয়ই আমি এই পৃথিবীর মধ্যে তার জন্য প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম; এবং আমি তাকে সকল কিছু থেকে এক উপায় দিয়েছিলাম।

৮৫. এরপর সে এক উপায় অনুসরণ করল-

৮৬. ততক্ষণ পর্যন্ত, যখন সে সেই সূর্য ডোবার কালে পৌঁছাল। তখন সে পেল, তা কালো মাটির জলাশয়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে; এবং এর কাছে সে এক সম্প্রদায়কে পেল। আমি বললাম, 'ও যুল-কার্‌নাইন! তুমি তাদের সম্পর্কে হতে পার যে, তাদেরকে শাস্তি দেবে; এবং তুমি হতে পারে যে, তাদেরকে এক সৌন্দর্যে গ্রহণ করবে'।

৮৭. সে বলল, 'হতে পারে যে, তারা জুলুম করে! এরপর আমি তাদেরকে দ্রুতই শাস্তি দেব। তারপর তাকে তার রবের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তিনি তাকে শাস্তি দেবেন- এক মন্দ শাস্তি'।

৮৮. 'এবং হতে পারে যে, তারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে! এরপর তার জন্য পরম উত্তম এক পুরস্কার। তখন আমার থেকে এক সহজ বিষয়। শিগগিরই আমি তাদের সাথে কথা বলব'।

৮৯. তারপর সে এক উপায় অনুসরণ করল-

৯০. ততক্ষণ পর্যন্ত, যখন সে পৌঁছাল সেই সূর্যের উদয়কালে; এবং সে পেল, এ উদয় হচ্ছে এক সম্প্রদায়ের উপর- আমি যাদের জন্য এর পাশ থেকে কখনই এক ঢাকা স্থান বানাই নি।

৯১. সেইরকমই! এবং অবশ্যই তার কাছে যাসহ এক সচেতনতা- তা আমারই আয়ত্তে।

৯২. তারপর সে এক উপায় অনুসরণ করল-

৯৩. ততক্ষণ পর্যন্ত, যখন সে সেই দুই পাহাড়ের মাঝে পৌঁছাল। সে তার পাশ থেকে এক সম্প্রদায়কে পেল। তারা কোনো কথা বুঝতে পারার কাছাকাছিও ছিল না।

৯৪. তারা বলল, 'ও জুল-কারনাইন! নিশ্চয়ই ইয়াজূজ ও মাজূজ এই ভূমির মধ্যে ফাসাদকারী। এরপর কি আমরা আপনার জন্য এক তহবিল বানাব, আপনি যার উপর আমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে এক প্রাচীর বানাবেন'?

৯৫. সে বলল, 'আমার রব যে সম্পর্কে যাতে আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন- তা কল্যাণকর। এরপর আমাকে শক্তি দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে এক অজেয় বাধা বানিয়ে দেব'।

৯৬. 'আমাকে সেই লোহার পাত এনে দাও'। ততক্ষণ পর্যন্ত, যখন সে সেই দুই পাহাড় সমান করল। সে বলল, 'ফু দাও'! ততক্ষণ পর্যন্ত- যখন সে তা এক আগুন বানাল। সে বলল, 'আমাকে গলিত তামা এনে দাও, আমি তা তার উপর ঢেলে দেই'।

৯৭. এরপর তারা যাতে তা অতিক্রম করতে পারত, তারা তাতে সক্ষম হলো না; এবং তারা তার প্রতি এক ভাঙনেও সক্ষম হলো না।

৯৮. সে বলল, 'এ আমার রবের থেকে রহমত। এরপর যখন আমার রবের ওয়াদা আসবে, তিনি তা চূর্ণ-বিচূর্ণ বানাবেন; এবং আমার রবের ওয়াদা এক সত্য হবে'।

৯৯. এবং সেই দিন আমি তাদের এককে অন্যদের মধ্যে ছেড়ে দেব। তারা ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়বে; এবং পরম শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। এরপর আমি তাদের সকলকে একত্রে সমবেত করব।

১০০. এবং আমি সেই দিন সকল অস্বীকারকারীর জন্য জাহান্নাম প্রদর্শন করব- এক প্রদর্শনী।

১০১. তাদের যারা আমার উপদেশ থেকে তাদের চোখের ঢাকনার মধ্যে ছিল, তারা তখন তা শ্রবণেও সক্ষম হওয়ার ছিল না।

রুকূ ১২

১০২. যারা অস্বীকার করে- এরপর কি তারা মনে করে যে, তারা আমারই পাশ থেকে আমারই দাসদেরকে অভিভাবক গ্রহণ করবে? নিশ্চয়ই আমি- আমি সকল অস্বীকারকারীর জন্য এক আপ্যায়নে জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি।

১০৩. বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এক আমলে সেই ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে খবর দেব'?

১০৪. 'তারাই- যারা এই দুনিয়ার এই জীবন সম্পর্কে তাদের প্রচেষ্টায় বিভান্ত হয়েছে। কিন্তু তারা মনে করতে থাকে এমন যে, এক জীবনকর্মে তারা উত্তম কাজই করছে'!

১০৫. তারাই তারা- যারা তাদের রবের আয়াত ও তাঁর সাক্ষাতের প্রতি অস্বীকার করে। এরপর তাদের আমল মূল্যহীন। এরপর আমি তাদের জন্য পরম কিয়ামতের দিন কোনো ওজন স্থাপন করব না।

১০৬ সেই-ই! তাদের প্রতিফল জাহান্নাম। তার প্রতিই তারা অস্বীকার করত। তখন তারা আমার আয়াত ও আমার রাসূলদেরকে এক ঠাট্টা-বিদ্রুপে গ্রহণ করত।

১০৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- তাদের জন্য এক আপ্যায়নে পরম ফিরদাওসের বাগান থাকবে।

১০৮. তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। তখন তারা এর থেকে আশপাশের কোনো স্থান চাইবে না।

১০৯. বল, 'আমার রবের কথার জন্য যদি সকল সমুদ্র এক কালি হয়- আমার রবের কথার আগেই, সকল সমুদ্র নিঃশেষ হতো; এবং যদি আমরা সেইরকমসহ আরও আনিও'!

১১০. বল, 'আমি তোমাদের মতোই শুধুমাত্র মানুষ। আমার প্রতি ওহি হয়েছে তা এমন যে, তোমাদের ইলাহ- ইলাহ একজন। এরপর যে তার রবের সাক্ষাতের আশা করছে, এরপর সে এক সৎকর্ম আমল করুক; এবং সে তার রবের দাসত্বের সাথে (বি-ইবা'দাতি بِعِبَادَةِ: ইবাদতের সাথে) কাউকেই শরীক করবে না'।

১৯. সূরা মার্‌ইয়াম

৯৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. কাফ্-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ;

২. তোমার রবের রহমতের স্মরণ। তাঁর দাস জাকারিয়া-

৩. যখন সে তার রবকে ডেকেছিল- এক নিরালায় এক ডাক।

৪. সে বলল, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি- আমার থেকে সকল হাড়-গোড় দুর্বল হয়েছে; এবং এই মাথা এক সাদায় ধবধবে হয়েছে'; এবং 'ও আমার রব! আমি আপনার প্রতি ডেকে কখনই এক দুর্দশাগ্রস্ত হই নি'।

৫. 'এবং যখন আমার স্ত্রী এক বন্ধ্যা হয়েছে, নিশ্চয়ই আমি- আমি আমার পিছনের থেকে সেই উত্তরসূরীদের ভয় করি। এরপর আমার জন্য আপনার কাছ থেকে এক উত্তরসূরী দান করেন'।

৬. 'সে আমার উত্তরাধিকারী হবে; এবং ইয়া'কূবের পরিবার থেকে উত্তরাধিকারী হবে'; এবং 'ও আমার রব! তাকে এক সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত বানান'।

৭. 'ও জাকারিয়া! নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাকে এক বালকের প্রতি সুসংবাদ দিচ্ছি। তার নাম ইয়াহ্ইয়া। আমি আগে থেকে কখনই তার জন্য নির্দিষ্ট এক নাম বানাই নি'।

৮. সে বলল, 'ও আমার রব! কেমনভাবে আমার জন্য বালক হতে পারে, যখন আমার স্ত্রী হয়েছে এক বন্ধ্যা; এবং আমি অবশ্যই এই বৃদ্ধ বয়সের মধ্যে এক সীমার বাইরে পৌঁছেছি'?

৯. তোমার রব বললেন, 'সেইরকমই! আমার সামনে তা নগণ্য; এবং আমি অবশ্যই তোমাকে আগে থেকেই সৃষ্টি করেছি। তুমি তখন কিছুই ছিলে না'।

১০. সে বলল, 'ও আমার রব! আমার জন্য এক আয়াত বানিয়ে দেন'। তিনি বললেন, 'তোমার আয়াত- যেন না তুমি এই মানুষকে একাধারে তিনরাত্রি কথা বল'।

১১. এরপর সে তার মেহরাবের মধ্য থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের সামনে আসল। এরপর সে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করল যে, 'সকাল ও সন্ধ্যায় মাহাত্ম্য ঘোষণা কর'।

১২. 'ও ইয়াহ্ইয়া! এই কিতাব শক্তিসহ আঁকড়ে ধর'; এবং আমি তাকে শিশুকালেই পরম বিচক্ষণতা দিয়েছিলাম-

১৩. এবং আমার কাছ থেকে এক স্নেহশীলতা ও এক পরিশুদ্ধতা; এবং সে এক সাবধানী ছিল-

১৪. এবং পিতা-মাতার প্রতি এক কর্তব্যপরায়ণ; এবং সে কখনই এক উদ্ধত স্বৈরাচার ও এক অবাধ্য ছিল না।

১৫. এবং যে দিন সে জন্মলাভ করেছিল ও যে দিন তার মৃত্যু হয় এবং যে দিন তাকে এক জীবিত উঠিয়ে আনা হবে- তার উপর শান্তি।

রুকূ ২

১৬. এবং এই কিতাবের মধ্যের মার্ইয়ামকে স্মরণ করিয়ে দাও! যখন সে নিজেকে সেই পরিবার থেকে পূর্বদিকের এক স্থানে সরিয়ে নিয়েছিল-

১৭. এরপর সে তাদের পাশ থেকে এক হিজাব গ্রহণ করল। এরপর আমি এর কাছে আমার রূহ পাঠালাম। এরপর এর জন্য উদাহরণ হলো, একই সমানে এক মানুষ!

১৮. সে বলল (নারীবাচক), 'নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমার থেকে পরম দয়াময়ের প্রতি আশ্রয় নিচ্ছি- যদি তুমি হও এক সাবধানী'।

১৯. সে বলল, 'আমি তোমার রবের থেকে শুধুমাত্র এক দূত, যাতে আমি তোমার জন্য পরিশুদ্ধ এক বালক দিতে পারি'।

২০. সে বলল (নারীবাচক), 'কেমনভাবে আমার জন্য বালক হতে পারে, যখন এক পুরুষ আমাকে কখনই স্পর্শ করেনি; এবং আমি কখনই এক ব্যভিচারিণী নই'?

২১. সে বলল, 'তোমার রব সেইরকমই বলেছেন, আমার উপর তা নগণ্য'; এবং তখন এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আদেশ হয়েছে, যাতে আমি তাকে সকল মানুষের জন্য এক আয়াত ও আমার থেকে এক রহমত বানাতে পারি।

২২. এরপর সে তা বহন করল (নারীবাচক); এরপর সে 'তাকেসহ' নিজেকে এক দূরপ্রান্তের স্থানে সরিয়ে নিল (নারীবাচক)-

২৩. সেই খেজুর গাছের গুড়ির কাছে। এরপর 'এ তাকে' সেই প্রসবের পরম ব্যথা নিয়ে আসল। সে বলল, 'হায়! আমি যদি এর আগেই মরে যেতে পারতাম; এবং আমি এক বিস্মৃতিতে বিস্মৃত হতাম'।

২৪. এরপর এর পাদদেশ থেকে একে ডাকা হলো, 'দুঃখ করবে না! অবশ্যই তোমার রব তোমার পাদদেশে এক ঝর্ণা বানিয়েছেন'-

২৫. 'এবং তোমার কাছের এই খেজুর গাছের গুড়িতে নাড়া দাও; এ তোমার উপর তাজা খেজুর ফেলবে- এক পাকা ফল'।

২৬. 'এরপর খাও ও পান কর এবং চোখ জুড়াও; এবং যদি তুমি এই মানুষের মধ্যে থেকে একজনকেও দেখ- এরপর বলবে, নিশ্চয়ই আমি- আমি পরম রাহমানের জন্য এক সওমে সতর্ক হয়েছি। এরপর আমি আজ এই দিনে এক মানুষকে কোনো কথা বলব না'।

২৭. এরপর সে আসল। সে 'তাকে' বহন করল। তার সঙ্গে এর সম্প্রদায়। তারা বলল, 'ও মার্ইয়াম! অবশ্যই তুমি এক কিছু এনেছ- এক অবাক কাণ্ড'।

২৮. 'ও হারূনের বোন! তোমার পিতা মন্দ মানুষ ছিল না এবং তোমার মাতা এক অসতী ছিল না'।

২৯. এরপর সে 'তার দিকে' নির্দেশিত করল। তারা বলল, 'যে এই কোলের মধ্যে আছে, কীভাবে আমরা সে এককে কথা বলব'?

৩০. সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে এই কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে এক নবী বানিয়েছেন'।

৩১. 'এবং আমি যেখানেই- যাতে থাকি, তিনি আমাকে এক বরকতময় বানিয়েছেন; এবং আমি যে পর্যন্ত জীবিত, তিনি আমাকে পরম যোগাযোগের প্রতি (বিল-স্বালাতি بِالصَّلَاةِ: পরম সালাতের প্রতি) ও জাকাতের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন'।

৩২. 'এবং আমি আমার মায়ের প্রতি এক কর্তব্যপরায়ণ; এবং তিনি আমাকে কখনই এক দুর্দশাগ্রস্ত স্বৈরাচার বানান নি'।

৩৩. 'এবং যেদিন আমি জন্মেছি ও যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন আমাকে এক জীবিত উঠিয়ে আনা হবে- আমার প্রতি পরম শান্তি'।

৩৪. সেই-ই ঈসা! মারইয়াম পুত্র! পরম সত্য কথা। সেই-ই সেই একজন- তারা যার সম্পর্কে বিতর্ক করে।

৩৫. আল্লাহর জন্য হতে পারে না যে, তিনি সন্তান থেকে গ্রহণ করবেন। তিনি সুমহান। তিনি যখন এক আদেশে সিদ্ধান্ত দেন, এরপর তিনি এর জন্য শুধুমাত্র বলে থাকেন, 'হও'! এরপর তা হয়ে যায়।

৩৬. 'এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব; এবং তিনি তোমাদেরও রব। এরপর তাঁরই দাসত্ব কর। এ পথ সরল-সোজা'।

৩৭. এরপর তাদের মাঝ থেকে সেই দলগুলো মতবিরোধ করল। এরপর যারা প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও অস্বীকার করে, তাদের জন্য এক দিন কঠিন দুর্ভোগ।

৩৮. তারা আমার কাছে আসবে! তারা একদিন কিভাবে তাদের প্রতি শুনবে এবং কিভাবে তারা দেখবে! কিন্তু আজ এই দিনে সেই জালিমরা পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে।

৩৯. তাদেরকে পরম অনুতাপের দিনের সতর্ক কর। তখন সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তারা উদাসীনতায় মধ্যে; এবং তারা বিশ্বাসও করে না।

৪০. নিশ্চয়ই আমি- আমিই! আমিই এই পৃথিবীর ও যা এর উপরে- তার উত্তরাধিকারী; এবং আমারই কাছে তারা ফিরবে।

রুকূ ৩

৪১. এবং এই কিতাবের মধ্যের ইবরাহীমকে স্মরণ করিয়ে দাও! নিশ্চয়ই সে এক সত্যনিষ্ঠ নবী ছিল।

৪২. যখন সে তার পিতার প্রতি বলল, 'ও আমার পিতা! কেন আপনারা তার দাসত্ব করছেন- যারা শোনে না ও তারা দেখেও না; এবং তারা আপনার এক কিছুতেই কাজেও আসে না'?

৪৩. 'ও আমার পিতা! নিশ্চয়ই আমি- অবশ্যই আমার কাছে সেই জ্ঞানের মধ্য থেকে এসেছে, যা আপনার কাছে কখনই আসে নি। এরপর আমাকে অনুসরণ করেন। আমি আপনাকে পথ দেখাব- এক সমান পথ'।

৪৪. 'ও আমার পিতা! সেই শয়তানের দাসত্ব করবেন না। নিশ্চয়ই সেই শয়তান পরম রাহমানের প্রতি অবাধ্য হয়েছে'।

৪৫. 'ও আমার পিতা! নিশ্চয়ই আমি- আমি ভয় করি যে, আপনাকে পরম দয়াময়ের পক্ষ থেকে শাস্তি স্পর্শ করবে। এরপর আপনি শয়তানের জন্য এক বন্ধু হয়ে যাবেন'।

৪৬. সে বলল, 'ও ইবরাহীম! আমার ইলাহ থেকে কীসহ তুমি বিমুখ? যদি না তুমি নিশ্চিত থাম, আমি তোমাকে নিশ্চিত পাথর ছুড়ে মারব; এবং এক অবকাশে আমাকে ছেড়ে যাও'।

৪৭. সে বলল, 'আপনার উপর শান্তি। আমি আপনার জন্য আমার রবের ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি আমার সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত'।

৪৮. 'আমি আপনাকে এবং আপনি আল্লাহর পাশ থেকে যাকে ডাকছেন তাকেও ছেড়ে যাচ্ছি; এবং আমি আমার রবকে ডাকব। সম্ভবত আমি আমার রবকে ডেকে এক দুর্দশাগ্রস্ত হব না'।

৪৯. এরপর যখন সে তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পাশ থেকে যার দাসত্ব করছিল তাদেরকে ছেড়ে গেল, আমি তার জন্য ইসহাক ও ইয়া'কূবকে দিলাম; এবং আমি প্রত্যেককে এক নবী বানালাম।

৫০. এবং আমি তাদের জন্য আমার রহমত থেকে দিলাম; এবং আমি তাদের জন্য সত্যবাদিতার এক সুউচ্চ ভাষা বানালাম।

রুকূ ৪

৫১. এবং এই কিতাবের মধ্যের মূসাকে স্মরণ করিয়ে দাও। নিশ্চয়ই সে এক পছন্দনীয় ছিল ও সে এক রাসূল, এক নবী ছিল।

৫২. এবং আমি তাকে সেই তূরের সর্ব দক্ষিণের পার্শ্ববর্তী থেকে ডেকেছিলাম; এবং আমি এক অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিলাম।

৫৩. এবং আমি তাকে আমার রহমত থেকে তার ভাই হারূনকে দিলাম- এক নবী।

৫৪. এবং এই কিতাবের মধ্য থেকে ইসমাঈলকে স্মরণ করিয়ে দাও। নিশ্চয়ই সে সকল ওয়াদায় সত্যবাদী ছিল; এবং সে এক রাসূল, এক নবী ছিল;

৫৫. এবং সে তার লোকজনকে 'পরম যোগাযোগের প্রতি' (বিল-স্বালাতি بِالصَّلَاةِ) ও সেই জাকাতের আদেশ দানে ছিল; এবং সে তার রবের কাছে এক সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ছিল।

৫৬. এবং এই কিতাবের মধ্যের ইদ্‌রীসকে স্মরণ করিয়ে দাও। নিশ্চয়ই সে এক সত্যবাদী, এক নবী ছিল;

৫৭. এবং আমি তাকে এক সুউচ্চ স্থানে উত্তোলন করেছি।

৫৮. তারাই- তারা সকল নবীদের মধ্যে। আল্লাহ আদমের বংশ থেকে তাদের উপর নিয়ামত করেছেন; এবং তাদের থেকেই তারা, যাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে বহন করিয়েছিলাম; এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশধরদের থেকেও; এবং তাদের থেকেই তারা, যাদেরকে আমি পথ দেখিয়েছি ও মনোনীত করেছি। তাদের সামনে যখন পরম দয়াময়ের আয়াত পাঠ করা হতো, তারা এক ক্রন্দনে ও এক সিজদায় লুটিয়ে পড়ত।

৫৯. এরপর তাদের পরবর্তী থেকে খলিফারা তাদের খলিফা হলো। তারা 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) নষ্ট করল; এবং তারা চরম লালসার অনুসরণ করল। এরপর তারা দ্রুতই এক মন্দের সাক্ষাৎ করবে।

৬০. তারা ছাড়া- যারা ফিরে আসল ও বিশ্বাস করল এবং এক সৎকাজ করল। এরপর তারাই- তারা প্রবেশ করবে পরম বাগানে। তাদেরকে এক কিছুতেই জুলুম করা হবে না।

৬১. চিরস্থায়ী বাগানগুলো- সেই-ই! পরম দয়াময় পরম তাঁর দাসদেরকে অদৃশ্যের প্রতি যা ওয়াদা করেছেন। নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদা- তা এক অবশ্যম্ভাবী হয়েছে।

৬২. তারা এর মধ্যে এক শান্তির ছাড়া অসার কথা শুনবে না; এবং তাদের জন্য এর মধ্যে সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রিজিক।

৬৩. আমার দাসদের থেকে যারা 'এক সাবধানী' হবে- আমি তাদেরকেই সেই সকল বাগানের উত্তরাধিকারী করব।

৬৪. 'এবং আমরা আপনার রবের আদেশসহ ছাড়া নাজিল হই না। তাঁরই জন্য যা আমাদের হাতের মাঝে ও যা আমাদের পিছনে এবং যা তাদের মাঝে; এবং আপনার রব এক ভুলো হতে পারেন না'।

৬৫. রব- এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর এবং যা তাদের উভয়ের মাঝের। এরপর তাঁরই দাসত্ব কর; এবং তাঁর দাসত্বের প্রতিই ধৈর্য ধরে থাক। তুমি কি তার জন্য এক সমকক্ষকে জানো?

রুকূ ৫

৬৬. এবং এই মানুষ বলে, 'যখন আমি মৃত, তখন কি আমাকে নিশ্চিত বের করে আনা হবে- এক জীবন্ত'?

৬৭. এই মানুষ কি স্মরণ করে না যে, সে আগে থেকে যখন এক কিছুই ছিল না, আমি- আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি?

৬৮. এরপর তোমার রবের শপথ! আমি তাদেরকে ও সেই শয়তানকে নিশ্চিত সমবেত করব। তারপর আমি তাদেরকে নিশ্চিত জাহান্নামের চারপাশে হাজির করব- এক নতজানু।

৬৯. তারপর যারা প্রত্যেক দলের অধিক শক্তিধর, আমি তাদেরকে নিশ্চিত টেনে বের করব। পরম দয়াময়ের সামনে এক বিদ্রোহী!

৭০. তারপর তাদের যারা এদের সাথে এক দাহ্যে অধিক কাছাকাছি, আমি তাদের প্রতি নিশ্চিত অধিক জানি।

৭১. এবং এরা তোমাদের থেকেই আসবে ছাড়া নয়। এ তোমার রবের উপর এক অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

৭২. তারপর যারা সাবধানতা অবলম্বন করেছিল- আমি তাদেরকে রক্ষা করব; এবং আমি সেই জালিমদেরকে এর মধ্যেই এক নতজানু রেখে দেব।

৭৩. এবং যখন আমার পরিষ্কার আয়াত তাদের সামনে পাঠ করা হয়- তাদের যারা অস্বীকারকারী, তারা তাদের প্রতি বলে- যারা বিশ্বাস করে, 'এই দুই দলের মধ্যে কারা এক স্থানে উত্তম ও এক আহ্বানে কল্যাণকর'?

৭৪. এবং আমি তাদের আগের জনপদগুলো থেকে কতজনকে ধ্বংস করেছি- যারা উত্তম এক গড়নে ও এক দর্শনে?

৭৫. বল, 'যারা সেই বিভ্রান্তিতে- এরপর পরম দয়াময় তাদের জন্য তা নিশ্চিত বাড়িয়ে দেবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত এক বৃদ্ধি- তারা যতক্ষণ না তা দেখবে, যা তাদেরকে ওয়াদা করা হয়েছে- হয় চরম শাস্তি অথবা পরম সময়। এরপর তারা জানতে পারবে, কে সেই মন্দ স্থানে ও দুর্বল এক বাহিনী'।

৭৬. এবং যারা পথনির্দেশে পথপ্রাপ্ত হয়, আল্লাহ তাদেরকে 'তা' বাড়িয়ে দেন; এবং তোমার রবের কাছে সকল সৎ কাজের সেই অবশিষ্টাংশই এক সওয়াবে কল্যাণকর; এবং কল্যাণকর এক প্রতিদানেও।

৭৭. এরপর কি তুমি তাকে দেখছ, যে আমার আয়াতের প্রতি অস্বীকার করেছে; এবং সে বলে, 'আমাকে নিশ্চিত এক ধনসম্পদ ও এক সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে'?

৭৮. সে কি সেই অদৃশ্য দেখেছে? অথবা সে কি পরম দয়াময়ের থেকে এক অঙ্গীকার নিয়েছে?

৭৯. বরং সে যা বলে, আমি তা লিখে রাখব; এবং আমি তার জন্য সেই শাস্তি থেকে বাড়িয়ে দেব- এক বৃদ্ধি।

৮০. এবং সে যা বলে- আমি তাকেই তার ওয়ারিস করব; এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী।

৮১. এবং তারা আল্লাহর পাশ থেকে এক ইলাহকে গ্রহণ করে, যাতে তারা তাদের জন্য এক ক্ষমতা হতে পারে;

৮২. বরং তারা তাদের দাসদের প্রতি অস্বীকার করবে; এবং তারা তাদের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী হয়ে যাবে।

রুকূ ৬

৮৩. তুমি কি দেখ না এমন যে, আমি সেই শয়তানকে সকল অস্বীকারকারীর উপর পাঠিয়েছি- তাদেরকে এক প্ররোচনায় প্ররোচিত করতে?

৮৪. এরপর তাদের উপর তাড়াহুড়ো করবে না। আমিই তাদের জন্য শুধুমাত্র এক সংখ্যা গণনা করছি।

৮৫. একদিন আমি 'সকল সাবধানীকে' সমবেত করব। পরম দয়াময়ের কাছে এক অতিথি।

৮৬. এবং আমি সকল অপরাধীকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব- এক পিপাসার্ত।

৮৭. যে পরম দয়াময়ের কাছ থেকে এক ওয়াদা গ্রহণ করেছে, সে ছাড়া তারা কেউ পরম সুপারিশের মালিক হতে পারবে না।

৮৮. এবং তারা বলে, 'পরম দয়াময় এক সন্তান গ্রহণ করেছেন'!

৮৯. অবশ্যই তোমরা এক জঘন্য কিছু নিয়ে এসেছ!

৯০. এই আকাশমণ্ডলী তার থেকে এক ধ্বংসকারী বিপর্যয়ে ভেঙে পড়ার ও এই পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার এবং সকল পর্বত ভেঙে পড়ার কাছাকাছি হয়-

৯১. যাতে তারা পরম দয়াময়ের জন্য এক সন্তানকে ডাকে!

৯২. এবং পরম দয়াময়ের জন্য শোভন হতে পারে না যে, তিনি এক সন্তান গ্রহণ করবেন।

৯৩. যারা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীতে- তারা প্রত্যেকেই পরম দয়াময়ের এক দাস ছাড়া আসবে না।

৯৪. তিনি অবশ্যই তাদেরকে গণনা করেছেন; এবং তিনি এক সংখ্যা প্রস্তুত করেছেন।

৯৫. এবং তাদের প্রত্যেকেই পরম কিয়ামতের দিনে এক একাকী আসবে।

৯৬. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- পরম দয়াময় তাদের প্রতি এক ভালোবাসা বানিয়ে দেবেন।

৯৭. এরপর নিশ্চয়ই আমি 'তা' তোমার ভাষার প্রতি সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি 'তা' দিয়ে সকল সাবধানীকে সুসংবাদ দিতে পার; এবং তুমি 'তা' দিয়ে এক বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।

৯৮. এবং আমি তাদের আগের জনপদগুলো থেকে কতজনকে ধ্বংস করেছি? তুমি কি তাদের থেকে একজনকেও দেখতে পাও? অথবা তুমি কি তাদের জন্য কোনো শব্দও শুনতে পাও?

২০. সূরা তা-হা

১৩৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. তা-হা,

২. আমি তোমার কষ্ট পাওয়ার জন্য তোমার উপর এই কুরআন নাজিল করি নি।

৩. যারা ভয় করে, তাদের জন্য এক উপদেশ দান ছাড়া।

৪. যিনি এই পৃথিবী ও এই আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন, পরম উচ্চ তাঁর থেকে এক নাজিল।

৫. পরম দয়াময় পরম আরশের উপর আসীন।

৬. তাঁরই জন্য যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে এবং যা তাদের উভয়ের মাঝে ও যা এই মাটির নিচে-

৭.যদি তুমি নিজেকে সকল কথাসহ জাহির কর, এরপর নিশ্চয়ই তিনি- তিনি সকল গোপনীয় ও অনুচ্চারিত জানেন।

৮.আল্লাহ- নেই ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তারই জন্য পরম সুন্দর সকল নাম।

৯. এবং তোমার কাছে কি মূসার 'হাদিস' (হাদীসু حَدِيثُ: কথা, বর্ণনা) এসেছে?

১০. সে যখন এক আগুন দেখল, এরপর সে তার পরিবারের প্রতি বলল, 'এখানে অবস্থান কর! নিশ্চয়ই আমি- আমি ধারণা করছি এক আগুন! সম্ভবত আমি তোমাদেরকে এর থেকে এক জ্বলন্ত কিছুসহ এনে দেব; অথবা আমি এই আগুনের সামনে এক পথ-নির্দেশ পেতে পারি'।

১১. এরপর সে যখন এতে আসল, তাকে ডাকা হলো, 'ও মূসা'!

১২. 'নিশ্চয়ই আমি তোমার রব। এরপর তোমার জুতা খুলে ফেল। নিশ্চয়ই তুমি পরম পবিত্র সেই তুওয়া উপত্যকার প্রতি'।

১৩. 'এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। এরপর যার জন্য এই ওহি করা হচ্ছে- তা শোন'।

১৪. 'নিশ্চয়ই আমি- আমিই আল্লাহ। ইলাহ নেই আমি ছাড়া। এরপর আমার দাসত্ব কর; এবং আমাকে স্মরণের জন্য পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ: পরম সালাত) স্থাপন কর'।

১৫. 'নিশ্চয়ই পরম সময় আসবেই। আমি তা প্রায় গোপন রেখেছি, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি- সে যার প্রতি চেষ্টা করে, তার প্রতিফল দেওয়া যেতে পারে'।

১৬. 'এরপর যে এর প্রতি বিশ্বাস করতে পারে না এবং যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে, সে তোমাকে যেন না এ থেকে সরিয়ে দেয়। তাহলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে'।

১৭. এবং 'ও মূসা! তোমার ডান হাতের সাথে ওটা কি'?

১৮. সে বলল, 'এ আমার লাঠি। আমি এর উপর ভর দেই; এবং আমি এ দিয়ে আমার মেষপালের উপর পাতা ফেলে থাকি; এবং আমার জন্য এর মধ্যে অন্যান্য কাজ-কর্মও'।

১৯. তিনি বললেন, 'ও মূসা! এ ছুড়ে মার'।

২০. এরপর সে এ ছুড়ে মারল। এরপর লক্ষ্য কর! তা ছুটে চলছে- এক জীবন্ত!

২১. তিনি বললেন, 'একে ধর এবং ভয় করবে না। আমি একে এর সেই আগের অবস্থানে ফিরিয়ে দেব'।

২২. 'এবং তোমার হাত তোমার বাহুর দিকে টেনে নাও। এ কোনো ক্ষতি-ভিন্নই সাদা বের হয়ে আসবে। সেই-ই অপর এক আয়াত'।

২৩. 'যাতে আমি তোমাকে আমার আয়াত থেকে পরম শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পারি'।

২৪. 'ফির'আওনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে'।

রুকূ ২

২৫. সে বলল, 'ও আমার রব! আমার জন্য আমার বুক প্রশস্ত করে দেন'।

২৬. 'এবং আমার জন্য আমার বিষয় সহজ করে দেন'।

২৭. এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দেন'।

২৮. 'তারা আমার কথা বুঝতে পারবে'।

২৯. 'এবং আমার জন্য আমার পরিবার থেকে এক সাহায্যকারী বানান'।

৩০. 'আমার ভাই হারূন'

৩১. 'তাকেসহ আমার ক্ষমতা শক্তিশালী করে দেন'।

৩২. 'এবং তাকে আমার বিষয়ের মধ্যে অংশী করেন'।

৩৩. 'আমরা যাতে আপনার প্রচুর মাহাত্ম্য ঘোষণা করতে পারি'।

৩৪. 'এবং আমরা আপনাকে প্রচুর স্মরণ করতে পারি'।

৩৫. 'নিশ্চয়ই আপনি- আপনি আমাদের প্রতি এক দ্রষ্টা'।

৩৬. তিনি বললেন, 'ও মূসা! অবশ্যই তোমাকে তোমার চাহিদামত দেওয়া হলো'।

৩৭. 'এবং অবশ্যই আমি অন্য এক সময়ও তোমার উপর অনুগ্রহ করেছিলাম'।

৩৮. 'তখন আমি তোমার মায়ের কাছে যা ওহি করার ওহি করেছিলাম'।

৩৯. 'এই যে, তাকে সেই সিন্দুকের মধ্যে রেখে দাও। এরপর তা সেই নদীতে ছুড়ে দাও। এরপর সেই নদী যেন তা সেই তীরের প্রতি ছুড়ে দেয়। তাকে আমার প্রতি শত্রু ও তার প্রতিও এক শত্রু গ্রহণ করবে; এবং আমি আমার থেকে তোমার উপর এক ভালোবাসা ছুড়ে দিয়েছিলাম; এবং তুমি যাতে আমার চোখের সামনে গড়ে ওঠ'।

৪০. যখন তোমার বোন হাঁটছিল, এরপর সে বলল- 'আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব কি, যার উপর তার লালন-পালন'? এরপর আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম- যাতে তার চোখ জুড়ায়; এবং সে যাতে না দুঃখ করে; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। এরপর আমি তোমাকে সেই দুর্দশার মধ্য থেকে রক্ষা করেছিলাম। তখন আমি তোমাকে এক পরীক্ষায়- পরীক্ষা করেছি। এরপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানের লোকজনের মধ্যে অবস্থান করেছ। তারপর তুমি এক সিদ্ধান্তের উপর আসলে'- 'ও মূসা'!

৪১. 'এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য গড়ে তুলেছি'।

৪২. 'তুমি ও তোমার ভাই আমার আয়াতসহ যাও; এবং আমার স্মরণে শিথিল হবে না'।

৪৩. 'তোমরা উভয়ে ফির'আওনের কাছে যাও। নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে'।

৪৪. 'এরপর তার প্রতি এক নম্রভাবে এক কথা বল; যেন সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে অথবা সে ভয় করবে'।

৪৫. তারা বলল, 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা- আমরা ভয় করি যে, সে আমাদের উপর তাচ্ছিল্য করবে; অথবা যে, সে সীমালঙ্ঘন করবে'।

৪৬. তিনি বললেন, 'ভয় করবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথেই। আমি শুনি ও আমি দেখি'।

৪৭. 'এরপর তার কাছে যাও। এরপর বল, নিশ্চয়ই আমরা উভয়ে তোমার রবের রাসূল। এরপর আমাদের সাথে বনী ইস্‌রাঈলকে পাঠাও; এবং তাদেরকে শাস্তি দেবে না। আমরা অবশ্যই তোমার কাছে তোমার রবের থেকে আয়াতসহ এসেছি; এবং এই পথ-নির্দেশ যারা অনুসরণ করে, তাদের উপর পরম শান্তি'।

৪৮. 'নিশ্চয়ই আমরা- অবশ্যই আমাদের কাছে ওহি হয়েছে এমন যে, চরম শাস্তি তার উপর, যে মিথ্যা বলে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়'।

৪৯. সে বলল, 'এরপর কে তোমাদের রব'! 'ও মূসা'?

৫০. সে বলল 'আমাদের রব তিনি, যিনি প্রত্যেক কিছুকে তার আকৃতি দিয়েছেন। তারপর তিনি পথ দেখিয়েছেন'।

৫১. সে বলল, 'এরপর সেই পূর্ববর্তীদের সেই সকল জনপদ- তাদের অবস্থা কী'?

৫২. সে বলল, 'এর জ্ঞান আমার রবের কাছে কিতাবের মধ্যে। আমার রব ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না'।

৫৩. 'তিনিই- যিনি তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে এক বিশ্রামস্থান বানিয়েছেন; এবং তিনি এর মধ্যে তোমাদের জন্য এক পথ সন্নিবিষ্ট করেছেন; এবং তিনি এই আকাশের মধ্য থেকে পানি বর্ষণ করেন'। এরপর আমি তা দিয়ে বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ থেকে এক জোড়া বের করে আনি।

৫৪. 'খাও এবং তোমাদের আনআমকে চরতে দাও। নিশ্চয়ই পরম বুদ্ধিমত্তার অধিকারীদের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত'।

রুকূ ৩

৫৫. 'আমি এর থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি; এবং আমি এর মধ্যেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব; এবং আমি অন্য এক সময়ে তোমাদেরকে এর থেকেই বের করে আনব'।

৫৬. এবং অবশ্যই আমি তাকে আমার আয়াত দেখিয়েছিলাম- এর প্রত্যেকটি। এরপরও সে মিথ্যা বলল ও অমান্য করল।

৫৭. সে বলল, 'ও মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ- যাতে তুমি তোমার জাদু দিয়ে আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে বহিষ্কার করতে পার'?

৫৮. 'এরপর আমরা এক জাদু দিয়ে তোমাকে তারই মতো নিশ্চিত এনে দেব। এরপর আমাদের মাঝে ও তোমার মাঝে এক সমান এক স্থানে এক ওয়াদাকৃত সময় বানাও। আমরা তার খেলাপ করব না। আমরাও নই এবং তুমিও'।

৫৯. সে বলল, 'তোমাদের ওয়াদাকৃত সময় সেই উৎসবের দিন। তখন সকল মানুষ এক দুপুরে তাতে সমবেত হবে'।

৬০. এরপর ফির'আওন ফিরে গেল। এরপর সে তার কৌশল একত্র করল। তারপর সে আসল।

৬১. মূসা তাদের প্রতি বলল, 'দুর্ভোগ তোমাদের! আল্লাহর উপর তোমরা এক মিথ্যা আবিষ্কার করবে না। এরপর তিনি তোমাদেরকে এক শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন; এবং যে তা আবিষ্কার করে- সে অবশ্যই ব্যর্থ হয়'।

৬২. এরপর তারা তাদের মাঝে তাদের বিষয়ে মতবিনিময় করল। কিন্তু তারা সেই সলা-পরামর্শ গোপন রাখল।

৬৩. তারা বলল, 'নিশ্চয়ই এই দু'জন দুই জাদুকর। তারা চায় যে, তারা তোমাদেরকে তোমাদের ভূমি থেকে বহিষ্কার করবে; এবং তারা এই সকল উদাহরণে তোমাদের জীবন-ব্যবস্থাসহ নিয়ে যাবে'।

৬৪. 'এরপর তোমাদের কৌশলগুলো জড় কর। তারপর এক সারিবদ্ধভাবে আস; এবং অবশ্যই আমরা সফল হব- আজ এই দিনে সেই বিজয়ী হব'।

৬৫. তারা বলল, 'ও মূসা! হয় তুমি তা ছুড়ে মার; অথবা যারা ছুড়ে মারবে তাতে আমরাই প্রথম হতে পারি'।

৬৬. সে বলল, 'বরং তোমরাই ছোড়'। এরপর যখন তার কাছে তাদের যাদু থেকে তাদের দড়িগুলো ও তাদের লাঠিগুলো ঘোড়ার ধরণ পেল- এ এমন যে ছুটছে!

৬৭. মূসা এরপর তার নিজের মধ্যে এক ভয় অনুভব করল।

৬৮. আমি বললাম, 'ভয় করবে না, তুমিই সকলের উপরে'।

৬৯. 'এবং যা তোমার ডান হাতে, তা ছুঁড়ে মার। তারা যা গড়েছে- তা গিলে ফেলবে। তারা শুধুমাত্র জাদুকরের এক কৌশল গড়েছে; এবং তারা যেখান থেকেই আসুক, এই সকল জাদুকর সফল হতে পারে না'।

৭০. এরপর সেই জাদুকরেরা এক সিজদায় পড়ে গেল। তারা বলল, 'আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি বিশ্বাস করছি'।

৭১. সে বলল, 'আমি তোমাদের জন্য যে ঘোষণা দেব তার আগেই তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস করেছ? নিশ্চয়ই সে নিশ্চিত তোমাদের প্রধান। সে একজনই তোমাদেরকে এই জাদু শিখিয়েছে। এরপর আমি তোমাদের হাত ও তোমাদের পা পিছন থেকে নিশ্চিত কেটে ফেলব; এবং আমি তোমাদেরকে এই সকল খেজুর গাছের গুড়ির মধ্যে নিশ্চিত শূলবিদ্ধ করব; এবং তোমরা নিশ্চিত জানতে পারবে- কে আমাদের মধ্যে এক শাস্তিতে শক্তিশালী ও স্থায়িত্বেও'।

৭২. তারা বলল, 'আমাদের কাছে পরিষ্কার সেই প্রমাণের মধ্য থেকে যা এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আমরা তোমাকে তাঁর থেকে কখনই অগ্রাধিকার দেব না। এরপর তুমি সিদ্ধান্ত নাও- যাতে তুমি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী। তুমি শুধুমাত্র এই দুনিয়ার এই জীবনেই সিদ্ধান্ত দিতে পার'।

৭৩. 'নিশ্চয়ই আমরা- আমরা আমাদের রবের প্রতি বিশ্বাস করি; এবং তুমি আমাদেরকে এই সকল জাদুর মধ্য থেকে যার উপর যা বাধ্য করেছ- তিনি যাতে আমাদের জন্য আমাদের সে পাপ ক্ষমা করেন; এবং আল্লাহই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী'।

৭৪. নিশ্চয়ই সে- তার রবের কাছে যে এক অপরাধী আসে, এরপর নিশ্চয়ই তার জন্য জাহান্নাম; এর মধ্যে সে মরতেও পারবে না ও সে বাঁচতেও পারবে না।

৭৫. এবং তাঁর কাছে যারা এক বিশ্বাসী আসে- যখন সে অবশ্যই সকল সৎকাজ করেছে; এরপর তারাই- তাদের জন্য পরম পদমর্যাদা, অতি উঁচু-

৭৬. চিরস্থায়ী বাগান। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী; এবং যারা পরিশুদ্ধ হয়, সেই-ই তার পুরস্কার।

রুকূ ৪

৭৭. এবং আমি অবশ্যই মূসার প্রতি ওহি করেছিলাম যে, 'আমার দাসদের সাথে রাতে বেরিয়ে পড়। এরপর তাদের প্রতি সেই সমুদ্রের মধ্যের এক শুস্ক পথ জানিয়ে দাও। এক ধরা পড়ার ভয় করবে না এবং আতঙ্কগ্রস্তও হবে না'।

৭৮. এরপর ফির'আওন তার বাহিনীসহ তাদেরকে অনুসরণ করল। এরপর সেই সমুদ্রের মধ্য থেকে যা তাদেরকে ঢেকে দেওয়ার- তা তাদেরকে ঢেকে দিল।

৭৯. এবং ফির'আওন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছিল; এবং সে তাদেরকে পথও দেখায় নি।

৮০. 'ও বনী ইসরাঈল! আমি অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে রক্ষা করেছিলাম; এবং আমি তোমাদেরকে সেই তূর পর্বতের সর্ব দক্ষিণের পার্শ্বদেশে ওয়াদা করেছিলাম; এবং আমি তোমাদের সামনে সেই মান্না ও সেই সাল্ওয়া নাজিল করেছিলাম'।

৮১. 'খাও ভালো কিছু থেকে- আমি যা তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছি; এবং তার মধ্যে সীমালঙ্ঘন করবে না। তাহলে তোমাদের উপর আমার অসন্তুষ্টি বৈধ হয়ে যাবে; এবং যার উপর আমার অসন্তুষ্টির যা বৈধ হয়ে যায়, এরপর অবশ্যই সে ধ্বংস হয়'।

৮২. 'এবং অবশ্যই আমি যারা তওবা করে ও বিশ্বাস করে এবং এক সৎকাজ করে- আমি তাদের জন্য নিশ্চিত ক্ষমাশীল। তারপর তারা পথপ্রাপ্ত হয়'।

৮৩. এবং 'ও মূসা কিসে তোমাকে তোমার সম্প্রদায় থেকে তাড়াহুড়ো করতে হলো'?

৮৪. সে বলল, 'তারা আমার পদচিহ্নের উপরে কাছাকাছিই'; 'ও আমার রব! তখন আমি আপনার প্রতি তাড়াহুড়ো করেছি- আপনি যাতে সন্তুষ্ট হন'।

৮৫. তিনি বললেন, 'এরপর নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমার পরবর্তী থেকে তোমার সম্প্রদায়কে অবশ্যই পরীক্ষায় ফেলেছি; এবং সেই সামিরী তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে'।

৮৬. এরপর মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল। সে রাগত ও এক ক্ষুব্ধ। সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! তোমাদের রব তোমাদেরকে কি কখনই এক উত্তম ওয়াদায় ওয়াদা করেন নি? এরপর কি এই ওয়াদা তোমাদের উপর দীর্ঘ হয়েছে; অথবা তোমরা কি চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের রবের থেকে অসন্তুষ্টি বৈধ হয়ে যাক? এরপর কি তোমরা আমার প্রতি ওয়াদার খেলাপ করলে'?

৮৭. তারা বলল, 'আমরা আমাদের মালিকানাসহ তোমার প্রতি ওয়াদা খেলাপ করি নি; কিন্তু আমাদেরকে সেই সম্প্রদায়ের সাজ-সজ্জা থেকে এক বোঝা বহন করতে হয়েছিল। এরপর আমরা তা ছুড়ে মারি। এই সামিরীও সেইরকম ছুড়ে মারে'।

৮৮. 'এরপর সে তাদের জন্য এক বাছুরের এক দেহ বের করে আনল। তার জন্য এক ক্ষীণতর শব্দ! এরপর সে বলল, এ তোমাদের ইলাহ; এবং মূসারও ইলাহ। কিন্তু সে ভুলে গেছে'।

৮৯. এরপর তারা কি দেখে নি যে, এ তাদের প্রতি কোনো কথা ফিরিয়ে দেয় না; এবং সে তাদের জন্য এক ক্ষতির মালিক হতে পারে না; এবং এক উপকারেরও নয়?

রুকূ ৫

৯০. এবং অবশ্যই হারূন আগে থেকেই তাদের প্রতি বলেছিল, 'ও আমার সম্প্রদায়! তোমাদেরকে তা দিয়ে শুধুমাত্র কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হচ্ছে; এবং তোমাদের রব নিশ্চয়ই পরম দয়াময়। এরপর আমাকে অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল'।

৯১. তারা বলল, 'যতক্ষণ না মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসে, আমরা তার উপর নিবেদিত থাকাতে কখনই থামব না'।

৯২. সে বলল, 'ও হারূন! যখন তুমি তাদেরকে দেখলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন কিসে তোমাকে মানা করল'?

৯৩. 'তা নয় কি, তুমি আমাকে অনুসরণ করলে না? এরপর কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে'?

৯৪. সে বলল, 'ও আমার মায়ের পুত্র! আমার দাড়ির প্রতি ও আমার চুলের প্রতিও ধরবে না! নিশ্চয়ই আমি- আমি ভয় করেছিলাম যে, তুমি বলবে- 'তুমি বনী ইসরাঈলদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার কথা কখনই খেয়াল রাখ নি'।

৯৫. সে বলল, 'ও সামিরী এরপর তোমার ব্যাপার কী'?

৯৬. সে বলল, 'আমি এর মধ্যেই তার প্রতি দেখেছিলাম। তারা এর প্রতি কখনই দেখে নি। এরপর আমি সেই দূতের পদচিহ্ন থেকে মুঠে নিলাম- এক মুঠো। এরপর তা ছুড়ে ফেলে দেই; এবং আমি আমার নিজের প্রতি সেইরকমই প্ররোচিত করি'।

৯৭. সে বলল, 'এরপর দূর হয়ে যাও! এরপর নিশ্চয়ই তোমার জন্য- তুমি এই জীবন সম্পর্কে বলবে যে, আমি স্পর্শযোগ্য নই; এবং নিশ্চয়ই তোমার জন্য ওয়াদাকৃত এক সময়। তুমি কখনই তার খেলাপ করতে পারবে না; এবং তোমার ইলাহর দিকে তাকাও। তুমি তার যে ছায়াতে ছিলে- তার উপর এক নিবেদিত, আমরা তা নিশ্চিত জ্বালিয়ে দেবই। তারপর আমরা তা এই সমুদ্রের মধ্যে এক বিস্ফোরণে নিশ্চিত গুঁড়িয়ে দেব'।

৯৮. 'তোমাদের ইলাহ শুধুমাত্র আল্লাহ- তিনি একজন। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি এক জ্ঞানে সকল কিছুই ঘিরে রেখেছেন'।

৯৯. অবশ্যই আমি তোমার সামনে যা অগ্রগামী হয়েছে তার খবরগুলো থেকে সেইরকমই বর্ণনা করি; এবং অবশ্যই আমি তোমাকে আমার কাছ থেকে এক উপদেশ দিয়েছি।

১০০. যে তার থেকে মুখ ফেরাবে, এরপর নিশ্চয়ই সে পরম কিয়ামতের দিনে এক বোঝা বহন করবে।

১০১. তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী; এবং তাদের জন্য পরম কিয়ামতের দিনের এই বহন নিকৃষ্ট হবে!

১০২. একদিন পরম শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে; এবং আমি সেদিন এক নীল-চোখ বিশিষ্ট সকল অপরাধীকে জমায়েত করব।

১০৩. তারা তাদের মাঝে ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে থাকবে, 'তোমরা এক দশ ছাড়া অবস্থান কর নি'।

১০৪. আমি জানি, তারা যার প্রতি বলবে। তখন তাদের 'সেই পথের' সমকক্ষরা বলবে, 'তোমরা একটি দিন ছাড়া অবস্থান কর নি'।

রুকূ ৬

১০৫. এবং তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে এই পর্বতমালা সম্পর্কে। এরপর বল, 'তিনি এক বিস্ফোরণে এর বিস্ফোরণ ঘটাবেন'।

১০৬. 'এরপর তিনি এ এক মসৃণ সমতলে ছেড়ে দেবেন'।

১০৭. তুমি তার প্রতি এক ব্যতিক্রম ও এক ঢালও দেখবে না।

১০৮. সেই দিন তারা সেই সকল আহ্বানকারীকে অনুসরণ করবে। এর জন্য ব্যতিক্রম নেই। তখন তারা তাদের কণ্ঠস্বরে পরম দয়াময়ের প্রতি বিনীত হবে। এরপর তুমি এক ক্ষীণ শব্দ ছাড়া শুনবে না।

১০৯. পরম দয়াময় তখন যার প্রতি এক কথায় সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া সেদিন কোনো সুপারিশ কারো উপকারে আসবে না।

১১০. তিনি জানেন যা তাদের হাতের মাঝে ও যা তাদের পিছনে। কিন্তু তারা তার প্রতি এক জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না।

১১১. এবং সকল মুখমণ্ডল চির-দণ্ডায়মান চিরঞ্জীবের প্রতি বিনীত হবে; এবং অবশ্যই যে এক জুলুম বহন করবে, সে ব্যর্থ হবে।

১১২. এবং যে সকল সৎকাজের মধ্য থেকে করে এবং সে বিশ্বাসী- এরপর তার কোনো জুলুমের ও কোনো বঞ্চনার ভয় নেই।

১১৩. এবং সেইরকমই এক কুরআন- আমি তা এক আরাবীতে নাজিল করেছি; এবং আমি তার মধ্যের সকল সাবধানবাণীর পক্ষ থেকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি- যাতে তারা সাবধান হতে পারে; এবং তাদের জন্য 'এই হাদিস হয়েছে' (ইউহাদিসূ يُحْدِثُ) এক উপদেশ।

১১৪. এরপর আল্লাহ- পরম উঁচু, পরম মালিক, পরম সত্য; এবং যাতে তোমার প্রতি সেই ওহি সম্পূর্ণ হচ্ছে- এই কুরআনের প্রতি আগে থেকেই তাড়াহুড়ো করবে না; এবং বল, 'ও আমার রব! আমাকে এক জ্ঞান বাড়িয়ে দেন'।

১১৫. এবং আমি অবশ্যই আগে থেকেই আদমের প্রতি এক ওয়াদা করেছিলাম। এরপর সে ভুলে গিয়েছিল; এবং আমি তার জন্য এক সংকল্প পাই নি।

রুকূ ৭

১১৬. এবং যখন আমি সকল ফেরেশতার প্রতি বললাম, 'আদমের প্রতি সিজ্‌দা কর'। এরপর তারা সিজদা করল- ইবলীস ছাড়া। সে অমান্য করল।

১১৭. এরপর আমি বললাম, 'ও আদম! নিশ্চয়ই এ তোমার জন্য ও তোমার সাথীর জন্য শত্রু। এরপর সে যেন না তোমাদের উভয়কে এই বাগান থেকে বের করে দেয়। তাহলে তোমরা দুর্দশাগ্রস্ত হবে'।

১১৮. 'নিশ্চয়ই তোমার জন্য নয় যে, তুমি এর মধ্যে ক্ষুধার্ত হবে; এবং তুমি নগ্নও হবে না'।

১১৯. 'এবং এমন যে, তুমি এর মধ্যে পিপাসার্ত হবে না; এবং তুমি রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না'।

১২০. এরপর সেই শয়তান তার কাছে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, 'ও আদম! আমি তোমাকে জানিয়ে দেব কি পরম স্থায়ী এক গাছের উপর; এবং ক্ষয় নেই এক রাজ্যের?

১২১. এরপর তারা উভয়েই এর থেকে খেল! এরপর তাদের জন্য তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন তারা তাদের উভয়ের উপর সেই বাগানের পাতা থেকে বাঁধাবাধি করতে শুরু করল; এবং আদম তার রবের অবাধ্য হলো। এরপর বিভ্রান্ত হলো।

১২২. তারপরও তার রব তাকে মনোনীত করলেন। এরপর তিনি তার সামনে ফিরলেন এবং তাকে পথ দেখালেন।

১২৩. তিনি বললেন, 'সকলে একত্রে এর থেকে নেমে যাও। তোমাদের একে, অন্যের প্রতি শত্রু। এরপর যদি আমার থেকে তোমাদের কাছে এক পথ-নির্দেশ আসে, এরপর যে আমার পথ-নির্দেশ অনুসরণ করবে- এরপর সে বিভ্রান্ত হবে না; এবং সে দুর্ভোগেও পড়বে না'।

১২৪. 'যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, এরপর নিশ্চয়ই তার জন্য এক সঙ্কুচিত জীবন-যাপন। তখন আমি তাকে পরম কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব'।

১২৫. সে বলবে, 'ও আমার রব! আমি যখন অবশ্যই এক দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম, কী জন্য আমাকে অন্ধ অবস্থায় সমবেত করলেন'?

১২৬. তিনি বলবেন, 'সেইরকমই! তোমার কাছে আমার আয়াত এসেছিল, এরপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে; এবং সেইরকমই আজ এই দিনে তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে'।

১২৭. এবং যারা তার রবের আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করে না; এবং যারা বাড়াবাড়ি করে- আমি তাদেরকে সেইরকমই প্রতিফল দেই; এবং পরম আখিরাতের শাস্তি নিশ্চিত কঠোর ও স্থায়ী।

১২৮. এরপরও কি 'তা' তাদের জন্য কখনই পথ দেখাল না? আমি তাদের আগের সেই জনপদগুলোর মধ্য থেকে কতজনকে ধ্বংস করেছি? তারা তাদের বসতবাড়ির মধ্যেই হাঁটাচলা করে! নিশ্চয়ই পরম বুদ্ধিমত্তার অধিকারীদের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত।

রুকূ ৮

১২৯. এবং তোমার রবের থেকে কথাগুলো যদি না আগে থেকে চলে আসত, নিশ্চিত এক অনিবার্য ঘটে যেত। কিন্তু এক মেয়াদ, এক নির্দিষ্ট।

১৩০. এরপর তারা যা বলে তার উপর ধৈর্য ধর; এবং এই সূর্য উঠার আগে ও এর ডোবার আগে তোমার রবের প্রশংসাসহ মাহাত্ম্য ঘোষণা কর; এবং এরপর প্রতি রাতের সময়গুলো থেকে এবং প্রতি দিনের প্রান্তসমূহে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর- যাতে তুমি সন্তুষ্টি পেতে পার।

১৩১. এবং আমি তাদের থেকে এক যুগলকে যা দিয়েছি- তাসহ ভোগসামগ্রী, তা এই দুনিয়ার জীবনে এক জাহিরের বিষয়! তোমার চোখ তার দিকে কখনই বাড়াবে না। আমি তার মধ্যেই তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি; এবং তোমার রবের রিজিক শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

১৩২. এবং তোমার নিকটজনদেরকে 'পরম যোগাযোগের প্রতি' (বিল-স্বালাতি بِالصَّلَاةِ) আদেশ দাও এবং এর উপর ধৈর্য ধর। আমি তোমার থেকে এক রিজিক চাই না। আমিই তোমাকে রিজিক দেই; এবং পরম সাবধানতা অবলম্বনের জন্যই পরম সমাপ্তি।

১৩৩. এবং তারা বলে, 'কেন সে আমাদের কাছে তার রবের থেকে এক আয়াতসহ আসে না'? তাদের কাছে কি আসে নি পরিষ্কার প্রমাণ, যা সেই পূর্বের গ্রন্থের মধ্যের?

১৩৪. এবং আমি যদি তাদেরকে তার আগে থেকেই শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করতাম, নিশ্চিত তারা বলত, 'ও আমাদের রব! কেন আপনি আমাদের কাছে এক রাসূল পাঠালেন না, এরপর আমরা আপনার আয়াত অনুসরণ করতাম! তার আগে থেকেই- যাতে আমরা হীনগ্রস্ত হয়েছি ও আমরা মর্যাদাহীন হয়েছি'?

১৩৫. বল, 'প্রত্যেকেই অপেক্ষাকারী। এরপর তোমরাও অপেক্ষা কর। এরপর তোমরা জানতে পারবে, কারা পরম সমান-সহজ এই পথের সাথী; এবং কারা পথপ্রাপ্ত'!

সতেরোতম পারা

২১. সূরা আম্বিয়া

১১২ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. এই মানুষের জন্য তাদের হিসাব কাছাকাছি হচ্ছে, কিন্তু তারা উদাসীনতার মধ্যে পলায়নকারী।

২. তাদের কাছে তাদের রবের থেকে 'হাদিসকৃত' (মুহদাসিন مُحْدَثٍ: হাদিস বর্ণনাকারী, বর্ণনাকৃত হাদিসের) উপদেশ আসে। কিন্তু তারা খেলাধুলো করতে থাকা ছাড়া তা শোনে না।

৩. তাদের অন্তরে এক অসার কথাবার্তা; এবং যারা জালিম, তারা একান্তে গোপন পরামর্শ করে, 'এ কি তোমাদের মতোই মানুষ ছাড়া? তোমরা যখন তা দেখছ- এরপরও কি তোমরা এই সকল জাদুতে তার কাছে আসবে'?

৪. সে বলল, 'আমার রব এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যের সকল কথা জানেন; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত'।

৫. বরং তারা বলে, 'সে তা আবিষ্কার করেছে- অবাস্তব কল্পনা; বরং সে কবি। এরপর সে আমাদেরকে তার মতোই আয়াত এনে দিক- যা সেই পূর্ববর্তীদেরকে পাঠানো হয়েছিল'।

৬. যারা তাদের আগের জনপদ থেকে তারাও বিশ্বাস করে নি। আমি এ ধ্বংস করেছি! এরপর কি তারা বিশ্বাস করবে?

৭. এবং আমি তোমার আগেও এক পুরুষ ছাড়া পাঠাই নি। আমি তাদের কাছে ওহি করেছিলাম। এরপর যদি তোমরা তা না জান, সেই উপদেশের লোকজনকে জিজ্ঞাসা কর।

৮. এবং আমি তাদেরকে এমন এক দেহের বানাই নি, যারা এই সকল খাবার খেত না। তারা চিরস্থায়ী বসতকারীও ছিল না।

৯. তারপর আমি তাদের সেই ওয়াদা সত্য করেছিলাম। এরপর আমি যাকে ইচ্ছে করেছিলাম, আমি তাদেরকে রক্ষা করেছিলাম; এবং আমি সেই সকল ফাসাদকারীকে ধ্বংস করেছিলাম।

১০. আমি তোমাদের প্রতি অবশ্যই এক কিতাব নাজিল করেছি। তার মধ্যেই তোমাদের উপদেশ। এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার করবে না?

রুকূ ২

১১. এবং আমি সেই জনপদগুলো থেকে কতজনকে উচ্ছেদ করেছি? তারা এক জুলুমকারী ছিল; এবং আমি তাদের পরবর্তীতে অপর এক সম্প্রদায় গড়ে তুলেছি।

১২. এরপর তারা যখন আমার শাস্তির হিসাব করল; লক্ষ্য কর! তারা এর থেকে পালাতে থাকল।

১৩. 'পালাবে না এবং তার দিকে ফিরে আস- তোমাদেরকে যে প্রাচুর্যতা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ও তোমাদের বসতবাড়িতে। যাতে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারা যায়'!

১৪. তারা বলল, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম জালিম'।

১৫. এরপরও তাদের আর্তনাদ থামে না- আমি তাদেরকে যতক্ষণ না উপড়ানো এক শস্য বানিয়ে দেই।

১৬. এবং আমি এই আকাশ ও এই পৃথিবী এবং যা তাদের উভয়ের মাঝে- তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নি।

১৭. আমি যদি চাইতাম যে, আমি এক আনন্দ-উপকরণ গ্রহণ করব, আমি নিশ্চিত তা আমার কাছ থেকেই গ্রহণ করতাম- যদি আমি তা করার হতাম।

১৮. বরং আমি পরম সত্য দিয়ে চরম মিথ্যা কথনের উপর আঘাত করি। এরপর এ তার মাথা ভেঙে দেয়। এরপর লক্ষ্য কর! তা অপসৃয়মান; কিন্তু তোমরা যা আরোপ কর, তার থেকেই তোমাদের জন্য চরম দুর্ভোগ।

১৯. এবং তাঁরই জন্য যা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং যারা তাঁর কাছের- তারা তাঁর দাসত্ব করা থেকে অহংকার করে না; এবং তারা ক্লান্তিও বোধ করে না।

২০. তারা প্রতি রাতে ও প্রতি দিনে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে; এবং তারা শিথিলতা করে না।

২১. অথবা তারা কি এই পৃথিবীর মধ্য থেকে ইলাহদের গ্রহণ করেছে, যারা পুনরুত্থিত করতে পারে?

২২. যদি আল্লাহ ছাড়া তাদের মধ্য থেকে ইলাহরা থাকত- যা তারা আরোপ করে, তারা তার মধ্যে নিশ্চিত ফাসাদ করত। এরপর আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। পরম আরশের রব।

২৩. তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না; কিন্তু তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।

২৪. অথবা তারা কি তাঁর পাশ থেকে ইলাহদেরকে গ্রহণ করেছে? বল, 'তোমাদের যুক্তি-প্রমাণ নিয়ে আস। এ উপদেশেই যারা আমার সাথের; এবং এ উপদেশেই যারা আমার আগের। বরং তাদের অধিকাংশই পরম সেই পরম সত্য জানে না'। এরপর তারা পলায়নকারী।

২৫. এবং আমি তোমার আগে থেকেই রাসূল পাঠাইনি- আমি তার প্রতি ওহি করা ছাড়া, তা এমন যে- 'নেই ইলাহ আমি ছাড়া, এরপর আমারই দাসত্ব কর'।

২৬. এবং তারা বলে, 'পরম দয়াময় এক সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি সুমহান! বরং তারা তাঁর সম্মানিত দাস।

২৭. তারা 'এই কথাগুলোসহ' তাঁর থেকে এগিয়ে যায় না; এবং তারা তাঁর আদেশের প্রতিই আমল করে।

২৮. তিনি জানেন যা তাদের হাতের মাঝে ও যা তাদের পিছনে; এবং তিনি যাতে সন্তুষ্ট হবেন ছাড়া, তারা তার প্রতি সুপারিশ করে না; এবং তারা তাঁর ভয় থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত।

২৯. এবং তাদের থেকে যে বলে, 'নিশ্চয়ই আমি তাঁর পাশ থেকে ইলাহ'- এরপর আমি তাকে প্রতিফল দেব জাহান্নাম। আমি সকল জালিমকে সেইরকমই প্রতিফল দেই।

রুকূ ৩

৩০. যারা অস্বীকার করে তারা কি দেখে না এমন যে, এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর বিষয় ছিল এক সংযুক্ত। এরপর আমি তাদেরকে পৃথক করে দিলাম; এবং আমি সেই পানির মধ্য থেকে প্রত্যেক কিছুর জীবন বানালাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস করবে না?

৩১. এবং আমি এই পৃথিবীর মধ্যে দৃঢ় পর্বতমালা বানিয়েছি- যাতে না এ তাদের সাথে নড়তে থাকে; এবং আমি এর মধ্যে এক প্রশস্ত পথ বানিয়েছি- যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হতে পারে।

৩২. এবং আমি এই আকাশকে এক রক্ষিত ছাদ বানিয়েছি; কিন্তু তারা এর আয়াত থেকে পলায়নকারী।

৩৩. এবং তিনিই- যিনি একজন এই রাত ও এই দিন এবং এই সূর্য ও এই চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকেই এক পথের মধ্যে ভেসে চলছে।

৩৪. এবং আমি তোমার আগে থেকেই কোনো মানুষের জন্যই পরম স্থায়িত্ব বানাই নি। এরপর যদি তোমার মৃত্যু হয়, এরপরও কি তারা পরম স্থায়ী বসতকারী?

৩৫. প্রত্যেক ব্যক্তিই এই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; এবং আমি তোমাদেরকে চরম মন্দ দিয়ে ও পরম কল্যাণ দিয়ে এক পরীক্ষায় পরীক্ষা করি; এবং তোমরা আমার কাছেই ফিরে আসবে।

৩৬. এবং যারা অস্বীকার করে, তারা যখন তোমাকে দেখে; তারা তোমাকে এক বিদ্রুপ ছাড়া গ্রহণ করে না: 'এই কি সে, যে তোমাদের ইলাহগুলোর উল্লেখ করে'; কিন্তু তারা কি পরম দয়াময়কে স্মরণের প্রতি? তারাই- তারা অস্বীকারকারী।

৩৭. এই মানুষকে কি এক তাড়াহুড়ো থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আমি তোমাদেরকে আমার আয়াত দেখাব। এরপর আমাকে তাড়াহুড়ো করতে বলবে না!

৩৮. এবং তারা বলে, 'এ সকল ওয়াদা কখনকার বিষয়'?

৩৯. যারা অস্বীকার করে- তারা যদি জানতে পারত! তারা সে সময়ে তাদের মুখমণ্ডল থেকে সেই আগুন থামাতে পারবে না এবং তাদের পিঠের থেকেও নয়। তখন তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

৪০. বরং এ তাদের কাছে 'এক হঠাৎ-ই' আসবে। এরপর তা তাদেরকে হতভম্ব করে দেবে। এরপর তারা এ ফেরাতে সক্ষম হবে না। তখন তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

৪১. এবং অবশ্যই তোমার আগে থেকেই রাসূলদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হয়েছিল। এরপর যারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছিল, তারা যাসহ হাসি-ঠাট্টাকরণে ছিল- তাদের থেকেই তা তাদের প্রতি ঘিরে ধরল!

রুকূ ৪

৪২. বল, 'কে তোমাদেরকে পরম দয়াময়ের পক্ষ থেকে এই দিন ও এই রাতে নিরাপদ করতে পারে'? বরং তারা তাদের রবের উপদেশ থেকে পলায়নকারী।

৪৩. অথবা কি আমার পাশ থেকে তাদের জন্য ইলাহগুলো তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা তাদের নিজেদেরকেই সাহায্য করতে সক্ষম নয়; এবং তারা আমার পক্ষ থেকে সঙ্গী হওয়ারও নয়!

৪৪. বরং আমিই এদেরকে ও তাদের বাপদাদাদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম- যতক্ষণ না তাদের সামনে তাদের জন্য সেই জীবন-যাপন উঁচু হয়েছিল। এরপর তারা কি দেখে নি এমন যে, আমি সেই ভূমিতে আসি! আমি এর প্রান্তসীমা থেকে কমিয়ে দেই? এরপরও কি তারা পরম বিজয়ী?

৪৫. বল, 'আমি তোমাদেরকে এই সকল ওহি দিয়ে শুধুমাত্র সতর্ক করি'। কিন্তু তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন সেই সকল বধির এই ডাক শুনতে পারে না!

৪৬. এবং যদি তাদেরকে তোমার রবের শাস্তি থেকে এক ফুৎকার স্পর্শ করে, নিশ্চিত তারা বলবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয়ই আমরা- আমরা ছিলাম জালিম'!

৪৭. এবং আমি পরম কিয়ামত দিনের জন্য পরম ন্যায়বিচারের পরম মানদণ্ড স্থাপন করব। এরপর কোনো ব্যক্তিকে কোনো কিছুতেই জুলুম করা হবে না; এবং যদি পরিমাপে সরিষার থেকে একটি দানাও হয়, আমি এর সাথে নিয়ে আসব; এবং আমিই যথেষ্ট এক হিসাবকারী।

৪৮. এবং অবশ্যই আমি মূসা ও হারূনকে সকল সাবধানীর জন্য সেই ফুরকান এবং এক জ্যোতি ও এক উপদেশ দিয়েছিলাম।

৪৯. তারাই- যারা পরম অদৃশ্যসহ তাদের রবকে ভয় করে; এবং তারা পরম সময়ের মধ্য থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত।

৫০. এবং এ উপদেশ আশীর্বাদপুষ্ট। আমিই তা নাজিল করেছি। এরপরও কি তোমরা তার প্রতি প্রত্যাখ্যানকারী?

রুকূ ৫

৫১. এবং অবশ্যই আমি আগে থেকেই ইবরাহীমকে তার সঠিক পথ দিয়েছিলাম; এবং আমি তার প্রতি জ্ঞাত ছিলাম।

৫২. যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলল, 'এই সকল মূর্তি কিসের- তোমরা যাসহ এর প্রতি নিবেদিত'!

৫৩. তারা বলল, 'আমরা আমাদের বাপদাদাদেরকে এর প্রতি দাসত্বকারী পেয়েছি'।

৫৪. সে বলল, 'অবশ্যই তোমরা পরিষ্কার এক বিভ্রান্তির মধ্যে আছ- তোমরা ও তোমাদের বাপদাদারা'।

৫৫. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে পরম সত্যসহ এসেছ; অথবা তুমি সেই খেলাধুলোকারীদের মধ্যে'?

৫৬. সে বলল, 'বরং তোমাদের রব- এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর রব। তিনিই একজন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং আমি তারই উপর সকল সাক্ষীর মধ্যে'।

৫৭. 'এবং শপথ আল্লাহর! তোমরা ফিরে গেলে- পিছনে ফেরতগামী, আমি তার পরবর্তীতে তোমাদের মূর্তিগুলোকে নিশ্চিত কৌশল করব'।

৫৮. এরপর সে তাদের জন্য বড়টিকে ছাড়া তাদেরকে এক খণ্ড-বিখণ্ড বানাল- যাতে তারা এর দিকে ফিরে আসতে পারে।

৫৯. তারা বলল, 'কে আমাদের ইলাহগুলোর প্রতি এমন করল? নিশ্চয়ই সে নিশ্চিত সকল জুলুমকারীর মধ্যে'।

৬০. তারা বলল, 'আমরা তার প্রতি শুনেছি- এক যুবক তাদেরকে উল্লেখ করছিল। তাকে বলা হয় ইবরাহীম'।

৬১. তারা বলল, 'এরপর সকল মানুষের চোখের সামনে তাকেসহ আস, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে'।

৬২. তারা বলল, 'তুমিই কি আমাদের ইলাহগুলোর প্রতি এ করেছ'- 'ও ইবরাহীম'?

৬৩. সে বলল, 'বরং তাদের এই বড়টিই তা করেছে। যদি তারা কথা বলতে পারত- এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর'।

৬৪. এরপর তারা তাদের নিজেদের দিকে ফিরল। এরপর বলল, 'নিশ্চয়ই তোমরা- তোমরাই সেই জালিম'।

৬৫. তারপর তারা তাদের সামনে মাথা ফেরাল, 'অবশ্যই তুমি জান এগুলো কথা বলতে পারে না'।

৬৬. সে বলল, 'যে এক কিছুতেই তোমাদের উপকার করতে পারে না এবং সে তোমাদের ক্ষতিও করতে পারে না- এরপরও কি তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে তার দাসত্ব করবে'?

৬৭. 'তোমাদের প্রতি এবং তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যার দাসত্ব করছ তার প্রতি ধিক! এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার করবে না'?

৬৮. তারা বলল, 'তাকে পুড়িয়ে দাও; এবং তোমাদের ইলাহগুলোকে সাহায্য কর- যদি তোমরা কর্মী হও'।

৬৯. আমি বললাম, 'ও আগুন! ইবরাহিমের উপর এক শীতল ও এক শান্তি হয়ে যাও'।

৭০. এবং তারা তার প্রতি এক কৌশল চেয়েছিল! এরপর আমি তাদেরকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত বানিয়ে দিলাম।

৭১. এবং এই বিশ্ব জগতের জন্য- এর মধ্যে যা আমি আশীর্বাদপুষ্ট করেছি, আমি তাকে ও লূতকে সেই ভূমির দিকেই রক্ষা করলাম।

৭২. এবং আমি তার জন্য ইস্হাক ও ইয়া'কূবকে এক অতিরিক্ত দান করেছি; এবং আমি প্রত্যেককেই সৎকর্মশীল বানিয়েছিলাম।

৭৩. এবং আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম। তারা আমার আদেশের প্রতি পথ দেখাত; এবং আমি তাদের কাছে সকল কল্যাণকর বিষয় কার্যকরণে ও 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতি الصَّلَاةِ) স্থাপনে এবং সেই জাকাত প্রদানে ওহি করেছিলাম; এবং তারা আমার প্রতিই দাসত্বকারী ছিল।

৭৪. এবং লূত! আমি তাকে এক বিচক্ষণতা ও এক জ্ঞান দিয়েছিলাম; এবং যারা সেই চরম নিকৃষ্ট কাজ করছিল, আমি তাকে সেই জনপদের মধ্য থেকে রক্ষা করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা- তারা মন্দ এক সম্প্রদায় ছিল, নিশ্চিত অবাধ্য।

৭৫. এবং আমি তাকে আমার রহমতের মধ্যে রেখেছিলাম। নিশ্চয়ই সে সকল সৎকর্মশীলের মধ্যে।

রুকূ ৬

৭৬. এবং নূহ্! আগে থেকে যখন সে ডেকেছিল, এরপর আমি তার প্রতি সাড়া দিলাম; এবং আমি তাকে ও তার পরিবারকে চরম কঠিন সেই দুর্যোগের মধ্য থেকে রক্ষা করেছিলাম।

৭৭. এবং যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলত- আমি তাকে সেই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সাহায্য করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা- তারা মন্দ সম্প্রদায় ছিল। এরপর আমি তাদের সকলকে একত্রে ডুবিয়ে দিলাম।

৭৮. এবং দাউদ ও সুলায়মান! যখন তারা দু'জনে সেই শস্যক্ষেত সম্পর্কে হুকুম দিচ্ছিল, যখন তার মধ্যে সেই সম্প্রদায়ের ভেড়ার পাল ঢুকেছিল- আমি তখন তাদের হুকুমের প্রতি সাক্ষী ছিলাম।

৭৯. এরপর আমি সুলায়মানকে 'এ' বুঝিয়ে দিলাম; এবং আমি প্রত্যেককে এক বিচক্ষণতা ও এক জ্ঞান দিলাম; এবং আমি সেই পাহাড়-পর্বতকে দাউদের প্রতি অধীন করে দিয়েছিলাম। তারা আমার মাহাত্ম্য ঘোষণা করতে থাকত; এবং সকল পাখিরাও। আমিই ছিলাম কর্তা।

৮০. এবং আমি তাকে তোমাদের জন্য এক বর্ম নির্মাণের শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে এ তোমাদেরকে তোমাদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে রক্ষা করতে পারে। এরপরও কি তোমরা কৃতজ্ঞ?

৮১. এবং সুলায়মানের জন্য সেই এক উদ্দাম বাতাস- যা তার আদেশসহ সেই ভূমির দিকে প্রবাহিত হতো। আমি এর মধ্যে সেই যা আশীর্বাদপুষ্ট করেছিলাম; এবং আমি সকল কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত।

৮২. এবং সেই শয়তানদের মধ্যে যারা তার জন্য ডুব দিত; এবং তারা তারই পাশাপাশি এক কাজ করতে থাকত; এবং আমিই তাদের জন্য হেফাজতকারী ছিলাম।

৮৩. এবং আইউব! যখন সে তার রবকে ডেকেছিল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমাকে চরম দুর্দশা ছুঁয়েছে; এবং আপনি দয়াময়, পরম দয়ালু'!

৮৪. এরপর আমি তার প্রতি সাড়া দিলাম; এবং আমি তার প্রতি যা দুর্দশা থেকে, তা সরিয়ে দিলাম; এবং আমি তাকে তার পরিবার-পরিজন দিলাম; এবং আমার কাছ থেকে তাদের সাথে তার মতোই এক রহমত; এবং সেই দাসদের জন্য উপদেশও।

৮৫. এবং ইসমাঈল ও ইদ্‌রীস এবং যুল-কিফ্‌ল- প্রত্যেকেই পরম ধৈর্যশীলদের মধ্যে।

৮৬. এবং আমি তাদেরকে আমার রহমতের মধ্যে রেখেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা সকল সৎকর্মশীলের মধ্যে।

৮৭. এবং সেই জুন-নূন! যখন সে বের হয়ে গেল- এক রাগান্বিত। এরপর সে ধারণা করল যে, আমি তার উপর কখনই সিদ্ধান্ত নেব না। এরপর সে সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে ডাকল যে, 'নেই ইলাহ আপনি ছাড়া! আপনিই সুমহান! নিশ্চয়ই আমি- আমি সকল জালিমের মধ্যে হয়েছি'।

৮৮. এরপর আমি তার প্রতি সাড়া দিলাম; এবং আমি তাকে সেই দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করলাম; এবং আমি সকল বিশ্বাসীকে সেইরকমই রক্ষা করি।

৮৯. এবং জাকারিয়া! সে যখন তার রবকে ডেকেছিল, 'ও আমার রব! আপনিই যখন সকল উত্তরাধিকারিত্বে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে এক একাকী ছেড়ে রাখবেন না'।

৯০. এরপর আমি তার প্রতি সাড়া দিলাম; এবং আমি তার জন্য ইয়াহ্‌ইয়াকে দিলাম; এবং আমি তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্য করলাম। নিশ্চয় তারা সকল কল্যাণকর কাজের মধ্যে দ্রুত ছিল। তারা আমাকে এক আশায় ও এক শঙ্কায় ডাকত; এবং তারা ছিল আমার প্রতি বিনীত।

৯১. এবং সেই নারী! সে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। এরপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম; এবং আমি তাকে ও তার পুত্রকে এই বিশ্ব জগতের জন্য এক আয়াত বানিয়েছিলাম।

৯২. নিশ্চয়ই এ তোমাদের জাতি, এক জাতিই- একমাত্র; এবং আমিই তোমাদের রব। এরপর আমারই দাসত্ব কর।

৯৩. কিন্তু তারা তাদের মাঝের বিষয়গুলোতে বিচ্ছিন্ন হলো। আমার কাছেই তাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যাবর্তন।

রুকূ ৭

৯৪. এরপর যারা সকল সৎকাজের পক্ষ থেকে করে ও তারা বিশ্বাসী- এরপর তার প্রচেষ্টার প্রতি অগ্রাহ্য নয়; এবং নিশ্চয়ই আমি তার জন্য লেখক।

৯৫. এবং হারাম জনপদের উপর- আমি এ ধ্বংস করেছি। তারা এমন যে, তারা ফিরে আসতে পারবে না-

৯৬. ততক্ষণ পর্যন্ত না, যতক্ষণ না ইয়া'জূজ ও মা'জুজকে খুলে দেওয়া হবে; এবং তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে ছুটে আসবে।

৯৭. তখন সকল ওয়াদার পরম সত্য কাছাকাছি হবে। এরপর লক্ষ্য কর! যারা অস্বীকার করত, তাতে তাদের চোখগুলো স্থির: 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয়ই আমরা এ থেকে উদাসীনতার মধ্যে ছিলাম; বরং আমরা জালিম ছিলাম'।

৯৮. নিশ্চয়ই তোমরা এবং তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যাদের দাসত্ব কর- তারা জাহান্নামের জ্বালানি। তোমরা এর প্রতিই অগ্রায়সরমান।

৯৯. যদি এগুলো ইলাহা হতো, তারা এতে এগিয়ে আসতে না; এবং প্রত্যেকেই এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

১০০. তাদের জন্য এর মধ্যে আর্তনাদ; এবং তারা এর মধ্যে শুনতেও পারবে না।

১০১. নিশ্চয়ই তাদের যারা অগ্রগামী হয়েছে- তাদের জন্য আমার থেকে পরম উত্তম। তারাই এর থেকে দূরবর্তী।

১০২. তারা এর ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না; এবং তারা তাদের নিজেদেরকে তার মধ্যে এক স্থায়ী বসতকারীর আকাঙ্ক্ষা করবে।

১০৩. তাদেরকে সেই চরম গুরুতর আতঙ্ক বিষাদক্লিষ্ট করবে না; এবং তাদের সাথে সেই ফেরেশতারা সাক্ষাৎ করবে: 'এই তোমাদের দিন, তোমরা তার যাতে ছিলে। তোমাদেরকে যার ওয়াদা করা হয়েছিল'।

১০৪. আমি একদিন এই আকাশ কিতাবের পাতার জন্য গুটানো সেই পোড়ামাটির মতোই গুটিয়ে ফেলব। আমি যেমন শুরু করেছিলাম প্রথম সৃষ্টি- আমি তার পুনরাবৃত্তি করব। আমার উপর এক ওয়াদা। নিশ্চয়ই আমি- আমি কর্মপরায়ণ।

১০৫. এবং আমি অবশ্যই এই গ্রন্থের মধ্যে সকল উপদেশের পরবর্তী থেকে লিখে দিয়েছি এমন যে, 'এই পৃথিবী- আমার পরম সৎকর্মশীল দাসেরা এর উত্তরাধিকারী হবে'।

১০৬. নিশ্চয়ই এর মধ্যেই দাসত্বকারী সম্প্রদায়গুলোর জন্য নিশ্চিত এক পৌঁছানো।

১০৭. এবং আমি তোমাকে এই বিশ্বজগতের জন্য এক রহমত ছাড়া পাঠাই নি।

১০৮. বল, 'আমার কাছে এ ওহি হয়েছে শুধুমাত্র তা এমন যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ- একমাত্র। এরপর কি তোমরা মুসলিম'?

১০৯. এরপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়; এরপর বল, 'আমি তোমাদেরকে এক সাম্যের উপর ঘোষণা দিয়েছি; এবং আমি জানি না তোমাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছে, তা কাছাকাছি অথবা দূরে'!

১১০. 'নিশ্চয়ই তিনি সকল কথার মধ্য থেকে সকল জাহিরকৃত জানেন; এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর'।

১১১. 'এবং আমি জানি না, সম্ভবত এ তোমাদের জন এক পরীক্ষা; এবং এক সময়ের জন্য এক ভোগসামগ্রী হতে পারে'।

১১২. সে বলল, 'ও আমার রব! পরম সত্যসহ হুকুম দিয়ে দেন; এবং তারা যা বর্ণনা করে- আমাদের রব তার উপরে পরম দয়াময়, পরম সহায়স্থল'।

২২. সূরা হাজ্জ

৭৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. 'ও তোমরা এই মানুষ! তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয়ই সেই সময়ের ঝাঁকুনি কঠিন এক কিছু!

২. একদিন তোমরা এ দেখবে। প্রত্যেক বুকের দুধ দানকারী মা যাকে সে দুধ দিচ্ছিল তাকে ভুলে যাবে; এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার বোঝা গর্ভপাত করে ফেলবে; এবং তুমি এই মানুষকে নেশাগ্রস্ত দেখবে, যদিও তারা নেশাসহ নয়। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি কঠোর।

৩. এবং এই মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞান ভিন্ন কিছুসহ আল্লাহর সম্পর্কে বিতর্ক করে, তখন তারা প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে।

৪. তার উপর লিখিত হয়েছে- সে এমন যে, যারা তার দিকে মুখ ফেরায়- এরপর সে এমন যে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে; এবং সে তাকে পরম জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে পথ দেখাবে।

৫. 'ও তোমরা এই মানুষ! যদি তোমরা সেই পুনরুত্থানের সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে থাক, এরপর নিশ্চয়ই আমি- আমিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর শুক্রবিন্দু থেকে। তারপর ঝুলন্ত পিণ্ড থেকে। তারপর সৃষ্টি নিশ্চিতকারী ও সৃষ্টি নিশ্চিতকারী-ভিন্ন কিছু মাংস খণ্ডের আকৃতিতে- যাতে আমি তোমাদের জন্য তা পরিষ্কার করতে পারি। আমি তখন তা সেই গর্ভের মধ্যে রাখি। এক নির্দিষ্ট নিরাপদ আধারে এক মেয়াদের দিকে- যা আমি ইচ্ছা করি। তারপর আমি তোমাদেরকে এক শিশু বের করে আনি। তারপর তোমরা তাতে তোমাদের পূর্ণশক্তিতে পৌঁছাতে পার; এবং তোমাদের থেকে যার মৃত্যু ঘটান হয় ও তোমাদের থেকে যাকে নিম্নতম সেই বয়সের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়- সে যাতে পরবর্তী থেকে জ্ঞানের এক কিছুই জানতে পারে না। তুমি এই ভূমিকে এক শুকনো কিছু দেখ। এরপর আমি যখন এর উপর সেই পানি বর্ষণ করি, এ প্রাণবন্ত হয় ও দুলে-ফুলে ওঠে; এবং তাতে প্রত্যেক জোড়া থেকে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য উৎপন্ন হয়।

৬. সেই-ই! এর প্রতি এমন যে, আল্লাহ- তিনিই পরম সত্য; এবং তিনি এমন যে, তিনি সকল মৃতকে জীবন দেন; এবং তিনি এমন যে, তিনি সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

৭. এবং এমন যে, পরম সময় আসবেই। সন্দেহ নেই এর মধ্যে; এবং এমন যে, আল্লাহ সেই যা সকল কবরের মধ্যের তা তুলে আনবেন।

৮. এবং এই মানুষের মধ্যে যে জ্ঞান-ভিন্নই আল্লাহ সম্পর্কে বিরোধ করে, যখন তার এক পথ-নির্দেশ নেই এবং উজ্জ্বল এক কিতাবও নেই-

৯. তার ঘাড় বাঁকিয়ে- যাতে সে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে। তার জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে লাঞ্ছনা; এবং আমি তাকে পরম কিয়ামতের দিনে পরম জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির স্বাদ দেব।

১০. সেই-ই! তোমার হাত যাসহ আগে পাঠিয়েছে; এবং এ এমন যে, আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি জুলুমসহ নন।

রুকূ ২

১১. এবং এই মানুষের মধ্যে যারা এক সন্দেহের উপরে আল্লাহর দাসত্ব করে, এরপর যদি তার উপর কল্যাণ আপতিত হয়- সে তার প্রতি তৃপ্ত হয়; এবং যদি তার উপর কঠিন পরীক্ষা আপতিত হয়- সে তার মুখের উপর ফিরে যায়। সে এই দুনিয়াতে ও পরম আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই-ই! তা পরম পরিষ্কার পরম ক্ষতি।

১২. সে আল্লাহর পাশ থেকে তাকে ডাকে, যে তার ক্ষতি করতে পারে না; এবং সে তার উপকারও করতে পারে না। সেই-ই! তা চরম বিভ্রান্তি- বহু দূরের।

১৩. সে তার তার উপকার থেকে নিশ্চিত তার ক্ষতির নিকটবর্তীকে ডাকে। সেই অভিভাবক নিশ্চিত নিকৃষ্ট হবে; এবং সেই সাথী নিশ্চিত নিকৃষ্ট হবে!

১৪. যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে বাগানে রাখবেন। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ করেন, যা তিনি চান।

১৫. যারা মনে করে যে, আল্লাহ তাকে এই দুনিয়াতে সাহায্য করবেন না এবং পরম আখিরাতেও নয়- এরপর সে এই আকাশের দিকে দড়িসহ বাড়িয়ে দিক, তারপর সে তা বিচ্ছিন্ন করুক। এরপর সে দেখুক- তাকে যা রাগান্বিত করছে, তার সে কৌশল কি তা দূর করেছে?

১৬. এবং সেইরকমই আমি তা নাজিল করেছি- পরিষ্কার প্রমাণ আয়াত; এবং এ এমন যে, আল্লাহ- তিনি যাকে চান, তিনি তাকে পথ দেখান।

১৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করেছে; এবং তাদের যারা ইয়াহূদী হয়েছে ও সকল সাবিয়ী; এবং সকল খ্রিষ্টান ও সকল অগ্নিপূজক; এবং তাদের যারা মুশরিক- আল্লাহ পরম কিয়ামতের দিনে তাদের মাঝে নিশ্চয়ই ফয়সালা করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর সাক্ষী।

১৮. তুমি কি দেখ না এমন যে, আল্লাহ- তাঁর প্রতি সিজ্‌দা করে যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং এই সূর্য ও এই চাঁদ এবং সকল নক্ষত্র ও সকল পাহাড়-পর্বত এবং সকল গাছ-গাছালি ও সকল প্রাণীও; এবং এই মানুষের মধ্য থেকে অনেকেই? এবং তাদের অনেকের উপরই চরম শাস্তি সত্য হয়েছে; এবং আল্লাহ যাকে হীন করেন, এরপর তার জন্য সম্মানদাতা থেকে নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ করেন- যা তিনি ইচ্ছা করেন।

১৯. এ দু'টি বিবাদমান পক্ষ তাদের রবের সম্পর্কে বিবাদ করে। এরপর তাদের যারা অস্বীকার করে- তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। তাদের জন্য পোশাকগুলো আগুন থেকে। তাদেরকে তাদের মাথায় উর্ধ্ব থেকে চরম ফুটন্ত পানি ঢালা হবে।

২০. তা দিয়ে যা তাদের পেটের মধ্যে- তা গলানো হবে; এবং তাদের চামড়াও।

২১. এবং তাদের জন্য লোহা থেকে খোঁচানোর দণ্ড!

২২. তারা প্রতিবার চাইবে যে, তারা এর দুর্ভোগ থেকে বের হয়ে আসবে। তাদেরকে এর মধ্যেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে, 'স্বাদ নাও এই জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির'।

রুকূ ৩

২৩. যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে নিশ্চয়ই বাগানগুলোতে রাখবেন। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তাদেরকে এর মধ্যে সোনা ও মুক্তার বালা থেকে অলংকৃত করা হবে।

২৪. এবং তারা 'সকল কথার' মধ্য থেকে পরম ভালোর দিকে পথপ্রাপ্ত হয়েছিল; এবং তারা পরম প্রশংসিতের পথের দিকে পথপ্রাপ্ত হয়েছিল।

২৫. এবং নিশ্চয়ই তাদের যারা অস্বীকার করে এবং যারা আল্লাহর পথ ও এই মসজিদ আল-হারাম থেকে বাধা দেয়- এর মধ্যের পরম নিবেদিতজন ও সেই ভ্রমণকারীদের- সেই যা আমি সকল মানুষের জন্য এক সমান বানিয়েছি; এবং যারা তার মধ্যে জুলুমসহ ভ্রষ্টতা চাইতে থাকে- আমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ দেব।

রুকূ ৪

২৬. এবং আমি যখন ইবরাহীমের জন্য এই ঘরের স্থান ঠিক করে দিলাম যে, 'আমার সাথে এক কিছুই শরীক করবে না; এবং আমার ঘরকে সকল তওয়াফকারী ও সকল দণ্ডায়মানের জন্য এবং সকল রুকূকারী ও সকল সিজ্‌দাকারীর জন্য পবিত্র রাখবে'।

২৭. 'এবং সকল মানুষের মধ্যে এই হজ্জের প্রতি আজান দাও। তারা তোমার কাছে দূর দূরান্তের প্রশস্ত পথ থেকে, পায়ে হেঁটে এবং প্রত্যেক ক্ষীণকায় উটের উপর আসবে'।

২৮. 'যাতে তারা সাক্ষী হতে পারে; এবং যাতে তারা তাদের জন্য উপকারগুলো পরিদর্শন করতে পারে; এবং যাতে তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ সকল আনআম থেকে যে রিজিক দিয়েছেন, তারা তার উপর সর্বজন জানা দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উল্লেখ করতে পারে। এরপর তোমরা এ থেকে খাও এবং সকল দুর্দশাগ্রস্তকে ও সকল অভাবগ্রস্তকে খেতে দাও'।

২৯. 'তারপর তারা যেন তাদের কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; এবং তারা যেন তাদের শপথ পূর্ণ করে; এবং তারা যেন সুপ্রাচীন এই ঘরের প্রতি তাওয়াফ করে'।

৩০. সেই-ই! এবং যে আল্লাহর পবিত্র রীতি-নীতিকে সম্মান করে, এরপর তার জন্য তার রবের কাছে তাই-ই কল্যাণকর; এবং তোমাদের জন্য সকল আনআম বৈধ করা হয়েছে- তা ছাড়া, তোমাদের সামনে যা পাঠ করা হয়েছে। এরপর সেই কদর্যতার মধ্যের সকল উপাস্যকে বর্জন কর; এবং চরম মিথ্যা কথনের কথাগুলোও বর্জন কর।

৩১. আল্লাহর প্রতি সরাসরি হও- তাঁর সাথে শরীক ভিন্ন; এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে- এরপর এমন যে, সে তার মতো- যে এই আকাশের মধ্য থেকে পড়ে গেল। এরপর তাকে কোনো পাখি ছিনিয়ে নিল; অথবা প্রচণ্ড বাতাস তাকেসহ বহু দূরের এক স্থানের মধ্যে উড়ে গেল।

৩২. সেই-ই! এবং যারা আল্লাহর 'নিয়ম-নীতির' (شَعَائِرَ শাআ'ইরা) সম্মান করে, এরপর নিশ্চয়ই 'এ' সেই অন্তরের সাবধানতা থেকেই।

৩৩. তোমাদের জন্য এর মধ্যে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত উপকারিতা। এরপর সুপ্রাচীন সেই ঘরের কাছে এ উৎসর্গকৃত।

রুকূ ৫

৩৪. এবং আমি প্রত্যেক জাতির জন্য এক নিয়ম-নীতি বানিয়েছি, যাতে তারা তিনি তাদেরকে চতুষ্পদী সেই আনআম থেকে যে রিজিক দিয়েছেন- তার উপর আল্লাহর নামগুলো স্মরণ করতে পারে; এবং তিনিই তোমাদের ইলাহ- একমাত্র ইলাহ। এরপর তাঁরই প্রতি মুসলিম হও; এবং সকল বিনীতকে সুসংবাদ দাও-

৩৫. তাদের তারা- যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তাদের হৃদয় শঙ্কিত হয়; এবং তাদেরকে যার উপর আঘাত করা হয়, তারা তাতে পরম ধৈর্যশীল; এবং তারা 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةِ) স্থাপনকারী; এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তারা তার থেকে ব্যয় করে।

৩৬. এবং আল্লাহর 'নিয়ম-নীতি' (شَعَائِر শাআ'ইরি) থেকেই সকল পশু। আমি তোমাদের জন্য তাদেরকে বানিয়েছি। এর মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ। এরপর সারিবদ্ধ তাদের উপর আল্লাহর নাম স্মরণ কর; এবং যখন এ এর পাশে পড়ে যায়, তারপর এ থেকে খাও; এবং চরম অভাবী অপ্রার্থীকে অথবা চরম অভাবী প্রার্থীকে খাওয়াও। আমি তাদেরকে তোমাদের জন্য সেইরকমই অধীন করে দিয়েছি- যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

৩৭. এর মাংস কখনই আল্লাহতে পৌঁছায় না; এবং এর রক্তও নয়; কিন্তু তোমাদের থেকে তাঁর কাছে 'পরম সেই সাবধানতা' পৌঁছায়। তিনি তাদেরকে তোমাদের জন্য সেইরকমই অধীন করেছেন- যাতে তোমরা আল্লাহর বিশালত্ব ঘোষণা করতে পার। তিনি তোমাদেরকে তার উপরই পথ দেখিয়েছেন; এবং সকল উত্তমকর্মশীলকে সুসংবাদ দাও।

৩৮. নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে- আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করে থাকেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো অস্বীকারকারী বিশ্বাসঘাতককে পছন্দ করেন না।

রুকূ ৬

৩৯. যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে- তাদের জন্যও অনুমতি দেওয়া হলো। তাদের প্রতি এমন যে, তাদেরকে জুলুম করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করার উপর নিশ্চিত সিদ্ধান্তদাতা।

৪০. তাদেরকে সত্য ভিন্নই কিছুসহ তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া যে, তারা বলেছিল- 'আল্লাহ আমাদের রব'; এবং আল্লাহ যদি না এই মানুষের তাদের এককে দিয়ে অন্যদের প্রতিকার করতেন; নিশ্চিত খ্রিষ্টান সংসারবিরাগীদের উপাসনাস্থান ও গির্জা এবং ইয়াহ্দীদের উপাসনালয় (ওয়া-স্বালাওয়াতুন وَصَلَوَاتٌ) ও মসজিদগুলো ধ্বংস হয়ে যেত। এগুলোর মধ্যেই আল্লাহর নাম প্রচুর স্মরণ করা হয়; এবং আল্লাহ তাকে নিশ্চিত সাহায্য করবেন- যারা তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিশ্চিত শক্তিমান, ক্ষমতাশালী।

৪১. তারাই- আমি যদি এই পৃথিবীর মধ্যে 'তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করি' (মাকান্নাহুম مَّكَّنَّاهُمْ), তারা 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) 'স্থাপন করবে' (আক্বামু أَقَامُوا: দাঁড়াবে) ও সেই জাকাত প্রদান করবে; এবং তারা সকল ন্যায়ের প্রতি আদেশ দেবে ও তারা সকল দুষ্ট কর্ম থেকে নিষেধ করবে; এবং আল্লাহর প্রতিই এই সকল বিষয়ের পরিণাম।

৪২. এবং তারা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে, এরপর অবশ্যই তাদের আগে নূহ ও আদ এবং সামূদের সম্প্রদায়গুলো মিথ্যা বলেছিল-

৪৩. এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় ও লূতের সম্প্রদায়ও-

৪৪. এবং মাদ্ইয়ানের সাথীরাও; এবং মূসাকেও মিথ্যা বলা হয়েছিল। এরপর আমি এই সকল অস্বীকারকারীর জন্য অবকাশ দিয়েছিলাম। তারপর আমি তাদেরকে ধরেছিলাম। তখন কেমন ছিল আমার প্রত্যাখ্যান?

৪৫. যখন তারা জুলুম করছিল, আমি তখন সেই জনপদগুলো থেকে এর কতজনকে ধ্বংস করেছিলাম? এরপর তারা এর আসনের উপর পতিত; এবং কূপগুলো ও সুউচ্চ প্রাসাদগুলো পরিত্যক্ত।

৪৬. এরপর কি তারা এই পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ করে না? এরপর কি তাদের অন্তর এর প্রতি তাদের জন্য আকল ব্যবহারকরণে থাকে না? অথবা কি তাদের কানগুলো এর প্রতি শুনতে পারাতে? এরপরও নিশ্চয়ই এতে সেই চোখগুলো অন্ধ হয় না, কিন্তু অন্ধ হয় সেই হৃদয়- যা তাদের সেই বুকের মধ্যে।

৪৭. এবং তারা তোমাকে সকল শাস্তির প্রতি তড়িঘড়ি করতে বলে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর ওয়াদা কখনই খেলাপ করেন না; এবং নিশ্চয়ই তোমার রবের কাছের এক দিন- তোমরা যা গণনা কর তার থেকে হাজার বছরের মতোই।

৪৮. এবং তারা যখন এর প্রতি জুলুমকারী, আমি তখন সেই জনপদগুলো থেকে কতজনকে অবকাশ দিয়েছি? তারপর আমি একে ধরেছিলাম; এবং আমার কাছেই চূড়ান্ত গন্তব্য।

রুকূ ৭

৪৯. বল, 'ও তোমরা এই মানুষ! আমি তোমাদের জন্য শুধুমাত্র পরিষ্কার সতর্ককারী'।

৫০. এরপর তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- তাদের জন্য এক ক্ষমা ও সম্মানজনক এক রিজিক।

৫১. এবং তাদের যারা আমার আয়াত সম্পর্কে পলায়ণকারীর চেষ্টা চালায়, তারাই সেই জাহান্নামের সাথী।

৫২. আমি তোমার আগে থেকেই রাসূলদেরকে পাঠাই নি এবং নবীদেরকেও নয়- এ ছাড়া যে, যখনই তারা কথা বলেছে- সেই শয়তান তার 'বলা কথা'-এর মধ্যে ছুড়ে দিয়েছে। এরপর সেই শয়তান যা ছুড়ে দেয়- আল্লাহ তা মুছে দেন। তারপর আল্লাহ তাঁর আয়াতকে 'হুকুম করে দেন' (ইউহ্‌কিমূ يُحْكِمُ: স্থায়ী করে দেন); এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ-

৫৩. যাতে তিনি সেই শয়তান তাতে যা ছুড়ে দেয় তা তাদের জন্য এক পরীক্ষা বানাতে পারেন- যাদের অন্তরের মধ্যে অসুখ ও যাদের অন্তর চরম কঠিন; এবং নিশ্চয়ই সকল জালিম নিশ্চিত বিস্তর মতভেদের মধ্যে।

৫৪. এবং যাতে তিনি যাদেরকে এই পরম জ্ঞান দেওয়া হয়েছে- তাদেরকে জানাতে পারেন তা এমন যে, তোমার রবের থেকেই পরম সত্য। এরপর তারা তার প্রতি বিশ্বাস করতে থাকুক। এরপর তাদের অন্তর তার প্রতি অনুগত হোক; এবং নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদেরকে নিশ্চিত সরল সোজা পথের প্রতি পথ দেখান।

৫৫. কিন্তু যারা অস্বীকার করে, তারা 'তার থেকে' এক সন্দেহ সম্পর্কে কখনই থামবে না, যতক্ষণ না তাদের কাছে এক আকস্মিকভাবে পরম সময় আসে; অথবা তাদের কাছে আসে বন্ধ্যা একদিনের শাস্তি।

৫৬. সেই দিন আল্লাহরই জন্যই পরম সার্বভৌমত্ব। তিনি তাদের মাঝে হুকুম দেবেন। এরপর যারা বিশ্বাস করেছিল ও সকল সৎকাজ করেছিল, তারাই পরম নিয়ামতের পরম বাগানগুলোর মধ্যে।

৫৭. এবং তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি অস্বীকার করেছিল ও মিথ্যা বলেছিল, এরপর তারাই- তাদের জন্য হীনতম শাস্তি।

রুকূ ৮

৫৮. এবং তাদের যারা আল্লাহর পথের মধ্যে হিজরত করেছে তারপর নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে- আল্লাহ তাদেরকে নিশ্চিত রিজিক দেবেন। এক উত্তম রিজিক; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনি নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ পরম রিজিকদাতা।

৫৯. তিনি তাদেরকে নিশ্চিত এক প্রবেশ দ্বারে প্রবেশ করাবেন। তারা তাতে সন্তুষ্ট হবে- তাতেই; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ নিশ্চিত জ্ঞাত, সহনশীল।

৬০. সেই-ই! এবং কাউকে যে পরিণতি করা হয়, সে তার প্রতি তেমনসহই প্রতিশোধ নেয়। তারপরও তাকে নির্যাতন করা হলে, আল্লাহ তাকে তার উপর নিশ্চিত সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিশ্চিত পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।

৬১. সেই-ই! তার প্রতি এমন যে, আল্লাহ প্রতি রাতকে- প্রতিদিনের মধ্যে প্রবেশ করান; এবং তিনি প্রতি দিনকে- প্রতি রাতের মধ্যে প্রবেশ করান; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রোতা, দ্রষ্টা।

৬২. সেই-ই! তাঁর প্রতি এমন যে, আল্লাহ- তিনি পরম সত্য; এবং এমন যে, তারা তাঁর পাশ থেকে যাকে ডাকে- তা চরম মিথ্যা কথন; এবং এমন যে, আল্লাহ- তিনি পরম সমুচ্চ, পরম শ্রেষ্ঠ।

৬৩. তুমি কি দেখ না এমন যে, আল্লাহ এই আকাশের মধ্য থেকে পানি বর্ষণ করেন, এরপর এই পৃথিবী তাতে এক শ্যামল-সবুজ হয়ে যায়? নিশ্চয়ই আল্লাহ নিশ্চিত সূক্ষ্মদর্শী, অবগত।

৬৪. তাঁর জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ- নিশ্চিত তিনি পরম অভাবমুক্ত, পরম প্রশংসিত।

রুকূ ৯

৬৫. তুমি কি দেখ না এমন যে, যা এই পৃথিবীর মধ্যে- আল্লাহ তা তোমাদের জন্য অধীন করে দিয়েছেন; এবং তাঁর আদেশসহ সকল নৌকা সেই সমুদ্রের মধ্যে বয়ে যায়; এবং তিনিই এই আকাশ ধরে রেখেছেন, যেন না এই পৃথিবীর উপর ঘটনা ঘটে? নিশ্চয়ই আল্লাহ এই মানুষের প্রতি নিশ্চিত ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু।

৬৬. এবং তিনি- যিনি একজন তোমাদেরকে জীবন দিয়েছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তারপর তিনিই তোমাদেরকে জীবন দেবেন। নিশ্চয়ই এই মানুষ নিশ্চিত অস্বীকারকারী।

৬৭. আমি প্রত্যেক জাতির জন্য 'এক কর্মপদ্ধতি' (মানসাক্বান مَنْسَكًا) বানিয়েছি। তারা সে কর্মপদ্ধতিতে চলবে। এরপর তুমি যখন তাদেরকে এই সকল আদেশ সম্পর্কে তোমার রবের দিকে ডাকবে, তারা তোমার সঙ্গে মতবিরোধ করতে পারে না। নিশ্চয়ই তুমি নিশ্চিত সরল-সোজা এক পথ নির্দেশের উপর।

৬৮. এবং যদি তারা তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে; এরপর বল, 'তোমরা যা করছ- আল্লাহই তার প্রতি অধিক জানেন'।

৬৯. 'তোমরা যে সম্পর্কে মতভেদকরণে আছ, আল্লাহ পরম কিয়ামতের দিনে তার সম্পর্কে তোমাদের মাঝে হুকুম দিয়ে দেবেন'।

৭০. তুমি কি জান না তা এমন যে, আল্লাহ জানেন যা এই আকাশ ও এই পৃথিবীর মধ্যে? নিশ্চয়ই তাই কিতাবের মধ্যে। নিশ্চয়ই আল্লাহর উপর তা সহজ।

৭১. কিন্তু তারা আল্লাহর পাশের থেকে দাসত্ব করতে থাকে। তিনি কখনই তার প্রতি এক দলিল নাজিল করেন নি; এবং তাদের জন্য তাঁর প্রতি তা জ্ঞানও নেই; এবং এই সকল জালিমের জন্য সাহায্যকারীদের থেকে নেই।

৭২. এবং তাদের সামনে যখন আমার পরিষ্কার প্রমাণ আয়াত পাঠ করা হয়- তুমি খেয়াল কর যে, তাদের যারা অস্বীকার করে তাদের মুখমণ্ডলের মধ্যে চরম বিরক্তি। তাদের সামনে যারা আমার আয়াত পাঠ করতে থাকে, তারা তাদের প্রতি আক্রমণ করার কাছাকাছি হয়। বল, 'আমি কি এরপর তোমাদেরকে তারই থেকে মন্দসহ খবর দেব? এবং যারা অস্বীকার করে- আল্লাহ তাদেরকে পরম আগুনের ওয়াদা করেছেন। তখন সেই গন্তব্য নিকৃষ্ট হবে।

রুকূ ১০

৭৩. 'ও তোমরা এই মানুষ! এক উদাহরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে, এরপর তার প্রতি শোন: 'নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যাদেরকে ডাক, তারা

কখনই এক মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না। এমন কি তারা যদি তার জন্য সকলে একত্র হয়ও; এবং এই মাছি যদি তাদের থেকে এক কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তারা তার থেকে তা ফিরিয়েও আনতে পারবে না। কত দুর্বল এই সকল প্রার্থী ও এই সকল প্রভু'!

৭৪. তারা আল্লাহর মূল্যায়ন করতে পারে না- সত্যিকার তাঁর মূল্যায়ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ নিশ্চিত শক্তিমান, ক্ষমতাবান।

৭৫. আল্লাহ এই ফেরেশতাদের মধ্য থেকে ও এই মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রোতা, দ্রষ্টা।

৭৬. তিনি জানেন, যা তাদের হাতের মাঝে ও যা তাদের পিছনে; এবং আল্লাহর কাছেই সকল বিষয় ফিরে যাবে।

৭৭. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদের রবের দাসত্ব কর এবং রুকূ কর ও সিজ্‌দা কর; এবং সকল কল্যাণকর কাজ কর- যাতে তোমরা সফল হতে পার'।

৭৮. 'এবং আল্লাহর সম্পর্কে কঠোর চেষ্টা করে যাও- সত্যিকার সেই কঠোর চেষ্টা। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন; এবং তিনি তোমাদের উপর এই দ্বীনের মধ্যে অস্বস্তি বানান নি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মতবাদ। তিনি আগে থেকেই তোমাদের নামকরণ করেছেন আল'মুসলিম; এবং এই রাসূল এর মধ্যেই। সে যাতে তোমাদের উপর এক সাক্ষী হতে পারে; এবং তোমরা সকল মানুষের উপর সাক্ষী হতে পার। এরপর পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর ও সেই জাকাত দাও; এবং আল্লাহর প্রতি আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। এরপর পরম এই অভিভাবক তোমাদেরকে নিয়ামত দেন; এবং পরম এই সাহায্যকারীই তোমাদেরকে নিয়ামত দেন।

আঠারোতম পারা

২৩. সূরা মু'মিনূন

১১৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. অবশ্যই সেই বিশ্বাসীরা সফল হবে।

২. তাদের যারা- তারা তাদের যোগাযোগের (স্বালাতিহিম صَلَاتِهِمْ) মধ্যে বিনীত-নম্র।

৩. এবং তাদের যারা- তারা সকল অসার থেকে বিমুখ।
৪. এবং তাদের যারা- তারা সকল জাকাতের প্রতি কর্মপরায়ণ।
৫. এবং তাদের যারা- তারা তাদের লজ্জাস্থানের প্রতি হেফাজতকারী-
৬. তাদের যুগলদের সামনে ছাড়া; অথবা যা তাদের ডানে অধিকারভুক্ত হয়। এরপর নিশ্চয়ই তারা অভিযুক্ত ভিন্ন।
৭. এরপর যে তারই বাইরে চায়, তারপর তারাই- তারা চরম সীমালঙ্ঘনকারী।
৮. এবং তাদের যারা- তারা তাদের আমানত ও তাদের ওয়াদার প্রতি পর্যবেক্ষক।
৯. এবং তাদের যারা- তারা তাদের 'যোগাযোগের বিষয়ের' (স্বালাওয়াতিহিম صَلَوَاتِهِمْ: তাদের সালাতের বিষয়ের) উপর হেফাজত করে থাকে।
১০. তারাই- তারা পরম উত্তরাধিকারী।
১১. তারাই- তারা পরম ফিরদাওসের উত্তরাধিকারী হবে। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।
১২. এবং আমি অবশ্যই এই মানুষকে কাদামাটির উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি।
১৩. তারপর আমি তা এক আঁধারে স্থাপিত এক শুক্রবিন্দু বানিয়েছি।
১৪. তারপর আমি সেই শুক্রবিন্দুকে এক ঝুলন্ত পিণ্ড সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি সেই ঝুলন্ত পিণ্ডকে এক মাংস খণ্ড আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি এই মাংস খণ্ড আকৃতিকে এক হাড়গোড় সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি সেই সকল হাড়-গোড়কে এক মাংসে ঢেকে দেই। তারপর আমি তা অপর এক সৃষ্টিতে গড়ে তুলি। এরপর আল্লাহ- উত্তম সেই স্রষ্টা আশীর্বাদ দান করেন।
১৫. তারপর তোমরা তারই পরবর্তীতে নিশ্চয়ই নিশ্চিত মারা যাবে।
১৬. তারপর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পরম কিয়ামতের দিন উঠিয়ে আনা হবে।
১৭. এবং আমি অবশ্যই তোমাদের ঊর্ধ্বে সাত স্তর সৃষ্টি করেছি; এবং আমি সেই সৃষ্টি সম্পর্কে গাফিল হই না।
১৮. এবং আমি এই আকাশের মধ্য থেকে এক সিদ্ধান্তসহ পানি বর্ষণ করি। এরপর আমি তা এই ভূমির মধ্যে স্থিতিশীল করি; এবং নিশ্চয়ই আমি তাসহ ফিরিয়ে নেওয়ার উপর নিশ্চিত সিদ্ধান্তদাতা।
১৯. এরপর আমি তা দিয়ে তোমাদের জন্য খেজুর গাছ ও আঙ্গুরের থেকে বাগান গড়ে তুলি। তোমাদের জন্য এর মধ্যে প্রচুর ফলমূল; এবং তোমরা তা থেকে খেয়ে থাক।
২০. এবং সিনাই-এর পর্বতমালা থেকে এক গাছ বের হয়ে আসে। খানেওয়ালাদের জন্য তাতে সেই তেল ও মসলাসহ উৎপন্ন হয়।

২১. এবং নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সকল গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে নিশ্চিত এক শিক্ষা। আমি তোমাদেরকে যা তাদের পেটের মধ্যে তার থেকে পান করাই; এবং তোমাদের জন্য এর মধ্যে প্রচুর উপকারিতা; এবং তোমরা এর থেকে খেয়ে থাক।
২২. এবং তোমাদেরকে এর উপরে ও সকল নৌকার উপরে বহন করা হয়।

রুকূ ২

২৩. এবং আমি অবশ্যই নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এরপর সে বলেছিল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দাসত্ব কর। তোমাদের জন্য নেই ইলাহ- তিনি ভিন্ন। তোমরা কি এরপরও সাবধান হবে না'?
২৪. এরপর তার সম্প্রদায় থেকে যারা অস্বীকার করেছিল, তাদের সেই কার্যনির্বাহীরা বলল- 'এ নয় তোমাদের মতই মানুষ ছাড়া। সে তোমাদের সামনে বিশেষ অনুগ্রহ পেতে চাইছে; এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তিনি নিশ্চয়ই এক ফেরেশতাকে নাজিল করতেন। আমরা আমাদের বাপদাদা- সেই পূর্বপুরুষদের মধ্যে এর প্রতি শুনি নি'।
২৫. 'সে এক পুরুষ ছাড়া নয়। তার মধ্যে পাগলামি। এরপর তার সম্পর্কে এক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর'।
২৬. সে বলল, 'ও আমার রব! তারা আমাকে যে মিথ্যুক বলছে, আমাকে তার প্রতি সাহায্য করেন'।
২৭. এরপর আমি তার কাছে ওহি করলাম যে, 'আমার চোখ ও আমার ওহিসহ সেই নৌকা নির্মাণ কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসবে এবং সকল চুলা উথলে উঠবে, এরপর এর মধ্যে প্রতি জোড়া থেকে দুইটি ও তোমার লোকজনকে তুলে নাও- তাদেরকে ছাড়া, তাদের থেকে যাদের উপর সেই কথা অগ্রগামী হয়েছে; এবং যারা জুলুম করেছে তাদের সম্পর্কে আমার উদ্দেশ্য বলবে না। নিশ্চয়ই তারা ডুবন্ত'।
২৮. 'এরপর যখন তুমি ও তোমার সাথে যারা সেই নৌকার উপর আসীন হবে- এরপর বলবে, সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। তিনি একজন আমাদেরকে এই চরম জালিম সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রক্ষা করেছেন'।
২৯. এবং বলবে, 'ও আমার রব! আপনিই যখন পরম শ্রেষ্ঠ নাজিলকারী, আমাকে এক কল্যাণকর অবতরণস্থলে নামিয়ে দেন'।
৩০. নিশ্চয়ই তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত। নিশ্চয়ই আমি নিশ্চিত পরীক্ষক।
৩১. আমি তারপর- তারই পরবর্তী থেকে অপর এক প্রজন্ম গড়ে তুলেছিলাম।
৩২. এবং আমি তাদের থেকেই তাদের মধ্যে এক রাসূল পাঠিয়েছিলাম যে, 'আল্লাহর দাসত্ব কর। তোমাদের জন্য নেই- তিনি-ভিন্ন ইলাহ থেকে। তোমরা কি এরপরও সাবধান হবে না'?

রুকূ ৩

৩৩. এবং আমিই তাদেরকে এই দুনিয়ার এই জীবনে প্রাচুর্যতা দিয়েছিলাম। তারা পরম আখিরাতের সাক্ষাতের প্রতি অস্বীকার করেছিল ও মিথ্যা বলেছিল। তখন তার সম্প্রদায় থেকেই তাদের সেই কার্যনির্বাহীরা বলল, 'এ তোমাদের মতোই এক মানুষ ছাড়া নয়। তোমরা যা থেকে যা খাও- সে তার থেকেই খায়। তোমরা যা পান কর- সে তার থেকেই পান করে'।

৩৪. 'এবং তোমরা যদি তোমাদেরই মতোই এক মানুষকে নিশ্চিত মেনে চল, তোমরা তখন নিশ্চয়ই নিশ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত'।

৩৫. 'সে কি তোমাদেরকে ওয়াদা দেয় যে, তোমরা এমন- তোমরা যখন মৃত এবং তোমরা এক ধুলোকণা ও এক হাড়-গোড় হয়ে যাবে- তোমরা এমন যে, বহির্গমণকারী'?

৩৬. 'তোমাদেরকে যার প্রতি ওয়াদা দেওয়া হয়েছে- দূর! বহূদূর'!

৩৭. 'আমাদের এই জীবন তা ছাড়া নয়- আমরা এই দুনিয়াতেই মরি ও বাঁচি; এবং আমরা পুনরুত্থিতদের সাথে নই'।

৩৮. 'সে এক পুরুষ ছাড়া নয়- যে আল্লাহর উপর এক মিথ্যা আবিষ্কার করেছে; এবং আমরা তার প্রতি বিশ্বাসীদের সাথে নই'।

৩৯. সে বলল, 'ও আমার রব! তারা আমাকে যে মিথ্যুক বলে, আমাকে তার প্রতি সাহায্য করেন'।

৪০. তিনি তার সম্পর্কে অল্পই বললেন, 'নিশ্চিত তারা আক্ষেপকারী হবে'।

৪১. এরপর তাদেরকে পরম সত্যসহ সেই মহানাদ ধরল। আমি তখন তাদেরকে ঝরা পাতার জঞ্জাল বানিয়ে দিলাম। এরপর পরম জালিম সেই সম্প্রদায়ের জন্য এক অন্যত্র-

৪২. তারপর আমি তাদের পর থেকে অপর এক প্রজন্ম গড়েছিলাম।

৪৩. জাতিগুলো থেকে এর মেয়াদ এগিয়ে আসতে পারে না এবং তা পেছানোও যায় না।

৪৪. তারপর আমি একের পর এক আমার রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলাম। যখন এক জাতির এর রাসূল আসে, তারা তাদের প্রত্যেকেরই মিথ্যুক বলে। এরপর আমি তাদের এককে অন্যের অনুসরণ করিয়েছি; এবং আমি তাদেরকে 'অধিক হাদিসের বিষয়'। (আহাদীসা أَحَادِيثَ: অধিক কথার বিষয়, বর্ণনার বিষয়) বানিয়েছি। এরপর এক দূরের সেই সম্প্রদায়ের জন্য- তারাও বিশ্বাস করে না।

৪৫. তারপর আমি আমার আয়াত ও পরিষ্কার দলিলসহ মূসা ও তার ভাই হারূনকে পাঠালাম-

৪৬. ফির'আওন ও তার কর্মধ্যক্ষদের কাছে। এরপর তারা অহংকার করল। তখন তারা উদ্ধত এক সম্প্রদায় ছিল।

৪৭. এরপর তারা বলল, 'আমরা কি আমাদেরই মতোই দুই মানুষের প্রতি বিশ্বাস করব, যখন তাদের উভয়ের সম্প্রদায় আমাদের জন্য দাসত্বকারী'?

৪৮. এরপর তারা তাদেরকে মিথ্যুক বলল। এরপর তারাও সেই ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে ছিল।

৪৯. এবং অবশ্যই আমি মূসাকে সেই কিতাব দিয়েছিলাম- যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হতে পারে।

৫০. এবং আমি মারইয়াম-পুত্র ও তার মাকে এক আয়াত বানিয়েছিলাম; এবং আমি তাদেরকে উঁচু ভূমির দিকে নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাস করিয়েছিলাম। সেই যাতে প্রশান্তি ও ঝরনাধারা ছিল।

রুকূ ৪

৫১. 'ও তোমরা সেই রাসূল! সকল ভালো কিছু থেকে খাও ও এক সৎকাজ কর। তোমরা যাসহ কর- আমি নিশ্চয়ই জ্ঞাত'।

৫২. 'এবং নিশ্চয়ই এ তোমাদের জাতি- একই জাতি, একমাত্র; এবং আমিই তোমাদের রব। এরপর আমাকে ভয় কর'।

৫৩. এরপর তারা তাদের মাঝের এক গ্রন্থে তাদের বিষয়গুলো বিছিন্ন করল। প্রত্যেক অংশই তাদের কাছে যা আছে- তাতে তারা আনন্দ-উল্লাসিত।

৫৪. এরপর এক সময় পর্যন্ত তাদেরকে তাদের বিভ্রান্তির উচ্ছ্বাসে ছেড়ে দাও।

৫৫. তারা কি হিসাব করে তা এমন যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থেকে যাসহ বাড়িয়ে দিয়েছি-

৫৬. আমি কি তাতে তাদের জন্য সকল কল্যাণ সম্পর্কে দ্রুত করেছি? বরং তারা বুঝতে পারে না!

৫৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা- যারা তাদের রবের ভয় থেকে সতর্ক,

৫৮. এবং তাদের যারা- যারা তাদের রবের আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করে,

৫৯. এবং তাদের যারা- যারা তাদের রবের সাথে শরীক করে না,

৬০. এবং তাদের যারা দান করে থাকে- তারা যখন যাতে দান করে, তাদের হৃদয় ভীত-কম্পিত। তারাই এমন যে, তারা তাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।

৬১. তারাই- তারা সকল কল্যাণকর কাজের মধ্যে দ্রুত হয়; এবং তারাই- তাদের জন্যই অগ্রযাত্রা।

৬২. এবং আমি কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্য ছাড়া বোঝা দেই না; এবং আমার কাছেই সেই কিতাব- যা পরম সত্যের প্রতি বলে থাকে; এবং তাদেরকে জুলুম করা হবে না।

৬৩. বরং তাদের অন্তর 'এ' থেকে বিভ্রান্তির উচ্ছ্বাসে; এবং তাদের জন্য 'এর' পাশ থেকেই আমল। সেই-ই! তারা এর জন্যই আমলকারী।

৬৪. ততক্ষণ- আমি যতক্ষণ না তাদের সম্পদশালীদেরকে শাস্তিসহ ধরি। লক্ষ্য কর! তারা সাহায্য চেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে।

৬৫. 'আজ এই দিন সাহায্য চেয়ে কাঁদবে না। নিশ্চয়ই তোমরা আমার থেকে সাহায্য পাবে না'।

৬৬. 'তোমাদের সামনে আমার আয়াত অবশ্যই পঠিত হয়েছিল। এরপরও তোমরা তোমাদের গোড়ালির উপরই ছিলে। তোমরা পিছনে সরে পড়তে'।

৬৭. তোমরা তার প্রতি অহংকারী। উপেক্ষাকরণে এক সামিরি।

৬৮. এরপরও কি তারা 'এই সকল কথা' কখনই উপলব্ধি করে না; অথবা কি তাদের কাছে তা এসেছে, যা তাদের বাপদাদা সেই সকল পূর্বপুরুষের কাছে কখনই আসে নি?

৬৯. অথবা কি তারা তাদের রাসূলকে কখনই চিনতে পারে নি? এরপর তারা তার প্রতি দুষ্ট?

৭০. অথবা তারা কি তার জন্য বলে, 'পাগলামি'? বরং সে তাদের কাছে পরম সত্যসহ এসেছে, যদিও তাদের অধিকাংশই সেই সত্যের প্রতি অপছন্দকারী।

৭১. এবং এই সত্য যদি তাদের খেয়াল-খুশিকে অনুসরণ করত, এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং যা তাদের উভয়ের মধ্যে- তা নিশ্চিত বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে তাদের উপদেশসহ দিয়েছি। এরপর তারা তাদের উপদেশ থেকে পলায়নকারী।

৭২. অথবা তুমি কি তাদেরকে এক খরচের প্রশ্ন করছ? এরপর তোমার রবই খরচে কল্যাণকর; এবং তিনিই কল্যাণকর পরম রিজিকদাতা।

৭৩. এবং তুমি নিশ্চয়ই তাদেরকে নিশ্চিত সরল-সোজা পথের দিকে ডাকছ।

৭৪. কিন্তু যারা পরম আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না- তারা নিশ্চয়ই সেই পথের থেকে নিশ্চিত অপসৃয়মান।

৭৫. এবং যদি আমি তাদেরকে রহমত করতাম; এবং যা তাদের সাথের দুঃখ-দুর্দশা থেকে, আমি তা দূর করে দিতাম- তারা নিশ্চিত তাদের সীমালঙ্ঘনের মধ্যেই অন্ধ হয়েই চালিয়ে যাবে।

৭৬. এবং আমি তাদেরকে অবশ্যই চরম শাস্তিসহ ধরেছিলাম। এরপরও তারা তাদের রবের প্রতি বিনত হলো না; এবং তারা কাতর প্রার্থনাও করে না।

৭৭. ততক্ষণ- আমি যতক্ষণ না তাদের উপর কঠোর শাস্তির এক দরজা খুলে দেই। লক্ষ্য কর! তারা তার মধ্যে হতাশাগ্রস্ত!

রুকূ ৫

৭৮. এবং তিনিই- যিনি একজন তোমাদের জন্য সেই শ্রবণ শক্তি ও সেই দৃষ্টিশক্তি এবং সকল অনুভূতি গড়ছেন। এক অল্পই তোমরা যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭৯. এবং তিনিই- যিনি একজন তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে বহুগুণে করেছেন; এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে সমবেত করা হবে।

৮০. এবং তিনিই- যিনি একজন জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান; এবং তাঁর জন্যই এই রাত ও এই দিনের পরিবর্তন। এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার করবে না?

৮১. বরং তারা বলে- যেমন সেই পূর্বপুরুষেরা বলত,

৮২. তারা বলত, 'কী! যখন আমরা মৃত এবং ধুলোকণা ও হাড় গোড় হয়ে যাব- আমরা কি নিশ্চিত পুনরুত্থিত'?

৮৩. 'আমাদেরকে অবশ্যই এর আগে থেকেই ওয়াদা করা হয়েছে- আমাদেরকে ও আমাদের বাপদাদাদেরকেও। এ সেই পূর্ব-পুরুষদের গাল-গল্প ছাড়া নয়'।

৮৪. বল, 'কার জন্য এই পৃথিবী; এবং কে এর মধ্যে- যদি তোমরা জান'?

৮৫. তারা বলবে, 'আল্লাহর জন্যই'। বল, 'এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'?

৮৬. বল, 'কে এই আকাশমণ্ডলীর- সেই সাতের রব; এবং পরম আর্‌শের রব'?

৮৭. তারা আল্লাহর প্রতিই বলবে। বল, 'এরপরও কি তোমরা সাবধানী হবে না'?

৮৮. বল, 'কার হাত দিয়ে সকল কিছুর সার্বভৌমত্ব; এবং কে তিনি, যিনি তাঁর সামনে রক্ষা করেন, যখন তাঁকে রক্ষা করতে হয় না- যদি তোমরা জান'?

৮৯. তারা আল্লাহর প্রতিই বলবে। বল, 'এরপর তোমরা কীভাবে সম্মোহিত হও'?

৯০. বরং আমি তাদেরকে পরম সত্যসহ দিয়েছি; এবং নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত মিথ্যুক।

৯১. এবং আল্লাহ সন্তান থেকে গ্রহণ করেন নি; এবং তাঁর সাথে ইলাহদের থেকে হতে পারে না। তখন প্রত্যেক ইলাহ যাসহ সে সৃষ্টি করেছে- তা নিশ্চিত নিয়ে যেত; এবং তাদের একে নিশ্চিত অন্যের উপরে উঁচুতে উঠতে চাইতো। তারা যা আরোপ করে, আল্লাহ তার থেকে সুমহান!

৯২. সকল অদৃশ্যের ও সকল প্রকাশ্যের জ্ঞাতা। এরপর তারা যা শরীক করে, তিনি তার থেকে সমুচ্চ।

রুকূ ৬

৯৩. বল, 'ও আমার রব! তাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছে, আপনি যদি আমাকে তা দেখানে চান'-

৯৪. 'ও আমার রব! এরপরও আপনি আমাকে চরম জালিম সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে বানাবেন না'।

৯৫. এবং আমি তাদেরকে যা ওয়াদা করেছি, নিশ্চয়ই আমি তা তোমাকে দেখাতে পারি। আমিই তার উপর নিশ্চিত সিদ্ধান্তদাতা।

৯৬. যা পরম উত্তম তা দিয়ে সকল মন্দকে মোকাবিলা কর। তারা যা আরোপ করে- আমিই তার প্রতি অধিক জানি।

৯৭. এবং বল, 'ও আমার রব! আমি সেই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আপনার প্রতি আশ্রয় চাই'-

৯৮. এবং 'ও আমার রব! আমি আপনার প্রতি আশ্রয় চাই, যেন না তারা আমার কাছে উপস্থিত হয়'।

৯৯. যখন তাদের কারও একজনের সেই মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, 'ও আমার রব! আমাকে ফেরত পাঠান'-

১০০. 'যাতে আমি এক সৎকাজ করতে পারি- আমি সেই যার মধ্যে পিছনে পড়েছিলাম'। কখনই তেমন নয়! নিশ্চয়ই সে এ বলছে- এ এক কথা। তখন তাদের পিছন থেকে তাদের উঠে আসার দিন পর্যন্ত এক অনতিক্রম্য বাধা।

১০১. এরপর যখন পরম শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, এরপর সেই দিন তাদের মাঝে বন্ধন থাকবে না; এবং তারা জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না।

১০২. এরপর যাদের সেই পাল্লা ভারী হবে, এরপর তারাই- তারা পরম সফল।

১০৩. এবং যাদের সেই পাল্লা হাল্কা হবে, এরপর তারাই তারা- যারা তাদের নিজেদেরই ক্ষতি করেছে। তারা জাহান্নামের মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

১০৪. তখন সেই আগুন তাদের মুখমণ্ডল পুড়িয়ে দেবে; এবং তারা এর মধ্যে বীভৎস চেহারার!

১০৫. 'আমার আয়াত কি তোমাদের সামনে কখনই পাঠ করা হয় নি? এরপর তোমরা ছিলে এর প্রতি মিথ্যা বলাতে'।

১০৬. তারা বলবে, 'ও আমাদের রব! যখন আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত এক সম্প্রদায়, আমাদের উপর আমাদের দুর্ভোগ জয়ী হয়েছে'।

১০৭. 'ও আমাদের রব! আমাদেরকে এ থেকে বের করে দিন। এরপর আমরা যদি ফিরে যেতে পারি, এরপর আমরা নিশ্চয়ই জালিম'।

১০৮. তিনি বলবেন, 'আমার প্রতি কথা বলবে না এবং এর মধ্যেই হীন অবস্থায় থাক'।

১০৯. নিশ্চয়ই আমার দাসদের থেকে তাতে একদল ছিল। তারা বলত, 'ও আমাদের রব! আমরা বিশ্বাস করি, এরপর আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন; এবং আমাদেরকে দয়া করেন। আপনিই কল্যাণকর পরম দয়ালু'।

১১০. এরপর তোমরা তাদেরকে এক ঠাট্টা-বিদ্রুপে গ্রহণ করেছিলে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তা আমার উপদেশ ভুলিয়ে দিয়েছিল; এবং তোমরা ছিলে তাদের থেকে হাসা-হাসিকরণে।

১১১. তারা যে ধৈর্য ধরেছিল, নিশ্চয়ই আজ এই দিনে আমি তাদেরকে তার প্রতি পুরস্কার দিয়েছি। তারা এমন যে, তারাই পরম সফল।

১১২. তিনি বলবেন, 'তোমরা সেই পৃথিবীর মধ্যে বছরের সংখ্যায় কত সময় অবস্থান করেছিলে'?

১১৩. তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন; অথবা এক দিনের একাংশ। এরপর সেই গণনাকারীকে জিজ্ঞেস করেন'।

১১৪. তিনি বলবেন, 'তোমরা এক অল্প ছাড়া অবস্থান কর নি- যদি তোমরা এমন যে, তোমরা জানতে'!

১১৫. এরপরও কি তোমরা হিসাব করবে তা এমন যে, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম অনর্থক; এবং তোমরা এমন যে, তোমরা আমার কাছে ফিরবে না?

১১৬. এরপর আল্লাহ অতি উঁচু হয়েছেন- পরম মালিক, পরম সত্য। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি পরম আরশের রব- পরম সম্মানিত।

১১৭. কিন্তু যে আল্লাহর সাথে অপর এক ইলাহ্‌কে ডাকে- তার জন্য তার প্রতি যুক্তি-প্রমাণ নেই। এরপর তার হিসাব শুধুমাত্র তার রবের কাছেই। নিশ্চয়ই এই সকল অস্বীকারকারী সফল হবে না।

১১৮. এবং বল, 'ও আমার রব! ক্ষমা করেন ও দয়া করেন; এবং আপনিই কল্যাণকর পরম দয়ালু'।

২৪. সূরা নূর

৬৪ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আমি এ সূরা নাজিল করেছি; এবং এ ফরজ করেছি; এবং আমি আয়াত নাজিল করেছি- এর মধ্যে পরিষ্কার প্রমাণ; যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।

২. সকল জিনাকারিণী ও সকল জিনাকারী- তাদের থেকে প্রত্যেককে এককভাবে বেত্রাঘাত করবে- এক'শ বেত্রাঘাত। যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরম শেষ দিনে বিশ্বাসকরণে থাক; এবং তোমাদেরকে যেন না তাদের প্রতি মমতাবোধ আল্লাহর দ্বীনের সম্পর্কে থামিয়ে রাখে; এবং এই বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে দলগুলো তাদের শাস্তির সাক্ষী হোক।

৩. সেই জিনাকারীরা এক জিনাকারিণী অথবা এক মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না; এবং এই জিনাকারিণীরা- একে বিয়ে করবে না জিনাকারীরা অথবা মুশরিকরা ছাড়া; এবং তাই সকল বিশ্বাসীর উপর নিষিদ্ধ হয়েছে।

৪. এবং তাদের যারা সেই সচ্চরিত্রা নারীকে অভিযুক্ত করে, তারপর তারা কখনই চারজন সাক্ষীসহ আসে না, এরপর তাদেরকে বেত্রাঘাত করবে- আশিটি বেত্রাঘাত; এবং কখনই তাদেরকেসহ এক সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এবং তারাই- তারা সব অবাধ্য।

৫. তাদেরকে ছাড়া- যারা তার পরবর্তী থেকে তওবা করে; এবং তারা সংশোধিত হয়। এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৬. এবং তাদের যারা তাদের যুগলদের অভিযুক্ত করে, যখন তারা নিজেরা ছাড়া তাদের জন্য সাক্ষী থাকে না- এরপর তাদের একজনের সাক্ষ্য- আল্লাহর প্রতি চারবার সাক্ষ্য; তা এমন যে, 'নিশ্চয়ই সে নিশ্চিত সকল সত্যবাদীর মধ্যে'-

৭. এবং পঞ্চমবারে তা এমন যে, 'যদি সে হয় সকল মিথ্যুকের মধ্যে, তার উপর আল্লাহর লা'নত'।

৮. কিন্তু তার থেকে (নারীবাচক) সেই শাস্তির তা উপেক্ষিত হবে, যদি সে সাক্ষ্য দেয় (নারীবাচক)- আল্লাহর শপথে চারবার সাক্ষ্য; 'নিশ্চয়ই সে নিশ্চিত সকল মিথ্যুকের মধ্যে'-

৯. এবং পঞ্চমবার তা এমন যে, 'তার উপর (নারীবাচক) আল্লাহর অসন্তুষ্টি, যদি সে হয় সকল সত্যবাদীর মধ্যে'।

১০. এবং তোমাদের উপর যদি না থাকত আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত---; এবং এ এমন যে, আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, বিচক্ষণ!

রুকূ ২

১১. নিশ্চয়ই যারা এই সকল মিথ্যাসহ এসেছে, তারা তোমাদের থেকেই এক দল। তোমরা হিসাব করবে না- তোমাদের জন্য তা এক মন্দ; বরং তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর। তাদের থেকে প্রত্যেক পুরুষের জন্য তাই, সে এই পাপের মধ্য থেকে যা অর্জন করেছে; এবং তাদের থেকে যে একজন মুখ ফিরিয়েছে- তাদের বড়টি, তার জন্য কঠিন শাস্তি।

১২. তোমরা যখন তা শুনলে, তখন সেই বিশ্বাসী পুরুষ ও সেই বিশ্বাসী নারীরা কেন তাদের নিজেদের প্রতি এক কল্যাণের চিন্তা করে নি। তখন তারা বলতে পারত, 'এ পরিষ্কার মিথ্যা'?

১৩. তারা কেন তার উপর চারজন সাক্ষীসহ আসল না? এরপর যখন তারা সাক্ষীসহ আসে নি, এরপর তারাই- আল্লাহর কাছে তারা চরম মিথ্যুক।

১৪. এবং আল্লাহ তোমাদের উপর এই দুনিয়ার মধ্যে ও পরম আখিরাতে যদি না তার বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত করতেন, তোমরা যার মধ্যে জড়িত ছিলে- তোমাদেরকে তার সম্পর্কে নিশ্চিত কঠিন শাস্তি স্পর্শ করত।

১৫. তোমরা যখন তোমাদের জিহ্বা দিয়ে তার সাক্ষাৎ পেলে- তোমরা তখন তোমাদের মুখ দিয়ে তা বললে। তোমাদের জন্য তাসহ যা এক জ্ঞান ছিল না; এবং তোমরা হিসাব করেছিলে তা এক তুচ্ছ; যদিও আল্লাহর কাছে তা গুরুতর।

১৬. এবং তোমরা যখন তা শুনলে, কেন তোমরা বললে না- 'আমরা এর প্রতি যে কথা বলছি, এ আমাদের জন্য হতে পারে না। সুমহান আপনি! এ গুরুতর অপবাদ'!

১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে হুঁশিয়ার করছেন, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তোমরা যেন না আবার কখনই সেই দৃষ্টান্তের প্রতি ফিরে যাও'।

১৮. এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য এই সকল আয়াত বিস্তারিত বলছেন; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

১৯. নিশ্চয়ই তাদের যারা পছন্দ করে যে, যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে এই সকল অনৈতিকতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে ও পরম আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি; এবং আল্লাহ জানেন যখন তোমরা জান না।

২০. এবং আল্লাহ যদি তোমাদের উপর তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত না করতেন---; এবং তা এমন যে, আল্লাহ স্নেহশীল, দয়ালু।

রুকূ ৩

২১. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! সেই শয়তানের পদক্ষেপ অনুসরণ করবে না; এবং যে এই শয়তানের পদক্ষেপ অনুসরণ করে, এরপর নিশ্চয়ই সে চরম অনৈতিকতার প্রতি ও চরম মন্দের প্রতি আদেশ দিতে থাকে; এবং আল্লাহ যদি না তোমাদের উপর তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত করতেন- তোমাদের থেকে একজনও কখনই পরিশুদ্ধ হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে পরিশুদ্ধ করে থাকেন; এবং আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাত'।

২২. 'এবং তোমাদের থেকে সেই বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত লোকজন ও প্রাচুর্যের অধিকারীরা শপথ করবে না- যাতে তারা সেই নিকটবর্তী লোকজনকে ও চরম অভাবীদের এবং আল্লাহর পথের মধ্যে এই হিজরতকারীদেরকে প্রদান করে থাকে; এবং তারা ক্ষমা করুক ও উপেক্ষা করুক। তোমরা কি ভালোবাস না যে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২৩. নিশ্চয়ই তাদের যারা সেই সচ্চরিত্রা নারী, সেই বিশ্বাসী নারীদের অনবহিত নারীকে অভিযুক্ত করে- তারা এই দুনিয়ার মধ্যে ও পরম আখিরাতে অভিশপ্ত। তখন তাদের জন্য কঠিন শাস্তি।

২৪. তারা যা করছিল, তার উপর তাদের জিহ্বা ও তাদের হাত এবং তাদের পা তাসহই একদিন সাক্ষ্য দেবে।

২৫. সেই দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের দ্বীনের পরম সত্য পূর্ণ করে দেবেন। তখন তারা জানবে এমন যে, আল্লাহ- তিনি পরম সত্য, পরম স্পষ্ট।

২৬. চরম নিকৃষ্ট নারীরা- চরম নিকৃষ্ট পুরুষের জন্য; এবং চরম নিকৃষ্ট পুরুষরা- চরম নিকৃষ্ট নারীর জন্য; এবং পরম উৎকৃষ্ট নারী- পরম উৎকৃষ্ট পুরুষের জন্য; এবং পরম উৎকৃষ্ট পুরুষ- পরম উৎকৃষ্ট নারীর জন্য। তারা যা বলে- যারা তা থেকে নিষ্কলুষ, তাদের জন্যই ক্ষমা ও এক সম্মানজনক রিজিক।

রুকূ ৪

২৭. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমরা তোমাদের ঘর-ভিন্ন এক ঘরে প্রবেশ করবে না- যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়; এবং তোমরা এতে বসবাসকারী লোকজনের উপর সালাম দেবে। সেই-ই তোমাদের জন্য তোমাদের কল্যাণ- যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার'।

২৮. 'এরপর যদি তোমরা এর মধ্যে কখনই একজনকেও না পাও, এরপরও এতে প্রবেশ করবে না- যতক্ষণ না তোমাদের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়; এবং যদি তোমাদের প্রতি বলা হয়, 'ফিরে যাও'; তারপর তোমাদের জন্য ফিরে যাওয়া; এবং আল্লাহ জ্ঞাত যাসহ তোমরা করতে থাক।

২৯. তোমাদের উপর অভিযোগ নেই, তোমরা বসবাসের স্থান-ভিন্ন এক ঘরে প্রবেশ করবে- যাতে তোমাদের জন্য এর মধ্যে ভোগ্যপণ্য; এবং আল্লাহ তা জানেন, যা তোমরা প্রকাশ কর ও যা তোমরা গোপন কর।

৩০. বিশ্বাসী পুরুষদের প্রতি বল, 'তাদের দৃষ্টি থেকে সংযত থাকতে; এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে'। সেই-ই তাদের জন্য পরিশুদ্ধতা। নিশ্চয়ই তারা যা করে- আল্লাহ তার প্রতি অবহিত।

৩১. এবং বিশ্বাসী নারীদের প্রতি বল, 'তাদের দৃষ্টি থেকে সংযত থাকতে; এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে; এবং তারা তাদের সাজসজ্জা- যা এর থেকে প্রকাশ্য থাকে, তা ছাড়া প্রদর্শন করবে না; এবং তারা তাদের বুকের উপর তাদের খিমার স্থাপন করুক; এবং তারা তাদের সাজসজ্জা তাদেরকে ছাড়া প্রদর্শন করবে না- তাদের স্বামীর অথবা পিতার জন্য; অথবা তাদের স্বামীর পিতা; অথবা তাদের পুত্র বা তাদের স্বামীর পুত্র; অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের ভাইয়ের পুত্র বা তাদের বোনের পুত্র; অথবা তাদের নারীদের; অথবা যা তাদের ডান অধিকার করেছে; অথবা সেই শারীরিক কামনাপূর্ণ লোকজন ভিন্ন অনুসারীদের; সেই পুরুষ বা সেই শিশু-কিশোর তারা- যারা সেই নারীদের নারীত্বের উপর জাহির করতে পারে না। তারা তাদের পা দিয়ে আঘাত করবে না- যাতে তারা তাদের সাজসজ্জা থেকে যা গোপন রাখে- তা তারা জানাতে পারে'; এবং তোমরা আল্লাহর দিকেই সমবেতভাবে ফিরে আস'- 'ও তোমরা সকল বিশ্বাসী! যাতে তোমরা সফল হতে পার'।

৩২. এবং তোমাদের থেকে সেই আয়্যিমকে বিবাহ দাও; এবং তোমাদের দাসদের ও তোমাদের দাসীদের থেকে সকল সৎকর্মশীলকেও- যদি তারা হয় দরিদ্র। আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন; এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞাত।

৩৩. এবং যারা বিবাহের এক উপায় পায় না, তারা সংযত থাকুক- যতক্ষণ না আল্লাহ তাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে অভাবমুক্ত করেন; এবং তাদের যারা সেই লিখিত দলিল চাইতে থাকে- তার থেকে, যা অধিকার হয়েছে তোমাদের ডানে; এরপর তাদেরকে লিখিত দাও- যদি তোমরা তার মধ্যে এক কল্যাণ জান; এবং তাদেরকে আল্লাহর সম্পদ থেকে দাও- তার যা

তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন; এবং যদি তারা এক সতীত্ব চাইতে থাকে, তোমাদের দাসীদেরকে সেই ব্যভিচারিতার উপর বাধ্য করবে না। তোমরা তাতে এই দুনিয়ার এই জীবনের পণ্য-সামগ্রী চেয়ে থাক; এবং যারা তাদেরকে বাধ্য করে- এরপর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে বাধ্যকরণের (নারীবাচক) পরবর্তী থেকে ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৩৪. এবং অবশ্যই আমি তোমাদের প্রতি পরিষ্কার বয়ানকৃত আয়াত নাজিল করেছি; এবং তোমাদের আগে থেকে যারা চলে গেছে- তাদের মধ্য থেকে এক উদাহরণও; এবং সাবধানতা অবলম্বনকারীদের জন্য এক হুঁশিয়ারি।

রুকূ ৫

৩৫. আল্লাহ এই আকাশমণ্ডলীর ও এই পৃথিবীর জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উদাহরণ: 'যেমন পাত্র- এর মধ্যে এক স্বচ্ছ কাচের আবরণের মধ্যের প্রদীপ। এই সচ্ছ কাচের আবরণ- যেন তা এমন যে, সমুজ্জ্বল নক্ষত্র। তা জ্বালানো হয়েছে বরকতময় জলপাই গাছের তেল থেকে। তা নয় পূর্বের, নয় পশ্চিমেরও। এর জলপাই তেল আলোকোজ্জ্বল হতে থাকার কাছাকাছি হয়েছে- এমন কি যদি না তা সেই আগুনকে কখনও স্পর্শ করে। জ্যোতির উপর জ্যোতি! আল্লাহ তাঁর আলোর প্রতি পথ দেখান- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহ সকল মানুষের জন্য এই সকল উদাহরণ উপস্থাপন করেন; এবং আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত।

৩৬. আল্লাহ ঘরগুলোর মধ্যে আজান দিয়েছেন যে, যখন তাঁর নাম এর মধ্যে স্মরণ করা হবে- একে উন্নীত করা হবে। এর মধ্যে প্রতি সকাল ও প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর প্রতি মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

৩৭. কোন পুরুষকে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য আল্লাহকে স্মরণ ও পরম যোগাযোগ (আল'সালাতি الصَّلَاةِ) স্থাপন এবং সেই জাকাত প্রদান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না; এবং কেনাবেচাও নয়। তারা এক দিনকে ভয় করে। তার মধ্যেই তাদের এই হৃদয় ও এই দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া হবে-

৩৮. যাতে তারা যা করে, আল্লাহ তাদেরকে তার প্রতি উত্তম প্রতিফল দিতে পারেন; এবং যাতে তিনি তাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে বাড়িয়ে দিতে পারেন; এবং আল্লাহ- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে হিসাব ভিন্নই রিজিক দিয়ে থাকেন!

৩৯. কিন্তু তাদের যারা অস্বীকার করে, তাদের আমল এক নিম্নভূমিতে মরীচিকার মতো। সেই পিপাসার্তরা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে এক পানি মনে করে- সে যতক্ষণ না এর কাছে আসে। সে এতে কখনই এক কিছুই পায় না। কিন্তু সে এর কাছে আল্লাহকে পায়। তিনি তাকে তার হিসাব পূর্ণ করে দেন; এবং আল্লাহ দ্রুত সকল হিসাবে।

৪০. অথবা গভীর সমুদ্রের মধ্যে অন্ধকারের মতো। তাকে তার ঊর্ধ্ব থেকে ঢেউগুলো ঢেকে দেয়- ঢেউ-এর পর ঢেউ। তারই ঊর্ধ্ব থেকে এক মেঘ। তাদের একে অন্যর উপর অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে আনে, সে এ কখনই দেখতে পাওয়ার কাছাকাছিও হতে পারে না। আল্লাহ যখন তার জন্য তাতে এক জ্যোতি কখনই বানান না, এরপর তার জন্য নেই জ্যোতি থেকে।

রুকূ ৬

৪১. তুমি কি কখনই দেখ না এমন যে, আল্লাহ- তাঁর প্রতিই মাহাত্ম্য ঘোষণা করে, যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও এই পৃথিবীতে এবং ডানামেলা সেই পাখিরাও? প্রত্যেকে অবশ্যই তার যোগাযোগ (সালাতাহু صَلَاتَهُ: তার সালাত) ও তার মাহাত্ম্য ঘোষণাকরণ জানে; এবং তারা যা করছিল- আল্লাহ তার প্রতি জ্ঞাত।

৪২. এবং আল্লাহরই জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব; এবং আল্লাহর দিকেই চূড়ান্ত গন্তব্য।

৪৩. তুমি কি কখনই দেখ না, আল্লাহ এক মেঘমালা চালনা করেন, তারপর তাদের মাঝে সংযোগ ঘটান। তারপর তাদেরকে এক পুঞ্জীভূত বানান। এরপর তুমি দেখ তার অন্তস্থল থেকে সেই বৃষ্টি বেরিয়ে আসে; এবং তিনি এই আকাশের মধ্যের স্তূপ থেকে বর্ষণ করেন। এরই মধ্যে শীতলতা। এরপর তিনি তা দিয়ে আঘাত করেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তা সরিয়ে দেন- যার থেকে তিনি ইচ্ছা করেন। এর বিদ্যুৎ চমক দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার কাছাকাছি হয়।

৪৪. আল্লাহ এই দিন ও এই রাতকে পরিবর্তন করেন। নিশ্চয়ই তারই মধ্যে পরম দৃষ্টিসম্পন্ন লোকজনের জন্য নিশ্চিত এক শিক্ষা।

৪৫. এবং আল্লাহ সকল প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাদের থেকেই কেউ তার পেটের উপর চলে; এবং তাদের থেকেই কেউ দুই পায়ের উপর হাঁটে; এবং তাদের থেকেই কেউ চারের উপর হাঁটে; এবং আল্লাহ সৃষ্টি করেন- যা তিনি ইচ্ছা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

৪৬. অবশ্যই আমি পরিষ্কারকৃত প্রমাণ আয়াত নাজিল করেছি; এবং আল্লাহ- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে সরল-সোজা এক পথের দিকে পথ দেখান।

৪৭. এবং তারা বলে, 'আমরা আল্লাহর প্রতি ও এই রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করি; এবং আমরা মেনে চলি। তারপর তারই পরবর্তী থেকে এক দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন তারা এই বিশ্বাসীদের সাথে নয়।

৪৮. এবং যখন তাদেরকে তাদের মাঝে হুকুম দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, লক্ষ্য কর! তাদের থেকে একদল পলায়নকারী।

৪৯. এবং যদি তাদের জন্য সব ঠিক হয়, তারা তার কাছে আসে- এক বাধ্যগত।

৫০. তাদের অন্তরের মধ্যে কি রোগ; অথবা কি তারা সন্দেহ করে; অথবা কি তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের উপর অবিচার করবেন? বরং তারাই- তারা চরম জালিম।

রুকূ ৭

৫১. যখন তাদের মাঝে হুকুম দেওয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন সকল বিশ্বাসীর কথা হয়, তারা যাতে শুধুমাত্র বলে, 'আমরা শুনলাম এবং মানলাম'; এবং তারাই- তারা পরম সফল।

৫২. এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর প্রতি সাবধান হয়, এরপর তারাই- তারা পরম সাফল্যে।

৫৩. তারা আল্লাহর প্রতি কসম করে, তাদের শপথ দৃঢ়তাপূর্ণ: 'যদি তুমি তাদেরকে নিশ্চিত আদেশ দাও, তারা নিশ্চিত বের হবে'। বল 'কসম করবে না। আনুগত্যই ন্যায়সংগত'। নিশ্চয়ই তারা যা করতে থাকে, আল্লাহ তার প্রতি অবগত।

৫৪. বল, 'আল্লাহকে মেনে চল ও এই রাসূলকে মেনে চল'। এরপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, এরপর সে শুধুমাত্র তার উপর- যে বোঝা তাকে দেওয়া হয়; এবং তোমাদের উপর তা, যে বোঝা তোমাদেরকে দেওয়া হয়; এবং যদি তোমরা তাকে মেনে চল- তোমরাই পথপ্রাপ্ত হবে; এবং এই রাসূলের উপর পরম পরিষ্কারভাবে 'সেই পৌঁছানো' ছাড়া নয়।

৫৫. এবং তোমাদের থেকে যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা করছেন, তিনি তাদেরকে এই পৃথিবীতে নিশ্চিত খলিফা করবেন, যেমন যারা তাদের আগে থেকেই- তিনি তাদেরকে খলিফা করেছিলেন; এবং তিনি তাদের প্রতি তার যাতে সন্তুষ্ট হবেন, তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীন 'নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত করবেন' (ওয়া'লা-ইউমক্কিন্না لَيُمَكِّنَنَّ); এবং তিনি তাদেরকে তাদের ভয়ভীতির পরবর্তী থেকে নিশ্চিত এক নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেবেন। তারা আমার দাসত্ব করতে থাকবে। তারা আমার সাথে এক কিছুই শরীক করবে না। কিন্তু তারই পরবর্তীতে যারা অস্বীকার করবে, এরপর তারাই- তারা চরম অবাধ্য।

৫৬. এবং 'পরম যোগাযোগ' (আল'সালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর ও সেই জাকাত দাও এবং এই রাসূলকে মেনে চল- যাতে তোমরা রহমত পেতে পার।

৫৭. কিন্তু যারা অস্বীকার করে- তারা যেন হিসাব না করে যে, তারা এই পৃথিবীর মধ্যেই পলায়নকারী। তাদের বাসস্থান পরম আগুনে; এবং সেই গন্তব্য নিকৃষ্ট হবে!

রুকূ ৮

৫৮. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদের ডান যাদের অধিকারী হয়- তাদেরকে; এবং তোমাদের থেকে যারা পূর্ণ সাবালতত্বে পৌঁছায় নি- তাদেরকে বল, তিন সময়ে তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করার জন্য- প্রতি ফজরের যোগাযোগের (সালাতি صَلَاةِ) আগে থেকে; এবং সেই দুপুরের মধ্যে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক পাশে রাখ; এবং প্রতি ইশার যোগাযোগের পরবর্তী থেকে। এই তিনে তোমাদের জন্য শারীরিক গোপনীয়তা। তোমাদের উপর অপরাধ নেই; এবং তাদের উপরও নয় যে, তার পরবর্তীতে তোমাদের সামনে- তোমাদের একে অন্যের সামনে ঘোরাফেরাকরণে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সকল আয়াত সেইরকমই বিস্তারিত বলেন; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

৫৯. এবং সেই সন্তান-সন্ততিরা যখন চূড়ান্ত সাবালকত্বে পৌঁছায়, এরপর তারাও তোমাদের অনুমতি গ্রহণ করুক- যেমন যারা তাদের আগে থেকে, তারা অনুমতি চায়। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াত সেইরকমই বিস্তারিত বয়ান করেন; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

৬০. এবং সেই নারীদের মধ্যে যারা স্থবির- সে এক বিবাহের আশা করে না, এরপর তাদের উপর অপরাধ নেই- তারা যদি তাদের সৌন্দর্যের প্রতি প্রদর্শন ভিন্ন তাদের পোশাক পাশে সরিয়ে রাখে; এবং এই যে, তারা সংযত হলে তাদের জন্যই কল্যাণকর; এবং আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাত।

৬১. সেই অন্ধের উপর অপরাধ নেই ও সেই খঞ্জের উপরও অপরাধ নেই; এবং সকল অসুস্থের উপর অপরাধ নেই; এবং তোমাদের নিজেদের উপরও নয় যে, তোমরা তোমাদের ঘর থেকে খাবে; অথবা তোমাদের পিতাদের ঘরগুলোতে বা তোমাদের মায়েদের ঘরগুলোতে; অথবা তোমাদের ভাইদের ঘরগুলোতে বা তোমাদের বোনদের ঘরে; অথবা তোমাদের চাচাদের ঘরে বা তোমাদের ফুপুদের ঘরগুলোতে; অথবা তোমাদের মামাদের ঘরে বা তোমাদের খালাদের ঘরে; অথবা যার চাবি তোমাদের অধিকারভুক্ত হয়; অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমাদের উপর অপরাধ নেই যে, তোমরা এক সাথে অথবা এক পৃথকভাবে খাবে। এরপর যখন তোমরা এক ঘরে প্রবেশ করবে, এরপর এক অভিবাদনে আল্লাহর কাছ থেকে তোমাদের

নিজেদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক- এক সৌভাগ্যময় বিষয়, এক ভালো কিছু। আল্লাহ তোমাদের জন্য সকল আয়াত সেইরকমই বিস্তারিত বয়ান করেন, যাতে তোমরা আকল ব্যবহার করতে পার।

রুকূ ৯

৬২. পরম বিশ্বাসী শুধুমাত্র তারাই- যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে; এবং যখন তারা 'তার' সাথে সম্মিলিত আদেশগুলোর উপর থাকে- তারা যতক্ষণ না 'তার' অনুমতি চায়, তারা কখনই চলে যায় না। নিশ্চয়ই তাদের যারা তোমার অনুমতি চায়, তারাই তারা- যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে। এরপর যখন তারা তাদের কিছুতে কারও জন্য তোমার অনুমতি চায়, এরপর তুমি তাদের থেকে যাকে ইচ্ছা কর- তার জন্য অনুমতি দাও; এবং তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৬৩. এই রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের মাঝের- তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মতো বানাবে না। আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের থেকে অজান্তে সরে পড়ে- নিশ্চিত এক চুপিসারে। এরপর যারা 'তার' আদেশে বিরোধিতা করে- তারা সতর্ক হোক, যেন না তাদের উপর 'কঠিন পরীক্ষা' (ফিতনাতুন فِتْنَةٌ: ফিতনা) আপতিত হয়; অথবা তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তি ধরে।

৬৪. লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে। অবশ্যই তোমরা যার উপর- তিনি তা জানেন; এবং একদিন তারা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। এরপর তিনি তাদেরকে তার প্রতি খবর জানিয়ে দেবেন- তারা যা করেছে; এবং আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত।

২৫. সূরা ফুরকান

৭৭ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. যিনি একজন তাঁর দাসের উপর এই ফুরকান নাজিল করেছেন, তিনি আশীর্বাদ দানকারী হয়েছেন- যাতে 'সে' এই বিশ্বজগতের জন্য এক সতর্ককারী হতে পারে!

২. তিনি একজন! তারই জন্য এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব; এবং তিনি কখনই কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি; এবং তাঁর জন্য এই সার্বভৌমত্বের মধ্যে কখনই কোনো শরীক হতে পারে না। তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন- এক সিদ্ধান্ত।

৩. এবং তারা তাঁর পাশ থেকে ইলাহ গ্রহণ করেছে। তারা এক কিছুই সৃষ্টি করে নি। কিন্তু তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে; এবং তারা তাদের নিজেদের জন্যও এক ক্ষতির অথবা এক লাভের মালিক হতে পারে না; এবং তারা এক মৃত্যুর মালিক হতে পারে না এবং এক জীবনের নয় ও এক পুনরুত্থানেরও নয়।

৪. এবং যারা অস্বীকার করে তারা বলে, 'এ এক মিথ্যা ছাড়া নয়। সে তা আবিষ্কার করেছে; এবং তাকে তার উপর অন্য সম্প্রদায় সাহায্য করেছে'। এরপর তারা অবশ্যই এক জুলুম এবং এক অসত্য নিয়ে আসে।

৫. এবং তারা বলে, 'সেই পূর্ববর্তীদের লোককথা- সে এ লিখিয়ে নিয়েছে। এরপর তার সামনে তা এক সকাল ও এক সন্ধ্যায় তুলে ধরা হয়'।

৬. বল, 'যিনি এই আকাশমণ্ডলীর ও এই পৃথিবীর মধ্যের পরম রহস্য জানেন- তিনিই তা নাজিল করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু'।

৭. তারা বলে, 'কেন সে, এ- এই রাসূল সকল খাদ্য খায় এবং সে সেই হাট-বাজারের মধ্যে হাঁটা-চলা করে? কেন তার সাথে ফেরেশতা নাজিল হয় না, এরপর সে তার সাথে এক সতর্ককারী হতে পারত'?

৮. 'অথবা তার কাছে কি ধনভাণ্ডার ছুড়ে দেওয়া হয় অথবা তার জন্য কি কোনো বাগান হয়েছে- সে এর থেকে খেতে পারে'? এবং সেই সকল জালিম বলে, 'তোমরা এক জাদুগ্রস্ত পুরুষকে ছাড়া অনুসরণ করছ না'।

৯. দেখ! কিভাবে তারা তোমার জন্য সেই উদাহরণ উপস্থাপন করে! এরপর তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, এরপর তারা এক পথে সক্ষম হবে না।

রুকূ ২

১০. তিনি আশীর্বাদ দানকারী হয়েছেন- তিনি একজনই। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, তিনি তোমার জন্য তারই থেকে উৎকৃষ্ট বাগান বানাতে পারতেন। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যেত; এবং তিনি তোমার জন্য প্রাসাদও বানাতে পারতেন!

১১. বরং তারা পরম সময়ের প্রতি মিথ্যা বলছে; এবং তারা যার প্রতি মিথ্যা বলে, আমি সেই পরম সময়ের সাথে এক জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করেছি।

১২. তারা যখন তা দূরবর্তী এক স্থান থেকে দেখবে, তারা এর জন্য শুনতে পাবে এক আক্রোশ ও এক গর্জন;

১৩. এবং তাদেরকে যখন এর থেকে এক সঙ্কীর্ণ স্থানে ছুড়ে ফেলা হবে- তার মধ্যে শৃঙ্খলিত, তারা সেখানে এক ধ্বংসকে ডাকতে থাকবে।

১৪. 'আজ এই দিনে এক ধ্বংসকে একবার ডেকো না; এবং এই এক ধ্বংসকে বারবার ডাকতে থাক'।

১৫. বল, 'সেই কি কল্যাণকর অথবা পরম অবিনশ্বর বাগান- সেই যা সকল সাবধানীকে ওয়াদা করা হয়েছে'? তাদের জন্য এ এক পুরস্কার ও এক গন্তব্য হবে।

১৬. তাদের জন্য তারা এর মধ্যে যা ইচ্ছা করবে। তারা স্থায়ী বসতকারী। তোমার রবের উপর এ এক অনুরোধকৃত ওয়াদা হয়েছে।

১৭. এবং একদিন তিনি তাদেরকে সমবেত করবেন; এবং তাদেরকেও- তারা আল্লাহর পাশ থেকে যাদের দাসত্ব করত। এরপর তিনি বলবেন, 'তোমরাই কি আমার দাসদের এইগুলোকে বিভ্রান্ত করেছিলে অথবা তারা নিজেরাই সেই পথে বিভ্রান্ত হয়েছিল?

১৮. তারা বলবে, 'সুমহান আপনি! আমাদের জন্য এ চাওয়া হতে পারে না যে, আমরা আপনার পাশে থেকে অভিভাবক গ্রহণ করব। কিন্তু আপনিই তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাদেরকে ভোগসামগ্রী দিয়েছিলেন- যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সকল উপদেশ ভুলে গেল; এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত এক সম্প্রদায় হয়ে গেল'।

১৯. 'এরপর তোমরা যাদের সম্পর্কে বলছ, তারা অবশ্যই তোমাদেরকে মিথ্যুক বলবে। এরপর তোমরা কোনো পলায়নেও সক্ষম হবে না এবং কোনো সাহায্যেও নয়; এবং তোমাদের থেকে যারা জুলুম করেছিল, আমি তাকে বিশাল এক শাস্তির স্বাদ দেব।

২০. এবং আমি তোমার আগেই রাসূলদের মধ্য থেকে পাঠাই নি এ ছাড়া যে, নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত সকল খাদ্য খেত; এবং তারা সেই হাটে-বাজারের মধ্যে হাঁটাচলাও করত; এবং আমি তোমাদের এককে অপরের জন্য 'এক কঠিন পরীক্ষা' (ফিতনাতান فِتْنَةً) বানিয়েছি। তোমার রব তখন এক দ্রষ্টা থাকেন। তোমরা কি ধৈর্য ধরবে?

ঊনিশতম পারা

রুকূ ৩

২১. এবং যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না; তারা বলে, 'কেন আমাদের সামনে সেই ফেরেশতাদের নাজিল করা হয় না; অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখি কী'? অবশ্যই তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে অহংকারী হয়েছে; এবং তারা বিদ্রোহ করেছে- বিশাল এক বিদ্রোহ।

২২. একদিন তারা এই ফেরেশতাদেরকে দেখবে। সেই দিন এই সকল অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ নেই। তখন তারা বলতে থাকবে, 'রক্ষক! এক রক্ষা'!

২৩. এবং তারা তাদের আমল থেকে যা করেছিল, আমি তার প্রতি পদক্ষেপ নেব। এরপর আমি তাদেরকে এক বিক্ষিপ্ত ধুলোকণা বানাব।

২৪. সেই দিন পরম বাগানের সাথীরা কল্যাণকর এক বাসস্থানে ও উত্তম এক বিশ্রাম স্থানে।

২৫. এবং সেই দিন এই আকাশ মেঘসহ বিচ্ছিন্ন হবে; এবং সকল ফেরেশতাকে এক অবতরণে নামিয়ে দেওয়া হবে।

২৬. পরম সত্য, পরম দয়াময়ের জন্যই সেই দিনে পরম সার্বভৌমত্ব; এবং সকল অস্বীকারকারীর সামনে সেই দিন এক কঠিন হয়ে যাবে।

২৭. এবং সকল জালিম সেই দিন তাদের হাতের উপর কামড়াতে থাকবে। সে বলতে থাকবে, 'হায়! আমি যদি সেই রাসূলের সাথে এক পথ গ্রহণ করতাম'!

২৮. 'হায়! দুর্ভোগ আমার প্রতি! আমি যদি সেই একজনকে কখনই এক বন্ধু গ্রহণ না করতাম'!

২৯. 'সে আমাকে অবশ্যই পরম উপদেশ থেকে বিভ্রান্ত করেছিল। তারই পরবর্তীতে, যখন আমার কাছে তা আসল; এবং সেই শয়তান সকল মানুষের জন্য এক পরিত্যাজ্য'।

৩০. এবং এই রাসূল বলবে, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমার সম্প্রদায় এ- এই কুরআনকে এক পরিত্যজ্য গ্রহণ করেছিল'।

৩১. এবং আমি প্রত্যেক নবীর জন্য সকল অপরাধীর মধ্য থেকে সেইরকমই এক শত্রু বানিয়েছি; এবং তোমার রবই যথেষ্ট এক পথপ্রদর্শক ও এক সাহায্যকারী।

৩২. এবং যারা অস্বীকার করে তারা বলে, 'কেন তার উপর এই কুরআনের সব একসাথে নাজিল হয় না- একবারে'? সেইরকমই! আমি যাতে তা দিয়ে তোমার হৃদয় দৃঢ় করতে পারি; এবং আমি তা এক পাঠ্যক্রমে পাঠ করিয়েছি।

৩৩. এবং তারা তোমার কাছে মাসালার জন্য আসে- আমি তোমাকে তা পরম সত্য ও উত্তম এক তাফসিরসহ ছাড়া দেই না।

৩৪. আমি তাদের যাদেরকে তাদের মুখের উপর জাহান্নামের কাছে সমবেত করব, তারাই মন্দ এক অবস্থানে ও বিভ্রান্ত এক পথে।

রুকূ ৪

৩৫. এবং আমি অবশ্যই মূসাকে সেই কিতাব দিয়েছিলাম; এবং আমি তার সাথে তার ভাই হারূনকে এক সাহায্যকারী বানিয়েছিলাম।

৩৬. এরপর আমি বললাম, 'যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলেছে- তোমরা দু'জনে তাদের সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও'। এরপর আমি তাদেরকে এক ধ্বংসযজ্ঞে ধ্বংস করেছিলাম।

৩৭. এবং নূহের সম্প্রদায়! যখন তারা সেই রাসূলকে মিথ্যা বলল, আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম; এবং আমি তাদেরকে সকল মানুষের জন্য এক আয়াত বানালাম; এবং আমি সেই জালিমদের জন্য এক মর্মান্তিক শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

৩৮. এবং আদ ও সামূদ এবং সেই রাস্‌স-এর সাথীদেরকে; এবং তার মধ্যবর্তী বহু প্রজন্মকে-

৩৯. এবং আমি প্রত্যেককেই তাসহ সেই উদাহরণ উপস্থাপন করেছি; এবং আমি প্রত্যেককে ধ্বংস করেছি- এক ধ্বংসযজ্ঞে।

৪০. এবং তারা অবশ্যই সেই জনপদের সামনে গিয়েছে- যাতে পরম মন্দ বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। এরপরও কি তারা এ দেখছিল না? বরং তারা কোনো পুনরুত্থানের আশা করছে না।

৪১. এবং তারা যখন তোমাকে দেখে, তারা তোমাকে এক ঠাট্টা-বিদ্রুপ ছাড়া গ্রহণ করে না, 'এ কি সেই একজন, আল্লাহ যাকে এক রাসূল গড়ে তুলেছেন'!

৪২. 'আমরা যদি না যে এর উপর ধৈর্য ধরতাম, সে আমাদেরকে আমাদের ইলাহদের থেকে নিশ্চিত বিভ্রান্ত করার কাছাকাছিই ছিল'; এবং তারা শিগগিরই জানতে পারবে- কে বিভ্রান্ত এক পথে! তখন তারা চরম শাস্তি দেখবে।

৪৩. তুমি কি তাকে দেখছ, যে তার খেয়াল-খুশিকে তার ইলাহ গ্রহণ করেছে? এরপরেও কি তুমি তাদের উপর এক কর্মবিধায়ক হবে?

৪৪. অথবা তুমি কি হিসাব কর এমন যে, তাদের অধিকাংশই শুনতে পারে অথবা আকল ব্যবহার করতে পারে? তারা সেই গৃহপালিত পশুর মতো ছাড়া নয়; বরং তারা অধিক বিভ্রান্ত এক পথে!

রুকূ ৫

৪৫. তুমি কি তোমার রবের দিকে দেখ না- কিভাবে তিনি সকল ছায়া বিস্তার করেছেন? এবং তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, নিশ্চিত তিনি তা এক স্থির বানাতে পারতেন। আমি তারপর এই সূর্যকে এর উপর এক নির্দেশক বানিয়েছি।

৪৬. এরপর আমি তা আমার দিকে গুটিয়ে ফেলি। সহজ এক গুটানো।

৪৭. এবং তিনি- যিনি একজন তোমাদের জন্য এই রাতকে এক আবরণ ও সেই ঘুমকে এক বিশ্রাম বানিয়েছেন; এবং তিনি এই দিনকে এক বিচ্ছুরণ বানিয়েছেন।

৪৮. এবং তিনি- যিনি একজন সেই বাতাসকে এক সুসংবাদ পাঠান। হাতের মাঝেই তাঁর রহমত; এবং আমি এই আকাশের মধ্য থেকে এক বিশুদ্ধ পানি নাজিল করি-

৪৯. আমি যাতে তা দিয়ে এক মৃত ভূমিকে জীবন দিতে পারি; এবং আমি যাকে সৃষ্টি করেছি- এক জীবজন্তু ও এই মানুষ, আমি তাকে তার থেকে এক প্রচুর পান করতে দেই।

৫০. এবং অবশ্যই আমি তা বিস্তারিত করেছি- যাতে তারা স্মরণ করতে পারে। এরপরও কি এই মানুষের অধিকাংশই এক অস্বীকৃতি ছাড়াই তা প্রত্যাখ্যান করে?

৫১. এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম, আমি প্রতিটি জনপদের মধ্যে নিশ্চিত এক সতর্ককারী গড়ে তুলতাম।

৫২. এরপর এই অস্বীকারকারীদেরকে মানবে না; এবং তাদের প্রতি কঠোর চেষ্টা করে যাও- এক বিশাল কঠোর চেষ্টা।

৫৩. এবং তিনিই- যিনি একজন সেই দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন। এ মিষ্টি সুপেয়; এবং এ তিক্ত লোনা; এবং তিনিই তাদের মাঝে এক আড়াল ও এক অনতিক্রম্য দেওয়াল বানিয়েছেন।

৫৪. এবং তিনিই- যিনি একজন এই পানির মধ্য থেকে এক মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তাকে এক রক্তের সম্পর্কে ও এক বৈবাহিক সম্পর্কে বানিয়েছেন; এবং তোমার রবই হচ্ছেন সিদ্ধান্তদাতা।

৫৫. কিন্তু তারা আল্লাহর পাশ থেকে যাদের দাসত্ব করে, তারা তাদেরকে উপকার করতে পারে না এবং তাদের ক্ষতিও করতে পারে না। কিন্তু এই অস্বীকারকারীরাই তাদের রবের পক্ষ থেকে এক জাহিরকারী হয়েছে!

৫৬. এবং আমি তোমাকে এক সুসংবাদদাতা ও এক সতর্ককারী ছাড়া পাঠায় নি।

৫৭. বল, 'যে ইচ্ছা করে, সে তার রবের দিকে এক পথ গ্রহণ করুক- আমি তা ছাড়া তার উপর এক পারিশ্রমিক থেকে দাবী করি না'।

৫৮. 'এবং সে চিরঞ্জীবের উপর নির্ভর করুক এবং সে তাঁর প্রশংসাসহ মাহাত্ম্য ঘোষণা করুক; তিনি একজন- যিনি মারা যান না; এবং যাসহ তাঁর দাসেরা- তিনিই সেই পাপের প্রতি যথেষ্ট অবগত।

৫৯. তিনি একজন এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং যা তাদের উভয়ের মাঝে- তা ছয় পর্বের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারপর পরম দয়াময় পরম আর্‌শের উপর আসীন হন। এরপর তাঁর প্রতি এক অবহিতকে জিজ্ঞাসা কর!

৬০. এবং তাদের প্রতি যখন বলা হয়, 'পরম রাহ্‌মানের প্রতি সিজ্‌দা কর'; তারা বলে, 'কে এই পরম রাহমান? তুমি আমাদেরকে আদেশ করলেই কি আমরা তার প্রতি সিজ্‌দা করব'? তখন এ তাদেরকে এক বিমুখতা বাড়িয়ে দেয়।

রুকূ ৬

৬১. তিনিই আশীর্বাদ দানকারী হয়েছেন- যিনি একজন এই আকাশের মধ্যে এক প্রদর্শনী বানিয়েছেন; এবং তিনি এর মধ্যে এক প্রদীপ ও এক এক উজ্জ্বল চাঁদ বানিয়েছেন।

৬২. এবং তিনিই- যিনি একজন, যে উপদেশ স্মরণ করতে চায় অথবা সে এক কৃতজ্ঞ হতে চায়- তার জন্য এই রাত ও এই দিনকে বানিয়েছেন। একের পিছনে আরেক।

৬৩. এবং তারাই এই পরম দয়াময়ের দাস। তারাই- যারা এই পৃথিবীর উপর এক নম্রতায় হাঁটা-চলা করে; এবং তাদেরকে যখন চরম অজ্ঞরা সম্বোধন করে; তারা বলে, 'এক শান্তি'।

৬৪. এবং তারাই- যারা তাদের রাত যাপন করে, তাদের রবের প্রতি এক সিজদাকারী এবং এবং এক দণ্ডায়মান।

৬৫. এবং তারাই- যারা বলে, 'ও আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি সরিয়ে দেন। নিশ্চয়ই এর শাস্তি এক অপূরণীয় ক্ষতি'।

৬৬. 'নিশ্চয়ই এ মন্দ এক বাসস্থান ও বিশ্রামের স্থান'।

৬৭. এবং তারাই তারা- তারা যখন ব্যয় করে, তারা অপব্যায় করে না; এবং তারা কখনই কার্পণ্যও করে না। তখন তারা তারই মাঝে স্থির হয়েছে।

৬৮. এবং তারাই- যারা আল্লাহর সাথে অপর এক ইলাহ্‌কে ডাকে না; এবং আল্লাহ সেই যা নিষেধ করেছেন, তারা পরম সত্যসহ ছাড়া সেই সকল ব্যক্তিকে হত্যা করে না; এবং তারা যিনা করে না। কিন্তু যে তাই করে, সে এক পাপের সাক্ষাৎ করে।

৬৯. তার জন্য পরম কিয়ামতের দিনে সেই শাস্তি দ্বিগুণ হবে; এবং সে তার মধ্যে স্থায়ী বসতকারী- এক হীনগ্রস্ত।

৭০. তারা ছাড়া, যে ফিরে আসে ও বিশ্বাস করে এবং এক সৎকাজ আমল করে। এরপর তারাই- আল্লাহ তাদেরকে তাদের মন্দ কাজকে উত্তম কিছুতে বদলে দেবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৭১. এবং যে ফিরে আসে ও এক সৎকাজ করে, এরপর নিশ্চয়ই সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে থাকে- এক অনুতাপকারী।

৭২. তারাই- যারা কোনো অসত্য কথনে সাক্ষ্য দেয় না; এবং তারা যখন সেই অসার কথাবার্তার প্রতি এড়িয়ে যায়- তারা এক সম্মানে চলে যায়।

৭৩. এবং তারাই তারা- তাদেরকে যখন তাদের রবের আয়াতের প্রতি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তারা কখনই এক বধিরতায় ও এক অন্ধত্বে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না।

৭৪. এবং তারাই- যারা বলে, 'ও আমাদের রব! আমাদের প্রতি আমাদের যুগল ও সন্তান-সন্ততি থেকে আমাদের চোখের প্রশান্তি দান করেন; এবং আমাদেরকে সকল সাবধানীর জন্য এক নেতা বানান'।

৭৫. তারাই- তাদেরকেই পরম মর্যাদাকর বাসস্থানের পুরস্কার দেওয়া হবে। তারা তার প্রতিই ধৈর্য ধরেছিল; এবং তারা এর মধ্যেই এক অভিনন্দনের ও এক শান্তির সাক্ষাৎ করবে।

৭৬. তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। উত্তম এক বসতি ও বিশ্রাম স্থান।

৭৭. বল, 'তোমরা যদি তোমাদের জন্য তাঁকে না ডাক, আমার রবের কিছুই যায় আসে না। এরপর তোমরা অবশ্যই মিথ্যা বলেছ। এরপর শিগগিরই এক অবশ্যম্ভাবী ঘটবে'।

২৬. সূরা শু'আরা

২২৭ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. ত্বা-ছীন-মীম।

২. এগুলো এই কিতাবের পরম পরিষ্কার আয়াত।

৩. সম্ভবত তুমি তোমার নিজেকে হত্যা করবে যে, তারা বিশ্বাসী হচ্ছে না!

৪. আমি যদি ইচ্ছা করতাম, আমি তাদের উপর এই আকাশের মধ্য থেকে এক আয়াত নাজিল করতে পারতাম, এরপর তাদের ঘাড় ভেঙে যেত - এর প্রতি অবনত।

৫. এবং পরম দয়াময়ের পক্ষ থেকে হাদিসকৃত কোনো উপদেশ তাদের কাছে আসে না, তারা তা থেকে পলায়নকারী ছাড়া ছিল।

৬. এরপর অবশ্যই তারা মিথ্যা বলেছে। তারা তাতে তাসহ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিল। এরপর তাদের কাছে তার খবর আসবে!

৭. তারা কি এই পৃথিবীর দিকে দেখে না, আমি এর মধ্যে প্রত্যেক জোড়া থেকে উন্নতজাত কত কিছু উৎপন্ন করেছি?
৮. নিশ্চয়ই তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী হয় নি।
৯. এবং নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনি নিশ্চিত পরম ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।

রুকূ ২

১০. এবং তোমার রব যখন মূসাকে ডাকলেন যে, 'চরম জালিম সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও'-
১১. 'ফির'আওনের সম্প্রদায়! তারা কি ভয় করবে না'?
১২. সে বলল, 'ও আমার রর! নিশ্চয়ই আমি- আমি ভয় করি যে, তারা আমাকে মিথ্যুক বলবে'।
১৩. 'এবং আমার বুক সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে; এবং আমার জিহ্বাও সাবলীল হচ্ছে না! এরপর হারূনকেসহ পাঠান'।
১৪. 'এবং তাদের জন্য আমার উপর অভিযোগও। এরপর আমি ভয় করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে'।
১৫. তিনি বললেন, 'তেমন নয়! এরপর তোমরা দু'জনেই আমার আয়াতসহ যাও। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথেই শ্রোতা'।
১৬. 'এরপর তোমরা উভয়েই ফির'আওনের কাছে যাও। এরপর বল, নিশ্চয়ই আমরা এই জগৎসমূহের রবের রাসূল'-
১৭. 'এই যে, আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে পাঠিয়ে দাও'।
১৮. সে বলল, 'আমরা কি তোমাকে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করি নি- এক শিশু? তখন তুমি তোমার জীবন-যাপন থেকে আমাদের মধ্যে বহু বছর অবস্থান করেছ'।
১৯. 'এবং তুমি তোমার কাজ করেছ, তুমি সেই যা করেছিলে; এবং তুমি চরম অস্বীকারকারীদের মধ্যে'।
২০. সে বলল, 'আমি যখন সেই বিভ্রান্তদের মধ্যে, তখন আমি তা করেছিলাম।
২১. 'এরপর আমি যখন তোমাদেরকে ভয় করেছিলাম, আমি তোমাদের থেকে পালিয়েছিলাম। এরপর আমার রব আমাকে এক বিচক্ষণতা দান করলেন; এবং আমাকে সকল রাসূলের মধ্যে বানালেন'।
২২. 'এবং আমার প্রতি নিয়ামত- তুমি যার কথা বলছ সেই তা যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ'।
২৩. ফির'আওন বলল, 'কে সে এই জগতসমূহের রব'?

২৪. সে বলল, 'রব এই আকাশমণ্ডলীর ও এই পৃথিবীর এবং যা তাদের উভয়ের মাঝের- যদি তুমি হও নিশ্চিত আস্থাশীল'।
২৫. যারা তার চারপাশে- সে তাদের প্রতি বলল, 'তোমরা কি শুনছ না'?
২৬. সে বলল, 'তোমাদের রব ও তোমাদের বাপ-দাদা- সকল পূর্বপুরুষের রব'।
২৭. সে বলল, 'নিশ্চয়ই তোমাদের রাসূল, যে একজনকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে- নিশ্চিত পাগল'।
২৮. মূসা বলল, 'রব এই পূর্ব ও এই পশ্চিমের; এবং যা তাদের উভয়ের মাঝের- যদি তোমরা আকল ব্যবহারকরণে থাক'!
২৯. সে বলল, 'যদি তুমি আমাকে-ভিন্ন এক ইলাহ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে নিশ্চিত সকল কারা-বন্দীর মধ্যে বানাব'।
৩০. সে বলল, 'আমি যদি তোমাকে পরিষ্কার কিছুসহ এনে দেই- তবুও কী'?
৩১. সে বলল, 'এরপর তাসহ আস- যদি তুমি সকল সত্যবাদীর মধ্যে হও'।
৩২. এরপর সে তার লাঠি ছুড়ে মারল। এরপর তখন তা পরিষ্কার সাপ!
৩৩. এবং সে তার হাত টেনে বের করল, এরপর তখন তা দর্শকদের জন্য ধবধবে সাদা!

রুকূ ৩

৩৪. সে তার চারপাশে তার কার্যনির্বাহীদের প্রতি বলল, 'নিশ্চয়ই এ নিশ্চিত দক্ষ জাদুকর'।
৩৫. 'সে চায় যে, তার জাদু দিয়ে তোমাদেরকে তোমাদের ভূমি থেকে বের করে দিতে। এরপর তোমরা কী আদেশ দেবে'?
৩৬. তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে সময় দাও; এবং সকল নগরীর মধ্যে লোক-সমাবেশকারীদেরকে পাঠাও'।
৩৭. 'তারা তোমার কাছে প্রত্যেক দক্ষ জাদুকরসহ আসবে'।
৩৮. এরপর সকলের জানা এক দিনের নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য সেই জাদুকররা জমায়েত হলো।
৩৯. এবং সকল মানুষের প্রতি বলা হয়েছিল, 'তোমরা কি জমায়েতকারী?
৪০. 'আমরা যাতে এই জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা হয়- তারাই সেই বিজয়ী'।
৪১. এরপর যখন সেই জাদুকরেরা আসল; তারা ফির'আওনের প্রতি বলল, 'যদি আমরা হই- আমরাই সেই বিজয়ী, আমাদের জন্য কি নিশ্চিত পুরস্কার আছে'?
৪২. সে বলল, 'হ্যাঁ! এবং নিশ্চয়ই তোমরা তখন আমার নিশ্চিত পরম ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে'।

৪৩. মূসা তাদের প্রতি বলল, 'ছুড়ে মার, তোমাদের যা ছোড়ার'।
৪৪. এরপর তারা তাদের দড়ি ও তাদের লাঠিগুলো ছুড়ে মারল; এবং তারা বলল, 'ফির'আওনের ইজ্জতের শপথ! নিশ্চয়ই আমরা- আমরাই সেই নিশ্চিত বিজয়ী'।
৪৫. এরপর মূসা তার লাঠি ছুড়ল। এরপর তারা যাতে প্রতারণা করেছিল, তখন তা গিলে ফেলতে লাগল।
৪৬. এরপর সেই জাদুকরেরা সিজ্‌দায় পড়ে গেল!
৪৭. এবং তারা বলল, 'আমরা এই বিশ্ব জগৎসমূহের রবের প্রতি বিশ্বাস করলাম'।
৪৮. 'রব- মূসা ও হারূনের'।
৪৯. সে বলল, 'আমি তোমাদের প্রতি অনুমতি দেব- তার আগেই তোমরা তার প্রতি বিশ্বাস করলে? নিশ্চয়ই সে নিশ্চিত তোমাদের বড়টি- যে একজন তোমাদেরকে এই জাদু শিখিয়েছে। এরপর তোমরা শিগগিরই নিশ্চিত জানবে। আমি তোমাদের হাত ও তোমাদের পা পিছন থেকে নিশ্চিত কেটে ফেলব; এবং আমি তোমাদেরকে নিশ্চিত একত্রে শূলবিদ্ধ করব'।
৫০. তারা বলল, 'ক্ষতি নেই! নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী'।
৫১. 'নিশ্চয়ই আমরা আশা করি যে, আমরা যাতে এই বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রথম হয়েছি- নিশ্চয়ই আমাদের রব আমাদের প্রতি আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন'।

রুকূ ৪

৫২. এবং আমি মূসার প্রতি ওহি করলাম যে, 'আমার দাসদেরসহ রাতে বের হও। নিশ্চয়ই তোমরা অনুসরণকৃত'।
৫৩. এরপর ফির'আওন সকল শহরে লোক সংগ্রহকারীদের পাঠাল।
৫৪. 'নিশ্চয়ই এগুলো নিশ্চিত ক্ষুদ্র এক দল'-
৫৫. 'এবং নিশ্চয়ই তারা আমার প্রতি অসন্তোষ উদ্রেককারী'-
৫৬. 'এবং নিশ্চয়ই আমরা সমবেতভাবে নিশ্চিত হুঁশিয়ার'।
৫৭. এরপর আমি তাদেরকে তাদের বাগান ও ঝর্ণাগুলো থেকে বের করে দিলাম-
৫৮. এবং ধনভাণ্ডার ও সম্মানের এক স্থান থেকে।
৫৯. সেইরকমই! এবং আমি বনী ইসরাঈলকে এর উত্তরাধিকারী করেছিলাম।
৬০. এরপর তারা তাদেরকে সূর্য উদয়কালে অনুসরণ করল।

৬১. এরপর যখন সেই দুই দল পরস্পরকে দেখল; মূসার সাথীরা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা আটককৃত'।
৬২. মূসা বলল, 'কিন্তু তেমন নয়! নিশ্চয়ই আমার রব আমার সাথে। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন'।
৬৩. এরপর আমি মূসার প্রতি ওহি করলাম যে, 'তোমার লাঠি দিয়ে এই সমুদ্রে আঘাত কর'। এরপর প্রত্যেকটি সেই সুবিশাল পাহাড়ের মতো ভাগ হয়ে গেল।
৬৪. এবং আমি সেখানে অপর সকলকে নিয়ে আসলাম।
৬৫. এবং আমি মূসাকে ও যারা তার সাথে- সকলকেই রক্ষা করলাম।
৬৬. তারপর আমি অপর সকলকে ডুবিয়ে দিলাম।
৬৭. নিশ্চয়ই তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী হয় না।
৬৮. এবং নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনি নিশ্চিত পরম ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।

রুকূ ৫

৬৯. এবং তাদের সামনে ইবরাহীমের সংবাদ পাঠ কর।
৭০. যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলেছিল, 'তোমরা কিসের দাসত্ব কর'?
৭১. তারা বলল, 'আমরা মূর্তির দাসত্ব করি। এরপরও আমরা তাদের প্রতি নিষ্ঠাবান থাকব'।
৭২. সে বলল, 'তোমরা যখন ডাক, তারা কি তোমাদেরকে শোনে'?
৭৩. 'অথবা তারা কি তোমাদের উপকার করতে পারে? অথবা তারা কি তোমাদের ক্ষতি করতে পারে'?
৭৪. তারা বলল, 'বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের সেইরকমই করাতেই পেয়েছি'।
৭৫. সে বলল, 'তোমরা কি দেখ না, কিসে তোমরা দাসত্বকরণে আছো'।
৭৬. 'তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদা- সেই পূর্ববর্তীরা'?
৭৭. 'নিশ্চয়ই এই বিশ্ব জগতের রব ছাড়া- তারা আমার জন্য শত্রু'-
৭৮. 'তিনিই একজন আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন'।
৭৯. 'এবং তিনি একজন- যিনি আমাকে খাদ্য দেন ও আমাকে পানীয় দেন'।
৮০. 'এবং আমি যখন রোগাক্রান্ত হই, এরপর তিনিই আমাকে সুস্থ করেন'।

৮১. 'এবং তিনি একজন আমার মৃত্যু ঘটাবেন। তারপর তিনিই আমার জীবন দেবেন'।
৮২. 'এবং আমি আশা করি যে, তিনি একজন- তিনি পরম বিচারের দিনে আমার প্রতি আমার পাপ ক্ষমা করবেন'।
৮৩. 'ও আমার রব! আমাকে এক বিচক্ষণতা দান করেন; এবং আমাকে সকল সৎকর্মশীলের সাথে যুক্ত করেন'।
৮৪. 'এবং আমার জন্য সকল পরবর্তীদের মধ্যে সত্যবাদিতার এক ভাষা বানিয়ে দেন'।
৮৫. 'এবং আমাকে পরম নিয়ামতের বাগানগুলোর উত্তরাধিকারীদের থেকে বানিয়ে দেন'।
৮৬. 'এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করেন! নিশ্চয়ই তিনি চরম বিভ্রান্তদের মধ্যে ছিলেন'।
৮৭. 'এবং আমাকে তাদের উঠিয়ে আনার দিনে অমর্যাদা করবেন না'।
৮৮. সেদিন ধন-সম্পদ উপকার করবে না এবং সন্তান-সন্ততিরাও নয়-
৮৯. সে ছাড়া, যে আল্লাহতে আত্মসমর্পিত অন্তরসহ আসবে।
৯০. পরম সাবধানতা অবলম্বনকারীদের জন্য পরম বাগান আনা হবে।
৯১. এবং সকল বিপথগামীদের জন্য সেই জাহান্নাম প্রদর্শন করা হবে।
৯২. এবং তাদের প্রতি বলা হবে, 'তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যাদের দাসত্ব করছিলে- কোথায় তারা? তারা কি তোমাদেরকে সাহায্য করছে; অথবা তারা কি নিজেদেরকে সাহায্য করছে'?
৯৪. এরপর তাদেরকে এর মধ্যে উল্টে ফেলা হবে; তাদেরকে এবং সকল বিপথগামীকেও-
৯৫. এবং ইব্‌লীসের বাহিনীগুলোকেও- সকলকে একত্রে।
৯৬. যখন তারা এর মধ্যে বিরোধ করবে, তারা বলবে-
৯৭. 'আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আমরা নিশ্চিত বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম- পরিষ্কার'।
৯৮. 'আমরা তোমাদেরকে তখন বিশ্ব জগতের রবের সাথে সমান করেছিলাম'।
৯৯. এবং আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে নি- সেই সকল অপরাধী ছাড়া'।
১০০. 'এরপর আমাদের জন্য সুপারিশকারীদের থেকে নেই'।
১০১. 'এবং সত্যবাদীরাও আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু নয়'।
১০২. 'এরপর যদি এমন হত যে, আমাদের জন্য ফেরত যাওয়া- এরপর আমরা সেই বিশ্বাসীদের মধ্যে হতে পারতাম'!
১০৩. নিশ্চয়ই তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী হয় না।

১০৪. এবং নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনি নিশ্চিত পরম ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।

রুকূ ৬

১০৫. নূহের সম্প্রদায় সেই রাসূলকে মিথ্যা বলেছিল।
১০৬. যখন তাদের ভাই নূহ তাদের প্রতি বলল, 'তোমরা কী সাবধানতা অবলম্বনের উপর'?
১০৭. 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল'।
১০৮. 'এরপর আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মেনে চল'।
১০৯. 'এবং আমি তোমাদের থেকে তার উপর পারিশ্রমিক দাবী করছি না। আমার পারিশ্রমিক বিশ্ব জগতের রবের উপর ছাড়া নয়'।
১১০. 'এরপর আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মেনে চল'।
১১১. তারা বলল, 'তোমাকে যখন সকল নীচু শ্রেণির লোকজন অনুসরণ করছে, তখন আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস করতে পারি'?
১১২. সে বলল, 'তারা যা করছে- আমার যখন তার প্রতি জ্ঞান নেই'-
১১৩. 'নিশ্চয়ই তাদের হিসাব আমার রবের উপর ছাড়া নয়- যদি তোমরা বুঝতে!
১১৪. 'এবং আমি এই বিশ্বাসীদের তাড়িয়ে দেওয়ার প্রতি নই'।
১১৫. 'আমি নই পরিষ্কার সতর্ককারী ছাড়া'।
১১৬. তারা বলল, 'ও নূহ! যদি না তুমি থাম, নিশ্চিত তুমি প্রস্তরাঘাতে সকল নিহতদের মধ্যে থাকবে'।
১১৭. সে বলল, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমার সম্প্রদায় আমাকে মিথ্যুক বলছে'।
১১৮. 'এরপর আমার মাঝে ও তাদের মাঝে বিজয় দেন- এক বিজয়; এবং আমাকে ও যারা আমার সাথের এই বিশ্বাসীদের মধ্যে- তাদেরকে রক্ষা করেন'।
১১৯. এরপর আমি তাকে ও তার সাথে যারা সেই নৌকার মধ্যে বোঝাইকৃত- তাদেরকে রক্ষা করলাম।
১২০. তারপর আমি সেই অবশিষ্ট অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম।
১২১. নিশ্চয়ই তার মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী হয় নি।
১২২. এবং নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনি নিশ্চিত পরম ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।

রুকূ ৭

১২৩. আদেরা সেই রাসূলকে মিথ্যা বলেছিল।
১২৪. যখন তাদের ভাই হূদ তাদের প্রতি বলল, 'তোমরা কী সাবধানতা অবলম্বনের উপর'?
১২৫. 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত রাসূল'।
১২৬. 'এরপর আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে মেনে চল'।
১২৭. এবং আমি তোমাদের থেকে তার উপর পারিশ্রমিক দাবী করছি না। আমার পারিশ্রমিক নয় বিশ্ব জগতের রবের উপর ছাড়া'।
১২৮. 'তোমরা কি আনন্দ করতে প্রত্যেক উঁচু ভূমির সাথে এক আয়াত নির্মাণ করেছ'?
১২৯. 'এবং তোমরা কি তোমাদের নিজেদের এই নির্মাণ কর্মকে গ্রহণ করেছ- যাতে তোমরা চিরস্থায়ী হতে পার'?
১৩০. 'এবং যখন তোমরা আটক কর, তোমরা জবরদস্তিমুলক আটক কর'।
১৩১. 'এরপর আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে মেনে চল'।
১৩২. 'এবং ভয় কর একজনকে, যিনি তোমাদেরকে তাসহ মদদ দিয়েছেন- তোমরা যা জানতে না'।
১৩৩. 'তিনি তোমাদেরকে গবাদি পশু ও সন্তান-সন্ততি দিয়েও মদদ দিয়েছেন'।
১৩৪. 'এবং বাগান ও ঝর্ণাও'।
১৩৫. 'নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাদের উপর কঠিন এক দিনে শাস্তির ভয় করি'।
১৩৬. তারা বলল, 'তুমি আমাদেরকে হুঁশিয়ার কর অথবা না-ই তুমি সেই হুঁশিয়ারকারীদের মধ্যে হও- আমাদের সামনে একই সমান'।
১৩৭. 'এ সেই পূর্ববর্তীদের আচার ছাড়া নয়'।
১৩৮. 'আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদের প্রতি নই'।
১৩৯. এরপর তারা তাকে মিথ্যা বলল। এরপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম। নিশ্চয়ই তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী হয় নি।
১৪০. এবং নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনি নিশ্চিত পরম ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।

রুকূ ৮

১৪১. সামূদরা সেই রাসূলকে মিথ্যা বলেছিল।
১৪২. যখন তাদের ভাই সালিহ তাদের প্রতি বলল, 'তোমরা কী সাবধানতা অবলম্বনের উপর'?
১৪৩. 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত এক রাসূল'।

১৪৪. 'এরপর আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে মেনে চল'।
১৪৫. 'এবং আমি তোমাদের থেকে তার উপর পারিশ্রমিক দাবি করছি না। আমার পারিশ্রমিক বিশ্ব জগতের রবের উপর ছাড়া নয়'।
১৪৬. 'তোমাদেরকে কি নিরাপদ তার মধ্যে ছেড়ে রাখা হবে, যা এখানে'?
১৪৭. 'বাগানগুলোর মধ্যে ও ঝরনাধারায়'?
১৪৮. 'এবং শস্যক্ষেতে ও খেজুর বাগানে- এর কোমল ছড়ায়'?
১৪৯. 'এবং তোমরা দক্ষভাবে পাহাড়ের মধ্যে এক ঘর খোদাই করছ'।
১৫০. 'এরপর আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মেনে চল'।
১৫১. 'এবং চরম সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশ মানবে না'-
১৫২. 'তারাই- যারা এই পৃথিবীর মধ্যে ফাসাদ করে; এবং তারা সংশোধিত হয় না'।
১৫৩. তারা বলল, 'তুমি শুধুমাত্র জাদুগ্রস্তদের মধ্যে'।
১৫৪. 'তুমি আমাদের মতোই এক মানুষ ছাড়া নও। যদি তুমি সেই সত্যবাদীদের মধ্যে হও- এরপর আয়াত নিয়ে আস'।
১৫৫. সে বলল, 'এ সেই উষ্টী! এর জন্য সর্বজন জানা দিনে পানীয়; এবং তোমাদের জন্যও পানীয়'।
১৫৬. 'এবং একে ক্ষতিসহ স্পর্শ করবে না। যেন না তোমাদেরকে কঠিন একদিনের শাস্তি ধরে'।
১৫৭. এরপর তারা তাকে কেটে ফেলল। এরপর তারা হয়ে গেল আক্ষেপকারী।
১৫৮. এরপর তাদেরকে সেই শাস্তি ধরল। নিশ্চয়ই তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী হয় নি।
১৫৯. এবং নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনি নিশ্চিত পরম ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।

রুকূ ৯

১৬০. লূতের সম্প্রদায় সেই রাসূলকে মিথ্যা বলেছিল।
১৬১. যখন তাদের ভাই লূত তাদের প্রতি বলল, 'তোমরা কী সাবধানতা অবলম্বনের উপর'?
১৬২. 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত রাসূল'।
১৬৩. 'এরপর আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মেনে চল'।
১৬৪. 'এবং আমি তোমাদের থেকে তার উপর পারিশ্রমিক দাবি করছি না। আমার পারিশ্রমিক বিশ্ব জগতের রবের উপর ছাড়া নয়'।
১৬৫. 'এই বিশ্ব জগতের মধ্যে তোমরাই কি সেই পুরুষে যাও'?

১৬৬.'এবং তোমরা কি তা ছেড়ে দিয়েছ, তোমাদের রব তোমাদের জন্য তোমাদের যুগল থেকে যা সৃষ্টি করেছেন? বরং তোমরা এক সম্প্রদায় সীমালঙ্ঘনকারী'।

১৬৭.তারা বলল, 'ও লূত! যদি না তুমি থাম, নিশ্চিত তুমি সকল বহিষ্কৃতের মধ্যে হবে'।

১৬৮.সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আমলের প্রতি চরম ঘৃণাকারীদের মধ্য থেকে'।

১৬৯.'ও আমার রব! তারা যা করছে তার থেকে আমাকে ও আমার পরিজনকে রক্ষা করেন'।

১৭০.এরপর আমি তাকে ও তার পরিজনকে রক্ষা করলাম - একত্রে।

১৭১.চরম পিছনে পড়ে থাকাদের মধ্যের এক বৃদ্ধাকে ছাড়া।

১৭২.তারপর আমি অপর সকলকে ধ্বংস করলাম।

১৭৩.এবং আমি তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম- এক বৃষ্টি। এরপর সেই সতর্ককৃতদের এ বৃষ্টি মন্দ হলো।

১৭৪.নিশ্চয়ই তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী হয় নি।

১৭৫.এবং নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনি নিশ্চিত পরম ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।

রুকূ ১০

১৭৬. আয়কার সাথীরা সেই রাসূলকে মিথ্যা বলেছিল।

১৭৭. যখন শু'আয়ব তাদের প্রতি বলল, 'তোমরা কী সাবধানতা অবলম্বনের উপর'?

১৭৮.'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল'।

১৭৯.'এরপর আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে মেনে চল'।

১৮০.'এবং আমি তোমাদের থেকে তার উপর পারিশ্রমিক দাবি করছি না। আমার পারিশ্রমিক বিশ্ব জগতের রবের উপর ছাড়া নয়'।

১৮১.'সকল মাপে পুরোপুরি দাও এবং চরম ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হবে না'।

১৮২.'এবং পরম সরল-সোজা সেই ন্যায়দন্ড দিয়ে ওজন কর'।

১৮৩.'এই মানুষকে তাদের কিছুতেই কম দেবে না; এবং এই পৃথিবীতে দুষ্ট কর্ম করবে না- ফাসাদকারী'।

১৮৪.'এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তী সেই সকল প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছেন'।

১৮৫.তারা বলল, 'তুমি শুধুমাত্র সকল জাদুগ্রস্তদের মধ্যে'।

১৮৬. এবং তুমি আমাদের মতোই মানুষ ছাড়া নও; এবং নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে নিশ্চিত সেই মিথ্যুকদের মধ্যে মনে করি'।

১৮৭. 'এরপর যদি তুমি সকল সত্যবাদীদের মধ্যে হও, আমাদের উপর এই আকাশের মধ্য থেকে এক টুকরো ফেলে দাও'।

১৮৮. সে বলল, 'তোমরা যাসহ করছ- আমার রবই তা অধিক জানেন'।

১৮৯. এরপরও তারা তাকে মিথ্যা বলল। এরপর তাদেরকে চরম ছায়া ঢাকা একদিনের শাস্তি ধরল। নিশ্চয়ই তা ছিল কঠিন একদিনের শাস্তি!

১৯০. নিশ্চয়ই তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী হয় নি।

১৯১. এবং নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনি নিশ্চিত পরম ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।

রুকূ ১১

১৯২. এবং নিশ্চয়ই 'তা' এই বিশ্ব জগতের রবের নিশ্চিত নাজিল।

১৯৩. 'পরম বিশ্বস্ত সেই রূহু তাসহই নাজিল হয়েছে'-

১৯৪. 'তোমার হৃদয়ের উপর- যাতে তুমি সকল সতর্ককারীর মধ্যে হতে পার'।

১৯৫. 'পরিষ্কারভাবে এক আরাবী ভাষাসহ'।

১৯৬. এবং নিশ্চয়ই 'তা' নিশ্চিত সেই পূর্ববর্তীদের লিখিত গ্রন্থের মধ্যেরই।

১৯৭. এবং তাদের জন্য 'তা' কি এক আয়াত হয় নি যে, বনী ইস্‌রাঈলের পণ্ডিতরা (উলামা'উ عُلَمَاءُ) 'তা' জানে?

১৯৮. এবং আমি যদি 'এ' অন্য সকল ভাষাভাষীর উপর নাজিল করতাম-

১৯৯. এরপর সে 'তা' তাদের সামনে পাঠ করত, তারা 'এর' প্রতি বিশ্বাসী হতো না।

২০০. সেইরকমই আমি সকল অপরাধীর অন্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি-

২০১. তারা 'এর' প্রতি বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না তারা চরম কঠিন সেই শাস্তি দেখবে।

২০২. এরপর তাদের কাছে তা আসবে এক আকস্মিকভাবে। যখন তারা ভাবতেই পারবে না।

২০৩. এরপর তারা বলবে, 'আমরা কি অবকাশপ্রাপ্ত'?

২০৪. এরপরও কি তারা আমার শাস্তি দ্রুত করতে চায়?

২০৫. এরপরও কি তুমি দেখছ, আমি যদি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই-

২০৬. তারপর তাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছে, তা তাদের কাছে আসে-

২০৭. তারা যাতে ভোগ-বিলাস করাতে ছিল, তা তাদের প্রতি কাজে আসবে না!
২০৮. এবং আমি কোনো জনপদ ধ্বংস করি নি, এর জন্য সতর্ককারী ছাড়া-
২০৯. উপদেশদাতা; এবং আমি জুলুমকারী নই।
২১০. এবং সেই শয়তানরা- তাদের প্রতি 'তা' নাজিল হয় নি।
২১১. তাদের জন্য 'এ' যথাযথ হতে পারে না; এবং তারা সক্ষমও নয়।
২১২. নিশ্চয়ই তারা 'তার' শ্রুতি থেকে নিশ্চিত দূরীকৃত।
২১৩. এরপর আল্লাহর সাথে অপর ইলাহ্‌কে ডাকবে না। তুমি তাহলে সেই শাস্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে হয়ে যাবে।
২১৪. তোমার স্বগোত্রীয় সকল নিকটজনকে সতর্ক করে দাও।
২১৫. এবং এই বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা তোমাকে অনুসরণ করে, তাদের জন্য তোমার ডানা নীচু রাখ।
২১৬. এরপরও যদি তারা তোমার অবাধ্য হয়; এরপর বল, 'তোমরা যা করছ, নিশ্চয়ই আমি তার থেকে মুক্ত'।
২১৭. এবং পরম ক্ষমতাশালী, পরম রাহমানের উপর নির্ভর কর।
২১৮. তিনি একজন তোমাকে দেখেন- যখন তুমি দাঁড়াও-
২১৯. এবং সকল সিজ্‌দাকারীদের মধ্যে তোমার চলাফেরাও।
২২০. নিশ্চয়ই তিনি- তিনি পরম শ্রোতা, পরম জ্ঞাতা।
২২১. আমি তোমাদেরকে খবর দেব কি- কাদের উপর সেই শয়তান নাজিল হয়?
২২২. সে প্রত্যেক পাপী মিথ্যুকের উপর নাজিল হয়-
২২৩. যারা সেই শ্রুতি ছুড়ে মারে, যখন তাদের অধিকাংশই মিথ্যুক।
২২৪. এবং এই কবি- তাদেরকে সেই বিভ্রান্তরাই অনুসরণ করে।
২২৫. তুমি কি দেখ না তারা এমন যে, প্রত্যেক উপত্যকার মধ্যে তারা উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়?
২২৬. এবং তারা এমন যে, তারা তা বলতে থাকে- তারা যা করে না।
২২৭. তারা ছাড়া- যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে; এবং তারা আল্লাহকে এক প্রচুর স্মরণ করে; এবং তারা তাদেরকে যে জুলুম করা হয়েছে, তার পরবর্তী থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে; এবং যারা জুলুম করে তারা জানতে পারবে- কোন ফেরার স্থানে তারা ফিরবে!

২৭. সূরা নামল

৯৩ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. ত্বা ছীন। এগুলো এই কুরআনের ও এক কিতাবের পরিষ্কার আয়াত।
২. সকল বিশ্বাসীর জন্য এক পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ।
৩. তাদের যারা পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা اَلصَّلٰوةَ) স্থাপন করে এবং সেই জাকাত দেয়; এবং তারা পরম আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত হয়েছে।
৪. নিশ্চয়ই তাদের যারা পরম আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করতে পারে না, আমি তাদের জন্য তাদের আমলকে শোভন করেছি। এরপর তারা অন্ধ হয়ে থাকে।
৫. তারাই তারা- তাদের জন্য মন্দ সেই শাস্তি; এবং তারা পরম আখিরাতের মধ্যে চরম ক্ষতিগ্রস্ত।
৬. নিশ্চয়ই তুমি- তুমি নিশ্চিত জ্ঞাত বিচক্ষণের কাছ থেকে এই কুরআন গ্রহণ করছ।
৭. যখন মূসা তার পরিবারকে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি মনে করছি এক আগুন। আমি তোমাদেরকে এ থেকে খবরসহ এনে দেব; অথবা আমি তোমাদেরকে জ্বলন্ত অঙ্গারসহ এনে দেব- যাতে তোমরা তোমাদের উত্তাপ পেতে পার।
৮. এরপর সে যখন এতে আসল, তাকে ডাকা হলো যে, 'ধন্য যারা এই জ্যোতির মধ্যে ও যারা এর চারপাশে; এবং মহান আল্লাহ এই বিশ্ব জগতের রব'।
৯. 'ও মূসা! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ। পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ'।
১০. 'এবং তোমার লাঠি ছুড়ে মার'। এরপর যখন সে তা দেখল ছুটাছুটি করছে, এ তেমন- যেন এক সাপ; তখন সে পিছনে ফিরল- এক পলায়নকারী; এবং সে ফিরেও তাকাল না। 'ও মূসা! ভয় পেও না! নিশ্চয়ই আমার কাছের সেই রাসূলরা আমাকে ভয় পায় না'-
১১. 'যে জুলুম করে সে ছাড়া। তারপর সে যদি মন্দের পরবর্তী থেকে এক উত্তমে পরিবর্তিত হয়- এরপর নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু'।
১২. 'এবং তোমার হাত তোমার বাহুর মধ্যে রাখ। কোন ক্ষতি ভিন্নই এ ধবধবে সাদা বের হয়ে আসবে। এ ফির'আওন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি নয়টি আয়াতের মধ্যে। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক এক সম্প্রদায়'।
১৩. এরপর যখন সে আমার পরিষ্কার দৃশ্যমান আয়াতসহ তাদের কাছে আসল; তারা বলল, 'এ পরিষ্কার এক জাদু'।

১৪. এবং তারা এসহ প্রত্যাখ্যান করল; এবং তাতেই তারা তাদের নিজেদেরকে এক জুলুমে ও উদ্ধত্যে নিশ্চিত করল। এরপর দেখ! সেই ফাসাদকারীদের পরিণতি কেমন ছিল!

রুকূ ২

১৫. এবং আমি অবশ্যই দাউদকে ও সুলায়মানকে এক জ্ঞান দিয়েছিলাম। তখন তারা বলল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি একজন আমাদেরকে তাঁর পরম বিশ্বাসী দাসদের থেকে অনেকের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন'।

১৬. এবং সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল; এবং সে বলেছিল, 'ও তোমরা এই মানুষ! আমাদেরকে সকল পাখির ভাষা থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে; এবং আমাদেরকে প্রত্যেক কিছু থেকে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এ, নিশ্চিত তা পরম অনুগ্রহ- পরম স্পষ্ট'।

১৭. এবং সুলায়মানের জন্য সকল জিন ও সকল মানুষ এবং সকল পাখির মধ্য থেকে তার বাহিনীকে সমবেত করা হয়েছিল। এরপর তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হলো।

১৮. যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সেই পিঁপড়াদের উপত্যকার উপর আসল, তখন এক পিঁপড়া বলল, 'ও তোমরা সব পিঁপড়া! তোমাদের বসতবাড়িতে প্রবেশ কর, যেন না সুলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে পিষে ফেলে। তখন তারা বুঝতে পারবে না'।

১৯. এরপর সে তার কথায় এক অট্টহাসি হাসল; এবং সে বলল, 'ও আমার রব! আমাকে ক্ষমতা দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, তার যা আপনি আমার উপর ও আমার পিতামাতার উপর নিয়ামত করেছেন; এবং যাতে আমি এক সৎকাজ করতে পারি, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করে; এবং আমাকে আপনার নিয়ামতসহ আপনার পরম সৎকর্মশীল দাসদের মধ্যে প্রবেশ করান'।

২০. এবং সে সেই পাখিদের খোঁজ নিল। এরপর বলল, 'কেন আমি সেই হুদ্‌হুদ্‌কে দেখছি না? সে কি সেই অদৃশ্যদের মধ্যে'?

২১. 'আমি নিশ্চিত তাকে শাস্তি দেব- কঠিন এক শাস্তি; যদি না সে আমার কাছে পরিষ্কার কারণসহ আসে- আমি তাকে নিশ্চিত জবেহ করব'।

২২. এরপর বিলম্ব ভিন্নই সে এসে পড়ল। এরপর সে তার প্রতি বলল, 'আমি চারদিক ঘুরে এসেছি; আপনি তার দিকে ঘুরে আসেন নি; এবং আমি সাবা থেকে নিশ্চিত খবরসহ আপনার কাছে এসেছি'।

২৩. নিশ্চয়ই আমি এক নারীকে পেয়েছি। সে তাদেরকে শাসন করছে; এবং তাকে সবকিছু থেকে দেওয়া হয়েছে; এবং এর জন্য সেরা এক সিংহাসন'।

২৪. 'এবং আমি তাকে ও এর সম্প্রদায়কে পেলাম, তারা আল্লাহর পাশ থেকে সূর্যের প্রতি সিজ্‌দা করছে; এবং সেই শয়তান তাদের জন্য তাদের আমলকে শোভন করেছে; এবং সে তাদেরকে সেই পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। এরপর তাদেরকে পথ দেখানো হয় নি'-

২৫. 'যাতে তারা আল্লাহর প্রতি সিজ্‌দা করে'। যিনি একজন এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যের সকল গোপনীয়তা বের করে আনেন; এবং তিনি জানতে পারেন- যা তোমরা গোপন কর ও যা তোমরা ঘোষণা কর।

২৬. 'আল্লাহ- নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি পরম আরশের রব, সর্বশ্রেষ্ঠ'।

২৭. সে বলল, 'আমি দেখব- তুমি কী সত্য বলছ; অথবা তুমি সকল মিথ্যুকের মধ্যে আছ'?

২৮. 'আমার এই চিঠিসহ যাও। তারপর তাদের কাছে এ ছুড়ে দাও। এরপর তাদের থেকে ফিরে থাক। এরপর দেখ কী তারা ফেরত দেয়'?

২৯. সে বলল (নারীবাচক), 'ও তোমরা সব কার্যনির্বাহীরা! নিশ্চয়ই আমার কাছে এক সম্মানিত চিঠি ছোড়া হয়েছে';

৩০. 'নিশ্চয়ই তা সুলায়মানের থেকে; এবং নিশ্চয়ই তা পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ'-

৩১. 'যাতে না আমার সামনে উদ্ধত হও; এবং আমার কাছে আস- এক মুসলিম'।

রুকূ ৩

৩২. সে বলল (নারীবাচক), 'ও তোমরা সকল কার্যনির্বাহী! আমার আদেশ সম্পর্কে তোমাদের মতামত দাও। যতক্ষণ না তোমরা আমাকে তার সাক্ষ্য দাও- আমি এক আদেশ চূড়ান্তকারী হই না'।

৩৩. তারা বলল, 'আমরা এক শক্তির অধিকারী; এবং যুদ্ধে কঠোরতার অধিকারী; কিন্তু এই আদেশ আপনার কাছেই। এরপর দেখেন! আপনি কী আদেশ দেবেন'।

৩৪. সে বলল, 'নিশ্চয়ই এই রাজারা- তারা যখন এক জনপদে প্রবেশ করে, তারা তা ধ্বংস করে দেয়; এবং এর অধিক মর্যাদাবান লোকজনকে এক অধিক মর্যাদাহীন বানায়; এবং সেইরকম তারাও করতে পারে'।

৩৫. 'এবং নিশ্চয়ই আমি তাদের কাছে উপহার-সামগ্রীসহ প্রেরণকারী। এরপর তার প্রতি অপেক্ষাকারী, যাতে তারা ফেরে- সেই দূতেরা'।

৩৬. এরপর তারা যখন সুলায়মানের কাছে আসল; সে বলল, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদে বাড়িয়ে দিচ্ছ? এরপর আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তার থেকে কল্যাণকর - তিনি যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। বরং তোমরা তোমাদের উপহার-সামগ্রী দিয়ে উৎফুল্ল হয়েছ'!

৩৭. 'ফিরে যাও তাদের কাছে! এরপর আমরা সৈন্যবাহিনীসহ নিশ্চিত তাদের কাছে আসব; এবং তাদের জন্য এর সাথে মোকাবেলা নেই; এবং নিশ্চয়ই আমরা তাদেরকে এর থেকে বহিষ্কার করব। তখন তারা নীচু- এক লাঞ্ছিত'।

৩৮. সে বলল, 'ও তোমরা সকল কার্যনির্বাহীরা! তারা আমার কাছে আসবে মুসলিম। তার আগেই তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমাকে এনে দেবে'?

৩৯. সেই জিনদের মধ্যের শক্তিশালী একজন বলল, 'আপনার স্থান থেকে আপনি উঠে দাঁড়াবেন, আমি তার আগেই তাসহ আপনার কাছে আসব; এবং নিশ্চয়ই আমি তার উপর নিশ্চিত শক্তিশালী, বিশ্বস্ত'।

৪০. যার কাছে সেই কিতাবের মধ্য থেকে জ্ঞান, সেই একজন বলল যে, 'আমি আপনার কাছে তাসহ তার আগেই আসব- যাতে আপনার চোখের পলক আপনার কাছেই ফিরে আসে'। এরপর যখন সে তা তার কাছেই স্থাপনকৃত দেখল; সে বলল, 'আমাকে পরীক্ষা করার জন্যই আমার রবের থেকে এই বিশেষ অনুগ্রহ যে, আমি কি কৃতজ্ঞ হয়েছি অথবা আমি অকৃতজ্ঞ হয়েছি; এবং যে কৃতজ্ঞ- এরপর শুধুমাত্র সে কৃতজ্ঞ হয় তার নিজের জন্য; এবং যে অকৃতজ্ঞ হয়- এরপরও আমার রব নিশ্চয়ই অভাবমুক্ত, সম্মানিত'।

৪১. সে বলল, 'তার জন্য তার সিংহাসন ত্রুটিযুক্ত করে দাও। আমরা দেখব তাকে কী পথ দেখানো হয়; অথবা সে তাদের মধ্যে থাকবে, যাদেরকে পথ দেখানো হয় নি'?

৪২. এরপর যখন সে আসল (নারীবাচক); বলা হলো, 'এই কি তোমার সিংহাসন- তার মতোই'? সে বলল (নারীবাচক), 'তার মতোই! এমন যে তাই-ই! কিন্তু এর আগে থেকেই আমাদেরকে সেই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে; এবং আমরা মুসলিম হয়েছি'।

৪৩. এবং নিশ্চয়ই সে ছিল অস্বীকারকারী সম্প্রদায় থেকে। সে আল্লাহর পাশ থেকে যাতে দাসত্বকরণে ছিল, তাই-ই তাকে সরিয়ে রেখেছিল।

৪৪. তার প্রতি বলা হলো, 'এই প্রাসাদে প্রবেশ কর'! এরপর যখন সে তা দেখল (নারীবাচক), সে তাকে মনে করল- তা এক জলাধার; তখন সে তার পা থেকে অনাবৃত করল। সে বলল, 'নিশ্চয়ই তা এক প্রাসাদ, এক মসৃণ কাঁচ থেকে'। সে বলল (নারীবাচক), 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি- আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি; এবং আমি সুলায়মানের সাথেই এই বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর প্রতি মুসলিম হলাম'।

রুকূ ৪

৪৫. এবং অবশ্যই আমি সামূদের কাছে তাদের ভাই সালিহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম যে, 'আল্লাহর দাসত্ব কর'। এরপর লক্ষ্য কর! তারা দু'দলে বিবাদ করতে থাকল।

৪৬. সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! কী জন্য তোমরা পরম উত্তমের আগেই পরম মন্দের প্রতি দ্রুত চাইছ? কেন তোমরা আল্লাহর ক্ষমা চাইছ না, যাতে তোমরা দয়া পেতে পার'?

৪৭. তারা বলল, 'আমরা মনে করি তোমার সাথে এবং যারা তোমার সাথে- তাদের সাথে অশুভ'। সালিহ্ বলল, 'আল্লাহর কাছেই তোমাদের অশুভ। বরং তোমাদের সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করা হচ্ছে'।

৪৮. এবং সেই নগরের মধ্যে নয়টি পরিবার প্রধান ছিল। তারা সেই ভূমিতে ফাসাদ করে বেড়াত; এবং তারা সংশোধিত হতো না।

৪৯. তারা বলল, 'তোমরা আল্লাহর প্রতি কসম কর! নিশ্চিত আমরা তাকে ও তার লোকজনদেরকে রাতে আক্রমণ করব। তারপর আমরা তার অভিভাবকদের নিশ্চিত বলব, 'আমরা তার লোকজনের ধ্বংসযজ্ঞের সাক্ষী নই; এবং নিশ্চয়ই আমরা নিশ্চিত সত্যবাদী'।

৫০. এবং তারা ষড়যন্ত্র করল- এক ষড়যন্ত্র; এবং আমিও ষড়যন্ত্র করলাম- এক ষড়যন্ত্র; তখন তারা তা হিসাব করতে পারে নি।

৫১. এরপর দেখ! আমি তাতে তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে একত্রে ধ্বংস করেছিলাম! কেমন ছিল তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম?

৫২. তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। এরপর এইগুলোই তাদের ঘরবাড়ি- এক ধ্বংসস্তূপ। নিশ্চয়ই যারা জানতে চায় সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

৫৩. এবং যারা বিশ্বাস করত- আমি তাদেরকে রক্ষা করেছিলাম। তখন তারা সাবধানতা অবলম্বনকরণে ছিল।

৫৪. এবং লূত! যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, 'তোমরা কি সেই অনৈতিক কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছ? এবং তোমরা তা দেখছও'-

৫৫. 'কেন তোমরা এই নারীদের পাশ থেকে এক লালসায় সকল পুরুষে নিশ্চিত যাচ্ছ? বরং তোমরা এক সম্প্রদায় জাহেল হয়েছ'।

৫৬. এরপর তার সম্প্রদায়ের তা ছাড়া উত্তর ছিল না যে; তারা বলল, 'তোমাদের জনপদ থেকে লূত-পরিবারকে বের করে দাও। নিশ্চয়ই তারা লোকজন- পূত-পবিত্র থাকতে চায়'।

৫৭. এরপর আমি তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম- তার স্ত্রীকে ছাড়া। আমি তার সিদ্ধান্ত দিলাম সেই পিছনে অবস্থানকারীর মধ্যে।

৫৮. এবং আমি তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করছিলাম- এক বৃষ্টি! এরপর সেই সতর্কীকৃতদের বৃষ্টি মন্দ হয়েছিল!

রুকূ ৫

৫৯. বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; এবং তিনি যাদেরকে মনোনীত করেছেন তাঁর সেই দাসদের উপর শান্তি'! তারা যাদেরকে শরীক করে, আল্লাহ কি তাদের থেকে কল্যাণকর?

বিশতম পারা

৬০. অথবা কে এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এবং কে তোমাদের জন্য এই আকাশের মধ্য থেকে পানি পাঠান? এরপর আমি তা দিয়ে মনোরম কানন উৎপাদন করি। তোমাদের জন্য হয় না যে, তোমরা তার গাছ-গাছালি উৎপাদন করবে। ইলাহ্ আছে কি আল্লাহর সাথে? বরং তারা এক সম্প্রদায় তাঁর সমকক্ষ স্থাপন করে।

৬১. অথবা কে এই পৃথিবীকে এক বাসস্থান বানিয়েছে? এবং তিনি এর উপযোগী এক নদ-নদী বানিয়েছেন; এবং তিনি এর জন্য দৃঢ় পাহাড়-পর্বতমালা বানিয়েছেন; এবং তিনি সেই দুই সমুদ্রের মধ্যে এক বাধা বানিয়েছেন। ইলাহ্ আছে কি আল্লাহর সাথে? বরং তাদের অধিকাংশই জানতে পারে না।

৬২. অথবা কে সকল বিপদগ্রস্তকে সাড়া দেয়, যখন সে তাঁকে ডাকে? তিনি তখন সেই মন্দ দূর করে দেন; এবং তিনিই তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে উত্তরসূরী বানান! ইলাহ আছে কি আল্লাহর সাথে? এক অল্পই যা তোমরা স্মরণ কর।

৬৩. অথবা কে তোমাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে এই ভূমিতে ও সেই সমুদ্রে পথ দেখান; এবং কে তাঁর রহমত এই বাতাস পাঠান- তাদের নাগালের মাঝেই এক সুসংবাদ? ইলাহ্ আছে কি আল্লাহর সাথে? তারা যা শরীক করে, আল্লাহ তার থেকে ঊর্ধ্বে।

৬৪. অথবা কে এই সৃষ্টির শুরু করেন, তারপর এর পুনরাবৃত্তি করবেন? এবং কে তোমাদেরকে এই আকাশ ও এই পৃথিবীর মধ্য থেকে রিজিক দেন? ইলাহ্ আছে কি আল্লাহর সাথে? বল, 'যদি তোমরা হও সত্যবাদী, তোমাদের যুক্তি-প্রমাণ নিয়ে আস'।

৬৫. বল, 'আল্লাহ ছাড়া যারা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে- তারা সেই পরম অদৃশ্য জানতে পারে না; এবং কখন তাদেরকে উঠিয়ে আনা হবে- তারা তা হিসাব করতেও পারে না!

৬৬. বরং পরম আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞানকে আটক করা হয়েছে। বরং এর থেকে তারা সন্দেহের মধ্যে। বরং এ থেকে তারা অন্ধ।

রুকূ ৬

৬৭. এবং যারা অস্বীকার করে তারা বলে, 'কী হবে! যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা ধুলোমাটি হয়ে যাব? আমাদেরকে কি নিশ্চিত বের করে আনা হবে'?

৬৮. 'অবশ্যই আমাদেরকে আগে থেকেই এর ওয়াদা করা হয়েছিল! আমাদেরকে ও আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও। এ সেই পূর্বপুরুষদের গাল-গল্প ছাড়া নয়'।

৬৯. বল, 'এই পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ কর, এরপর দেখ কেমন ছিল পরিণতি সেই অপরাধীদের'?

৭০. এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করছে, তার থেকে তাদের উপর দুঃখ করবে না এবং গুটানোর মধ্যেও থাকবে না।

৭১. এবং তারা বলে, 'কখন সেই ওয়াদা- যদি তোমরা সত্যবাদী হও'?

৭২. বল, 'যাতে তোমরা তাড়াহুড়ো করছ, তোমাদের জন্য তা সম্ভবত পরবর্তী ধাপেই থাকছে- তার কিছু'।

৭৩. এবং নিশ্চয়ই তোমার রব এই মানুষের উপর নিশ্চিত বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৭৪. এবং তারা যা তাদের বুকে গোপন করে ও তারা যা প্রকাশ করে- নিশ্চয়ই তোমার রব নিশ্চিত তা জানেন।

৭৫. এবং এই আকাশ ও এই পৃথিবীর মধ্যে এমন গোপনীয় থেকে নেই- তা পরিষ্কারভাবে কিতাবে লিখিত ছাড়া।

৭৬. নিশ্চয়ই তারা এ সম্পর্কে যে মতভেদ করে, 'এ'- এই কুরআন বনী ইসরাঈলদের সামনে তার অধিকাংশই বর্ণনা করে।

৭৭. এবং নিশ্চয়ই 'তা' সকল বিশ্বাসীর জন্য নিশ্চিত এক পথ-নির্দেশ ও রহমত।

৭৮. নিশ্চয়ই তোমার রব তাঁর হুকুমসহ তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত দেবেন; এবং তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম জ্ঞাত।

৭৯. এরপর তুমি আল্লাহর উপরই নির্ভর কর। নিশ্চয়ই তুমি পরম পরিষ্কার পরম সত্যের উপরে।

৮০. নিশ্চয়ই তুমি- তুমি সেই মৃতদেরকে এই আহ্বান শোনাতে পারবে না; এবং তুমি সেই বধিরদেরও শোনাতে পারবে না। তখন তারা মুখ ফেরায়- পলায়নকারী।

৮১. এবং তুমি এই অন্ধদেরকে তাদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে পথ দেখানোর প্রতি নও। তুমি তাকে ছাড়া শোনাতে পারবে না, যে আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করে। এরপর তারাই মুসলিম।

৮২. এবং তাদের উপর যখন এই সকল কথা বাস্তবায়িত হবে- আমি এই পৃথিবীর মধ্য থেকে এক প্রাণী বের করে আনব। তারা তাদের সাথে কথা বলবে এমন যে, এই মানুষ আমার আয়াতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাসকরণে ছিল না।

রুকূ ৭

৮৩. এবং যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে, আমি তাদের প্রত্যেক জাতি থেকে সেই দলকে একদিন সমবেত করব। এরপর তাদেরকে শ্রেণিবদ্ধ করা হবে।

৮৪. যখন তারা আসবে- তিনি তখন বলবেন, 'তোমরা যখন এর প্রতি এক জ্ঞানে তা আয়ত্ত কর নি, তোমরা কি তখন আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলেছিলে? তোমরা তাহলে কিসহ তোমাদের আমল করছিলে'?

৮৫. এবং তারা যার প্রতি জুলুম করত- তাদের উপর সেই সব কথা বাস্তবায়িত হবে। এরপর তারা কথা বলতে পারবে না।

৮৬. তারা কি দেখে না যে আমি- আমিই এই রাত বানিয়েছি, যাতে এর মধ্যে তারা বিশ্রাম করতে পারে; এবং এই দিন এক দৃশ্যমান? যারা বিশ্বাস করে সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য নিশ্চয়ই তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

৮৭. এবং একদিন পরম শিঙ্গার মধ্যে ফুঁ দেওয়া দেওয়া হবে। এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করবেন তারা ছাড়া, যারা এই আকাশমণ্ডলী মধ্যে ও যারা এই পৃথিবীর মধ্যে- তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। তখন প্রত্যেকেই তাঁর কাছে আসবে- বিনীত।

৮৮. এবং তুমি দেখছ এই পর্বতমালা! তুমি তাদেরকে হিসাব করছ এক দৃঢ়-স্থির। কিন্তু তারা চলতে থাকবে- চলমান সব মেঘ-পুঞ্জ। আল্লাহরই কর্ম পদ্ধতি! তিনি একজন সকল কিছুই নিখুঁত করেছেন। তোমরা যাসহ করছ, তিনি নিশ্চয়ই তা অবগত।

৮৯. যে পরম উত্তমসহ আসবে, এরপর এর থেকে তার জন্যই কল্যাণ; এবং তারা সেই দিন ভীতি-আশঙ্কা থেকে নিরাপদ।

৯০. এবং যারা চরম মন্দসহ আসবে, এরপর তাদের মুখমণ্ডলগুলো পরম আগুনের মধ্যে ফেলা হবে। 'তোমরা যা করছিলে- তোমাদেরকে কি তা ছাড়া প্রতিফল দেওয়া হলো'?

৯১. 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন শুধুমাত্র আমার রবের দাসত্ব করি। এ- এই নগরী তাঁরই। তিনি একজন একে পবিত্র করেছেন; এবং তাঁর জন্যই সকল কিছু; এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমি সকল মুসলিমের মধ্যে হই'-

৯২. 'এবং আমি যেন এই কুরআন পাঠ করি। এরপর যে পথপ্রাপ্ত হয়, এরপর সে শুধুমাত্র পথপ্রাপ্ত তার নিজের জন্যই; এবং যে বিভ্রান্ত হয়; এরপর বল, 'আমি শুধুমাত্র সকল সতর্ককারীর মধ্যে'।

৯৩. এবং বল, 'আল্লাহরই জন্যই সকল প্রশংসা। তিনিই তোমাদেরকে তাঁর আয়াত দেখাবেন। এরপর তোমরা তা চিনতে পারবে; এবং তোমরা যা কর, তোমার রব তার থেকে গাফিলসহ নন'।

২৮. সূরা কাসাস

৮৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. ত্বা ছীন মীম।

২. এগুলো এই কিতাবের পরম পরিষ্কার আয়াত।

৩. আমি তা তোমার সামনে মূসা ও ফির'আওনের পরম সত্যসহ সংবাদ থেকে পাঠ করছি- সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

৪. নিশ্চয়ই ফির'আওন এই পৃথিবীর মধ্যে অতি উঁচু হয়েছিল; এবং সে এর লোকজনকে এক বিভক্ত বানিয়েছিল। সে তখন তাদের থেকে এক দলকে দুর্বল করেছিল যে, সে তাদের পুত্রদেরকে জবাই করত ও তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে চরম ফাসাদকারীদের মধ্যে ছিল।

৫. এবং আমি চাইলাম যে, সেই ভূমির মধ্যে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল আমি তাদের উপর অনুগ্রহ করব; এবং আমি তাদেরকে নেতা বানাব; এবং আমি তাদেরকে চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী বানাব।

৬. এবং আমি তাদের জন্য সেই ভূমি প্রতিষ্ঠিত করব; এবং আমি ফির'আওন ও হামান এবং তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দেব, তারা যাতে তাদের থেকে ভীত ছিল।

৭. এবং আমি মূসার মায়ের প্রতি ওহি করলাম যে, তাকে বুকের দুধ দিতে থাক। এরপর তুমি যখন তার উপর ভয় করবে, এরপর তাকে সেই নদীর মধ্যে ছুড়ে ফেল; এবং ভয় করবে না ও দুঃখও করবে না। নিশ্চয়ই আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব; এবং তাকে সকল রাসূলের মধ্যে বানাব।

৮. এরপর ফির'আওনের পরিবার তাকে তুলে নিল, যাতে সে তাদের জন্য এক শত্রু ও এক দুঃখ হতে পারে। নিশ্চয়ই ফির'আওন ও হামান এবং তাদের বাহিনী পাপী ছিল।

৯. এবং ফির'আওনের স্ত্রী বলল, 'আমার ও তোমার জন্য চোখের প্রশান্তি। তাকে হত্যা করবে না। সম্ভবত যে, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে; অথবা আমরা তাকে এক সন্তান গ্রহণ করতে পারি'। তখন তারা ধারণা করতে পারে নি।

১০. এবং মূসার মাতা অনুভূতি শূন্য হয়ে গিয়েছিল। আমি যদি না যে তার হৃদয়ের উপর শক্তিশালী করতাম, যাতে সে সকল বিশ্বাসীদের মধ্যে হতে পারে- তাহলে সে তার সম্পর্কে প্রকাশ করার কাছাকাছি হয়ে গিয়েছিল।

১১. এবং সে তার বোনকে বলল, 'তাকে অনুসরণ কর'। এরপর সে এক দূরত্ব থেকে তার প্রতি দেখছিল- যখন তারা বুঝতে পারে নি।

১২. এবং আমি আগে থেকেই তার জন্য সকল ধাত্রী হারাম করেছিলাম। এরপর সে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাড়ির লোকজনের খোঁজ দেব, তারা তোমাদের জন্য তাকে লালন-পালন করতে পারে; এবং তারা তার জন্য ভালো পরামর্শদাতা'?

১৩. এরপর আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম- যাতে তার চোখ জুড়ায় ও সে দুঃখ না পায়; এবং যেন সে জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য হয়। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষই এ জানতে পারে না।

রুকূ ২

১৪. এবং যখন সে পরিণত বয়সী হলো এবং সে তার অধিক শক্তিতে পৌঁছাল, আমি তাকে এক বিচক্ষণতা ও এক জ্ঞান দিলাম; এবং আমি সকল উত্তম-কর্মশীলকে সেইরকমই পুরস্কার দেই।

১৫. সে সেই নগরীতে প্রবেশ করল- এর লোকজন থেকে অজান্তে এক সময়ে। এরপর সে এর মধ্যে দু'পুরুষকে পেল। তারা উভয়ে মারামারি করছে। এ তার দল থেকে এবং এ তার শত্রু থেকে। এরপর যে তার শত্রু থেকে, তার সামনের যে একজন তার দল থেকে- সে তার সাহায্যে চাইল। এরপর সে তাকে ঘুষি মারল। এরপর তার উপর সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। সে বলল, 'এ সেই শয়তানের আমল থেকে। নিশ্চয়ই সে পরিষ্কার বিভ্রান্তকারী শত্রু'।

১৬. সে বলল, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি- আমি আমার নিজেকে জুলুম করেছি, এরপর আমার প্রতি ক্ষমা করেন'। এরপর তিনি তার প্রতি ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি- তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৭. সে বলল, 'ও আমার রব! আপনি যাসহ আমার উপর নিয়ামত করেছেন, এরপর আমি কখনই এই অপরাধীদের জন্য এক সাহায্যকারী হব না'।

১৮. এরপর সেই নগরীর মধ্যে এক ভীত-সন্ত্রস্ত সজাগ থেকেই তার সকাল হলো। এরপর যে একজন আগের দিনের সাথে তার সাহায্য চেয়েছিল, সে যখন তার সাহায্যের আশায় চিৎকার করল। মূসা তার প্রতি বলল, 'নিশ্চয়ই তুমি নিশ্চিত পরিষ্কার বিপথগামী'।

১৯. এরপর সে যখন থেকে চাইল যে, সে ধরে ফেলবে সেই একজনের প্রতি- যে তাদের উভয়ের জন্য শত্রু; সে বলল, 'ও মূসা! তুমি কি চাও যে আমাকে হত্যা করবে, যেমন তুমি গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ? তুমি চাও না তা ছাড়া যে, তুমি এই পৃথিবীর মধ্যে এক স্বেচ্ছাচারী হবে; এবং তুমি চাও না যে, তুমি সকল সংশোধনকারীর মধ্যে হবে'।

২০. এবং সেই নগরীর দূর প্রান্ত থেকে এক পুরুষ দৌড়ে আসল। সে বলল, 'ও মূসা! সেই কার্যনির্বাহীরা নিশ্চয়ই তোমার সম্পর্কে আদেশ দিচ্ছে- তোমাকে হত্যার জন্য; এরপর বের হয়ে যাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য পরম সৎ পরামর্শদাতাদের মধ্যে'।

২১. এরপর সে এক ভীত-সন্ত্রস্ত সজাগ থেকে এর থেকে বের হয়ে পড়ল। সে বলল, 'ও আমার রব! আমাকে চরম জালিম এই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রক্ষা করেন'।

রুকূ ৩

২২. এবং যখন সে তার মুখ ফেরাল যেদিকে মাদইয়ান, সে বলল, 'আমি আশা করি, আমার রব আমাকে পথ দেখাবেন তাতে- সরল-সমান সেই পথে'।

২৩. এবং যখন সে মাদইয়ানের পানির কাছে পৌঁছাল, সে তার সামনে সেই মানুষের মধ্যে থেকে এক দলকে পেল- পান করাচ্ছে; এবং সে তাদের পাশ থেকে আরও দু'ই নারীকে পেল- পিছনে সরে আছে। সে বলল, 'তোমাদের দু'জনের বিষয় কী'? তারা বলল, 'যতক্ষণ না সকল রাখাল তাদের চাহিদা পূর্ণ করে, আমরা পান করাতে পারি না; এবং আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ'।

২৪. এরপর সে তাদের জন্য পান করাল। তারপর সে সেই ছায়ার দিকে ফিরল। এরপর বলল, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি- আপনি আমার জন্য আমার কাছে কল্যাণকর থেকে যা নাজিল করবেন- আমি তার কাঙ্গাল'।

২৫. এরপর দু'জন নারীর একজন লাজুকতার উপরে হেঁটে হেঁটে তার কাছে আসল। সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমাদের পিতা আপনাকে ডাকছেন- তিনি যাতে আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে পারেন। আমাদের জন্য আপনি যা পান করিয়েছেন- তার এক পারিশ্রমিক'। এরপর যখন সে তার কাছে আসল;

এবং সে তার সামনে সকল ঘটনা বর্ণনা করল; সে বলল, 'ভয় করবে না! তুমি চরম জালিম সেই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রক্ষা পেয়েছ'।

২৬. তাদের দু'জনের একজন বলল, 'ও আমার পিতা! তাকে নিয়োগ দাও। নিশ্চয়ই তুমি যাকে নিয়োগ দেবে, সে সেরা। পরম শক্তিশালী, পরম বিশ্বস্ত'।

২৭. সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি চাই তুমি আমার এই দু'জন কন্যার একজনকে তার উপর বিবাহ করবে যে, তুমি আমার আট বছর কাজ করবে। এরপর যদি তুমি দশ পূর্ণ কর- এরপর তোমার কাছ থেকেই; এবং আমি তোমার উপর তা অধিক কঠিন করতে চাই না। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তুমি আমাকে সকল সৎকর্মশীলের মধ্যে পাবে'।

২৮. সে বলল, 'আমি এই দু'ই মেয়াদের যাতে সিদ্ধান্ত নেই সেই-ই আমার মাঝে ও আপনার মাঝে। এরপর আমার উপর সীমালঙ্ঘন নয়; এবং আমরা যা বলছি, আল্লাহ তার উপর উকিল'।

রুকূ ৪

২৯. এরপর মূসা যখন সেই মেয়াদের সিদ্ধান্ত নিল, তখন সে তার পবিবারের সাথে সফর করছিল। সে সেই তূর পাহাড়ের পাশ থেকে এক আগুন দেখল। সে তার পরিবারের প্রতি বলল, 'এখানে অবস্থান কর। নিশ্চয়ই আমি- আমি ধারণা করছি এক আগুন। আমি সম্ভবত এ থেকে তোমাদেরকে খবরসহ অথবা সেই আগুনের মধ্য থেকে এক জ্বলন্ত কাঠ এনে দিতে পারব- যাতে তোমরা তোমাদের উত্তাপ পেতে পার'।

৩০. এরপর সে যখন এতে আসল, সেই উপত্যকার সেই সমভূমির মধ্যের সর্ব ডান পাশের পরম বরকতময় সেই গাছের মধ্য থেকে তাকে ডাকা হলো যে, 'ও মূসা! নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ! এই বিশ্ব জগতের রব'!

৩১. 'এবং যে, তোমার লাঠি ছুড়ে দাও'। এরপর সে যখন দেখল এ ছুটাছুটি করছে, তা এমন যেন সাপ- সে পিছন ফিরল, এক পলাতক; এবং সে ফিরেও তাকাল না। 'ও মূসা! সামনে আস; এবং ভয় করবে না। নিশ্চয়ই তুমি পরম নিরাপদদের মধ্যে'।

৩২. 'তোমার হাত তোমার বুকের মধ্যে ঢোকাও। তা এক ক্ষতি ভিন্নই ধবধবে সাদা বের হয়ে আসবে; এবং এই আতঙ্কের মধ্যে তোমার বাহু তোমার দিকে চেপে ধর। এরপর তোমার রবের থেকে এগুলোই ফির'আওন ও তার কার্যনির্বাহীদের প্রতি দু'টি প্রমাণ। নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত অবাধ্য এক সম্প্রদায়'।

৩৩. সে বলল, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি তাদের থেকে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। এরপর আমি ভয় করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে'।

৩৪. 'এবং আমার ভাই হারূন! সে আমার থেকে এক ভাষায় অধিক সাবলিল; এরপর আমার সাথে তাকেও এক সাহায্যকারী পাঠান। সে আমার সত্যতা নিশ্চিত করবে। নিশ্চয়ই আমি ভয় করি যে, তারা আমাকে মিথ্যুক বলবে'।

৩৫. তিনি বললেন, 'আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার বাহু শক্তিশালী করব; এবং আমি তোমাদের দু'জনের জন্য এক কর্তৃত্ব বানাব। এরপর তারা তোমাদের উভয়ের কাছেই পৌঁছতে পারবে না। তোমরা দু'জন ও যারা তোমাদেরকে অনুসরণ করবে- তারাই আমার আয়াত দিয়ে চূড়ান্ত বিজয়ী।

৩৬. এরপর মূসা যখন এক পরিষ্কার প্রমাণ আমার আয়াতসহ তাদের কাছে আসল; তারা বলল, 'এ এক আবিষ্কৃত জাদু ছাড়া নয়; এবং আমরা আমাদের বাপ-দাদা- সেই পূর্বপুরুষদের মধ্য থেকে এ সম্পর্কে শুনি নি'।

৩৭. এবং মূসা বলল, 'আমার রবই তার প্রতি অধিক জানেন, কে তাঁর কাছ থেকে পথ-নির্দেশসহ এসেছে; এবং কে তার জন্য পরিণতির সেই বসতবাড়িতে থাকবে! নিশ্চয়ই সেই জালিমরা সফল হবে না'।

৩৮. এবং ফির'আওন বলল, 'ও তোমরা সকল কার্যনির্বাহী! আমি জানি না তোমাদের জন্য আমি-ভিন্ন ইলাহ থেকে'। 'ও হামান! এরপর আমার জন্য এই কাদামাটির উপর আগুন দাও। এরপর এক উঁচু দালান বানাও, আমি যাতে মূসার ইলাহর দিকে তাকাতে পারি; এবং নিশ্চয়ই আমি- আমি তাকে নিশ্চিত সকল মিথ্যুকের মধ্যে মনে করি'।

৩৯. এবং সে ও তার বাহিনী এই পৃথিবীর মধ্যে পরম সত্য ভিন্নই অহংকারী ছিল; এবং তারা মনে করেছিল এমন যে, তারা আমার কাছে ফিরবে না।

৪০. এরপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম। এরপর আমি তাদেরকে সেই সমুদ্রের মধ্যে ছুড়ে ফেললাম। এরপর দেখ! কেমন ছিল সেই সব জালিমের পরিণতি।

৪১. এবং আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম! তারা পরম আগুনের দিকে ডাকত। যে দিন পরম কিয়ামত, তখন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

৪২. এবং আমি এরই মধ্যে এই দুনিয়াতে তাদেরকে অনুসরণ করালাম এক অভিশাপ; যে দিন পরম কিয়ামত, তখন তারা চরম হীনগ্রস্তদের মধ্যে।

রুকূ ৫

৪৩. এবং আমি অবশ্যই মূসাকে সেই কিতাব দিয়েছিলাম। মানবজাতির জন্য দৃষ্টিদান এবং এক পথ-নির্দেশ ও এক রহমত- যাতে তারা পারে উপদেশ গ্রহণ করতে। আমি তার পরবর্তী থেকে সেই পূর্ববর্তী সেই সব প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি।

৪৪. এবং আমি যখন মূসার কাছে সেই আদেশের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম, তুমি সেই পশ্চিমের প্রতিপার্শ্বে ছিলে না; এবং তুমি ছিলে না সেই সাক্ষীদের মধ্যেও।

৪৫. কিন্তু আমি- আমিই এক প্রজন্ম গড়েছিলাম। এরপর তাদের সামনে সেই জীবন-যাপন দীর্ঘায়িত হয়েছে; এবং তুমি মাদাইয়ানে লোকজনের মধ্যে এক বসতকারী ছিলে না- তাদের সামনে আমার আয়াত পাঠ করতে; কিন্তু আমি- আমিই ছিলাম রাসূল প্রেরণকারী।

৪৬. এবং আমি যখন মুসাকে ডেকেছিলাম, তুমি ছিলে না সেই তূরের প্রতিপার্শ্বে। কিন্তু এ তোমার রবের থেকে এক রহমত, যাতে তুমি এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার- তোমার আগে থেকেই যাদের কাছে সতর্ককারী আসে নি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

৪৭. এবং তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে- যদি না যে, তাদেরকে তা দিয়েই আঘাত করত দুর্ভোগসমূহ! এরপর তারা বলতে থাকত, 'ও আমাদের রব! কেন আপনি আমাদের প্রতি এক রাসূল পাঠালেন না, এরপর আমরা আপনার আয়াত অনুসরণ করতাম এবং আমরা হতাম বিশ্বাসীদের মধ্যে'?

৪৮. এরপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে পরম সত্য আসল; তারা বলল, 'কেন তাকে দেওয়া হলো না তারই মতো- যা দেওয়া হয়েছিল মূসাকে'? তারা কি আগে থেকেই তার প্রতি অস্বীকার করে নি- যা দেওয়া হয়েছিল মূসাকে? তারা বলল, 'দু'টিই জাদু! একে অন্যকে জাহির করছে'; এবং তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেকের প্রতি অস্বীকারকারী'।

৪৯. বল, 'আল্লাহর কাছ থেকে কিতাবসহ পথ-নির্দেশে যা তাদের উভয় থেকে অধিক ভালো, এরপর তাসহ আস- যাতে আমি তা অনুসরণ করতে পারি, যদি তোমরা হও সত্যবাদী'।

৫০. এরপর তারা যদি না তোমার প্রতি সাড়া দেয়, এরপর জেনে রাখ তা এমন যে, তারা তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে; এবং যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক পথ-নির্দেশ ভিন্ন কিছুসহ তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে- কে তার থেকে অধিক বিভ্রান্ত? নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম জালিম সেই সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

রুকূ ৬

৫১. এবং আমি অবশ্যই তাদের জন্য পরম বাণী পৌঁছে দিয়েছি- যাতে তারা স্মরণ করতে পারে।

৫২. তারা- আমি যাদেরকে এর আগে থেকেই এই কিতাব দিয়েছি, তারা এর প্রতি বিশ্বাস করে।

৫৩. এবং যখন 'এ' তাদের কাছে পাঠ করা হয়; তারা বলে, 'আমরা এতে বিশ্বাস করি। নিশ্চয়ই 'এ' আমাদের রবের থেকে পরম সত্য। নিশ্চয়ই আমরা- আমরা এর আগে থেকেই মুসলিম ছিলাম'।

৫৪. তারা যাতে ধৈর্য ধরেছে- তাদেরকে তার প্রতিই তাদের পারিশ্রমিক দু'বার দেওয়া হবে; এবং তারা পরম উত্তম দিয়ে চরম মন্দের মোকাবেলা করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তারা তার থেকে ব্যয় করে।

৫৫. এবং যখন তারা অসার কথাবার্তা শোনে, তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; এবং তারা বলে, 'আমাদের জন্য আমাদের আমল এবং তোমাদের জন্য তোমাদের আমল। তোমাদের উপর শান্তি (সালামুন আলাইকুম)। আমরা চরম অজ্ঞদের চাই না'।

৫৬. তুমি কাউকে অধিক ভালোবাসলেও নিশ্চয় তুমিই তাকে পথ দেখাতে পারবে না। কিন্তু আল্লাহ পথ দেখান- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তিনিই অধিক জানেন সকল পথপ্রাপ্তদের প্রতি।

৫৭. এবং তারা বলে, 'আমরা যদি তোমার সাথে এই পথ-নির্দেশ অনুসরণ করি, আমাদেরকে আমাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হবে'। আমি কি তাদের জন্য নিরাপদ এক হারাম প্রতিষ্ঠিত করি নি? সেখানে ফলমূল- সকল কিছুই আমদানী হয়। আমার থেকে এক রিজিক। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানতে পারে না।

৫৮. এবং আমি জনপদগুলো থেকে কতজনকে ধ্বংস করেছি- প্রাচুর্যময় এর জীবন-যাপন? এরপর এগুলোই তাদের বসতবাড়ি। তাদের পরবর্তী থেকে এক অল্প ছাড়া তাতে বসবাস করা হয় নি; এবং নিশ্চয়ই আমি- আমিই তার চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী!

৫৯. এবং তোমার রব সেই সব জনপদ ধ্বংসকারী ছিলেন না, যতক্ষণ না তিনি এর কেন্দ্রের মধ্যে তাদের সামনে আমার আয়াত পাঠ করে শোনাতে এক রাসূল পাঠিয়েছেন। এবং যখন এর লোকজন জুলুমকারী ছাড়া, আমি এই সব জনপদ ধ্বংসকারী হই না।

৬০. এবং কোনো কিছু থেকে যা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, এরপর তা এই দুনিয়ার এই জীবনের এক ভোগ-সম্ভার ও এর সাজ-সজ্জা; এবং যা আল্লাহর কাছে, তা কল্যাণকর ও অধিক স্থায়ী। এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার করবে না?

রুকূ ৭

৬১. আমি যাকে ওয়াদা দিয়েছি- এক উত্তম ওয়াদা, এরপর যে তার সাক্ষাৎ করবে- এরপর কি সে তার মতো, যাকে আমি ভোগসামগ্রী দিয়েছি- এই দুনিয়ার এই জীবনের ভোগ-সম্ভার, তারপর সে পরম কিয়ামতের দিন সেই হাজিরকৃতদের মধ্যে?

৬২. এবং তিনি সেই দিন তাদেরকে ডাকবেন। এরপর বলবেন, 'কোথায় আমার শরীক তারা, তোমরা যাদেরকে দাবি করেছিলে'?

৬৩. যাদের উপর সেই কথা সত্য হয়েছে; তারা বলবে, 'ও আমাদের রব এগুলোই সেই তারা, আমরা যাদেরকে বিপথগামী করেছিলাম। আমরা তাদেরকে বিপথগামী করেছিলাম, যেমন আমরাও বিপথগামী ছিলাম। আমরা আপনার কাছে মুক্তি চাইছি। তারা শুধুমাত্র আমাদের দাসত্বকরণেও ছিল না'।

৬৪. এবং বলা হবে, 'তোমাদের ইলাহদের ডাক'। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। এরপর তারা তাদের প্রতি সাড়া দেবে না। তখন তারা দেখবে চরম শাস্তি। 'হায়! যদি তারা এমন হতো যে, তাদেরকে পথ দেখান হতো'!

৬৫. এবং তিনি সেই দিন তাদেরকে ডাকবেন। এরপর বলবেন, 'তোমরা সেই রাসূলদেরকে কি উত্তর দিয়েছিলে'?

৬৬. এরপর সে দিন তাদের সামনে সকল খবর ঝাপসা হয়ে যাবে। এরপর তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসাও করতে পারবে না।

৬৭. এরপর তাদের মধ্যে যারা তওবা করেছিল ও বিশ্বাস করেছিল এবং এক সৎকাজ করেছিল- এরপর সম্ভবত যে, সে থাকবে পরম সফলদের মধ্যে।

৬৮. এবং তোমার রব সৃষ্টি করেন- যা তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তিনিই তা মনোনীত করেন। তারা তাদের জন্য সেই মনোনয়নে থাকে না। মহান আল্লাহ! এবং তারা যা শরীক করে, তিনি তা থেকে অতি উঁচুতে!

৬৯. এবং তোমার রব জানেন, তারা যা তাদের বুকে গোপন করে ও তারা যা প্রকাশ করে।

৭০. এবং তিনিই আল্লাহ! নেই ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তাঁরই জন্য সেই সর্বপ্রথম ও সেই সর্বশেষের মধ্যের সকল প্রশংসা; এবং তাঁর জন্যই সকল হুকুম; এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।

৭১. বল, 'তোমরা কি দেখছ, আল্লাহ যদি তোমাদের সামনে এই রাতকে পরম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এক চলমান বানান, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ তোমাদেরকে এক উজ্জ্বল আলো এনে দেবে? এরপরও কি তোমরা শুনবে না'?

৭২. বল, 'তোমরা কি দেখেছ, আল্লাহ যদি তোমাদের জন্য এই দিনকে পরম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এক চলমান বানান, আল্লাহ ভিন্ন কোন ইলাহ তোমাদেরকে রাতসহ এনে দেবে- তোমরা যার মধ্যে বিশ্রাম করবে? এরপরও কি তোমরা দেখ না'?

৭৩. এবং তিনি তোমাদের জন্য তাঁর রহমত থেকে এই রাত ও এই দিন বানিয়েছেন, যাতে তোমরা এর মধ্যে বিশ্রাম করতে পার; এবং যাতে তোমরা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে চাইতে পার; এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

৭৪. এবং একদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন। এরপর বলবেন, 'কোথায় আমার শরীক তারা, তোমরা যাদেরকে দাবিকরণে ছিলে?

৭৫. এবং আমি প্রত্যেক জাতি থেকে এক সাক্ষী টেনে আনব। এরপর আমি বলব, 'নিয়ে আস তোমাদের যুক্তি-প্রমাণ'। এরপর তারা জানতে পারবে এমন যে, আল্লাহর জন্যই পরম সত্য। তারা যা আবিষ্কারকরণে ছিল, তা তখন তাদের থেকে হারিয়ে যাবে।

রুকূ ৮

৭৬. নিশ্চয়ই কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ের থেকেই। এরপরও সে তাদের উপর অত্যাচার করত। আমি তখন তাকে সেই ধনভাণ্ডারের মধ্য থেকে দিয়েছিলাম- যাতে এর চাবিগুলো নিশ্চয়ই পরম শক্তির অধিকারী সব দলের প্রতিও নিশ্চিত বোঝা। তখন তার সম্প্রদায় তার প্রতি বলল, 'দম্ভ করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সেই দাম্ভিকদের পছন্দ করেন না'।

৭৭. 'এবং আল্লাহ যার মধ্যে তোমাকে পরম আখিরাতে সেই বসতবাড়ি দেবেন- তা চাইতে থাক; এবং এই দুনিয়ার মধ্য থেকে তোমার অংশও ভুলবে না; এবং উত্তম কাজ কর- যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি উত্তম করেছেন; এবং এই পৃথিবীর মধ্যে চরম ফাসাদ চাইবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ এই ফাসাদকারীদেরকে ভালোবাসেন না'।

৭৮. সে বলল, 'আমাকে শুধুমাত্র আমার কাছের জ্ঞানের উপর এ দেওয়া হয়েছে'। সে কি জানত না এমন যে, অবশ্যই আল্লাহ তার আগে থেকে সেই সব মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে তাদেরকে ধ্বংস করেছেন- যারা তাদের অধিক শক্তিশালী? তার থেকেও এক শক্তিমান; এবং তাদের অধিকাংশকেই একত্রে? তখন সেই সকল অপরাধীকে তাদের পাপ সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হয় নি?

৭৯. এরপরও সে তার সাজ-সজ্জার মধ্যেই তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হয়ে আসল। যারা এই দুনিয়ার এই জীবন চাইতে থাকত; তারা বলল, 'আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে, আমাদের জন্যও যদি তার মতোই হতো! নিশ্চয়ই সে নিশ্চিত সেরা এক অংশের অধিকারী'।

৮০. কিন্তু যাদেরকে পরম জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল; তারা বলল, 'তোমাদের জন্য দুঃখ! যারা বিশ্বাস করে ও করে এক সৎকাজ, তার জন্য আল্লাহর পুরস্কারই কল্যাণকর; এবং পরম ধৈর্যশীলরা ছাড়া এর সাক্ষাৎ কেউ পাবে না'।

৮১. এরপর আমি তাকেসহ তার বসতবাড়ি সেই ভূমিতে গিলিয়ে দিলাম। এরপর আল্লাহর পাশ থেকে দলগুলো থেকে ছিল না যে, তার জন্য তাকে সাহায্য করতে পারত; এবং সে নিজেও সেই আত্মরক্ষাকারীদের মধ্যে ছিল না।

৮২. এবং যারা আগের দিনের সাথে তার অবস্থানের কথা বলেছিল, তাদের তারা বলতে শুরু করল, 'আল্লাহ- তিনি তাঁর দাসদের থেকে যখন যার প্রতি ইচ্ছা করেন, তার মতোই সকল রিজিক বাড়িয়ে দেন; এবং তিনিই তার সিদ্ধান্ত দেন। যদি না যে, আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করতেন- তিনি তার মতোই আমাদেরকেসহ গিলিয়ে দিতেন'। তখন সেই সকল অস্বীকারকারী সফল হয় না।

রুকূ ৯

৮৩. পরম আখিরাতের সেই পরম বসতবাড়ি- আমি তা তাদের জন্য বানিয়ে থাকি, যারা এই দুনিয়ার মধ্যে এক ঔদ্ধত্য চায় না; এবং এক ফাসাদও নয়; এবং সেই সাবধানতা অবলম্বনকারীদের জন্যই চূড়ান্ত সমাপ্তি।

৮৪. যারা পরম উত্তমসহ আসবে- এরপর তাদের জন্য তার থেকেও কল্যাণ; এবং যারা চরম মন্দসহ আসবে- এরপর তাদেরকে তা ছাড়া প্রতিফল দেওয়া হবে না, তারা ছিল যা করাতে- সেই মন্দ যা তারা করেছে।

৮৫. নিশ্চয়ই তিনি একজন তোমার উপর এই কুরআন ফরজ করেছেন। তিনি তোমাকে নিশ্চিত এক গন্তব্যের দিকে ফিরিয়ে আনবেন। বল, 'আমার রবই অধিক জানেন- কে আসে এই পথ-নির্দেশসহ; এবং কে সে পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে'!

৮৬. এবং তুমি তোমার রবের থেকে এক রহমত ছাড়া আশা করছিলে না যে, তোমার কাছে এই কিতাব ছুড়ে দেওয়া হবে। এরপর তুমি কখনই এই সকল অস্বীকারকারীর জন্য এক জাহিরকারী হবে না।

৮৭. এবং তা যখন তোমার প্রতি নাজিল হয়েছে, তুমি তারই পরবর্তীতে আল্লাহর আয়াত থেকে সরে যাবে না; এবং তুমি তোমার রবের প্রতি ডাক; এবং তুমি কখনই এই সকল মুশরিকের মধ্যে থাকবে না।

৮৮. এবং তুমি আল্লাহর সাথে অপর এক ইলাহকে ডাকবে না। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। তাঁর মুখমন্ডল ছাড়া সকল কিছুই ধ্বংসশীল। তাঁর জন্যই সকল হুকুম; এবং তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে।

২৯. সূরা আনকাবুত

৬৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আলিফ-লাম-মীম;

২. এই মানুষ কি হিসাব করছে যে- যখন তারা বলবে, 'আমরা বিশ্বাস করি'- তখন তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে? তাদেরকে কি তখন পরীক্ষা করা হবে না?

৩. কিন্তু যারা তাদের আগে থেকে- আমি তাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করেছিলাম। এরপর যারা সত্য বলে, আল্লাহ তাদেরকে নিশ্চিত জানবেন; এবং তিনি সকল মিথ্যাবাদীকেও নিশ্চিত জানবেন।

৪. অথবা যারা সকল মন্দকাজ করে- তারা কি হিসাব করছে যে, তারা আমার থেকে পালাতে পারবে? তারা যা হুকুম দেয় তা মন্দ হয়েছে।

৫. যারা আশা করতে থাকে যে, সে আল্লাহর সাক্ষাৎ করবে- এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহর মেয়াদ, তা নিশ্চিত আসবে; এবং তিনি পরম শ্রোতা, পরম জ্ঞাত।

৬. এবং যে কঠোর চেষ্টা করে, এরপর শুধুমাত্র সে তার নিজের জন্যই কঠোর চেষ্টা করতে থাকে। আল্লাহ নিশ্চয়ই এই বিশ্ব জগৎ থেকে নিশ্চিত অমুখাপেক্ষি।

৭. এবং যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, আমি তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো নিশ্চিত সরিয়ে দেব; এবং নিশ্চিত আমি তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেব- সেই যা তারা করত।

৮. এবং আমি এই মানুষকে তার পিতামাতার সাথে এক উত্তমের নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি তোমার প্রতি কঠোর চাপ সৃষ্টি করে, যাতে তারা তোমাকে আমার সাথে তাসহ শরীক করাতে পারে, তোমার যার জন্য জ্ঞান হতে পারে না- এরপর তাদেরকে মানবে না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর আমি তোমাদেরকে তাসহ খবর দিয়ে দেব- তোমরা যা করছিলে।

৯. এবং তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, আমি তাদেরকে নিশ্চিত সকল সৎকর্মশীলের মধ্যে রাখব।

১০. এবং এই মানুষের মধ্য থেকে যে বলে, 'আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করি'- এরপর যখন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা আল্লাহর শাস্তির মতোই এই মানুষকে আল্লাহর সম্পর্কে কঠিন পরীক্ষা বানায়; এবং যদি তোমার রবের থেকে সাহায্য আসে, নিশ্চিত তারা বলতে থাকে, 'নিশ্চয়ই আমরা- আমরা

তোমাদের সাথেই ছিলাম'। যা এই বিশ্ব জগতের বুকের মধ্যে- আল্লাহ কি তাসহ জানার প্রতি হতে পারেন না?

১১. এবং যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ নিশ্চিত তাদেরকে জেনে নেবেন; এবং নিশ্চিত তিনি জেনে নেবেন সকল মুনাফিককে'।

১২. এবং যারা অস্বীকার করে- তারা তাদের প্রতি বলে যারা বিশ্বাস করে, 'আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তখন তোমাদের পাপ বহন করব'। কিন্তু তারা তাদের পাপের থেকে কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত মিথ্যুক।

১৩. তখন তারা নিশ্চিত তাদের বোঝা বহন করবে; এবং সেই বোঝার সাথে তাদের নিজের বোঝাও; এবং তারা ছিল যা আবিষ্কারকরণে- তাদেরকে তার সম্পর্কে পরম কিয়ামতের দিনে নিশ্চিত জিজ্ঞেস করা হবে।

রুকূ ২

১৪. এবং আমি অবশ্যই নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এরপর সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ বছর ছাড়া এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। এরপর যখন তারা জুলুম করছিল, তাদেরকে সেই বন্যা ধরল।

১৫. এরপর আমি তাকে ও সাথীদেরকের সেই নৌকায় রক্ষা করলাম; এবং আমি একে এই বিশ্ব জগতের জন্য এক আয়াত বানিয়েছি।

১৬. এবং ইবরাহীম! সে যখন তার সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহর দাসত্ব কর ও তাঁকে ভয় কর। তোমাদের জন্য সেগুলোই ভালো- যদি তোমরা জানতে'।

১৭. 'তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে শুধুমাত্র মূর্তির দাসত্ব করছ। তখন তোমরা এক মিথ্যা কথন সৃষ্টি করছ। তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যাদের দাসত্ব করছ, নিশ্চয়ই তারা তোমাদের জন্য এক রিজিকের মালিকও হতে পারে না। এরপর আল্লাহর কাছেই সেই রিজিক চাও ও তাঁরই দাসত্ব কর; এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে'।

১৮. 'এবং যদি তোমরা মিথ্যা বল, এরপর অবশ্যই তোমাদের আগে থেকেই জাতিগুলো মিথ্যা বলেছিল; এবং এই রাসূলদের উপর পরম পরিষ্কার সেই পৌঁছানো ছাড়া নয়'।

১৯. তারা কি দেখে না- আল্লাহ কিভাবে এই সৃষ্টির শুরু করেছিলেন? তারপর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর উপর তা সহজ।

২০. বল, 'এই পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ কর। এরপর দেখ, কিভাবে তিনি এই সৃষ্টির শুরু করেছিলেন! এরপর আল্লাহ পরম আখিরাতে পরম নির্মাণ গড়ে তুলবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী'।

২১. 'তিনি শাস্তি দেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তিনি দয়া করেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে'।

২২. 'এবং তোমরা পলায়নকারীদের সাথে নও- এই পৃথিবীতেও নয় ও এই আকাশেও নয়; এবং আল্লাহর পাশ থেকে তোমাদের জন্য কোনো অভিভাবক নেই; এবং সাহায্যকারীও নয়'।

রুকূ ৩

২৩. 'এবং তাদের যারা আল্লাহর আয়াত ও তাঁর সাক্ষাতের প্রতি অস্বীকার করে, তারাই- তারা আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়; এবং তারাই- তাদের জন্য কঠিন এক শাস্তি'।

২৪. এরপর তার সম্প্রদায়ের তা ছাড়া উত্তর ছিল না যে; তারা বলল, 'তাকে হত্যা কর অথবা তাকে পুড়িয়ে দাও'। এরপর আল্লাহ তাকে সেই আগুনের মধ্য থেকে রক্ষা করলেন। নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে থাকে- সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত।

২৫. এবং সে বলল, 'তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে মূর্তিকে গ্রহণ করেছ শুধুমাত্র এই দুনিয়ার জীবনের মধ্যের তোমাদের মাঝের স্নেহ-ভালোবাসায়। তারপর তোমরা পরম কিয়ামতের দিন তোমাদের একে অন্যকে অস্বীকার করবে; এবং তোমরা তোমাদের একে অন্যকে অভিশাপ দেবে। তখন তোমাদের বাসস্থান পরম আগুনে। তখন তোমাদের জন্য সাহায্যকারীদের থেকে নেই'।

২৬. এরপর লূত তার প্রতি বিশ্বাস করল; এবং সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি আমার রবের দিকে অভিবাসী। নিশ্চয়ই তিনি- তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ'।

২৭. তখন আমি তার জন্য ইসহাক ও ইয়া'কূবকে দিলাম; এবং আমি তার বংশধরদের মধ্যে 'সেই নবুওয়াত' ও 'সেই কিতাব' বানিয়েছিলাম; এবং আমি তাকে এই দুনিয়াতে তার পুরস্কার দিয়েছিলাম; এবং নিশ্চয়ই সে পরম আখিরাতেও নিশ্চিত সকল সৎকর্মশীলের মধ্যে।

২৮. এবং লূত! যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, নিশ্চয়ই তোমরা নিশ্চিত চরম অনৈতিকতাতে যাচ্ছ। এই বিশ্ব জগতের মধ্য থেকে এ দিয়ে তোমাদেরকে একজনও ছাড়িয়ে যেতে পারে নি'।

২৯. 'নিশ্চয়ই তোমরা- তোমরা নিশ্চিত সকল পুরুষে যাচ্ছ; এবং তোমরা সকল পথ বিচ্ছিন্ন করেছ; এবং তোমরা তোমাদের সভার মধ্যে সেই দুষ্ট কর্মে যাচ্ছ'। এরপর তার সম্প্রদায়ের জবাব ছিল না- তা ছাড়া যে তারা বলল, আমাদের কাছে আল্লাহর শাস্তিসহ আস- যদি তুমি হও সকল সত্যবাদীর মধ্যে'।

৩০. সে বলল, 'ও আমার রব! আমাকে এই চরম ফাসাদকারী সম্প্রদায়ের সামনে সাহায্য করেন'।

রুকূ ৪

৩১. এবং আমার দূতেরা যখন ইবরাইমের সুসংবাদসহ আসল; তারা বলল, নিশ্চয়ই আমরা এ- এই জনপদবাসীর লোকজনকে ধ্বংসকারী। নিশ্চয়ই এর লোকজন জালিম'।

৩২. সে বলল, 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে লূত'! তারা বলল, 'আমরা অধিক জানি এর মধ্যে কারাসহ। আমরা তাকে ও তার পরিবারকে নিশ্চিত রক্ষা করব- তার স্ত্রী ছাড়া। সেই নারী পশ্চাৎপদদের মধ্যে'।

৩৩. এবং আমার দূতেরা যখন লূতের প্রতি আসল, সে তাদের প্রতি বিষণ্ন হলো; এবং সে তাদের প্রতি এক অস্বস্তিতে সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, 'ভয় করবে না ও দুঃখ করবে না। নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারকে রক্ষা করব- তোমার স্ত্রীকে ছাড়া। সে সকল পশ্চাৎপদের মধ্যে'।

৩৪. 'নিশ্চয়ই আমরা এ- এই জনপদের লোকজনের উপর এই আকাশের মধ্য থেকে এক শাস্তি বর্ষণকারী। তারা তারই প্রতি অবাধ্য হওয়াতে ছিল'।

৩৫. এবং আমি অবশ্যই আকল ব্যবহার করতে পারে সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য এর থেকে পরিষ্কার প্রমাণ এক আয়াত রেখেছি।

৩৬. এবং মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শু'আয়ব! এরপর সে বলেছিল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দাসত্ব কর; এবং সর্বশেষ পরম দিনের আশা কর; এবং এই পৃথিবীতে পাপাচার করবে না- ফাসাদকারী'।

৩৭. এরপর তারা তাকে মিথ্যুক বলল। এরপর তাদেরকে সেই ভূমিকম্প ধরল। এরপর তারা তাদের ঘরের মধ্যেই অধোমুখে পতিত হয়ে গেল।

৩৮. এবং আদ ও সামূদ! এবং অবশ্যই তোমাদের জন্য তা তাদের বাড়িঘর থেকে পরিষ্কার হয়েছে। তখন সেই শয়তান তাদের জন্য তাদের আমলকে শোভন করেছিল। এরপর তাদেরকে সে এই পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল- যদিও তারা ছিল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

৩৯. এবং কারূন এবং ফির'আওন ও হামান! অবশ্যই তাদের কাছে তখন মূসা পরিষ্কার সেই প্রমাণসহ এসেছিল। এরপরও তারা এই পৃথিবীতে অহংকার করেছিল; এবং তারা আমার থেকে অগ্রগামী ছিল না।

৪০. এরপর আমি প্রত্যেককেই তাদের পাপের প্রতি ধরলাম। এরপর আমি যা পাঠালাম তার থেকেই তাদের উপর এক শিলাঝড়; এবং তাদের থেকে যাকে প্রচণ্ড সেই গর্জন ধরেছিল; এবং আমি তাদের থেকে যাকে তাকেসহ

এই পৃথিবীতে গিলিয়ে দিয়েছিলাম; এবং আমি তাদের মধ্যে যাকে ডুবিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ তখন তাদেরকে জুলুম করার ছিলেন না। কিন্তু তারাই তাদের নিজেদেরকে জুলুম করেছিল।

৪১. যারা আল্লাহর পাশ থেকে অভিভাবক গ্রহণ করে; তাদের উদাহরণ সেই মাকড়সার উদাহরণের মতোই! যে এক ঘর গ্রহণ করে- যখন সেই ঘরই নিশ্চিত দুর্বলতম, নিশ্চয়ই সেই মাকড়াসার ঘরগুলোই- তারা যদি জানতে পারত!

৪২. নিশ্চয়ই তারা যাকে তাঁর পাশের কিছু থেকে ডাকে- আল্লাহ তা জানেন; এবং তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।

৪৩. এবং এগুলো সেই উদাহরণ! আমি এই মানুষের জন্য তা উপস্থাপন করি; কিন্তু তারা আকল ব্যবহার করে না- সেই জ্ঞানীরা ছাড়া।

৪৪. আল্লাহ এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী পরম সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই সকল বিশ্বাসীর জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

একুশতম পারা

রুকূ ৫

৪৫. তোমার প্রতি এই কিতাবের মধ্যের যা ওহি হয়েছে তা পাঠ কর; এবং 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর। নিশ্চয়ই 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) সকল অনৈতিকতা ও দুষ্ট কর্ম থেকে থামিয়ে রাখে; এবং আল্লাহকে স্মরণ নিশ্চিত অধিক গুরুত্বপূর্ণ; এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা যা কর।

৪৬. এবং এর যা উত্তম- সেই তা ছাড়া সেই কিতাবের লোকজনদের সাথে বিতর্ক করবে না। তাদেরকে ছাড়া- তাদের থেকে যারা জুলুম করে; এবং বল, 'আমাদের প্রতি যা নাজিল হয়েছে ও তোমাদের প্রতি যা নাজিল হয়েছে- আমরা তার প্রতি বিশ্বাস করি; এবং আমাদের ইলাহ্ ও তোমাদের ইলাহ্ একই; এবং আমরা তাঁর প্রতিই মুসলিম'।

৪৭. এবং আমি তোমার কাছে সেইরকমই এই কিতাব নাজিল করেছি। এরপর আমি যাদেরকে সেই কিতাব দিয়েছি, তাদের তারাই এর প্রতি বিশ্বাস করে; এবং এদের থেকেও কেউ কেউ এর প্রতি বিশ্বাস করে; এবং তারা চরম অস্বীকারকারী ছাড়া আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে না।

৪৮. এবং তুমি এর আগে এক কিতাব থেকে পাঠ কর নি ও তোমার ডান হাত দিয়ে তুমি তা লেখও নি। সেই মিথ্যা রটনাকারীরা তখন হয়তো নিশ্চিত সন্দেহ করতে পারত।

৪৯. বরং যাদেরকে এই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এর আয়াতগুলো পরিষ্কার এক প্রমাণ; এবং চরম জালিম ছাড়া আমার আয়াতকে কেউই প্রত্যাখ্যান করে না।

৫০. এবং তারা বলে, 'কেন তার রবের থেকে তার উপর আয়াত নাজিল হয় না? বল, 'শুধুমাত্র আল্লাহরই কাছে সেই আয়াত; এবং আমি শুধুমাত্র এক পরিষ্কার সতর্ককারী'।

৫১. তাদের জন্য কি যথেষ্ট হয় নি যে, আমি তোমার উপর এই কিতাব নাজিল করেছি - তাদের সামনে যা পাঠ করা হয়? নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে- সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক রহমত ও উপদেশ।

রুকূ ৬

৫২. বল, 'আল্লাহই যথেষ্ট আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝের সাক্ষী। তিনি জানেন- যা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং তাদের যারা চরম মিথ্যাকথনের প্রতি বিশ্বাস করে ও আল্লাহর প্রতি অস্বীকার করে, তারাই- তারা পরম ক্ষতিগ্রস্ত।

৫৩. তারা তোমাকে সেই সব শাস্তির প্রতি তাড়াহুড়ো করতে প্রশ্ন করে। কিন্তু যদি না থাকত এক নির্ধারিত মেয়াদ, তাদের কাছে সকল শাস্তি হঠাৎ করেই নিশ্চিত আসত। তখন তারা ধারণাই করতে পারত না।

৫৪. তারা তোমাকে প্রশ্ন করে সেই শাস্তির প্রতি তাড়াহুড়ো করতে। কিন্তু নিশ্চয়ই জাহান্নাম সকল অস্বীকারকারীর প্রতি নিশ্চিত ঘিরে আছে।

৫৫. সেদিন তাদেরকে সেই শাস্তি তাদের ঊর্ধ্ব থেকে ও তাদের পায়ের নীচ থেকে ঢেকে দেবে। তখন তিনি বলবেন, 'তোমরা যা করছিলে- তার স্বাদ নাও'।

৫৬. 'ও আমার দাসেরা তারা- যারা বিশ্বাস কর! নিশ্চয়ই আমার পৃথিবী প্রশস্ত। এরপর আমারই দাসত্ব কর'।

৫৭. প্রত্যেক ব্যক্তিই সেই মৃত্যুর স্বাদ নেবে। তারপর তোমরা আমার কাছেই ফিরে আসবে।

৫৮. এবং যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, আমি তাদেরকে পরম বাগানের মধ্যে নিশ্চিত বসবাস করাব। এক সুউচ্চ প্রাসাদ! এর নীচ থেকে বয়ে যায় সেই নদী। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। সকল আমলকারীর জন্য নিয়ামতের পুরস্কার।

৫৯. তারাই- যারা ধৈর্য ধরে; এবং তারা তাদের রবের উপরই নির্ভর করে।

৬০. এবং কত প্রাণী থেকে- যারা এর রিজিক বহন করে না! আল্লাহ এদেরকে ও তোমাদেরকে রিজিক দেন; এবং তিনি পরম শ্রোতা, পরম জ্ঞাত।

৬১. এবং যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, 'কে এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এবং এই চাঁদ ও এই সূর্যকে অধীন করেছেন'? তারা নিশ্চিত বলবে, 'আল্লাহ'। তারা এরপরও কিভাবে বিভ্রমে পড়ছে!

৬২. আল্লাহ তার দাসদের থেকে যার জন্য ইচ্ছা করেন, তাকে সকল রিজিকে বাড়িয়ে দেন; এবং তার জন্য তিনিই সিদ্ধান্ত নেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত।

৬৩. এবং যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর: 'কে এই আকাশের মধ্য থেকে পানি নাজিল করেন, এরপর তা দিয়ে এই পৃথিবীকে- এর মৃত্যুর পর থেকে জীবন দেন'? তারা নিশ্চিত বলবে, 'আল্লাহ'। বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য'। বরং তাদের অধিকাংশই আকল ব্যবহার করে না।

রুকূ ৭

৬৪. এবং এই পৃথিবী- এর এ, এই জীবন অসার কথাবার্তা ও খেলাধুলো ছাড়া নয়; এবং নিশ্চয়ই পরম আখিরাতের সেই বসতবাড়ি, নিশ্চিত তা প্রকৃত জীবন- যদি তারা জানত!

৬৫. এবং তারা যখন সেই নৌকার মধ্যে চড়ে, তারা আল্লাহকে ডাকে- তারা তাঁর প্রতি এই দ্বীনে একনিষ্ঠ! এরপর তিনি যখন তাদেরকে এই ভূমির দিকে রক্ষা করেন, তখন তারা শরীক করে।

৬৬. যাতে আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম- তারা তা অস্বীকার করতে পারে; এবং যাতে তারা ভোগ-বিলাস করতে পারে। এরপর তারা শিগগিরই জানতে পারবে!

৬৭. তারা কি দেখে না যে, আমি এক নিরাপদ হারাম বানিয়েছি; অথচ তার চারপাশের সকল মানুষ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে! এরপরও কি তারা মিথ্যাকথনের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অস্বীকার করবে?

৬৮. কে অধিক জালিম তার থেকে, যে আল্লাহর উপর এক মিথ্যা আবিষ্কার করে; অথবা সে পরম সত্যের প্রতি মিথ্যা বলে- যখন তার কাছে তা আসে? জাহান্নাম কি এই সকল অস্বীকারকারীর জন্য বাসস্থান নয়?

৬৯. কিন্তু তাদের যারা আমার সম্পর্কে কঠোর চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে নিশ্চিত পথ দেখাব- আমার পথ; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ নিশ্চিত এই উত্তম কর্মশীলদের সাথেই।

৩০. সূরা রূম

৬০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আলিফ-লাম-মীম।
২. সেই রোমানরা পরাজিত হয়েছে-
৩. নিকটবর্তী সেই ভূমির মধ্যে। কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের পরবর্তী থেকে বিজয়ী হবে-
৪. অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই। আল্লাহর জন্যই সকল আদেশ- আগের থেকে ও পরবর্তী থেকেও; এবং এই সকল বিশ্বাসী সে দিন আনন্দিত হবে-
৫. আল্লাহর সাহায্যের প্রতি। তিনি সাহায্য করেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।
৬. আল্লাহর ওয়াদা! আল্লাহ তাঁর ওয়াদার খেলাপ করেন না; কিন্তু এই মানুষের অধিকাংশই তা জানে না।
৭. তারা এই দুনিয়ার এই জীবনের মধ্য থেকে এক প্রকাশ্য জানে। কিন্তু তারা পরম আখিরাত সম্পর্কে অজ্ঞ।
৮. তারা কি তাদের নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করে না? আল্লাহ এই আকাশ ও এই পৃথিবী এবং যা তাদের উভয়ের মাঝে- তা পরম সত্যসহ ছাড়া সৃষ্টি করেন নি; এবং এক নির্ধারিত মেয়াদ; এবং এই মানুষের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয়ই তাদের রবের সাক্ষাতের প্রতি নিশ্চিত অস্বীকারকারী।
৯. তারা কি এই পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ করে নি? এরপর কি তারা দেখে নি- যারা তাদের আগে থেকেই তাদের পরিণাম কেমন ছিল? তারা তাদের থেকে অধিক শক্তিশালী ছিল- এক শক্তিমান; এবং তারা এই ভূমি চাষ করত; এবং এদের যা আয়ু- তাদের আয়ু ছিল তার থেকে অধিক; এবং তাদের রাসূলরা তাদের কাছে সকল পরিষ্কার প্রমাণসহ এসেছিল। এরপরও আল্লাহ তাদের জন্য জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের প্রতিই জুলুম করছিল।
১০. তারপর যারা মন্দ কাজ করেছিল, তাদের পরিণতি ছিল চরম মন্দ। তারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি চরম মিথ্যা বলেছিল; এবং তারা তার প্রতি হাসি-ঠাট্টাকরণে ছিল।

রুকূ ২

১১. আল্লাহই এই সৃষ্টির শুরু করেন। তারপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। তারপর তোমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে।

১২. এবং যে দিন পরম সময় স্থির হবে, সকল অপরাধী হতাশ হয়ে পড়বে।
১৩. এবং তাদের জন্য তাদের শরীকদের থেকে সুপারিশকারীরাও থাকবে না। তখন তারা তাদের শরীকদেরকে অস্বীকারকারী হবে।
১৪. এবং যে দিন পরম সময় স্থির হবে, তারা সেই দিন পৃথক হয়ে যাবে।
১৫. এরপর যারা বিশ্বাস করেছে ও সকল সৎকাজ করেছে তাদের জন্য- এরপর তারা ফুলের বাগানের মধ্যে আনন্দ-উল্লাস করবে।
১৬. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা আমার আয়াতের প্রতি অস্বীকার করে ও পরম আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা বলে, এরপর তারাই- তারা চরম শাস্তির মধ্যে অবস্থানকারী।
১৭. এরপর যখন তোমরা সন্ধ্যায় পৌঁছাও এবং যখন তোমরা সকালে পৌঁছাও- তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর-
১৮. এবং যখন তোমরা দুপুরে পৌঁছাও; এক এক রাতেও; এবং এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা।
১৯. তিনি সকল মৃতের মধ্য থেকে সকল জীবিতকে বের করে আনেন; এবং তিনিই সকল জীবিতের মধ্য থেকে সকল মৃতকে বের করে আনেন; এবং তিনিই এই পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করবেন; এবং তোমাদেরকে সেইরকমই বের করে আনা হবে।

রুকূ ৩

২০. তিনি তোমাদেরকে এক ধুলো কণা থেকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তা তাঁর আয়াতগুলো থেকেই। তারপর লক্ষ্য কর! তোমরা মানুষ ছড়িয়ে পড়েছ।
২১. তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের থেকেই এক যুগল সৃষ্টি করেছেন; এবং তাও তাঁর আয়াতগুলো থেকেই- যাতে তোমরা তাদের কাছেই বিশ্রাম করতে পার; এবং তিনি তোমাদের মাঝে এক স্নেহ-ভালোবাসা ও এক রহমত বানিয়েছেন। নিশ্চয়ই যারা চিন্তা করে- সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত।
২২. এবং তাঁর আয়াতগুলো থেকেই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সৃষ্টি; এবং তোমাদের সকল ভাষা ও তোমাদের সকল বর্ণের বৈচিত্র্যও। নিশ্চয়ই তারই মধ্যে সকল জ্ঞানীর জন্য নিশ্চিত আয়াত।
২৩. এবং তাঁর আয়াতগুলো থেকেই তা- এই রাত ও এই দিনের সাথে তোমাদের ঘুম; এবং তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকেই তোমাদের চাহিদা। নিশ্চয়ই যারা শুনে থাকে- সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত।

২৪. এবং তিনি তাঁর আয়াতগুলো থেকেই তোমাদেরকে সেই বিদ্যুৎ চমক দেখান। এক ভয় ও এক আশা; এবং তিনি এই আকাশের মধ্য থেকে পানি বর্ষণ করেন। এরপর তিনি তা দিয়েই এই পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পরবর্তীতে জীবন দেন। নিশ্চয়ই যারা আকল ব্যবহার করে- সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত।

২৫. এবং তাঁরই আদেশসহ এই আকাশ ও এই পৃথিবী স্থির হবে। তাঁর আয়াতগুলোর থেকেই তা। এরপর তিনি যখন তোমাদেরকে ডাকবেন- এই পৃথিবীর মধ্য থেকে এক ডাক, তোমরা তখন বেরিয়ে আসবে।

২৬. এবং তাঁরই জন্য যা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে। সকলেই তাঁর প্রতি অনুগত।

২৭. এবং তিনি একজন সকল সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দিয়ে থাকেন। তারপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন; এবং তাঁর উপর এ সহজ; এবং তাঁর জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যের পরম উঁচু সব উদাহরণ; এবং তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।

রুকূ ৪

২৮. তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের থেকেই এক উদাহরণ উপস্থাপন করছেন- 'আমি তোমাদেরকে জন্য তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তার মধ্যে তোমাদের ডান যা অধিকার করেছে- কেউ কি তার থেকে শরীক? এরপর কি তোমরা তার মধ্যে এক সমান? তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর, যেমন তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ভয় কর'? যারা আকল ব্যবহার করে- আমি সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য সকল আয়াত সেইরকমই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেই।

২৯. বরং যারা জালিম, তারা জ্ঞান ভিন্ন কিছুসহ তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। এরপর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন- কে তাকে পথ দেখাবে, যখন তাদের জন্য নেই সাহায্যকারীদের থেকে?

৩০. এরপর তোমার মুখ এক সরাসরি এই দ্বীনের প্রতি স্থাপন কর। আল্লাহরই সৃষ্টি। তিনি সেই যা সৃষ্টি করেছেন- এই মানুষ তার উপরই। আল্লাহর সৃষ্টির জন্য পরিবর্তন নেই। সেই-ই পরম স্থায়ী এই দ্বীন। কিন্তু এই মানুষের অধিকাংশই জানতে পারে না।

৩১. তুমি তাঁর দিকেই ফিরে আস ও তাঁকেই ভয় কর; এবং 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর; এবং এই মুশরিকদের মধ্যে থাকবে না।

৩২. তাদের যারা তাদের মধ্যের দ্বীনকে পৃথক করেছে, তখন তারা হয়েছে এক বিভক্তকারী। তাদের কাছে তার যা আছে- প্রত্যেক দলই তাসহ আনন্দ করছে।

৩৩. এবং এই মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তারা তাদের রবকে ডাকে। তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তারপর তিনি যখন তাদেরকে তাঁর থেকে এক রহমতের স্বাদ দেন; লক্ষ্য কর! তাদের মধ্য থেকে একদল তাদের রবের সাথে শরীক করে!

৩৪. যাতে আমি তাদেরকে যা দিয়েছি- তারা তা অস্বীকার করতে পারে। এরপর ভোগ করতে থাক! এরপর তোমরা শিগগিরই জানতে পারবে!

৩৫. অথবা আমি কি তাদের উপর এক দলিল নাজিল করেছি, এরপর যাসহ তারা ছিল, তা তাদেরকে তাঁর প্রতি শরীক করতে বলছে?

৩৬. এবং আমি যখন এই মানুষকে এক রহমতের স্বাদ দেই, তারা তাসহ আনন্দ করতে থাকে। কিন্তু তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে, যদি তাতে তাদেরকে এক মন্দ ধরে- লক্ষ্য কর! তারা হতাশ হয়।

৩৭. তারা কি দেখে না আল্লাহ- তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন, তাকে সকল রিজিকে বাড়িয়ে দেন এবং তিনিই সিদ্ধান্ত দেন? নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে- সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

৩৮. এরপর পরম নিকট আত্মীয়তার অধিকারীকে ও সকল অভাবগ্রস্তকে এবং সেই পথের সন্তানদেরকে তাদের হক দান কর। যারা আল্লাহর দৃষ্টি চাইতে থাকে, তাদের জন্য তা-ই কল্যাণকর; এবং তারাই- তারা সব সফল।

৩৯. কিন্তু তোমরা এক সুদ থেকে যা দাও- যাতে এই মানুষের ধন-সম্পদের মধ্যে বাড়ানো যেতে পারে, এরপর আল্লাহর কাছে তারা বাড়ায় না। কিন্তু তোমরা আল্লাহর দৃষ্টির আশাতে জাকাত থেকে যা দাও, এরপর তারাই- তারা সেই বহুগুণে-প্রাপ্ত।

৪০. আল্লাহ- তিনি একজন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে জীবন দেবেন। তোমাদের শরীকদের থেকে কে- যে সেগুলোর কিছু থেকে করতে পারে? মহান তিনি; এবং তারা যা শরীক করে- তিনি তার থেকে অতি উঁচুতে।

রুকূ ৫

৪১. এই মানুষের হাত যা অর্জন করে তা দিয়েই এই স্থলে ও সেই সমুদ্রে সকল ফাসাদ প্রকাশ্য হয়। তারা যা করেছে, তিনি তাতে তাদেরকে তার তার কিছু অংশের স্বাদ দেন- যাতে তারা ফিরতে পারে।

৪২. বল, 'এই পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, এরপর দেখ- যারা তোমাদের আগে থেকে, কেমন ছিল তাদের শেষটা। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক'।

৪৩. এরপর তোমার মুখ পরম স্থায়ী দ্বীনের প্রতি স্থাপন কর- তার আগে থেকেই যে, আসবে এক দিন- আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য উদ্ধার নেই। সে দিন তারা বিভক্ত হয়ে যাবে।

৪৪. যে অস্বীকার করে- এরপর তার অস্বীকৃতি তার উপরই; এবং যে এক সৎকাজ করে, এরপর তারা নিজেদের জন্যই বিছানা প্রস্তুত করছে।

৪৫. যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- তিনি তাতে তাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে পুরস্কার দেন। নিশ্চয়ই তিনি অস্বীকারকারীদেরকে ভালোবাসেন না।

৪৬. এবং তিনি সুসংবাদবাহী সেই বাতাস পাঠান। তাঁর আয়াত থেকেই তা; এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমত থেকে স্বাদ দিতে পারেন; এবং যাতে তাঁর নিয়মের প্রতিই সকল নৌকা বয়ে যেতে পারে; এবং যাতে তোমরা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে চাইতে পার; এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

৪৭. এবং আমি অবশ্যই তোমার আগে থেকেই রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। এরপর তারা পরিষ্কার সকল প্রমাণসহ এসেছিল। এরপর তাদের মধ্যে যারা অপরাধ করেছিল, আমি তাদেরকে প্রতিফল দিয়েছিলাম; এবং সকল বিশ্বাসীকে সাহায্য প্রদান- এ ছিল আমার উপরই এক সত্য।

৪৮. আল্লাহ- যিনি একজন এই বাতাস পাঠান। এরপর তিনি তা দিয়ে এক মেঘ চালনা করেন। এরপর তিনি যেমন ইচ্ছা করেন- তিনি তা এই আকাশের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। এরপর তিনি তা ভঙ্গুর বানান। এরপর তুমি দেখ তার অভ্যন্তর থেকে সেই বৃষ্টি বের হয়ে আসছে। এরপর তিনি তখন তা দিয়ে বর্ষণ করেন- তিনি তাঁর দাসদের থেকে যাকে ইচ্ছা করেন। তখন তারা আনন্দিত হয়।

৪৯. এবং তারা অবশ্যই তাদের উপর তা বর্ষণ করার আগে থেকে নিশ্চিত হতাশাগ্রস্ত ছিল।

৫০. এরপর আল্লাহর রহমতের পদক্ষপের দিকে দেখ! কিভাবে তিনি এই পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর জীবন দেন? নিশ্চয়ই তাই! নিশ্চিত তিনিই সকল মৃতকে জীবন দেবেন; এবং তিনিই সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

৫১. এবং আমি যদি এক বাতাস পাঠাই, এরপর তারা যদি তা এক হুলুদাভ দেখে- তারা তার পরবর্তী থেকে নিশ্চিত তাদের অস্বীকারকরণ চালিয়ে যায়।

৫২. এরপর তুমি নিশ্চয়ই এই সকল আহ্বান সেই মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না; এবং তুমি সেই বধিরদেররকেও শোনাতে পারবে না- তারা তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়, পলাতক।

৫৩. এবং তুমি সেই অন্ধদেরকে তাদের বিভ্রান্তি থেকে পথ দেখাতে পারবে না। যারা আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করে- তুমি তাদেরকে ছাড়া এ শোনাতে পারবে না। এরপর তারাই মুসলিম।

রুকূ ৬

৫৪. আল্লাহ- যিনি একজন তোমাদেরকে দুর্বল থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর দুর্বলের পর থেকে এক শক্তিমান বানিয়েছেন। তারপর শক্তিমানের পর থেকে এক দুর্বল ও সাদা চুলের বানিয়েছেন। তিনি সৃষ্টি করেন- যা তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তিনি সর্বজ্ঞাত, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

৫৫. যে দিন পরম সময় স্থির হবে, সেই অপরাধীদের তারা কসম করবে- 'তারা এক প্রহর ভিন্ন অবস্থান করে নি'। তারা সেইরকমই প্রতারিত হওয়াতে ছিল।

৫৬. কিন্তু যাদেরকে এই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে এবং সকল বিশ্বাসী- তারা বলবে, 'তোমরা অবশ্যই আল্লাহর কিতাবের মধ্যে পরম পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ছিলে'। এরপর এই দিন পুনরুত্থানের দিন। কিন্তু তোমাদের জানা ছিল না'।

৫৭. এরপর যারা জুলুম করেছে, সেই দিন তাদেরকে তাদের ওজর-আপত্তি উপকার করবে না; এবং তাদেরকে সংশোধনের সুযোগও দেওয়া হবে না।

৫৮. এবং অবশ্যই আমি 'এর মধ্যে'- এই কুরআনে সকল মানুষের জন্য সকল উদাহরণ থেকে উপস্থাপন করেছি; কিন্তু যারা অস্বীকার করে- তুমি যদি তাদের কাছে এক আয়াতসহ আস, তারা নিশ্চিত বলবে, 'তুমি মিথ্যা কথক ছাড়া নও'।

৫৯. আল্লাহ সেইরকমই তাদেরকে তাদের হৃদয়ের উপর সিলগালা করে দেন- তারা জানতে পারে না।

৬০. এরপর ধৈর্য ধর। আল্লাহর ওয়াদা নিশ্চয়ই সত্য; এবং যারা নিশ্চিত আস্থাশীল হয়, তারা তোমাকে হালকাভাবে নেয় না।

৩১. সূরা লুকমান

৩৪ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আলিফ-লাম-মীম;

২. এগুলো পরম বিচক্ষণতাসম্পন্ন এই কিতাবের আয়াত।

৩. সকল উত্তম কর্মশীলের জন্য এক পথ-নির্দেশ ও এক রহমত।

৪. তাদের যারা 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে ও সেই জাকাত দেয়; এবং তারাই- তারা পরম আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত আস্থাশীল।

৫. তারাই তাদের রবের থেকে এক পথ-নির্দেশের উপর; এবং তারাই- তারা পরম সফল।

৬. এবং এই মানুষের মধ্যে থেকে যে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য জ্ঞান ভিন্ন কিছুসহ অসার 'সব হাদিস' (আল-হাদীসি الْحَدِيثِ: সেই হাদিস/কথা/কাহিনী) কিনে নেয়; এবং সে 'একে' এক ঠাট্টা-বিদ্রুপে গ্রহণ করে, তারাই- তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক এক শাস্তি।

৭. এবং তার সামনে যখন আমার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়- এক অহংকারী! যেন সে তা শুনতেই পায় নি, যেন তার কানে বধিরতা! এরপর তাকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির প্রতি শুভ-সংবাদ দাও।

৮. নিশ্চয় তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, তাদের জন্য পরম আনন্দের বাগান।

৯. তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। আল্লাহর ওয়াদা সত্য; এবং তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ!

১০. তিনিই স্তম্ভ ভিন্ন কিছুসহ এই আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। তোমরা এ দেখছ; এবং তিনিই এই পৃথিবীতে দৃঢ় পাহাড়-পর্বতমালা ছুড়ে দিয়েছেন- যেন না এ তোমাদেরকেসহ কাঁপতে থাকে; এবং তিনি এতে সকল প্রাণী থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন; এবং আমিই আকাশের মধ্য থেকে এই পানি বর্ষণ করি। এরপর আমি এর মধ্যে প্রত্যেক উন্নত জাতের জোড়া থেকে উৎপন্ন করি।

১১. এ সৃষ্টি আল্লাহর। এরপর আমাকে দেখাও- যারা তাঁর পাশ থেকে, তারা কি সৃষ্টি করেছে? বরং এই জালিমরা পরিষ্কার ভুলের মধ্যে।

রুকূ ২

১২. এবং আমি অবশ্যই লুকমানকে এই বিচক্ষণতা দিয়েছিলাম যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; এবং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এরপর সে শুধুমাত্র তার নিজের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; এবং যে অস্বীকার করে, এরপরও নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, প্রশংসিত।

১৩. এবং লুকমান যখন তার পুত্রকে পরামর্শ দিচ্ছিল, সে তখন তাকে বলল, 'ও আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শরীক করবে না। নিশ্চয়ই সকল শির্‌কই নিশ্চিত বিশাল এক জুলুম'।

১৪. এবং আমি এই মানুষকে তার পিতামাতার সাথে নির্দিষ্ট করেছি (ওয়া'ওয়াসসাইনা وَوَصَّيْنَا: আমি ওয়াসিয়াত/নির্দেশিত করেছি)। তার মা তাকে বহন করে- এক দুর্বলতার উপর দুর্বলতা; এবং সে তাকে দুই বছরের মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ায়- তাতে আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমার কাছেই চূড়ান্ত গন্তব্য।

১৫. এবং তারা যদি তোমাকে তার উপর কঠোর চাপ দেয় (জাহাদাকা جَاهَدَاكَ: তোমাকে জেহাদ করে) যে, তুমি আমার সাথে শরীক করবে- তোমার জন্য যা তার প্রতি জ্ঞান হতে পারে না। এরপর তাদেরকে মানবে না। কিন্তু এই দুনিয়ায় এক মমতায় তাদের সাথী হবে; এবং সে পথের অনুসরণ কর- যা আমার দিকে ফেরে। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর আমি তোমাদেরকে তাসহ খবর দেব- তোমরা যা করছিলে'।

১৬. 'ও আমার পুত্র! নিশ্চয়ই এ যদি ওজনে সরিষা থেকে এক শস্য দানা হয়, এরপর পাথরের মধ্যে অথবা এই আকাশের মধ্যে, অথবা এই ভূমির মধ্যে তা থাকে- আল্লাহ তাসহই নিয়ে আসবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, অবহিত'।

১৭. 'ও আমার পুত্র! পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর ও পরম ন্যায়ের সাথে আদেশ দাও; এবং সকল দুষ্ট কাজ থেকে নিষেধ কর; এবং তোমাকে যা আঘাত করে- তার উপর ধৈর্য ধর। নিশ্চয়ই সকল বিষয় থেকে সেই-ই সংকল্প'।

১৮. 'এবং তোমার চিবুক এই মানুষের প্রতি উঁচু করবে না; এবং এই পৃথিবীতে হাঁটবে না- এক দাম্ভিক; নিশ্চয়ই আল্লাহ উদ্ধত দাম্ভিকদের কাউকেই ভালোবাসেন না'।

১৯. 'এবং তোমার হাঁটা-চলায় সংযত হও ও তোমার কণ্ঠস্বর নীচু রাখ; নিশ্চয়ই গাধার কণ্ঠস্বর সকল কণ্ঠস্বরের মধ্যে নিশ্চিত কর্কশতম'।

রুকূ ৩

২০. তোমরা কি দেখ না এমন যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য অধীন করেছেন- যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে এবং তিনি তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত সম্পন্ন করেছেন? কিন্তু এই মানুষের মধ্য থেকে অনেকেই জ্ঞান ভিন্ন কিছুসহ আল্লাহ সম্পর্কে বিরোধ করে; এবং তারা এক পথ-নির্দেশে নয় ও আলোকিত কিতাবেও নয়।

২১. এবং তাদের প্রতি যখন বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার অনুসরণ কর'; তারা বলে, 'বরং আমরা যা পেয়েছি- যার উপর আমাদের বাপ-দাদারা, আমরা তার অনুসরণ করব'- যদিও সেই শয়তান তাদেরকে পরম জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে ডেকেছিল!

২২. কিন্তু যে তার মুখ আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করে এবং সে উত্তম কর্মশীল- এরপর সে অবশ্যই পরম মজবুত 'এই হাতলের' প্রতি আঁকড়ে ধরে; এবং আল্লাহর কাছেই সকল বিষয়ের সমাপ্তি।

২৩. এবং যে অস্বীকার করে- তার অস্বীকৃতি তোমাকে যেন না দুঃখ দেয়। আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর আমি তাদেরকে তাসহ খবর দেব- তারা যা করত। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞাত যাসহ সেই অন্তর।

২৪. আমি তাদেরকে এক অল্প ভোগসামগ্রী দেব। তারপর আমি কঠিন শাস্তির দিকে তাদের বসতবাড়ি করব।

২৫. এবং তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর- 'কে এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন'? তারা নিশ্চিত বলবে, 'আল্লাহ'। বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই'। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

২৬. আল্লাহরই জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে। নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনি পরম স্বয়ং সম্পূর্ণ, পরম প্রশংসিত।

২৭. এবং যদি এমন হয় যে, এই পৃথিবীর মধ্যের গাছ-গাছালি থেকে কলম; এবং সকল সমুদ্র- তাতে আরও সমুদ্র বাড়িয়ে দেয়, তারপরও আল্লাহর বাণী নিঃশেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতশালী, বিচক্ষণ।

২৮. তোমাদের সৃষ্টি নয় ও তোমাদের পুনরুত্থানও নয়- একজন ব্যক্তির মতোই ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রোতা, দ্রষ্টা।

২৯. তুমি কি দেখ না এমন যে, আল্লাহ এই রাতকে এই দিনের মধ্যে প্রবেশ করান; এবং এই দিনকে তিনি এই রাতের মধ্যে প্রবেশ করান; এবং তিনি এই সূর্য ও এই চাঁদকে অধীন করেছেন? প্রত্যেকটিই এক নির্ধারিত মেয়াদের দিকে ছুটছে; এবং এমন যে, তোমরা যা কর- আল্লাহ তার প্রতি অবহিত।

৩০. সেই-ই! আল্লাহ এর প্রতি এমনই। তিনিই পরম সত্য; এবং এমন যে, তারা তাঁর পাশ থেকে যাকে ডাকে- তা চরম মিথ্যাকথন; এবং এই যে আল্লাহ- তিনি অতি উঁচু, পরম শ্রেষ্ঠ।

রুকূ ৪

৩১. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর নিয়ামতসহ সকল নৌকা সেই সমুদ্রে ছুটে চলে- যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর আয়াত থেকে দেখাতে পারেন? নিশ্চয়ই প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য তাতে নিশ্চিত এক আয়াত।

৩২. এবং তাদেরকে যখন মেঘচ্ছায়ার মতো এক ঢেউ ঢেকে দেয়, তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে- এই দ্বীনে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ। এরপর যখন তিনি তাদেরকে এই ভূমির দিকে রক্ষা করেন, এরপর তাদের থেকেই 'মধ্যপন্থি' (مُقْتَصِدٌ)। তখন আমার আয়াত বিশ্বাসঘাতক-অস্বীকারকারী ছাড়া কেউ অমান্য করে না।

৩৩. 'ও সকল মানুষ! তোমাদের রবকে ভয় কর এবং এক দিনের ভয় কর। সেই দিন এক পিতা তার সন্তানের জন্য উপকার করবে না; এবং এক সন্তানও তার পিতার জন্য এক কিছুতেই উপকারী নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। এরপর তোমরা এই দুনিয়ার এই জীবনে প্রতারিত হবে না; এবং তোমাদেরকে যেন না আল্লাহ সম্পর্কে সেই চরম প্রতারক প্রতারিত করতে পারে।

৩৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ- তাঁর কাছেই পরম সময়ের জ্ঞান; এবং তিনিই এই বৃষ্টি নাজিল করেন; এবং তিনি জানেন যা সেই গর্ভের মধ্যে; এবং কোনো ব্যক্তিই জানতে পারে না- সে আগামীকাল কী অর্জন করবে; এবং কোনো ব্যক্তিই জানতে পারে না পৃথিবীতে কীসহ তার মৃত্যু হবে! নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞাত, অবহিত।

৩২. সূরা সাজ্‌দা

৩০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আলিফ-লাম-মীম।

২. এই কিতাব এই বিশ্ব জগতের রবের থেকে নাজিলকৃত। সন্দেহ নেই এর মধ্যে।

৩. অথবা কি তারা বলে, 'সে এ আবিষ্কার করেছে'? বরং তোমার রবের থেকে তা পরম সত্য- যাতে তুমি এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। তোমার আগে থেকে যাদের কাছে সতর্ককারী আসে নি। তারা যাতে পথপ্রাপ্ত হতে পারে।

৪. আল্লাহ- যিনি একজন 'ছয় পর্বের' মধ্যে এই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং যা তাদের উভয়ের মধ্যে- তা সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি পরম আরশের উপর আসীন হন। তোমাদের জন্য তার পাশ থেকে অভিভাবক নেই; এবং সুপারিশকারীও নয়। এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

৫. তিনি সকল আদেশ এই আকাশের মধ্য থেকে এই পৃথিবীর দিকে ছড়িয়ে দেন। তারপর তার মধ্যে যা, তা এক দিনের মধ্যে তাঁরই দিকে উঠে আসবে - তোমাদের গণনায় যার হিসাব হাজারও বছর।

৬. তিনিই সকল অদৃশ্য ও সকল দৃশ্যমানের জ্ঞাতা- পরম ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।

৭. তিনি একজন তাঁর সৃষ্টির সকল কিছু উত্তম করেছেন; এবং তিনি কাদামাটি থেকে এই মানুষ সৃষ্টির শুরু করেন।

৮. তারপর তিনি তাদের বংশধরদেরকে বানিয়েছেন পানি থেকেও তুচ্ছ নির্যাস থেকে।

৯. তারপর তিনি তাকে গড়েছেন। তিনি তাতে তাঁর রূহ্ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন; এবং তিনি তোমাদের জন্য সেই শ্রুতিশক্তি ও সেই দৃষ্টিশক্তি এবং সেই অনুভূতি বানিয়েছেন। তোমরা এক অল্পই যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১০. কিন্তু তারা বলে, 'আমরা যখন এই ভূমিতে হারিয়ে যাব, আমরা কী নিশ্চিত এক নতুন সৃষ্টির মধ্যে হব'? বরং তারা তাদের রবের সাক্ষাতকে অস্বীকারকারী।

১১. বল, 'সেই মৃত্যুর অধিকারকরা তোমাদেরকে পূর্ণ করে দেবে। সেই যে একজন তোমাদের প্রতি এর দায়িত্বে। তারপর তোমাদের রবের দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন'।

রুকূ ২

১২. এবং যদি তুমি দেখতে! সকল অপরাধীই তখন তাদের রবের কাছে তাদের মাথা ঝুঁকিয়ে দেবে: 'ও আমাদের রব! আমরা দেখলাম এবং আমরা শুনলাম। আমরা সৎকাজ করব। এরপর আপনি আমাদেরকে ফিরিয়ে দিন। নিশ্চয়ই আমরা নিশ্চিত আস্থাশীল'।

১৩. এবং আমি যদি ইচ্ছে করতাম, আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিশ্চিত এর পথ-নির্দেশ দিতাম। কিন্তু আমার থেকে সেই কথা সত্য হয়েছে: 'আমি নিশ্চিত এই জিন ও এই মানুষের মধ্য থেকে একত্রে জাহান্নাম পূর্ণ করব'।

১৪. 'এরপর তার স্বাদ নাও, তোমরা যার প্রতি ভুলে গিয়েছিলে- তোমাদের এই দিনের সাক্ষাত। নিশ্চয়ই আমি- আমিও তোমাদেরকে ভুলে গিয়েছি; এবং স্বাদ নাও চিরস্থায়ী শাস্তির তাসহই- তোমরা ছিলে যা করাতে'।

১৫. শুধুমাত্র তারাই আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করে, যাদেরকে যখন 'এ' দিয়ে মনে করিয়ে দেওয়া হয়- তারা এক সিজ্‌দায় পড়ে যায়; এবং তারা তাদের রবের প্রশংসাসহ মহিমা ঘোষণা করে। তখন তারা অহংকার করে না।

১৬. তারা তাদের পরিপার্শ্বের সেই যা বিছানা ত্যাগ করে। তারা তাদের রবকে ভয়ে ও আশায় ডাকে; এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তারা তার থেকে ব্যয় করে।

১৭. এরপর তারা যার প্রতি আমল করত- কোনো ব্যক্তিই জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো এক পুরস্কার থেকে কী লুকানো আছে।

১৮. যে এক বিশ্বাসী- এরপর কি সে তার মতো, যে হয় এক অবাধ্য? তারা সমান হতে পারে না।

১৯. যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, এরপর তাদের জন্য বাগান। তার মধ্যেই তাদের পরম বাসস্থান। তারা যা করত তার জন্য এক আতিথ্য।

২০. এবং যারা নিশ্চিত অবাধ্য, এরপর তাদের বাসস্থান পরম আগুন। তারা তার মধ্যে প্রতিটি সময় এ থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে। তাদেরকে এর মধ্যেই ফেরত পাঠানো হবে; এবং তাদের প্রতি বলা হবে: 'স্বাদ নাও পরম আগুনের শাস্তির- সেই তা, যার প্রতি তোমরা মিথ্যা বলতে'।

২১. এবং আমি তাদেরকে চরম শাস্তির মধ্য থেকে তারই ছোট-খাটোর স্বাদ নিশ্চিত দেব। চরম গুরুতর সেই শাস্তির পাশাপাশিই- যাতে তারা পারে ফিরে আসতে।

২২. এবং কে তার থেকে অধিক জালিম, যাকে তার রবের আয়াতের প্রতি স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়- তারপরও সে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? নিশ্চয়ই আমি সকল অপরাধ সম্পর্কে প্রতিফল প্রদানকারী।

রুকূ ৩

২৩. এবং আমি অবশ্যই মূসাকে সেই কিতাব দিয়েছিলাম। এরপর তার সাক্ষাৎ থেকে সন্দেহের মধ্যে থাকবে না; এবং আমি বনী ইসরাঈলের জন্য তা এক পথ-নির্দেশ বানিয়েছিলাম।

২৪. এবং আমি তাদের থেকেই নেতা বানিয়েছিলাম। তখন তারা ধৈর্য ধরেছিল। তারা আমার আদেশসহ পথ দেখাত; এবং তারা ছিল আমার আয়াতে নিশ্চিত আস্থাশীল।

২৫. তার মধ্যে যারা এ সম্পর্কে মতবিরোধ করেছিল, নিশ্চয়ই তোমার রব পরম কিয়ামতের দিনে তাদের মধ্যে তাসহই ফয়সালা করে দেবেন।

২৬. তাদের জন্য এও কি পথ দেখালো না যে, আমি তাদের আগের সেই সকল জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কতজনকে ধ্বংস করেছি? তারা তাদের বাসভূমির মধ্যে হাঁটাচলাও করে। নিশ্চয়ই তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত। এরপরও কি তারা শুনবে না?

২৭. তারা কি দেখে না এমন যে, আমি চরম নির্জিব সেই ভূমির দিকে এই পানি চালনা করি। এরপর আমি তা দিয়ে এক শস্য বের করে আনি। এ থেকে তাদের গবাদিপশু এবং তারা নিজেরাও খায়। এরপরও কি তারা দেখবে না?

২৮. তারা প্রশ্ন করে- 'কখন এই ফলাফল, যদি তোমরা হও সত্যবাদী'?

২৯. বল, 'যারা তাদের বিশ্বাসকে অস্বীকার করে, সেদিন তাদেরকে সেই ফলাফল উপকার করবে না; এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না'।

৩০. এরপর তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং অপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই তারাও অপেক্ষমাণ।

৩৩. সূরা আহ্জাব

৭৩ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. 'ও তুমি এই নবী! আল্লাহকে ভয় কর; এবং এই অস্বীকারকারী ও এই মুনাফিকদেরকে মানবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ'।

২. 'এবং তোমার রবের থেকে তোমার প্রতি যা ওহি হয়, তার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ অবহিত'।

৩. 'এবং আল্লাহর উপরই নির্ভর কর; এবং এক অভিভাবকত্বে আল্লাহই যথেষ্ট'।

৪. আল্লাহ কোনো পুরুষের জন্য তার অভ্যন্তর থেকে দু'টি হৃদয় বানান নি; এবং তিনি তোমাদের স্ত্রীদেরকে- তাদের যাকে তোমরা জাহির কর, তাদের থেকে তোমাদের মাতা বানান নি; এবং তিনি তোমাদের পোষ্য পুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র বানান নি। সেগুলো তোমাদের মুখ দিয়ে তোমাদের কথা। কিন্তু আল্লাহ পরম সত্য কথা বলেন; এবং তিনিই পথ দেখান- সেই পথ।

৫. তাদেরকে তাদের পিতার জন্য ডাক। আল্লাহর কাছে তাই অধিক ন্যায়সংগত। এরপর যদি না তোমরা তাদের পিতাদের জান, এরপর তারা এই দ্বীনে তোমাদের ভাই ও তোমাদের বন্ধু; এবং তোমরা যার সম্পর্কে ভুল

কর- তোমাদের উপর তার মধ্যে অপরাধ হতে পারে না। কিন্তু তোমরা তোমাদের হৃদয়ে তার প্রতি তা গেঁড়ে রাখলে---; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৬. এই নবী সকল বিশ্বাসীর সঙ্গে তাদের নিজেদের থেকেও অধিক নিকটতর; এবং তার স্ত্রীরা তাদের মা; এবং আল্লাহর কিতাবের মধ্যে এই সকল বিশ্বাসী ও এই সকল অভিবাসীর মধ্য থেকেই সেই রক্তের বন্ধনের অধিকারী- তাদের কেউ অন্যদের অধিক নিকটতর। তা ছাড়া যে, তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্রতি এক মমতা করবে। তাইই এই কিতাবে লিখিত।

৭. এবং আমি যখন সেই নবীদের পক্ষ থেকে তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; এবং তোমার থেকেও; এবং নূহ ও ইবরাহীম এবং মূসা ও মার্ইয়াম-পুত্র ঈসার কাছ থেকেও; এবং আমি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় এক অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

৮. যাতে তিনি সকল সত্যবাদীকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন; এবং তিনি সকল অস্বীকারকারীর জন্য কঠিন এক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

রুকূ ২

৯. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর। যখন তোমাদের কাছে এক বাহিনী এসেছিল, এরপর আমি তাদের উপর এক বাতাস ও এক বাহিনীকে পাঠিয়েছিলাম। তোমরা এ দেখ নি। কিন্তু তোমরা যাসহ কর, আল্লাহ তার দ্রষ্টা হয়ে থাকেন।

১০. যখন তারা তোমাদের ঊর্ধ্ব থেকে ও তোমাদের থেকে নীচু থেকে আসছিল, তখন তোমরা সকলে চোখ বড় বড় করে ফেললে; এবং তোমাদের সকলের প্রাণবায়ু সেই কণ্ঠে পৌঁছেছিল; এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অনুমান করছিলে- সেই সকল অনুমান!

১১. সেখানে সেই সকল বিশ্বাসী পরীক্ষিত হয়েছিল। তখন তারা কঠিন এক কাঁপনে কেঁপে উঠেছিল।

১২. এবং যখন সেই মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে এক অসুখ- তারা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে এক প্রতারণা ছাড়া ওয়াদা করেন নি'।

১৩. এবং যখন তাদের থেকে একদল বলল, 'ও ইয়াসরিবের লোকজন! তোমাদের জন্য ঠাঁয় নেই! এরপর ফিরে চল'। তখন তাদের থেকেই একদল এই নবীর কাছে অনুমতি চাইল। তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত'- যখন তা অরক্ষিতের প্রতি নয়। তারা পালানো ছাড়া চায় নি।

১৪. এবং যদি তারা তাদের সামনে বিভিন্ন দিক থেকে প্রবেশ করত, তারপর তাদেরকে সেই কঠিন পরীক্ষার প্রশ্ন করা হতো, নিশ্চিত তারা তা করত। তারা এক অল্প ছাড়া এর সাথে অবস্থান করত না।

১৫. এবং অবশ্যই তারা এর আগে থেকেই আল্লাহকে ওয়াদা করেছিল যে, তারা তাদের সেই পিঠ ফেরাবে না; এবং আল্লাহর ওয়াদা হবে এক জিজ্ঞাসিত।

১৬. বল, 'যদি তোমরা সেই মৃত্যু অথবা সেই হত্যার মধ্য থেকে পলায়ন কর, তোমাদেরকে এই পলায়ন কখনই উপকার করবে না; এবং তখন তোমাদেরকে ভোগসামগ্রী দেওয়া হবে না- এক অল্প ছাড়া'।

১৭. বল, 'কে সে, যে একজন আল্লাহ থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে, যদি তিনি তোমাদের প্রতি এক ক্ষতি চান অথবা তিনি তোমাদের প্রতি এক রহমত চান'? এবং তুমি তাদের জন্য আল্লাহর পাশ থেকে এক অভিভাবক পাবে না ও এক সাহায্যকারীও নয়।

১৮. অবশ্যই আল্লাহ জানেন- তোমাদের থেকে তাদের ভাইদের প্রতি সেই সকল বাধাদানকারীকে ও সেই সকল উক্তিকারীকে: 'আস আমাদের কাছে'। তখন তারা এক অল্প ছাড়া এই যুদ্ধে আসে না-

১৯. তোমাদের উপর এক সংকীর্ণতায়। এরপর যখন সেই আশঙ্কা আসে, তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা তোমার দিকে তাদের চোখ উল্টিয়ে তাকিয়ে আছে- সেই একজনের মতো, যে নিজেকে মৃত্যুর মধ্যে ঢেকে রাখে। এরপর যখন সকল শঙ্কা চলে যায়, তারা এক সংকীর্ণতায় তাদের 'লোহা-ধাঁরালো' জিহবা দিয়ে তোমাদেরকে সেই কল্যাণের উপরে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে। তারাই- তারা বিশ্বাস করে না। আল্লাহ এরপর তাদের আমল মূল্যহীন করেছেন; এবং আল্লাহর উপর তাই এক সহজ হয়।

২০. তারা হিসাব করে যে, সেই যৌথবাহিনী চলে যায় নি; এবং যদি সেই যৌথবাহিনী আসে, তারা চাইত যে- 'যদি তারা এমন হতো, এই আরবদের মধ্যে তারা বেদূইন- তাহলে তারা তোমাদের সম্পর্কে খবর জিজ্ঞেস করতে পারত। তারা যদি তখন তোমাদের মধ্যে থাকতও, তারা যুদ্ধ করত না- এক অল্প ছাড়া।

রুকূ ৩

২১. এবং অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে। তার জন্য- যে আল্লাহকে ও পরম আখিরাতের পরম দিনের আশা করে; এবং সে আল্লাহকে স্মরণ করে এক প্রচুর।

২২. এবং যখন সেই বিশ্বাসীরা সেই যৌথ বাহিনীকে দেখল; তারা বলল, 'এ তাই- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে যার ওয়াদা করেছিলেন; এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছিলেন'। তখন এ তাদেরকে এক বিশ্বাস ও এক শান্তি বর্ষণ ছাড়া বাড়াল না।

২৩. এই সকল বিশ্বাসীর মধ্য থেকে পুরুষরা- তারা যাতে আল্লাহকে ওয়াদা করেছিল- তারা তার উপর সত্যবাদী হয়েছে; এবং তাদের থেকে যে তার শপথের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছে; এবং তাদের থেকে যে অপেক্ষায় আছে- তারা বদল করে নি, এক বদলে।

২৪. আল্লাহ যাতে সকল সত্যবাদীকে তাদের সত্যবাদিতার প্রতি পুরস্কার দিতে পারেন; এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তিনি সকল মুনাফিককে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২৫. এবং যারা অস্বীকার করেছে, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গাত্রদাহসহ ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোনো কল্যাণ অর্জন করে নি; এবং সেই যুদ্ধে সেই বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হলেন। আল্লাহ শক্তিমান, ক্ষমতাশালী।

২৬. এবং যারা তাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, সেই কিতাবের লোকজন- তিনি তাদের হৃদয়ে চরম আতঙ্ক নাজিল করলেন; এবং তাদেরকে তাদের দুর্গ থেকে ছুড়ে ফেললেন। তোমরা একদলকে হত্যা করেছ; এবং তোমরা এক দলকে বন্দী করেছ।

২৭. এবং তিনি তোমাদেরকে তাদের বাড়িঘর, ধন-সম্পদ ও এক ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন- যার পদক্ষেপ তোমরা নাও নি; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তগ্রহণকারী।

রুকূ ৪

২৮. 'ও তুমি এই নবী! তোমার স্ত্রীদের প্রতি বল, 'যদি তোমরা- তোমরা এই দুনিয়ার এই জীবন ও এর সাজ-সজ্জা চাও, এরপর আস! আমি তোমাদের ভোগসামগ্রী দেই ও তোমাদেরকে মুক্ত করে দেই- এক সৌজন্যে এক মুক্তকরণ'।

২৯. 'এবং যদি তোমরা- তোমরা আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে এবং পরম আখিরাতের বাসস্থান চাও, এরপর আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের থেকে সকল উত্তম কর্মশীলের জন্য এক শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রস্তুত করেছেন'।

৩০. 'ও এই নবীর নারীরা! তোমাদের থেকে যে আসবে এক পরিষ্কার প্রমাণকৃত অনৈতিকতাসহ, তার জন্য সকল শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে- দ্বিগুণ; এবং আল্লাহর উপর তা এক সহজ'।

৩১. এবং তোমাদের থেকে যে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতি অনুগত হয় এবং সে এক সৎকাজ করে, আমি তাকে তার পুরস্কার দুইবার দেব; এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক এক রিজিক প্রস্তুত রেখেছি।

৩২. 'ও এই নবীর নারীরা! তোমরা এই নারীদের মধ্যের একজনের মতো হতে পার না। যদি তোমরা সাবধান হও, এরপর সকল কথার প্রতি আবেগপ্রবণ হবে না। এরপর তা সেই একজনের আশা জাগাতে পারে- যার অন্তরে অসুখ আছে; এবং বল এক কথা এক ন্যায়পরায়ণতায়।

৩৩. এবং তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যেই স্থির থাক; এবং তোমাদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না- সেই পূর্ববর্তী চরম অজ্ঞতার প্রদর্শনী; এবং তোমরা 'পরম যোগাযোগ' (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর ও সেই যাকাত দাও; এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চল। আল্লাহ শুধুমাত্র এই ঘরের লোকজন- তোমাদের থেকে সকল অপরিচ্ছনতা দূর করতে চান; এবং তিনি তোমাদেরকে এক পবিত্রতায় পবিত্র করতে চান।

৩৪. এবং তোমরা তোমাদের ঘরে আল্লাহর আয়াত ও পরম বিচক্ষণতা থেকে যা পাঠ করা হয়- তা স্মরণে রাখবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, অবহিত।

রুকূ ৫

৩৫. নিশ্চয়ই সকল মুসলিম পুরুষ ও সকল মুসলিম নারী; এবং সকল বিশ্বাসী পুরুষ ও সকল বিশ্বাসী নারী; এবং সকল অনুগত পুরুষ ও সকল অনুগত নারী; এবং সকল সত্যবাদী পুরুষ ও সকল সত্যবাদী নারী; এবং সকল ধৈর্যশীল পুরুষ ও সকল ধৈর্যশীল নারী; এবং সকল বিনীত পুরুষ ও সকল বিনীত নারী; এবং সকল দানশীল পুরুষ ও সকল দানশীল নারী; এবং সকল সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সকল সিয়াম পালনকারী নারী; এবং নিজেদের গোপনাঙ্গের হিফাজতকারী সকল পুরুষ ও এ হিফাজতকারী সকল নারী; এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী সকল পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী সকল নারী- আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও শ্রেষ্ঠ এক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।

৩৬. এবং যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এক আদেশে সিদ্ধান্ত দেন- বিশ্বাসী পুরুষদের জন্য হয় না এবং বিশ্বাসী নারীদেরর জন্যও নয় যে, তারা তাদের বিষয় থেকে শুধুমাত্র তার সাথে কল্যাণেই থাকবে; এবং যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়, এরপর অবশ্যই সে বিভ্রান্ত হয়- পরিষ্কার এক বিভ্রান্ত।

৩৭. তুমি যখন একজনের প্রতি বললে, 'আল্লাহকে ভয় কর। তোমার স্ত্রীকে তোমার উপরই রাখ। আল্লাহ তার উপর নিয়ামত করেছেন এবং তুমিও তার উপর নিয়ামত করেছ। কিন্তু তুমি তোমার নিজের সম্পর্কে গোপন করছ। আল্লাহ তা প্রকাশ করছেন; এবং তুমি এই মানুষকে ভয় করছ। কিন্তু আল্লাহরই হক যে, তুমি তাঁকে ভয় করবে'। এরপর যখন জায়েদ 'এর' থেকে এক প্রয়োজনীয়তার সিদ্ধান্ত দিল, আমি তাকে তোমার যুগল করলাম। যাতে না এই বিশ্বাসীদের উপর তাদের পোষ্য পুত্রদের যুগলদের সম্পর্কে অপরাধ হয়- যখন তারা তাদের থেকে এক প্রয়োজনীয়তার প্রতি সিদ্ধান্ত নেয়; এবং আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

৩৮. আল্লাহ তার প্রতি যেসব সম্পর্ক ফরজ করেছেন, এই নবীর উপর তার থেকে অস্বস্তি না হতে পারে। যারা আগে থেকেই চলে গিয়েছে, তাদের সম্পর্কেও আল্লাহরই সুন্নাত। তখন আল্লাহর আদেশেই এক সিদ্ধান্ত হয়- এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

৩৯. তাদের যারা আল্লাহর বার্তাগুলো পৌঁছে দেয়, তারা তখন তাঁকেই ভয় করে। তারা তখন আল্লাহকে ছাড়া একজনকেও ভয় করত না। আল্লাহই যথেষ্ট এক হিসাব গ্রহণকারী।

৪০. মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের থেকে একজনেরও পিতা হয় নি। কিন্তু আল্লাহর রাসূল এবং সকল নবীর সমাপ্তি; এবং আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত থাকেন।

রুকূ ৬

৪১. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহকে স্মরণ কর- এক স্মরণ, এক প্রচুর'।

৪২. 'এবং প্রতি সকালে ও প্রতি সন্ধ্যায় তাঁর মহিমা ঘোষণা কর'।

৪৩. তিনি- যিনি একজন এবং তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের উপর 'শান্তি চায়' (ইউস্বাল্লী يُصَلِّي: যোগাযোগ করে), তিনি যাতে তোমাদেরকে চরম অন্ধকারের মধ্য থেকে পরম আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন; এবং তিনি সকল বিশ্বাসীর প্রতি দয়ালু।

৪৪. তারা যে দিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাদের অভিবাদন হবে 'সালামুন'; এবং তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক এক পুরস্কার প্রস্তুত করেছেন।

৪৫. 'ও তুমি এই নবী! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এক সাক্ষী ও এক সুসংবাদদাতা এবং এক সতর্ককারী'-

৪৬. 'এবং আল্লাহর দিকে এক আহ্বানকারী- তাঁরই অনুমতিসহ; এবং এক উজ্জ্বল-আলোকিত প্রদীপ'।

৪৭. 'এবং সকল বিশ্বাসীকে শুভ সংবাদ দাও। তাদের প্রতি এমন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ- এক বিশাল।

৪৮. এবং এই সকল অস্বীকারকারী ও এই সকল মুনাফিককে মানবে না; এবং তাদের আঘাত উপেক্ষা কর; এবং আল্লাহর উপর নির্ভর কর। আল্লাহই এক অভিভাবকত্বে যথেষ্ট।

৪৯. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যখন তোমরা এই বিশ্বাসী নারীদেরকে বিবাহ কর, তারপর যখন তোমরা তাদেরকে স্পর্শ কর- তার আগে থেকেই তাদেরকে তালাক দাও, এরপর তাদের সম্পর্কে এক গণনায় তোমাদের জন্য অপেক্ষার কাল নেই। এরপর তোমরা তাদেরকে ভোগসামগ্রী দাও; এবং তাদেরকে মুক্ত করে দাও- এক সৌজন্যে এক মুক্তি'।

৫০. 'ও তুমি এই নবী! নিশ্চয়ই তোমার জন্য আমি বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদেরকে- যাদেরকে তুমি তাদের পুরস্কার দিয়েছ; এবং যারা তোমার ডানে অধিকারভুক্ত হয়েছে- আল্লাহ তার মধ্যের যা তোমার উপর দিয়েছেন; এবং তোমার চাচার কন্যা ও ফুফুর কন্যা এবং মামার কন্যা ও খালার কন্যা- যারা তোমার সাথে অভিবাসী হয়েছে; এবং বিশ্বাসী এক নারী- সে যদি তার নিজেকে এই নবীর জন্য সমর্পন করে ও এই নবীও তাকে বিবাহ করতে চায়। যাতে না তোমার উপর কোনো অস্বস্তি থাকতে পারে। এ এই বিশ্বাসীদের পাশ থেকে এক একান্তভাবে তোমার জন্যই। আমি তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে যা তাদের উপর ফরজ করেছি ও যা তাদের ডানে অধিকারভুক্ত হয়েছে- আমি অবশ্যই তা জানি; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৫১. তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা কর- তুমি তাকে সরিয়ে রাখতে পার; এবং তুমি যাকে ইচ্ছা কর- তুমি তাকে তোমার কাছে স্থান দিতে পার; এবং তুমি তার থেকে যাকে পাশে সরিয়ে রেখেছ- তুমি তাকে চাইতেও পার। এরপর তোমার উপর অপরাধ নেই। সেই-ই কাছাকাছি যে, তাতে তাদের চোখ জুড়াতে পারে; এবং তারা দুঃখও পাবে না। তুমি যা তাদেরকে দিয়েছ, তারা তখন তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে- তাদের প্রত্যেককেই; এবং আল্লাহ জানেন তোমাদের অন্তরে যা আছে; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, সহনশীল।

৫২. তোমার জন্য এই সকল নারীর পরবর্তী থেকে বৈধ হবে না; এবং স্ত্রীদের থেকে- তাদের সাথে পরিবর্তন করাও নয়। এমন কি তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করলেও- তারা ছাড়া, তোমার ডান হাতে যা অধিকারভুক্ত হয়েছে; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর এক পর্যবেক্ষক।

রুকূ ৭

৫৩. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! এই নবীর বাড়িতে তা ছাড়া প্রবেশ করবে না- এক খাবারে এর প্রস্তুতিতে অপেক্ষমাণ ভিন্ন, যাতে তোমাদের প্রতি অনুমতি দেওয়া হয়; এবং তোমাদেরকে যখন ডাকা হবে, এরপর তোমরা প্রবেশ কর। এরপর যখন তোমাদের খাবার হয়ে যায়, এরপর চলে যাও; কিন্তু 'হাদিসের জন্য' (লি-হাদীসিন لِحَدِيثٍ: কথাবার্তার জন্য) জনসমাগম নয়। নিশ্চয়ই এই নবীকে তা উত্ত্যক্ত করে। এরপর সে তোমাদের থেকে সংকোচবোধ করে। কিন্তু আল্লাহ পরম সত্য সম্পর্কে সংকোচ করেন না; এবং যখন তোমরা 'তাদেরকে' (নারীবাচক) জিজ্ঞেস করবে এক ভোগসামগ্রীতে, এরপর 'তাদেরকে' (নারীবাচক) জিজ্ঞেস করবে এক হিজাবের পিছন থেকে। সেই-ই পবিত্র তোমাদের হৃদয়ের জন্য এবং তাদের হৃদয়ের জন্যও (নারীবাচক)। তোমাদের জন্য নয় যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলের সমস্যা করবে; এবং নয় যে, তোমরা তার পরের থেকে আদৌ তার স্ত্রীদেরকে বিবাহ করবে। নিশ্চয়ই তা আল্লাহর কাছে এক ঘোরতর বিষয়'।

৫৪. যদি তোমরা এক কিছু প্রকাশ কর অথবা তোমরা গোপন কর, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত।

৫৫. তাদের উপর অভিযোগ নেই- তাদের পিতাদের সম্পর্কে ও নেই তাদের পুত্রদের; এবং নেই তাদের ভাইদের ও নেই তাদের ভাইয়ের সন্তানদের; এবং নেই তাদের বোনের সন্তানদের ও নেই তাদের তাদের নারীদের; এবং নেই তাদের সম্পর্কেও- যারা তাদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত হয়েছে; এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর এক সাক্ষী।

৫৬. এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা এই নবীর উপর 'শান্তি কামনা করে' (ইউস্বাল্লূনা يُصَلُّونَ)। 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তার উপর শান্তি কামনা কর (স্বাল্লু صَلُّوا); এবং শান্তি বর্ষিত হোক- এক শান্তি বর্ষণে।

৫৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে, আল্লাহ তাদেরকে এই দুনিয়ায় ও পরম আখিরাতে অভিশাপগ্রস্ত করেন; এবং তিনি তাদের জন্য হীনতম এক শাস্তি প্রস্তুত করেছেন।

৫৮. এবং তাদের যারা এই বিশ্বাসী পুরুষ ও এই বিশ্বাসী নারীদেরকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে- তারা যা অর্জন করেছে তার ভিন্ন কিছুসহ, এরপর অবশ্যই তারা বহন করবে পরিষ্কার এক অপবাদ ও পাপ।

রুকূ ৮

৫৯. 'ও তুমি এই নবী! তোমার স্ত্রীদের ও তোমার কন্যাদের এবং সকল বিশ্বাসী নারীদের প্রতি বল, তারা তাদের উপর 'তাদের চাদর' (জাল্বাবীহুন্না جَلَابِيبِهِنَّ) থেকে টেনে দিক। সেই-ই কাছাকাছি যে, তারা জানতে পারবে। এরপর তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৬০. এই নগরের মধ্যের এই সকল মুনাফিক এবং যাদের অন্তরে এক অসুখ; এবং চরম গুজব রটনাকারী- তারা যদি না থামে, আমি তাদের প্রতি তোমাকে নিশ্চিত প্রবল করব। তারপর তারা তার মধ্যে তোমার প্রতিবেশী থাকবে না- এক অল্প ছাড়া।

৬১. এক অভিযুক্ত-তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, তাদেরকে আটক করা হবে এবং এক ধ্বংসে ধ্বংস করা হবে।

৬২. যারা আগে থেকেই চলে গেছে, তাদের সম্পর্কেও আল্লাহরই সুন্নাত; এবং তুমি আল্লাহর সুন্নাতের জন্য কখনই এক পরিবর্তন পাবে না।

৬৩. এই মানুষ তোমাকে জিজ্ঞাসা করে পরম সময় সম্পর্কে। বল, 'এর জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহরই কাছে'। তাহলে তুমি তা কি করে জানবে? সম্ভবত পরম সময় এক নিকটেই।

৬৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল অস্বীকারকারীকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য এক জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করেছেন।

৬৫. তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী- চিরস্থায়ী। তারা সেখানে অভিভাবক থেকে পাবে না এবং নয় সাহায্যকারীও।

৬৬. যে দিন তাদের মুখ আগুনের মধ্যে ঘুরিয়ে দেয়া হবে; তারা বলবে, 'হায়! যদি আমরা- আমরা আল্লাহকে মেনে চলতাম ও এই রাসূলকে মেনে চলতাম'!

৬৭. এবং তারা বলবে, 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা- আমরা আমাদের হোতাদের ও আমাদের বড়দের মেনে চলতাম, এরপর তারাই আমাদেরকে সেই পথ থেকে বিভ্রান্ত করেছিল'!

৬৮. 'ও আমাদের রব! তাদেরকে সকল শাস্তির মধ্য থেকে দ্বিগুণ দেন; এবং তাদেরকে লানত করেন- এক বিশাল লানত'।

রুকূ ৯

৬৯. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যারা মূসাকে উত্ত্যক্ত করেছিল- তোমরা তাদের মতো হবে না। তারা যা বলেছিল- এরপর আল্লাহ তাকে তা থেকে মুক্ত করেছেন; এবং আল্লাহর কাছে সে ছিল এক উজ্জ্বল মুখ।

৭০. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহকে ভয় কর এবং এক সঠিক কথা বল'-

৭১. তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের আমল সংশোধন করে দেবেন ও তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন; এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে, এরপর অবশ্যই তারা সাফল্য অর্জন করবে- এক শ্রেষ্ঠ সফলতায়।

৭২. নিশ্চয়ই আমি- আমি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং এই পর্বতমালার সামনে সেই আমানত প্রদর্শন করেছিলাম। এরপর তারা 'এ' বহন করার প্রতি প্রত্যাখ্যান করল; এবং তারা 'এর' থেকে শঙ্কিত হলো। কিন্তু এই মানুষ 'এ' বহন করল। নিশ্চয়ই সে এক জালিম, এক অজ্ঞ হয়েছে-

৭৩. আল্লাহ তাতে সকল মুনাফিক পুরুষ ও সকল মুনাফিক নারী এবং সকল মুশরিক পুরুষ ও সকল মুশরিক নারীকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। কিন্তু আল্লাহ সকল বিশ্বাসী পুরুষ ও সকল বিশ্বাসী নারীর সামনে ফিরবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৩৪. সূরা সাবা

৫৪ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি একজন। তারই জন্য যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং তাঁর জন্যই পরম আখিরাতের মধ্যেও সকল প্রশংসা; এবং তিনি পরম বিচক্ষণ, পরম অবহিত।

২. তিনি জানেন যা এই ভূমিতে প্রবেশ করে ও তা থেকে যা বেরিয়ে আসে; এবং আকাশের মধ্য থেকে যা নাজিল হয় ও যা এর মধ্যে উঠে যায়; এবং তিনি পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাশীল।

৩. কিন্তু যারা অস্বীকার করে তারা বলে, 'আমাদের কাছে পরম সময় আসবে না'। বল, 'বরং আমার রবের শপথ! তোমাদের কাছে তা নিশ্চিত আসবে। তিনি সকল অদৃশ্য জ্ঞাত। তাঁর থেকে ওজনে এক অণু পরিমাণও পালাতে পারে না- এই আকাশের মধ্যেও নয় ও এই পৃথিবীর মধ্যেও নয়; এবং নয় তার থেকে ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তমও নয়- পরিষ্কারভাবে তা কিতাবের মধ্যে থাকা ছাড়া'।

৪. 'যাতে তিনি যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করতে পারেন। তারাই- তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক এক রিজিক'।

৫. এবং তাদের যারা আমার আয়াত ব্যর্থকরণ সম্পর্কে চেষ্টা করে, তারাই তারা- তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক নিকৃষ্ট এক শাস্তি।

৬. এবং যাদেরকে এই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে- তারা দেখছে যে, তোমার রবের থেকে তোমার প্রতি এই যা নাজিল হয়েছে- তা পরম সত্য। তা পরম ক্ষমতাশালী, পরম প্রশংসিতের পথের দিকে পথ দেখায়।

৭. কিন্তু যারা অস্বীকার করে তারা বলে, 'আমরা তোমাদেরকে কি দেখিয়ে দেব এক পুরুষের উপর, যে তোমাদেরকে খবর দেবে যে, যখন তোমরা নিশ্চিহ্ন- পুরোপুরি এক চিহ্নহীন, তখন তোমরা নিশ্চয়ই নিশ্চিত এক নতুন সৃষ্টির মধ্যে'?

৮. সে কি আল্লাহর উপর এক মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? অথবা তার মধ্যে কি উম্মাদনা? বরং তাদের যারা পরম আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না, তারা চরম শাস্তির মধ্যে ও চরম দূরবর্তী বিভ্রান্তিতে।

৯. এরপর তারা কি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্য থেকে যা তাদের হাতের মধ্যে ও যা তাদের পিছনে তার দিকে দেখে না? আমি যদি ইচ্ছা করি, আমি এই পৃথিবীতে তাদেরকেসহ গিলিয়ে দিতে পারি; অথবা এই আকাশের মধ্য থেকে তাদের উপর এক খণ্ড ফেলতে পারি। নিশ্চয়ই প্রত্যাবর্তনকারী প্রত্যেক দাসের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

রুকূ ২

১০. এবং অবশ্যই আমি আমার থেকে দাঊদকে এক বিশেষ অনুগ্রহ দিয়েছিলাম: 'ও পর্বতমালা ও সকল পাখি! ফের তার সাথে'; এবং আমি তার জন্য সকল লোহা নরম করেছিলাম।

১১. যাতে সে বর্ম গড়তে পারে; এবং সে তার গ্রন্থনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিতে পারে; এবং সে এক সৎকাজ করতে পারে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর- আমি তার প্রতি দ্রষ্টা।

১২. এবং সুলায়মানের জন্য সেই বাতাস- তার সকালের মাসে ও তার সন্ধ্যার মাসে; এবং আমি সেই গলিত তামার এক ঝরনা উৎসারিত করেছিলাম; এবং সেই জিনদের মধ্য থেকে যারা তার রবের অনুমতিসহ তার হাতের মাঝে কাজ করত, তাদের মধ্যে যে আমার আদেশ থেকে এদিক-ওদিক করত- আমি তাকে পরম জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি থেকে স্বাদ দেব।

১৩. সে তার জন্য যা ইচ্ছা করেছে- তারা তা করেছে। প্রাসাদ ও প্রতিকৃতি এবং পছন্দমত পাত্র ও দৃঢ়-স্থির হাঁড়ি-পাতিল। 'ও দাউদ-পরিবার! এক

কৃতজ্ঞচিত্তে করে যাও'। কিন্তু আমার দাসদের থেকে এক অল্পই সেই কৃতজ্ঞ!

১৪. এরপর আমি যখন তার জন্য সেই মৃত্যুর সিদ্ধান্ত দিলাম, তাদেরকে তার মৃত্যুর উপর খোঁজ দেয়নি সেই ভূমির এক প্রাণী ছাড়া- যারা তার লাঠি খাচ্ছিল। এরপর যখন সে পড়ে গেল, তা সেই জিনদের পরিষ্কার প্রমাণ যে- তারা যদি সেই অদৃশ্য জানতে পারত, তাহলে তাদেরকে সেই লাঞ্ছনাদায়ক চরম শাস্তির মধ্যে থাকতে হত না।

১৫. সাবাবাসীদের জন্য তাদের বাসভূমিতে অবশ্যই এক আয়াত ছিল- ডানে ও বামে দু'টি বাগান। 'খাও তোমাদের রবের রিজিক থেকে ও কৃতজ্ঞ হও তার জন্য। উত্তম এক নগরী এবং ক্ষমাশীল এক রব'।

১৬. এরপর তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। এরপর আমি তাদের উপর চরম বাধাহীন বন্যা পাঠালাম। তখন আমি তাদের জন্য তাদের দু'টি বাগানকে বদলে দিলাম- দু'টি বাগানে জন্মানো এক অল্প খাদ্য; এবং ঝাউ গাছ ও কিছু কুল গাছ থেকে।

১৭. 'তারা যা অস্বীকার করেছিল- আমি তার প্রতি তাদেরকে সেই-ই প্রতিফল দিলাম; এবং আমি কি প্রতিফল দেই সেই অস্বীকারকারীদের ছাড়া?

১৮. এবং আমি তাদের মাঝে এবং আমি তার যাতে বরকত দিয়েছিলাম সেই জনপদগুলোর মাঝে এর মধ্যে দৃশ্যমান এক জনপদ বানিয়েছিলাম; এবং আমি এর মধ্যে সেই ভ্রমণের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম। 'তার মধ্যে রাতে ও দিনে এক নিরাপদে ভ্রমণ কর'!

১৯. তারা যখন তাদের নিজেদেরকে জুলুম করেছিল, এরপর তারা বলল, 'ও আমাদের রব! আমাদের ভ্রমণের মাঝে দূরবর্তী করে দেন'। এরপর আমি তাদেরকে 'অধিক হাদিসের বিষয়' (আহাদিসা أَحَادِيثَ: অধিক কথার বিষয়, কাহিনির বিষয়) বানিয়ে দিলাম; এবং আমি তাদের প্রত্যেককে এক বিচ্ছুরণে বিক্ষিপ্ত করে দিলাম। নিশ্চয়ই প্রত্যেক কৃতজ্ঞ ধৈর্যশীলের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত এক আয়াত।

২০. এবং তাদের উপর ইব্‌লীসের সে ধারণা অবশ্যই সত্য হয়েছিল। এরপর সেই বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে একদল ছাড়া- তারা তাকেই অনুসরণ করেছিল।

২১. এবং তার জন্য তাদের উপর ছিল না ক্ষমতা থেকে। তা ছাড়া যে, আমি যাতে প্রমাণ পেতে পারি- তাদের থেকে কে পরম আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে, কারা এ থেকে এক সন্দেহের মধ্যে? এবং তোমার রব সকল কিছুর উপর হেফাজতকারী।

রুকূ ৩

২২. বল, 'তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যাদেরকে দাবী কর- তাদেরকে ডাক। তারা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যের এক অণু পরিমাণের ওজনেরও মালিক হয় নি; এবং নয় এই পৃথিবীর মধ্যেরও; এবং তাদের জন্য এই দু'য়ের মধ্য থেকে কোনো অংশই নেই; এবং তাদের জন্য তাদের থেকে নেই সহায়কও'।

২৩. এবং তিনি যার জন্য অনুমতি দেন তার জন্য ছাড়া, তাদের সাথের সেই সুপারিশকারীরাও কারও উপকারও করতে পারবে না। যখন তাদের হৃদয়ের আতঙ্ক দূর করা হবে, তখন তারা বলবে 'তোমাদের রব কী বলেছিলেন'? তারা বলবে, 'পরম সত্য; এবং তিনি পরম উঁচু, পরম শ্রেষ্ঠ'।

২৪. বল, 'কে তোমাদেরকে এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্য থেকে রিজিক দেন'? বল, 'আল্লাহ; এবং নিশ্চয়ই আমরা অথবা শুধুমাত্র তোমরাই নিশ্চিত এক পথনির্দেশের উপরে; অথবা পরিষ্কার এক বিভ্রান্তির মধ্যে'।

২৫. বল, 'আমরা যে পাপ করি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না; এবং আমাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে না সে সম্পর্কে- যা তোমরা কর'।

২৬. বল, 'আমাদের রব আমাদেরকে একত্র করবেন। তারপর তিনি আমাদের মধ্যে পরম সত্যসহ বিজয় নির্ধারণ করবেন; এবং তিনিই পরম বিজয় নির্ধারণকারী, পরম জ্ঞাত'।

২৭. বল, 'তোমরা তাঁর সঙ্গে যাদেরকে শরীক যুক্ত করেছ- তাদেরকে আমাকে দেখাও। কখনই তেমন নয়! বরং তিনি আল্লাহ- পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ'।

২৮. এবং আমি তোমাকে এই মানুষের জন্য একইসাথে এক সুসংবাদদাতা ও এক সতর্ককারী ছাড়া পাঠাই নি; কিন্তু অধিকাংশই এই মানুষ জানে না।

২৯. এবং তারা বলে, 'কখন এই সকল ওয়াদা- যদি তোমরা হও সত্যবাদী'?

৩০. বল, 'তোমাদের জন্য ওয়াদাকৃত একদিন- তোমরা এ থেকে এক মুহূর্তকালও পেছাতে পারবে না এবং তা এগিয়েও আনতে পারবে না'।

রুকূ ৪

৩১. এবং যারা অস্বীকার করে তারা বলে, 'এই কুরআন- এর প্রতি আমরা কখনই বিশ্বাস করব না; এবং তার প্রতিও নয়- যা তার হাতের মাঝে'। তাদেরকে যখন তাদের রবের কাছে দাঁড় করানো হবে- তুমি যদি তা দেখতে! এই সকল জালিম তাদের একে অন্যের প্রতি সেই সকল উক্তি ছুড়ে মারছে। যারা দলিত ছিল তারা তাদের প্রতি বলবে- যারা অহংকারী ছিল, 'যদি না তোমরা থাকতে, আমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হতাম'।

৩২. যারা ক্ষমতাবান ছিল তারা বলবে তাদের প্রতি- যারা দলিত হয়েছে, 'তোমাদের কাছে যখন সেই পথ-নির্দেশ থেকে তা আসল, আমরা কি তার পরবর্তীতে তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী'।

৩৩. এবং যারা দলিত হয়েছে তারা বলবে তাদের প্রতি- যারা অহংকারী ছিল, 'বরং সেই সকল রাতে ও সেই সকল দিনে এক ষড়যন্ত্র! তখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিতে, যেন আমরা আল্লাহর প্রতি অস্বীকার করি; এবং আমরা তাঁর জন্য এক সমকক্ষ বানাই'। তারা যখন সেই শাস্তি দেখবে, তখন তারা সকল আক্ষেপ গোপন করবে; এবং যারা অস্বীকার করত, আমি তাদের গলার মধ্যে সেই শেকল বানাব। 'তারা প্রতিফল পেল কি তা ছাড়া- তারা ছিল যা করাতে'?

৩৪. এবং আমি কোনো জনপদের মধ্যে সতর্ককারীদের থেকে পাঠায় নি এ ছাড়া যে, তার সম্পদশালী তারা বলে, 'তোমাদেরকে যাসহ পাঠানো হয়েছে, আমরা নিশ্চয়ই তা অস্বীকারকারী'।

৩৫. এবং তারা বলত, 'আমরা এক সম্পদে ও এক সন্তান-সন্ততিতে অধিক; এবং আমরা শাস্তিপ্রাপ্তিসহ নই'।

৩৬. বল, 'আমার রব- তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন, নিশ্চয়ই তিনি তাকে সকল রিজিকে বাড়িয়ে দেন; এবং তিনিই এর সিদ্ধান্ত দেন; কিন্তু অধিকাংশই এই মানুষ জানতে পারে না'।

রুকূ ৫

৩৭. এবং যে বিশ্বাস করে ও এক সৎকাজ করে তারা ছাড়া- তোমাদের ধন-সম্পদও নয় এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিও তাসহ নয় যে, তারা তোমাদেরকে আমার কাছে এক নৈকট্যে কাছাকাছি করে দেবে। এরপর তারাই তারা- তারা যা করত তাদের জন্য তার প্রতি এর দিগুণ পুরস্কার; এবং তারা পরম উঁচু নিরাপদ বসতবাড়ির মধ্যে।

৩৮. এবং যারা আমার আয়াত সম্পর্কে ব্যর্থতার চেষ্টা করে, তারাই তারা- তারা চরম শাস্তির মধ্যে উপস্থিতকৃত।

৩৯. বল, 'আমার রব নিশ্চয়ই তাঁর দাসদের থেকে যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন, তাকে সকল রিজিকে বাড়িয়ে দেন; এবং তার জন্য তিনিই সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন; এবং তোমরা যা কিছু থেকে ব্যয় কর, এরপর তিনিই তার উত্তরাধিকারী করে থাকেন; এবং তিনিই কল্যাণকর পরম রিজিকদাতা'।

৪০. এবং তিনি একদিন তাদেরকে সমবেত করবেন- সকলকে একত্রে। তারপর তিনি সকল ফেরেশ্‌তার প্রতি বলবেন, 'এরা কি শুধুমাত্র তোমাদের দাসত্ব করেছিল'?

৪১. তারা বলবে, 'আপনি সুমহান! আপনিই তাদের পাশ থেকে আমাদের অভিভাবক; বরং তারা সেই জিনদের দাসত্ব করছিল। তাদের অধিকাংশই তাদের প্রতি বিশ্বাসী'।

৪২. 'এরপর তোমরা আজ এই দিনে তোমাদের একে অন্যের এক উপকারের মালিক হতে পার নি; এবং এক ক্ষতিরও নয়'; এবং যারা জুলুম করেছিল আমি তাদের প্রতি বলব, 'স্বাদ নাও এই আগুনের শাস্তির। এ সেই তা- তোমরা ছিলে এর প্রতি তোমরা মিথ্যা বলাতে'।

৪৩. যখন তাদের কাছে আমার পরিষ্কার প্রমাণ আয়াত পাঠ করা হয়; তারা বলে, 'এ এক পুরুষ ছাড়া নয়! সে চায় তোমাদের বাপ-দাদারা যার দাসত্ব করছিল, তোমাদেরকে তার থেকে সরিয়ে দিতে'; এবং তারা বলে, 'এ নয় মিথ্যা ছাড়া এক আবিষ্কার'; এবং যখন 'তা' তাদের কাছে আসে, তখন যারা এই পরম সত্যের প্রতি অস্বীকার করে; তারা বলে, 'এ নয় পরিষ্কার জাদু ছাড়া'।

৪৪. এবং আমি কিতাব থেকে তাদেরকে দেই নি যে, তারা তা অধ্যয়ন করতে পারত; এবং আমি তোমার আগে তাদের কাছে সতর্ককারী থেকেও পাঠাই নি।

৪৫. এবং যারা এদের আগে থেকে, তারাও মিথ্যা বলেছিল; এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম- এরা তার এক-দশমাংশেও পৌঁছায়নি। এরপরও তারা আমার রাসূলদেরকে মিথ্যা বলত। এরপর কেমন ছিল আমার প্রত্যাখ্যান?

রুকূ ৬

৪৬. বল, 'আমি তোমাদেরকে শুধুমাত্র পরামর্শ দিচ্ছি; এবং মাত্র একটির প্রতিই যে, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দুজনে ও এককভাবে দাঁড়াও। তারপর চিন্তা কর যে, তোমাদের সঙ্গীর সাথে উম্মাদনা থেকে নেই। সে তোমাদের হাতের মাঝের কঠোর এক শাস্তির প্রতি সতর্ককারী ছাড়া নয়।

৪৭. বল, 'আমি তোমাদেকে তার উপর পারিশ্রমিক থেকে দাবি করছি না। এরপর তা তোমাদেরই জন্যই। আমার পারিশ্রমিক আল্লাহর উপর ছাড়া নয়; এবং তিনিই সকল কিছুর উপর এক সাক্ষী'।

৪৮. বল, 'আমার রব নিশ্চয়ই পরম সত্যসহ আঘাত করেন। তিনি জানেন সকল অদৃশ্য'।

৪৯. বল, 'এসেছে পরম সত্য। এরপর চরম অসত্য কথন শুরু করবে না; এবং তা ফিরিয়েও আনবে না'।

৫০. বল, 'আমি বিভ্রান্ত হলে- এরপর আমি শুধুমাত্র আমার নিজের উপরই বিভ্রান্ত; এবং আমি যদি পথপ্রাপ্ত হই- এরপর আমার রব তা দিয়েই আমার প্রতি ওহি করেন। নিশ্চয়ই তিনি নিকটস্থ শ্রোতা'।

৫১. এবং যদি তুমি দেখতে! তারা যখন আতঙ্কিত হবে- এরপর পলায়ন নেই। তখন তাদেরকে নিকটবর্তী এক স্থান থেকে আটক করা হবে।

৫২. এবং তারা বলে, 'আমরা এর প্রতি বিশ্বাস করি'- কিন্তু তা এমন যে, তাদের জন্য সেই নাগালপ্রাপ্তি দূরের এক স্থান থেকে!

৫৩. এবং তারা অবশ্যই আগে থেকেই তার প্রতি অস্বীকার করেছিল। তখন তারা দূরের এক স্থান থেকে পরম অদৃশ্যের প্রতি ছুড়ে মারত।

৫৪. এবং তারা আকাঙ্ক্ষা করে যে, তারা তাদের মাঝে ও তার মাঝের আশে-পাশেই আসবে- যেমন তাদের দলগুলোর প্রতি আগে থেকেই করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই তারা ছিল সন্দেহের মধ্যে- সন্দেহকারী।

৩৫. সূরা ফাতির

৪৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. সকল প্রশংসা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই জন্য। তিনিই এই ফেরেশ্‌তাদেরকে বার্তাবাহক বানিয়েছেন- দুই ও তিন এবং চার ডানার অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তিনি এই সৃষ্টির মধ্যে বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।

২. আল্লাহ তার রহমত থেকে এই মানুষের জন্য যাকে বিজয়ী করেন- তারপর তাকে থামিয়ে রাখা যায় না; এবং যাকে তিনি থামিয়ে রাখেন, এরপর তার পরবর্তী থেকে তার জন্য প্রেরক নেই। তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।

৩. 'ও তোমরা এই মানুষ! তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর। আল্লাহ ভিন্ন কি স্রষ্টা হতে পারে, যে তোমাদেরকে এই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মধ্য থেকে রিজিক দেয়? নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। এরপরও তোমরা কিভাবে প্রতারিত হও'?

৪. এবং তারা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে, এরপর অবশ্যই তোমার আগে থেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছিল; এবং আল্লাহর দিকেই সকল আদেশ ফিরে যাবে।

৫. ‘ও তোমরা এই মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। এরপর তোমাদেরকে যেন না এই দুনিয়ায় এই জীবন প্রতারণা করে; এবং সেই প্রতারক তোমাদেরকে যেন না আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করে’।

৬. নিশ্চয়ই সেই শয়তান তোমাদের জন্য এক শত্রু; এরপর তাকে এক শত্রু গ্রহণ কর। সে শুধুমাত্র তার দলকে ডাকে, যাতে তারা পরম জ্বলন্ত আগুনের সাথী হতে পারে।

৭. তাদের যারা অস্বীকার করে, তাদের জন্য কঠিন এক শাস্তি; এবং যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, তারা তারাই- তাদের জন্য ক্ষমা ও বিশাল পুরস্কার।

রুকূ ২

৮. এরপর কি যাকে তার মন্দ আমল তার জন্য শোভন করা হয়- এরপরও কি সে তা উত্তম দেখবে? এরপর আল্লাহ নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত করেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তিনি পথ দেখান- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। এরপর তুমি তোমার নিজেকে তাদের প্রতি এক দুঃখ হিসাবে গ্রহণ করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার প্রতি জ্ঞাত- তারা যা করে।

৯. এবং আল্লাহ- তিনি একজন সেই বাতাস পাঠান। এরপর তিনি এক মেঘমালা তুলে আনেন। এরপর আমি তা মৃত এক ভূমির দিকে চালনা করি। এরপর আমি তা দিয়ে এই ভূমিকে এর মৃত্যুর পরবর্তীতে জীবিত করি। সেইরকমই পরম পুনরুত্থান।

১০. যে সেই সম্মান চায়, এরপর আল্লাহরই জন্যই একত্রে সকল সম্মান। পরম ভালো সকল কথা ও সকল আমল তাঁর দিকে উঠে যায়। সকল সৎকাজ তাকে আরও উত্তোলিত করে। কিন্তু তাদের যারা চরম মন্দের ষড়যন্ত্র করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি; এবং তারাই- তারা তাদের ষড়যন্ত্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

১১. এবং আল্লাহ তোমাদেরকে ধুলোকণা থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্রবিন্দু থেকে। তারপর তোমাদেরকে এক যুগল বানিয়েছেন; এবং তাঁর জ্ঞানসহ ছাড়া কোনো নারী বহন করে না ও প্রসবও করে না; এবং এক কিতাবের মধ্য থেকে ছাড়া আয়ুপ্রাপ্তকারীর আয়ু দেওয়া হয় না; এবং তার আয়ু থেকে কমানোও হয় না। নিশ্চয়ই আল্লাহর উপর তাই এক সহজ।

১২. এবং সমান নয় সেই দুই সমুদ্র। এ বিশুদ্ধ মিষ্টি। তার পানীয় সুপেয়; এবং এ লোনা তিক্ত; এবং প্রত্যেকটি থেকে তোমরা এক তাজা গোশ্ত খাও; এবং তোমরা তুলে আন এক অলংকার- তোমরা এ পর; এবং তোমরা এর মধ্যে সকল নৌকা প্রবাহমান দেখ- যাতে তোমরা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে চাইতে পার ও যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

১৩. তিনি এই রাতকে এই দিনের মধ্যে প্রবেশ করান; এবং তিনি এই দিনকে এই রাতের মধ্যে প্রবেশ করান; এবং তিনিই এই সূর্য ও এই চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রবাহিত হচ্ছে। সেই সবই আল্লাহর- তোমাদের রব। তাঁর জন্যই এই সার্বভৌমত্ব। কিন্তু তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যাদেরকে ডাক- তারা খেজুঁরের এক আঁটির আবরণ থেকেও মালিক হতে পারে না।

১৪. তোমরা যদি তাদেরকে ডাক- তারা তোমাদের ডাক শুনতে পারে না; এবং তারা যদি শোনেও- তারা তোমাদের প্রতি সাড়া দেবে না; এবং তারা পরম কিয়ামতের দিন তোমাদের শরীকানার প্রতি অস্বীকার করবে; এবং তারা তোমাদেরকে অবহিতের মতো খবর দিতে পারে না।

রুকূ ৩

১৫. ‘ও তোমরা এই মানুষ! আল্লাহকে ছাড়া তোমরা চরম ফকির; এবং আল্লাহ- তিনি পরম অভাবমুক্ত, পরম প্রশংসিত’।

১৬. ‘তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তিনি তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। তিনি তখন নতুন এক সৃষ্টিসহ আসতে পারেন’।

১৭. ‘এবং তারা আল্লাহর উপর ক্ষমতাধর নয়’।

১৮. এবং বহনকারীরা অন্যের বোঝা বহন করবে না; এবং ভারবহনকারীদেরকে যদি এ বোঝার দিকে ডাকা হয়, এর থেকে এক কিছুই বহন করা হবে না। এমনকি সে নিকটজনের অধিকারীও হয়। তুমি শুধুমাত্র তাদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা পরম অদৃশ্যের সাথে তাদের রবকে ভয় করে এবং ‘পরম যোগাযোগ’ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে; এবং যে পরিশুদ্ধ হয়, এরপর সে পরিশুদ্ধ হয় শুধুমাত্র তার নিজের জন্যই; এবং আল্লাহরই দিকেই সকল গন্তব্য।

১৯. এবং সমান হতে পারে না চরম অন্ধ ও পরম দৃষ্টিসম্পন্ন-

২০. এবং নয় চরম অন্ধকার ও নয় পরম আলো-

২১. এবং নয় পরম ছায়া এবং নয় চরম রোদ-

২২. এবং সমান হতে পারে না সেই জীবিত ও সেই মৃত। নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে শোনান; এবং তুমি তাকে শোনাতে পারবে না- সেই যে কবরের মধ্যে।

২৩. এবং তুমি এক সতর্ককারী ছাড়া নও।

২৪. এবং নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাকে পরম সত্যসহ এক সুসংবাদদাতা ও এক সতর্ককারী পাঠিয়েছি; এবং যারা চলে গিয়েছে সেই জাতিগুলো থেকে এর সম্পর্কে এক সতর্ককারী ছাড়া নেই।

২৫. এবং তারা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে, এরপর অবশ্যই যারা তাদের আগে থেকেই- তারাও মিথ্যা বলেছিল। তাদের কাছে তাদের রাসূলরা পরিষ্কার সকল প্রমাণ ও লিখিত সকল দলিলসহ এবং পরম আলোকিত সেই কিতাবসহ এসেছিল।

২৬. তারপর যারা অস্বীকার করেছিল- আমি তাদেরকে ধরেছিলাম। এরপর কেমন ছিল আমার প্রত্যাখ্যান?

রুকূ ৪

২৭. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ এই আকাশের মধ্য থেকে পানি বর্ষণ করেন? এরপর আমি তা দিয়ে বিভিন্ন রঙের ফলমূল বের করে আনি; এবং পাহাড়ের মধ্যে বিভিন্ন রঙের বৈচিত্র- সাদা ও লাল এবং নিকষ এক কালো।

২৮. এবং এই মানুষের মধ্যেও; এবং সকল প্রাণী ও সকল আনআমেরও বিভিন্ন রং। সেইরকমই! তাঁর দাসদের থেকে শুধুমাত্র সেই জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাশালী, ক্ষমাশীল।

২৯. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও পরম যোগাযোগ (আল-স্বালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তারা তার থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে- তারাই আশা করতে পারে এক ব্যবসায়ের, যা কখনই নিশ্চিহ্ন হবে না।

৩০. এ এমন যে, তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্কার পূর্ণ করে দেবেন; এবং তিনি তার বিশেষ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে বাড়িয়েও দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

৩১. এবং আমি তোমার প্রতি এই কিতাবের মধ্যে যা নাজিল করেছি- এর তা পরম সত্য। তাদের হাতের মাঝে যা, তার জন্য সত্যতা নিশ্চিতকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর দাসদের সম্পর্কে নিশ্চিত অবহিত, দ্রষ্টা।

৩২. তারপর আমি আমার দাসদের থেকে যাদেরকে পছন্দ করেছিলাম, আমি তাদেরকে এই কিতাবের উত্তরাধিকারী করলাম। এরপর তাদের থেকেই তাদের নিজেদের প্রতি জালিম ও তাদের থেকেই মধ্যপন্থী; এবং আল্লাহর অনুমতিসহ তাদের থেকেই সকল কল্যাণের প্রতি অগ্রগামী। সেই-ই তা পরম বিশেষ অনুগ্রহ- সর্বশ্রেষ্ঠ।

৩৩. চিরস্থায়ী বাগান- তারা তাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে এর মধ্যে সোনা ও মুক্তা থেকে বালাতে অলঙ্কিত করা হবে; এবং এর মধ্যে তাদের পোশাক রেশম থেকে।

৩৪. এবং তারা বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি একজন আমাদের থেকে সকল দুঃখ-দুর্দশা দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের রব নিশ্চিত ক্ষমাশীল, অনুগ্রহশীল'।

৩৫. 'তিনি একজন আমাদেকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রেহ থেকে পরম স্থায়ী এক বসতবাড়িতে বৈধ করেছেন। আমাদেরকে এর মধ্যে শ্রমদান স্পর্শ করবে না; এবং এর মধ্যে ক্লান্তি স্পর্শ করবে না'।

৩৬. কিন্তু তাদের যারা অস্বীকার করে, তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন। তারা মারা গেলে- এরপর তাদের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না; এবং তাদের থেকে এর শাস্তি হালকাও করা হবে না। সেইরকমই আমি প্রত্যেক অস্বীকারকারীকে প্রতিফল দেই।

৩৭. এবং তারা এর মধ্যে আর্তনাদ করবে, 'ও আমাদের রব! আমাদেরকে বের করে দেন। আমরা যা করতাম- আমরা তা ভিন্ন করব সৎকাজ'। 'আমি তোমাদেরকে কি এর মধ্যে আয়ু দেই নি, তোমরা যাতে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতে? তখন তোমাদের কাছে সেই সতর্ককারীরাও এসেছিল। কে সে উপদেশ গ্রহণ করেছিল? এরপর স্বাদ নাও'। এরপর এই সকল জালিমের জন্য সাহায্যকারীদের থেকে নেই।

রুকূ ৫

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর অদৃশ্য জানেন। নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞাত যাসহ আছে সকল বুক।

৩৯. তিনিই- যিনি একজন তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছেন। এরপর যে অস্বীকার করবে, এরপর তার উপরই তার অস্বীকৃতি। তখন এই সকল অস্বীকারকারীকে তাদের অস্বীকৃতি তাদের রবের এক অসন্তুষ্টি ছাড়া বাড়াবে না; এবং এই সকল অস্বীকারকারীকে তাদের অস্বীকৃতি তাদের এক ক্ষতি ছাড়া বাড়াবে না।

৪০. বল, 'আল্লাহর পাশ থেকে যাদেরকে তোমরা ডাক- তোমরা কি তোমাদের শরীকদের তাদেরকে দেখছ? আমাকে দেখাও তারা এই পৃথিবীর মধ্যে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা তাদের জন্য কি এই আকাশমণ্ডলীর মধ্য থেকে এক অংশ'? অথবা আমি কি তাদেরকে এক কিতাব দিয়েছি, এরপর তারা তার থেকে এক পরিষ্কার প্রমাণের উপর'? বরং জালিমরা তাদের একে অন্যকে এক প্রতারণা ছাড়া ওয়াদা করে না।

৪১. নিশ্চয়ই আল্লাহই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীকে ধরে রাখেন- যেন না তারা থেমে যায়; এবং যদি তারা থেমে যায়, তাঁর পরবর্তী থেকে একজনও তাদেরকে ধরে রাখতে পারবে না। নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।

৪২. তারা আল্লাহর সাথে কসম করেছিল। শক্ত তাদের শপথ যে, যদি সেই জাতিগুলোর যে কোনোটি থেকে তাদের কাছে সতর্ককারী আসে, নিশ্চিত তারা হবে পথপ্রাপ্ত। এরপর যখন তাদের কাছে আসল এক সতর্ককারী, এ তাদেরকে এক পলায়ন প্রবৃত্তি ছাড়া বাড়ায় নি-

৪৩. এই পৃথিবীর মধ্যে এক ঔদ্ধত্য-অহংকারে ও চরম মন্দ এক ষড়যন্ত্র। তখন সেই সকল চরম মন্দ ষড়যন্ত্র তার লোকজনদের প্রতি ছাড়া ঘিরে ধরে নি। এরপরও কি এরা সেই পূর্ববর্তীদের সুন্নাত ছাড়া অপেক্ষা করছে? এরপর তুমি আল্লাহর সুন্নাতের জন্য কখনই এক পরিবর্তন পাবে না; এবং তুমি আল্লাহর সুন্নাতের জন্য কখনই এক ব্যতিক্রমও পাবে না।

৪৪. তারা কি এই পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ করে না? এরপর তারা দেখতে পেত, যারা তাদের আগে থেকেই- কেমন ছিল তাদের পরিণতি; এবং তারা তাদের থেকে অধিক শক্তিশালী ছিল- এক শক্তিমান। আল্লাহ এমন নন যে, তারা তাঁর থেকে পালাতে পারে। এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যের ও এই পৃথিবীর মধ্যের কিছু থেকেই নয়। নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞাত, সিদ্ধান্তদাতা।

৪৫. এবং আল্লাহ যদি এই মানুষকে আটক করতেন তাসহ, তারা যা অর্জন করে- তিনি প্রাণীদের থেকে কাউকেই এর পিঠের উপর ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন। এরপর যখন তাদের মেয়াদ আসবে, এরপর আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর দাসদের প্রতি দ্রষ্টা হবেন।

৩৬. সূরা ইয়া-সীন

৮৩ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. ইয়া-ছীন।

২. শপথ পরম বিচক্ষণতাপূর্ণ এই কুরআনের।

৩. নিশ্চয়ই তুমি নিশ্চিত সকল রাসূলের মধ্যে-

৪. সরল-সোজা এক পথের উপর-

৫. পরম ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালুর নাজিলকৃত।

৬. যাতে তুমি এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার, যাদের বাপদাদাদের সতর্ক করা হয় নি। এরপর তারা অসচেতন।

৭. অবশ্যই তাদের অধিকাংশের উপর 'এই সকল উক্তি' সত্য হয়েছে। এরপরও তারা বিশ্বাস করে না।

৮. নিশ্চয়ই আমি- আমি তাদের গলায় শেকল বানিয়েছি। এরপর তারা সেই চিবুকের দিকে। এরপর তারা খাঁড়া মাথার।

৯. এবং আমি তাদের হাতের মাঝে থেকে এক বাধা বানিয়েছি; এবং তাদের পিছন থেকেও এক বাধা। এরপর তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। এরপর তারা দেখতে পারে না।

১০. এবং তুমি তাদেরকে সতর্ক কর অথবা তুমি তাদেরকে সতর্ক না-ই কর- তাদের সামনে সমান। তারা বিশ্বাস করবে না।

১১. তুমি শুধুমাত্র তাকে সতর্ক করতে পার, যারা এই উপদেশ অনুসরণ করে ও তারা পরম অদৃশ্যের প্রতি পরম দয়াময়কে ভয় করে। এরপর তাকে ক্ষমার প্রতি ও সম্মানজনক এক পুরস্কারের সুসংবাদ দাও।

১২. নিশ্চয়ই আমি- আমিই সকল মৃতকে জীবন দেই; এবং তারা আগে যা পাঠায় ও তারা যা পিছনে রেখে যায়- আমি তা লিখে রাখি; এবং আমি পরিষ্কার 'এক প্রধান নির্দেশকে' সকল কিছুই গেঁথে রাখছি।

রুকূ ২

১৩. এবং তাদের জন্য সেই জনপদের সাথীদের এক উদাহরণ উপস্থাপন কর, যখন সেখানে সেই রাসূলরা এসেছিল।

১৪. আমি যখন তাদের কাছে দু'জনকে পাঠালাম, এরপর তারা তাদেরকে মিথ্যুক বলেছিল। এরপর আমি তৃতীয় একজনকে দিয়ে তাদেরকে ক্ষমতাশালী করলাম। এরপর তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের প্রতি রাসূল'।

১৫. তারা বলল, 'তোমরা আমাদের মতোই মানুষ ছাড়া নও; এবং পরম দয়াময় কিছু থেকেই নাজিল করেন নি। তোমরা মিথ্যুক ছাড়া নও'।

১৬. তারা বলল, 'আমাদের রব জানেন যে, আমরা তোমাদের প্রতি নিশ্চিত রাসূল'-

১৭. 'এবং আমাদের উপর পরম পরিষ্কারভাবে এই পৌঁছানো ছাড়া নয়'।

১৮. তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা- আমরা তোমাদের সাথে কুলক্ষণ দেখছি। যদি না তোমরা থাম, আমরা তোমাদেরকে নিশ্চিত পাথর ছুড়ে মারব; এবং আমাদের থেকে তোমাদেরকে নিশ্চিত যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তি স্পর্শ করবে'।

১৯. তারা বলল, 'তোমাদের কুলক্ষণ তোমাদের প্রতিই। এ কি এজন্য যে, তোমাদেরকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী এক সম্প্রদায়'।

২০. এবং সেই নগরীর দূরবর্তী প্রান্ত থেকে এক পুরুষ দৌড়াতে দৌড়াতে আসল। সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! এই রাসূলদেরকে অনুসরণ কর'-

২১. 'অনুসরণ কর তাদেরকে, যারা সৎপথপ্রাপ্ত এবং তারা তোমাদের কাছে এক পারিশ্রমিক চায় না'।

তেইশতম পারা

২২. 'আমার জন্য কি নয়, আমি দাসত্ব করব সে একজনের- যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে'?

২৩. 'আমি কি তাঁর পাশ থেকে এক ইলাহ গ্রহণ করব? যদি পরম দয়াময় আমাকে এক ক্ষতির প্রতি চান, আমাকে তাদের সুপারিশ এক কিছুতেই লাভবান করবে না; এবং তারা আমাকে রক্ষা করতেও পারবে না'-

২৪. 'নিশ্চয়ই আমি তখন নিশ্চিত পরিষ্কার এক বিভ্রান্তির মধ্যে'।

২৫. নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাদের রবের প্রতি বিশ্বাস করি, এরপর আমাকে শোন'।

২৬. বলা হলো, 'সেই বাগানে প্রবেশ কর'! সে বলল, 'হায়! যদি আমার সম্প্রদায়- তারা জানতে পারত'-

২৭. 'আমার রব আমাকে যার প্রতি ক্ষমা করেছেন; এবং আমাকে সকল সম্মানিতের মধ্যে বানিয়েছেন'।

২৮. এবং আমি তার পরবর্তীতে থেকে তার সম্প্রদায়ের উপর এই আকাশের মধ্য থেকে বাহিনীদের নাজিল করি নি; এবং আমি ছিলাম না প্রেরক।

২৯. তা এক মহাগর্জন ছাড়া ছিল না- একমাত্রই। এরপর লক্ষ্য কর! তারা নিশ্চিহ্ন!

৩০. এই সকল দাসদের সামনে এক আক্ষেপ। তাদের কাছে আসে নি রাসূলদের থেকে- তারা ছিল তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা ছাড়া।

৩১. তারা দেখে না কি তাদের আগের সেই সকল জনপদের মধ্য থেকে কতজনকে আমি ধ্বংস করেছি? তারা এমন যে, তাদের কাছে তারা ফিরবে না।

৩২. এবং নিশ্চয়ই আমার কাছেই তখন সকলের জমায়েত- হাজিরকৃত।

রুকূ ৩

৩৩. এবং তাদের জন্য এক আয়াত সেই মৃত ভূমি- আমিই তাকে জীবন দেই; এবং আমি এ থেকে শস্য বের করে আনি; এবং তা তারা খেয়ে থাকে।

৩৪. এবং আমি এর মধ্যে খেজুর গাছ ও আঙুরের থেকে বাগান বানিয়েছি; এবং আমি এর মধ্যে ঝরনাধারা উৎসারিত করি।

৩৫. তারা যাতে এর ফলমূল থেকে খেতে পারে। কিন্তু তাদের হাত তা করে নি। এরপরও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না?

৩৬. মহান তিনি! যিনি একজন এর প্রত্যেকটির সেই যুগল সৃষ্টি করেছেন। তা থেকেই এই ভূমিতে উৎপন্ন হয়; এবং তাদের নিজেদের থেকেও; এবং তা থেকেও- তারা যা জানে না।

৩৭. এবং তাদের জন্য এক আয়াত- এই রাত। আমি এর থেকে এই দিনকে সরিয়ে নেই। এরপর লক্ষ্য কর, তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন।

৩৮. এবং এই সূর্য ছুটে চলছে এক নির্দিষ্ট গন্তব্যের প্রতি। সেই-ই পরম ক্ষমতাশালীর, পরম জ্ঞাতের সিদ্ধান্ত।

৩৯. এবং আমি এই চাঁদের জন্য এর বিভিন্ন পর্বের সিদ্ধান্ত দিয়েছি, যতক্ষণ না এ খেজুর গাছের ডগার মতো চরম জীর্ণতায় ফিরে আসে।

৪০. এবং এই সূর্য নয় যে, সে এর জন্য অনুমতি পাবে যে- সে ছাড়িয়ে যাবে এই চাঁদকে; এবং নয় এই রাত অগ্রগামী হবে এই দিনের; এবং তারা প্রত্যেকেই এক কক্ষপথে ভাসছে।

৪১. এবং তাদের জন্য এক আয়াত যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে সেই বোঝাইকৃত নৌকার মধ্যে বহন করেছিলাম।

৪২. এবং আমি তাদের জন্য তারই মতো থেকে সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা চড়ে থাকে।

৪৩. এবং আমি যদি ইচ্ছা করি- আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি। এরপর তাদের জন্য উদ্ধারকারী নেই; এবং তারা রক্ষাও পাবে না-

৪৪. আমার থেকে এক সময়ের জন্য এক রহমত ও এক ভোগসামগ্রী ছাড়া।

৪৫. এবং যখন তাদের প্রতি বলা হয়, 'যা তোমাদের হাতের মাঝে ও যা তোমাদের পিছনে তাতে সাবধান হও- যাতে তোমরা দয়া পেতে পার'।

৪৬. এবং তাদের রবের আয়াতগুলো থেকে তাদের কাছে আয়াত আসে না, তাদের মুখ তা থেকে ফেরানো ছাড়া।

৪৭. এবং তাদের জন্য যখন বলা হয়, 'আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছেন তার থেকে ব্যয় কর'। যারা অস্বীকার করে- তারা তখন যারা বিশ্বাস করে তাদের প্রতি বলে, 'আমরা কী তাকে খাওয়াব? আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তিনিই তাকে খাওয়াতে পারতেন'। তোমরা পরিষ্কার এক বিভ্রান্তির মধ্যে ছাড়া নও।

৪৮. এবং তারা বলে, 'কখন এই সকল ওয়াদা- যদি তোমরা হও সত্যবাদী'?

৪৯. তারা এক গর্জন ছাড়া অপেক্ষা করছে না- একটিই। তা তাদেরকে ধরবে যখন তারা থাকবে বাক-বিতণ্ডায়।

৫০. এরপর তারা এক ওসিয়াতকরণেও সক্ষম হবে না; এবং তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরতে পারবে না।

রুকূ ৪

৫১. এবং পরম শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। এরপর তারা তখনই সকল কবরের মধ্য থেকে তাদের রবের দিকে তড়িঘড়ি করতে থাকবে।

৫২. তারা বলবে, 'ওহ্ দুর্ভোগ আমাদের উপর! কে আমাদেরকে আমাদের ঘুমের জায়গা থেকে তুলে আনল'? 'এই তা, যা পরম দয়াময় ওয়াদা করেছিলেন; এবং সকল রাসূল সত্য বলেছিলেন'।

৫৩. এ এক গর্জন ছাড়া হবে না- একটিই। এরপর তারা তখনই আমার কাছে হাজিরকৃত- সকলে একত্রে।

৫৪. এবং সেদিন কোনো ব্যক্তিকেই এক কিছুই জুলুম করা হবে না; এবং তোমাদেরকে তা ছাড়া প্রতিফল দেওয়া হবে না- তোমরা ছিলে যা করাতে।

৫৫. 'নিশ্চয়ই আজ এই দিনে এই পরম বাগানের সাথীরা তাদের আনন্দ-উৎসবের মধ্যে মগ্ন'।

৫৬. 'তারা ও তাদের যুগলরা শীতল ছায়ার মধ্যে সেই আসনের উপর হেলানকৃত'।

৫৭. 'তাদের জন্য এর মধ্যে ফলমূল; এবং তাদের জন্য তাই- তারা যা প্রার্থনা করবে'।

৫৮. দয়াময় এক রবের থেকে এক কথা, 'শান্তি'।

৫৯. এবং 'ও তোমরা সকল অপরাধী! আজ এই দিনে সরে দাঁড়াও'।

৬০. 'ও বনী আদমরা! আমি কি তোমাদের প্রতি অঙ্গীকার করি নি যে, তোমরা সেই শয়তানের দাসত্ব করবে না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য পরিষ্কার এক শত্রু'?

৬১. 'এবং এই যে, তোমরা আমারই দাসত্ব করবে। এ সরল-সোজা এক পথ'।

৬২. 'এবং নিশ্চয়ই সে তোমাদেরকে পাহাড়সম এক বিপুল বাধা দিয়েছিল। এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার করবে না'?

৬৩. 'এই সে জাহান্নাম! তোমরা তার যাতে ওয়াদাকৃত ছিলে'।

৬৪. 'আজ এই দিন এতে পুড়তে থাক। তোমরা তার প্রতিই অস্বীকারকরণে ছিলে'।

৬৫. 'আমি আজ এই দিন তাদের মুখ বন্ধ করে দেব। তাদের হাত তখন আমার সাথে কথা বলবে; এবং তারা যা অর্জন করেছিল সে সম্পর্কে তাদের পা সাক্ষী দেবে'।

৬৬. এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম, আমি তাদের চোখের উপর নিশ্চিত পর্দা দিতাম। এরপর তারা সকল পথে দৌড়াতে থাকত। এরপর কি এমন যে, তারা দেখতে পারত?

৬৭. এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম, আমি তাদেরকে তাদের অবস্থানের উপরই নিশ্চিত বিকৃত করে দিতাম। এরপর তারা এক চলাচলে সক্ষম হতো না; এবং তারা ফিরতেও পারত না।

রুকূ ৫

৬৮. এবং আমি যাকে তার আয়ু দেই, আমি তাকে এই সৃষ্টির মধ্যে ঝুঁকিয়ে দেই। এরপরও কি তারা আকল ব্যবহার করতে পারে না?

৬৯. এবং আমি তাকে সেই কবিতা শিক্ষা দেই নি; এবং তাকে তার জন্য অনুমতিও দেওয়া হবে না; এবং এ পরিষ্কার এক উপদেশ ও এক কুরআন ছাড়া নয়-

৭০. যারা এক জীবিত থাকে- তারা যাতে সতর্ক হতে পারে; এবং সকল অস্বীকারকারীর উপর যাতে 'এই সকল কথা' সত্য হতে পারে।

৭১. তারা কি দেখে না যে আমি- আমি তাদের জন্য যা সৃষ্টি করেছি, আমার হাতই তা করেছে। তার থেকেই এক আন'আম। এরপর তারা কি এর জন্য মালিক?

৭২. এবং আমি এগুলোকে তাদের জন্য অনুগত করেছি। এরপর তারা এর থেকেই তাদের উপর চড়ে ও তারা এর থেকেই খায়।

৭৩. এবং তাদের জন্য এর মধ্যে উপকারিতা ও পানীয়ও। এরপরও কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না?

৭৪. কিন্তু তারা আল্লাহর পাশ থেকে ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের সাহায্য পেতে পারে!

৭৫. কিন্তু তারা তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম নয়; এবং তারা তাদের জন্যই হাজিরকৃত এক বাহিনী।

৭৬. এরপর তাদের কথা যেন না তোমাকে দুঃখ দেয়। নিশ্চয়ই আমি জানি, যা তারা গোপন করে ও যা তারা ঘোষণা দেয়।

৭৭. এই মানুষ কি দেখে না যে, আমি- আমিই তাকে এক শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি? এরপর লক্ষ্য কর! সে স্পষ্ট এক বিদ্রোহী।

৭৮. এবং সে আমার জন্য এক উদাহরণের ঘোষণা দেয়। কিন্তু সে ভুলে যায় তার সৃষ্টি। সে বলে, 'কে এই সকল হাড়-গোড়কে জীবন দেবে, যখন তা পচা-গলা'?

৭৯. বল, 'যিনি একজন তা প্রথম বার গড়েছিলেন, তিনিই তাতে জীবন দেবেন; এবং তিনি প্রত্যেক সৃষ্টের প্রতি জ্ঞাত'।

৮০. 'তিনি একজন! তিনি তোমাদের জন্য সেই সবুজ সব গাছের মধ্য থেকে আগুন বানান। এরপর লক্ষ্য কর! তোমরা তার থেকে জ্বালানি কর'।
৮১. এ কি হতে পারে না যে, যিনি একজন এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন- তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার উপর তিনিই তার মতোই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি? হাঁ নিশ্চয়ই! এবং তিনিই পরম স্রষ্টা, সর্বজ্ঞাত।
৮২. যখন তিনি এক কিছু চান, এর জন্য শুধুমাত্র তার আদেশ- যাতে তিনি বলেন, 'হও'। এরপর এ হয়ে যায়।
৮৩. এরপর সুমহান তিনি একজন! তাঁর হাত দিয়েই সকল কিছুর সর্বময় ক্ষমতা; এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।

৩৭. সূরা সাফ্‌ফাত

১৮২ আয়াত

॥ পরম দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. শপথ সেই সারিবদ্ধদের- এক সারিবদ্ধ।
২. এরপর সেই চালকদের- এক চালক।
৩. এরপর সেই এক উপদেশ পাঠকের।
৪. নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ নিশ্চিত একজন।
৫. রব- এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর এবং যা উভয়ের মাঝে; এবং সকল শুরুর রব।
৬. নিশ্চয়ই আমি- আমি এই দুনিয়ার এই আকাশকে এই তারকামণ্ডলীর এক সাজ-সজ্জাসহ সজ্জিত করেছি।
৭. এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে এক হেফাজতে।
৮. তারা পরম ঊর্ধ্বের সেই কার্যনির্বাহীদেরকে শুনতে পারে না। তাদেরকে তখন প্রত্যেক দিক থেকে ছুড়ে মারা হয়-
৯. এক পরিত্যক্ত; এবং তাদের জন্য বিরামহীন এক শাস্তি-
১০. সেই ছিনতাই ছাড়া- যে ছিনিয়ে নেয়। এরপর তাকে সূচাগ্র জ্বলন্ত আগুন অনুসরণ করে।
১১. এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তারা কি এক সৃষ্টিতে অধিক শক্তিশালী; অথবা আমি যা সৃষ্টি করেছি? নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে আঠালো কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।
১২. বরং তারা যখন বিদ্রুপ করছে, তুমি অবাক হয়েছ!

১৩. এবং তাদেরকে যখন উপদেশ দেওয়া হয়, তারা উপদেশ গ্রহণ করে না।
১৪. এবং যখন তারা দেখে এক আয়াত, তারা হাসি-ঠাট্টা করে।
১৫. এবং তারা বলে, 'এ নয় এক পরিষ্কার জাদু ছাড়া'।
১৬. 'এও কি হতে পারে, যখন আমরা মরে যাব এবং আমরা হয়ে যাব ধুলোকণা ও হাড়গোড়- আমরা কি তখন নিশ্চিত পুনরুত্থিত হব'?
১৭. 'অথবা আমাদের বাপদাদা- সেই পূর্ববর্তীরাও'?
১৮. বল, 'হাঁ! তখন তোমরা লাঞ্ছিত হবে'।
১৯. এরপর এ শুধুমাত্র এক প্রচণ্ড গর্জন। এরপর লক্ষ্য কর! তারা দেখতে পারবে!
২০. এবং তারা বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের উপর! এদিন পরম ন্যায়বিচারের'।
২১. 'এ একদিন পরম ফয়সালার। সেই তা- তোমরা যার প্রতি মিথ্যা বলনে ছিলে'।

রুকূ ২

২২. যারা জুলম করত ও তাদের সঙ্গীদের- তাদেরকে জড় কর; এবং তাদেরকেও- তারা যাদের দাসত্বকরণে ছিল-
২৩. আল্লাহর পাশ থেকে। এরপর তাদেরকে সেই জাহান্নামের এক পথের দিকে পথ দেখাও।
২৪. এবং তাদেরকে দাঁড় করাও! নিশ্চয়ই তারা জিজ্ঞাসায়িত!
২৫. 'কি জন্য তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করছ না'?
২৬. বরং সেই দিন তারা আত্মসমর্পণকৃত।
২৭. এবং তাদের একে অন্যদের সামনে এগিয়ে যাবে। তারা প্রশ্ন করতে থাকবে-
২৮. তারা বলবে, 'নিশ্চয়ই তোমরা- তোমরা সেই ডান থেকে আমাদের কাছে এসেছিলে'।
২৯. তারা বলবে, 'বরং তোমরাই বিশ্বাসী ছিলে না'।
৩০. 'এবং আমাদের জন্য তোমাদের উপর এক ক্ষমতাও ছিল না; বরং তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী এক সম্প্রদায়'।
৩১. 'এরপর আমাদের উপর আমাদের রবের কথা সত্য হয়েছে। নিশ্চয়ই আমরা- আমরা নিশ্চিত স্বাদ নেব'।
৩২. 'এরপর আমরা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম। নিশ্চয়ই আমরাও ছিলাম পথভ্রষ্ট'।
৩৩. এরপর নিশ্চয়ই তারা সেদিন চরম শাস্তির মধ্যে অংশীদার।

৩৪. নিশ্চয়ই আমি- আমি সকল অপরাধীর প্রতি সেইরকমই করে থাকি।
৩৫. যখন তাদের প্রতি বলা হতো, 'নেই ইলাহ আল্লাহ ছাড়া'- নিশ্চয়ই তারা ছিল অহংকারকরণে!
৩৬. এবং তারা বলত, 'আমরা কি পাগল এক কবির জন্য আমাদের ইলাহদেরকে ছেড়ে দেব'?
৩৭. বরং সে সত্যসহ এসেছে; এবং সে সকল রাসূলের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।
৩৮. নিশ্চয়ই তোমরা নিশ্চিত চরম যন্ত্রণাদায়ক সেই শাস্তির স্বাদ নেবে।
৩৯. এবং তোমরা যা করেছিলে তোমাদেরকে তা ছাড়া প্রতিফল দেওয়া হবে না।
৪০. আল্লাহর পরম পছন্দনীয় দাসেরা ছাড়া-
৪১. তারাই- তাদের জন্য সর্বজন জানা এক রিজিক-
৪২. ফলমূল। তখন তারা সম্মানিত-
৪৩. পরম নিয়ামতপূর্ণ বাগানের মধ্যে-
৪৪. পরস্পর সিংহাসনের উপর মুখোমুখি-
৪৫. তাদের সামনে পাত্রসহ প্রবাহমান ঝরনা ঘুরতে থাকবে-
৪৬. শুভ্র-সাদা। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।
৪৭. এর মধ্যে মন্দের প্রভাব নেই; এবং এ থেকে তারা মাতালও হবে না।
৪৮. এবং তাদের কাছেই সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিনন্দন সকল প্রান্ত-
৪৯. সে তার মতো (নারীবাচক)- যেমন সংরক্ষিত এক সফেদ-শুভ্র।
৫০. এবং তাদের একে অন্যের সামনে প্রশ্ন করতে এগিয়ে আসবে-
৫১. তাদের মধ্যের এক বক্তা বলবে, 'নিশ্চয়ই আমি- আমার ছিল এক সাথী'।
৫২. সে বলত, 'নিশ্চয়ই কী তুমি নিশ্চিত পরম সত্য নিশ্চিতকারীদের মধ্যে'?
৫৩ 'যখন আমরা মরে যাব; এবং আমরা ধুলোকণা ও হাড়-গোড় হয়ে যাব- আমরা কি নিশ্চিত দ্বীনের অধীন হব'?
৫৪. তিনি বলবেন, 'তুমি কি আগ্রহী'?
৫৫. এরপর সে ঊর্ধ্বে উঠবে; এবং সে তাকে সেই জাহান্নামের মাঝামাঝি দেখতে পাবে;
৫৬. সে বলবে, 'আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তুমি আমাকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছিলে'।
৫৭. 'এবং যদি না থাকত আমার রবের নিয়ামত, নিশ্চিত আমি হতাম হাজিরকৃতদের মধ্যে'।
৫৮. 'এরপর আমরা কি নই মৃত্যুসহ'?
৫৯. 'আমরা কি সেই পূর্বের মৃত্যু ছাড়া; এবং আমরা কি শাস্তিপ্রাপ্তির প্রতি নই'?
৬০. নিশ্চয়ই এ নিশ্চিত সেই পরম সাফল্য, পরম শ্রেষ্ঠ।

৬১. এরপর সেই আমলকারীরা আমল করুক যাতে তারা এই- এরই মতো হতে পারে।
৬২. এই কি ভালো আপ্যায়ন অথবা সেই জাক্কুম গাছ?
৬৩. নিশ্চয়ই আমি সকল জালিমের জন্য তা এক পরীক্ষা বানিয়েছি।
৬৪. নিশ্চয়ই এ এক গাছ, যা সেই জাহান্নামের মূলের মধ্য থেকে বের হয়ে আসে।
৬৫. এ বেড়ে ওঠে, যেন তা সেই শয়তানের মাথা!
৬৬. এবং নিশ্চয়ই এ থেকে তারা নিশ্চিত খাবে; এবং তারা সকল উদর পূর্ণ করবে।
৬৭. তারপর নিশ্চয়ই তাদের জন্য তার উপর ফুটন্ত পানি থেকে এক মিশ্রণ।
৬৮. তারপর নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যাবর্তন পরম জ্বলন্ত আগুনের দিকে।
৬৯. নিশ্চয়ই তারা তাদের বাপ-দাদাদেরকে বিভ্রান্ত পেয়েছিল-
৭০. এরপর তারা তাদের পদচিহ্নের উপরই তাড়াহুড়ো করেছিল।
৭১. এবং অবশ্যই তাদের আগে থেকেই সেই পূর্ববর্তীদের অধিকাংশই বিভ্রান্ত হয়েছিল।
৭২. এবং আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে সতর্ককারীদেরকে পাঠিয়েছিলাম।
৭৩. এরপর দেখ, কেমন ছিল সেই সকল সতর্ককৃতদের পরিণতি!
৭৪. আল্লাহর সেই মনোনীত দাসেরা ছাড়া।

রুকূ ৩

৭৫. এবং অবশ্যই নূহ আমাকে ডেকেছিল। এরপর নিশ্চিত নিয়ামতদাতা পরম সাড়াদানকারী।
৭৬. এবং আমি সেই চরম দুর্যোগের মধ্য থেকে তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করেছিলাম।
৭৭. এবং আমিই তার বংশধরদেরকে তাদের সেই অবশিষ্টাংশ বানিয়েছি।
৭৮. এবং আমি তার উপর পরবর্তীদেরকে রেখে দিয়েছি।
৭৯. এই বিশ্ব জগতের মধ্যে নূহের উপর 'শান্তি'।
৮০. নিশ্চয়ই আমি- আমি সকল উত্তম কর্মশীলকে সেইরকমই পুরস্কার দেই।
৮১. নিশ্চয়ই সে আমার পরম বিশ্বাসী দাসদের থেকে।
৮২. তারপর আমি অপর সকলকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।
৮৩. এবং নিশ্চয়ই তারই দল থেকে নিশ্চিত ইবরাহীম।
৮৪. যখন সে তার রবের কাছে বিশুদ্ধ হৃদয়সহ আসল-
৮৫. সে তখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলল, 'কিসের দাসত্ব তোমরা করছ'?

৮৬. 'তোমরা কি আল্লাহর পাশ থেকে এক মিথ্যা ইলাহকে চাও'?
৮৭. 'এরপর কি তোমরা অনুমান করছ'?
৮৮. এরপর সে দৃষ্টি দিল- সেই তারকামণ্ডলীর মধ্যে এক দৃষ্টি।
৮৯. এরপর সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি অসুস্থ'।
৯০. এরপর তারা তার থেকে মুখ ফেরাল- প্রত্যাবর্তনকারী।
৯১. এরপর সে তাদের ইলাহাদের দিকে ফিরল। এরপর সে বলল, 'তোমরা কি খাও না'?
৯২. 'তোমাদের জন্য কি নয়, তোমাদের কথাবার্তা'?
৯৩. এরপর সে তার ডান হাত দিয়ে এক আঘাতে তাদের উপর ফিরল।
৯৪. তারপর তারা তার দিকে এগিয়ে এল।
৯৫. সে বলল, 'তোমরা যাকে খোদাই করেছ, তোমরা কি তারই দাসত্ব করছ'?
৯৬. 'কিন্তু আল্লাহই তোমাদেরকে ও তোমরা যা করছো- তা সৃষ্টি করেছেন'।
৯৭. তারা বলল, 'তার জন্য এক কাঠামো নির্মাণ কর। এরপর তাকে সেই জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ছুড়ে মার'।
৯৮. তারা তার জন্য এক চক্রান্ত চেয়েছিল। এরপর আমি তাদেরকে চরম হীনগ্রস্ত বানলাম।
৯৯. এবং সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি আমার রবের দিকেই যাচ্ছি। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন'।
১০০. 'ও আমার রব! আমাকে পরম সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে দান করেন'।
১০১. এরপর আমি তাকে সহনশীল এক পুত্র সম্পর্কে সুসংবাদ দিলাম।
১০২. এরপর যখন সে তার সাথে সেই প্রচেষ্টাতে পৌঁছাল; সে বলল, 'ও আমার পুত্র! নিশ্চয়ই আমি সেই স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি- আমি তোমাকে জবেহ্ করছি। এরপর তাকাও! তুমি এতে যা দেখ'? সে বলল, 'ও আমার পিতা! আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে তা করেন। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, আপনি আমাকে পরম ধৈর্যশীলদের মধ্যে পাবেন'।
১০৩. এরপর যখন তারা আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে তার কপালের প্রতি নীচু করল-
১০৪. আমি তখন তাকে ডেকে বললাম যে, 'ও ইবরাহীম!
১০৫. তুমি এই স্বপ্নের সত্য নিশ্চিত করেছ। নিশ্চয়ই আমি সেইরকমই। আমি সকল সৎকর্মশীলকে পুরস্কার দেই'।
১০৬. নিশ্চয়ই এ, নিশ্চিত তা পরম পরিষ্কার সেই পরীক্ষা।
১০৭. আমি তখন তাকে 'সেরা এক জবেহ' দিয়ে মুক্তিপণ দিলাম।
১০৮. আমি তার উপর পরবর্তী সকলকে ছেড়ে দিলাম।
১০৯. ইবরাহীমের উপর শান্তি!

১১০. আমি সকল সৎকর্মশীলকে সেইরকমই পুরস্কার দেই।
১১১. নিশ্চয়ই সে আমার পরম বিশ্বাসী দাসদের থেকে।
১১২. আমি তাকে পরম সৎকর্মশীলের মধ্যের এক নবী ইস্হাকের প্রতি সুসংবাদ দিয়াছিলাম।
১১৩. এবং আমি তার উপর ও ইস্হাকের উপর বরকত দিয়েছিলাম; এবং তাদের বংশধর থেকেই পরিষ্কার উত্তম কর্মশীল; এবং তাদের নিজেদের প্রতি জালিমও।

রুকূ ৪

১১৪. এবং অবশ্যই আমি মূসা ও হারূনের উপর অনুগ্রহ করেছিলাম।
১১৫. এবং আমি তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে চরম কঠিন সেই দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলাম।
১১৬. এবং আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম। এরপর তারাই পরম বিজয়ী হয়েছিল।
১১৭. আমি তাদের উভয়কেই সেই বিস্তারিত কিতাব দিয়েছিলাম।
১১৮. এবং আমি তাদেরকে পথ দেখিয়েছিলাম- পরম সরল সোজা সেই পথ।
১১৯. এবং আমি তাদের উভয়ের উপর সকল পরবর্তীদেরকে রেখে দিয়েছিলাম।
১২০. মূসা ও হারূনের উপর শান্তি।
১২১. আমি সকল সৎকর্মশীলকে সেইরকমই পুরস্কার দেই।
১২২. নিশ্চয়ই তারা দু'জনেই আমার পরম বিশ্বাসী দাসদের থেকে।
১২৩. এবং নিশ্চয়ই ইল্ইয়াসও নিশ্চিত সকল রাসূলের মধ্যে।
১২৪. যখন সে তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না'?
১২৫. 'তোমরা কি বা'আলকে ডাকবে; এবং তোমরা কি উত্তম পরম স্রষ্টাকে ত্যাগ করবে-
১২৬. আল্লাহকে? তিনি তোমাদের রব ও তোমাদের বাপ-দাদা সেই পূর্ব-পুরুষদের রব'।
১২৭. এরপর তারা তাকে মিথ্যা বলল। এরপর নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত হাজিরকৃতদের মধ্যে-
১২৮. আল্লাহর সেই মনোনীত দাসেরা ছাড়া।
১২৯. এবং আমি তার উপর সকল পরবর্তীদেরকে রেখে দিয়েছিলাম।
১৩০. ইল্ইয়াসীনের উপর শান্তি!
১৩১. আমি সকল উত্তম কর্মশীলকে সেইরকমই পুরস্কৃত করি।
১৩২. নিশ্চয়ই সে আমার পরম বিশ্বাসী দাসদের থেকে।

১৩৩.এবং নিশ্চয়ই লূত, নিশ্চিত সকল রাসূলের মধ্যে।
১৩৪. আমি যখন তাকে ও তার পরিবারকে একত্রে রক্ষা করেছিলাম-
১৩৫.পিছনে অবস্থানকারীদের মধ্যের এক বৃদ্ধাকে ছাড়া।
১৩৬.তারপর আমি অপর সকলকে ধ্বংস করেছিলাম।
১৩৭.এবং নিশ্চয়ই তোমরা তাদের উপরেই নিশ্চিত আসা-যাওয়া কর- সকালে-
১৩৮.এবং সেই রাতের সাথেও। এরপরও কি তোমরা আকল ব্যবহার করবে না?

রুকূ ৫

১৩৯.এবং নিশ্চয়ই ইউনুস নিশ্চিত সেই রাসূলদের মধ্যে।
১৪০.সে যখন দ্রুত সেই বোঝাইকৃত নৌকায় দিকে দৌড়ে গেল,
১৪১.এরপর সে লটারিতে যোগ দিল। এরপর সে চরম ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হলো।
১৪২.এরপর সে যখন অভিযুক্ত, তাকে সেই মাছ গিলে ফেলল।
১৪৩. সে যদি না এমন হতো যে, সে সকল মহিমা ঘোষণাকারীর মধ্যে-
১৪৪. নিশ্চিত সে তাদেরকে উঠিয়ে আনার সেই দিন পর্যন্ত তার পেটের মধ্যে অবস্থান করত।
১৪৫. এরপর আমি তাকে সেই খোলা প্রান্তরের প্রতি ছুড়ে দিলাম। তখন সে এক অসুস্থ।
১৪৬. এবং আমি তার উপর লাউগাছ থেকে এক গাছ উৎপন্ন করলাম।
১৪৭. এবং আমি তাকে একশত হাজারের কাছে পাঠিয়েছিলাম অথবা তারা আরও বেড়ে গিয়েছিল!
১৪৮. এরপর তারা বিশ্বাস করেছিল। এরপর আমি তাদেরকে এক সময় পর্যন্ত ভোগসামগ্রী দিয়েছিলাম।
১৪৯. এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর- তোমার রবেরই কি সকল কন্যা সন্তান এবং তাদেরই কি সকল পুত্র সন্তান'?
১৫০. অথবা আমি কি সেই ফেরেশ্তাদেরকে এক নারী সৃষ্টি করেছি; এবং তারা সাক্ষী?
১৫১. লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই তারা তাদের মিথ্যা থেকে নিশ্চিত বলতে থাকে যে,
১৫২. 'আল্লাহ সন্তান নিয়েছেন'; এবং নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত মিথ্যুক।
১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানের উপরে কন্যা সন্তান পছন্দ করেছেন?
১৫৪. তোমাদের জন্য কি হলো? কিভাবে তোমরা হুকুম দাও?
১৫৫. এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

১৫৬. অথবা কি তোমাদের জন্য পরিষ্কার দলীল-প্রমাণ?
১৫৭. যদি তোমরা হও সত্যবাদী, এরপর তোমাদের কিতাবসহ আস।
১৫৮. এবং তারা তাঁর মাঝে ও সেই জিনদের মাঝে আত্মীয়তা বানিয়েছে, যখন অবশ্যই সকল জিন জানে যে, তারাও নিশ্চয়ই নিশ্চিত হাজিরকৃত।
১৫৯. তারা যা আরোপ করে, আল্লাহ তা থেকে সুমহান!
১৬০. আল্লাহর পরম মনোনীত দাসেরা ছাড়া।
১৬১. এরপর নিশ্চয়ই তোমরা ও তোমরা যাদের দাসত্ব কর-
১৬২.তোমরা তাঁর উপর কঠিন পরীক্ষাকরণে নও-
১৬৩. সে ছাড়া- যে পুড়বে সেই জ্বলন্ত আগুনে।
১৬৪.'এবং আমাদের থেকে তাঁর জন্য ছাড়া সর্বজন জানা স্থান নেই'।
১৬৫.'এবং নিশ্চয়ই আমরা- আমরা সকলে নিশ্চিত সারিবদ্ধ'।
১৬৬.'এবং নিশ্চয়ই আমরা- আমরা সকলে নিশ্চিত মহিমা ঘোষণাকারী'।
১৬৭.নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত বলতে থাকত-
১৬৮.'যদি এমন হতো যে, সেই পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে আমাদের থাকত এক উপদেশ'-
১৬৯.'নিশ্চিত আমরা হতাম আল্লাহর পরম একনিষ্ঠ দাস'।
১৭০.এরপর তারা তার প্রতি অস্বীকার করল। এরপর শিগগিরই তারা জানতে পারবে।
১৭১.এবং অবশ্যই তা আগে থেকেই চলে আসছে।
১৭২.নিশ্চয়ই তারা- তারা নিশ্চিত চূড়ান্ত সাহায্যপ্রাপ্ত-
১৭৩.এবং নিশ্চয়ই আমার বাহিনী- নিশ্চিত তারাই চূড়ান্ত বিজয়ী।
১৭৪.'এরপর এক সময় পর্যন্ত তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও'-
১৭৫.'এবং তাদেরকে দেখতে থাক। এরপর শিগগিরই তারাও দেখতে পাবে'।
১৭৬.এরপরও কি তারা আমার শাস্তির জন্য তাড়াহুড়ো করতে থাকবে?
১৭৭.এরপর যখন তা তাদের উঠোনে নাজিল হবে, এরপর মন্দ সেই সতর্ককৃতদের সকাল।
১৭৮.'এরপর এক সময় পর্যন্ত তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও'-
১৭৯.'এবং দেখতে থাক। এরপর শিগগিরই তারাও দেখতে পারবে'।
১৮০.তারা যা আরোপ করে- তোমার রব তার থেকে মহান-পবিত্র। পরম মর্যাদাসম্পন্ন রব।
১৮১.এবং সকল রাসূলের উপর শান্তি।
১৮২.এবং সকল প্রশংসা এই বিশ্ব জগতের রব আল্লাহরই জন্য।

৩৮. সূরা সোয়াদ

৮৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. সোয়াদ। পরম উপদেশের অধিকারী এই কুরআনের শপথ।

২. বরং যারা অস্বীকার করে, তারা আত্মগরিমা ও বাদানুবাদের মধ্যে।

৩. আমি তাদের আগের জনপদগুলো থেকে কতজনকে ধ্বংস করেছি? এরপর তারা ডেকেছিল। তখন তাদের পালানোর সময় ছিল না।

৪. এবং তারা অবাক হচ্ছে যে, তাদের কাছে তাদের থেকেই এক সতর্ককারী এসেছে; এবং সেই অস্বীকারকারীরা বলে, 'এ এক জাদুকর, এক মিথ্যুক'।

৫. 'সে কি সকল ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়েছে- একজনই? নিশ্চয়ই এ নিশ্চিত এক কিছু- এক কৌতুহল উদ্দীপক'!

৬. এবং তাদের থেকে সেই কার্যনির্বাহীরা সরে পড়ে যে, 'তোমাদের ইলাহদের উপর ধৈর্য ধর ও তা চালিয়ে যাও। নিশ্চয়ই এ নিশ্চিত কিছু চাওয়া থেকে'।

৭. 'আমরা সর্বশেষ সেই মতাদর্শের মধ্যে এ সম্পর্কে শুনি নি। এ এক মিথ্যা রটনা ছাড়া নয়'।

৮. 'আমাদের মধ্য থেকে কি তার উপরই এই সকল উপদেশ নাজিল হলো'? বরং তারা আমার উপদেশ থেকে সন্দেহের মধ্যে। বরং তারা এখন পর্যন্ত আমার শাস্তির স্বাদ নেয় নি।

৯. অথবা তাদের কাছে কি পরম ক্ষমতাশালী, পরম দাতা তোমার রবের রহমতের ভাণ্ডার?

১০. অথবা তাদের জন্য কি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং যা তাদের উভয়ের মাঝে তার স্বার্বভৌমত্ব? এরপর তাদেরকে সকল উপায়ে উঠে আসতে দাও-

১১. তারা সেখানে সেই সকল যৌথবাহিনীর পক্ষ থেকে পরাজিত বাহিনী।

১২. তাদের আগের নূহ ও আদ এবং বহু শিবিরের অধিপতি ফির'আওন সম্প্রদায় মিথ্যা বলেছিল-

১৩. এবং সামূদ ও লুতের সম্প্রদায়; এবং সেই আয়কা'র সাথীরাও। তারাই সেই যৌথ বাহিনী।

১৪. তারা সকলেই সেই রাসূলদেরকে মিথ্যা বলা ছাড়া নয়। এরপর আমার শাস্তি সত্য হয়েছে।

রুকূ ২

১৫. এবং এরাও অপেক্ষা করছে না একটি গর্জন ছাড়া- একমাত্রই। এর জন্য উর্ধ্ব থেকে নয়।

১৬. এবং তারা বলে, 'ও আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের পাওনা অংশ তাড়াতাড়ি দিন! পরম হিসাবের দিনের আগেই'!

১৭. 'তারা যা বলছে তার উপর ধৈর্য ধর এবং স্মরণ কর, সেই শক্তির অধিকারী আমার দাস দাউদকে। নিশ্চয়ই সে বারবার অভিমুখি'।

১৮. নিশ্চিয়ই আমি সকল পর্বতকে তার অধীন করেছিলাম। তারা তার সাথে প্রতি সন্ধ্যা ও প্রতি সকালে আমার মহিমা ঘোষণা করত।

১৯. এবং সকল পাখিও- সমবেতভাবে। সকলেই তাঁর প্রতি বারবার অভিমুখি।

২০. আমি তার রাজ্যকে শক্তিশালী করেছিলাম; এবং আমি তাকে পরম বিচক্ষণতা ও মীমাংসাকারী সেই বাগ্মীতা দিয়েছিলাম।

২১. এবং তোমার কাছে এসেছে কি সেই বিবাদীরদের খবর, যখন তারা সেই মেহরাবের দেওয়াল টপকালো?

২২. যখন তারা দাউদের সামনে প্রবেশ করল, এরপর সে তাদের থেকে আতংকিত হলো। তারা বলল, 'ভয় করবেন না। আমরা দুই বিবাদী। আমাদের একে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে। এরপর আমাদের মধ্যে পরম সত্যসহ হুকুম দিন; এবং অবিচার করবেন না; এবং আমাদেরকে পথ দেখান- সাম্যের সেই পথের দিকে'।

২৩. 'নিশ্চয়ই এ আমার ভাই। তার জন্য নব্বই ও নয়টি ভেড়ী এবং আমার জন্য একটিমাত্র মাত্র ভেড়ী। এরপরও সে বলছে, একে আমার পরিচর্যায় দিয়ে দাও; এবং সে আমার প্রতি এই উক্তিতে কঠোর হয়েছে'।

২৪. সে বলল, 'অবশ্যই সে তোমার ভেড়ীকে তার ভেড়ীগুলোর সাথে দাবি করে তোমার প্রতি জুলুম করেছে; এবং নিশ্চয়ই অংশীদারদের মধ্যে অনেকেই তাদের একে অন্যের উপর নিশ্চিত সীমালঙ্ঘন করে। তারা ছাড়া, যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকর্ম করে; এবং সেই তারা অল্পই'। তখন দাউদ অনুমান করল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করলাম। এরপর সে তার রবের ক্ষমা প্রার্থনা করল; এবং সে রুকুতে পড়ে গেল ও ফিরল।

২৫. এরপর আমি তার প্রতি ক্ষমা করলাম। সেই-ই; এবং নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্য নিশ্চিত নৈকট্য ও উত্তম এক ফেরার স্থান।

২৬. 'ও দাউদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে এই পৃথিবীর মধ্যে এক খলিফা বানিয়েছি। এরপর পরম সত্যসহ বিচার কর; এবং সেই খেয়াল-খুশির

অনুসরণ করবে না। এরপর এ তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে সরে যায়, তাদের জন্য তার প্রতি কঠোর এক শাস্তি। তারা চূড়ান্ত হিসাবের সে দিনকে ভুলে যায়'।

রুকূ ৩

২৭. এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং যা তাদের উভয়ের মাঝখানে- আমি তা অনর্থক সৃষ্টি করি নি। এই অনুমান তাদের, যারা অস্বীকার করে। এরপর যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য পরম আগুনের মধ্যে দুর্ভোগ।

২৮. অথবা যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, আমি কি তাদেরকে এই পৃথিবীর মধ্যে সেই ফাসাদকারীদের মতো বানাব? অথবা আমি কি এই সাবধানীদেরকে সেই অপরাধীদের মতো বানাব?

২৯. আমিই তোমার প্রতি এ নাজিল করেছি- আশীর্বাদপুষ্ট এক কিতাব, যাতে তারা তার আয়াতগুলোর মূলে ফিরতে পারে; এবং যাতে সকল বুঝদার লোকজন উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

৩০. এবং আমি দাউদের জন্য সুলায়মানকে দিয়েছিলাম। এক নিয়ামতপ্রাপ্ত সেই দাস। নিশ্চয়ই সে বারবার অভিমুখী।

৩১. তার সামনে যখন সেই সন্ধ্যাকালে প্রজননক্ষম সেই সকল তেজী ঘোড়া উপস্থিত করা হলো,

৩২. এরপর সে বলল, 'যতক্ষণ না তারা সেই পর্দাসহ পিছনে চলে গেল, নিশ্চয়ই আমি- আমি আমার রবকে স্মরণ করার থেকে এই পছন্দের কল্যাণকে অধিক ভালোবেসেছি'-

৩৩. 'তাদেরকে আমার সামনে ফিরিয়ে আন'। এরপর সে সেগুলোর পা ও গলার প্রতি নিশ্চিহ্নকরণ শুরু করল।

৩৪. এবং আমি অবশ্যই সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম; এবং আমি তার সিংহাসনের উপর এক দেহ ছুড়ে দিলাম। তারপর সে ফিরল।

৩৫. সে বলল, 'ও আমার রব! আমাকে ক্ষমা করেন; এবং আমাকে এক রাজ্য দেন, যা আমার পরবর্তী থেকে একজনের জন্যও চাওয়া হবে না। নিশ্চয়ই আপনি পরম দাতা'।

৩৬. এরপর আমি তার জন্য সেই বাতাসকে অধীন করে দিলাম। তা তার আদেশসহ যেখানে আপতিত করা হতো- এক মৃদুভাবে প্রবাহিত হতো।

৩৭. এবং প্রত্যেক নির্মাণকারী ও ডুবুরী সেই শয়তানদেরকেও।

৩৮. এবং সেই শেকলে আবদ্ধ অন্যদেরকেও।

৩৯. 'এই আমার দান! এরপর তুমি তা হিসাব ভিন্নই কিছুর প্রতি অনুগ্রহ কর অথবা ধরে রাখ'।

৪০. এবং নিশ্চয়ই আমার কাছে তার জন্য নিশ্চিত নৈকট্য ও উত্তম এক ফেরার স্থান।

রুকূ ৪

৪১. স্মরণ কর আমার দাস আইউবকে! যখন সে তার রবকে ডেকেছিল, 'এই যে আমি, সেই শয়তান আমাকে ক্লান্তি ও এক শাস্তিসহ স্পর্শ করছে'।

৪২. 'তোমার পৌরুষসহ তা পাশ কাটিয়ে যাও! এ গোসলের শীতল পানি; এবং এক পানীয়'।

৪৩. আমি তাকে তার জন্য তার পরিবারকে দিলাম ; এবং তাদের সাথে তাদের মতোই; আমার থেকে সকল বুঝাদার লোকদের জন্য এক রহমত ও এক উপদেশ।

৪৪. 'এবং তোমার হাত দিয়ে এক গুচ্ছ নাও, এরপর তাসহ উপস্থাপন কর; এবং শপথ ভঙ্গ করবে না'। নিশ্চয়ই আমি- আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পেয়েছিলাম। এক নিয়ামতপ্রাপ্ত সেই দাস। নিশ্চয়ই সে বারবার অভিমুখী।

৪৫. এবং স্মরণ কর আমার দাসদের- ইবরাহীম ও ইস্হাক এবং ইয়া'কূবকে। সেই কর্তৃত্বের ও পরম দূরদৃষ্টির অধিকারী।

৪৬. নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে এক একাগ্রতায় সেই বসতবাড়ির স্মরণে একান্ত করেছিলাম!

৪৭. এবং নিশ্চয়ই তারা আমার কাছের নিশ্চিত পরম শ্রেষ্ঠতর সেই মনোনীতদের মধ্যে।

৪৮. এবং স্মরণ কর ইসমাঈল ও আল-ইয়াসা'আ এবং যুল-কিফলকে; এবং প্রত্যেকেই পরম শ্রেষ্ঠতরদের মধ্যে।

৪৯. 'এ' এক উপদেশ; এবং নিশ্চয়ই সকল সাবধানীর জন্য নিশ্চিত উত্তম এক ফেরার স্থান-

৫০. চিরস্থায়ী বাগান। তাদের প্রতি সেই সকল দরজা এক উন্মুক্ত।

৫১. তারা এর মধ্যে হেলানকৃত। তারা এর মধ্যের বিপুল ফল-মূল এবং পানীয়ের প্রতি আহবান করবে।

৫২. এবং তাদের কাছেই সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিনন্দন সকল প্রান্ত।

৫৩. এ তাই-ই! তোমাদেরকে চূড়ান্ত হিসাবের দিনের জন্য যার ওয়াদা করা হয়েছিল।

৫৪. নিশ্চয়ই এ আমার দেওয়া নিশ্চিত রিজিক। এর জন্য ক্ষয় নেই।

৫৫. সেই-ই; এবং নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য নিশ্চিত মন্দ সেই ফেরার স্থান-

৫৬. জাহান্নাম। তারা এতে পুড়তে থাকবে। এরপর নিকৃষ্ট হবে এই সকল বিশ্রাম স্থান।

৫৭. সেই-ই! এরপর তারা ফুটন্ত পানি ও ঘন অন্ধকারের স্বাদ নেবে।

৫৮. এবং এ ধরণের থেকেই অপরগুলোও! জোড়ায় জোড়ায়!

৫৯. 'তোমাদের সঙ্গেই এ এক অগ্রয়সরমান বাহিনী। তাদের প্রতি কোনো অভিনন্দন নেই। নিশ্চয়ই তারা সেই আগুনে পুড়বে'।

৬০. তারা বলবে, 'বরং তোমরা- তোমাদের প্রতিও কোনো অভিনন্দন নেই। তোমরাই আমাদের প্রতি তা এনে দিয়েছ'। এরপর সেই বাসস্থান মন্দ হবে!

৬১. তারা বলবে, 'ও আমাদের রব! যারা আমাদের প্রতি এ এনে দিয়েছে, এরপর তাদেরকে এই আগুনের মধ্যে দ্বিগুণ এক শাস্তি বাড়িয়ে দেন'।

৬২. তারা বলবে, 'আমাদের প্রতি কি হলো যে, আমরা এক পুরুষকে দেখছি না- যাকে আমরা গুণতাম চরম মন্দদের মধ্যে'?

৬৩. 'আমরা কী তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপে নিয়েছিলাম; অথবা তাদের থেকে কী সকল দৃষ্টি সরিয়ে রাখা হয়েছে'?

৬৪. নিশ্চয়ই তাই! সেই আগুনের লোকজনদের বাক-বিতন্ডা নিশ্চিত সত্য।

রুকূ ৫

৬৫. বল, 'আমি শুধুমাত্র এক সতর্ককারী; এবং নেই ইলাহ আল্লাহ ছাড়া। পরম এক, পরম অপ্রতিরোধ্য'।

৬৬. 'রব এই আকাশমণ্ডলীর ও এই পৃথিবীর এবং যা আছে তাদের মাঝে। পরম ক্ষমতাশালী, পরম ক্ষমাশীল'।

৬৭. বল, 'তা এক কঠিন খবর'।

৬৮. 'তোমরা তার থেকে পলায়নকারী'।

৬৯. 'তারা যখন অতি উঁচুতে সেই কার্যনির্বাহীদের সাথে বিতন্ডা করছিল-আমার জন্য তা থেকে জ্ঞান ছিল না'।

৭০. 'আমার কাছে তা ওহি হয় নি এমন ছাড়া যে, আমি হয়েছি পরিষ্কার এক সতর্ককারী'।

৭১. তোমার রব যখন সকল ফেরেশতার প্রতি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি কাদা-মাটি থেকে এক মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি'।

৭২. 'আমি যখন তাকে সুগঠিত করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেব, এরপর তার জন্য সিজদায় পড়ে যাবে'।

৭৩. এরপর সকল ফেরেশ্‌তা সিজদা করল - তাদের সকলেই একত্রে-

৭৪. ইবলীস ছাড়া। সে ছিল অহংকারী; এবং সে সকল অস্বীকারকারীর মধ্যে হয়ে গেল।

৭৫. তিনি বললেন, 'ও ইবলীস। আমি যাকে আমার হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তুমি তার জন্য সিজদা করলে না! কিসে তোমাকে তাতে বাধা দিল? তুমি কি অধিক অহংকারী অথবা চরম উদ্ধতদের মধ্যে'?

৭৬. সে বলল, 'আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন; এবং আপনি তাকে কাদা-মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন'।

৭৭. তিনি বললেন, 'এরপর এর থেকে বের হয়ে যাও। এরপর নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত'।

৭৮. 'এবং তোমার উপর নিশ্চয় আমার লা'নত- পরম ন্যায়বিচারের দিন পর্যন্ত'।

৭৯. সে বলল, 'ও আমার রব! এরপর আমাকে তাদের উঠে আসার দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন'।

৮০. তিনি বললেন, 'এরপর নিশ্চয়ই তুমি সকল অবকাশপ্রাপ্তদের মধ্যে'-

৮১. 'সর্বজন জানা পরম ওয়াক্তের দিন পর্যন্ত'।

৮২. সে বলল, 'এরপর আপনার ইজ্জতের শপথ! নিশ্চিত আমি তাদের সকলকেই একত্রে বিভ্রান্ত করব'।

৮৩. 'তাদের থেকে আপনার সেই পছন্দনীয় দাসদেরকে ছাড়া'।

৮৪. তিনি বললেন, 'এরপর এই-ই পরম সত্য; এবং আমি সেই পরম সত্যই বলি'।

৮৫. 'নিশ্চয়ই যারা তোমার থেকে ও তাদের মধ্য থেকে তোমাকে অনুসরণ করে আমি তাদের থেকে সকলকে একত্রে জাহান্নাম পূর্ণ করব'।

৮৬. বল, 'আমি তার উপর পারিশ্রমিকের দাবি করি না; এবং আমি তোমাদের সেই ভার-বোঝার মধ্যে নই'।

৮৭. 'এবং এই বিশ্ব জগতের জন্য তা উপদেশ ছাড়া নয়'।

৮৮. 'এবং তোমরা পরবর্তী এক সময়ে তার খবর নিশ্চিত জানবে'।

৩৯. সূরা জুমার

৭৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. এই কিতাব পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত।

২. নিশ্চয়ই আমি- আমিই তোমার প্রতি এই কিতাব পরম সত্যসহ নাজিল করেছি। এরপর আল্লাহর দাসত্ব কর- তাঁর প্রতি এই দ্বীনে এক আন্তরিকতায়।

৩. লক্ষ্য কর! আল্লাহর জন্যই পরম বিশুদ্ধ এই দ্বীন; এবং যারা তাঁর পাশ থেকে অভিভাবকদের গ্রহণ করে- 'আমরা তাদের দাসত্ব করি না এ ছাড়া যে, তারা যাতে আমাদেরকে আল্লাহর দিকে এক নৈকট্যে নিকবর্তী করতে পারে'। তারা যে সম্পর্কে এর মধ্যে মতভেদ করছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মাঝে তাঁর হুকুম দিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে পথ দেখান না- যে মিথ্যুক ও অস্বীকারকারী।

৪. আল্লাহ যদি এক সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন, তবে তিনি যা সৃষ্টি করছেন নিশ্চিত তার থেকেই যাকে তিনি ইচ্ছা করতেন, তিনি তাকে মনোনীত করতেন। তিনি সুমহান! তিনিই আল্লাহ। পরম এক, পরম অপ্রতিরোধ্য।

৫. তিনি এই আকাশমণ্ডলী এবং এই পৃথিবী পরম সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই রাতের উপর এই দিনকে আচ্ছাদিত করেন; এবং তিনি এই দিনের উপর এই রাতকে আচ্ছাদন দেন; এবং তিনি এই সূর্য ও এই চাঁদকে অধীন করেছেন। প্রত্যেকেই নির্ধারিত এক মেয়াদের প্রতি বয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য কর! তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম ক্ষমাশীল।

৬. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র ব্যক্তি থেকে। এরপর তিনি তার থেকে তার যুগল বানিয়েছেন; এবং তিনি তোমাদের জন্য সেই আনআমের আট প্রকার নাজিল করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মায়ের গর্ভে। এক সৃষ্টির পরবর্তী থেকে সৃষ্টি- তিন অন্ধকারের মধ্যে। তিনিই আল্লাহ। তোমাদের রব। তাঁর জন্যই পরম সার্বভৌমত্ব। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। এরপর কিভাবে তোমরা উপেক্ষা করছ?

৭. তোমরা যদি অস্বীকার কর, এরপর আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি মুখাপেক্ষী নন; এবং তিনি তাঁর দাসদের জন্য এই অস্বীকার প্রবণতা পছন্দ করেন না; এবং যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, এতে তিনি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন; এবং বোঝাবহনকারীরা অপরের বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের রবের দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতি খবর দেবেন- তোমরা ছিলে যা করাতে। নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞাত যাসহ আছে সকল বুক।

৮. এবং এই মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, সে তার রবকে ডাকে- তাঁরই দিকে এক অভিমুখী। তারপর তিনি যখন তাঁর থেকে তার প্রতি এক নিয়ামত বর্ষণ করেন, সে ভুলে যায় যে- সে এর আগে তাঁর প্রতি ডেকেছিল। তখন সে আল্লাহর জন্য এক সমকক্ষ বানায়, যাতে সে তাঁর পথ থেকে সরে যেতে পারে। বল, 'তোমার অস্বীকৃতিসহই এক অল্প ভোগ করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি পরম আগুনের সাথীদের থেকে'।

৯. তাদের থেকে কে সে- যে এক নিশ্চিত অনুগত? যে প্রতি রাতে সময় ধরে এক দন্ডায়মান ও সিজদাকারী, সে ভয় করছে পরম আখিরাতের; এবং সে আশা করছে তাঁর রবের রহমতের? বল, 'যারা জানে তারা এবং যারা জানে না- তারা কি সমান? শুধুমাত্র সেই বুঝদার লোকজন উপদেশ গ্রহণ করে'!

রুকূ ২

১০. বল, 'ও দাসেরা তারা, তোমরা যারা বিশ্বাস কর! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর'। যারা তাঁর এ দুনিয়ার মধ্যে উত্তম কাজ করে, তাদের জন্য এক উত্তম। তখন আল্লাহর এই পৃথিবী বিস্তৃত। শুধুমাত্র সকল ধৈর্যশীলকেই তাদের পুরস্কার হিসাব ভিন্নই কিছুসহ পূর্ণ করে দেওয়া হবে।

১১. বল, 'নিশ্চয়ই আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন এক আন্তরিকতায় আল্লাহর দাসত্ব করি। তাঁরই জন্যই এই দ্বীন'।

১২. 'এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন এই মুসলিমদের মধ্যে প্রথম হই'।

১৩. বল, 'যদি আমি আমার রবকে অমান্য করি, আমি নিশ্চয়ই এক দিনের কঠিন এক শাস্তির ভয় করি'।

১৪. বল, 'আমি আল্লাহর দাসত্ব করি এক আন্তরিকতায়। তাঁর জন্যই আমার দ্বীন'।

১৫. 'এরপর তোমরা তাঁরই পাশ থেকে যাকে তোমরা ইচ্ছা কর তার দাসত্ব করতে পার'। বল, 'নিশ্চয়ই যারা তাদের নিজেদেরকে ও তাদের পরিবারের লোকদের ক্ষতি করে, পরম কিয়ামতের এক দিনে তারাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত'। লক্ষ্য কর! সেই-ই! তা পরম স্পষ্ট চরম ক্ষতি।

১৬. তাদের জন্য তাদের উর্ধ্ব থেকে সেই আগুনের মধ্যের আচ্ছাদন; এবং তাদের নিচ থেকেও আচ্ছাদন। সেই-ই! আল্লাহ তা দিয়ে তাঁর দাসদেরকে হুঁশিয়ার করে থাকেন, 'ও আমার দাসেরা! এরপর আমাকে ভয় কর'।

১৭. যারা সকল দেব-দেবীকে পাশে সরিয়ে রাখতে পারে, যেন না তাকে তাদের দাসত্ব করতে হয়- তখন তারা আল্লাহর দিকে ফিরতে পারে। তাদের জন্যই পরম সুসংবাদ। এরপর আমার দাসদেরকে সুসংবাদ দাও-

১৮. তাদেরকে- যারা 'এই সকল কথা' শুনে থাকে, এরপর যারা সেই উত্তম অনুসরণ করে, তারাই- আল্লাহ যাদেরকে পথ দেখিয়েছেন; এবং তারাই পরম বুঝদার লোকজন।

১৯. এরপর তাদের যার উপর সেই চরম শাস্তির কথাগুলো সত্য হবে, এরপর যে আগুনের মধ্যে- তুমি কি তাকে রক্ষা করতে পারবে?

২০. কিন্তু তাদের যারা তাদের রবকে ভয় করে- তাদের জন্য তাদের ঊর্ধ্ব থেকে এক সুউচ্চ বসতবাড়ি- উঁচুতে নির্মিত এক সুউচ্চ বসতাটি। এর নিচ থেকে বয়ে যায় সেই নদী। আল্লাহরই ওয়াদা। আল্লাহ এই ওয়াদার খেলাপ করেন না।

২১. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ এই আকাশের মধ্য থেকে পানি বর্ষণ করেন? এরপর তিনি সেই ভূমির মধ্যে- তার ভেতরে ঝরনাধারা স্থাপন করেন। তারপর তিনি তা দিয়ে এক শস্য বের করে আনেন- এক বৈচিত্র্যময় তার রঙে। তারপর তা শুকিয়ে যায়। এরপর তোমরা তা এক হলুদাভ দেখ। তারপর তিনি তা এক খড়-কুটা বানিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই তারই মধ্যে সেই বুঝদার লোকজনের জন্য নিশ্চিত উপদেশ।

রুকূ ৩

২২. এরপরও কি আল্লাহ যাকে তার বুক ইসলামের জন্য প্রসারিত করে দিয়েছেন, এরপর কি সে তার রবের থেকে জ্যোতির উপর আছে? এরপর আল্লাহর স্মরণ থেকে যাদের হৃদয়ের কঠোরতার জন্য যাদের দুর্ভোগ- তারাই পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে।

২৩. আল্লাহ উত্তম 'এই সকল হাদিসের' (আল-হাদীসি الْحَدِيثِ: এই সকল কথার/বাণী) এক কিতাব নাজিল করেছেন। এক সুসমন্বিত পুনরাবৃত্তি। যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের দেহ তা থেকে শিহরিত হয়। তারপর তাদের দেহ ও তাদের হৃদয় আল্লাহর উপদেশের দিকে প্রশান্ত হয়। সেই-ই আল্লাহর নির্দেশিত পথ। তিনি তা দিয়ে পথ দেখান- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত হতে দেন, এরপর তার জন্য পথপ্রদর্শক থেকে নেই।

২৪. এরপর কি সে কি তার মুখ দিয়ে পরম কিয়ামতের দিনের সেই সকল মন্দ শাস্তিতে সাবধান হতে পারবে? তখন সকল জালিমের জন্য বলা হবে, 'স্বাদ নাও তার- তোমরা ছিলে যা অর্জনকরণে'?

২৫. তাদের আগে থেকেই তাদের যারা মিথ্যা বলেছিল, এরপর তাদেরকে যেখান থেকে সেই শাস্তি দেওয়া হলো, তারা তা ধারণাই করতে পারে নি।

২৬. এরপর আল্লাহ তাদেরকে এই দুনিয়ার এই জীবনে চরম হীনতার স্বাদ দিলেন; এবং পরম আখিরাতের নিশ্চিত শাস্তি অধিক গুরুতর- যদি তারা জানত!

২৭. এবং আমি অবশ্যই 'এ'- এই কুরআনে সকল মানুষের জন্য প্রত্যেকটি উদাহরণ থেকে উপস্থাপন করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

২৮. কোনো ঘোর-প্যাঁচ ভিন্নই এক আরাবীতে এক কুরআন- যাতে তারা পারে সাবধান হতে।

২৯. আল্লাহ এক উদাহরণ উপস্থাপন করছেন, 'এক পুরুষ! তার শরীকরা তার সম্পর্কে বিতণ্ডাকারী; এবং এক পুরুষ! এক শান্তিময়; তারা উভয়ে কি এক উদাহরণে সমান'? সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

৩০. নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণকারী এবং নিশ্চয়ই তারাও মৃত্যুবরণকারী।

৩১. তারপর পরম কিয়ামতের দিনে তোমাদের রবের কাছে তোমরা নিশ্চয়ই বিবাদ করবে।

চব্বিশতম পারা

রুকূ ৪

৩২. এরপর কে অধিক জালিম তার থেকে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে; এবং সে মিথ্যা বলে 'এই সত্য কথার' প্রতি- যখন তা তাদের কাছে এসেছে? এই সকল অস্বীকারকারীর জন্য কি জাহান্নামের মধ্যে এক বাসস্থান নয়?

৩৩. এবং যারা 'এই পরম সত্যকথাসহ' এসেছে; এবং তারা তা দিয়েই সত্যকে নিশ্চিত করেছে, তারাই- তারা পরম সাবধানতা অবলম্বনকারী।

৩৪. তারা তাদের রবের কাছে যা ইচ্ছা করবে- তাদের জন্য তাই-ই। সেই-ই সকল উত্তম কর্মশীলের পুরস্কার।

৩৫. তারা সেই যা করেছিল, যা অধিক মন্দ- আল্লাহ তাদের থেকে তা দূর করে দেন; এবং তাদেরকে তাদের পুরস্কার উত্তমসহ দিয়ে থাকেন। সেই একজনকে- তারা যা করছিল।

৩৬. যখন তারা তোমাকে তাদের দিয়ে ভয় দেখায়- যারা তাঁর পাশ থেকে, আল্লাহ কি তখন তাঁর দাসদের প্রতি যথেষ্ট নন? এবং আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত হতে দেন, এরপর তার জন্য পথপ্রদর্শক থেকে নেই।

৩৭. এবং আল্লাহ যাকে পথ দেখান, এরপর তার জন্য বিভ্রান্তকারীদের থেকে নেই। আল্লাহ কি প্রতিফল দানের অধিকারী ক্ষমতাধর নন?

৩৮. এবং তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? নিশ্চিত তারা বলবে, 'আল্লাহ'। বল, 'এরপরও কি তোমরা দেখ না- তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে কাকে ডাকছ? আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষতির প্রতি চাইতেন, তারা কি তাঁর কৃত ক্ষতির অপসারণকারী? অথবা তিনি যদি আমাকে রহমতের প্রতি চান, তারা কি তাঁর রহমতের প্রতিরোধকারী'? বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সকল নির্ভরকারীরা তাঁর উপরই নির্ভর করুক'।

৩৯. বল, 'ও আমার সম্প্রদায়! তোমাদের অবস্থানের উপর করে যাও! নিশ্চয়ই আমিও তা করে যাচ্ছি। এরপর শিগগিরই তোমরা জানবে'-

৪০. 'কে নিজেকে হীনগ্রস্ত করে এক শাস্তি আনবে; এবং কার উপর স্থায়ীভাবে এক শাস্তি নেমে আসবে'।

৪১. নিশ্চয়ই আমি- আমিই তোমার উপর সকল মানুষের জন্য পরম সত্যসহ এই কিতাব নজিল করেছি। এরপর যে পথপ্রাপ্ত হয়- এ তার নিজের জন্যই; এবং যে বিভ্রান্ত হয়- এরপর সে বিভ্রান্ত হয় শুধুমাত্র তার উপরই; এবং তুমি তাদের উপর তত্ত্বাবধায়কসহ নও।

রুকূ ৫

৪২. আল্লাহই সকল ব্যক্তিকে তাদের মৃত্যুর সময়ে পূর্ণ করে দেন; এবং সে একজনকেও- যে তার ঘুমের মধ্যে মরে যায় নি। এরপর তিনি যার উপর এই মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি সে একজনকে রেখে দিতে পারেন; এবং তিনি তাদের অপরগুলোকে নির্ধারিত এক মেয়াদ পর্যন্ত পাঠিয়ে দিতে পারেন। নিশ্চয়ই যারা চিন্তা করে সেই এক সম্প্রদায়ের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত।

৪৩. অথবা তারা কি আল্লাহর পাশ থেকে সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? বল, 'এমন কি তারা এক কিছুর মালিক না হলেও'? তারা তখন আকল ব্যবহার করতে পারে না!

৪৪. বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহরই জন্য- সকলে একত্রে। তাঁরই জন্য এই আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব। তারপর তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে'।

৪৫. এবং যখন আল্লাহকে এককভাবে স্মরণ করা হয়, যারা পরম আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করে না- তাদের অন্তর তখন বিতৃষ্ণায় সংকীর্ণ হয়; এবং আল্লাহর পাশ থেকে যারা, তাদেরকে যখন স্মরণ করা হয়- লক্ষ্য কর! তারা উল্লাসিত হয়।

৪৬. বল, 'ও আল্লাহ! আপনি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর স্রষ্টা! আপনি সকল অদৃশ্য ও সকল প্রকাশ্য জ্ঞাত! আপনি আপনার দাসদের মাঝে সে সম্পর্কে হুকুম দিয়ে দেন- তারা যে সম্পর্কে মতবিরোধকরণে ছিল'।

৪৭. এবং যারা জুলুম করেছে- যদি এমন হতো যে, তাদের জন্য যা এই পৃথিবীর মধ্যে সবই একত্রে; এবং এর মতো আরও এর সাথে- তারা পরম কিয়ামতের দিনের মন্দ সকল শাস্তিতে তাই তার মুক্তিপণ দিত। কিন্তু তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য তা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তারা যা হিসাবই করত না।

৪৮. এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য সেই মন্দ কর্ম প্রকাশ হয়ে পড়বে, তারা যা অর্জন করেছিল; এবং তাই-ই তাদের প্রতি ঘিরে ধরবে- তারা ছিল যার প্রতি বিদ্রূপকরণে।

৪৯. এরপর এই মানুষকে যখন দুর্ভোগ স্পর্শ করে, সে আমাকে ডাকে। তারপর আমি যখন আমার থেকে এক নিয়ামত বর্ষণ করি; সে বলে, 'আমাকে এ শুধুমাত্র আমার জ্ঞানের উপর দেওয়া হয়েছে'। বরং তা কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।

৫০. নিশ্চয়ই যারা তাদের আগে থেকেই- তারাও এ বলত। এরপর তারা যা অর্জন করেছিল, তাদের থেকে তা কাজে আসে নি।

৫১. এরপর তাদেরকে মন্দ আঘাত করেছিল। তারা তাই-ই অর্জন করেছিল; এবং এদের থেকে যারা জুলুম করে, তাদেরকেও সেই মন্দই আঘাত করবে। তাই-ই তারা অর্জন করে থাকে। তখন তারা পলাতকদের সাথেও নয়।

৫২. তারা কি জানে না এমন যে, আল্লাহ- তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন, তাকে সকল রিজিকে বাড়িয়ে দেন? তখন তিনিই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন! নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে সেই এক সম্প্রাদায়ের জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত।

রুকূ ৬

৫৩. বল, 'ও দাসেরা! তোমরা যারা তোমাদের নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পাপ একত্রে ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি- তিনিই পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

৫৪. 'এবং তোমরা তোমাদের রবের দিকে ফিরে আস ও তাঁর প্রতি মুসলিম হও- তার আগে থেকেই, তোমাদের কাছে আসে সেই শাস্তি। তারপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না'।

৫৫. 'এবং তোমাদের কাছে তোমাদের রবের থেকে উত্তম যা নাজিল হয়েছে তার অনুসরণ কর- তার আগে থেকেই, হঠাৎ করেই তোমাদের কাছে আসে সেই শাস্তি। তখন তোমরা তা ধারণাই করতে পারবে না'।

৫৬. 'যেন না এক ব্যক্তিকে বলতে হয়, 'হায়! আমি আল্লাহর দিক সম্পর্কে যা অবহেলা করেছি- তার উপর আমার আক্ষেপ! এবং এই যে নিশ্চিত আমি ছিলাম সেই অধীনস্তদের মধ্যে'।

৫৭. অথবা এ বলতে হয়, 'যদি এমন হতো যে, আল্লাহ আমাকে পথ দেখাতেন- নিশ্চিত আমি হতাম সকল সাবধানীর মধ্যে'।

৫৮. অথবা সে যখন দেখবে চরম শাস্তি তাকে এ বলতে হয়, 'যদি এমন হত যে, আমার জন্য এক প্রত্যাবর্তন, এরপর আমি সকল উত্তম কর্মশীলের মধ্যে হতাম'!

৫৯. হ্যাঁ! অবশ্যই আমার আয়াত তোমাদের কাছে এসেছিল। এরপর তোমরা তার প্রতি মিথ্যা বলতে ও অহংকার করতে। তখন তোমরা ছিলে সকল অস্বীকারকারীর মধ্যে।

৬০. এবং যারা আল্লাহ প্রতি মিথ্যা বলে, পরম কিয়ামতের দিনে তুমি তাদেরকে দেখবে, তাদের মুখ কালিমাচ্ছন্ন। জাহান্নাম কি সকল অহংকারীর জন্য এক বাসস্থান নয়?

৬১. এবং যারা সাবধান হয়, আল্লাহ তাদেরকে তাদের সাফল্যের প্রতি রক্ষা করবেন। তাদেরকে সেই সকল মন্দ স্পর্শ করবে না; এবং তারা দুঃখও করবে না।

৬২. আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সকল কিছুর উপরে এক অভিভাবক।

৬৩. তাঁরই জন্য এই আকাশ ও এই পৃথিবীর চাবি; কিন্তু যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি অস্বীকার করে, তারাই- তারা পরম ক্ষতিগ্রস্ত।

রুকূ ৭

৬৪. বল, 'ও তোমরা চরম অজ্ঞরা, এরপরও কি তোমরা আমাকে আল্লাহ-ভিন্ন কারও দাসত্ব করতে আদেশ দেবে'?

৬৫. এবং অবশ্যই তোমার প্রতি ও যারা তোমার আগে থেকে- তাদের প্রতি ওহি হয়েছে, 'যদি তুমি শরীক কর, তোমার কর্ম নিশ্চিত মূল্যহীন হবে; এবং তুমি নিশ্চিত চরম ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হবে'।

৬৬. বরং এরপর আল্লাহরই দাসত্ব কর; এবং সকল কৃতজ্ঞের মধ্যে থাক।

৬৭. কিন্তু তারা আল্লাহর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। তাঁর সিদ্ধান্ত সত্য; এবং পরম কিয়ামতের দিনে এক জমায়েতে এই পৃথিবী তাঁর মুঠোয়; এবং এই আকাশমণ্ডলী তাঁর ডানের প্রতি গুটানো। তারা যা শরীক করে থাকে, তিনি তার থেকে সুমহান ও অতি উঁচুতে।

৬৮. এবং পরম শিংগায় ফুঁ দেওয়া দেওয়া হবে। এরপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন ছাড়া- যারা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যারা এই পৃথিবীতে, তারা নিথর হয়ে যাবে। তারপর তার মধ্যে আরেকবার ফুঁ দেওয়া হবে। এরপর লক্ষ্য কর! তারা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে।

৬৯. এবং এই পৃথিবী তার রবের জ্যোতির সাথে উজ্জ্বল হবে। তখন সকল কিতাব পেশ করা হবে; এবং সকল নবী ও সকল সাক্ষীদেরসহ আনা হবে। তখন তাদের মধ্যে পরম সত্যসহ সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে; এবং তাদেরকে জুলুম করা হবে না।

৭০. এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে তা পূর্ণ করে দেওয়া হবে- সে যা করেছিল; এবং তারা যা করত- তিনিই তার প্রতি অধিক জ্ঞাত।

৭১. এবং যারা অস্বীকার করত তাদেরকে দলে দলে জলন্ত আগুনের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যখন তাতে পৌঁছাবে, তখন এর দরজাগুলো খুলে যাবে। তখন তাদের প্রতি এর রক্ষকরা বলবে, 'তোমাদের থেকে তোমাদের কাছে রাসূলরা কি আসে নি, যারা তোমাদের সামনে তোমাদের রবের আয়াত পাঠ করত; এবং তোমাদেরকে তোমাদের সাক্ষাতের এ দিনের সর্তক করত'? তারা বলবে, 'হাঁ! কিন্তু সকল অস্বীকারীর উপর সেই শাস্তির কথা সত্য হয়েছে'।

৭২. বলা হবে, 'প্রবেশ কর জলন্ত আগুনের দরজাগুলোতে। তোমরা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী'। এরপর সকল অহংকারীর বাসস্থান মন্দ হবে!

৭৩. কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করত, তাদেরকে এক দলে দলে পরম বাগানের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছাবে তখন এর দরজাগুলো খুলে যাবে। তখন তাদের প্রতি এর রক্ষকরা বলবে, 'তোমাদের উপর শান্তি! তোমরা ভালো করেছ! এরপর এর মধ্যে প্রবেশ কর- স্থায়ী বসতকারী'।

৭৪. তখন তারা বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি একজন আমাদেরকে তাঁর ওয়াদার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন; এবং আমাদেরকে এই পৃথিবীর উত্তারাধিকারী করেছেন। আমরা এই সকল বাগানের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা করি বসবাস করতে পারি'। এরপর সেই কর্মীদের নিয়ামতের পুরস্কার!

৭৫. এবং তুমি দেখবে সেই ফেরেশতারা পরম আরশের চারপাশ থেকে ঘেরাওকারী; এবং তারা তাদের রবের প্রশংসাসহ মহিমা ঘোষণা করছে; এবং তাদের মাঝেও পরম সত্যসহ সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে; এবং বলা হবে, 'সকল প্রশংসা এই বিশ্ব জগতের রব আল্লাহরই জন্য'।

৪০. সূরা মু'মিন

৮৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. হা-মীম।

২. এই কিতাব পরম ক্ষমতাশালী, সর্বজ্ঞাত আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত।

৩. সকল পাপের ক্ষমাকারী ও সকল তওবা গ্রহণকারী, সকল শাস্তিতে কঠোর, সকল প্রাচুর্যতার অধিকারী। নেই ইলাহ্ তিনি ছাড়া। তাঁর কাছেই চূড়ান্ত গন্তব্য।

৪. যারা অস্বীকার করে তারা ছাড়া আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে কেউ বিতণ্ডা করে না। এরপর তোমাকে যেন না এই নগরীতে তাদের পদক্ষেপ বিভ্রান্ত করে।

৫. তাদের আগে নূহের সম্প্রদায় ও তাদের পরবর্তী থেকে যৌথ-বাহিনীগুলো মিথ্যা বলেছিল; এবং প্রত্যেক জাতিই তাদের রাসূল সম্পর্কে- তাদেরকে আটক করার পরিকল্পনা করেছিল; এবং তারা সকল সত্যকে ব্যর্থ করার জন্য মিথ্যাকথনসহ এ সম্পর্কে বিতণ্ডা করেছিল। এরপর আমি তাদেরকে ধরলাম। এরপর কেমন ছিল আমার প্রতিফল?

৬. এবং যারা অস্বীকার করেছে তাদের উপর তোমার রবের বাণী সেইরকমই সত্য হয়েছে। তারা এমন যে, পরম আগুনের সাথী।

৭. তাদের যারা 'পরম আসন' বহন করতে থাকে ও যারা এর চারপাশ ঘিরে আছে- তারা প্রশংসার সাথে তাদের রবের মহিমা ঘোষণা করতে থাকে; এবং তারা তাঁকে বিশ্বাস করে; এবং তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে তাদের জন্য- যারা বিশ্বাস করে। 'ও আমাদের রব! আপনি এক রহমতে ও এক জ্ঞানে সকল কিছুই ঘিরে রেখেছেন। এরপর যারা তওবা করে ও আপনার পথ অনুসরণ করে, তাদের প্রতি ক্ষমা করেন; এবং তাদেরকে পরম জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেন।

৮. 'ও আমাদের রব! আপনি তাদেরকে; এবং তাদের পিতা-মাতা ও তাদের পতি-পত্নী এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের থেকে যারা সৎকর্মশীল হয়, তাদেরকেও স্থায়ী বাগানে প্রবেশ করাবেন। আপনি তাদেরকে তার ওয়াদাও করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ'।

৯. 'এবং আপনি তাদেরকে সকল মন্দে রক্ষা করেন; এবং সেই দিন আপনি যাকে সকল মন্দে রক্ষা করবেন, এরপর আপনি অবশ্যই তাকে রহমত করলেন; এবং সেই-ই তা পরম শ্রেষ্ঠ পরম সাফল্য'।

রুকূ ২

১০. নিশ্চয়ই তাদের যারা অস্বীকার করে- তাদেরকে ডেকে বলা হবে, 'তোমাদেরকে যখন এইসব বিশ্বাসের দিকে ডাকা হয়েছিল, এরপর তোমরা ছিলে তা অস্বীকারকরণে। তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ থেকেও আল্লাহ নিশ্চিত অধিক গুরুতর ক্ষুব্ধ হয়েছেন'।

১১. তারা বলবে, 'ও আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে দুই বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং আমাদেরকে দুই বার জীবন দিয়েছেন। এরপর আমরা আমাদের পাপের প্রতি স্বীকার করছি। এরপর কি বহির্গমনের দিকের পথগুলো থেকে'?

১২. সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, যখন আল্লাহকে এককভাবে ডাকা হতো, তোমরা তা অস্বীকার করতে। কিন্তু যদি তাঁর সাথে শরীক করা হত- তোমরা বিশ্বাস করতে। এরপর পরম উঁচু, সর্ব শ্রেষ্ঠ আল্লাহর জন্যই হুকুম।

১৩. তিনি- যিনি একজন তোমাদেরকে তাঁর আয়াত দেখান; এবং তিনি তোমাদের জন্য এই আকাশের মধ্য থেকে এক রিজিক পাঠান। কিন্তু যে হয় অভিমুখি- সে ছাড়া তারা উপদেশ গ্রহণ করে না।

১৪. এরপর আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে ডাক। তাঁরই জন্য এই দ্বীন। যদিও সকল অস্বীকারকারী তা অপছন্দ করে।

১৫. তিনি পরম আরশের অধিকারী, ঊর্ধ্বে উত্তোলিত- পরম মর্যাদাবান। তিনি তাঁর দাসদের থেকে যার উপর ইচ্ছা করেন, তিনি তাঁর আদেশ থেকে সেই রূহু ছুড়ে দেন- যাতে সে পরম সাক্ষাতের এক দিনের সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।

১৬. সেদিন তারা সামনে আসবে। আল্লাহর সামনে তাদের থেকে কিছুই গোপন থাকবে না। আজ এই দিনে কার জন্য এই সার্বভৌমত্ব? পরম একজন, পরম অপ্রতিরোধ্য আল্লাহরই জন্যই।

১৭. আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই দিনে তাসহই প্রতিফল দেওয়া হবে- তারা যা অর্জন করেছে। আজ এই দিনে জুলুম নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত সকল হিসাবে।

১৮. তাদেরকে সেই আসন্ন এক দিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও। যখন সকল অন্তর সেই কণ্ঠ রোধকারীর নিশ্চিত কাছাকাছিই। জালিমদের জন্য ঘনিষ্ট বন্ধু থেকে নেই এবং মান্যবর সুপারিশকারীও নেই।

১৯. তিনি সকল চোখের অপব্যবহার এবং তারা সেই বুকে যা গোপন করে জানেন।

২০. এবং আল্লাহ পরম সত্যসহ সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। কিন্তু তারা তাঁর পাশ থেকে যাদেরকে ডেকে থাকে, তারা এক কিছুরই সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

রুকূ ৩

২১. তারা কি এই পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? এরপর কি তারা দেখে- কেমন ছিল তাদের পরিণতি, যারা তাদের আগে থেকে ছিল? তারা এই পৃথিবীর মধ্যে এক শক্তিতে ও এক কীর্তিতে এদের থেকেও অধিক শক্তিশালী ছিল। এরপর আল্লাহ তাদেরকে তাদের পাপের প্রতি ধরলেন; এবং তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রক্ষক ছিল না।

২২. সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলরা পরিষ্কার প্রমাণসহ আসত, এরপরও তারা তা অস্বীকার করত। এরপর আল্লাহ তাদেরকে ধরলেন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিমান, কঠোর সকল শাস্তিতে।

২৩. এবং আমি অবশ্যই মূসাকে আমার আয়াতসহ ও পরিষ্কার দলিলসহ পাঠিয়েছিলাম-

২৪. ফির'আওন ও হামান এবং কারূনের কাছে। এরপর তারা বলল, 'মিথ্যুক এক জাদুকর'।

২৫. এরপর সে যখন আমার কাছ থেকে পরম সত্যসহ তাদের কাছে আসল; তারা বলল, 'তার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে- তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা কর; এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ'। কিন্তু সেই অস্বীকারকারীদের কায়দা বিভ্রান্তির মধ্যে ছাড়া নয়।

২৬. এবং ফির'আওন বলল, 'আমাকে ছাড়! আমি মূসাকে হত্যা করব; এবং তাকে তার রবকে ডাকতে দাও! নিশ্চয়ই আমি- আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলবে; অথবা সে এই পৃথিবীতে চরম ফাসাদ জাহির করতে থাকবে'।

২৭. এবং মূসা বলল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি প্রত্যেক উদ্ধত-অহংকারী থেকে আমার রব ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিচ্ছি। তারা পরম হিসাবের এক দিনের প্রতি বিশ্বাস করে না'।

রুকূ ৪

২৮. এবং ফির'আওনের পরিবার থেকে এক বিশ্বাসী পুরুষ, যে তার বিশ্বাস গোপন রাখত; সে বলল, 'তোমরা কি এক পুরুষকে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার রব আল্লাহ? এবং অবশ্যই সে তোমাদের কাছে তোমাদের রবের থেকে পরিষ্কার প্রমাণসহ এসেছে; এবং সে যদি হয় এক মিথ্যুক, এরপর তার মিথ্যা তার উপরই; এবং সে যদি এক সত্যবাদী হয়, তাহলে সে তোমাদেরকে যে ওয়াদা করছে তোমাদেরকে তার কিছু আঘাত করবেই'। নিশ্চয়ই যে এক সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যুক- আল্লাহ তাকে পথ দেখান না'।

২৯. 'ও আমার সম্প্রদায়! তোমাদের জন্যই আজ এই দিনে এই রাজত্ব। এই পৃথিবীতে আমরাই প্রবল। এরপর কে আমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে সাহায্য করবে, যদি আমাদের উপর তা এসে পড়ে'? ফির'আওন বলল, 'আমি তোমাদেরকে দেখাই না, আমি যা দেখি ছাড়া; এবং আমি তোমাদেরকে সেই সঠিক পথ ছাড়া পথ দেখাই না'।

৩০. তখন যে বিশ্বাস করত সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাদের উপর সেই যৌথ-বাহিনীর এক দিনের মতো ভয় করি'।

৩১. 'যেমন ঘটেছিল নূহ ও আদ এবং সামূদ সম্প্রদায়ের ও তাদেরও- যারা তাদের পরবর্তী থেকে; এবং আল্লাহ তাঁর দাসদের জন্য জুলুম চান না'।

৩২. 'ও আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাদের সামনের পরম ডাকের এক দিনের ভয় করি'।

৩৩. 'সেদিন তোমরা পিছনে ফিরে পলায়নকারী। তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যকারী নেই। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত হতে দেন, এরপর তার জন্য পথপ্রদর্শকও নেই'।

৩৪. 'এবং অবশ্যই আগে থেকেই তোমাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণসহ ইউসুফ এসেছিল। সে তোমাদের কাছে এর যা নিয়ে এসেছিল, এরপরও তোমরা তাতে সন্দেহ সম্পর্কে থাম নি- যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মারা গেল। তখন তোমরা বললে, আল্লাহ তার পরবর্তী থেকে কখনই এক রাসূল গড়ে তুলবেন না। যে এক সীমালঙ্ঘনকারী- এক সন্দেহকারী, আল্লাহ তাকে সেইরকমই বিভ্রান্ত হতে দেন'।

৩৫. 'তাদের যারা তাদের কাছে দলিল আসা ভিন্নই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে মতভেদ করতে থাকে, আল্লাহর কাছে তা গুরুতর এক ক্ষোভের বিষয় এবং তাদের কাছেও- যারা বিশ্বাস করে। আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারের হৃদয়ের উপর সেইরকমই সিল-গালা করে দেন'।

৩৬. এবং ফির'আওন বলল, 'ও হামান! আমার জন্য উঁচু এক দালান নির্মাণ কর, যাতে আমি সেই পথে পৌঁছাতে পারি'-

৩৭. 'এই আকাশের পথ। এরপর আমি যেন মূসার ইলাহর প্রতি দেখতে পারি। যদিও নিশ্চয়ই আমি- আমি তাকে নিশ্চিত এক মিথ্যুক মনে করি'। তখন ফির'আওনের জন্য তার মন্দ আমলকে সেইরকমই শোভন করা হয়েছিল; এবং তাকে এই পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন ফির'আওনের ষড়যন্ত্র ধ্বংসের মধ্যে ছাড়া নয়।

রুকূ ৫

৩৮. তখন যে বিশ্বাস করেছিল সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! আমাকে অনুসরণ কর! আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব- পথগুলোর সেই সঠিক পথ'।

৩৯. 'ও আমার সম্প্রদায়। এ- এই দুনিয়ার এই জীবন শুধুমাত্র আনন্দ-ভোগ; এবং নিশ্চয়ই পরম আখিরাতের সেই বসতবাড়িই পরম বাসস্থান'।

৪০. 'যে এক মন্দ করে, এরপর তাকে তার মতো ছাড়া প্রতিফল দেওয়া হবে না। কিন্তু পুরুষ অথবা নারী থেকে যে এক সৎকাজ করে এবং সে এক বিশ্বাসী, এরপর তারাই- তারা পরম বাগানে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে হিসাব ভিন্নই রিজিক দেওয়া হবে'।

৪১. 'ও আমার সম্প্রদায়! যা আমার জন্য- আমি তোমাদেরকে পরম মুক্তির দিকে ডাকছি, যখন তোমরা আমাকে পরম আগুনের দিকে ডাকছ'!

৪২. 'তোমরা আমাকে আল্লাহর প্রতি অস্বীকার করার জন্য ও তাঁর সাথে শরীক করতে ডাকছ- আমার জন্য যাতে এর জ্ঞান নেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে পরম ক্ষমতাশালী, পরম ক্ষমাশীলের দিকে ডাকছি'।

৪৩. 'সন্দেহ নেই তা এমন যে, তোমরা আমাকে ডাকছ এর উপর, যার জন্য এই দুনিয়াতেও নয় ও পরম আখিরাতেও এক আহ্বান নেই; এবং এমন যে, আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই; এবং এমন যে, সকল সীমালঙ্ঘনকারী- তারা পরম আগুনের সহচর'।

৪৪. 'এরপর আমি তোমাদের জন্য যা বলেছি, তোমরা তা স্মরণ করতে থাক; এবং আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছেই অর্পণ করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি দ্রষ্টা'।

৪৫. এরপর তারা সেই মন্দ কিছুতে যে ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন। কিন্তু ফির'আওনই তার লোকজনসহ মন্দ সেই শাস্তিতে ঢেকে গেল।

৪৬. তাদেরকে সকাল ও সন্ধ্যায় পরম আগুনের সামনে প্রদর্শন করা হয়; এবং যে দিন পরম সময় স্থির হবে- ফিরআওনের লোকজনকে কঠোর সকল শাস্তিতে প্রবেশ করানো হবে।

৪৭. এবং তারা যখন সেই আগুনের মধ্যে বিতর্ক করতে থাকবে, এরপর যারা অহংকারী তাদের প্রতি সেই দলিতরা বলবে, 'নিশ্চয়ই আমরা- আমরা তোমাদের প্রতি অনুসারী ছিলাম, এরপর তোমরা কি আমাদের থেকে এই আগুনের মধ্য থেকে এক অংশ দূর করতে পারবে'?

৪৮. যারা অহংকারী তারা বলবে, 'নিশ্চয়ই আমরা সকলেই তার মধ্যেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনি সকল দাসের মধ্যে অবশ্যই হুকুম দিয়ে দিয়েছেন'।

৪৯. এবং যারা এই আগুনের মধ্যে তারা জাহান্নামের রক্ষীদের প্রতি বলবে, 'তোমাদের রবকে ডাক, আমাদের থেকে এই শাস্তি সম্পর্কে একটি দিন হালকা করুক'।

৫০. তারা বলবে, 'সেখানে থাকতে তোমাদের কাছে কি তোমাদের রাসূলরা পরিষ্কার প্রমাণসহ আসে নি'? তারা বলবে, 'হা'! তারা বলবে, 'এরপর তোমরাই ডাক'। কিন্তু সেই সকল অস্বীকারীর ডাক বিভ্রান্তির মধ্যে ছাড়া নয়।

রুকূ ৬

৫১. যখন এক দিনে সকল সাক্ষীরা দাঁড়িয়ে থাকবে, নিশ্চয়ই আমি- আমি তখন আমার রাসূলদেরকে এবং যারা এই দুনিয়ার এই জীবনে বিশ্বাস করেছিল- তাদেরকে নিশ্চিত সাহায্য করব।

৫২. সেদিন এই সকল জালিমকে তাদের ওজর-আপত্তি কাজে দেবে না। তখন তাদের জন্য চরম লা'নত; এবং তাদের জন্য মন্দ সব বসতবাড়ি।

৫৩. আমি মূসাকে অবশ্যই এই পথনর্দেশ দিয়েছিলাম; এবং আমি বনী ইসরাঈলকে সেই কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম।

৫৪. সেই বুঝদার লোকদের জন্য এক পথ-নির্দেশ ও এক উপদেশ।

৫৫. এরপর ধৈর্য ধর। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য; এবং তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; এবং প্রতি সন্ধ্যার সাথে ও প্রতি সকালে তোমার রবের প্রশংসাসহ মহিমা ঘোষণা কর।

৫৬. নিশ্চয়ই তাদের যারা তাদের কাছে আসা দলিল ভিন্ন কিছুসহ আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতন্ডা করতে থাকে, তাদের মনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই ছাড়া নেই। তারা তা দিয়ে পৌঁছাতে পারবে না। এরপর আল্লাহর প্রতি আশ্রয় নাও। নিশ্চয়ই তিনি- তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

৫৭. এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সৃষ্টি এই মানুষ সৃষ্টি থেকে নিশ্চিত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই মানুষের অধিকাংশই তা জানে না।

৫৮. এবং সেই অন্ধ ও সেই দ্রষ্টা সমান হতে পারে না; এবং যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে- তারা সেই মন্দ কর্মশীল নয়। তোমরা এক অল্পই যা উপদেশ গ্রহণ কর!

৫৯. নিশ্চয়ই পরম সময় নিশ্চিত আসছে। সন্দেহ নেই এর মধ্যে। কিন্তু এই মানুষের অধিকাংশই তা বিশ্বাস করে না।

৬০. এবং তোমাদের রব বলেন, 'আমাকে ডাক, আমি তোমাদের প্রতি সাড়া দেব'। নিশ্চয়ই যারা আমার দাসত্বের প্রতি গর্ব করতে থাকে, তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে- হীনগ্রস্ত।

রুকূ ৭

৬১. আল্লাহ- যিনি একজন তোমাদের জন্য এই রাত বানিয়েছেন, যাতে তোমরা এর মধ্যে বিশ্রাম নিতে পার; এবং এই দিন দৃশ্যমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ এই মানুষের উপর নিশ্চিত বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী। কিন্তু অধিকাংশই এই মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

৬২. সেই-ই তোমাদের আল্লাহ, তোমাদের রব- সকল কিছুর স্রষ্টা। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। এরপরও তোমরা কিভাবে প্রতারিত হচ্ছো?

৬৩. যারা আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যান করাতে থাকে, তারা সেইরকমই প্রতারিত হয়।

৬৪. আল্লাহ- যিনি একজন তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে এক বাসস্থান ও এই আকাশকে এক নির্মাণ বানিয়েছেন; এবং তিনিই তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন। এরপর তিনি তোমাদের আকৃতি উত্তম করেছেন; এবং তিনি তোমাদেরকে সকল ভালো কিছু থেকে রিজিক দিয়েছেন। সেই তোমাদের আল্লাহ, তোমাদের রব। এরপর এই বিশ্ব জগতের রব আল্লাহ আশীর্বাদময়।

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। এরপর এই দ্বীনে তাঁর প্রতি এক একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাক। সকল প্রশংসা এই বিশ্ব জগতের রব আল্লাহরই জন্য।

৬৬. বল, 'আমার কাছে আমার রবের থেকে যখন সকল পরিষ্কার প্রমাণ এসেছে, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে- নিশ্চয়ই আমি, আমি যেন না তাদের দাসত্ব করি- তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যাদেরকে ডাক; এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যাতে এই বিশ্ব জগতের রবের প্রতি মুসলিম হই'।

৬৭. 'তিনিই- যিনি একজন তোমাদেরকে ধুলোকণা থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্রবিন্দু থেকে। তারপর এক আলাকা থেকে। তারপর তিনি তোমাদেরকে এক শিশু বের করে আনেন। তারপর তোমরা যেন তোমাদের পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছাতে পার। তারপর তোমরা যেন বৃদ্ধ হতে পার; এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে আগে থেকেই পূর্ণ করে দেওয়া হয়; এবং তোমরা যাতে নির্ধারিত এক মেয়াদে পৌঁছাতে পার; এবং যাতে তোমরা আকল ব্যবহার করতে পার'।

৬৮. তিনিই- যিনি একজন জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান। এরপর যখন তিনি এক আদেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এরপর তার জন্য শুধুমাত্র বলেন, 'হও'। এরপর এ হয়ে যায়।

রুকূ ৮

৬৯. তুমি কি তাদের দিকে দেখ না- যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতণ্ডা করতে থাকে? কিভাবে তারা ফিরে যেতে থাকে?

৭০. তাদের যারা এই কিতাবের প্রতি মিথ্যা বলে; এবং তার প্রতিও- আমি যাসহ আমার রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলাম, এরপর শিগগিরই তারা জানতে পারবে।

৭১. তখন তাদের গলার মধ্যে সেই লোহার বেড়ি; এবং সেই শেকল তাদেরকে টানতে থাকবে-

৭২. চরম উষ্ণ পানির মধ্যে। তারপর সেই আগুনের মধ্যেই তারা পুড়তে থাকবে।

৭৩. তারপর তাদের প্রতি বলা হবে, 'কোথায় তারা, তোমরা যাদের সাথে শরীক করছিলে'-

৭৪. 'আল্লাহর পাশ থেকে'? তারা বলবে, 'আমাদের থেকে তারা হারিয়ে গেছে। বরং আমরা আগের থেকেই এক কিছুই ডাকি নি'। আল্লাহ সেইরকমই এই সকল অস্বীকারকারীকে বিভ্রান্ত হতে দেন।

৭৫. সেই-ই তোমরা! তোমরা যাসহ এই পৃথিবীর মধ্যে আনন্দ-উল্লাস করছিলে। পরম সত্য ভিন্ন কিছুসহ। তখন তোমরা তাঁর প্রতি অবজ্ঞাকরণে ছিলে।

৭৬. 'প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজাগুলোতে'। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। এরপর এই সকল অহংকারীর সেই বাসস্থান নিকৃষ্ট হবে!

৭৭. এরপর ধৈর্য ধর। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। এরপর আমি তার পরবর্তীতে তাদেরকে যা ওয়াদা করেছি, আমি যদি তোমাকে তা দেখিয়ে দেই; অথবা আমি তোমাকে পূর্ণ করে দেই- এরপর তারাও আমার কাছেই ফিরে আসবে।

৭৮. এবং আমি অবশ্যই তোমার আগে থেকেই রাসূলদেরকে পাঠিয়েছি। আমি তাদের মধ্যের কাউকে তোমার সামনে বর্ণনা করেছি; এবং আমি তাদের মধ্যে কাউকে তোমার সামনে বর্ণনা করি নি; এবং রাসূলদের জন্য ছিল না যে, সে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো আয়াত নিয়ে আসবে। এরপর যখন আল্লাহর আদেশ আসে, তখন পরম সত্যসহ সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। তখন এসবে সকল মিথ্যা রটনাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রুকূ ৯

৭৯. আল্লাহ- যিনি একজন তোমাদের জন্য এই আন'আম বানিয়েছেন, যাতে তোমরা তার থেকে চড়ে বেড়াতে পার; এবং তার থেকেই তোমরা খাও।

৮০. এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উপকারিতাও; এবং যাতে তোমরা তোমাদের বুকের মধ্যের এক প্রয়োজনে তার উপরে পৌঁছাতে পার; এবং এর উপর ও সেই নৌকায় উপরে তোমাদেরকে বহন করা হয়।

৮১. এবং তিনি তোমাদেরকে তাঁর আয়াত দেখিয়ে থাকেন। এরপর তোমরা আল্লাহর কোন আয়াত অস্বীকার করবে?

৮২. এরপর কি তারা এই পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ করে না? এরপর কি তারা দেখে না- যারা তাদের আগের থেকে, কেমন ছিল তাদের শেষটা? তারা এদের থেকে অধিক সংখ্যক ছিল; এবং এই পৃথিবীর মধ্যে শক্তিতে এক শক্তিমান ও কীর্তিমান। এরপর তারা যা অর্জন করত, তা থেকে তাদের উপকার আসে নি।

৮৩. এরপর যখন তাদের কাছে তাদের রাসূলরা পরিষ্কার প্রমাণসহ আসত- তাদের কাছে যা আগের সেই জ্ঞানের মধ্য থেকে, তারা তা দিয়ে আনন্দ-উল্লাস করত; এবং তা দিয়েই তারা 'তা' ঢেকে রাখত। তারা 'তাতে' বিদ্রূপকরণে ছিল।

৮৪. এরপর যখন তারা আমার শাস্তি দেখত; তারা বলত, 'আমরা একক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করি; এবং আমরা যার সাথে অংশীদার ছিলাম, আমরা তাকে অস্বীকার করছি'।

৮৫. এরপর যখন তারা আমার শাস্তি দেখল, তাদের সে বিশ্বাস তাদের উপকার করতে পারে নি। সুন্নত আল্লাহরই। সেই যা তাঁর দাসদের মধ্যে অবশ্যই অতীতে হয়েছে। তখন এসবে সকল অস্বীকারকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪১. সূরা হাম-মীম আস-সাজ্‌দা

৫৪ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. হা-মীম।

২. পরম দয়ালু, পরম দয়াময়ের পক্ষ থেকে এক নাজিল-

৩. এক কিতাব- এর আয়াত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যারা জানে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য এক আরাবীতে এক কুরআন,

৪. এক সুসংবাদদাতা ও এক সতর্ককারী। এরপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নেয়। এরপর তারা শুনবে না।

৫. এবং তারা বলে, 'তুমি যাসহ যাতে আমাদেরকে ডাকছ, আমাদের অন্তরের মধ্যে তার থেকে আবরণ; এবং আমাদের কানের মধ্যে বধিরতা; এবং আমাদের মাঝ থেকে তোমার মাঝে হিজাব। এরপর তুমি করতে থাক; এবং নিশ্চয়ই আমরা- আমরাও করছি'।

৬. বল, 'আমি তোমাদের মতোই শুধুমাত্র মানুষ। আমার প্রতি ওহি হয় তা এমন যে, তোমাদের ইলাহ- ইলাহ একজন। এরপর তোমরা তার প্রতি দাঁড়িয়ে যাও এবং তাঁর ক্ষমা চাও; এবং সকল শিরককারীর জন্য দুর্ভোগ'-

৭. 'তারাই- যারা সেই জাকাত দেয় না এবং তারা সেই পরম আখিরাতের প্রতি অস্বীকারকারী'।

৮. 'নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- তাদের জন্য সমাপ্তি ভিন্নই পুরস্কার'।

রুকূ ২

৯. বল, 'তোমরা নিশ্চয়ই কি সেই একজনের প্রতি নিশ্চিত অস্বীকারকারী, যিনি এই পৃথিবী দুই পর্যায়ের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন? তিনিই এই বিশ্বজগতের রব; এবং তোমরা কি তাঁর জন্য এক সমকক্ষ বানিয়ে থাক'?

১০. 'তিনি এর ঊর্ধ্ব থেকে এর মধ্যে দৃঢ় স্থাপিত পর্বতমালা বানিয়েছেন; এবং তিনি এর মধ্যে আশীর্বাদ করেছেন; এবং তিনি চাহিদাকারীদের জন্য এক সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে চার পর্বে এর মধ্যের উপাদানগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন'।

১১. তারপর তিনি এই আকাশের দিককে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ করলেন। তখন তা ধোঁয়ায় পূর্ণ। এরপর তিনি এর প্রতি ও এই পৃথিবীর প্রতি বললেন, 'তোমরা উভয়ে আস- এক ইচ্ছায় অথবা এক অনিচ্ছায়'। তারা উভয়ে বলল, 'আমরা এসেছি অনুগত'।

১২. এরপর তিনি তাদেরকে দুই পর্বের মধ্যে সাত আকাশের সিদ্ধান্ত দিলেন; এবং তিনি প্রত্যেক আকাশের মধ্যে এর আদেশগুলো ওহি করলেন; এবং আমি এই দুনিয়ার এই আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সজ্জিত করলাম; এবং এক হেফাজত। সেই-ই পরম ক্ষমতাশালী, সর্বজ্ঞাতের সিদ্ধান্ত।

১৩. এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়; এরপর বল, 'আমি তো তোমাদেরকে এক বজ্রপাতের বিষয়ে সতর্ক করেছি। আদ ও সামূদের বজ্রপাতের মতই'।

১৪. তাদের কাছে তখন তাদের হাতের মাঝ থেকে ও তাদের পিছন থেকে সেই রাসূলরা এসেছিল: 'আল্লাহকে ছাড়া দাসত্ব করবে না'! তারা বলল, 'আমাদের রব যদি ইচ্ছা করতেন, তিনি নিশ্চিত এক ফেরেশতা নাজিল করতেন। এরপর তোমাদেরকে যাসহ পাঠানো হয়েছে, আমরা নিশ্চয়ই তার প্রতি অস্বীকারকারী'।

১৫. এরপর তার মধ্যে আদ! এরপর তারা এই পৃথিবীর মধ্যে পরম সত্য ভিন্ন কিছুসহ অহংকার করেছিল; এবং তারা বলল, 'কে আমাদের থেকে এক শক্তিতে শক্তিশালী'? তারা কি কখনই দেখে নি এমন যে, আল্লাহ- তিনি একজন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের থেকে এক শক্তিতে শক্তিশালী? কিন্তু তারা ছিল আমার আয়াতের প্রতি অমান্যকরণে।

১৬. এরপর আমি এক অশুভ দিনের মধ্যে এক ভংয়কর ঝোড়ো-বাতাস পাঠালাম। আমি যাতে তাদেরকে এই দুনিয়ার এই জীবনে চরম অমর্যদাকর শাস্তির স্বাদ দিতে পারি; এবং পরম আখিরাতের নিশ্চিত শাস্তি অধিক অমর্যদাকর। তখন তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না।

১৭. এবং তার মধ্যে সামূদ! আমি তাদেরকে পথ দেখিয়েছিলাম। এরপর তারা সেই পথ-নির্দেশের উপরে চরম অন্ধত্ব পছন্দ করল। এরপর তাদেরকে বজ্রপাতের সেই শাস্তি ধরল। তার সাথেই চরম হীনতা- তারা ছিল তাই অর্জনকরণে।

১৮. এবং যারা বিশ্বাস করেছিল, আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম। তখন তারা ছিল সাবধানতা অবলম্বনকরণে।

রুকূ ৩

১৯. আমি একদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে পরম আগুনের দিকে সমবেত করবো। এরপর তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে।

২০. ততক্ষণ পর্যন্ত- যতক্ষণ না যে, তাদের উপর তাদের কান ও তাদের চোখ এবং তাদের ত্বক- তারা যা করছিল তার প্রতি এর সাক্ষী দিতে আসবে।

২১. তাদের ত্বককে তারা বলবে, 'তোমরা কী জন্য আমাদের উপর সাক্ষ্য দিচ্ছ'? তারা বলবে, 'আল্লাহ- যিনি একজন সকল কিছুকেই কথা বলতে দেন, তিনি আমাদেরকেও কথা বলতে দিয়েছেন'। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন; এবং তাঁরই কাছে তোমরা ফিরে যাবে।

২২. তোমরা গোপনকরণে ছিলে না, যাতে না তোমাদের উপর তোমাদের কান সাক্ষ্য দেবে ও তোমাদের চোখও নয় এবং নয় তোমাদের ত্বকও। তখন তোমরা মনে করতে এমন যে, তোমরা যা করছ তার থেকে অনেক কিছুই আল্লাহ জানতে পারেন না।

২৩. এবং সেইরকমই তোমাদের অনুমান তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। তোমরা তোমাদের রবের প্রতি সেই যা অনুমান করেছিলে। তখন তোমরা সকল ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে হয়ে গেছো।

২৪. এরপর তারা যদি ধৈর্য ধরতে পারেও, এরপরও তাদের জন্য সেই আগুনই এক বাসস্থান। তখন তারা যদি সংশোধিত হতে চায়, এরপরও তারা সেই সংশোধীতদের মধ্যে নয়।

২৫. এবং আমি তাদের জন্য সাথী নির্দিষ্ট করেছি। এরপর যা তাদের হাতের মাঝে ও তাদের পিছনে- তাদের জন্য তা সজ্জিত করা হয়েছিল; এবং অবশ্যই যারা তাদের আগে থেকেই চলে গেছে- সেই সকল জিন ও সেই সকল মানুষের জাতিগুলো সম্পর্কে- তাদের উপরও সেই কথা সত্য হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা- তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

রুকূ ৪

২৬. এবং যারা অস্বীকার করে তারা বলে, 'এ- এই কুরআনের প্রতি শুনবে না; এবং তার সম্পর্কে চরম শোরগোল কর- যাতে তোমরা জয়ী হতে পার'।

২৭. এরপর যারা অস্বীকার করেছে, আমি তাদেরকে নিশ্চিত কঠিন এক শাস্তির স্বাদ দেব; এবং আমি নিশ্চিত তাদেরকে মন্দ প্রতিফল দেব- সেই যা তারা করছিল।

২৮. সেই-ই আল্লাহর শত্রুদের প্রতিফল- পরম আগুন। তাদের জন্য এর মধ্যেই পরম স্থায়ী বাড়িঘর। যারা আমার আয়াতের প্রতি অমান্যকরণে ছিল- তাদের প্রতি এক প্রতিফল।

২৯. এবং যারা অস্বীকার করে তারা বলবে, 'ও আমাদের রব! আমাদেরকে যারা এই জিন ও এই মানুষের মধ্য থেকে বিভ্রান্ত করেছিল- তাদেরকে দেখিয়ে দেন। আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের নিচের বানাব- যাতে তারা চরম নিচুদের মধ্যে হতে পারে'।

৩০. নিশ্চয়ই যারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের রব'- তারপর তারা দৃঢ়-স্থির থাকে, তাদের সামনে সেই ফেরেশতারা নাজিল হয়, 'ভয় করবে না ও দুঃখও করবে না; এবং বাগানের প্রতি সুসংবাদ নাও, সেই যা তোমাদেরকে ওয়াদা করা হয়েছে'।

৩১. 'আমরাই এই দুনিয়ার এই জীবনের মধ্যে ও পরম আখিরাতের মধ্যে তোমাদের বন্ধু। তোমাদের জন্য এর মধ্যে তা, তোমরা যা আকাঙ্ক্ষা কর- তোমারা নিজেরাই; এবং তোমাদের জন্য এর মধ্যে তা, তোমরা যা প্রার্থনা করবে'।

৩২. 'ক্ষমাশীল দয়াময় থেকে এক আপ্যায়ন'।

রুকূ ৫

৩৩. কে তার থেকে এক কথায় অধিক উত্তম, যে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং সে এক সৎকাজ করে; এবং সে বলে, 'নিশ্চয়ই আমি সকল মুসলিমের মধ্যে'!

৩৪. এবং পরম উত্তম বিষয় ও চরম মন্দ বিষয় সমান হতে পারে না। সেই যা অধিক উত্তম তাসহ প্রতিকার কর। এরপর সে একজনকে লক্ষ্য কর- তোমার মাঝে ও তার মাঝে শত্রুতা। সে এমন যে, ঘনিষ্ট এক বন্ধু।

৩৫. এবং যারা ধৈর্য ধরে তারা ছাড়া এর সাক্ষাত কেউ পাবে না; এবং সে ছাড়া এর সাক্ষাত পাবে না, যে সেরা এক অংশের অধিকারী।

৩৬. যদি তোমার কাছে সেই শয়তাননের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা আসে- এক মন্দ পরামর্শ, এরপর আল্লাহর প্রতি আশ্রয় চাও। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

৩৭. এবং তাঁর আয়াত থেকেই এই রাত ও এই দিন এবং এই সূর্য ও এই চাঁদ। তিনি একজন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এই সূর্যের প্রতি সিজদা করবে না ও এই চাঁদের প্রতিও নয়; এবং তোমরা যদি শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্বকরণে থাক- আল্লাহর প্রতি সিজ্‌দা কর।

৩৮. এরপর তারা যদি অহংকার করে, এরপরও যারা তোমার রবের কাছের- তারা প্রতি রাত ও প্রতি দিনের সাথে তাঁর প্রতি মাহাত্ম্য ঘোষণা করে; এবং তারা ক্লান্ত হয় না।

৩৯. এবং তুমি এমন যে, তুমি তাঁর আয়াত থেকে এই ভূমিকে এক বিরাণ দেখ। এরপর আমি যখন এর উপর এই পানি বর্ষণ করি, এ গজিয়ে ওঠে এবং বাড়তে থাকে। নিশ্চয়ই যিনি একজন একে জীবিত করেন, তিনি নিশ্চিত সকল মৃতকে জীবনদাতা। নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

৪০. নিশ্চয়ই তাদের যারা আমার আয়াতের মধ্যে বিকৃত করে, তারা আমার সামনে থেকে গোপন থাকতে পারবে না। এরপর কি কল্যাণকর যে, পরম কিয়ামতের দিন তাদেরকে ছুড়ে ফেলা হোক পরম আগুনের মধ্যে অথবা যে, সে আসুক এক নিরাপদে? 'কর! যা তোমরা ইচ্ছে কর! যাসহ তোমরা কর, নিশ্চয়ই তিনি এক দ্রষ্টা'।

৪১. নিশ্চয়ই তাদের যারা- তারা এই সকল উপদেশের প্রতি অস্বীকার করে, যখন তা তাদের কাছে এসেছে; এবং নিশ্চয়ই 'তা' নিশ্চিত ক্ষমতাবান এক কিতাব।

৪২. প্রশংসিত প্রজ্ঞাময়ের থেকে নাজিলকৃত তাতে সেই মিথ্যাকথন আসতে পারে না- তার হাতের মাঝ থেকেও নয়, তার পিছনে থেকেও নয়।

৪৩. অবশ্যই তোমার প্রতি তা ছাড়া বলা হয় না, যা তোমার আগে থেকেই রাসূলদের প্রতি বলা হতো। নিশ্চয়ই তোমার রব নিশ্চিত ক্ষমার অধিকারী ও যন্ত্রণাদায়ক প্রতিফলদানের অধিকারী।

৪৪. এবং আমি যদি 'তা' ভিন্‌দেশী এক কুরআন বানাতাম- নিশ্চিত তারা বলত, 'কেন তার আয়াত বিস্তারিত ব্যাখ্যাকৃত করা হয় নি? এ এক বিদেশি। কিন্তু আমরা এক আরবীয়'। বল, 'যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য তা এক পথ-নির্দেশ ও এক শেফা। কিন্তু তাদের যারা বিশ্বাস করে না, তাদের কানের

মধ্যে এক বধিরতা; এবং তাদের উপর তা এক অন্ধত্ব। তারাই- তাদেরকে দূরের এক স্থান থেকে ডাকা হচ্ছে'।

রুকূ ৬

৪৫. এবং আমি অবশ্যই মূসাকে এই কিতাব দিয়েছিলাম। এরপর তারা তার সম্পর্কে মতভেদ করল; এবং যদি না তোমার রবের থেকে কথাগুলো অগ্রগামী হয়ে থাকত, নিশ্চিত তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত হয়ে যেত; এবং নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত সন্দেহের মধ্যে। তার থেকে সন্দেহবাতিক।

৪৬. যে এক সৎকাজ করে, এরপর এ তার নিজের জন্যই; এবং যে মন্দ কাজ করে এরপর তা তারই উপর; এবং তোমার রব তাঁর দাসদের প্রতি জুলুমসহ নন।

পঁচিশতম পারা

৪৭. তারই কাছে পরম সময়ের জ্ঞান ফিরে যায়; এবং কোনো ফলমূল এর খোসা থেকে বের হয়ে আসে না; এবং কোনো নারী গর্ভধারণ করে না ও জন্মও দেয় না- তাঁর জ্ঞানসহ ছাড়া। একদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন, 'কোথায় আমার শরীকরা'? তারা বলবে, 'আমরা আপনাকে ঘোষণা দিচ্ছি, আমাদের থেকে সাক্ষী নেই'।

৪৮. এবং তারা আগে থেকে যাদেরকে ডাকত, তাদের থেকে তারা হারিয়ে যাবে; এবং তারা অনুমান করতে পারবে যে, তাদের জন্য নেই পালানোর স্থান।

৪৯. এই মানুষ পরম কল্যাণের প্রার্থনায় ক্লান্ত হয় না। কিন্তু যদি তাকে চরম মন্দ স্পর্শ করে, এরপর সে হতাশায় আশাহত।

৫০. এবং অবশ্যই আমি যদি তাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করার পরবর্তী থেকে আমার থেকে এক রহমতের স্বাদ দেই, নিশ্চিত সে বলতে থাকবে, 'এ আমারই জন্য; এবং আমি মনে করি না যে, পরম সময়ের বিষয় এক স্থিরকৃত; এবং আমি যদি আমার রবের কাছে ফিরে যাই, নিশ্চয়ই আমার জন্য তাঁর কাছে নিশ্চিত সকল উত্তমই'। এরপর যারা অস্বীকার করে, আমি নিশ্চিত তাদেরকে তাসহ খবর জানাব- যা তারা করে; এবং আমি তাদেরকে নিশ্চিত কঠোর শাস্তি থেকে স্বাদ দেব।

৫১. এবং আমি যখন এই মানুষকে নিয়ামত করি, সে মুখ ফিরিয়ে নেয়; এবং সে তার পাশের দিকে দূরে সরে যায়; এবং যখন তাকে সেই মন্দ স্পর্শ করে, এরপর সে দীর্ঘ প্রার্থনার অধিকারী হয়।

৫২. বল, 'তোমরা কি দেখছ! যদি এ আল্লাহর কাছ থেকে হয়, তারপর তোমরা এর প্রতি অস্বীকার করছ- কে অধিক বিভ্রান্ত তার থেকে, যে তার দূরবর্তী বিরুদ্ধাচারণের মধ্যে?

৫৩. আমি শিগগিরই তাদেরকে আমার আয়াত দেখাব- সকল দিগন্তের মধ্যে ও তাদের নিজেদের মধ্যেও, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তাদের জন্য পরিষ্কার বয়ান করা হয়- তা এমন যে, তা পরম সত্য। তোমার রব সম্পর্কে এ কি যথেষ্ট নয়- এমন যে, তিনি সকল কিছুর উপর সাক্ষী?

৫৪. লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের সাক্ষাৎ থেকে সন্দেহের মধ্যে। লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছু ঘেরাওকারী।

৪২. সূরা শূরা

৫৩ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. হা-মীম।

২. আইন-সীন-কাফ।

৩. তিনি তোমার কাছে এবং যারা তোমার আগে থেকেই তাদের কাছে সেইরকমই ওহি করেছেন। আল্লাহ পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।

৪. তাঁর জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে। তিনি পরম উঁচু, অতি মহান।

৫. এই আকাশমণ্ডলী তাদের ঊর্ধ্ব থেকে ভেঙে পড়ার কাছাকাছি হয়। তখন এই পৃথিবীর মধ্যের সকল ফেরেশতা প্রশংসার সাথে তাদের রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা করতে থাকে ও তাঁর প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. এবং তাদের যারা তাঁর পাশ থেকে অভিভাবক গ্রহণ করে- আল্লাহ তাদের উপরও হিফাজতকারী; এবং তুমি তাদের উপর উকিলসহ নও।

৭. আমি তোমার কাছে সেইরকমই এক আরবীতে এক কুরআন ওহি করেছি, যাতে তুমি এই মহা নগরীকে ও যারা এর চারপাশে তাদেরকে সতর্ক করতে পার; এবং সতর্ক কর সেই জমায়েতের দিনের। সন্দেহ নেই এর মধ্যে- একদল পরম বাগানের মধ্যে ও একদল পরম জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে।

৮. এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তিনি নিশ্চিত এক জাতি বানাতে পারতেন- একমাত্র। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে তার রহমতের মধ্যে প্রবেশ করতে দেন। কিন্তু চরম জালিম- তাদের জন্য অভিভাবক থেকে নেই এবং সাহায্যকারীও নয়।

৯. অথবা কি তারা তাঁর পাশ থেকে অভিভাবকদের গ্রহণ করেছে? এরপর আল্লাহ- তিনিই পরম অভিভাবক; এবং তিনিই সকল মৃতকে জীবন দেন। তিনি সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

রুকূ ২

১০. 'এবং তোমরা তাঁর সম্পর্কে যা কিছু থেকে যে মতভেদই কর, এরপর তার হুকুম আল্লাহরই কাছেই। সেইরকমই আল্লাহ আমার রব! আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি; এবং আমি তাঁর কাছেই ফিরে যাব'।

১১. 'সৃষ্টিকর্তা এই আকাশগুলীর ও এই পৃথিবীর। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের থেকেই এক জোড়া বানিয়েছেন; এবং সকল আন'আমের মধ্য থেকেও এক জোড়া। তিনি তোমাদেরকে তার মধ্যে বহুগুণ করেছেন। তাঁর মতো কিছুই নেই; এবং তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা'।

১২. 'তাঁরই জন্য এই আকাশমণ্ডলীর ও এই পৃথিবীর চাবি। তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে সকল রিজিকে বাড়িয়ে দেন; এবং তিনিই সিদ্ধান্ত দেন। নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত'।

১৩. তিনি তোমাদের জন্য এই দ্বীনের মধ্য থেকে আইন করেছেন (শারা'আ شَرَعَ: তিনি শরীয়া করেছেন)। তিনি নূহকে তা দিয়েই সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন; এবং আমি তোমার কাছে সেই তাই ওহি করেছি; এবং আমি তা দিয়েই ইবরাহীম ও মূসাকে সেই নির্দেশ দিয়েছিলাম; এবং ঈসাকেও যে, 'এই দ্বীনে স্থির থাক (আকিমূ أَقِيمُوا: প্রতিষ্ঠিত হও, দন্ডায়মান হও); এবং তার মধ্যে বিভক্ত হবে না'। তুমি তাদেরকে যার প্রতি ডাকছ, তা কি এই মুশরিকদের উপর বড় কিছু? আল্লাহ তাঁর দিকে মনোনীত করেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং যে ফেরে- তিনি তাকে তাঁর দিকে পথ দেখান।

১৪. তাদের কাছে যখন সেই জ্ঞান আসল, তারা তার পরবর্তী থেকে তাদের মাঝের এক স্বেচ্ছাচারে ছাড়া বিভক্ত হলো না। তোমার রবের থেকে যদি না কথাগুলো নির্দিষ্ট এক মেয়াদ পর্যন্ত অগ্রগামী হতো, তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত হয়ে যেত; এবং নিশ্চয়ই তাদের পরবর্তী থেকে যারা এই কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছিল- তারা তার থেকে নিশ্চিত সন্দেহের মধ্যে, সন্দেহকারী।

১৫. এরপর এরপর তাঁরই প্রতি ডাক এবং দৃঢ়-স্থির থাক- তোমাকে যেমন আদেশ করা হয়েছে; এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না; এবং বল, 'আল্লাহ কিতাবের থেকে যা নাজিল করেছেন, আমি তার প্রতি বিশ্বাস করি; এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে, তোমাদের মাঝে সাম্য স্থাপনের

জন্য। আল্লাহই আমাদের রব ও তোমাদেরও রব। আমাদের জন্য আমাদের কাজ; এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ। আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে বিবাদ নেই। আল্লাহই আমাদের মাঝে জমায়েত করবেন; এবং তার কাছেই চূড়ান্ত গন্তব্য'।

১৬. এবং তাদের যারা তাঁর প্রতি সাড়া দিয়ে তারই পরবর্তী থেকে বিবাদ করতে থাকে- তাদের বিতর্কের খণ্ডন তাদের রবের কাছেই। তখন তাদের উপর অসন্তোষ; এবং তাদের জন্য কঠোর শাস্তি।

১৭. আল্লাহ- তিনি একজন এই কিতাব পরম সত্য ও পরম মানদণ্ডসহ নাজিল করেছেন। তুমি কিভাবে জানবে যে, পরম সময় নিশ্চিত নিকটে নয়?

১৮. যারা এর প্রতি বিশ্বাস করতে পারে না, তারা এর প্রতি তাড়াহুড়ো করতে চায়। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে- তারা এর থেকে ভীতগ্রস্থ। তখন তারা জানে এ এমন যে, সেই-ই পরম সত্য। লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই যারা পরম সময় সম্পর্কে সন্দেহ করতে থাকে, তারা নিশ্চিত দূরবর্তী বিভ্রান্তির মধ্যে।

১৯. আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি সুক্ষ্মদর্শী। তিনি রিজিক দেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি পরম শক্তিশালী, পরম ক্ষমতাশালী।

রুকূ ৩

২০. এবং যে পরম আখিরাতের ফসল চাইতে থাকে, আমি তার জন্য তার ফসলের মধ্যে বাড়িয়ে দেই; এবং যে এই দুনিয়ায় ফসল চাইতে থাকে, আমি তাকে এর থেকে দেই। তখন তার জন্য পরম আখিরাতের মধ্যের কিছু থেকেই নেই।

২১. অথবা কি তাদের শরীকরা তাদের জন্য এই দ্বীনের মধ্যে 'আইন করেছে' (শারাআউ شَرَعُوا: শরীয়া করেছে)? আল্লাহ তাদের প্রতি কখনই তার অনুমতি দেন নি। যদি পরম ফয়সালার কথাগুলো না থাকত, নিশ্চিত তাদের মাঝে সিদ্ধান্ত হয়ে যেত। নিশ্চয়ই এই সকল জালিম- তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

২২. তুমি দেখবে এই জালিমরা- তারা যা অর্জন করেছে, তার থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত; এবং তাদের প্রতি তাই ঘটবে। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- তারা সেই বাগানের মনোরম স্থানের মধ্যে। তাদের জন্য তাই- তারা তাদের রবের কাছে যা ইচ্ছে করবে। সেই-ই তা পরম শ্রেষ্ঠ, পরম অনুগ্রহ।

২৩. সেই-ই তা- আল্লাহ তাঁর দাসদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে তাদেরকে সেই সুসংবাদ দেন। বল, 'আমি তোমাদেরকে পরম আত্মীয়তার মধ্যের পরম ভালোবাসার বন্ধন ছাড়া তার উপর এক পারিশ্রমিকের প্রশ্ন

করি না'; এবং যে এক উত্তম অর্জন করে, আমি তার জন্য এর মধ্যে উত্তম বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

২৪. অথবা তারা কি বলছে, 'সে আল্লাহর উপর এক মিথ্যা আবিষ্কার করেছে'? এরপর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তিনি তাহলে নিশ্চয়ই তোমার হৃদয়ের উপর সীল-গালা দিতে পরতেন। কিন্তু আল্লাহ 'তাঁর কথা দিয়ে' চরম মিথ্যা কথনকে নিশ্চিহ্ন করেন; এবং তিনি পরম সত্যকে সত্য করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞাত যাসহ সকল অন্তর।

২৫. এবং তিনি- যিনি একজন তাঁর দাসদের থেকে পরম তওবা কবুল করেন; এবং তিনি চরম পাপের থেকে ক্ষমা করেন; এবং তিনি জানেন তোমরা যা করে থাক।

২৬. এবং যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- তিনি তাদেরকে সাড়া দেন; এবং তিনি তাদেরকে তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে বাড়িয়ে দেন। কিন্তু যারা সেই অস্বীকারকারী, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি।

২৭. এবং আল্লাহ যদি তাঁর দাসদের জন্য সকল রিজিকে বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিতেন, তারা এই পৃথিবীর মধ্যে নিশ্চিত স্বৈরাচারী হতো। কিন্তু যা তিনি ইচ্ছে করেন, তিনি তা তাঁর সিদ্ধান্তসহ নাজিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর দাসদের প্রতি অবগত, দ্রষ্টা।

২৮. এবং যখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে, তার পরবর্তী থেকে তিনিই- যিনি একজন সেই বৃষ্টি নাজিল করে থাকেন, এবং তিনিই তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই পরম প্রশংসিত পরম অভিভাবক।

২৯. এবং তাঁর আয়াত থেকেই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সৃষ্টি; এবং তিনি তাদের উভয়ের মধ্যে জীব-জন্তু থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, তিনি তাদের জমায়েতের উপর সিদ্ধান্তদাতা।

রুকূ ৪

৩০. এবং তোমাদেরকে যখন দুর্যোগ থেকে আঘাত করে, এরপর তা তার প্রতিই- তোমাদের হাত যা অর্জন করে; এবং তিনি অনেক কিছু থেকেই ক্ষমা করে দেন।

৩১. এবং তোমরা এই পৃথিবীর মধ্যে পলাতকদের সাথে নও; এবং আল্লাহর পাশ থেকে তোমাদের জন্য অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই।

৩২. এবং তাঁর আয়াত থেকেই সকল সমুদ্রের মধ্যে সেই পর্বত-মালার মতোই সকল নৌযান।

৩৩. যদি তিনি ইচ্ছা করেন- তিনি সেই বাতাস থামিয়ে দিতে পারেন। এরপর তিনি তাদের পিঠের উপরই তা গতিহীন বানাতে পারেন। নিশ্চয়ই প্রত্যেক কৃতজ্ঞ ধৈর্যশীলদের জন্য তারই মধ্যে আয়াত।

৩৪. অথবা তারা যা অর্জন করে- তিনি তা দিয়েই তাদেরকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন; কিন্তু তিনি অনেক কিছুই ক্ষমা করেন।

৩৫. এবং যারা আমার আয়াত সম্পর্কে বিতণ্ডা করতে থাকে- তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের জন্য নেই আশ্রয়ের স্থান থেকে।

৩৬. এরপর তোমাদেরকে যা কিছু থেকে দেওয়া হয়েছে, এরপর তা এই দুনিয়ার এই জীবনের ভোগ সামগ্রী। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে ও তাদের রবের উপরই নির্ভর করে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে যা- তা কল্যাণকর ও স্থায়ী।

৩৭. এবং তাদের যারা সকল বড় পাপ ও চরম অনৈতিকতা এড়িয়ে চলে; এবং তাদেরকে যখন যা রাগান্বিত করে, তারা ক্ষমা করে থাকে-

৩৮. এবং তাদের যারা তাদের রবের প্রতি সাড়া দেয় ও 'পরম যোগাযোগ' (আল'সালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে; এবং তাদের আদেশগুলো তাদের মাঝের পরামর্শতে; এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তারা তা থেকে ব্যয় করে থাকে-

৩৯. এবং তাদের যারা- তাদেরকে যখন চরম স্বৈরাচার আঘাত করে, তারা নিজেদেরকে রক্ষা করে থাকে।

৪০. এবং মন্দ বিষয়ের প্রতিফল, তার মতোই মন্দ বিষয়ে। এরপর যে ক্ষমা করে ও সংশোধিত হয়, এরপর তার পুরস্কার আল্লাহর উপর। নিশ্চয়ই তিনি চরম জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

৪১. এবং কাউকে জুলুমের পরবর্তীতে, যারা তাকে নিশ্চিত সাহায্য করে থাকে- এরপর তাদের উপর কোনো উপায় থেকে নয়।

৪২. যারা এই মানুষকে এই পৃথিবীর মধ্যে পরম সত্য ভিন্ন কিছুসহ জুলুম করে থাকে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করে- সেই উপায় শুধুমাত্র তাদের উপর। তারাই- তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৪৩. এবং যারা নিশ্চিত ধৈর্য ধরে ও ক্ষমা করে, তারাই সকল বিষয়ের মধ্যে নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ।

৪৪. এবং আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করে থাকেন, এরপর তার জন্য তার পরবর্তীতে তাতে অভিভাবক থেকে নেই; এবং যখন তারা শাস্তি দেখবে- তুমি দেখতে পাবে সকল জালিমকে; তারা বলছে, 'পলায়নের দিকে কী পথ'?

৪৫. এবং তুমি তাদেরকে দেখবে, তাঁর সামনে তাদেরকে প্রদর্শন করা হচ্ছে- তারা চরম লাঞ্ছনায় হীনগ্রস্থ। তারা চোরা চাহনিতে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে; এবং যারা বিশ্বাস করেছিল তারা তাদেরকে বলছে, 'নিশ্চয়ই যারা তাদের নিজেদেরকে ও তাদের পরিবারের ক্ষতি করেছে- তারাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত'। সেই দিন পরম কিয়ামতের। লক্ষ্য কর! এই সকল জালিম নিশ্চয়ই স্থায়ী শাস্তির মধ্যে।

রুকূ ৫

৪৬. এবং তাদের জন্য অভিভাবক থেকে থাকবে না- যারা তাদেরকে আল্লাহর পাশ থেকে সাহায্য করতে পারে; এবং আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, এরপর তাতে তার জন্য পথগুলো থেকে নেই।

৪৭. তোমাদের রবের প্রতি আগে থেকেই সাড়া দাও। তখন আসবে একদিন- এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরতি নেই; এবং সেদিন তোমাদের জন্য আশ্রয় নেই; এবং তোমাদের জন্য অমান্যকরণ থেকেও নেই।

৪৮. এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, এরপর আমি তোমাকে তাদের উপর হেফাজতকারী পাঠাই নি। তোমার উপর এই সকল পৌঁছান ছাড়া নয়; এবং নিশ্চয়ই আমি যখন আমার পক্ষ থেকে এই মানুষকে এক রহমতের স্বাদ দেই- সে এসহ উৎফুল্ল হয়। কিন্তু যখন তাদেরকে মন্দ কিছু আঘাত করে- তাদের হাত যাসহ অগ্রিম পাঠিয়েছিল, এরপর এই মানুষ নিশ্চয়ই অস্বীকারকারী।

৪৯. আল্লাহরই জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব। তিনি সৃষ্টি করে থাকেন- যা তিনি ইচ্ছে করেন। তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন- তিনি তাকে এক কন্যা সন্তান দান করেন; এবং তিনি যার জন্য ইচ্ছে করেন, তিনিই তাকে দান করেন সেই পুত্র সন্তান।

৫০. অথবা তিনি তাদেরকে জোড়া করেন- পুত্র এবং কন্যা; এবং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে বানিয়ে থাকেন এক বন্ধ্যা। নিশ্চয়ই তিনি জ্ঞাত, সিদ্ধান্তদাতা।

৫১. এবং মানুষের জন্য হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকে এক ওহি ছাড়া কথা বলবেন; অথবা পর্দার পিছন থেকে; অথবা তিনি পাঠাবেন এক দূত। এরপর তিনি তাঁর অনুমতিসহ ওহি করেন- যা তিনি ইচ্ছা করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি উঁচু, বিচক্ষণ।

৫২. এবং আমি আমার আদেশ থেকে তোমার প্রতি সেইরকমই এক 'রূহ্' ওহি করেছি। তুমি জানতে না- কী এই কিতাব; এবং এই বিশ্বাসও নয়। কিন্তু আমিই 'তা' এক আলো বানিয়েছি। আমি আমার দাসদের থেকে যাকে ইচ্ছা করি, আমি তা দিয়ে পথ দেখাই; এবং নিশ্চয়ই তুমি পথ দেখাও নিশ্চিত সরল-সোজা পথের দিকে-

৫৩. আল্লাহরই পথ। তিনি একজন। তাঁরই জন্য যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে। লক্ষ্য কর! আল্লাহর কাছেই সকল বিষয় পৌঁছায়।

৪৩. সূরা জুখ্রুফ

৮৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. হা-মীম।

২. শপথ পরম পরিষ্কার কিতাবের।

৩. এক আরাবীতে এক কুরআন। নিশ্চয়ই আমিই তা বানিয়েছি- যাতে তোমরা আকল ব্যবহার করতে পার।

৪. এবং নিশ্চয়ই 'তা' আমার কাছের সেই 'মূল' (উম্মী أُمِّ: মাতা) কিতাবের মধ্যের। নিশ্চিত অতি উঁচু, প্রজ্ঞাপূর্ণ।

৫. এরপর আমি কি তোমাদের প্রতি এই উপদেশ এক উপেক্ষায় উপস্থাপন করছি যে, তোমরা হয়েছ সীমালঙ্ঘনকারী এক সম্প্রদায়?

৬. এবং আমি পূর্ববর্তীদের মধ্যে সেই নবীদের থেকে কতজনকে পাঠিয়েছিলাম?

৭. এবং তাদের কাছে নবীদের থেকে আসে নি- তারা ছিল তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকা ছাড়া।

৮. এরপর আমি তাদের থেকে অধিক শক্তিশালী এক আক্রমণে তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম; এবং সেই পূর্ববর্তীদের উদাহরণগুলো অতিক্রান্ত হয়েছে।

৯. এবং তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন'? তারা নিশ্চিত বলবে, 'তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পরম ক্ষমতাশালী, সর্বজ্ঞাত'।

১০. যিনি একজন তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে এক বিছানা বানিয়েছেন; এবং তিনি তোমাদের জন্য এর মধ্যে এক পথ বানিয়েছেন- যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হতে পার।

১১. এবং তিনি একজন তাঁর সিদ্ধান্তসহ এই আকাশের মধ্য থেকে পানি বর্ষণ করেন। এরপর আমি মৃত এক ভূমিকে জাগিয়ে দেই। সেইরকমই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।

১২. এবং তিনি একজন সকল জোড়া সৃষ্টি করেছেন- এর প্রত্যেকটিই; এবং তিনি তোমাদের জন্য সকল নৌযান ও সকল আন'আমের মধ্য থেকে বানিয়ে থাকেন- যাতে তোমরা চড়ে থাক।

১৩. তোমরা যাতে তাদের পিঠের উপর আসীন হতে পার। তারপর তোমরা যখন তার উপর আসীন হও- তোমাদের রবের নিয়ামত স্মরণ কর; এবং বল, 'সুমহান তিনি! আমরা যখন এর প্রতি সক্ষম হতে পারতাম না- তিনিই তখন আমাদের জন্য এ অধীন করে দিয়েছেন'।

১৪. 'এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের দিকে নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনকারী'।

১৫. কিন্তু তারা তাঁর জন্য তাঁর দাসদের থেকে এক অংশী বানায়। নিশ্চয়ই এই মানুষ নিশ্চিত অস্বীকারকারী, নিশ্চিত অকৃতজ্ঞ।

রুকু ২

১৬. অথবা তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তার থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে সকল পুত্র সন্তানদের জন্য মনোনীত করেছেন?

১৭. এবং তারা পরম দয়াময়ের প্রতি যে উদাহরণ উপস্থাপন করে, তিনি যখন তাদের একজনকে তাসহ শুভসংবাদ দেন- তার মুখমণ্ডল কালো ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।

১৮. এবং তাকে কি সকল অলঙ্কারের মধ্যে লালন-পালন করা হয়? এবং সে কি সকল বিতর্কের মধ্যে পরিষ্কার ভিন্ন কিছু?

১৯. তারা এই ফেরেশ্তাদেরকে এক নারী বানিয়েছে। তাদের তারা- তারা পরম দয়াময়ের দাস। তারা কি তাদের সৃষ্টিতে সাক্ষী ছিল? আমি তাদের সাক্ষ্য কিতাবে লিখে রাখব; এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাও করা হবে।

২০. এবং তারা বলে, 'পরম দয়াময় যদি ইচ্ছে করতেন, আমরা তাদের দাসত্ব করতাম না'। তাদের জন্য তাঁর প্রতি জ্ঞান নেই। তারা অনুমান করতে থাকা ছাড়া নয়।

২১. অথবা আমি কি তার আগে থেকেই তাদেরকে এক কিতাব দিয়েছি? এরপর তারা কি তার প্রতি ধারণকারী?

২২. বরং তারা বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের বাপদাদাদেরকে এক জাতির উপর পেয়েছি; এবং নিশ্চয়ই আমরা তাদের পদচিহ্নের উপর পথপ্রাপ্ত'।

২৩. এবং সেইরকমই আমি তোমার আগের জনপদের মধ্যে সতর্ককারীদের থেকে তা ছাড়া পাঠাই নি যে, যারা এর সম্পদশালী তারা বলেছে, 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের বাপদাদাদের এক জাতির উপর পেয়েছি; এবং নিশ্চয়ই আমরা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণকারী'।

২৪. সে বলত, 'তোমরা যা পেয়েছ- যার উপর তোমাদের বাপদাদারা, আমি যদি তোমাদের কাছে তার থেকে অধিক পথ-নির্দেশসহ আসি'? তারা বলত, 'নিশ্চয়ই যাসহ তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, আমরা তার প্রতি অস্বীকারকারী'।

২৫. এরপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। এরপর দেখ! কেমন ছিল সেই সকল মিথ্যুকের পরিণতি!

রুকু-৩

২৬. এবং ইবরাহীম যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলল, 'তোমরা যাদের দাসত্ব করছ, আমি নিশ্চয়ই তাদের থেকে মুক্ত'।

২৭. 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে ছাড়া; এবং নিশ্চয়ই তিনি- তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন'।

২৮. এবং তিনি সেই পরিণতি সম্পর্কে একে এক স্থায়ী কথা বানিয়েছেন- যাতে তারা ফিরে আসতে পারে।

২৯. বরং তাদের কাছে যতক্ষণ না পরিষ্কার পরম সত্য ও রাসূল আসল, আমিই এদেরকে ও তাদের বাপদাদাদেরকে ভোগসামগ্রী দিয়েছি।

৩০. এবং যখন তাদের কাছে পরম সত্য আসল; তারা বলল, 'এ জাদু; এবং আমরা এর প্রতি নিশ্চয়ই অস্বীকারকারী'।

৩১. এবং তারা বলে, 'কেন এ- এই কুরআন এই দু'জনপদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক পুরুষের উপর নাজিল হলো না'?

৩২. তারা কি তোমার রবের রহমতের কসম করছে? আমিই এই দুনিয়ার এই জীবনে তাদের মাঝের তাদের জীবন-যাপন উপকরণের কসম করেছি; এবং আমি তাদের এককে অপরের ঊর্ধ্বে পদমর্যদায় উত্তোলন করি, যাতে তারা তাদের এককে অপরের এক অধীনস্তে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তারা যা জমা করতে থাকে, তোমার রবের রহমত তার থেকে কল্যাণকর।

৩৩. এবং যদি না যে সকল মানুষ এক জাত হয়ে যেত- একমাত্রই; যারা পরম দয়াময়ের প্রতি অস্বীকার করে থাকে, আমি তাদের জন্য তাদের ঘরের ছাদ ও সিঁড়ি নিশ্চিত রুপা থেকে বানাতাম। তারা এর উপর জাহির করতে পারত।

৩৪. এবং তাদের ঘরের জন্য দরজাগুলো ও আরামদায়ক আসনগুলোও। তারা এর উপর হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে থাকত।

৩৫. এবং সোনার গহনাও। এই দুনিয়ার এই জীবনের সেই সকল ভোগসামগ্রি- তার প্রত্যেকটিই নিশ্চিত নয়। কিন্তু সকল সাবধানীর জন্য পরম আখিরাতে তা তোমার রবের কাছেই।

রুকূ ৪

৩৬. পরম দয়াময়ের যে উপদেশ- যে তা সরিয়ে ফেলে, আমি তার জন্য এক শয়তানের সিদ্ধান্ত দেই। এরপর সে তার জন্য সাথী।

৩৭. এবং নিশ্চয়ই সে তাকে পরম পথ থেকে নিশ্চিত সরিয়ে দেয়। কিন্তু তারা মনে করে, তারা এমন যে- পথপ্রাপ্ত।

৩৮. সে আমার কাছে যখন আসবে, তখন সে বলবে, 'হায়! যদি হতো আমার মাঝে ও তার মাঝে সেই পূর্ব ও সেই পশ্চিমের দূরত্ব'! এরপর নিকৃষ্ট সেই সাথী হয়!

৩৯. এবং তোমরা যখন জুলুম করেছে- আজ এই দিন তোমাদেরকে উপকার করবে না। তোমরা এমন যে, চরম শাস্তির মধ্যে শরীক।

৪০. এরপরও কি তুমি সেই বধিরকে শুনাতে পারবে অথবা সেই অন্ধকে পথ দেখাতে পারবে- যখন তারা পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে?

৪১. এরপর আমি যদি তোমাকে নিয়ে যাই, এরপরও আমি নিশ্চয়ই তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৪২. অথবা আমি যা তাদেরকে ওয়াদা করেছি, তোমাকে তা দেখাই- এরপরও নিশ্চয়ই আমি তাদের উপর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী।

৪৩. এরপর তোমার প্রতি যা ওহি করা হয়েছে, তার প্রতি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। নিশ্চয়ই তুমি সরল-সোজা পথের উপর।

৪৪. এবং নিশ্চয়ই 'তা' তোমার জন্য ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য নিশ্চিত উপদেশ; এবং শিগগিরই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

৪৫. এবং আমি আমার রাসূলদের থেকে তোমার আগে যাকে পাঠিয়েছিলাম, তুমি জিজ্ঞাসা কর, আমি কি পরম দয়াময়ের পাশ থেকে 'ইলাহ' বানিয়েছিলাম- যাদের দাসত্ব করা হতো?

রুকূ ৫

৪৬. এবং আমি অবশ্যই মূসাকে আমার আয়াতসহ ফির'আওন ও তার কার্যনির্বাহীদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এরপর সে বলল, 'নিশ্চয় আমি এই বিশ্ব জগতের রবের রাসূল'।

৪৭. এরপর সে যখন আমার আয়াতসহ তাদের কাছে আসল, লক্ষ্য কর! তারা এর থেকে হাসি-ঠাট্টাকরণে।

৪৮. এবং আমি তাদেরকে আমার আয়াত থেকে দেখাই নি, যা এর স্বগ্রোত্রীয়দের থেকে অধিক শ্রেষ্ঠতর ছাড়া। আমি তাদেরকে চরম শাস্তিসহ ধরলাম- যাতে তারা ফিরে আসতে পারে।

৪৯. কিন্তু তারা বলল, 'ও এই জাদুকর! আমাদের জন্য তোমার রবকে ডাক। তিনি তোমার কাছে যার ওয়াদা করেছেন তার প্রতি। নিশ্চয়ই আমরা নিশ্চিত পথপ্রাপ্ত'।

৫০. এরপর যখন আমি তাদের থেকে সেই শাস্তি দূর করে দিলাম; লক্ষ্য কর! তারা তা ভঙ্গ করল।

৫১. এবং ফির'আওন তার লোকজনের মধ্য থেকে ডাকল। সে বলল 'ও আমার সম্প্রদায়! আমার জন্য কি নয় মিসর রাজ্য? এবং এর এই সকল নদী কি আমার নিচ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে? এরপরও কি তোমরা দেখ না'?

৫২. 'অথবা সে একজন- যে নগণ্য; এবং সে পরিষ্কার করতে পারার কাছাকাছিও নয়- আমি কি এ থেকে শ্রেষ্ঠতর'?

৫৩. 'এরপর কেন তার উপর সোনা থেকে বলয় ছুড়ে দেওয়া হলো না? অথবা কেন তার সাথে সেই ফেরেশ্‌তা-সাথী আসে না?

৫৪. এরপর সে তার সম্প্রদায়কে হালকা করে দিল। এরপর তারা তাকে মেনে নিল। নিশ্চয়ই তারা- তারা ছিল ফাসিক এক সম্প্রদায়।

৫৫. এরপর যখন তারা আমাকে রোষান্বিত করল, আমি তাদের থেকে শোধ নিলাম। এরপর আমি তাদের সকলকে একত্রে ডুবিয়ে দিলাম।

৫৬. এরপর আমি তাদেরকে সকল পরবর্তীর জন্য 'এক ইতিহাস' (সালাফান سَلَفًا: পূবর্তীদের ঐতিহ্য) ও এক উদাহরণ বানালাম।

রুকূ ৬

৫৭. এবং যখন মারইয়াম-পুত্রের এক উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়- লক্ষ্য কর! তোমার সম্প্রদায় তার থেকে সরে পড়ে।

৫৮. এবং তারা বলে, 'আমাদের ইলাহাগুলো কি শ্রেষ্ঠতর অথবা সে? তারা তোমার প্রতি তা উপস্থাপন করে না এক বিতণ্ডা ছাড়া। বরং তারা এক বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়।

৫৯. সে নয় এক দাস ছাড়া। আমি তার উপর নিয়ামত করেছিলাম; এবং আমি তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য এক উদাহরণ বানিয়েছিলাম।

৬০. এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম, আমি এই পৃথিবীর মধ্যে খেলাফত্ব করতে তোমাদের থেকে নিশ্চিত এক ফেরেশ্‌তা বানাতে পারতাম।

৬১. এবং নিশ্চয়ই তা পরম সময়ের জন্য নিশ্চিত জ্ঞান। এরপর এর প্রতি সন্দেহ করবে না; এবং আমাকে অনুসরণ কর। এ পথ সরল-সোজা।

৬২. তখন সেই শয়তান তোমাদেরকে সরিয়ে দিতে পারবে না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য পরিষ্কার শত্রু।

৬৩. এবং ঈসা যখন পরম পরিষ্কার প্রমাণসহ আসল; সে বলল, 'আমি তোমাদের কাছে অবশ্যই পরম প্রজ্ঞাসহ এসেছি, যাতে তোমরা তাঁর সম্পর্কে যে মতভেদ করছ, আমি তোমাদের জন্য তার কিছু পরিষ্কার করতে পারি। এরপর আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে মেনে চল'।

৬৪. 'নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনিই আমার রব; এবং তোমাদেরও রব। এরপর তাঁর দাসত্ব কর। এ পথ সরল-সোজা'।

৬৫. এরপর তাদের মাঝ থেকে সেই সকল দলগুলো মতভেদ করল। এরপর যারা জালিম, তাদের জন্য একদিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে দুর্ভোগ।

৬৬. তারা কি পরম সময়ের জন্য ছাড়া অপেক্ষা করছে? তাদের কাছে তা এক আকস্মিকভাবে আসবে। তখন তারা ধারণাই করতে পারবে না।

৬৭. সেই দিন পরম সাবধানীরা ছাড়া- তাদের পরম বন্ধুরা একে অপরের জন্য শত্রু।

রুকূ ৭

৬৮. 'ও আমার দাসেরা! আজ এই দিন তোমাদের সামনে ভয় নেই; এবং তোমরা দুঃখও করবে না'।

৬৯. 'তারাই- যারা আমার আয়াতের প্রতি বিশ্বাস করেছিল; এবং তারা ছিল মুসলিম'।

৭০. 'তোমরা ও তোমাদের যুগলেরা আনন্দিত হয়ে পরম বাগানে প্রবেশ কর'।

৭১. তাদের জন্য সোনা থেকে থালা ও পেয়ালাসহ ঘুরতে থাকবে; এবং সেই সকল ব্যক্তি- তারা যা আকাঙ্ক্ষা করবে, এর মধ্যে তাই-ই; এবং তাতে সকল চোখ জুড়িয়ে যাবে; এবং তোমরা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

৭২. 'এগুলোই সেই পরম বাগান। সেই তা- তোমরা যা করেছিলে। তোমাদেরকে তাসহই এর উত্তরাধিকারী করা হয়েছে'।

৭৩. 'তোমাদের জন্য এর মধ্যে প্রচুর ফলমূল। তোমরা এর থেকে খাবে'।

৭৪. নিশ্চয়ই সকল অপরাধী জাহান্নামের শাস্তির মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

৭৫. তাদের থেকে তা কমানো হবে না; এবং তারা এর মধ্যে হতাশাগ্রস্ত।

৭৬. এবং আমি তাদেরকে জুলুম করি নি; কিন্তু তারাই ছিল তাদের নিজেদেরকে জুলুমকারী।

৭৭. এবং তারা ডেকে বলবে, 'ও মালিক! তোমার রব আমাদের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিক'। সে বলবে, 'নিশ্চয়ই তোমরা এখানেই অবস্থানকারী'।

৭৮. অবশ্যই তোমরা আমার কাছে পরম সত্যসহ এসেছ। কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই এই সত্যের প্রতি অপছন্দকারী।

৭৯. অথবা তারা কি কোনো এক বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে? এরপর নিশ্চয়ই আমিও সংকল্পবদ্ধ।

৮০. অথবা তারা কি হিসাব করে এমন যে, আমি তাদের গোপন কর্ম ও তাদের গোপন পরামর্শ শুনি না? বরং তখন আমার দূতেরা তাদের সাথেই। তারা কিতাবে লিখে রাখছে।

৮১. বল, 'যদি পরম দয়াময়ের জন্য সন্তান থাকত, এরপর আমিই প্রথম তার দাস'।

৮২. এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর রব সুমহান; পরম আরশের রব। তারা যা আরোপ করে- তিনি তার ঊর্ধ্বে।

৮৩. এরপর তারা যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সাক্ষাত করে, সেই যা তাদেরকে তাদের দিনের ওয়াদা করা হয়েছে- তাদেরকে তাদের বাগাড়ম্বরকরণে এবং তাদের খেলাধুলাকরণে ছেড়ে দাও।

৮৪. তিনিই- যিনি এই আকাশের মধ্যের ইলাহ ও এই পৃথিবীর মধ্যের ইলাহ; এবং তিনি পরম বিচক্ষণ, পরম জ্ঞাত।

৮৫. এবং তিনি একজন বরকতময়। তাঁরই জন্য এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং তাদের উভয়ের মাঝের সকল রাজ্য; তাঁরই কাছেই পরম সময়ের জ্ঞান; এবং তাঁর কাছেই তোমরা ফিরে যাবে।

৮৬. এবং তারা তাঁর পাশ থেকে যাদেরকে সেই সুপারিশে ডাকতে থাকে, তারা তার মালিক হতে পারে না- তারা ছাড়া, যারা পরম সত্যসহ সাক্ষ্য দেয়; এবং তারা জানে।

৮৭. এবং তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে'? নিশ্চিত তারা বলবে, 'আল্লাহ'। এরপর তারা কিভাবে প্রলুব্ধ হচ্ছে?

৮৮. এবং তার উক্তি: 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই এগুলো এক সম্প্রদায় বিশ্বাস করে না'।

৮৯. এরপর তুমি তাদের প্রতি উপেক্ষা কর; এবং বল, 'সালামুন'। এরপর শিগগিরই তারা জানতে পারবে।

৪৪. সূরা দুখান

৫৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. হা-মীম।

২. পরম পরিষ্কার এই কিতাবের শপথ।

৩. নিশ্চয়ই আমি- আমিই তা সৌভাগ্যময় এক রাতের মধ্যে নাজিল করেছি। নিশ্চয়ই আমি- আমিই হয়েছি সতর্ককারী।

৪. তার মধ্যে বিচক্ষণতাপূর্ণ প্রত্যেকটি বিষয় পৃথক করা হয়েছে।

৫. আমার কাছ থেকে এক আদেশ। নিশ্চয়ই আমি হয়েছি প্রেরক।

৬. তোমার রবের থেকে এক রহমত। নিশ্চয়ই তিনি- তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

৭. রব- এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর এবং যা তাদের উভয়ের মাঝের- যদি তোমরা হও আস্থাশীল।

৮. নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনিই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তোমাদের রব; এবং তোমাদের বাপদাদা সকল পূর্বপুরুষের রব।

৯. বরং তারা সন্দেহের মধ্যে খেলাধুলা করছে।

১০. এরপর দেখতে থাক! আসবে একদিন। এই আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়াসহ-

১১. সকল মানুষকে ঢেকে ফেলবে। এ শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক।

১২. 'ও আমাদের রব! আমাদের থেকে এই শাস্তি দূর করে দেন। নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাসী'।

১৩. তাদের জন্য 'এ' কিভাবে উপদেশ হতে পারে, যখন অবশ্যই তাদের কাছে এসেছে স্পষ্ট রাসূল-

১৪. তারপর তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; এবং তারা বলে, 'শিক্ষাপ্রাপ্ত'?

১৫. নিশ্চয়ই আমি সেই শাস্তি এক অল্পই দূর করব। নিশ্চয়ই তোমরা পুনরাবৃত্তিকারী।

১৬. একদিন আমি ধরব পরম ধরা- চরম কঠিন। নিশ্চয়ই আমি প্রতিশোধগ্রহণকারী।

১৭. এবং আমি অবশ্যই তাদের আগে ফির'আওনের সম্প্রদায়কে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। তখন তাদের কাছেও সম্মানিত রাসূল এসেছিল-

১৮. যে, 'আমার কাছে আল্লাহর দাসদের ফিরিয়ে দাও। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল'।

১৯. 'এবং যে, তোমরা আল্লাহর সামনে উঁচু হবে না। নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাদের কাছে এসেছি পরিষ্কার কর্তৃত্বসহ'।
২০. 'এবং নিশ্চয়ই আমি- আমি আমার রব ও তোমাদের রবের প্রতি আশ্রয় চাইছি, তোমরা যাতে না আমাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করতে পার'।
২১. 'তোমরা যদি না কখনই আমার প্রতি বিশ্বাস কর, এরপর আমাকে একাকী ছেড়ে দাও'।
২২. এরপর সে তার রবকে ডাকল; এমন যে, 'এগুলো এক সম্প্রদায় অপরাধী'।
২৩. 'এরপর আমার দাসদেরসহ রাতে বের হয়ে পড়। নিশ্চয়ই তোমরা অনুসরণকৃত'।
২৪. 'এবং এই সমুদ্রকে এক স্থিরতায় ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই তারা এক বাহিনী- ডুবন্ত'।
২৫. তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত সংখ্যক বাগান ও ঝরনাধারা থেকে-
২৬. কত শস্য ক্ষেত্র ও সম্মানিত স্থান -
২৭. এবং আকর্ষণীয় সামগ্রিও? তারা এর মধ্যে আনন্দিত ছিল!
২৮. সেইরকমই! এবং আমি অপর এক সম্প্রদায়কে এর উত্তরাধিকারী করেছিলাম।
২৯. তাদের সামনে এই আকাশ ও পৃথিবী কাঁদে নি; এবং তারা অবকাশপ্রাপ্তও ছিল না।

রুকূ ২

৩০. এবং আমি অবশ্যই বনী ইসরাঈলকে সেই হীনতাগ্রস্থ শাস্তির মধ্য থেকে রক্ষা করেছিলাম-
৩১. ফির'আওনের থেকে। নিশ্চয়ই সে ছিল এক উঁচু স্তরের চরম সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে।
৩২. এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে এই বিশ্বজগতের সামনে জ্ঞানের উপর মনোনীত করেছিলাম!
৩৩. এবং তাদেরকে সকল আয়াতের মধ্যে থেকে যা দিয়েছিলাম- সে সম্পর্কে পরিষ্কার এক পরীক্ষা!
৩৪. নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত বলতে থাকে-
৩৫. 'আমাদের প্রথমবারের মৃত্যু ছাড়া এতে নেই; এবং আমরা পুনরুত্থানের প্রতি নই'।
৩৬. 'যদি তোমরা হও সত্যবাদী- এরপর আমাদের বাপ-দাদাদের নিয়ে আস'।

৩৭. তারাই কি শ্রেষ্ঠতর অথবা তুব্বার লোকজন এবং যারা তাদের আগে থেকে- তারা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা- তারা ছিল অপরাধী।
৩৮. আমি এই আকাশ ও এই পৃথিবী এবং যা তাদের উভয়ের মাঝে- তা এক খেলাধুলায় সৃষ্টি করি নি।
৩৯. আমি তাদের উভয়কে পরম সত্যসহ ছাড়া সৃষ্টি করি নি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।
৪০. নিশ্চয়ই পরম মীমাংসার দিনই তাদের নির্দিষ্ট সময়। একত্রে সকলেরই।
৪১. সে দিন এক অভিভাবক অপর এক অভিভাবককে কিছুতেই উপকার করতে পারবে না। তাদেরকে তখন সাহায্যও করা হবে না-
৪২. আল্লাহ যাকে দয়া করবেন- সে ছাড়া। নিশ্চয়ই তিনি- তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম দয়ালু।

রুকূ ৩

৪৩. নিশ্চয়ই সেই জাকুমের গাছগুলো-
৪৪. সকল পাপীর খাদ্য-
৪৫. সকল পেটের মধ্যে তা চরম গলিত তামার মতো ফুটতে থাকবে-
৪৬. টগবগে ফুটার মতো সেই ফুটন্ত পানি।
৪৭. 'তাকে ধর! এরপর তাকে এই জ্বলন্ত আগুনের সমানকৃত দিকে টেনে নাও'।
৪৮. 'এরপর তার মাথার উপরে সেই ফুটন্ত পানির শাস্তি থেকে ঢেলে দাও'।
৪৯. 'স্বাদ নাও! নিশ্চয়ই তুমি- তুমি পরম ক্ষমতাশালী, পরম সম্মানিত'!
৫০. 'নিশ্চয়ই এ তা- তোমরা ছিলে যার প্রতি সন্দেহকরণে'।
৫১. নিশ্চয়ই সকল সাবধানতা অবলম্বনকারী নিরাপদ এক স্থানের মধ্যে-
৫২. বাগানগুলোর মধ্যে ও ঝরনাধারায়।
৫৩. তারা মিহি রেশম ও ভারী রেশম থেকে পোশাক পরবে। পরস্পরের মুখোমুখি।
৫৪. সেইরকমই; এবং আমি তাদেরকে চোখ জুড়ানো সাথীদের সাথে জোটবদ্ধ করব।
৫৫. তারা এর মধ্যে নিশ্চিন্তে সকল ফলমূলের প্রতি ডাকবে।
৫৬. তারা পূর্বের সেই মৃত্যুর বিষয় ছাড়া এর মধ্যে সেই মৃত্যুর স্বাদ নেবে না। তিনি তাদেরকে তখন সেই জ্বলন্ত আগুনের শাস্তিতে রক্ষা করবেন।
৫৭. তোমার রবের থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ। সেই-ই তা- সর্ব শ্রেষ্ঠ পরম সফলতা।

৫৮. এরপর নিশ্চয়ই আমি- আমি 'তা' তোমার ভাষাসহ সহজ করে দিয়েছি- যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

৫৯. এরপর দেখতে থাক। নিশ্চয়ই তারাও পর্যবেক্ষক।

৪৫. সূরা জাসিয়া

৩৭ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. হা-মীম।

২. এই কিতাব পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত।

৩. নিশ্চয়ই সকল বিশ্বাসীর জন্য এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সম্পর্কে নিশ্চিত আয়াত।

৪. এবং যারা নিশ্চিত হয়ে থাকে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য তোমাদের সৃষ্টি এবং তিনি প্রাণীদের থেকে যা ছড়িয়ে দিয়েছেন- তার সম্পর্কে আয়াত।

৫. এবং যারা আকল ব্যবহার করে থাকে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য এই রাত ও এই দিনের পরিবর্তনের এবং রিজিক- আল্লাহ এই আকাশের মধ্য থেকে যা নাজিল করেছেন, এরপর তিনি তা দিয়ে সেই ভূমিকে এর মৃত্যুর পরবর্তীতে জীবন দেন; এবং এই বায়ুর দিক নির্দেশনার আয়াত।

৬. এগুলো আল্লাহর আয়াত। আমি তোমার সামনে পরম সত্যসহ এ পাঠ করি। এরপর আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পরবর্তীতে কোন হাদিসের (হাদিসিন حَدِيثٍ: বাণী, কথা, উক্তি, ঘটনার বর্ণনা) প্রতি তারা বিশ্বাস করবে?

৭. প্রত্যেক মিথ্যুক পাপীর জন্য দুর্ভোগ।

৮. যারা আল্লাহর আয়াতের যা তাদের সামনে পাঠ করা হয় তা শোনে, তারপর এক ঔদ্ধত্যে অটল থাকে- যেন তারা কখনই শোনেই নি, এরপর তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির প্রতি সুসংবাদ দাও!

৯. এবং সে যখন আমার আয়াত থেকে কিছু জানতে পারে, সে এ গ্রহণ করে এক ঠাট্টা-বিদ্রূপ। তারাই- তাদের জন্য হীনতম শাস্তি।

১০. তাদের পিছন থেকে জাহান্নাম। তারা যা অর্জন করে, তা তাদের এক কিছুই কাজে আসবে না; এবং সেও নয়- তারা যাকে আল্লাহর পাশ থেকে অভিভাবক গ্রহণ করেছে। তাদের জন্য কঠিন শাস্তি।

১১. এ এক পথ-নির্দেশ; এবং তাদের যারা তাদের রবের আয়াতের প্রতি অস্বীকার করে- তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক নিকৃষ্ট শাস্তি থেকে।

রুকূ ২

১২. আল্লাহ- তিনি একজন তোমাদের জন্য সকল সমুদ্রকে অধীন করেছেন, যাতে তার মধ্যে তাঁর আদেশসহ সকল নৌকা বয়ে যেতে পারে; এবং যাতে তোমরা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে চাইতে পার; এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

১৩. এবং তিনি তোমাদের জন্য যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে, তিনি তাঁর থেকে এক জমায়েতে তা অধীন করেছেন। নিশ্চয়ই যারা চিন্তা করে থাকে সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত আয়াত।

১৪. যারা বিশ্বাস করে তাদের প্রতি বল, যারা আল্লাহর দিনগুলোতে আশা করে না- তারা তাদের প্রতি ক্ষমা করুক, যাতে তিনি এক সম্প্রদায়কে তার প্রতি প্রতিফল দিতে পারেন- তারা যা অর্জনকরণে ছিল'।

১৫. যে এক সৎকাজ করে- এরপর তা তার নিজের জন্যই; এবং যে মন্দ করে- এরপর এর উপরই। তারপর তোমরা তোমাদের রবের কাছেই ফিরে যাবে।

১৬. এবং আমি অবশ্যই বনী ইসরাঈলকে সেই কিতাব ও পরম বিচক্ষণতা এবং সেই নবুওয়াত দিয়েছিলাম; এবং তাদেরকে সকল ভালো কিছুর মধ্য থেকে রিজিক দিয়েছিলাম; এবং তাদেরকে এই বিশ্বজগতের সামনে বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলাম।

১৭. এবং আমি তাদেরকে সকল বিষয়ের মধ্য থেকে পরিষ্কার প্রমাণ দিয়েছিলাম। তাদের কাছে যখন সেই সকল জ্ঞান আসল, তারা এর পরবর্তী থেকে তাদের মাঝের এক বিদ্বেষে ছাড়া তাতে মতবিরোধ করে নি। নিশ্চয়ই তোমার রব তাদের মাঝে পরম কিয়ামতের দিন তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবেন- তারা যার মধ্যে মতভেদকরণে ছিল।

১৮. তারপর আমি তোমাকে সেই সকল আদেশের মধ্য থেকেই এক শরীয়ার উপর বানিয়েছি। এরপর এর অনুসরণ কর; এবং তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না- যারা জানে না।

১৯. নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কিছুতেই কখনই তোমার কাজে আসবে না; এবং নিশ্চয়ই এই সকল জালিম- তাদের একে অপরের অভিভাবক। কিন্তু আল্লাহই সকল সাবধানীর অভিভাবক।

২০. সকল মানুষের জন্য 'এ' উজ্জ্বল দৃশ্যমান; এবং যারা এতে আস্থাশীল- সেই সম্প্রদায়গুলোর জন্য এক পথ-নির্দেশ ও রহমত।

২১. যারা চরম মন্দ কাজ সংঘটিত করে, তারা কি হিসাব করছে যে, আমি তাদেরকে তাদের মতোই বানাব- যারা বিশ্বাস করে ও সব সৎকাজ করে? তারা কি তাদের এই জীবন-যাপনে ও তাদের মৃত্যুতে এক সমান? তারা যা হুকুম দিয়ে থাকে, তা মন্দ হবে!

রুকূ ৩

২২. এবং আল্লাহ পরম সত্যসহ এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এবং যাতে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রতি প্রতিফল দিতে পারেন- সে যা অর্জন করেছে; এবং তাদেরকে জুলুম করা হবে না।

২৩. এরপর তুমি কি তাকে দেখেছ, যে তার খেয়াল-খুশিকে তার ইলাহ গ্রহণ করেছে? এবং আল্লাহ তাদেরকে জ্ঞানের উপরই বিভ্রান্ত হতে দেন। তখন তিনি তার শ্রুতি ও তার হৃদয়ের উপর সিল-গালা করে দেন। তখন তিনি তার দৃষ্টির উপর এক ঢাকনা বানান। এরপর আল্লাহর পরবর্তী থেকে কে তাকে পথ দেখাবে? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

২৪. এবং তাদের জন্য যখন তাঁর প্রতি জ্ঞান নেই; তারা বলে, 'এতে আমাদের এই জীবন ছাড়া নেই। এই দুনিয়াতেই আমরা মরি ও আমরা বাঁচি; এবং আমাদেরকে সেই মহাকাল ছাড়া ধ্বংস করে না'। তারা অনুমান করতে থাকা ছাড়া নয়।

২৫. এবং তাদের সামনে যখন বিস্তারিত প্রমাণ- আমার আয়াত পাঠ করা হয়, তাদের যুক্তি থাকে না তা ছাড়া যে, তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও, আমাদের বাপদাদাদের নিয়ে আস'।

২৬. বল, 'আল্লাহই তোমাদের জীবন দান করেন। তারপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। তারপর তিনি তোমাদেরকে পরম কিয়ামতের দিনের সাথে সমবেত করবেন। সন্দেহ নেই তার মধ্যে। কিন্তু এই মানুষের অধিকাংশই জানে না।

২৭. এবং আল্লাহর জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সাবভৌমত্ব; এবং একদিন তিনি সেই পরম সময় স্থির করবেন। সেই দিন সকল মিথ্যা রটনাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৮. এবং তুমি প্রত্যেক জাতিকে দেখবে এক নতজানু। প্রত্যেক জাতিকেই এর কিতাবের দিকে ডাকা হবে: 'তোমরা যা করতে- আজ এই দিন তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেওয়া হবে'।

২৯. তোমাদের সামনে আমার এ কিতাব পরম সত্যসহ কথা বলতে থাকবে। তোমরা ছিলে যা আমলকরণে, নিশ্চয়ই আমি- আমি ছিলাম তা সংরক্ষণকরণে।

৩০. এরপর যারা বিশ্বাস করেছিল ও সকল সৎকাজ করেছিল- এই সে তারা! এরপর তাদের রব তাদেরকে তার রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। সেই-ই তা- পরম পরিষ্কার পরম সাফল্য।

৩১. এবং যারা অস্বীকার করেছিল- এই সে তারা! এরপর কি আমার আয়াত তোমাদের সামনে পাঠ করা হয়নি? এরপর তোমরা অহংকার করেছিলে। তোমরা তখন এক অপরাধী সম্প্রদায় হয়ে গেলে।

৩২. এবং যখন বলা হতো, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য; এবং পরম সময়- সন্দেহ নেই এর মধ্যে; তোমরা বলতে, 'আমরা জানি না পরম সময় কী! আমরা মনে করি তা এক অনুমান ছাড়া নয়; এবং আমরা নই নিশ্চিতসহ'।

৩৩. তখন তাদের জন্য মন্দ কিছু প্রকাশিত হবে- তারা যা করেছিল; এবং তাদের প্রতি ঘিরে ধরবে তা, তারা যাতে ছিল- যার প্রতি হাসি-ঠাট্টাকরণে।

৩৪. এবং বলা হবে, 'আমি আজ এই দিন তোমাদেরকে ভুলে গেছি, যেমন তোমরা তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতকে ভুলে গিয়েছিলে; এবং তোমাদের বাসস্থান পরম আগুনে; এবং তোমাদের জন্য সাহায্যকারীদের থেকে নেই'।

৩৫. সেই-ই তোমাদের! তোমাদের প্রতি এমন যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতকে এক হাসি-ঠাট্টা গ্রহণ করেছিলে; এবং তোমাদেরকে সেই দুনিয়ার সেই জীবন প্রতারিত করেছিল। এরপর আজ এই দিন তাদেরকে 'এর' থেকে বের করা হবে না; এবং তাদেরকে সংশোধিত হতেও বলা হবে না।

৩৬. এরপর আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। এই আকাশমণ্ডলীর রব ও এই পৃথিবীর রব- এই বিশ্বজগতের রব।

৩৭. এবং তাঁরই জন্য এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠত্ব; এবং তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।

ছাব্বিশতম পারা

৪৬. সূরা আহ্কাফ

৩৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. হা-মীম।

২. এই কিতাব পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত।

৩. আমি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং যা তাদের উভয়ের মাঝে তা পরম সত্যসহ ও নির্দিষ্ট এক মেয়াদ ছাড়া সৃষ্টি করি নি। কিন্তু তাদেরকে যে সতর্ক করা হয়েছে- তারা তার থেকে অস্বীকার করে, পলায়নকারী।

৪. বল, 'তোমরা কি দেখছ, তোমরা যাকে আল্লাহর পাশ থেকে ডাক- আমাকে দেখাও তারা এই পৃথিবীর মধ্য থেকে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা তাদের জন্য কি এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে শরীকানা? তোমরা এর আগের থেকে এক কিতাবসহ অথবা বংশপরম্পরা জ্ঞান থেকে আস- যদি তোমরা হও সত্যবাদী।

৫. এবং কে তার থেকে অধিক বিভ্রান্ত- যে আল্লাহর পাশ থেকে তাকে ডাকে, যারা এর প্রতি পরম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সাড়া দেবে না? তখন তারা তাদের ডাকের প্রতি গাফিল।

৬. এবং সকল মানুষকে যখন সমবেত করা হবে, তখন তারা তার জন্য এক শত্রু হবে; এবং তারা তাদের দাসত্বের প্রতি অস্বীকারকারী হবে।

৭. এবং তাদের সামনে যখন আমার আয়াত পরিষ্কারভাবে পাঠ করা হয়, তারা সেই সত্যের প্রতি অস্বীকার করে। তাদের কাছে যখন তা আসে; তারা বলে, 'এ পরিষ্কার জাদু'।

৮. অথবা তারা কি বলে, 'সে তা আবিষ্কার করেছে'। বল, 'আমি যদি তা আবিষ্কার করি, এরপরও তোমরা আমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কিছুরই মালিক হতে পারবে না। তিনি জানেন তার সম্পর্কে- যাসহ তোমরা ছড়াচ্ছ। আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝে যা, তিনিই যথেষ্ট তার প্রতি এক সাক্ষী; এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

৯. বল, 'আমি সেই রাসূলদের মধ্য থেকে এক নূতন হই নি; এবং আমি জানি না আমার প্রতি ও তোমাদের প্রতি কী করা হবে। আমার কাছে যা ওহি হয়; আমি তা ছাড়া অনুসরণ করি না; এবং আমি পরিষ্কার সতর্ককারী ছাড়া নই'।

১০. বল, 'তোমরা কি দেখছ, যদি তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে হয়, কিন্তু তোমরা তার প্রতি অস্বীকার করছ। কিন্তু বনী ইসরাঈলের থেকে এক সাক্ষী তারই দৃষ্টান্তের উপর সাক্ষ্য দিয়েছিল, এরপর তারা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু তোমরা অহংকার করছ? নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম জালিম সেই সম্প্রদায়কে পথ দেখান না'।

রুকূ ২

১১. এবং যারা অস্বীকার করে, তারা তাদের প্রতি বলে- যারা বিশ্বাস করে, 'যদি এ হতো এক কল্যাণকর, তারা এর দিকে আমাদের থেকে এগিয়ে যেতে

পারত না'। কিন্তু যখন তারা তা দিয়ে পথপ্রাপ্ত হয়নি- এরপর তারা বলবে, 'এ পুরাতন এক মিথ্যা'।

১২. এবং এর আগে থেকেই মূসার কিতাব- এক নেতা ও এক রহমত; এবং এ কিতাব এক আরাবি ভাষায় তার সত্যতা নিশ্চিতকারী। যারা জুলুম করে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য; এবং সকল সৎকর্মশীলের জন্য সুসংবাদ।

১৩. নিশ্চয়ই যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ'- তারপর তারা দৃঢ়-স্থির থাকে; এরপর তাদের সামনে ভয় নেই এবং তারা দুঃখও করবে না।

১৪. তারাই পরম বাগানের সাথী। তারা স্থায়ী বসতকারী এর মধ্যে। এক পুরস্কার তার প্রতি- তারা যা করছিল।

১৫. আমি এই মানুষকে তার মা-বাবার প্রতি এক উত্তম ব্যবহারকরণে নির্দিষ্ট করে দিয়েছি (ওয়াওস্বাইনাআ وَوَصَّيْنَا: আমি ওয়াসিয়াত করেছি)। তার মা তাকে এক কষ্টে বহন করে ও তাকে এক কষ্টে জন্ম দেয়; এবং সে তাকে ত্রিশ মাস বহন করে ও তাকে বুকের দূধ পান করায়- যতক্ষণ না সে তার পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছায়; এবং যখন সে চল্লিশ বছরে পৌঁছায়; সে বলে, 'ও আমার রব! আমাকে ক্ষমতা দেন, আমি যাতে আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি- আপনি আমার ও আমার মা-বাবার উপর সেই যা নিয়ামত করেছেন; এবং আমি যাতে এক সৎকাজ করতে পারি- আপনাকে যা সন্তুষ্ট করে; এবং আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সংশোধন করে দিন। নিশ্চয়ই আমি আপনার দিকেই ফিরেছি; এবং নিশ্চয়ই আমি সকল মুসলিমের মধ্যে'।

১৬. তারাই- আমি যাদেরকে কবুল করি, তাদের থেকে উত্তম কাজ- তারা যা করে; এবং আমি সরিয়ে দেব- তাদের যা মন্দ কাজ। তারা পরম বাগানের সাথীদের মধ্যে। তারা তাদের দেওয়া সেই ওয়াদাতে ছিল- পরম সত্যবাদীর ওয়াদায়।

১৭. কিন্তু তাদের যারা তার মা-বাবার প্রতি বলে, 'তোমাদের উভয়ের জন্য কী অসহ্য! তোমরা কি আমাকে ওয়াদা করছ যে, আমাকে তুলে আনা হবে- যখন আমার আগে থেকেই সেই সকল প্রজন্ম অবশ্যই চলে গেছে'? তখন তারা উভয়েই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে, 'দুর্ভোগ তোমার জন্য! বিশ্বাস কর! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য'। এরপরও সে বলতে থাকে, 'এ নয় সেই পূর্ববর্তীদের গল্পকথা ছাড়া'।

১৮. তারাই তারা- তাদের উপর জাতিগুলো সম্পর্কে 'সেই সকল কথা' সত্য হয়েছে। অবশ্যই তারা তাদের আগে থেকেই এই জিন ও এই মানুষের মধ্য থেকে চলে গেছে। নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল।

১৯. এবং তারা যা করেছিল- প্রত্যেকের জন্যই তার থেকেই পদ-মর্যাদা। তিনি যাতে তাদেরকে এর প্রতি তাদের আমল পূর্ণ করে দিতে পারেন; এবং তাদেরকে জুলুম করা হবে না।

২০. এবং যারা অস্বীকার করে- একদিন তাদেরকে পরম আগুনের সামনে প্রদর্শন করা হবে: 'তোমরা তোমাদের ভালো বিষয়গুলো তোমাদের সেই দুনিয়ায় জীবনের মধ্যেই নিঃশেষ করেছ; এবং এ দিয়েই ভোগ করেছ। এরপর আজ এই দিন তোমাদেরকে চরম লাঞ্ছনার শাস্তি প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে। তোমরা সেই পৃথিবীর মধ্যে পরম সত্য ভিন্ন কিছুসহ তার প্রতি অহংকারকরণে ছিলে; এবং তাসহই তোমরা আমান্যকরণে ছিলে'।

রুকূ ৩

২১. 'এবং উল্লেখ কর আদ-এর ভাইকে! যখন সে সেই আহ্কাফের প্রতি তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল; এবং সেই সতর্ককারীরা তার হাতের মাঝ থেকে ও তার পিছন থেকে অবশ্যই চলে গিয়েছিল: 'তোমরা যেন না আল্লাহকে ছাড়া দাসত্ব কর। নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাদের উপর কঠিন একদিনের শাস্তির ভয় করছি'।

২২. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের ইলাহগুলো থেকে আমাদেরকে প্রতারিত করার জন্য আমাদেরকে কাছে এসেছ? তুমি আমাদেরকে যার প্রতি হুঁশিয়ার করছ, এরপর তা নিয়ে আস- যদি তুমি হও সকল সত্যবাদীর মধ্যে'।

২৩. সে বলল, 'এই জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহরই কাছে। আমাকে যাসহ পাঠানো হয়েছে, আমি তোমাদেরকে তা পৌঁছে দিচ্ছি। কিন্তু আমি তোমাদেরকে এক সম্প্রদায় দেখছি- অজ্ঞ হয়ে গেছ'।

২৪. এরপর যখন তারা দেখল 'তা' এক মেঘ- তাদের উপত্যকার মুখোমুখি অগ্রসরমান; তারা বলল, 'এ মেঘই আমাদের বৃষ্টি'। বরং তোমরা যার প্রতি তাড়াহুড়ো করছিলে তা তাই- ঝোড়ো বাতাস। এর মধ্যে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

২৫. 'তা' এর রবের আদেশসহ সকল কিছুই ধ্বংস করে দেবে। এরপর তাদের বসতবাড়ি ছাড়া- তারা না দেখার হয়ে গেল। আমি চরম অপরাধী সকল সম্প্রদায়কে সেইরকমই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

২৬. এবং অবশ্যয় আমি তাদেরকে যার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, আমি তোমাদেরকে এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নি; এবং আমি তাদের জন্য এক শ্রুতি শক্তি ও এক দৃষ্টি শক্তি এবং এক অনুভূতি বানিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি প্রত্যাখ্যানকরণে ছিল, এরপর তারা তাদের শ্রুতি

শক্তি তাদের থেকে কিছুই কাজে লাগাতে পারল না; এবং তাদের দৃষ্টি শক্তিও নয় এবং তাদের অনুভূতি থেকেও নয়। তখন তারা যাসহ হাসি-ঠাট্টাকরণে ছিল- তাই তাদের প্রতি ঘিরে ধরল।

রুকূ ৪

২৭. এবং অবশ্যই আমি তোমাদের চারপাশের সেই সকল জনপদের মধ্য থেকে যাকে ধ্বংস করেছিলাম, আমি তা ও সকল আয়াত বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলাম- যাতে তারা ফিরে আসতে পারত।

২৮. এরপর তারা আল্লাহর পাশ থেকে যাদেরকে নৈকট্যপ্রাপ্ত (কুরবানা قُرْبَانًا: কুরবান, ঘনিষ্ট) ইলাহা গ্রহণ করেছিল, কেন তারা তাদেরকে সাহায্য করল না? বরং তারা তাদের থেকে হারিয়ে গেল; এবং সেই-ই তাদের মিথ্যাকথন। তখন তারা তাই-ই আবিষ্কারকরণে ছিল।

২৯. এবং আমি যখন সেই জিনদের মধ্য থেকে একটি দলকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তারা এই কুরআন শুনতে পারে; এবং যখন তারা তাতে হাজির হলো; তারা বলল, 'মনোযোগ দাও'। এরপর যখন সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল- সতর্ককারী।

৩০. তারা বলল, 'ও আমাদের সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই আমরা- আমরা এক কিতাব শুনেছি। মূসার পরবর্তী থেকে নাজিল হয়েছে। যা এর হাতের মাঝে- তার জন্য সত্যতা নিশ্চিতকারী। তা পরম সত্যের দিকে ও সরল-সোজা পথের (তারীকিন طريق: তরিকা) দিকে পথ দেখায়'।

৩১. 'ও আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর আহ্বানকারীকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস কর। তিনি তোমাদের পাপ থেকে তোমাদের প্রতি ক্ষমা করবেন; এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখবেন'।

৩২. 'কিন্তু যারা আল্লাহর আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দেয় না, এরপর সে এই পৃথিবীর মধ্যে পলাতকদের সাথেও থাকতে পারবে না; এবং তার জন্য আল্লাহর পাশ থেকে অভিভাবকও থাকবে না। তারাই পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে'।

৩৩. তারা কি কখনই দেখে না এমন যে, আল্লাহ- তিনি একজন এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনি তাদের সৃষ্টির সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রতি কখনই ক্লান্ত হন নি। তার উপরই সকল মৃতকে জীবন দেওয়া হবে। হ্যাঁ! নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

৩৪. এবং যারা অস্বীকার করে- একদিন তাদেরকে পরম আগুনের সামনে প্রদর্শন করা হবে: 'এ কি পরম সত্যসহ নয়'? তারা বলবে, 'হ্যাঁ! আমাদের রবের শপথ'! তিনি বলবেন, 'স্বাদ নাও এই শাস্তির- তোমরা যার প্রতি অস্বীকারকরণে ছিলে'।

৩৫. এরপর তুমি ধৈর্য ধর। যেমন পরম সংকল্পের অধিকারী সেই রাসূলদের পক্ষ থেকে ধৈর্য ধরা হয়েছিল; এবং তাদের জন্য তাড়াহুড়ো করবে না। তারা এরকম যে, তাদেরকে যে ওয়াদা করা হয়েছে- তারা সেই দিন তা দেখবে। তারা দিনের থেকে এক সময় ছাড়া অবস্থান করছে না। এক বার্তা- 'এরপর কি চরম অবাধ্য সেই সকল সম্প্রদায় ছাড়া কেউ ধ্বংস হবে'?

৪৭. সূরা মুহাম্মদ

৩৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. যারা অস্বীকার করে ও আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়, তিনি তাদেরকে তাদের আমলে বিভ্রান্ত করেন।

২. এবং তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে; এবং তারা মূহাম্মদের উপর যা নাজিল হয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস করে; এবং তাদের রবের থেকে তা পরম সত্য- তিনি তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজ দুর করবেন; এবং তিনি তাদের বিষয়গুলো সংশোধন করে দেবেন।

৩. সেই-ই। এর প্রতি এমন যে, যারা অস্বীকার করে- তারা চরম মিথ্যাকথন অনুসরণ করে; এবং এ এমন যে, যারা বিশ্বাস করে- তারা তাদের রবের থেকে পরম সত্য অনুসরণ করে। আল্লাহ এই মানুষের জন্য তাদের উদাহরণ সেইরকমই উপস্থাপন করে থাকেন।

৪. এরপর যারা অস্বীকার করে- তোমরা যখন তাদের সাক্ষাত পাও, এরপর সেই কণ্ঠে আঘাত কর- যতক্ষণ না তারা তোমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর সেই বন্ধন শক্তিশালী কর। এর পরবর্তীতে হয় এক অনুকম্পা অথবা এক মুক্তিপণ- যতক্ষণ না সেই যুদ্ধ এর বোঝা নামিয়ে ফেলে। সেইই; এবং আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তিনি নিশ্চিত তাদের থেকে সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত তোমাদের এককে অন্যদের দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন; এবং তাদের যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, এরপর তিনি তাদের আমল কখনই হারিয়ে যেতে দেন না।

৫. তিনি তাদেরকে পথ দেখান ও তাদের বিষয়গুলো সংশোধন করে দেন।

৬. তিনি তাদেরকে সেই পরম বাগানে প্রবেশ করান। তিনি তাদের প্রতি 'এ' জানিয়েও দিয়েছেন।

৭. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন; এবং তিনি তোমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় করে দেবেন'।

৮. কিন্তু তাদের যারা অস্বীকার করে- তাদের জন্য এক বিনাশ। তিনি তখন তাদের আমল বিভ্রান্ত করে দেন।

৯. সেইই! তাদের প্রতি এমন যে, আল্লাহ যা নাজিল করেছেন- তারা তা অপছন্দ করে। এরপর তিনি তাদের আমল মূল্যহীন করেন।

১০. এরপর তারা কি এই পৃথিবীর মধ্যে কখনই ঘুরে বেড়ায় না, এরপর তারা কি তাকে দেখে নি- কেমন ছিল তাদের পরিণাম, যারা তাদের আগে থেকে? আল্লাহ তাদের সামনেই তাদেরকে ধ্বংস করেছেন; এবং সকল অস্বীকারকারীর জন্য এরই উদাহরণ।

১১. সেইই! এর প্রতি এমন যে, যারা বিশ্বাস করে- আল্লাহ তাদের অভিভাবক; এবং এমন যে, সেই অস্বীকারকারী- তাদের জন্য অভিভাবক নেই।

রুকু-২

১২. নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে বাগানে প্রবেশ করাবেন। এর নীচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়; এবং তাদের যারা অস্বীকার করে, তারা ভোগ করতে থাকে ও তারা খায়- যেমন সেই আনআম খায়; এবং তাদের জন্য পরম আগুনই এক বাসস্থান।

১৩. এবং সেই যারা তোমাকে বহিষ্কার করেছে- আমি তাদেরকে এর মতো কত জনপদ থেকে ধ্বংস করেছি। তোমার জনপদ থেকে তা এক শক্তিতে শক্তিশালী। এরপর তাদের জন্য সাহায্যকারী নেই।

১৪. যে তার রবের থেকে পরিষ্কার প্রমাণের উপর, এরপরও কি সে তার মতো- তার মন্দ আমল তার জন্য সজ্জিত করা হয়েছে? সে তখন তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে।

১৫. সকল সাবধানীর জন্য সেই যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, সেই পরম বাগানের উদাহরণ: 'এর মধ্যে পানির থেকে নদীগুলো- দূষিত ভিন্নই; এবং দুধের থেকে নদীগুলো- এর স্বাদ কখনই ভিন্নরকম হতে পারবে না; এবং সুরার থেকে নদীগুলো- পানকারীদের জন্য অপূর্ব স্বাদের; এবং মধু থেকে নদীগুলো- বিশুদ্ধ; এবং তাদের জন্য এর মধ্যে সকল প্রকার ফলমূল থেকে; এবং তাদের রবের থেকে ক্ষমা'। সে কি তার মতো, যারা সেই আগুনে স্থায়ী বসতকারী? তাদেরকে তখন এক ফুটন্ত পানি পান করতে দেওয়া হবে। এরপর তা তাদের নাড়িভুঁড়ি টুকরো টুকরো করে দেবে।

১৬. এবং যাদেরকে এই সকল জ্ঞান দেওয়া হলো, তাদের থেকে যারা তোমার প্রতি শোনে- তারা যখন তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায়, তখন তারা তাদের প্রতি বলে, 'সে এইমাত্র কী বলল'? তারাই তারা- আল্লাহ যাদেরকে তাদের অন্তরের উপর সিল-গালা মেরে দিয়েছেন। তখন তারা তাদের খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করে।

১৭. কিন্তু তাদের যারা পথপ্রাপ্ত হয়েছে, তিনি তাদেরকে এক পথ-নির্দেশ বাড়িয়ে দেন; এবং তিনি তাদেরকে 'তাদের সাবধানতার সক্ষমতা' (তাক্বওয়াহুম تَقْوَاهُمْ) দেন।

১৮. এরপরও কি তারা পরম সময়টি ছাড়া অপেক্ষা করছে যে, এ তাদের কাছে হঠাৎ করেই আসুক? এরপর নিশ্চয়ই এর লক্ষণ এসেছে। এরপর তাদের কাছে যখন তাদের উপদেশ এসেছে, তাদের জন্য তখন তা কেমন?

১৯. এরপর জেনে রাখ তা এমন যে, নেই ইলাহ্ আল্লাহ ছাড়া; এবং তোমার জন্য ও বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারীদের পাপের জন্য ক্ষমা চাও। আল্লাহ তোমাদের পদচারণা ও তোমাদের বিশ্রামের স্থান জানেন।

রুকু-৩

২০. এবং যারা বিশ্বাস করে তারা বলে, 'কেন এক সূরা নাজিল হয় না'? এরপর যখন সহজ-সরল এক সূরা নাজিল হলো এবং তাদেরকে সেই যুদ্ধ স্বরণ করিয়ে দেওয়া হলো; তুমি দেখছ যাদের অন্তরের মধ্যে রোগ, তারা তোমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে- যেন তার উপর সেই মৃত্যুর মধ্য থেকে সে মূর্ছিত। এরপর তাদের জন্য যথাযথ-

২১. আনুগত্য ও ন্যায়সংগত কথা; এবং তখন তারা এই বিষয়ে সংকল্পবদ্ধও। এরপর যদি তারা আল্লাহতে সত্যবাদী হতো, তাদের জন্য এ নিশ্চিত কল্যাণকর হতো।

২২. এরপর কি তোমাদের সম্ভাবনা আছে, তোমারা যদি 'তা' থেকে ফিরে যাও- তোমরা কি এই পৃথিবীর মধ্যে ফাসাদ করবে এবং তোমাদের রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করবে?

২৩. তারাই তারা- আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেন। এরপর তিনি তাদেরকে বধির করেন এবং তাদের দৃষ্টি অন্ধ করেন।

২৪. এরপরও কি তারা এই কুরআন উপলব্ধি করে না? অথবা তাদের অন্তরের উপর কি তালাবদ্ধ?

২৫. তাদের প্রতি এই পথ-নির্দেশে তা স্পষ্ট ব্যাখ্যা করার পরবর্তী থেকে তাদের যারা তাদের পিঠের উপর ফিরে যায়, নিশ্চয়ই সেই শয়তান তখন তাদের সাথে প্রতারণা করেছে। তখন তিনি তাদের জন্য অবকাশ দেন।

২৬. সেইই! তাদের প্রতি এমন যে, তারা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন- যারা তা অপছন্দ করে তাদের প্রতি বলে, 'আমরা তোমাদেরকে এই আদেশের পরবর্তী সম্পর্কে মেনে চরব'; এবং আল্লাহ তাদের গোপনীয়তা জানেন।

২৭. এরপর কেমন- যখন এই ফেরেশ্তারা তাদেরকে তাদের মুখে ও তাদের পিঠে আঘাত করে পূর্ণ করে দেবে?

২৮. সেইই! তাদের প্রতি এমন যে, আল্লাহকে যা অসন্তুষ্ট করে- তারা তা অনুসরণ করে; এবং তারা তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। এরপর তিনি তাদের কাজ মূল্যহীন করে দেন।

রুকু ৪

২৯. অথবা যাদের অন্তরের মধ্যে অসুখ- তারা কি হিসাব করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ কখনই বের করে আনবেন না?

৩০. এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম, আমি তোমাকে নিশ্চিত তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম। এরপরও তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দিয়ে চিনতে পারবে; এবং তুমি তাদেরকে সেই কথার ভঙ্গিমার মধ্যে নিশ্চিত চিনতে পারবে; এবং আল্লাহ তোমাদের আমল জানেন।

৩১. এবং আমি তোমাদের থেকে যতক্ষণ না সেই সকল কঠোর প্রচেষ্টাকারী ও সেই সকল ধৈর্যশীলের প্রমাণ পাই- আমি নিশ্চিত তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে থাকব; এবং আমি পরীক্ষা করব 'তোমাদের খবর' (আখবারাকুম أَخْبَارَكُمْ: তোমাদের অবহিত/তথ্য সচেতনতা)।

৩২. তাদের জন্য 'এ'- এই পথ-নির্দেশ পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার পরবর্তী থেকে তাদের যারা অস্বীকার করে ও আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয় এবং এই রাসূলের বিরোধিতা করে- নিশ্চয়ই তারা কখনই আল্লাহর এক কিছুরই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তখন তাদের আমল মূল্যহীন করে দেন।

৩৩. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহকে মেনে চল ও এই রাসূলকে মেনে চল; এবং তোমরা তোমাদের আমল মূল্যহীন করবে না'।

৩৪. নিশ্চয়ই তাদের যারা অস্বীকার করে ও আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেয়, তারপর যখন তারা অস্বীকারকারী- তখন মারা যায়, এরপর আল্লাহ তাদের প্রতি কখনই ক্ষমা করবেন না।

৩৫. এরপর দুর্বল হবে না; এবং পরম শান্তির দিকে ডাকতে থাক- যখন তুমিই সকলের ঊর্ধ্বে; এবং আল্লাহ তোমাদের সাথেই। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমলে কখনই বঞ্চিত করবেন না।

৩৬. এই দুনিয়ার এই জীবন শুধুমাত্র খেলাধুলা ও আনন্দ-ভোগ। কিন্তু তোমরা যদি বিশ্বাস কর ও সাবধান হও- তিনি তোমাদেরকে পুরস্কার দেবেন; এবং তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের ধন-সম্পদ চান না।

৩৭. তিনি যদি তোমাদের কাছে তা চাইতেন, এরপর তিনি তোমাদেরকে চাপ দিতেন- তোমরা কৃপণতা করতে। তখন তিনি তোমাদের অসন্তুষ্টি বের করে আনতেন।

৩৮. তোমরা এখানে এদেরকেই আল্লাহর পথের মধ্যে ব্যয় করার জন্য ডাকছ। এরপর তোমাদের থেকেই তারা কৃপণতা করে। কিন্তু যে কৃপণতা করে, এরপর তার কৃপণতা শুধুমাত্র তার নিজের প্রতিই; এবং আল্লাহ পরম অভাবমুক্ত। কিন্তু তোমরা চরম অভাবী; এবং তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তিনি তোমাদের স্থানে তোমাদেরকে-ভিন্ন অন্য এক সম্প্রদায়কে আনবেন। তারপর তারা তোমাদের দৃষ্টান্ত হবে না।

৪৮. সূরা ফাত্হ

২৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য বিজয় দিয়েছি। পরিষ্কার এক বিজয়।

২. তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যা আগে হয়েছে ও যা পরে হতে পারে- আল্লাহ তোমার প্রতি যাতে তা ক্ষমা করতে পারেন; এবং তিনি যাতে তোমার উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করতে পারেন- তোমাকে যাতে সরল-সোজা এক পথ দেখাতে পারেন।

৩. এবং আল্লাহ যাতে তোমাকে সাহায্য করতে পারেন- এক ক্ষমতার এক সাহায্য।

৪. তিনিই- যিনি একজন এই সকল বিশ্বাসীর অন্তরের মধ্যে গভীর শান্তি নাজিল করেছেন, তারা যাতে তাদের বিশ্বাসের সাথে এক বিশ্বাস বাড়িয়ে নিতে পারে; এবং আল্লাহর জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর বাহিনীগুলো; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

৫. তিনি যাতে সকল বিশ্বাসী পুরুষ ও সকল বিশ্বাসী নারীকে বাগানে প্রবেশ করাতে পারেন। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী; এবং তিনি তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দেবেন; এবং আল্লাহর কাছে তাই এক সেরা সাফল্য হবে।

৬. এবং তিনি সকল মুনাফিক পুরুষ ও সকল মুনাফিক নারীকে এবং সকল মুশরিক পুরুষ ও সকল মুশরিক নারীকে শাস্তি দেবেন। সেই সকল অনুমানকারী আল্লাহর প্রতি চরম মন্দ এক অনুমানে; এবং আল্লাহ তাদের উপর অসন্তুষ্ট; এবং তিনি তাদেরকে লা'নত করেছেন; এবং তিনি তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করেছেন; এবং সে এক গন্তব্য মন্দ হবে!

৭. এবং আল্লাহরই জন্যই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর বাহিনীগুলো; এবং আল্লাহ- তিনি এক ক্ষমতাশালী, এক বিচক্ষণ।

৮. নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাকে এক সাক্ষীদাতা ও এক সুসংবাদদাতা এবং এক সতর্ককারী পাঠিয়েছি।

৯. তোমরা যাতে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করতে পার; এবং তোমরা তাঁর সাহায্যকারী শক্তি হও ও তাঁর কথায় কান দাও এবং তাঁর মহিমা ঘোষণা কর সকাল ও সন্ধ্যায়।

১০. নিশ্চয়ই তাদের যারা তোমার কাছে পরিষ্কার অঙ্গীকার করে, তারা শুধুমাত্র আল্লাহকেই পবিত্র অঙ্গীকার করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ঊর্ধ্বে। এরপর যে ভঙ্গ করে, এরপর সে তা ভঙ্গ করে থাকে শুধুমাত্র তার নিজের উপরই। কিন্তু সে যার প্রতি অঙ্গীকার করেছে, সে তা পূর্ণ করলে- আল্লাহ তার উপরই। এরপর তিনি দ্রুতই তাকে শ্রেষ্ঠ এক পুরস্কার দেবেন।

রুকূ ২

১১. এবং এই আরবদের মধ্য থেকে সেই সকল পশ্চাতে অবস্থানকারী তোমার প্রতি বলতে থাকে, 'আমাদেরকে আমাদের ধন-সম্পদ ও আমাদের পরিবার-পরিজন ব্যস্ত রেখেছিল। এরপর আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন'। তারা তাদের জিহবা দিয়ে যা বলে, তা তাদের অন্তরে থাকে না। বল, 'এরপর তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কে সে এক কিছুর মালিক হতে পারে- যদি তিনি তোমাদের প্রতি এক ক্ষতি চান? অথবা তিনি তোমাদের প্রতি এক উপকার চান? বরং তোমরা যাসহ কর, আল্লাহই এক অবহিত থাকেন'।

১২. 'বরং তোমরা অনুমান করছিলে যে, এই রাসূল ও এই বিশ্বাসীরা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে কখনই ফিরে আসতে পারবে না। তখন তোমাদের অন্তরের মধ্যে এ সাজানো হয়েছিল। তখন তোমরা অনুমান করেছিলে সেই মন্দ এক অনুমান। তখন তোমরা ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায় হয়েছ'।

১৩. এবং যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কখনই বিশ্বাস করে না, এরপর নিশ্চয়ই আমি- আমি সেই সকল অস্বীকারকারীর জন্য এক জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছি।

১৪. এবং আল্লাহর জন্যই এই আকাশমণ্ডলী এবং এই পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তার জন্য ক্ষমা করেন; এবং তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তার প্রতি শাস্তি দেন; এবং আল্লাহ এক ক্ষমাশীল, এক দয়ালু হয়েছেন।

১৫. এবং তোমরা যখন যুদ্ধের মাঠের পরিত্যক্ত সম্পদসহ এ আটক করার জন্য অগ্রসর হবে- তখন সেই সকল পশ্চাতে অবস্থানকারী বলবে, 'আমাদেরকে ছেড়ে দাও! আমরা তোমাদেরকে অনুসরণ করব'। তারা চায় যে, তারা আল্লাহর কথাগুলো বদলে দেবে! বল, 'আল্লাহ আগে থেকেই বলেছেন যে, তোমরা কখনই আমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা সেইরকমই'। এরপর তারা বলবে, 'বরং তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছ'। বরং তারা এক অল্প ছাড়া উপলব্ধিকরণে ছিল না।

১৬. এই সকল আরবদের মধ্যের সেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের প্রতি বল, 'তোমাদেরকে কঠোর দাঙ্গা-হাঙ্গামার অধিকারী সম্প্রদায়গুলোর প্রতি ডাকা হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। এরপর যদি তোমরা মেনে চল, আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম এক পুরস্কার দেবেন। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও- যেমন তোমরা আগে থেকেই মুখ ফিরেছিলে, তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন- যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তি'।

১৭. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চলে- সেই অন্ধদের উপর অভিযোগ নেই; এবং সেই শারিরিক ত্রুটিযুক্তদের উপরও অভিযোগ নেই; এবং সেই অসুস্থদের উপরও অভিযোগ নেই। তিনি তাদেরকে বাগানে প্রবেশ করাবেন। এর নিচে থেকে সেই নদী বয়ে যায়। কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে শাস্তি দেবেন- যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তি।

রুকু-৩

১৮. অবশ্যই আল্লাহ সেই সকল বিশ্বাসীর থেকে সন্তুষ্ট হলেন- তারা যখন সেই গাছের নিচে তোমার কাছে পবিত্র শপথ করল। এরপর তিনি জানেন, যা তাদের অন্তরের মধ্যে। এরপর তিনি তাদের উপর পরম শান্তি নাজিল করলেন; এবং তাদেরকে নিকটবর্তী এক বিজয় পুরস্কার দিলেন।

১৯. এবং তারা তাও গ্রহণ করবে- যুদ্ধের মাঠের প্রচুর সম্পদ। আল্লাহ এক ক্ষমতাশালী, এক বিচক্ষণ।

২০. এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যুদ্ধের মাঠের বিপুল সম্পদের ওয়াদা দিয়েছিলেন- এক বিপুল। তোমরা 'এ' গ্রহণ করতে পারবে; এবং তিনি তোমাদের জন্য 'এর তা' দ্রুত করেলেন; এবং তিনি তোমাদের থেকে এই মানুষের হাতগুলো থামিয়ে দিলেন- যাতে 'এ' এই সকল বিশ্বাসীর জন্য

এক আয়াত হতে পারে; এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে সরল-সোজা এক পথ দেখাতে পারেন।

২১. এবং অপরগুলোও- তোমরা এর উপর কখনই সিদ্ধান্ত নাও নি। অবশ্যই আল্লাহ এর প্রতি ঘিরে রেখেছেন; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর এক সিদ্ধান্তদাতা।

২২. এবং যারা অস্বীকার করে- তোমরা যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে, এরপর তারা নিশ্চিত তাদের সেই পিছনে ফিরে যেত। তারপর তারা এক অভিভাবক পেত না ও এক সাহায্যকারীও নয়।

২৩. সুন্নাত আল্লাহই। অবশ্যই 'সেই তা' আগে থেকেই চলে আসছে। তুমি আল্লাহর সুন্নাতের জন্য কখনই এক পরিবর্তন পাবে না।

২৪. এবং তিনি- যিনি একজন মক্কার ভেতরে তাদের থেকে তাদের হাত ও তোমাদের থেকে তোমাদের হাত থামিয়ে দিলেন। তিনি তার পরবর্তী থেকে তাদের উপর তোমাদের বিজয় দিলেন; এবং তোমরা যার প্রতি যা কর, আল্লাহ এক দ্রষ্টা।

২৫. তাদের তারাই- তারা অস্বীকার করেছিল ও তোমাদেরকে এই মসজিদ আল'হারাম থেকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং সকল উপহার নিবেদনেও- যা এর অনুমোদিত স্থানে পৌঁছাতে পারত। যদি না থাকত বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীরা- তোমরা যাদেরকে কখনই জানতে না, যাতে তোমরা তাদেরকে জ্ঞান ভিন্ন কিছুসহ পদদলিত করতে, এরপর তাদের থেকে তোমাদের উপর এক ক্ষতি আপতিত হতো। আল্লাহ- তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাতে পারেন। যারা অস্বীকার করে তারা যদি তাদের থেকে পৃথক থাকত, আমি তাদেরকে নিশ্চিত শাস্তি দিতাম- এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

২৬. এবং যারা অস্বীকার করে, তারা তাদের অন্তরের মধ্যে চরম বিদ্বেষ বানায়- চরম অজ্ঞতার বিদ্বেষ। এরপর আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর ও সকল বিশ্বাসীর উপর তাঁর প্রশান্তি নাজিল করলেন; এবং তিনি তাদেরকে পরম সাবধানতা অবলম্বনের বাক্যে বাঁধলেন- তখন তারাই ছিল এর হকদার ও 'এর আহাল' (ওয়া'আহালাহা وَأَهْلَهَا: এবং এর নিকটজন/পরিবার/লোকজন); এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর জ্ঞাত।

রুকু-৪

২৭. অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে পরম সত্যসহ সেই স্বপ্নটিকে সাদাকা দিয়েছিলেন: 'আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তোমরা নিশ্চিত এই মস্‌জিদ আল-হারামে নিরাপদে প্রবেশ করবে। তোমাদের মাথা মুণ্ডিত ও সংক্ষিপ্তকৃত। ভয়-ভীতি নেই'। এরপর তিনি তা জানেন, তোমরা যা জান না; এবং তিনি তারই পাশ থেকে নৈকট্যের এক বিজয় বানালেন।

২৮. তিনিই- যিনি একজন তাঁর রাসূলকে এই পথ-নির্দেশসহ ও পরম সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে তিনি 'তা' সকল দ্বীনের উপরে জাহির করতে পারেন - প্রত্যেকটিরই; এবং আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট।

২৯. মূহাম্মদ আল্লাহর রাসূল; এবং যারা তার সাথে- তারা সকল অস্বীকারকারীর উপর দৃঢ়-শক্তিশালী। কিন্তু তাদের নিজেদের মাঝে দয়ালু। তুমি তাদেরকে এক রুকূকারী, এক সিজদাকারী দেখবে। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ ও এক সন্তুষ্টি চাইতে থাকে। তাদের মুখমণ্ডলের উপর তাদের সেই সিজ্‌দার প্রভাবে চিহ্ন। সেই-ই সেই তাওরাতের মধ্যে তাদের উদাহরণ এবং সেই ইঞ্জীলের মধ্যেও তাদের উদাহরণ। তারা এক বীজের মতো এর অংকুরে বেরিয়ে আসে। এরপর তা পুষ্ট হয়। এরপর শক্তশালী হয়। এরপর 'এ' এর কাণ্ডের উপর আসীন হয়। সেই চাষীকে আনন্দ দিতে থাকে। তিনি যাতে তাদেরকে দিয়ে সকল অস্বীকারকারীকে অসন্তুষ্ট করতে পারেন; এবং তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- তাদেরকে আল্লাহর ওয়াদা: 'এক ক্ষমা ও সেরা এক পুরস্কার'।

৪৯. সূরা হুজরাত

১৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আগে আগে এগিয়ে যাবে না; এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রোতা, জ্ঞাত।

২. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! এই নবীর কণ্ঠস্বরের উর্ধ্বে তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করবে না; এবং তার প্রতি সকল কথাতে জাহির করবে না- তোমরা যেমন একে অন্যের প্রতি জাহির কর, যেন না তোমাদের আমল মূল্যহীন হয়ে যায়- যখন তোমরা ধারণাই করতে পারবে না।

৩. নিশ্চয়ই যারা তাদের কণ্ঠস্বর আল্লাহর রাসূলের কাছে নিচু রাখে, তারাই তারা- আল্লাহ যাদেরকে তাদের হৃদয়ের সাবধানতা অবলম্বনের জন্য পরীক্ষা করেছেন। তাদের জন্য ক্ষমা ও সেরা পুরস্কার।

৪. নিশ্চয়ই তাদের যারা তোমাকে এই ঘরের পিছন থেকে ডাকতে থাকে, তাদের অধিকাংশই আকল ব্যবহার করে না।

৫. তারা যদি এমন হতো যে, তুমি যতক্ষণ না বের হয়ে তাদের কাছে আস- তারা ধৈর্য ধরছে, নিশ্চিত তাদের জন্য তা কল্যাণকর হতো। তখন আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৬. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যদি অবাধ্যরা তোমাদের কাছে খবরসহ আসে, এরপর তোমরা বিস্তারিত প্রমাণ চাইবে- যেন না তোমরা অজ্ঞতাসহ এক সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে ফেল! তোমরা তাহলে যার উপর করেছ- তোমরা হয়ে যাবে আক্ষেপকারী।

৭. জেনে রাখ এমন যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রাসূল। যদি সে এই সকল আদেশের মধ্যের অনেক কিছু সম্পর্কে তোমাদেরকে মেনে চলত, নিশ্চিত তোমরাই ভুগতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে এই বিশ্বাসকে প্রিয় করেছেন; এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে 'তা' সজ্জিত করেছেন; এবং তোমাদের কাছে সকল অস্বীকার-প্রবণতা ও সকল অমান্যকরণ এবং সকল অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করেছেন। এরাই! যারা সেই সঠিক পথে।

৮. আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ ও এক নিয়ামত; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ।

৯. এবং যদি এই বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে দুই দল যুদ্ধ করে, এরপর তাদের উভয়ের মাঝে শান্তি স্থাপন কর। এতে যদি তাদের উভয়ের একদল সেই অপরটির উপর বাড়াবাড়ি করে; এরপর যে বাড়াবাড়ি করে তার প্রতি যুদ্ধ কর- যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশের দিকে ফিরে আসে। এরপর যদি তারা ফেরে, এরপর তাতে তাদের মাঝে পরম সমতার সঙ্গে শান্তি স্থাপন কর; এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল ন্যায়বিচারকারীকে ভালোবাসেন।

১০. এই বিশ্বাসীরাই শুধুমাত্র ভাই-ভাই। এরপর তোমাদের ভাইদের মাঝে শান্তি স্থাপন কর; এবং আল্লাহকে ভয় কর- যাতে তোমরা রহমত পেতে পার।

রুকূ ২

১১. ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! এক সম্প্রদায় থেকে এক সম্প্রদায়কে বিদ্রুপ করবে না। সম্ভবত যে, তারা তাদের থেকে কল্যাণকর হতে পারে; এবং নারী থেকে নারীকেও নয়, সম্ভবত যে তারা তাদের থেকে এক কল্যাণকর হতে পারে; এবং তোমাদের নিজেদেরকেও অপমান করবে না; এবং তোমরা একে অপরকে চরম মন্দ নামসহ ডাকবে না। এই বিশ্বাসের পরবর্তীতে নিকৃষ্ট সেই নাম চরম অবাধ্যতা; এবং যারা কখনই তওবা করে না, এরপর তারাই- তারা সব জালিম'।

১২. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! এই সকল অনুমানের মধ্য থেকে অনেকগুলোই এড়িয়ে চল। নিশ্চয়ই এই সকল অনুমানের কোনো কোনোটি পাপ; এবং কারো পিছনে লেগে থাকবে (তাজপাসসা'সুউ تَجَسَّسُوا:

গুপ্তপরবৃত্তি করা) না; এবং তোমাদের একে অন্যের গোপনীয়তা ঘাটাঘাটি করবে (ইয়াগ্বতাব يَغْتَبْ: কারো অদৃশ্যে কিছু করা, গুপ্তচরবৃত্তি করা, অদৃশ্য বিষয় ঘাটাঘাটি করা) না। তোমরা কি পছন্দ করবে যে, তোমাদের একজন- সে তার এক মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাবে? এরপর তোমরা তা ঘৃণা কর; এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, দয়ালু'।

১৩. ও তোমরা এই মানুষ! নিশ্চয়ই আমি- আমিই তোমাদেরকে এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি; এবং আমি তোমাদেরকে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি- যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই তোমাদের অধিক সাবধানতা অবলম্বনই আল্লাহর কাছে তোমাদের অধিক সম্মান। নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞাত, অবহিত।

১৪. এই সকল আরবরা বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি'। বল, 'যদিও তোমরা বলছ, আমরা মুসলিম হয়েছি কিন্তু তোমরা কখনই বিশ্বাস কর নি। তোমাদের হৃদয়ে এই বিশ্বাস প্রবেশ করে নি। কিন্তু তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চল, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল থেকে এক কিছুই বঞ্চিত করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু'।

১৫. এই বিশ্বাসী শুধুমাত্র তারাই, যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে। তারপর তারা সন্দেহ করে না; এবং তারা তাদের সম্পদ দিয়ে ও তারা নিজেরাও আল্লাহর পথের মধ্যে কঠোর চেষ্টা করে। তারাই- তারা পরম সত্যনিষ্ঠ।

১৬. বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দ্বীন শেখাবে, যখন আল্লাহ জানেন যা এই আকাশমণ্ডলীল মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে? এবং আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত'।

১৭. তারা কি তোমার উপর অনুগ্রহ করেছে যে, তারা মুসলিম হয়েছে? বল, 'তোমাদের ইসলাম গ্রহণে আমার উপর অনুগহ করা হয় নি; বরং আল্লাহই তোমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন- তিনি যাতে তোমাদেরকে এই বিশ্বাসের জন্য পথ দেখিয়েছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।

১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ এই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য জানেন; এবং আল্লাহই তার প্রতি দ্রষ্টা- তোমরা যা করছ।

৫০. সূরা কাফ

৪৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. কাফ। শপথ পরম মর্যাদা-সম্পন্ন এই কুরআনের।

২. বরং, তারা অবাক হচ্ছে যে তাদের থেকেই তাদের কাছে এক সতর্ককারী এসেছে। এরপর অস্বীকারকারীরা বলে, 'এ এক আজব কিছু'!

৩. 'যখন আমরা মারা যাব ও আমরা ধূলোকণা হয়ে যাব, সেই কি এক প্রত্যাবর্তন? বহুদূর'!

৪. অবশ্যয় আমি জানি, এই ভূমি তাদের থেকে যা ক্ষয় করে; এবং আমার কাছে সংরক্ষিত কিতাব।

৫. বরং যখন এ তাদের কাছে এসেছে, তারা এই পরম সত্যকে মিথ্যা বলছে। এরপর তারা বিষয়গুলো সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্থ।

৬. এরপর কি তারা কখনই এই আকাশের দিকে দেখে না? আমি কিভাবে তা তাদের ঊর্ধ্বে নির্মাণ করেছি ও এ সজ্জিত করেছি; এবং এর জন্য নেই সীমানা?

৭. এবং এই পৃথিবী- আমি একে বিস্তৃত করেছি; এবং আমি এর মধ্যে দৃঢ় পর্বতমালা ছুড়ে দিয়েছি; এবং আমি এর মধ্যে প্রত্যেক জোড়া থেকে এক সৌন্দর্য উৎপন্ন করেছি-

৮. অন্তর দৃষ্টিতে দেখতে; এবং প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী দাসের জন্য উপদেশ।

৯. এবং আমি এই আকাশের মধ্য থেকে এক বরকতময় পানি নাজিল করি; এবং এরপর আমি তা দিয়ে বাগান এবং পছন্দের সব ফসল উৎপন্ন করি-

১০. এবং দীর্ঘ খেজুর গাছ। এর জন্য সাজানো গুচ্ছে গুচ্ছে।

১১. আমার দাসদের জন্য এক রিজিক; এবং আমি তা দিয়ে মৃত এক ভূমিকে জীবন দেই। সেই-ই পরম বহির্গমন।

১২. তাদের আগে নূহ ও সেই রাস এবং সামূদ সম্প্রদায় মিথ্যা বলেছিল।

১৩. এবং আদ ও ফির'আওন এবং লূতের ভাইয়েরাও।

১৪. এবং সেই আয়কার সাথীরা ও তুব্বার সম্প্রদায়ও। প্রত্যেকেই সেই রাসূলদেরকে মিথ্যা বলেছিল। এরপর আমার অঙ্গীকার সত্য হয়ে গেল।

১৫. আমি কি এরপর এই প্রথমবারে এই সকল সৃষ্টিসহ ক্লান্ত হয়েছি? বরং তারা নতুন এক সৃষ্টি থেকে সন্দেহের মধ্যে।

রুকূ ২

১৬. এবং অবশ্যই আমিই এই মানুষকে সৃষ্টি করেছি; এবং আমি জানি কিসে তাকে কুমন্ত্রণা দেয়। তার প্রতি সে নিজেই; এবং আমি তার নিকটবর্তী- তার পরিপাকতন্ত্রের সেই সব ধমনীর থেকেও কাছে।

১৭. যখন এই ডান থেকে ও এই বাম থেকে বসে সেই দুই গ্রহণকারী গ্রহণ করে-

১৮. তার সাথে প্রস্তুত সেই পর্যবেক্ষক ছাড়া- সে তার কথাগুলো থেকে উচ্চারণ করে না।

১৭. এবং পরম সত্যসহ সেই মৃত্যুর যন্ত্রণা আসবে। সেই-ই! তোমরা যাতে তার থেকে পালানোতে ছিলে।

২০. এবং পরম শিঙ্গার মধ্যে ফুঁ দেওয়া হবে। সেই-ই! সেই অঙ্গীকারকৃত এক দিন।

২১. এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই আসবে- এর সাথে চালক ও সাক্ষী।

২২. 'অবশ্যই তুমি এ থেকে উদাসীনতার মধ্যে ছিলে। এরপর আমি তোমার থেকে তোমার ঢাকনা সরিয়ে দিয়েছি। এরপর আজ এই দিন তোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ম'।

২৩. এবং তার সাথী বলবে, 'আমার কাছে এই তা প্রস্তুত'।

২৪. 'প্রত্যেক একগুয়ে অস্বীকারকারীকে জাহান্নামের মধ্যে ছুড়ে মার'।

২৫. 'সকল কল্যাণের প্রতি বাঁধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহকারী'!

২৬. 'যে একজন আল্লাহর সাথে অপর এক ইলাহ বানিয়েছিল, এরপর তাকে চরম কঠোর সেই শাস্তির মধ্যে ছুড়ে ফেল'।

২৭. তার সাথী বলবে, 'ও আমাদের রব! আমি তাকে সীমালঙ্ঘনকারী করি নি। কিন্তু সেই ছিল দূরের বিভ্রান্তির মধ্যে'।

২৮. তিনি বলবেন, 'আমার কাছে বিরোধ করবে না। অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে আগেই সকল ওয়াদাসহ পাঠিয়েছিলাম'।

২৯. 'আমার কাছে এই সব কথার রদবদল করা হয় না; এবং আমি আমার দাসদের প্রতি জুলুমসহ নই'।

রুকূ ৩

৩০. সে দিন জাহান্নামের প্রতি আমি বলব, 'তুমি পূর্ণ হয়েছ কি'? তখন সে বলবে, 'আরও আছে কী''?

৩১. এবং পরম বাগানগুলোকে পরম সাবধানতা অবলম্বনকারীদের জন্য দূরত্ব ভিন্নই নিকটে আনা হবে।

৩২. 'এই তা, তোমাদেরকে যার ওয়াদা করা হয়েছিল। ফিরনেওয়ালা, হেফাজতকারী প্রত্যেকের জন্য'।

৩৩. 'তারা যে সকল অদৃশ্যেসহ আল'রাহমানকে ভয় করেছে এবং তারা প্রত্যাবর্তনকারী হৃদয়সহ এসেছে'।

৩৪. 'শান্তির সাথে প্রবেশ কর'। সেই একদিন পরম স্থায়ী।

৩৫. তাদের জন্য এর মধ্যে তাই- তারা যা ইচ্ছা করবে; এবং আমার কাছে আরও।

৩৬. আমি তাদের আগের জনপদগুলো থেকে কতজনকে ধ্বংস করেছি! তারা আক্রমণে তাদের থেকে শক্তিশালী। এরপর তারা এই সব ভূমির মধ্যে অভিযান চালিয়েছে। আজ কোথায় পালানোর স্থান?

৩৭. নিশ্চয়ই এর প্রতি যার হৃদয় আছে অথবা সে ছুড়ে দেয় সেই শ্রুতিশক্তি- তার জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত উপদেশ; তখন সে সাক্ষী।

৩৮. এবং অবশ্যই আমি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী এবং যা তাদের উভয়ের মাঝে- তা ছয় পর্বের মধ্যে সৃষ্টি করেছি; এবং আমাকে ক্লান্তি থেকে স্পর্শ করে নি।

৩৯. এরপর তারা যা বলে- তার উপর ধৈর্য ধর; এবং এই সূর্য উঠার আগে ও এর ডোবার আগে প্রশংসার সাথে তোমার রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

৪০. এবং তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর প্রতি রাতের মধ্য থেকে এবং তার পিঠেই সকল সিজদা।

৪১. শোন! একদিন নিকটস্থ এক স্থান থেকে পরম আহ্বানকারী ডাকবে।

৪২. সেদিন তারা পরম সত্যসহ পরম গর্জন শুনতে পাবে। সেই একদিন পরম বহির্গমনের।

৪৩. নিশ্চয়ই আমি- আমিই জীবন দেই; এবং আমিই মৃত্যু ঘটাই; এবং আমার কাছেই পরম গন্তব্য।

৪৪. একদিন তাদের থেকে এক দ্রুতগতিতে এই পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে। আমার উপর সেই সমাবেশ সহজ।

৪৫. আমি তার প্রতি জানি- তারা যা বলে; এবং তুমি তাদের উপর স্বৈরাচারসহ নও। এরপর যে ভয় করে, তাকে এই কুরআনের প্রতি স্মরণ করিয়ে দাও।

৫১. সূরা জারিয়াত

৬০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. শপথ সকল বিচ্ছিন্নতাকারীর- এক বিচ্ছিন্নতার।
২. এরপর সকল বহনকারীর- এক বোঝার।
৩. এরপর সকল নাবিকের- এক সহজের।
৪. এরপর সকল বণ্টনকারীর- এক আদেশের।
৫. নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছে, তা নিশ্চিত সত্য।
৬. এরপর নিশ্চয়ই এই দ্বীন নিশ্চিত সংঘটিত হবে।
৭. শপথ পরম নিরিবিচ্ছিন্ন এই আকাশের।
৮. নিশ্চয়ই তোমরা কথাগুলোর মধ্যে নিশ্চিত পরস্পর বিরোধী।
৯. যারা মিথ্যুক তারা এর প্রতি মিথ্যা বলছে।
১০. ধ্বংস হোক এই অনুমানকারীরা।
১১. তাদের যারা তাদের গুমরাহের মধ্যে উদাসীন।
১২. তারা প্রশ্ন করে, 'কখন এই কর্মফলের দিন'?
১৩. একদিন তাদেরকে পরম আগুনের উপর পরীক্ষা করা হবে।
১৪. 'তোমাদের পরীক্ষার স্বাদ নাও। সেই-ই তা- যাতে তোমরা তাড়াহুড়োকরণে ছিলে'।
১৫. নিশ্চয়ই সেই সাবধানীরা বাগানগুলোর মধ্যে ও ঝরনাধারায়-
১৬. তাদের রব তাদেরকে যা দেবেন তারা তা গ্রহণ করবে। নিশ্চয়ই তারা আগেই পরম সৎকর্মপরায়ণ ছিল।
১৭. তারা সকল রাতের মধ্য থেকে এক অল্পে ছিল- যাতে তারা ঘুমাতো।
১৮. এবং তারা সকল শেষ প্রহরের সাথে ক্ষমা চাইত।
১৯. এবং তাদের ধন-সম্পদের মধ্যে সকল অভাবী ও সকল বঞ্চিতের জন্য হক।
২০. এবং সকল নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য এই পৃথিবীর মধ্যে আয়াত-
২১. এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। এরপরও তোমরা কি দেখ না?
২২. এবং তোমাদের রিজিক এই আকাশের মধ্যে; এবং তাও- তোমাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছে।
২৩. এরপর তোমাদের রবের এই আকাশ ও এই পৃথিবীর শপথ! তোমরা তাতে যেমন কথা বলছ, নিশ্চয়ই তা তেমনই সত্য।

রুকূ ২

২৪. তোমার কাছে কি ইবরাহীমের পরম সম্মানিত অতিথিদের 'হাদিস' (হাদিসু حَدِيثُ: কথা, বর্ণনা, ঘটনা) এসেছে?
২৫. যখন তারা তার সামনে প্রবেশ করল, এরপর কাছে উপস্থিত হলো; এবং বলল, 'এক শান্তি'। সে বলল, 'শান্তি। অপরিচিত লোকজন'!
২৬. এরপর সে ফিরল 'তার পরিবারের কাছে; এবং সে মোটাতাজা এক বাছুরসহ আসল।
২৭. এরপর সে তাসহ তাদের নিকটবর্তী হলো। তাদের কাছে সে বলল, 'তোমরা কি খাবে না'?
২৮. এরপর সে তাদের থেকে এক ভীতি অনুভব করল। তারা বলল, 'ভয় করবেন না'! তখন তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্রের প্রতি সুসংবাদ দিল।
২৯. এরপর তার স্ত্রী উঁচুশব্দের মধ্যে এগিয়ে আসল। এরপর সে তার মুখ চেপে ধরল; এবং সে বলল, 'এক বন্ধ্যা বৃদ্ধা'!
৩০. তারা বলল, 'তোমার রব সেইরকমই বলেছেন! নিশ্চয়ই তিনি- তিনি পরম বিচক্ষণ, পরম জ্ঞাত'।

সাতাশতম পারা

৩১. সে বলল, 'এরপর কী তোমাদের বিষয়'! 'ও তোমরা এই দূতেরা'?
৩২. তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা- আমাদেরকে অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠানো হয়েছে'।
৩৩. 'আমরা যাতে তাদের উপর পোড়া-মাটি থেকে এক শিলাখন্ড বর্ষণ করতে পারি'।
৩৪. 'তোমার রবের কাছে চিহ্নিত সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য'।
৩৫. এরপর আমি এর মধ্যে সেই সকল বিশ্বাসীদের থেকে যারা ছিল- তাদেরকে বের করে এনেছিলাম।
৩৬. এরপর আমি এর মধ্যের এক পরিবার ভিন্ন কাউকে সেই মুসলিমদের মধ্যে পাই নি!
৩৭. এবং যারা চরম যন্ত্রণাদায়ক চরম শাস্তির ভয় করে, আমি তাদের জন্য এর মধ্যে এক আয়াত রেখে দিয়েছি।
৩৮. এবং মূসার মধ্যেও! আমি যখন তাকে পরিষ্কার কর্তৃত্বসহ ফির'আওনের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

৩৯. এরপর সে তার দলবলসহ মুখ ফিরিয়ে নিল; এবং বলল, 'এক জাদুকর অথবা এক পাগল'!

৪০. এরপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম। এরপর আমি তাদেরকে সেই সমুদ্রের মধ্যে ছুড়ে ফেললাম। তখন সে অভিযুক্ত ছিল।

৪১. এবং আদ'দের মধ্যেও! যখন আমি তাদের উপর চরম বন্ধ্যা সেই ঝোড়ো-বাতাস পাঠিয়েছিলাম।

৪২. তার সামনে যা এসেছিল, তাকে চরম ধ্বংসস্তুপের মতো বানানো ছাড়া এ তার কিছু থেকেই ছাড়েনি!

৪৩. এবং সামূদের মধ্যেও! যখন তাদের প্রতি বলা হয়েছিল, 'এক সময় পর্যন্ত ভোগ করে নাও'।

৪৪. এরপর তারা তাদের রবের আদেশ থেকে অমান্য করল। এরপর তাদেরকে সেই বজ্রপাত ধরল। তখন তারা তাকিয়ে ছিল।

৪৫. এররপর তারা উঠে দাঁড়ানো থেকেও সক্ষম হলো না; এবং তারা তাদেরকে সাহায্যকরণেও ছিল না।

৪৬. এবং আগে থেকেই নূহের সম্প্রদায়। নিশ্চয়ই তারা- তারা নিশ্চিত অবাধ্য এক সম্প্রদায় ছিল'।

রুকূ ৩

৪৭. এবং এই আকাশ- আমি তা নির্মাণ করেছি সক্ষমতাসহ; এবং নিশ্চয়ই আমি নিশ্চিত সম্প্রসারণকারী।

৪৮. এবং এই পৃথিবী- আমি এ বিস্তৃত করেছি। এরপর এই বিস্তারণকারীর নিয়ামত!

৪৯. এবং আমি সকল কিছুর থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছি- যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার।

৫০. 'এরপর আল্লাহর দিকেই ছুটতে থাক। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তাঁর থেকে পরিষ্কার সতকর্কারী'।

৫১. 'এবং আল্লাহর সাথে অপর এক ইলাহ বানাবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তাঁর থেকে পরিষ্কার সতকর্কারী'।

৫২. সেইরকমই! যারা তাদের আগে- তাদের কাছেও রাসূলদের থেকে আসে নি তা ছাড়া যে, তারা তাকে বলত- 'এক জাদুকর অথবা এক উন্মাদ'!

৫৩. তারা কি তাদের প্রতি এ নির্দেশনাই চালিয়ে যাবে? বরং তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

৫৪. এরপর তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। এরপর তুমি অভিযুক্তসহ নও।

৫৫. এবং তুমি উপদেশ দিতে থাক। এরপর নিশ্চয়ই এই উপদেশ সকল বিশ্বাসীকে লাভবান করে।

৫৬. আমি আমার দাসত্ব করার জন্য ছাড়া এই জিন ও এই মানুষ সৃষ্টি করি নি।

৫৭. আমি তাদের থেকে রিজিক চাই না; এবং আমি চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।

৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনিই পরম রিজিকদাতা, পরম শক্তির অধিকারী, পরম দৃঢ়তাসম্পন্ন।

৫৯. এরপর যারা জুলুম করে নিশ্চয়ই তাদের জন্য তারই মতো এক অংশ, যা তাদের সাথীদের। এরপর তারা যেন আমাকে তাড়াহুড়ো করতে না বলে।

৬০. এরপর যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য তাদের সেই দিন থেকে দুর্ভোগ- সেই যা তাদেরকে ওয়াদা করা হয়েছে।

৫২. সূরা তূর

৪৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. শপথ সেই তূরের।

২. এবং শপথ লিখিত কিতাবের-

৩. খোলা পাতার মধ্যের।

৪. শপথ এই সর্বপ্রাচীন গৃহের।

৫. শপথ এই পরম উত্তোলিত ছাদের।

৬. এবং শপথ পরম নিয়ন্ত্রিত সব সমুদ্রের।

৭. নিশ্চয়ই তোমার রবের শাস্তি নিশ্চিত ঘটবে।

৮. এর প্রতি রক্ষাকর্তা নেই।

৯. একদিন এই আকাশ দুলতে থাকবে- এক দোলনে।

১০. এবং এই পর্বতমালা নড়তে থাকবে- এক নড়নে।

১১. এরপর সেদিন সকল মিথ্যাবাদীর জন্য দুর্ভোগ।

১২. তারাই তারা- যারা তাদের বক্তব্যের মধ্যে খেলাধুলা করছে।

১৩. সেদিন তাদেরকে এক ধাক্কায় জাহান্নামের আগুনের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।

১৪. এ সেই আগুন- সেই তা; তোমরা এর প্রতি মিথ্যা বলেছিলে।

১৫. এরপর এ কি জাদু; অথবা তোমরা কি তা দেখছ না?

১৬. এতে পুড়তে থাক! এরপর ধৈর্য ধর অথবা ধৈর্য না-ই ধর- তোমাদের সামনে এক সমান। তোমাদেরকে শুধুমাত্র তার প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে, তোমরা যা করছিলে।

১৭. নিশ্চয়ই সকল সাবধানতা অবলম্বনকারী বাগানে ও নিয়ামতের মধ্যে।

১৮. তাদের রব তাদেরকে যা দিয়েছেন তার প্রতি আনন্দে-উল্লাসরত; এবং তাদের রব তাদেরকে সেই জ্বলন্ত আগুনের শাস্তিতে রক্ষা করবেন।

১৯. 'এক তৃপ্তিতে খাও ও পান কর তা দিয়ে- যার প্রতি তোমরা করছিলে'।

২০. তারা সারিবদ্ধ আসনগুলোর উপর হেলানদানকারী; এবং তিনি তাদেরকে দৃষ্টিনন্দন সাথীদের সাথে জোড়বদ্ধ করবেন।

২১. এবং যারা বিশ্বাস করেছিল এবং তাদের সেই বিশ্বাসসহ তাদেরকে অনুসরণ করেছিল তাদের সন্তান-সন্ততিরা- আমি তাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিদের যুক্ত করব; এবং আমি তাদেরকে তাদের আমলের কিছু থেকেই বঞ্চিত করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তাসহই- সে যে জামানত অর্জন করে।

২২. তারা যা আকাঙ্ক্ষা করবে, আমি তাদেরকে তার থেকে ফলমূল ও গোশ্‌তসহ বাড়িয়ে দেব।

২৩. এর মধ্যে তারা পরস্পরের সাথে এক পেয়ালা বিনিময় করবে। এর মধ্যে অসার কথা নেই এবং পাপও নয়।

২৪. তাদের সামনে তাদের সাথেই 'পুত্র সন্তানরা' (গ্বিলমানুন غِلْمَانٌ: সন্তান, বালক) ঘুরতে থাকবে। তারা এমন যে, যেন নিরাপদ মুক্তা।

২৫. এবং তারা তাদের একে অপরের সামনে এগিয়ে আসবে ও খোঁজ-খবর নেবে।

২৬. এবং তারা বলবে, 'নিশ্চয়ই আমরা- আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে আগে শঙ্কিত ছিলাম'।

২৭. 'এরপর আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন; এবং আমাদেরকে সেই লেলিহান আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন'।

২৮. 'নিশ্চয়ই আমরা- আমরা আগেও তাঁকে ডেকেছিলাম। নিশ্চয়ই তিনি পরম নীতিবান, পরম দয়ালু'।

রুকূ ২

২৯. এরপর তুমি উপদেশ দাও। এরপর তুমি তোমার রবের নিয়ামতের প্রতি গণকসহ নও; এবং পাগলও নও।

৩০. অথবা কি তারা বলে, 'এক কবি? আমরা সন্দেহে। তার প্রতি চরম পরিণতিসূচক সময়ের অপেক্ষা করছি'।

৩১. বল, 'অপেক্ষা কর! এরপর নিশ্চয়ই আমিও তোমাদের সাথে সকল অপেক্ষমানদের মধ্যে'।

৩২. এরপর কি তাদের মন তাদেরকে এর প্রতি এ আদেশ দেয়; অথবা তারা কি এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়?

৩৩. অথবা তারা কি বলে, 'এগুলো তারই কথা'? বরং তারা বিশ্বাস করে না।

৩৪. এরপর তারা তারই মতো 'হাদিসসহ' (বি'হাদিসিন بِحَدِيثٍ) আসুক- যদি তারা হয় সত্যবাদী!

৩৫. অথবা তারা কি ভিন্ন কিছু থেকে সৃষ্টি হয়েছে; অথবা তারাই সেই স্রষ্টা?

৩৬. অথবা তারাই কি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা নিশ্চিত নয়।

৩৭. অথবা তাদের কাছে কি তোমার রবের ভাণ্ডার? অথবা তারা কি তার নিয়ন্ত্রক?

৩৮. অথবা তাদের জন্য কি শান্তির বার্তা- তারা এর সম্পর্কে শোনে? এরপর তারা তাদের শ্রোতাকে পরিষ্কার দলিলসহ নিয়ে আসুক!

৩৯. অথবা তাঁর জন্য কি সকল কন্যা সন্তান এবং তোমাদের জন্য সকল পুত্র সন্তান?

৪০. অথবা তুমি কি তাদেরকে এক পারিশ্রমিকের প্রশ্ন করছ? এরপর কি তারা বোঝা-ভারাক্রান্ত ঋণগ্রস্থ?

৪১. অথবা তাদের কাছেই কি সকল অদৃশ্য, এরপর তারা কিতাব লিখেছে?

৪২. অথবা তারা কি চাইছে এক ষড়যন্ত্র? এরপর তাদের যারা অস্বীকার করে, তারাই চরম ষড়যন্ত্রকারী।

৪৩. অথবা তাদের জন্য কি আল্লাহ-ভিন্ন ইলাহ? তারা যা শরীক করে- আল্লাহ তার থেকে সুমহান।

৪৪. এবং তারা যদি এই আকাশের মধ্য থেকে এক পতনের এক অংশ দেখত; তারা বলত, 'স্তুপীকৃত মেঘ'।

৪৫. এরপর তাদেরকে ছেড়ে দাও- যতক্ষণ না তারা তাদের সেই দিনের সাক্ষাত করে, যার মধ্যে বজ্রাঘাত হানবে- সেই তা।

৪৬. সেদিন তাদের থেকে তাদের কৌশল তাদের কিছুই কাজে আসবে না; এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

৪৭. নিশ্চয়ই যারা জুলুম করছে তাদের জন্য তারই পাশ থেকেই এক শাস্তি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

৪৮. এবং তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্য ধর। এরপর তুমি নিশ্চয়ই আমার চোখের সাথেই; এবং তুমি যখন দাঁড়াও- তোমার রবের প্রশংসাসহ মাহাত্ম্য ঘোষণা কর-

৪৯. এবং এরপরও তাঁর মহিমা ঘোষণা কর- প্রতি রাতের মধ্য থেকে ও সেই নক্ষত্র মিলিয়ে যেতে থাকাকালীনও।

৫৩. সূরা নাজ্‌ম

৬২ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু নামসহ আল্লাহর ॥

১. শপথ সকল তারার, যখন তা চলে যায়।

২. তোমাদের সাথী বিভ্রান্ত হয় নি; এবং সে ভুলও করে নি।

৩. এবং সে চরম খেয়ালখুশির কথা বলে না।

৪. এ এক ওহি ছাড়া নয়- যা ওহি হয়েছে।

৫. তাকে শিক্ষা দেয় শক্তিশালী পরম শক্তিমান।

৬. এক সময়ের অধিকারী। এরপর তিনি আসীন হলেন-

৭. যখন তিনি সকল দিগন্তের প্রতি সমুচ্চ।

৮. এরপর তিনি কাছাকাছি আসলেন। এরপর তিনি নামিয়ে দিলেন।

৯. এবং তিনি কাছাকাছিই ছিলেন- দুই ধনুকের অথবা আরও কাছে।

১০. এরপর তিনি তাঁর দাসের কাছে ওহি করলেন- যা তিনি ওহি করেছেন।

১১. সে যা দেখেছে- সেই হৃদয়, সে মিথ্যা বলেনি।

১২. এরপর সে যা দেখেছে তোমরা কি তার উপর তার সাথে বিরোধ করবে?

১৩. এবং অবশ্যই সে তা আরেকবার দেখেছিল- এক নাজিল।

১৪. সর্বশেষ প্রান্তের সিদর গাছের কাছেই।

১৫. এর কাছেই সেই বসতবাড়ির বাগানগুলো।

১৬. তখন সেই সিদর গাছ ঢাকা ছিল- যাতে তা ঢাকা থাকে।

১৭. সেই দৃষ্টিতে পলক পড়ে নি; এবং তা সীমালঙ্ঘনও করে নি।

১৮. অবশ্যই সে তার রবের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াতগুলো থেকে দেখেছিল।

১৯. তোমরা কি দেখেছ এই লাত ও এই উজজাকে?

২০. এবং মানাত- সেই তৃতীয়টি?

২১. তোমাদের জন্য কি সব পুরুষ; এবং তার জন্য সব নারী?

২২. এই যখন ভাগাভাগি- তা অন্যায্য।

২৩. তারা নয় নামমাত্র ছাড়া। তোমরাই তাদের নাম রেখেছ- তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা। আল্লাহ এর প্রতি দলিল নাজিল করেন নি। তারা সব অনুমান ছাড়া অনুসরণ করে না; এবং তারা যা খেয়াল-খুশি করে- তারা সব নিজেরাই; এবং অবশ্যই তাদের রবের থেকে তাদের কাছে এই পথ-নির্দেশ এসেছে।

২৪. অথবা মানুষের জন্য কি তাই- সে যা চায়?

২৫. এরপর আল্লাহর জন্যই সর্বশেষ ও সর্বপ্রথম।

রুকূ ২

২৬. এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ফেরেশ্‌তা থেকে কতজন? তাদের সুপারিশ কিছুই কাজে আসে না। আল্লাহ যা অনুমতি দিয়েছেন তার পরবর্তী থেকে ছাড়া- তিনি যার জন্য ইচ্ছা করেন ও সন্তুষ্ট হন।

২৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা পরম আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস করতে পারে না, তারা নিশ্চিত এই ফেরেশতাদেরকে সব নারীর নামে নামকরণ করে থাকে।

২৮. এবং তাদের জন্য তার প্রতি জ্ঞান নেই। তারা সব অনুমান ছাড়া অনুসরণ করে না; এবং নিশ্চয়ই পরম সত্যের পক্ষে সেই অনুমান এক কিছুই কাজে আসে না।

২৯. এরপর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। তখন সে এই দুনিয়ার এই জীবন ছাড়া কখনই আকাঙ্ক্ষা করে না।

৩০. সকল জ্ঞানের মধ্য থেকে সেই-ই তাদের যোগফল। নিশ্চয়ই তোমার রব তিনিই তাদের প্রতি জানেন, যারা তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে; এবং তিনিই তাদের প্রতি জানেন- যারা পথপ্রাপ্ত হয়েছে।

৩১. এবং আল্লাহরই জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে। যাতে তিনি যারা মন্দ কাজ করে- তারা যা আমল করে তা দিয়েই তাদেরকে পুরস্কার দিতে পারেন; এবং যাতে তিনি যারা উত্তম কাজ করে- তাদেরকে পরম উত্তম দিয়েই পুরস্কার দিতে পারেন।

৩২. তারাই- যারা সেই ছোট দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় সব পাপ ও চরম অনৈতিকতা এড়িয়ে চলে। নিশ্চয়ই তোমার রবের নিয়ন্ত্রণেই পরম ক্ষমাপরায়ণতা। যখন তিনি তোমাদেরকে এই পৃথিবীর মধ্য থেকেই গড়েছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়ের গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ ছিলে- তিনি তোমাদের প্রতি জানেন। এরপর তোমরা নিজেদের পবিত্রতার বড়াই করবে না। তিনিই জানেন তাদের প্রতি- কারা সাবধানী হয়?

৩৩. তুমি কি তাকে দেখেছ - যে মুখ ফিরিয়ে নেয়?
৩৪. এবং সে এক অল্পই দান করে; এবং সে তা থামিয়েও রাখে!
৩৫. তার কাছে কি পরম অদৃশ্যের জ্ঞান? এরপর কি সে তা দেখে?
৩৬. অথবা তাকে কি কখনই তাসহ খবর দেওয়া হয় নি- যা মূসার গ্রন্থের মধ্যে?
৩৭. এবং ইবরাহীমের- তারা সেই তা পূর্ণ করেছিল?
৩৮. যেন না বোঝা বহনকারীরা বহন করে অপরের বোঝা?
৩৯. এবং এমন যে, এই মানুষের জন্য- যা সে চেষ্টা করে ছাড়া কিছুই হতে পারে না।
৪০. এবং এমন যে, তার প্রচেষ্টা দ্রুতই দেখা যাবে।
৪১. তারপর তাকে এর পুরস্কার দেওয়া হবে- পরম পূর্ণতার সেই পুরস্কার।
৪২. এবং এমন যে, তোমার রবের কাছেই চূড়ান্ত সমাপ্তি।
৪৩. এবং তিনি এমন যে, তিনিই হাসিয়ে থাকেন ও তিনিই কাঁদিয়ে থাকেন।
৪৪. এবং তিনি এমন যে, তিনিই মৃত্যু ঘটান ও তিনিই জীবন দেন।
৪৫. এবং তিনি এমন যে, তিনিই সেই জোড়ায় সকল পুরুষ ও সকল নারী সৃষ্টি করেছেন-
৪৬. যখন তা শুক্র বিন্দু থেকে বেরিয়ে আসে।
৪৭. এবং এমন যে, তাঁরই উপরই সেই আরেকবার সকল সৃষ্টি।
৪৮. এবং তিনি এমন যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন এবং তিনিই ধনবান।
৪৯. এবং তিনি এমন যে, তিনিই সেই শি'রার রব।
৫০. এবং তিনি এমন যে, তিনিই সেই পূর্বে এক আদ'কে ধ্বংস করেছিলেন।
৫১. এবং সামূদকেও! এরপর তিনি তা দীর্ঘস্থায়ী করেছেন।
৫২. এবং আগে থেকেই নূহের সম্প্রদায়ও। নিশ্চয়ই তারা ছিল অধিক অত্যাচারী ও বিদ্রোহী।
৫৩. এবং সেই উল্টিয়ে দেওয়া জনপদ- আমিই তা উল্টে দিয়েছিলাম।
৫৪. এরপর তাদেরকে ঢেকে দিল- যা তাদেরকে ঢেকে দেওয়ার!
৫৫. এরপর তুমি কিসহ তোমার রবের অনুগ্রহকে সন্দেহ করবে?
৫৬. এ এক সতর্ককারী- পূর্ববর্তী সকল সতর্ককারীদের মধ্যের।
৫৭. সেই যা আসার এসে পড়েছে।
৫৮. আল্লাহর পাশ থেকে এর জন্য অপসারণকারী হতে পারে না।
৫৯. এরপর তোমরা কি 'এর' থেকে 'সকল হাদিসে' (আল'হাদিসি الْحَدِيثِ) অবাক হচ্ছ?

৬০. এবং তোমরা কি হাসছ? কাঁদছ না?
৬১. এবং তোমরা কি তোমাদের বিনোদনে?
৬২. এরপর আল্লাহর প্রতি সিজদা কর ও তাঁরই দাসত্ব কর।

৫৪. সূরা কামার

৫৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. পরম সময় কাছাকাছি হয়েছে; এবং এই চাঁদ খন্ডিত হয়েছে!
২. এবং তারা যদি এক আয়াত দেখে- তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়; এবং তারা বলে, 'নিশ্চয়ই এ চলমান জাদু'।
৩. এবং তারা যখন তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে- তারা মিথ্যা বলে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েরই গন্তব্য নির্ধারিত।
৪. নিশ্চয়ই তাদের কাছে সেই সকল তথ্যের মধ্য থেকে যা 'তার' সম্পর্কে সাবধান বাণী, তা এসেছে-
৫. বিচক্ষণতার বার্তা। এরপর এই সকল সতর্কীকরণ তাদের কাজে লাগে নি।
৬. এরপর তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। একদিন তাদেরকে সেই আহ্বানকারী মন্দ কিছুর দিকে ডাকবে।
৭. সেদিন তারা সকল কবরের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে। তারা এমন, যেন বিস্তৃর্ণ পঙ্গপাল। এক বিনীত তাদের দৃষ্টি-
৮. সেই আহ্বানকারীর দিকে ছুটন্ত। সকল অস্বীকারকারী বলবে, 'এ কঠিন একদিন'।
৯. তাদের আগে থেকে নূহের সম্প্রদায় মিথ্যা বলেছে। এরপর তারা আমার দাসদেরকে মিথ্যুক বলেছিল; এবং তারা বলেছিল, 'পাগল'; এবং সে তিরস্কৃত হয়েছিল।
১০. এরপর সে তার রবকে ডাকল, 'আমি অসহায়! এরপর আমাকে সাহায্য করেন'।
১১. এরপর আমি এই আকাশের সকল দরজা ঢলের ধারায় পানিসহ খুলে দিলাম।
১২. এবং আমি এই ভূমিতে এক ঝরনাধারা উৎসারিত করলাম। এরপর এক আদেশের উপর সকল পানি মিলিত হলো। অবশ্যই তার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

১৩. এবং আমি তাকে পাত ও কীলক তার উপর বহণ করলাম-
১৪. যা আমার চোখের সামনে বয়ে গিয়েছিল। যে অস্বীকারকৃত হয়েছিল তার জন্য এক পুরস্কার।
১৫. এবং অবশ্যই আমি এ এক আয়াত করে রেখেছি। এরপরও কি তারা উপদেশগ্রহণকারী?
১৬. এরপর কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী?
১৭. এবং অবশ্যই আমি এই কুরআন উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। এরপরও কি তারা উপদেশগ্রহণকারী থেকে?
১৮. আদেরা মিথ্যা বলেছিল! এরপর কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার হুঁশিয়ারি?
১৯. নিশ্চয়ই আমি- আমি তাদের উপর এক ঝোড়ো-বাতাস পাঠিয়েছিলাম। এক ভয়ংকর দিনের মধ্যের অবিরাম দুর্ভাগ্য!
২০. 'তা' সেই সব মানুষকে উপড়ে ফেলল। তারা এমন, যেন উৎপাটিত খেজুর গাছের গোড়ালি!
২১. এরপর কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার হুঁশিয়ারি?
২২. এবং অবশ্যই আমি এই কুরআন উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। এরপরও কি তারা উপদেশগ্রহণকারী থেকে?

রুকূ ২

২৩. সামূদরা এই সকল সতর্কবাণীর প্রতি মিথ্যা বলেছিল।
২৪. এরপর তারা বলেছিল, 'আমাদের থেকেই একজন- এক মানুষ! আমরা কি তাকে অনুসরণ করব? নিশ্চয়ই আমরা তখন নিশ্চিত বিভ্রান্তির মধ্যে ও এক পাগলামিতে'।
২৫. 'আমাদের মাঝ থেকে তার উপরই কি সকল উপদেশ ছুড়ে দেওয়া হয়েছে? বরং সে অবজ্ঞার পাত্র, মিথ্যুক'।
২৬. আগামীকালই তারা অধিক জানতে পারবে- কে সেই মিথ্যুক, সেই অবজ্ঞার পাত্র।
২৭. নিশ্চিয় আমিই সেই মাদী-উটের প্রেরক। তাদের জন্য এক পরীক্ষা। এরপর তাদেরকে দেখতে থাক ও ধৈর্য ধর।
২৮. এবং তাদেরকে খবর দাও এমন যে, 'এই পানি তাদের মাঝে ভাগাভাগির; এবং প্রত্যেকের পান উপস্থিতিতে'।
২৯. এরপর তারা তাদের সাথীদেরকে ডাকল। তারা তা ধরল। এরপর তারা তাকে কেটে ফেলল।

৩০. এরপর কেমন ছিল আমার শাস্তি ও আমার হুশিয়ারি?
৩১. নিশ্চয়ই আমি- আমিই তাদের উপর এক বজ্রপাত পাঠিয়েছিলাম- একটিই। সেই সংরক্ষকারীর দাবানলে পোড়া খড়-কুড়ার মতোই।
৩২. এবং আমি অবশ্যই এই কুরআন উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। এরপরও কি তারা উপদেশগ্রহণকারী থেকে?
৩৩. লূতের সম্প্রদায় এই সব সতর্কবাণীকে মিথ্যা বলেছিল।
৩৪. নিশ্চয়ই আমি- আমিই তাদের উপর এক শিলাঝড় পাঠিয়েছিলাম। লূতের পরিবারের উপর ছাড়া। আমি তাদেরকে রাতের শেষাংশের সাথে রক্ষা করেছিলাম।
৩৫. আমার কাছ থেকে এক নিয়ামত। সেইরকমই আমি পুরস্কার দেই তাদেরকে- যারা কৃতজ্ঞ হয়।
৩৬. এবং অবশ্যই সে তাদেরকে আমার আটকাদেশের সতর্ক করেছিল। এরপরও তারা আমার সতর্কবাণীর প্রতি সন্দেহে।
৩৭. এবং অবশ্যই তারা তার থেকে তার অতিথিদেরকে দাবী করল। এরপর আমি তাদের চোখ অন্ধ করে দিলাম। এরপর আমার শাস্তির ও আমার সতর্কবাণীর স্বাদ নাও!
৩৮. এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে এক ভোরের শাস্তিতে তাদের বসতবাড়িতেই জাগিয়ে দিলাম।
৩৯. এরপর আমার শাস্তির ও আমার হুশিয়ারির স্বাদ নাও।
৪০. এবং অবশ্যই আমি এই কুরআন উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। এরপরও কি তারা উপদেশগ্রহণকারী থেকে?

রুকূ ৩

৪১. এবং অবশ্যই ফির'আওনের লোকদের জন্যও এই সকল সতর্কবাণী এসেছিল।
৪২. তারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলেছিল- এর প্রত্যেকটিকে। এরপর আমি আটক করলাম। এক সক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষমতাধরের আটক।
৪৩. তোমাদের অস্বীকারকারীরা কি তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ? অথবা কি এই গ্রন্থে তোমাদের জন্য এক মুক্তি?
৪৪. অথবা কি তারা বলে, 'আমরা সম্মিলিত সাহায্যকারী'?
৪৫. এই সব সম্মিলিতরা শিগগিরই পরাজিত হবে; এবং তারা সেই পিছনে ফিরবে।

৪৬. বরং পরম সময়টি তাদেরকে ওয়াদাকৃত সময়; এবং সেই সময়টি আরও কঠিন ও আরও তিক্তকর।
৪৭. নিশ্চয়ই সকল অপরাধীই বিভ্রান্তির মধ্যে ও বিকারগ্রস্ত।
৪৮. একদিন তাদেরকে তাদের মুখের উপর সেই আগুনের মধ্যে টেনে আনা হবে। 'স্বাদ নাও সাকারার স্পর্শের'!
৪৯. নিশ্চয়ই আমি- আমিই সিদ্ধান্তসহ এ সকল কিছু সৃষ্টি করেছি।
৫০. এবং আমার আদেশ সেই দৃষ্টির সাথের একটি পলকের মতো ছাড়া নয়- একমাত্র।
৫১. এবং আমি অবশ্যই তোমাদের অধিক বিভক্তকারীদের ধ্বংস করেছি। এরপর কি তোমরা উপদেশগ্রহণকারী থেকে?
৫২. এবং তারা যা করছে তার সব কিছুই সেই লিখিত গ্রন্থের মধ্যে।
৫৩. এবং লিখিতভাবে সংরক্ষিত- সকল ছোট ও বড়।
৫৪. নিশ্চয়ই পরম সাবধানতা অবলম্বনকারীরা বাগানগুলোর মধ্যে ও নদীরধারায় থাকবে-
৫৫. সক্ষমতাসম্পন্ন সম্মানিত মালিকের কাছে এক আসনের মধ্যে।

৫৫. সূরা আল-রাহমান

৭৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. পরম দয়াময়।
২. তিনিই এই কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।
৩. তিনিই এই মানুষ সৃষ্টি করেছেন।
৪. তিনিই তাকে এই 'কথা বলা' শিক্ষা দিয়েছেন।
৫. এবং এই সূর্য ও এই চাঁদ হিসাবসহ।
৬. এবং এই তারারা ও এই গাছ-গাছালি- উভয়ই সিজদা করে থাকে।
৭. এবং এই আকাশ- তিনি এ উত্তোলিত করেছেন; এবং তিনি পরম মানদণ্ড স্থাপন করেছেন।
৮ তোমরা যেন না সেই মানদণ্ড সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন কর।
৯. 'এবং পরম ন্যায়বিচারের সাথে সকল ওজন স্থাপন কর; এবং এই মানদণ্ডে তা কমাবে না।
১০. এবং এই পৃথিবী- তিনি এ সকল সৃষ্টির জন্য স্থাপন করেছেন।

১১. এর মধ্যে ফলমূল ও খেজুর গাছ। আছে সেই শীষ।
১২. এবং আছে শস্যের সেই খোসা ও সেই সুগন্ধ ফুল।
১৩. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
১৪. তিনি এই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কাদমাটি থেকে। মাটির পাত্রের মতো!
১৫. এবং তিনি সকল জিনকে ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করেছেন।
১৬. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
১৭. রব- সেই দুই উদয় স্থানের ও সেই দুই অস্তগমনের।
১৮. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
১৯. তিনিই প্রবাহিত করেন সেই দুই সাগরের মিলন।
২০. তাদের উভয়ের মাঝে এক বাধা। তারা সীমালঙ্ঘন করতে পারে না।
২১. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
২২. তাদের উভয়ের থেকে বেরিয়ে আসে সেই মণি-মুক্তা ও সকল কোরাল।
২৩. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
২৪. এবং তাঁরই জন্য সেই ভাসমান সকল নৌযান।
২৫. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?

রুকূ ২

২৬. যা এর উপর- প্রত্যেকেই ধ্বংসম্মুখ।
২৭. এবং অবশিষ্ট থাকবে পরম মাহাত্ম্য, পরম সম্মানের অধিকারী তোমার রবের মুখ।
২৮. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
২৯. যারা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও এই পৃথিবীতে, তারা তাঁর বিষয় সম্পর্কে তাঁর কাছেই প্রতি দিন প্রার্থনা করে।
৩০. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৩১. আমি শিগগিরই তোমাদের প্রতি মনোযোগ দেব- 'ও তোমরা এই দুই বোঝাধারী'।
৩২. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৩৩. 'ও সমবেত সকল জিন ও সকল মানুষ! তোমরা যদি সক্ষম হও যে, তোমরা এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করবে- এরপর তোমরা তা অতিক্রম কর। তোমরা কর্তৃত্বসহ ছাড়া অতিক্রম করতে পারবে না।
৩৪. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?

৩৫. এবং তোমাদের উভয়ের উপর আগুন থেকে এক শিখা ও ধোঁয়া পাঠানো হবে। এরপর তোমরা তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না।
৩৬. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৩৭. এরপর যখন এই আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হবে, এরপর এ রক্ত-রঙা চিটচিটে তেলের মতো হয়ে যাবে।
৩৮. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৩৯. এরপর এই মানুষকে ও এই জিনকে সেই দিন তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না।
৪০. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৪১. সকল অপরাধীকে তাদের চিহ্ন দিয়ে চেনা যাবে; এবং তাদেরকে সেই চুলের ঝুঁটি ও সেই পা'সহ আটক করা হবে।
৪২. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৪৩. এ সেই জাহান্নাম- সেই তা, যার প্রতি তোমরা সকল অপরাধী মিথ্যা বলতে।
৪৪. তারা এর মাঝে ও ফুটন্ত পানির মাঝে তাওয়াফ করবে।
৪৫. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?

রুকূ ৩

৪৬. এবং যারা দাঁড়িয়ে তাদের রবকে ভয় করে- তাদের জন্য দু'টি বাগান।
৪৭. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৪৮. আছে শাখাগুলোও।
৪৯. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৫০. তাদের উভয়ের মধ্যে দু'টি ঝরনাধারা বহমান।
৫১. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৫২. তাদের উভয়ের মধ্যে সকল ফলমূল থেকে জোড়ায় জোড়ায়।
৫৩. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৫৪. এর অভ্যন্তরে ভারী জরিদার রেশমের কূশনের উপর হেলানদানকারীরা; এবং সেই উভয় বাগানের পাকা ফল নিকটেই।
৫৫. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৫৬. 'তাদের মধ্যে' (নারীবাচক) দৃষ্টিনন্দন দীঘল চোখের সাথীরা। তাদের আগে 'তাদেরকে স্পর্শ করেনি' (নারীবাচক)- মানুষ এবং জিনও নয়।
৫৭. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৫৮. তারা এমন, যেন পরম রত্ন ও পরম কোরাল।

৫৯. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৬০. পরম উত্তম কাজের পুরস্কার কি পরম উত্তম ছাড়া?
৬১. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৬২. এবং তাদের পাশ থেকে দু'টি বাগান।
৬৩. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৬৪. তাদের উভয়ই ঘন সবুজ।
৬৫. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৬৬. তাদের উভয়ের মধ্যে উদ্দাম উৎসারিত দু'টি ঝরনাধারা।
৬৭. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৬৮. তাদের উভয়ের মধ্যে ফলমূল; এবং খেজুর গাছ ও আনার।
৬৯. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৭০. 'তাদের মধ্যে' (নারীবাচক) সৌন্দর্যমণ্ডিত কল্যাণ।
৭১. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৭২. সকল তাবুর মধ্যে সংযত সাথীরা।
৭৩. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৭৪. তার আগে কখনই 'তাদেরকে স্পর্শ করে' (নারীবাচক) নি - মানুষ এবং জিনেরাও নয়।
৭৫. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৭৬. সৌন্দর্যমণ্ডিত সবুজ আসন ও গালিচার উপর হেলানদানকারী।
৭৭. এরপর তোমরা উভয়ে কিসহ তোমাদের রবের অনুগ্রহকে মিথ্যা বলছ?
৭৮. তোমার রবের নামগুলো বরকতময়। তিনি পরম মহিমা, পরম সম্মানের অধিকারী।

৫৬. সূরা ওয়াকিত'আঃ

৯৬ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. যখন সেই ঘটনা ঘটবে-
২. এর সংঘটনের প্রতি মিথ্যা কিছু হতে পারে না।
৩. নিচুকরণ ও উত্তোলন।
৪. যখন এই পৃথিবী এক কাঁপনে কেঁপে উঠবে।

৫. এবং সকল পাহাড় এক ভাঙনে ভেঙে পড়বে।
৬. এরপর তারা ছড়ানো-ছিটানো এক ধূলিকণা হয়ে যাবে।
৭. এবং তোমরা তিন জোটবদ্ধ হয়ে পড়বে।
৮. এরপর সর্ব ডানের সাথীরা; সর্ব ডানের সাথীরা কি?
৯. এবং সর্ব বামের সাথীরা; সর্ব বামের সাথীরা কি?
১০. এবং সকল অগ্রগামী-
১১. তারাই পরম নিকটজন।
১২. পরম নিয়ামতের বাগানগুলোর মধ্যে-
১৩. সেই পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এক দল-
১৪. এবং সকল পরবর্তীদের মধ্য থেকে এক অল্প-
১৫. সিংহাসনের উপরে সজ্জিত।
১৬. এর উপর পরস্পরের মুখোমুখি হেলানদানকারী।
১৭. তাদের সামনে চিরজীবী শিশু-সন্তানেরা তাওয়াফ করতে থাকবে।
১৮. পেয়ালা ও কলসসহ এবং বহমান ঝরনা থেকে এক কাপ-
১৯. তারা এর থেকে পীড়িত হবে না; এবং তারা নেশাগ্রস্থও হবে না।
২০. এবং তারা তার থেকে সে ফলমূল পছন্দ করবে।
২১. এবং তার মধ্যে পাখির গোশ্ত- যা তারা আকাঙ্ক্ষা করবে।
২২. এবং চোখ জুড়ানো সাথীরা-
২৩. যেন পরম সংরক্ষিত পরম মুক্তার উদাহরণ।
২৪. এক পুরস্কার তার প্রতি- তারা যা করছিল।
২৫. তারা এর মধ্যে এক অসার কথাবার্তা শুনবে না; এবং এক পাপেরও নয়-
২৬. এক উক্তি ছাড়া- 'এক শান্তি! এক শান্তি'।
২৭. এবং সর্ব ডানের সাথীরা; সর্ব ডানের সাথীরা কি?
২৮. কাঁটাবিহীন সিদর গাছের মধ্যে-
২৯. এবং স্তরে স্তরে কলা গাছ;
৩০. এবং বর্ধিত ছায়া-
৩১. এবং সদা প্রবাহমান পানীয়
৩২. এবং প্রচুর ফলমূল।
৩৩. নির্ধারিত নয় এবং বাধাগ্রস্থও নয়।
৩৪. এবং উত্তোলিত কুশনগুলো।

৩৫. নিশ্চয়ই আমি- আমিই তা এক গড়নে গড়ে তুলেছি।
৩৬. আমি তাদেরকে ভোরের নির্মলতা বানিয়েছি-
৩৭. ধুলামুক্ত ঘূর্ণায়মান।
৩৮. সর্ব ডানের সাথীদের জন্য।

রুকূ ২

৩৯. সকল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে একদল।
৪০. এবং সকল পরবর্তীদের মধ্য থেকে একদল।
৪১. এবং সর্ব বামের সাথীরা; সর্ব বামের সাথীরা কি?
৪২. আগুনের শিখা ও ফুটন্ত পানির মধ্যে-
৪৩. এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ার মধ্যে-
৪৪. তা ঠাণ্ডা নয় এবং আনন্দদায়কও নয়।
৪৫. নিশ্চয়ই তারা- তারা তারই আগে ছিল প্রাচুর্যময়-
৪৬. এবং তারা ছিল অবিরাম সব শপথ ভংগের উপর সর্ব সেরা।
৪৭. এবং তারা বলেছিল, 'আমরা যখন মরব, আমরা ধূলাকণা এবং হাড়-গোড় হয়ে যাব। আমরা কী তখন নিশ্চিত পুনরুত্থিত হব'?
৪৮. 'এবং সেই পূর্ববর্তী- আমাদের বাপ-দাদারাও'?
৪৯. বল, 'নিশ্চয়ই সকল পূর্ববর্তী ও সকল পরবর্তীকে'-
৫০. 'সর্বজনবিদিত এক দিনে এক ওয়াক্তের সাথে নিশ্চিত সমবেত করা হবে'।
৫১. তারপর নিশ্চয়ই তোমরা, 'ও তোমরা সব বিভ্রান্ত ও সকল মিথ্যুক'-
৫২. 'নিশ্চয়ই তোমরা যাক্কূমের গাছ থেকে খাবে'-
৫৩. 'এরপর তা থেকে সকল পেট ভরবে'-
৫৪. 'এরপর তার উপর পরম ফুটন্ত পানির মধ্য থেকে পান করবে'-
৫৫. 'এবং পান করবে পানরত সেই তৃষ্ণার্ত উটের মতো'।
৫৬. 'পরম বিচারের দিনে এ তাদের আপ্যায়ন'।
৫৭. আমিই- আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। এরপর কেন তোমরা সত্যগ্রহণকারী নও?
৫৮. তোমরা কি দেখছ না, যা তোমরা উচ্চারণ করছ?
৫৯. তোমরা কি তা সৃষ্টি কর অথবা আমিই পরম সৃষ্টিকর্তা?
৬০. আমি- আমিই তোমাদের মাঝে সকল মৃত্যুর সিদ্ধান্ত দেই; এবং আমি অক্ষম নই।
৬১. লক্ষ্য কর যে, আমি তোমাদের উদাহরণ বদলে দেই; এবং তোমাদেরকে যার মধ্যে গড়ে তুলি- তোমরা তা জান না।

৬২. এবং অবশ্যই তোমরা জান সেই প্রথম সৃষ্টি। এরপরও কেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না?
৬৩. তোমরা কি দেখেছ, তোমরা যা চাষ কর?
৬৪. তোমরা কি তা অঙ্কুরিত কর নাকি আমিই পরম উৎপাদনকারী?
৬৫. যদি আমি ইচ্ছা করি, আমি নিশ্চিত তা এক খড়-কুটা বানাতে পারি। এরপর তোমরা ছায়া ঢাকা ফসলশূন্য হবে'।
৬৬. 'নিশ্চয়ই আমরা নিশ্চিত ঋণগ্রস্থ'-
৬৭. 'বরং আমরা বঞ্চিত'।
৬৮. তোমরা কি দেখেছ এই পানি- তার যা তোমরা পান কর?
৬৯. তোমরাই কি সেই মেঘের মধ্য থেকে তা বর্ষণ কর অথবা আমিই পরম প্রেরক?
৭০. আমি যদি ইচ্ছা করতাম, আমি এ এক লবণাক্ত বানাতে পারতাম। এরপরও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নও?
৭১. তোমরা কি দেখছ এই আগুন- তোমরা তার যা জ্বালাও?
৭২. তোমরাই কি এর গাছ গড়, অথবা আমিই পরম গড়নকারী?
৭৩. আমি এ এক উপদেশ বানিয়েছি; এবং সেই মরুচারীদের জন্য এক ভোগ-সামগ্রি।
৭৪. এরপর তোমার রবের পরম শ্রেষ্ঠ নামসহ মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

রুকূ ৩

৭৫. এরপরও নয়! আমি সকল তারার ঘটনাবলীর প্রতি কসম করছি।
৭৬. এবং নিশ্চয়ই তা নিশ্চিত এক শ্রেষ্ঠ কসম- যদি তোমরা জানতে!
৭৭. নিশ্চয়ই তা নিশ্চিত সম্মানিত এক কুরআন-
৭৮. এক কিতাবের মধ্যে সংরক্ষিত।
৭৯. পরম পবিত্ররা ছাড়া তা স্পর্শ করে না।
৮০. এই বিশ্বজগতের রবের থেকে নাজিলকৃত।
৮১. এরপরও কি তোমরা 'এই সকল হাদিসে' (আল'হাদিসি الْحَدِيثِ)- এর প্রতি পলাতক?
৮২. এবং তোমরা 'তার' যাতে মিথ্যা বলছ- তোমরা তা তোমাদের রিজিক বানিয়েছ।
৮৩. যখন তা সেই কণ্ঠে পৌঁছে, এরপর কেন নয়?
৮৪. এবং তোমরা সে সময়ে তাকিয়ে থাক-

৮৫. আমি তখন তার কাছে তোমাদের থেকেও নিকটবর্তী। কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না।
৮৬. এরপর কেন নয়- যদি তোমরা ভিন্ন দ্বীনের অধীনে হও-
৮৭. তা ফিরিয়ে দাও- যদি তোমরা হও সত্যবাদী?
৮৮. এরপর সে যদি হয় পরম নিকটবর্তীদের মধ্যে, তারা তার থেকে-
৮৯. তারপর আয়েশ ও সুবাতাস এবং নিয়ামতের এক বাগানে।
৯০. এবং যদি সে হয় সর্ব ডানের সাথী-
৯১. এরপর সর্ব ডানের সাথীদের থেকে- 'তোমাদের জন্য শান্তি'।
৯২. এবং যদি সে হয় চরম মিথ্যুকদের মধ্যে ও সেই বিভ্রান্ত- তারা তার থেকে-
৯৩. এরপর তার অপ্যায়ন ফুটন্ত পানি থেকে-
৯৪. এবং জ্বলন্ত আগুনের দহন।
৯৫. নিশ্চয়ই 'এ', নিশ্চিত তা সত্য- পরম নিশ্চিত।
৯৬. এরপর তোমার রবের পরম শ্রেষ্ঠ নামসহ মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

৫৭. সূরা হাদীদ

২৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আল্লাহর জন্য মাহাত্ম্য ঘোষণা করে- যা এই আকাশমণ্ডলী ও যা এই পৃথিবীর মধ্যের; এবং তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।
২. তাঁরই জন্যই এই আকাশমণ্ডলীর ও এই পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব। তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান; এবং তিনি সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্ত দাতা।
৩. তিনিই সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ; এবং পরম প্রকাশ্য ও পরম গোপন; এবং তিনি সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত।
৪. তিনি- যিনি একজন এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী ছয় পর্বের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি পরম আরশের উপর আসীন হলেন। তিনি জানেন যা এই ভূমির মধ্যে প্রবেশ করে ও যা এর থেকে বেরিয়ে আসে; এবং যা এই আকাশের মধ্য থেকে নাজিল হয় ও যা এর মধ্যে উঠে যায়; এবং তোমরা যেখানেই যাতে থাক, তিনি তোমাদের সাথেই; এবং আল্লাহ- যার প্রতি তোমরা যা করছ তার দ্রষ্টা।
৫. তাঁরই জন্য এই আকাশমণ্ডলীর ও এই পৃথিবীর সাবভৌমত্ব; এবং আল্লাহর দিকেই সকল বিষয় ফিরে যাবে।

৬. তিনিই এই রাতকে এই দিনের মধ্যে প্রবেশ করান; এবং তিনিই এই দিনকে এই রাতের মধ্যে প্রবেশ করান; এবং তিনি জানেন যাসহ সকল অন্তর।

৭. আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস কর; এবং তিনি তোমাদেরকে যার সম্পর্কে যাতে 'প্রতিনিধি' (মুসতাখালিফানা مُسْتَخْلَفِينَ: দায়িত্বপ্রাপ্ত খলিফা, অছি) বানিয়েছেন- তার থেকে ব্যয় কর। এরপর তোমাদের থেকে তাদের যারা বিশ্বাস করে ও ব্যয় করে- তাদের জন্য সেরা পুরস্কার।

৮. রাসূল যখন তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি বিশ্বাস করার জন্য ডাকছে, তোমাদের জন্য কি হলো যে- তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করছ না? এবং যদি তোমরা হও বিশ্বাসী- অবশ্যই সে তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।

৯. তিনি- যিনি একজন তাঁর দাসের উপরে পরিষ্কার বয়ানকৃত আয়াত নাজিল করেছেন, যাতে সে তোমাদেরকে চরম অন্ধকারের মধ্য থেকে পরম আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি নিশ্চিত মমতাশীল, দয়ালু।

১০. এবং আল্লাহই যখন এই আকাশমণ্ডলী এবং পৃথিবীর উত্তারাধিকারী, তোমাদের জন্য কি হলো- তোমরা যাতে না আল্লাহর পথের মধ্যে ব্যয় করবে? যারা 'সেই বিজয়ের' আগে থেকেই ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে- তোমাদের থেকে তারা সমান নয়। তারা এক পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। তাদের থেকে যারা পরবর্তীতে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে; যদিও আল্লাহ সকলকেই সেই উত্তমের ওয়াদা করেছেন; এবং তোমরা যার প্রতি যা কর, আল্লাহ তা অবগত।

রুকূ ২

১১. কে আছে সে, যে আল্লাহকে ঋণ দেবে- উত্তম এক ঋণ? এরপর তিনি তার জন্য তা বহু গুণ করে দেবেন; এবং তার জন্য সম্মানজনক পুরস্কার।

১২. একদিন তুমি দেখবে সকল বিশ্বাসী পুরুষ ও সকল বিশ্বাসী নারীরা ছুটছে। তাদের আলো তাদের হাতের মাঝে এবং তাদের ডানের প্রতি। 'আজ এই দিনে তোমাদের শুভসংবাদ! বাগান! এর নিচ দিয়ে সেই নদী বয়ে যায়। তারা তার মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। সেই-ই! তা সর্ব শ্রেষ্ঠ পরম সাফল্য'।

১৩. সেদিন সকল মুনাফিক পুরুষ ও সকল মুনাফিক নারী তাদের প্রতি বলবে- যারা বিশ্বাস করেছিল, 'আমাদের জন্য অপেক্ষা কর! আমরা যাতে তোমাদের আলো থেকে পেতে পারি'। বলা হবে, 'ফিরে যাও তোমাদের পিছনে। এরপর চাইতে থাক এক আলো'। এরপর তাদের মাঝে দেওয়াল উপস্থাপন করা হবে। এর জন্য এক দরজা। তার অভ্যন্তরে- তার মধ্যে পরম রহমত; এবং এর বাইরের তারা চরম সব শাস্তি থেকে মুখোমুখি।

১৪. তারা তাদেরকে ডাকবে, 'আমরা কি কখনই তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না'? তারা বলবে, 'হ্যাঁ! কিন্তু যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ আসল, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে কঠিন পরক্ষিায় ফেলেছিলে; এবং তোমরা সন্দেহ করছিলে ও তোমরা অপেক্ষায় ছিলে; এবং তোমাদেরকে তোমাদের চরম প্রতারণামূলক চিন্তা প্রতারিত করেছিল; এবং সেই প্রতারক আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল'।

১৫. 'এরপর আজ এই দিন তোমাদের থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না; এবং যারা অস্বীকার করেছিল- তাদের পক্ষ থেকেও নয়। তোমাদের বাসস্থান পরম আগুন। সেই তোমাদের অভিভাবক; এবং সেই গন্তব্য নিকৃষ্ট হবে'!

১৬. যারা বিশ্বাস করেছে তাদের জন্য কি কখনই সময় আসে নি যে, তাদের হৃদয় আল্লাহকে এবং পরম সত্যের মধ্য থেকে যা নাজিল হয়েছে, তা স্মরণের প্রতি বিনীত হবে- যেন না তারা তাদের মতোই হয়ে যায়, যাদেরকে এই কিতাব আগে থেকেই দেওয়া হয়েছিল? এরপর তাদের সামনে সেই সময় দীর্ঘ হয়েছে। এরপর তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল; এবং তাদের থেকে অনেকেই অবাধ্য।

১৭. জেনে রাখ এমন যে, আল্লাহই এই ভূমিকে এর মৃত্যুর পরবর্তীতে জীবন দেন। আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য সকল আয়াত বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছি- যাতে তোমরা আকল ব্যবহার করতে পার।

১৮. নিশ্চয়ই সকল সাদাকাদাতা পুরুষ ও সকল সাদাকাদাতা নারী, তারা যখন আল্লাহকে কর্জ দেয়- উত্তম এক কর্জ; তাদের জন্য তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে; এবং তাদের জন্য সম্মানজনক পুরস্কার।

১৯. এবং তাদের যারা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে, তারাই- তারা তাদের রবের কাছে পরম সত্যবাদী ও সেই সাক্ষীদাতা। তাদের জন্য তাদের পুরস্কার ও আলো। কিন্তু তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি অস্বীকার করেছে ও মিথ্যা বলেছে- তারাই জ্বলন্ত আগুনের সাথী।

রুকূ ৩

২০. জেনে রাখ তা এমন যে, এই দুনিয়ার এই জীবন তোমাদের মাঝে এক খেলাধুলা ও আনন্দ-ফূর্তি এবং সাজ-সজ্জা ও বাগাড়ম্বর এবং এই ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে এক প্রতিযোগিতা। যেমন উদাহরণ বৃষ্টি। তা সকল কৃষককে তার উৎপাদনে আনন্দিত করে। তারপর তা শুকিয়ে যায়। এরপর তোমরা তা এক হলুদাভ দেখ। তারপর তা খড়-কুটা হয়ে যায়। কিন্তু পরম আখিরাতের মধ্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি এবং কঠোর শাস্তি; এবং এই দুনিয়ার এই জীবন চরম প্রতারণার ভোগ-সামগ্রি ছাড়া নয়।

২১. তোমাদের রবের থেকে ক্ষমার দিকে প্রতিযোগিতা কর; এবং সেই বাগান-এর বিস্তার এই আকাশ ও এই পৃথিবীর মতোই। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস করে, তাদের জন্যই তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। সেই-ই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি তা দান করবেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহ সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী।

২২. এই পৃথিবীর মধ্যে দুর্যোগ থেকে আঘাত করে না পূর্ব থেকেই তা কিতাবের মধ্যে ছাড়া; এবং তোমাদের নিজেদের সম্পর্কেও নয়। আমি তাই কার্যকর করি। নিশ্চয়ই আল্লাহর উপর তা সহজ।

২৩. তোমরা যাতে না তোমাদেরকে যা ছেড়ে গেছে তার উপর দুঃখ কর; এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তাসহ তার প্রতি অতি আনন্দিতও হবে না; এবং আল্লাহ সেই গর্বকারীদের বাগাড়ম্বর পছন্দ করেন না।

২৪. তাদের যারা কৃপণতা করে; এবং এই মানুষকে সেই কৃপণতার প্রতি আদেশ দেয়; এবং যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনি পরম অভাবমুক্ত, পরম প্রশংসিত।

২৫. আমি অবশ্যই আমার রাসূলদেরকে পরিষ্কার সকল প্রমাণসহ পাঠিয়েছি; এবং আমি তাদের সাথে এই কিতাব ও এই মানদণ্ড নাজিল করেছি- যাতে এই মানুষ পরম ন্যায়বিচারের সাথে দাঁড়াতে পারে; এবং আমি এই লোহা নাজিল করেছি। এর মধ্যে মানুষের জন্য ক্ষমতা, কঠোরতা এবং উপকারও- আল্লাহ যাতে প্রমাণ পেতে পারেন, কে পরম অদৃশের প্রতি তাঁকে ও তার রাসূলদেরকে সাহায্য করে! নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, ক্ষমশতাশালী।

রুকূ ৪

২৬. এবং অবশ্যই আমি নূহ্ ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছিলাম; এবং আমি তাদের বংশধরদের মধ্য থেকেই সেই সকল নবুওত ও এই কিতাব বানিয়েছি। এরপর তাদের থেকেই পথপ্রাপ্তরা; এবং তাদের থেকে অনেকেই অবাধ্য।

২৭. তারপর আমি আমার রাসূলদেরসহ তাদের পদচিহ্নের উপর অনুসরণ করেছি; এবং আমি মারইয়াম-তনয় ঈসার প্রতি অনুসরণ করেছি- যখন আমি তাকে দিয়াছিলাম সেই ইঞ্জীল; এবং যারা তাকে অনুসরণ করেছিল, আমি তাদের হৃদয়ের মধ্যে এক মমতাবোধ ও এক রহমত বানিয়েছিলাম; এবং এক সন্ন্যাসবাদও- তারা তা উদ্ভাবন করেছিল। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাইতে থাকবে ছাড়া- আমি তাদের উপর এ কিতাববদ্ধ করি নি। এরপর তারা তা পালন করে নি- সত্যিকার পালন! এরপর তাদের থেকে যারা বিশ্বাস করেছিল- আমি তাদেরকে তাদের পুরস্কার দিয়েছি; এবং তাদের থেকে অনেকেই অবাধ্য।

২৮. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহকে ভয় কর; এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস কর। তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমত থেকে দ্বিগুণ দেবেন; এবং তিনি তোমাদের জন্য এক আলো বানাবেন। তোমরা তা দিয়ে চলতে পারবে; এবং তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা করবেন; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

২৯. এই কিতাবের লোকজন তাতে জানতে পারে যে, তারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে কিছুর উপরই সিদ্ধান্ত নিতে পারার নয়; এবং এমন যে, সকল বিশেষ অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে। তিনি তা দেন- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ সকল বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী।

আটাশতম পারা

৫৮. সূরা মুজাদালা

২২ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আল্লাহ অবশ্যই তার কথা শুনেছেন, যে তার স্বামীর সম্পর্কে তোমার সাথে বিতর্ক করছে; এবং সে আল্লাহর কাছেও তার আর্জি জানিয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কথাবার্তা শোনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রোতা, দ্রষ্টা।

২. তোমাদের থেকে তাদের যারা তাদের নারীদের বিষয়ে জাহির করে থাকে, তারা তাদের মা নয়। তাদেরকে যে জন্ম দেয় সে ছাড়া- তারা তাদের মা নয়; এবং নিশ্চয়ই তারা এই সকল কথার মধ্য থেকে নিশ্চিত এক মন্দ ও এক মিথ্যা বলে; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ নিশ্চিত পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল।

৩. তাদের যারা তাদের নারীদের থেকে জাহির করে থাকে, তারপর তারা যার প্রতি বলে- তার থেকে ফিরে আসে, তারপর এক দাস মুক্তকরণ; তার আগে থেকেই- যাতে তারা একে অন্যকে স্পর্শ করে। সেই-ই! তোমাদেরকে তার প্রতি সতর্ক করা হচ্ছে; এবং আল্লাহ তার প্রতি অবগত, তোমরা যা কর।

৪. এরপর যে কখনই তা পায় না, এরপর একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন; তার আগে থেকেই- যাতে তারা একে অন্যকে স্পর্শ করে। এরপর যে তাতেও কখনই সক্ষম হয় না, এরপর এক অভাবগ্রস্থকে দুই মাস খাদ্যদান। সেই-ই! যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস করতে পার; এবং এগুলো আল্লাহর সীমা; এবং সকল অস্বীকারকারীর জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৫. এবং নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তাদেরকে অপদস্ত করা হবে। যেমন যারা তাদের আগে থেকেই তাদেরকে অপদস্থ করা হয়েছিল; এবং আমি অবশ্যই বিস্তারিত বয়ানকৃত আয়াত নাজিল করেছি; এবং সকল অস্বীকারীর জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

৬. একদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রে তুলে আনবেন। এরপর তাদেরকে খবর দেবেন যাসহ তারা করত; এবং আল্লাহ হিসাব রেখেছেন। কিন্তু তারা তা ভুলে গিয়েছিল; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর সাক্ষী।

রুকূ ২

৭. তুমি কি দেখ না এমন যে, আল্লাহ জানেন যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে? তিনজনের পরামর্শ থেকে গোপন থাকে না- তিনি তাদের চতুর্থ জন ছাড়া; এবং নয় পাঁচজনেরও- তিনি তাদের ষষ্ঠ জন ছাড়া; এবং তার থেকে কমেও নয় ও অধিকেও নয়। তারা যেখানেই যাতে থাকে, তিনি তাদের সাথে ছাড়া নন। তারপর তিনি তাদেরকে পরম কিয়ামতের দিনে খবর দেবেন- যাসহ তারা করত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত।

৮. তুমি কি তাদের প্রতি দেখ না, যাদেরকে সকল গোপন পরামর্শ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল। তারপর যার প্রতি তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, তারা এই রাসূলের অবাধ্যতায় তারই প্রতি ফিরে যায়; এবং তারা সেই পাপ ও সেই সীমালঙ্ঘনের প্রতি গোপন পরামর্শ করতে থাকে; এবং তারা যখন তোমার কাছে আসে, তারা তোমাকে অভিবাদন করে তা দিয়ে- আল্লাহ তোমাকে যাসহ অভিবাদন করেন নি। তখন তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে বলে, 'আমরা যা বলি, আল্লাহ কেন আমাদেরকে তার প্রতি শাস্তি দেন না'? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা এর মধ্যে পুড়তে থাকবে। এরপর নিকৃষ্ট সেই গন্তব্য!

৯. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যখন তোমরা গোপন পরামর্শ কর, এরপর সেই পাপ ও সেই সীমালঙ্ঘনের প্রতি গোপন পরামর্শ করবে না; এবং এই রাসূলের অবাধ্যতায়ও নয়। কিন্তু পরম ন্যায়ের ভিত্তি ও পরম সাবধানতা অবলম্বনে প্রতি গোপন পরামর্শ করতে পার; এবং আল্লাহকে ভয় কর। তিনি একজন। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে'।

১০. 'শুধুমাত্র সেই শয়তানের পক্ষ থেকেই এই গোপন পরামর্শ। যাতে সে যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে দুঃখ দিতে পারে; এবং হতে পারে না যে, সে আল্লাহর অনুমতিসহ ছাড়া তাদের এক কিছু ক্ষতি করবে; এবং আল্লাহর উপরই এরপর সকল বিশ্বাসী নির্ভর করুক'।

১১. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যখন তোমাদের প্রতি বলা হয়, এই মজলিশের মধ্যে স্থান করে দাও- এরপর স্থান করে দাও। আল্লাহ তোমাদের জন্যও স্থান করে দেবেন; এবং যখন বলা হয়, উঠে যাও; এরপর উঠে যাবে; এবং তোমাদের থেকে যারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদেরকে উত্তোলিত করবেন; এবং যাদেরকে এই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে- তারা পদমর্যদাধারী; এবং তোমরা যা কর- আল্লাহ তার প্রতি অবগত'।

১২. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! যখন তোমরা এই রাসূলকে একান্তে কথা বলতে চাও, এরপর তার হাতের মাঝে তোমাদের একান্ত পরামর্শের এক সাদাকা অগ্রিম পাঠাও। সেই-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পরিশুদ্ধ। এরপর তোমরা যদি কখনই তা না পাও, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু'।

১৩. 'তোমরা কি শঙ্কিত যে, তোমাদের একান্ত পরামর্শের সাদাকা তোমরা তার হাতের মাঝে অগ্রিম পাঠাবে? এরপর তোমরা যখন তা কখনই করতে পারবে না, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর ফিরেছেন। এরপর পরম যোগাযোগ (আল'সালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর ও সেই জাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে চল; এবং তোমরা যা আমলকরণে- আল্লাহ তার প্রতি অবগত'।

রুকূ ৩

১৪. তুমি কি তাদের প্রতি কখনই দেখ নি, এক সম্প্রদ্রায়- যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যখন তারা চরম মিথ্যার উপর শপথ করে; এবং তারা তা জানে- তারা তখন তোমাদের থেকে নয়; এবং তোমরাও তাদের থেকে নও।

১৫. আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর এক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয়ই তারা যা করছিল, তাতে তাদের মন্দ হয়েছে!

১৬. তারা তাদের শপথকে এক আচ্ছাদন গ্রহণ করেছে। এরপর তারা আল্লাহর পথ থেকে সরে যায়। এরপর তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

১৭. তাদের থেকে তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনই এক কিছুই কাজে আসবে না; এবং সন্তান-সন্ততিও নয়। তারাই পরম আগুনের সাথী। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

১৮. একদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রে তুলে আনবেন। এরপর তখন তারা তাঁর প্রতি শপথ করবে, যেমন শপথ তারা তোমাদের প্রতি করেছে; এবং তারা হিসাব করতে থাকে এমন যে, তারা কিছুর উপর। লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই তারা- তারা চরম মিথ্যুক।

১৯. সেই শয়তান তাদের উপর আসীন হয়েছে। এরপর সে তাদেরকে আল্লাহর উপদেশ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারাই সেই শয়তানের দল। লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই সেই শয়তানের দলগুলো- তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত।

২০. নিশ্চয়ই তাদের যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তারাই চরম হীনদের মধ্যে।

২১. আল্লাহ কিতাববদ্ধ করেছেন, 'নিশ্চিত আমি বিজয়ী হব- আমি এবং আমার রাসূলরা'। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, ক্ষমতাশালী।

২২. তুমি এক সম্প্রদায়কে পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও সর্বশেষ সেই দিনের প্রতি বিশ্বাস করে- তারা তাদেরকে পছন্দ করে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে। এমন কি যদি তারা হয় তাদের পিতা অথবা তাদের পুত্র অথবা তাদের ভাই অথবা তাদের আত্মীয়-স্বজনও। তারাই- তিনি তাদের অন্তরের মধ্যে পরম বিশ্বাস কিতাববদ্ধ করে দিয়েছেন; এবং তিনি তাদেরকে তাঁর থেকে রূহ্ দিয়ে মদদ দিয়েছেন; এবং তিনি তাদেরকে বাগানে প্রবেশ করাবেন। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। লক্ষ্য কর! নিশ্চয়ই আল্লাহর দল- তারাই পরম সফল।

৫৯. সূরা হাশ্‌র

২৪ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে- তারা আল্লাহর জন্যই মাহাত্ম্য ঘোষণা করে। তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।

২. তিনি- যিনি একজন এই কিতাবের লোকজনের থেকে যারা অস্বীকার করে তাদের সকলকে একত্রে প্রথমবারের জন্য তাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা অনুমান কর নি যে, তারা বের হয়ে যাবে; এবং তারা অনুমান করেছিল- তারা এমন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে তাদের দুর্গগুলো রক্ষা করবে। এরপর আল্লাহ তাদের কাছে আসলেন- তারা যেখান থেকে কখনই হিসাব করতে পারে নি; এবং তিনি তাদের হৃদয়ের মধ্যে চরম আতংক ছুড়ে দিলেন। তারা তাদের হাত দিয়েই তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দিল; এবং এই বিশ্বাসীদের হাতেও। এরপর শিক্ষা নাও-- 'ও সব অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকজন'!

৩. এবং আল্লাহ যদি না যে তাদের উপর এই প্রদর্শনী কিতাববদ্ধ করতেন, নিশ্চিত তিনি তাদেরকে এই দুনিয়ার মধ্যেই শাস্তি দিতেন; এবং তাদের জন্য পরম আখিরাতে পরম আগুনের শাস্তি।

৪. সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করেছিল; এবং যারা আল্লাহর বিরোধিতা করতে থাকে, এরপর আল্লাহ নিশ্চয়ই চূড়ান্ত পরিণতিতে কঠোর।

৫. এবং তোমরা খেজুর গাছগুলো থেকে যা কেটে ফেললে অথবা তোমরা যা তাদের গোঁড়ার উপর দাঁড়ানো রেখে দিয়েছ, এরপর আল্লাহরই অনুমতিসহই; এবং যাতে তিনি সকল অবাধ্যকে লাঞ্ছিত করতে পারেন।

৬. এবং আল্লাহ তাদের থেকে তাঁর রাসূলের সামনে যা ফেরত দিয়েছেন, এরপর তোমরা তার উপর ঘোড়ায় অভিযান কর নি; এবং উটেও নয়। কিন্তু আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁর রাসূলদেরকে কর্তৃত্ব দেন- তিনি যার উপর ইচ্ছা করেন; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

৭. আল্লাহ এই জনপদের লোকজন থেকে তাঁর রাসূলের সামনে যা ফেরত দিয়েছেন, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য; এবং সকল নিকটজন ও সকল ইয়াতীম এবং সকল অভাবগ্রস্ত ও সেই পথের সন্তান- তাদের জন্যও। যাতে না তা তোমাদের থেকে সকল ধনীদের মাঝে এক ঘোরাফেরা হতে পারে; এবং এই রাসূল তোমাদেরকে যা দেয়, এরপর তা গ্রহণ কর; এবং সে যা তোমাদেরকে নিষেধ করে, এরপর তা থেকে বিরত থাক; এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পরিণতিতে কঠোর।

৮. এবং যাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও এক সন্তুষ্টি চাইতে থাকায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করতে থাকায় তাদের ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে- সেই সকল আশ্রয়প্রার্থী অভাবগ্রস্তদের জন্যও। তারাই- তারা পরম সত্যের সাধক।

৯. এবং তাদের জন্যও- যারা তাদের আগে থেকেই এইসব ঘরবাড়িতে বসবাস করছে; এবং তারা তাদের কাছে যারা অভিবাসী হয়েছে তাদেরকে ভালোবাসে; এবং যদি তারা তাদের সাথেই অভাবগ্রস্থ হয়ও- তারপরও তারা তাদেরকে তাদের নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়। তারা তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার থেকে তাদের বুকের মধ্যে এক চাহিদা পায় না; এবং যে তার নিজেকে লোভ-লালসা থেকে রক্ষা করতে পেরেছে, এরপর তারাই- তারা পরম সফল।

১০. এবং তাদের যারা তাদের পরবর্তী থেকে এসেছে; তারা বলে, 'ও আমাদের রব! আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন এবং আমাদের ভাইদের প্রতিও- তাদের

যারা এই বিশ্বাসের প্রতি আমাদের অগ্রগামী হয়েছে; এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে মধ্যে এক বিদ্বেষ বানাবেন না'। 'ও আমাদের রব। নিশ্চয়ই আপনি মমতাশীল, দয়ালু'।

রুকূ ২

১১. তুমি কি দেখ নি তাদের প্রতি- যারা মুনাফিক? তারা এই কিতাবের লোকজন থেকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের সেই ভাইদের প্রতি বলে, 'যদি তোমাদেরকে বের করে দেওয়া হয়, নিশ্চয়ই আমরাও তোমাদের সাথেই বের হয়ে যাব; এবং আমরা তোমাদের সম্পর্কে কখনই একজনকেও মানব না; এবং যদি তোমারা যুদ্ধে পড়- নিশ্চিত আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করব'। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই তারা নিশ্চিত মিথ্যুক।

১২. তাদেরকে যদি বের করে দেওয়া হয়, তারা তাদের সাথে বের হয়ে যাবে না; এবং যদি তারা নিশ্চিত যুদ্ধে পড়ে, তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না; এবং যদি তারা তাদেরকে নিশ্চিত সাহায্য করেও, তারা নিশ্চিত তাদের সেই পিছনে ফিরে যাবে। তারপর তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

১৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের বুকের মধ্যে 'তোমরা' নিশ্চিত শক্তিশালী এক শঙ্কা। সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, তারা এক সম্প্রদায়- উপলব্ধি করতে পারে না।

১৪. তারা এই নগরীর মধ্যে নিরাপদে রক্ষাপ্রাপ্ত অথবা দেওয়ালের পিছন থেকে ছাড়া তোমাদের সাথে এক সমবেতভাবে যুদ্ধ করবে না। তাদের দাঙ্গা-হাঙ্গমা তাদের মাঝেই কঠিন। তুমি তাদেরকে এক ঐক্যবদ্ধ হিসাব করছ। কিন্তু তাদের হৃদয় বিভক্ত। সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, তারা এক সম্প্রদায়- আকল ব্যবহার করে না।

১৫. তাদের উদাহরণ, যারা তাদের আগে থেকে এক নিকবর্তী- তাদের মতোই। তারা তাদের বিষয়ে মন্দফলের স্বাদ গ্রহণ করেছে; এবং তাদের শাস্তি নিশ্চিত যন্ত্রণাদায়ক।

১৬. যেমন সেই শয়তানের উদাহরণ! সে যখন এই মানুষের প্রতি বলে, 'অস্বীকার কর'। এরপর তারা যখন অস্বীকার করে; সে বলে, 'নিশ্চয়ই আমি তোমার থেকে মুক্ত। নিশ্চয়ই আমি- আমি এই বিশ্ব জগতের রব আল্লাহকে ভয় করি'।

১৭. এরপর তাদের উভয়ের পরিণতি হবে পরম আগুনের মধ্যে। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী; এবং তা-ই সকল জালিমের পুরস্কার।

রুকূ ৩

১৮. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহকে ভয় কর; এবং তারা দেখতে থাকুক- সে আগামী দিনের জন্য এর কি অগ্রিম পাঠিয়েছে; এবং তারা আল্লাহকে ভয় করুক। নিশ্চয়ই তোমরা যা করছ আল্লাহ তার প্রতি অবহিত।

১৯. এবং তোমরা তাদের মতো হবে না- যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। এরপর তিনি তাদেরকে ভুলিয়ে দিলেন- তাদের নিজেদেরকেই। তারাই- তারা সব অবাধ্য।

২০. পরম আগুনের সাথীরা ও পরম বাগানের সাথীরা সমান নয়। পরম বাগানের সাথীরা- তারাই পরম সফল।

২১. আমি যদি 'এ'- এই কুরআন পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম, তুমি নিশ্চিত তা দেখতে, আল্লাহর ভয় থেকে এক বিনত- এক ভঙ্গুর; এবং এগুলো সেই উদাহরণ। আমি তা সকল মানুষের জন্য উপস্থাপন করি- যাতে তারা চিন্তা করতে পারে।

২২. তিনিই আল্লাহ। তিনি একজন। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। জ্ঞাত- সকল অদৃশ্য ও সকল প্রকাশ্য। তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

২৩. তিনিই আল্লাহ। তিনি একজন। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। পরম অধিপতি, পরম পবিত্র, পরম শান্তিদাতা, পরম আমানত রক্ষাকারী, পরম নিরাপত্তাদানকারী, পরম ক্ষমতাশালী, পরম প্রবল, পরম বিশালত্ব। আল্লাহ তার থেকে সুমহান, তারা যাকে শরীক করে।

২৪. তিনিই আল্লাহ- পরম সৃজনকর্তা, পরম উদ্ভাবক, পরম আকৃতি দাতা। তারই জন্য পরম সৌন্দর্যের সকল নাম; তাঁরই প্রতি তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে থাকে- যা এই আকাশমণ্ডলী মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।

৬০. সূরা মুমতাহিনা

১৩ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. 'ও তোমরা তারা, যার বিশ্বাস কর! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে অভিভাবক গ্রহণ করবে না। তোমাদের কাছে যখন পরম সত্যের মধ্য থেকে তা এসেছে, তারা অবশ্যই তার প্রতি অস্বীকার করেছে। কিন্তু তোমরা তাদের কাছে পরম ভালোবাসাসহ ছুড়ে দিচ্ছ। তারা এই রাসূল ও

তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার পথের মধ্যে এক কঠোর চেষ্টায় ও আমার সন্তুষ্টি চাইতে বের হয়ে থাক- তাহলে তোমাদের থেকে যে 'তা' করে, এরপর সে অবশ্যই এই সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়েছে। তোমরা তাদের কাছে এই সব ভালোবাসা দিয়ে তা গোপন করছ। কিন্তু তোমরা যার প্রতি গোপন কর ও যা তোমরা প্রকাশ কর- আমি তা জ্ঞাত।

২. যদি তারা তোমাদের উপর প্রবল হতো, তারা তোমাদের জন্য এক শত্রু হতো; এবং তারা তোমাদের প্রতি চরম মন্দসহ তাদের হাত ও তাদের জিহ্বা বাড়িয়ে দিত; এবং তারা আকাঙ্ক্ষা করে যে- তোমরাও অস্বীকার কর।

৩. সেই কিয়ামতের দিনে তোমাদের রক্তের সম্পর্ক কখনই তোমাদের উপকারে আসবে না; এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততিও নয়। তিনিই তোমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবেন; এবং তোমরা যা করছ, আল্লাহ তার প্রতি দ্রষ্টা।

৪. নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাদের মধ্যে এক উত্তম আদর্শ রয়েছে- যখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি বলেছিল, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহর পাশ থেকে যাদের দাসত্ব কর- তাদের থেকে মুক্ত। আমরা তোমাদের প্রতি অস্বীকার করছি; এবং আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে এই শত্রুতা এবং এই বিদ্বেষ চিরকালের জন্য প্রকাশ্য হলো- যতক্ষণ না তোমরা এককভাবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস কর'। ইবরাহীমের পিতার প্রতি তার সেই কথা ছাড়া, 'আপনার জন্য আমি নিশ্চিত ক্ষমা চাইব- যদিও আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য কিছু থেকেই মালিক হতে পারি না'। 'ও আমারদের রব! আপনার উপরই আমরা নির্ভর করি; এবং আপনার দিকেই আমরা ফিরেছি; এবং আপনার কাছেই চূড়ান্ত গন্তব্য'।

৫. 'ও আমাদের রব! যারা অস্বীকার করে- আমাদেরকে তাদের জন্য এক পরীক্ষা বানাবেন না; এবং আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন'। 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি- আপনিই পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ'।

৬. তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে অবশ্যই উত্তম এক আদর্শ আছে। তার জন্য- যে আশা করছে আল্লাহতে ও সর্বশেষ সেই দিনে। কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনি পরম অভাবমুক্ত, পরম প্রশংসিত।

রুকূ ২

৭. তোমরা তাদের থেকে যাদের শত্রু হয়েছ- সম্ভবত আল্লাহ তাদের থেকে তাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে তা এক ভালোবাসা বানিয়ে দেবেন; এবং আল্লাহই সিদ্ধান্তদাতা; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৮. তাদের যারা এই দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের সাথে কখনই যুদ্ধ করে নি; এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়িঘর থেকে কখনই বের করে দেয় নি- আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের প্রতি নিষেধ করেন না। তোমরা তাদেরকে মহানুভবতা দেখাবে ও তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল ন্যায় বিচারকারীকে ভালোবাসেন।

৯. আল্লাহ তোমাদেরকে শুধুমাত্র তাদের প্রতি নিষেধ করেন, তাদের যারা এই দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে ও তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে; এবং তোমাদের বহিস্কারের উপর সমর্থন করেছে। তোমরা যেন না তাদের প্রতি মুখ ফেরাও; এবং যারা তাদের প্রতি মুখ ফেরায়, এরপর তারাই- তারা সব জালিম।

১০. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর। যখন আশ্রয়প্রার্থী বিশ্বাসী নারীরা তোমাদের কাছে আসে, এরপর তাদেরকে পরীক্ষা করবে। আল্লাহ তাদের বিশ্বাসের প্রতি অধিক জানেন; এবং যদি তোমরা তাদেরকে বিশ্বাসী জানো, এরপর তাদেরকে সেই অস্বীকারকারীদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। তারা তাদের জন্য বৈধ নয়; এবং তারাও তাদের জন্য বৈধ হতে পারে না। এরপর তারা যা ব্যয় করেছে তাদেরকে তা দিয়ে দেবে; এবং যদি তোমরা তাদেরকে বিয়ে কর- যখন তোমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিয়ে দেবে, তখন তোমাদের উপর অভিযোগ নেই; এবং তোমরা সেই অস্বীকারকারী নারীদেরকে বন্ধনের সাথে আটকে রাখবে না; এবং তোমরা যা ব্যায় করেছ, তোমরা তা চাও; এবং তারা যা ব্যয় করেছে- তাদেরকেও চাইতে বল। সেইরকমই আল্লাহর হুকুম। তিনি তোমাদের মাঝে হুকুম দেন; এবং আল্লাহ জ্ঞাত, বিচক্ষণ'।

১১. এবং যদি তোমাদের থেকে তোমাদের স্ত্রীদের কেউ সেই অস্বীকারকারীদের কাছে চলে যায়, এরপর তোমরা তার ইতি টান। এরপর তাদের স্ত্রীদের যারা চলে গেছে, তাদেরকে তারই মতো দাও- তারা যা ব্যয় করেছে; এবং আল্লাহকে ভয় কর। তিনি একজন। তোমরা তাঁরই প্রতি বিশ্বাসী।

১২. 'ও তুমি এই নবী। যখন বিশ্বাসী নারীরা তোমার কাছে তার উপর বায়াত করতে আসে যে, তারা আল্লাহর সাথে কিছুই শরীক করবে না; এবং তারা চুরি করবে না; এবং তারা জিনা করবে না; এবং তারা তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না; এবং তারা অপবাদসহ আসবে না- তারা যা তাদের হাতের মাঝে ও তাদের পায়ে চলায় আবিষ্কার করে; এবং তারা ন্যায় সম্পর্কে তোমাকে অমান্য করবে না- এরপর তাদের বায়াত গ্রহণ কর; এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু'।

১৩. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহ যাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন- সে এক সম্প্রদায়ে মুখ ফেরাবে না। অবশ্যই তারা পরম আখিরাত সম্পর্কে হতাশ হয়েছে, যেমন সকল অস্বীকারকারী সেই কবরের সাথীদের থেকে হতাশ হয়েছে'।

৬১. সূরা সাফ্‌ফ

১৪ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আল্লাহরই জন্যই মাহাত্ম্য ঘোষণা করে যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে। তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।

২. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমরা কি জন্য বল- যা তোমরা কর না'?

৩. 'আল্লাহর কাছে এক ঘৃণা বিশাল হয়ে যায় যে, তোমরা যা বল- তোমরা তা কর না'!

৪. নিশ্চয়ই যারা এক সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর পথের মধ্যে যুদ্ধ করে- আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। তারা এমন, যেমন এক দৃঢ় সংযুক্ত নির্মাণ কাঠামো।

৫. এবং যখন মূসা তার সম্প্রদায়ের প্রতি বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি জন্য আমাকে আঘাত করছ, যখন তোমরা অবশ্যই জান যে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রাসূল'? এরপর যখন তারা বাঁকা হলো, আল্লাহ তাদের হৃদয়কে অধিক বাঁকা করে দিলেন; এবং আল্লাহ চরম অপরাধী সেই সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

৬. এবং যখন মারইয়াম-পুত্র ঈসা বলল, 'ও বনী ইস্‌রাঈল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রাসূল। আমি যা এই তাওরাতের মধ্য থেকে আমার হাতের মাঝে- তার জন্য এক সত্যতা নিশ্চিতকারী; এবং এক রাসূলের প্রতি সুসংবাদদাতা। সে আমার পরবর্তী থেকে আসবে। তার নাম আহমাদ'। এরপর যখন সে তাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণসহ আসল; তারা বলল- 'এ পরিষ্কার এক জাদু'।

৭. যখন তাদেরকে এই ইসলামের দিকে ডাকা হয়- তাদের মধ্যে তার থেকে কে অধিক জালিম, যে আল্লাহ উপর চরম মিথ্যা আবিষ্কার করে? এবং আল্লাহ চরম জালিম সেই সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

৮. তারা চাইতে থাকে যে, তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে দেবে! কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দেন- যদিও সকল অস্বীকারকারীই তা অপছন্দ করে।

৯. তিনিই- যিনি একজন তাঁর রাসূলকে এই পথ-নির্দেশ ও পরম সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে তা সকল দ্বীনের উপর জাহির হতে পারে- তার প্রত্যেকটিরই, যদিও সকল মুশরিক তা অপছন্দ করে।

রুকূ ২

১০. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আমি কি তোমাদেরকে এক বাণিজ্যের উপর পথ দেখাব- যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে'?

১১. 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস কর; এবং তোমাদের ধনসম্পদ দিয়ে ও তোমরা নিজেরাও আল্লাহর পথের মধ্যে কঠোর চেষ্টা করতে থাক। সেই-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর- যদি তোমরা জানতে'!

১২. 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন; এবং তিনি তোমাদেরকে বাগানে প্রবেশ করাবেন। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়; এবং অনন্তের বাগানের মধ্যে বসতবাড়ি- এক ভালো কিছু। সেই-ই পরম শ্রেষ্ঠ সাফল্য'।

১৩. 'এবং অপর একটিও- আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সাহায্য ও নিকটবর্তী এক বিজয়। তোমরা এ পছন্দ করবে; এবং সকল বিশ্বাসীকে সুসংবাদ দাও'।

১৪. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন মার্‌ইয়াম-পুত্র ঈসা তার সকল শিস্যের প্রতি বলেছিল, 'আল্লাহর দিকে কারা আমার সাহায্যকারী'? সেই শিস্যরা বলল, 'আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী'। এরপর বনী ইস্‌রাঈল থেকে একদল বিশ্বাস করল এবং একদল অস্বীকার করল। এরপর যারা বিশ্বাস করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের উপরে শক্তিশালী করলাম। এরপর তারা এক জাহিরকৃত হয়ে গেল'।

৬২. সূরা জুম'আ

১১ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. পরম অধিপতি, পরম পবিত্র, পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ আল্লাহর জন্যই মাহাত্ম্য ঘোষণা করে- যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে এবং যা এই পৃথিবীর মধ্যে।

২. তিনি- যিনি একজন এই উম্মীদের মধ্যে তাদের থেকেই এক রাসূল তুলে এনেছেন। সে তাদের সামনে তাঁর আয়াত পাঠ করে; এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে ও তাদেরকে এই কিতাব ও এই বিচক্ষণতা শিক্ষা দেয়। যদিও তারা আগে থেকেই নিশ্চিত এক বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

৩. এবং অপরদের প্রতিও- তাদের থেকে যারা এখনও তার সাথে যুক্ত হয় নি; এবং তিনি পরম ক্ষমতাবান, পরম বিচক্ষণ।

৪. সেই-ই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন- তিনি তাকে তা দেন; এবং আল্লাহ পরম শ্রেষ্ঠ সকল বিশেষ অনুগ্রহের অধিকারী।

৫. যাদেরকে সেই তাওরাত বহন করতে দেওয়া হয়েছিল, তারপর তারা তা বহন করে নি। তাদের উদাহরণ, যেমন উদাহরণ সব গাধার- যারা শুধু এক ভ্রমণের বোঝা বহন করতে থাকে। তাদের যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে- সেই সকল সম্প্রদায়ের উদাহরণ মন্দ হয়েছে; এবং আল্লাহ চরম জালিম সেই সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

৬. বল, 'ও তোমরা তারা, যারা ইয়াহূদী হয়েছ! যদি তোমরা দাবী কর- তোমরা এমন যে, এই মানুষের পাশ থেকে তোমরাই আল্লাহর জন্য সহযোগী, এরপর সেই মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কর- যদি তোমরা হও সত্যবাদী'।

৭. কিন্তু তাদের হাত যা অগ্রিম পাঠিয়েছে তাতে তারা কখনই এর আকাঙ্ক্ষা করবে না; এবং আল্লাহ সকল জালিমের প্রতি জ্ঞাত।

৮. বল, 'সেই মৃত্যু- তোমরা সেই যাতে তার থেকে পালাতে চাও, এরপর নিশ্চয়ই তা তোমাদের সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদেরকে সকল অদৃশ্যের ও সকল দৃশ্যের জ্ঞাত-এর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। এরপর তিনি তোমাদেরকে তার প্রতি খবর দেবেন- তোমরা যা করছিলে'।

রুকূ ২

৯. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদেরকে যখন সেই জমায়েতের দিন থেকে পরম যোগাযোগের জন্য (لِلصَّلَاةِ লিলস'সালাতি) ডাকা হয়, এরপর আল্লাহকে স্মরণের দিকে দ্রুততর হও এবং কেনা-বেচা ত্যাগ কর। সেই-ই তোমাদের জন্য তোমাদের কল্যাণ- যদি তোমরা জানতে'।

১০. 'এরপর যখন সেই যোগাযোগের (আল'সালাতু الصَّلَاةُ: এই/সেই সালাতে) সিদ্ধান্ত হয়ে যায়, এরপর এই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়; এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে চাইতে থাক; এবং আল্লাহকে প্রচুর স্মরণ কর- যাতে তোমরা সফল হতে পার'।

১১. কিন্তু তারা যখন দেখল এক ব্যবসা অথবা এক খেলাধুলা, তারা এর দিকে ছুটে গেল; এবং তারা তোমাকে এক দণ্ডায়মান রেখে গেল। বল, 'যা আল্লাহর কাছে- তা সকল খেলাধুলার মধ্য থেকে ও সব ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য থেকে কল্যাণকর। আল্লাহই পরম শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা'।

৬৩. সূরা মুনাফিকূন

১১ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. এই সব মুনাফিক যখন তোমার কাছে আসে; তারা বলে, 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি- নিশ্চয়ই আপনি নিশ্চিত আল্লাহর রাসূল'। আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই তুমি নিশ্চিত তাঁর রাসূল; এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, 'সকল মুনাফিক নিশ্চিত মিথ্যুক'।

২. তারা তাদের শপথগুলিকে এক আচ্ছাদন গ্রহণ করে। এরপর তারা আল্লাহর পথ থেকে সরে যায়। নিশ্চয়ই তারা যা করছিল, তাতে তাদের মন্দ হয়েছে!

৩. সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, তারা বিশ্বাস করেছিল- তারপর তারা অস্বীকার করছে। এরপর তাদের হৃদয়ের উপর সিলগালা করা হয়েছে। এরপর তারা বুঝতে পারে না।

৪. এবং যখন তুমি তাদেরকে দেখ- তাদের দেহাকৃতি তোমাকে চমৎকৃত করে; এবং যখন তারা কথা বলতে থাকে, তুমি তাদের কথা শুনতে থাক। কিন্তু তারা এমন, যেমন ফুলানো-ফঁপানো কাঠ খণ্ড। তারা প্রত্যেকটি শোরগোলকে তাদের উপরই হিসাব করে। তারা চরম শত্রু। এরপর তাদের বিষয়ে হুঁশিয়ার থাক। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করতে পারেন। তারা কিভাবে প্রতারিত হচ্ছে!

৫. এবং যখন তাদের প্রতি বলা হয়, 'আস! আল্লাহর রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন'- তারা তাদের মাথা পাশে ফেরায়; এবং তুমি তাদেরকে দেখ, তারা সরে যাচ্ছে। তখন তারা অহংকারী।

৬. তুমি যদি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর; অথবা তুমি না-ই ক্ষমা প্রার্থনা কর কখনই- তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদের প্রতি কখনই ক্ষমা করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ চরম অবাধ্য সেই সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

৭. তারা নিজেদের মধ্যে বলে, 'যারা আল্লাহর রাসূলের সাথে, তাদের উপর ব্যয় করবে না- যতক্ষণ না তারা দলছুট হয়'। কিন্তু আল্লাহরই জন্য এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর ধনভাণ্ডার। কিন্তু এই সকল মুনাফিক বুঝতে পারে না।

৮. তারা বলে, 'যদি আমরা এই মদীনায় ফিরে যাই, সেই ক্ষমতাবানরা আমাদের সকল হীনকে এর থেকে নিশ্চিত বহিষ্কার করবে'। কিন্তু সকল ইজ্জত আল্লাহর জন্য ও তাঁর রাসুলের জন্য এবং সকল বিশ্বাসীর জন্য। কিন্তু এই সকল মুনাফিক জানে না।

রুকূ ২

৯. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন না আল্লাহর স্মরণ থেকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু যে তাই-ই করে, এরপর তারাই- তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত'।

১০. এবং আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি- তোমাদের কারো একজনের সেই মৃত্যু আসার আগেই তার থেকে ব্যয় কর। এরপর সে বলবে, 'ও আমার রব! কেন আমাকে কাছাকাছিই এক মেয়াদ পর্যন্ত পিছিয়ে দিচ্ছেন না। এরপর আমি সাদাকা দিতাম; এবং আমি সকল সৎকর্মশীলের মধ্যে হতাম'।

১১. কিন্তু যখন তার মেয়াদ আসে, আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকেই তা কখনই পিছিয়ে দেবেন না; এবং তোমরা যার প্রতি যা কর- আল্লাহ অবহিত।

৬৪. সূরা তাগাবুন

১৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আল্লাহরই জন্যই মাহাত্ম্য ঘোষণা করে যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে। তাঁরই জন্য পরম সার্বভৌমত্ব এবং তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা; এবং তিনি সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

২. তিনি- যিনি একজন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমাদের থেকেই অস্বীকারকারী এবং তোমাদের থেকেই বিশ্বাসী; এবং আল্লাহ- তোমরা যার প্রতি যা কর তার দ্রষ্টা।

৩. তিনি পরম সত্যসহ এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনিই তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন। এরপর তোমাদের আকৃতি উত্তম; এবং তাঁর কাছে চূড়ান্ত গন্তব্য।

৪. তিনি জানেন, যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও এই পৃথিবীতে; এবং তিনি জানেন, যা তোমরা গোপন কর ও যা তোমরা প্রকাশ কর; এবং আল্লাহ জ্ঞাত যাসহ আছে সকল অন্তর।

৫. তোমাদের কাছে কি আসে নি তাদের খবর, যারা আগে থেকেই অস্বীকার করেছিল? এরপর তারা তাদের বিষয়ের মন্দ প্রতিফলের স্বাদ নিয়েছিল; এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬. সেই-ই! তাদের প্রতি এমন যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলরা পরিষ্কার প্রমাণসহ এসেছিল। এরপর তারা বলেছিল, 'মানুষই কি আমাদেরকে পথ দেখাবে'? এরপর তারা অস্বীকার করেছে ও তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তখন আল্লাহর কিছুই যায়-আসেনি; এবং আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

৭. যারা অস্বীকার করেছে তারা দাবী করেছে যে, তাদেরকে কখনই উঠিয়ে আনা হবে না। বল, 'হ্যাঁ! আমার রবের শপথ! নিশ্চিত তোমাদেরকে উঠিয়ে আনা হবে। তারপর তোমাদেরকে নিশ্চিত তাসহ খবর দেওয়া হবে- তোমরা যা করতে। সেই-ই আল্লাহর উপর সহজ'।

৮. এরপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস কর; এবং এই জ্যোতিতেও- এই যা আমি নাজিল করেছি; এবং আল্লাহ- তোমরা যা করছ তার প্রতি অবহিত।

৯. তিনি তোমাদেরকে সেই চূড়ান্ত সমাবেশের দিনের জন্য- একদিন সমবেত করবেন। সেই একদিন পরম লাভ-ক্ষতির; এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে এবং সে করে এক সৎকাজ, তিনি তার থেকে তার মন্দ কাজগুলো দূর করে দেবেন; এবং তাকে বাগানে প্রবেশ করাবেন। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী- অনন্তকাল। সেই-ই পরম সাফল্য, সর্বশ্রেষ্ঠ।

১০. কিন্তু তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি অস্বীকার করেছে ও মিথ্যা বলেছে, তারাই পরম আগুনের সাথী। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী; এবং এই গন্তব্য মন্দ হবে!

রুকূ ২

১১. আল্লাহর অনুমতিসহ ছাড়া কোনো দুর্যোগ থেকেই আঘাত করে না; এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করতে থাকে, তিনি তার অন্তরকে পথ দেখান; এবং আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি জ্ঞাত।

১২. এবং আল্লাহকে মেনে চল ও এই রাসূলকে মেনে চল। এরপর তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, এরপর আমার রাসূলের উপর শুধুমাত্র পরম স্পষ্টভাবে এই পৌঁছানো।

১৩. আল্লাহ- নেই ইলাহ তিনি ছাড়া; এরপর সকল বিশ্বাসী আল্লাহরই উপরই নির্ভর করুক।

১৪. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের থেকেই এক শত্রু। এরপর তাদের বিষয়ে হুঁশিয়ার থাক। যদি তোমরা তাদেরকে মার্জনা কর ও উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর- এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।

১৫. 'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি শুধুমাত্র এক পরীক্ষা; এবং আল্লাহ- তাঁর কাছেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার'।

১৬. 'এরপর আল্লাহকে ভয় কর- যাতে তোমরা সক্ষম হও; এবং তোমাদের নিজেদের জন্যই এক কল্যাণে শোন ও মেনে চল এবং ব্যয় কর। যাকে তার নিজের লোভ-লালসায় রক্ষা করা হয়েছে, এরপর তারাই- তারা পরম সফল'।

১৭. তোমরা যদি আল্লাহকে ঋণ দাও- উত্তম এক ঋণ, তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন ও তোমাদের প্রতি ক্ষমা করবেন; এবং আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল-

১৮. পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ, জ্ঞাত সকল অদৃশ্য ও সকল প্রকাশ্য।

৬৫. সূরা তালাক

১২ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. 'ও তুমি এই নবী! যখন তোমরা এই নারীদের তালাক দাও, এরপর তাদেরকে তালাক দাও তাদের অপেক্ষার সময়ের জন্য; এবং তোমরা গণনা কর সেই অপেক্ষার সময়; এবং তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বের করে দেবে না; এবং তারাও বের হয়ে যাবে না যে, তারা পরিষ্কারভাবে অনৈতিকতার প্রতি লিপ্ত হয়েছে। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে সীমা লংঘন করে- আল্লাহর নির্ধারণকৃত সীমা, এরপর সে অবশ্যই তার নিজেকেই জুলুম করে। তুমি জান না, আল্লাহ হয়তো তারই পরবর্তীতে 'এক আদেশের হাদিস করতে পারেন'।

২. এরপর যখন তারা তাদের মেয়াদে পৌঁছায়, এরপর তাদেরকে মমতার সাথে বিরত রাখ অথবা তাদেরকে পৃথক করে দাও; এবং তোমাদের থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণকে গ্রহণ কর এবং আল্লাহর জন্য সেই সাক্ষ্য দাঁড় করাও। সেই-ই! তোমাদেরকে তার প্রতিই হুঁশিয়ার করা হচ্ছে। যে আল্লাহ ও সেই সর্বশেষ পরম দিনের প্রতি বিশ্বাস করে, সে আল্লাহকে ভয় করতে থাকে। তিনি তার জন্য এক বহির্গমন পথ বানিয়ে দেন।

৩. এবং তিনি তাকে রিজিক দেবেন- সে যেখান থেকে হিসাবই করে নি; এবং যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে, এরপর তিনিই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর আদেশ পৌঁছে দেন। অবশ্যই আল্লাহ সকল কিছুর জন্য এক সিদ্ধান্ত বানিয়েছেন।

৪. এবং তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা সকল ঋতুমতি সম্পর্কে যে আশা ছেড়ে দিয়েছে- যদি তোমরা সন্দেহে থাক, এরপর তাদের ইদ্দত তিন মাস; এবং তারও- যে ঋতুমতি হয় নি; এবং তাদের যে- সেই গর্ভবতী, তাদের মেয়াদ যে- তারা তাদের ভার প্রসব করবে; এবং যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার বিষয় থেকে এক সহজ বানিয়ে দেন।

৫. সেই-ই আল্লাহর আদেশ। তিনি তোমাদের প্রতি তা নাজিল করেছেন; এবং যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার থেকে তার মন্দ কাজগুলো দূর করে দেন; এবং তিনি তার জন্য সেরা এক পুরস্কার দেবেন।

৬. তোমরা তাদেরকে তোমাদের ব্যবস্থা থেকেই বসবাস করতে দাও- সেখান থেকেই, যেখানে তোমরা বসবাস কর; এবং তাদেরকে কষ্টে ফেলার জন্য তাদের উপর জবরদস্তি করবে না; এবং যদি তারা হয় যে, তারা গর্ভবতী- এরপর তাদের উপর ব্যয় কর, যতক্ষণ না তারা তাদের ভার প্রসব করে। এরপর তারা যদি তোমাদের জন্য সন্তানদেরকে বুকের দুধ খাওয়ায়, এরপর তাদেরকে তাদের পারিশ্রমিক দাও; এবং তোমাদের মাঝে মমতার সাথে পরামর্শ কর। যদি তোমরা মতভেদ কর, এরপর তার জন্য অপরে বুকের দুধ খাওয়াবে।

৭. প্রাচুর্যের অধিকারীরা তার প্রাচুর্যতা থেকে তাতে ব্যয় করবে; এবং যার উপর তার রিজিকের যে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এরপর আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন- সে তার থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে বোঝা চাপিয়ে দেন না- তিনি যা দিয়েছেন তা ছাড়া। আল্লাহ কষ্টের পরবর্তীতে এক সহজ বানিয়ে দেন।

রুকূ ২

৮. সেই সকল জনপদগুলো থেকে কতজন তাদের রব ও তাঁর রাসূলদের আদেশের প্রতি বিরোধিতা করেছিল? এরপর আমি তার হিসাব নিয়েছিলাম- কঠিন এক হিসাব; এবং আমি একে শাস্তি দিয়েছিলাম- ভয়ংকর এক শাস্তি।

৯. এরপর তারা পরিণতির স্বাদ নিয়েছিল। তখন তাদের বিষয়ের সমাপ্তি ছিল এক ক্ষতিতে।

১০. আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর এক শাস্তি প্রস্তুত করেছেন। এরপর আল্লাহকে ভয় কর, 'ও সকল বুঝদার লোকজন তারা- যারা বিশ্বাস করেছ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি এক উপদেশ নাজিল করেছেন'।

১১. এক রাসূল তোমাদের সামনে পরিষ্কারভাবে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে। যাতে- যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, সে তাদেরকে চরম অন্ধকারের মধ্য থেকে পরম আলোতে বের করে আনতে পারে; এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে ও এক সৎকাজ করে- তিনি তাকে বাগানে প্রবেশ করাবেন। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য উত্তম এক রিজিক করেছেন।

১২. আল্লাহ- যিনি একজন নিশ্চিত এই পৃথিবীর মধ্য থেকে তারই মতো সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তারই মাঝে সকল আদেশ নাজিল হয়, যাতে তোমরা জানতে পার এমন যে- আল্লাহ সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা; এবং এমন যে, আল্লাহ অবশ্যই এক জ্ঞানে সকল কিছুর প্রতি ঘিরে রেখেছেন।

৬৬. সূরা তাহ্‌রীম

১২ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. 'ও তুমি এই নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন- কেন তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাইতে তা হারাম করছ? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু'।

২. অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের শপথ বৈধকরণ ফরজ করেছেন; এবং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি সর্বজ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়।

৩. এবং এই নবী যখন তার স্ত্রীদের একজনের কাছে গোপনে 'এক হাদিস' (হাদিসান حَدِيثًا: এক কথা/ঘটনা) বলেছিল, এরপর সে (নারীবাচক) তখন তাসহ খবর দিয়ে দিল; এবং তা জাহির করে ফেলল- আল্লাহ তখন তারই

উপর এর একাংশ জানিয়ে দিলেন ও একাংশের প্রতি এড়িয়ে গেলেন। এরপর সে যখন তাকে তার প্রতি খবর দিল, তখন সে বলল (নারীবাচক), 'কে আপনাকে এর খবর দিল'? সে বলল, 'আমাকে খবর দিয়েছেন পরম জ্ঞাত, পরম অবহিত'।

৪. এরপর অবশ্যই তোমাদের হৃদয় ঝুঁকে পড়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আস। কিন্তু তোমরা যদি তার উপর জাহির করতে থাক, এরপর নিশ্চয়ই আল্লাহ- তিনিই তার অভিভাবক; এবং তারই পরবর্তীতে জিব্‌রাঈল এবং সকল সৎকর্মশীল বিশ্বাসী ও সকল ফেরেশতাও তার জাহিরকারী।

৫. সে যদি তোমাদেরকে তালাক দেয়, সম্ভবত তার রব- তিনি তাকে তার বদলে তোমাদের থেকে এক কল্যাণকর, আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বস্ত, অনুগত, তওবাকারী, দাসত্বকারী, সিয়াম পালনকারী, পূর্বে বিবাহিত, পূর্বে অবিবাহিত এক স্ত্রী দেবেন।

৬. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর! এক আগুন- এর জ্বালানি এই মানুষ ও এই পাথর। এর সামনের ফেরেশ্‌তারা কঠোর। আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন, তারা তা অমান্য করে না; এবং তিনি তাদেরকে যা আদেশ করেন, তারা তা করে'।

৭. 'ও তোমরা তারা, যারা অস্বীকারকারী! আজ এই দিনে ওজর-আপত্তি করবে না। তোমাদেরকে শুধুমাত্র তার প্রতিফল দেওয়া হবে, তোমরা ছিলে যা করণে'।

রুকূ ২

৮. 'ও তোমরা তারা, যারা বিশ্বাস কর! আল্লাহর দিকে এক ফেরাতে ফিরে আস - এক নসিয়তে। সম্ভবত তোমাদের রব তোমাদের থেকে তোমাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দেবেন; এবং তিনি তোমাদেরকে বাগানে প্রবেশ করাবেন। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়'। সেই দিন আল্লাহ এই নবী এবং তার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে- তাদেরকে অমর্যাদা করবেন না। তাদের হাতের মাঝে ও তাদের ডানের দিকে তাদের জ্যোতি দৌড়াবে। তারা বলবে, 'ও আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ করে দিন; এবং আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই আপনি সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা'।

৯. 'ও তুমি এই নবী! এই সকল অস্বীকারকারীকে ও এই সকল মুনাফিককে কঠোর চেষ্টার লক্ষ্য কর; এবং তাদের উপর কঠোর হও। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম; এবং এই গন্তব্য নিকৃষ্ট হবে'।

১০. যারা অস্বীকার করে- আল্লাহ তাদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর এক উদাহরণ উপস্থাপন করছেন। তারা আমার দাসদের থেকে সৎকর্মশীল দুই দাসের অধীনে। এরপর তারা উভয়েই তাদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এরপর তাদের উভয়েই- তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কিছুই অর্জন করতে পারল না; এবং তাদেরকে বলা হবে, 'সকল প্রবেশকারীর সাথে পরম আগুনে প্রবেশ কর'।

১১. এবং যারা বিশ্বাস করে- আল্লাহ তাদের জন্য ফির'আওনের স্ত্রীর এক উদাহরণ উপস্থাপন করছেন; যখন সে বলেছিল, 'ও আমার রব! আমার জন্য আপনার কাছাকাছি পরম বাগানের মধ্যে এক বাড়ি নির্মাণ করেন; এবং আমাকে ফিরা'আওন ও তার বিষয় থেকে নিরাপদ রাখেন; এবং আমাকে চরম জালিম এই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে নিরাপদ রাখেন'।

১২. এবং ইমরান-কন্যা মার্‌ইয়াম- সেই যে এর সতীত্ব রক্ষা করেছিল। তখন সে তার রবের ও তাঁর কিতাবের বাণীর প্রতি সত্যবাদী ছিল; এবং সে ছিল সকল অনুগতের মধ্যে, এরপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম'।

ঊনত্রিশতম পারা

৬৭. সূরা মুল্‌ক

৩০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. তিনি বরকতময়, তাঁর হাতেই পরম সার্বভৌমত্ব; এবং তিনি সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা।

২. তিনি একজন। তিনি এই মৃত্যু ও এই জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন- তোমাদের মধ্যে কে এক আমলে উত্তম! এবং তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম ক্ষমাশীল।

৩. তিনি একজন। তিনি এক স্তরে-স্তরে বহু আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তুমি কি পরম দয়াময়ের সৃষ্টির মধ্যে খুঁত থেকে দেখতে পাও? এরপর সেই দৃষ্টি ফিরিয়ে আন। তুমি সৃষ্টি থেকে কি দেখতে পাও?

৪. তারপর সেই দৃষ্টি বারবার ফেরানোতে ফিরিয়ে আন। সেই দৃষ্টি তোমার প্রতিই ফিরে আসতে থাকবে। তা এক বিনত ও ক্লান্ত।

৫. এবং আমি অবশ্যই এই দুনিয়ার এই আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সাঁজিয়েছি; এবং আমি 'এ' সেই শয়তানের জন্য এক নিক্ষিপ্ত বস্তু বানিয়েছি; এবং আমি তাদের জন্য পরম জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি প্রস্তুত করেছি।

৬. এবং যারা তাদের রবের প্রতি অস্বীকার করে, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি; এবং এই গন্তব্য মন্দ হবে।

৭. তাদেরকে যখন এর মধ্যে ছুড়ে ফেলা হবে, তখন তারা এর জন্য এক শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পাবে। তা ফুটতে থাকবে-

৮. পরম আক্রোশের মধ্যের রোষে ফেটে পড়ার কাছাকাছি। এর মধ্যেই প্রতিবার দলগুলোকে ছুড়ে ফেলা হবে। এর রক্ষকরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের কাছে কি কখনই সতর্ককারীরা আসে নি'?

৯. তারা বলবে, 'হ্যাঁ! আমাদের কাছে অবশ্যই সতর্ককারী এসেছিল। আমরা মিথ্যা বলেছিলাম; এবং আমরা বলেছিলাম, আল্লাহ কিছু থেকেই নাজিল করেন নি'। 'তোমরা বিশাল বিভ্রান্তির মধ্যে ছাড়া নও'।

১০. এবং তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা আমরা আকল ব্যবহার করতাম, আমরা এই জলন্ত আগুনের সাথীদের মধ্যে হতাম না'।

১১. এরপর তারা তাদের পাপ স্বীকার করবে। এরপর এই জ্বলন্ত আগুনের সাথীদের থেকে দূরে থাক।

১২. নিশ্চয়ই তাদের যারা তাদের রবকে সকল অদৃশ্যসহ ভয় করে, তাদের জন্য ক্ষমা ও বিশাল পুরস্কার।

১৩. এবং তোমাদের কথা তোমরা গোপন কর অথবা তোমরা তাসহ প্রকাশ কর, নিশ্চয়ই যাসহ সেই অন্তর আছে- তিনি তা জ্ঞাত।

১৪. লক্ষ্য কর! তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে জানেন। তিনি পরম সুক্ষ্মদর্শী, পরম অবগত।

রুকূ ২

১৫. তিনি- যিনি একজন তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে এক নমিত বানিয়ে দিয়েছেন। এরপর এর দিগ-দিগন্তের মধ্যে তোমরা ঘুরে বেড়াও; এবং তাঁর দেওয়া রিজিক থেকে খাও; এবং তাঁরই কাছে পরম পুনরুত্থান।

১৬. তোমরা কি নিরাপদ হয়েছ যে, যিনি এই আকাশের মধ্যে, তিনি এই ভূমিতে তোমাদেরকেসহ গিলিয়ে দেবেন না- যখন তা কাঁপতে থাকবে?

১৭. অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়েছ যে, যিনি আকাশের মধ্যে- তিনি তোমাদের উপর এক শিলাঝড় পাঠাবেন না? এরপর তোমরা জানতে পারবে কেমন আমার হুঁশিয়ারি!

১৮. এবং অবশ্যই যারা তাদের আগে থেকে, তারা মিথ্যা বলেছিল। এরপর কেমন ছিল আমার প্রত্যাখ্যান?
১৯. তারা কি তাদের ঊর্ধ্বের এই সব পাখিদের প্রতি দেখে না যে, তারা পাখা ছড়ায় ও সঙ্কুচিত করে? পরম দয়াময় ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখে না। নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর প্রতি দ্রষ্টা।
২০. কে সে এ- যে একজন, যার বাহিনী পরম দয়াময়ের পাশ থেকে তোমাদের জন্য তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? নিশ্চয়ই এই অস্বীকারকারীরা ঘোরের মধ্যে ছাড়া নয়।
২১. কে সে এ- যে একজন তোমাদেরকে রিজিক দেবে, যদি তিনি তাঁর রিজিক থামিয়ে রাখেন? বরং তারা এক উপেক্ষায় উদ্ধতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।
২২. যে তার মুখমণ্ডলের উপর হাটে- এক পতিত, এরপর কি সে তার থেকে অধিক পথপ্রাপ্ত- যে এক সমানভাবে এক সরল-সোজা পথের উপর হাটে?
২৩. বল, 'তিনি- যিনি একজন তোমাদেরকে গড়ে তুলেছেন; এবং তিনিই তোমাদের জন্য এই শ্রবণশক্তি ও এই দৃষ্টিশক্তি এবং এই অনুভূতি শক্তি বানিয়েছেন। এক অল্পই যা তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর'।
২৪. বল, 'তিনি- যিনি একজন তোমাদেরকে এই পৃথিবীর মধ্যে বহুগুণ করেছেন; এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে'।
২৫. এবং তারা বলে, 'কখন এ- এইসব ওয়াদা, যদি তোমরা হও সত্যবাদী'?
২৬. বল, 'এই জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই; এবং আমি শুধুমাত্র পরিষ্কার সতর্ককারী হয়েছি'।
২৭. এরপর তারা যখন এ দেখবে- এক অগ্রয়াসরমান, তাদের যারা অস্বীকার করেছে- তাদের মুখ মন্দ হয়ে যাবে; এবং বলা হবে, 'এ সেই তা, তোমরা এর প্রতিই ডাকছিলে'।
২৮. বল, 'তোমরা কি দেখেছ! আল্লাহ যদি আমাকে ধ্বংস করেন এবং যারা আমার সাথের তাদেরকেও; অথবা আমাদেরকে দয়া করেন- এরপর কে এই সকল অস্বীকারকারীকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে'?
২৯. বল, 'তিনিই পরম দয়াময়। আমরা তার প্রতি বিশ্বাস করি; এবং আমরা তাঁরই উপর নির্ভর করি। এরপর তোমরা জানতে পারবে কে সে পরিষ্কার বিভ্রান্তির মধ্যে'।
৩০. বল, 'তোমরা কি দেখেছ! যদি তোমাদের পানি এক গভীরে হয়ে যায়, এরপর কে তোমাদের কাছে আসবে প্রবাহমান পানিসহ'?

৬৮. সূরা কালাম

৫২ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. নূন। শপথ কলমের; এবং তারা যা লেখে।
২. তুমি তোমার রবের নিয়ামতসহ- উম্মাদদের প্রতি নও।
৩. এবং নিশ্চয়ই তোমার জন্য নিঃশেষ-ভিন্নই নিশ্চিত পুরস্কার আছে।
৪. এবং নিশ্চয়ই তুমি সৃষ্টকৃতদের উপর শ্রেষ্ঠ।
৫. এরপর তুমি দেখবে; এবং তারাও দেখবে-
৬. সেই ফিতনাকারীরা তোমাদের কার সাথে?
৭. নিশ্চয়ই তোমার রব- তিনি তার প্রতি জানেন- কে তাঁর পথে বিচ্যুত হয়েছে; এবং তিনিই পথপ্রাপ্তদের প্রতি ভালো জানেন।
৮. এরপর এই সকল মিথ্যুককে মানবে না।
৯. তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও- এরপর তারাও নমনীয় হবে।
১০. এবং মানবে না প্রত্যেক কথায় কথায় শপথকারীকে। অকর্মা-
১১. নিন্দুক, গাল-গল্পের প্রতি ছুটন্ত-
১২. সকল কল্যাণের প্রতি বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী পাপী-
১৩. ধূর্ত। তারই পরবর্তীতে অথর্ব।
১৪. সে এক ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী হয়েছে।
১৫. যখন তার সামনে আমার আয়াত পাঠ করা হয়; সে বলে, 'সেই পূর্ববর্তীদের গল্প'।
১৬. আমি তার সেই শুঁড়ে ছাপ মেরে দেব!
১৭. নিশ্চয়ই আমি- আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন আমি পরীক্ষা করেছিলাম সেই বাগানের সাথীদের। যখন তারা কসম করল, ভোরে তারা নিশ্চিত ফল তুলতে যাবে-
১৮. এবং তারা ব্যতিক্রম করবে না।
১৯. এরপর যখন তারা ঘুমন্ত, তোমার রবের থেকে এর উপর এক ঘূর্ণি আসল।
২০. এরপর তা সব উপড়ানোর মতোই হয়ে গেল।
২১. এরপর ভোরে তারা একে অন্যকে ডাকল-
২২. যে, 'যদি তোমরা ফসল আহরণকারী হও, তোমাদের ফসলের সামনে তাড়াতাড়ি চল'।
২৩. এরপর তারা এগিয়ে চলল। তখন তারা তাদের কণ্ঠস্বর নিচু করল,

২৪. 'যেন না আজ এই দিন এতে তোমাদের সামনে মিসকিনরা প্রবেশ করতে পারে'!
২৫. এবং তারা এক সংকল্পের সিদ্ধান্তের উপর তাড়াতাড়ি গেল।
২৬. এরপর তারা যখন এ দেখল; তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি'-
২৭. 'বরং আমরা বঞ্চিত'।
২৮. তাদের মধ্যপন্থী একজন বলল, 'আমি তোমাদের প্রতি কখনই বালি নি কি, কেন তোমরা তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করছ না'?
২৯. তারা বলল, 'সুমহান আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা- আমরা ছিলাম জালিম'।
৩০. এরপর তারা তাদের একে অন্যের উপর দোষ চাপাতে চাপাতে এগিয়ে চলল।
৩১. তারা বলল, 'ওহ! দুর্ভোগ আমাদের! নিশ্চয়ই আমরা- আমরা সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম'।
৩২. 'সম্ভবত আমাদের রব আমাদেরকে এর থেকে কল্যাণে বদলে দিতে পারেন। নিশ্চয়ই আমরা- আমরা আমাদের রবের দিকেই আশাবাদী'।
৩৩. সেইরকমই সকল শাস্তি; এবং সেই আখিরাতের শাস্তি নিশ্চিত গুরুতর- যদি তারা জানত।

রুকূ ২

৩৪. নিশ্চয়ই সকল সাবধানীর জন্য তাদের রবের কাছে পরম আনন্দপূর্ণ বাগান।
৩৫. এরপরও কি আমি এই মুসলিমদেরকে সেই অপরাধীদের মতো বানাব?
৩৬. তোমাদের জন্য কি হলো? কিভাবে তোমরা বিচার কর?
৩৭. অথবা কি তোমাদের জন্য কিতাব, যার সম্পর্কে তোমরা অধ্যয়ন কর?
৩৮. নিশ্চয়ই কি তার মধ্যে নিশ্চিত তা, তোমরা যা পছন্দ কর?
৩৯. অথবা কি পরম কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমার সামনে পৌঁছাতে তোমাদের জন্য দক্ষিণ? নিশ্চয়ই কি তোমাদের জন্য নিশ্চিত তাই- তোমরা যা হুকুম দেবে?
৪০. তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'তাদের থেকে তার প্রতি জিম্মাদার কে'?
৪১. অথবা তাদের জন্য কি শরীকরা? এরপর তারা তাদের শরীকদেরসহ আসুক- যদি তারা হয় সত্যবাদী।
৪২. যে দিন চলনশক্তি কেড়ে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে পরম সিজ্‌দায় ডাকা হবে- এরপর তারা সক্ষম হবে না।

৪৩. তাদের দৃষ্টি এক বিনত। তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে; অবশ্যই তারা যখন শান্তিতে ছিল, তাদেরকে সেই সিজ্‌দায় ডাকা হতো।
৪৪. এরপর আমাকে এবং যারা এর প্রতি- 'এই সব হাদিসকে' (আল'হাদিসা الْحَدِيثِ) মিথ্যা বলে- তাদেরকে ছেড়ে দাও। আমি তাদের পদ-মর্যাদাক্রমে যেখান থেকে ধরব, তারা তা জানতেও পারবে না।
৪৫. এবং আমি তাদের জন্য সময় দেই। নিশ্চয়ই আমার কৌশল দৃঢ়-শক্তিশালী।
৪৬. অথবা তুমি কি তাদেরকে এক পারিশ্রমিকের প্রশ্ন করছ? এরপর কি তারা ঋণগ্রস্থতা থেকে বোঝাবাহী?
৪৭. অথবা তাদের কাছেই কি পরম অদৃশ্য? এরপর কি তারা তা কিতাবে লিখে থাকে?
৪৮. এরপর তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্য ধর; এবং 'সেই মাছের সাথীর' মতো হবে না। তখন সে ডেকেছিল এবং সে বিষাদ-আচ্ছন্ন।
৪৯. যখন সে অভিযুক্ত- তাকে যদি না যে তার রবের থেকে নিয়ামত ধরত, নিশ্চিত তাকে সেই খোলা প্রান্তরে ছুড়ে ফেলা হতো।
৫০. এরপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন। এরপর তিনি তাকে সকল সৎকর্মশীলের মধ্যে বানালেন।
৫১. কিন্তু যারা অস্বীকার করে, তারা যখন এই সকল উপদেশ শোনে- নিশ্চয়ই তারা তোমাকে তাদের দৃষ্টি দিয়ে নিশ্চিত পিছলে ফেলতে চাওয়ার কাছাকাছি হয়। তখন তারা বলে, 'নিশ্চয়ই সে নিশ্চিত পাগল'!
৫২. কিন্তু এ এই বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া নয়।

৬৯. সূরা হাক্কা

৫২ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. সেই বাস্তবতা!
২. কি সেই বাস্তবতা?
৩. এবং কিসে তোমাকে জানাতে পারবে, যা সেই বাস্তবতা?
৪. সা'মূদ এবং আদেরা সেই ধ্বংসযজ্ঞের প্রতি মিথ্যা বলেছিল।
৫. এরপর তাদের থেকে সামূদেরা! এরপর তারাও সেই সব সীমালঙ্ঘনসহই ধ্বংস হয়েছিল।

৬. এবং তাদের থেকে আ'দেরা! তারাও বিদ্রোহচারণে ধ্বংস হয়েছিল- ক্ষিপ্ত ঘূর্ণিঝড় দিয়ে।
৭. তিনি তাদের উপর এ সাত রাত ও আট দিন অধীন করেছিলেন- এক বিরামহীন। এরপর তুমি সেই সম্প্রদায়কে দেখতে এর মধ্যে পতিত। তারা এমন, যেমন খেজুর গাছের গুড়ি- নিথর।
৮. এরপর কি তুমি তাদের সাথের অবশিষ্টাংশদের থেকে দেখতে পাও?
৯. এবং ফির'আওন ও তার আগেও; এবং সেই উল্টানো জনপদও- তারা চরম পাপসহ এসেছিল।
১০. এরপর তারা তাদের রবের রাসূলকে অমান্য করেছিল। এরপর তিনি তাদেরকে আটক করলেন- এক উচ্চমাত্রায় আটক।
১১. নিশ্চয়ই আমি তখন সেই পানিকে সীমা অতিক্রম করিয়েছিলাম। আমি তোমাদেরকে সেই নৌকায় বহন করেছিলাম।
১২. যাতে আমি তোমাদের জন্য 'এ' এক উপদেশ বানাতে পারি; এবং যাতে 'এ' শ্রুতিধর কানের আধার হতে পারে- এক আধার।
১৩. এরপর যখন সেই শিঙ্গার মধ্যে ফুঁ দেওয়া হবে- এক ফুৎকার,
১৪. এবং এই পৃথিবী ও সকল পর্বতমালাকে বহন করা হবে। এরপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে- একমাত্র এক বিচূর্ণতায়।
১৫. এরপর সেই দিন সকল ঘটনা ঘটবে!
১৬. এবং এই আকাশ বিভক্ত হয়ে পড়বে। এরপর সেই দিন তা ভঙ্গুর।
১৭. এরপর সেই দিন এর প্রান্তের উপর সেই আট জন ফেরেশ্‌তা তাদের উর্ধ্বে তোমার রবের আরশ বহন করবে।
১৮. সেই দিন তোমাদেরকে প্রদর্শন করা হবে। তখন তোমাদের থেকে কোনো গোপনীয়তাই গোপন রাখা হবে না।
১৯. এরপর যাকে তার কিতাব তার থেকে তার ডানের প্রতি দেওয়া হবে, এরপর সে বলবে, 'এখানে আমার কিতাব পড়'-
২০. 'নিশ্চয়ই আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমি আমার হিসাবের সাক্ষাতকারী'।
২১. এরপর সে এক সন্তোষজনক জীবন ধারায়-
২২. সুউচ্চ বাগানের মধ্যে। এর ফলরাশি নাগালেই।
২৪. 'এক তৃপ্তিতে খাও ও পান কর! তোমরা সেই অতিক্রান্ত দিনগুলোর মধ্যে যাসহ অতীত হয়েছ'।
২৫. এবং যাকে তার কিতাব তার থেকে তার বামের প্রতি দেওয়া হবে; সে বলতে থাকবে, 'হায়! দূর্ভোগ আমার! যদি না কখনই আমার কিতাব আমাকে দেওয়া হতো'!

২৬. 'যদি না কখনই আমি আমার হিসাব জানতাম'!
২৭. 'হায়! আমার সেই সব সিদ্ধান্তে এ দুর্ভোগ'!
২৮. 'আমার থেকে আমার ধন-সম্পদ কাজে আসল না'!
২৯. 'আমার কর্তৃত্বও ধ্বংস হয়েছে'!
৩০. 'তাকে আটক কর, এরপর তাকে শেকল পরিয়ে দাও'।
৩১. 'তারপর তাকে এই জ্বলন্ত আগুনে পোড়াও'।
৩২. 'এরপর তাকে ঢোকাও তাতে- তার এক শেকলের মধ্যে। এর দৈর্ঘ্য সত্তর হাত'।
৩৩. 'নিশ্চয়ই সে সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকরণে ছিল না'।
৩৪. 'এবং সে সেই অভাবগ্রস্তদের খাওয়ানোর উপর আগ্রহী ছিল না'।
৩৫. 'এরপর তার জন্য আজ এই দিনে এখানে সুহৃদ থাকবে না'।
৩৬. 'এবং উচ্ছিষ্ট ছাড়া খাদ্যও নয়'।
৩৭. 'সেই পাপীরা ছাড়া তা খাবে না'।

রুকূ ২

৩৮. এরপরও নয়! আমি তার প্রতি কসম করছি- তোমরা যা দেখ!
৩৯. এবং তোমরা যা দেখতে পাও না!
৪০. নিশ্চয়ই 'তা' সম্মানিত এক রাসূলের নিশ্চিত কথা।
৪১. তা এক কবির কথাসহ নয়। তোমরা এক অল্পই যা বিশ্বাস কর!
৪২. এবং এক গল্পকারের কথাসহ নয়। তোমরা এক অল্পই যা স্মরণে রাখ!
৪৩. বিশ্ব জগতের রবের থেকে নাজিলকৃত।
৪৪. এবং সে যদি আমার এই সব কথার উপর কিছু কথা বলত-
৪৫. নিশ্চিত আমি তাকে ধরতাম- তার থেকে সেই ডানের প্রতি-
৪৬. তারপর আমি নিশ্চিত তার থেকে সেই কণ্ঠনালী কেটে দিতাম,
৪৭. এরপর তোমাদের থেকে একজনও নেই- তাঁর থেকে রক্ষাকর্তা।
৪৮. এবং নিশ্চয়ই সকল সাবধানীর জন্য তা নিশ্চিত উপদেশ।
৪৯. এবং নিশ্চয়ই আমি- আমি নিশ্চিত জানি এমন যে, তোমাদের থেকেই মিথ্যুক।
৫০. এবং নিশ্চয়ই এই সব অস্বীকারকারীর জন্য 'তা' নিশ্চিত এক অনুশোচনা।
৫১. এবং নিশ্চয়ই 'তা' নিশ্চিত সত্য- পরম নিশ্চিত।
৫২. এরপর পরম শ্রেষ্ঠ তোমার রবের নামসহ মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।

৭০. সূরা মা'আরিজ

৪৪ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. প্রশ্নকারীরা অবশ্যম্ভাবী ঘটনার শাস্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছে!
২. এই সকল অস্বীকারকারীর জন্য তার প্রতি প্রতিরোধকারী থাকবে না।
৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে পরম আরোহণের পথের অধিকারী।
৪. সকল ফেরেশ্‌তা এবং সকল রূহ এক দিনের মধ্যে তাঁরই দিকে আরোহণ করবে। তার পরিমাপ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর।
৫. এরপর ধৈর্য ধর- সৌন্দর্যমণ্ডিত এক ধৈর্য।
৬. নিশ্চয়ই তারা- তারা তা দেখে এক দূরবর্তী-
৭. এবং আমি তা দেখি এক নিকটবর্তী।
৮. একদিন এই আকাশ সেই গলিত তামার মতো হয়ে যাবে,
৯. এবং সকল পর্বতমালা সেই পশমের মতো হয়ে যাবে,
১০. তখন ঘনিষ্টরা এক ঘনিষ্টকে প্রশ্ন করবে না।
১১. তারা একে অন্যকে দেখত থাকবে। সকল অপরাধী চাইতে থাকবে, যদি তারা সে দিনের শাস্তি থেকে তার সন্তানদেরকে দিয়েই মুক্তিপণ দিতে পারত!
১২. এবং তার সাথীদেরকে ও তার ভাইদেরকে-
১৩. এবং তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে- সেই যে তাকে আশ্রয় দিত।
১৪. এবং যা এই পৃথিবীর মধ্যের- সকলকেই একত্রে। তারপরও যদি 'তা' তাকে রক্ষা করতে পারত!
১৫. কখনই নয়! নিশ্চয়ই এ নিশ্চিত লেলিহান আগুন।
১৬. সেই মাথার চামড়াসহ অপসারণকারী।
১৭. যে তার পিঠ ফিরিয়েছিল ও ফিরে গিয়েছিল- তাকে ডাকা হয়েছিল।
১৮. এবং সে জমা করেছিল, এরপর স্তূপ করেছিল।
১৯. নিশ্চয়ই এই মানুষকে এক অস্থির সৃষ্টি করা হয়েছে।
২০. তাকে যখন চরম মন্দ স্পর্শ করে- সে এক হা-হুতাশকারী।
২১. এবং যখন তাকে সকল কল্যাণ স্পর্শ করে- সে এক বাধাদানকারী।
২২. 'পরম যোগাযোগ স্থাপনকারীরা' (আল'মুসাল্লিনা الْمُصَلِّينَ) ছাড়া-
২৩. তারাই তারা- যারা তাদের যোগাযোগের' (সালাতিহিম صَلَاتِهِمْ) উপর স্থিতিশীলভাবে চলমান।

২৪. এবং তারাই তারা- যাদের সম্পদের মধ্যে সর্বজনবিদিত হক-
২৫. প্রার্থী ও সেই বঞ্চিতদের জন্য।
২৬. এবং তারাই তারা- যারা সেই দ্বীনের দিবসের প্রতি সত্যবাদী হয়।
২৭. এবং তারাই তারা- যারা তাদের রবের শাস্তি থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত।
২৮. নিশ্চয়ই তোমার রবের থেকে শাস্তি নিরাপদ-ভিন্ন কিছু।
২৯. এবং তারাই তারা- যারা তাদের লজ্জাস্থানের প্রতি হেফাজতকারী-
৩০. তাদের যুগলদের সামনে অথবা তাদের শপথে যা অধিকারভুক্ত হয়েছে- তা ছাড়া; এরপর নিশ্চয়ই তারা অভিযুক্ত ভিন্নই।
৩১. এরপর যে তারই পিছনে চাইতে থাকে, এরপর তারাই তারা- তারা সব সীমালঙ্ঘনকারী।
৩২. এবং তারাই তারা- যারা তাদের আমানত ও তাদের ওয়াদার প্রতি পর্যবেক্ষক।
৩৩. এবং তারাই তারা- যারা তাদের সাক্ষ্যের প্রতি দৃঢ়ভাবে দন্ডায়মান।
৩৪. এবং তারাই তারা- যারা 'তাদের যোগাযোগের' (সালাতিহিম صَلَاتِهِمْ) উপর হেফাজত করতে থাকে।
৩৫. তারাই সম্মানিত বাগানগুলোর মধ্যে।

রুকূ ২

৩৬. এরপর যারা তা অস্বীকার করে, তোমার 'কিবলা' কি তাদের জন্য দ্রুতগতির?
৩৭. সর্ব দক্ষিণ থেকে ও সর্ব বাম থেকে- বিভিন্ন দলে দলে?
৩৮. তাদের থেকে সেই ব্যক্তিরা- তারা কি আশা করছে যে, তারা এক নিয়ামতের বাগানে প্রবেশ করবে?
৩৯. কখনই না! নিশ্চয়ই আমি- আমি তাদেরকে যার থেকে সৃষ্টি করেছি, তারা তা জানে!
৪০. এরপরও নয়! আমি এই উদয়াচলের ও এই অস্তাচলের রবের প্রতি কসম করছি। নিশ্চয়ই আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্তদাতা-
৪১. আমি তাদের থেকে যার উপর এক কল্যাণকে বদলে দেই; এবং আমি অক্ষম নই।
৪২. এরপর তাদেরকে গালগল্প ও খেলাধুলাকরণে ছেড়ে দাও, তারা যতক্ষণ না তাদের দিনের সাক্ষাত করে। সেই যা তাদেরকে ওয়াদা করা হয়েছে।

৪৩. একদিন তারা এক তাড়াহুড়োয় সকল কবরের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে। তারা এমন, যেমন তারা ভাগের অংশের দিকে দ্রুত ছুটছে-

৪৪. এক বিনত তাদের দৃষ্টি। তাদেরকে হীনতা ঢেকে দেবে। সেই-ই পরম দিন। সেই যাতে তোমরা ছিলে- তোমাদেরকে দেওয়া ওয়াদাতে।

৭১. সূরা নূহ

২৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. নিশ্চয়ই আমি- আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম যে, তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর- তার আগে থেকেই যে, তাদের কাছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসতে পারে।

২. সে বলল, 'ও আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি পরিষ্কার সতর্ককারী'-

৩. 'যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর ও তাঁকে ভয় কর; এবং আমাকে মেনে চল'।

৪. 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপ থেকে ক্ষমা করবেন; এবং তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট এক মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেবেন। নিশ্চয়ই মেয়াদ আল্লাহরই। যখন তা আসে, তা পেছানো যায় না- যদি তোমরা এ জানতে'!

৫. সে বলল, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি- আমি আমার সম্প্রদায়কে এক রাতে ও এক দিনে ডেকেছি'।

৬. 'এরপর আমার ডাক কখনই তাদের এক পলায়ন ছাড়া বাড়ায় নি'।

৭. 'নিশ্চয়ই আমি- আমি তাদেরকে প্রতিবার ডেকেছি, যাতে আপনি তাদের প্রতি ক্ষমা করতে পারেন। তারা তাদের কানের মধ্যে তাদের আঙুল রাখে; এবং তারা তাদেরকে তাদের কাপড়ে ঢেকে রাখে; এবং তারা তা চালিয়ে যায়; এবং তারা এক অহংকারে অহংকার করতে থাকে'।

৮. 'তারপর নিশ্চয়ই আমি- আমি তাদেরকে এক প্রকাশ্যে ডেকেছি'।

৯. 'তারপর নিশ্চয়ই আমি- আমি তাদের প্রতি জনসম্মুখে ঘোষণা দিয়েছি; এবং তাদের প্রতি গোপনেও বলেছি- এক গোপনে'।

১০. 'এরপর আমি বলেছি, তোমাদের রবের ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি এক ক্ষমাশীল হবেন'।

১১. 'তিনি তোমাদের উপর এই আকাশে এক প্রাচুর্যতা পাঠাবেন'।

১২. 'তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিসহ বাড়িয়ে দেবেন; এবং তিনি তোমাদের জন্য বাগান বানাবেন; এবং তিনি তোমাদের জন্য এক নদী বানাবেন'।

১৩. 'তোমরা কি জন্য আল্লাহর প্রতি এক বধিরতায় আশাবাদী হবে না'?

১৪. 'এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেরকে এক ধাপে ধাপে সৃষ্টি করেছেন'।

১৫. 'তোমরা কি দেখ না- আল্লাহ কীভাবে একের উপর আরেক বহু আকাশ সৃষ্টি করেছেন'?

১৬. 'এবং তিনি তার মধ্যে এই চাঁদকে এক আলো বানিয়েছেন; এবং তিনি এই সূর্যকে এক প্রদীপ বানিয়েছেন'।

১৭. 'তিনি তোমাদেরকে এই পৃথিবীর মধ্য থেকেই এক উৎপাদনে উৎপাদন করেছেন'-

১৮. 'তারপর তিনি তোমাদেরকে এর মধ্যেই ফিরিয়ে দেবেন; এবং তিনি তোমাদেরকে এক উত্তোলনে বের করে আনবেন'।

১৯. 'এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য এই পৃথিবীকে এক বিস্তৃত বানিয়েছেন'।

২০. 'তোমরা যাতে এর থেকে এক পথে যাত্রা করতে পার- এক চওড়া পথে'।

রুকূ ২

২১. নূহ বলল, 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই তারা আমাকে অমান্য করেছে; এবং তারা অনুসরণ করেছে যাকে, সে তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে কখনই এক ক্ষতি ছাড়া বাড়ায় নি'।

২২. এবং তারা ষড়যন্ত্র করেছিল- বিশাল এক ষড়যন্ত্র।

২৩. এবং বলেছিল, 'কখনই তোমাদের ইলাহাদেরকে ছাড়বে না; এবং ছাড়বে না ওয়াদ্‌কে ও সুওয়া'আকেও নয় এবং ইয়াগূসকে ও ইয়া'ঊককে এবং নাস্‌রকেও নয়'।

২৪. এবং নিশ্চয়ই তারা অনেককেই বিভ্রান্ত করেছে। এরপর তারা সেই সকল জালিমকে এক বিভ্রান্তি ছাড়া বাড়ায় নি-

২৫. তাদের সেই পাপ। তার থেকেই তা, তাদেরকে যা ডুবিয়ে দিয়েছিল। এরপর তাদেরকে এক আগুনে প্রবেশ করানো হবে। তখন তারা তাদের জন্য আল্লাহর পাশ থেকে কখনই এক সাহায্যকারী পাবে না।

২৬. এবং নূহ বলেছিল, 'ও আমার রব! এই পৃথিবীর উপর কখনই এই অস্বীকারকারীদের মধ্য থেকে একটি বসতবাড়িকেও ছাড়বেন না'।

২৭. 'নিশ্চয়ই আপনি- আপনি যদি তাদেরকে ছেড়ে দেন, তারা আপনার দাসদেরকে বিভ্রান্ত করবে; এবং তারা এক অস্বীকারকারী দুষ্কৃতিকারী ছাড়া জন্ম দেবে না'।

২৮. 'ও আমার রব! আমার ও আমার পিতামাতার প্রতি ক্ষমা করেন; এবং তাদের প্রতিও, যারা আমার গৃহে প্রবেশ করে- এক বিশ্বাসী; এবং সকল বিশ্বাসী পুরুষ ও সকল বিশ্বাসী নারীর প্রতিও; এবং এই সকল জালিমকে এক ধ্বংসযজ্ঞ ছাড়া বাড়াবেন না'।

৭২. সূরা জিন

২৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. বল, 'আমার প্রতি ওহি হয়েছে তা এমন যে, এই জিনদের মধ্য থেকে একটি দল শুনেছে। এরপর তারা বলেছে, নিশ্চয়ই আমরা- আমরা আশ্চর্য এক কুরআন শুনেছি'।

২. 'এ পরম সঠিক পথের দিকে পথ-নির্দেশ দেয়। এরপর আমরা এর প্রতি বিশ্বাস করেছি; এবং আমরা আমাদের রবের সাথে কখনই শরীক করব না- একজনকেও'।

৩. 'এবং তিনি এমন যে, আমাদের রব সমুচ্চ, চির নতুন। তিনি কোনো সাথী গ্রহণ করেন নি; এবং কোনো সন্তানও নয়'।

৪. 'এবং এমন যে, আমাদের বোকাদের তারা আল্লাহর উপর এক বিশাল সীমালঙ্ঘনে তা বলেছিল'।

৫. 'এবং এমন যে, আমরা মনে করতাম, এই মানুষ ও এই জিন আল্লাহ উপরে কখনই এক মিথ্যা বলবে না'।

৬. 'এবং এমন যে, সেই মানুষের মধ্য থেকে পুরুষরা এই জিনদের মধ্যের পুরুষদের প্রতি আশ্রয় চেয়েছিল। এরপর তারা তাদেরকে এক বোঝা বাড়িয়ে দিল'।

৭. 'এবং এমন যে, তোমরা যেমন মনে কর- তারাও তেমন মনে করত যে, আল্লাহ কখনই একজনকেও উঠিয়ে আনবেন না'।

৮. 'এবং এই যে, আমরা নিশ্চিত এই আকাশ স্পর্শ করতাম। এরপর আমরা এ পেলাম- কঠোর প্রহরী ও আগুনের এক শিখায় তা পূর্ণ করা হয়েছে'।

৯. 'এবং আমরা- আমরা শোনার জন্য এর থেকে বসার স্থানে বসে থাকতাম। এরপর যে শুনতে থাকত, তারা তাদের জন্য অপেক্ষার সেই সময়ে এক আগুনের শিখা পেল'।

১০. 'এবং আমরা- আমরা জানি না এই পৃথিবীর মধ্যে তাদের প্রতি কোন মন্দ চাওয়া হয়েছে; অথবা তাদের রব কী তাদের প্রতি এক সঠিক পথ চাইছেন'?

১১. 'এবং আমরাই- আমাদের থেকেই সব সৎকর্মশীল ও আমাদের থেকেই তার পাশে। আমরা এক ভিন্ন ভিন্ন পথে রয়েছি'।

১২. 'এবং এমন যে আমরা- আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, আমরা আল্লাহকে এই পৃথিবীর মধ্যে কখনই ব্যর্থ করতে পারব না; এবং আমরা এক উদ্যোগে কখনই তাকে এড়াতেও পারব না'।

১৩. 'এবং এই যে আমরা- আমরা যখন এই পর্থনির্দেশ শুনলাম, আমরা তার প্রতি বিশ্বাস করলাম। এরপর যে তার রবের প্রতি বিশ্বাস করে, এরপর সে এক বঞ্চনার ভয় করবে না ও এক ভার-বহনেরও নয়'।

১৪. 'এবং এই যে আমরা- আমাদের থেকেই সব মুসলিম; এবং আমাদের থেকেই সব অনাচারী। এরপর যে মুসলিম হয়, এরপর তারাই- তারা এক সঠিক পথ চাইতে থাকে'।

১৫. 'এবং তাদের থেকে যারা চরম অনাচারী, এরপর তারাই জাহান্নামের জন্য এক জ্বালানি হবে'।

১৬. এবং এই যে, তারা যদি এই পথের উপর দাঁড়ানো থাকত, আমি তাদেরকে নিশ্চিত এক প্রাচুর্যতায় পানি পান করতে দিতাম।

১৭. আমি তাদেরকে যাতে তার মধ্যে পরীক্ষা করতে পারতাম। যে তার রবের উপদেশ থেকে ফিরে যায়, তিনি তাকে কঠিন এক শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।

১৮. এবং এই যে, আল্লাহরই জন্য সেই মসজিদ। এরপর আল্লাহর সাথে একজনকেও ডাকবে না।

১৯. এবং তা এমন যে, যখন আল্লাহর দাস দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকতে থাকল, তারা কাছাকাছি হতে থাকল। তার সামনে এক জনতা।

রুকূ ২

২০. বল, 'আমি শুধুমাত্র আমার রবকে ডাকি; এবং আমি তাঁর সাথে একজনকেও শরীক করি না'।

২১. বল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাদের প্রতি এক দুঃখ-দুদর্শা অথবা এক সঠিক পথের মালিক নই'।

২২. বল, 'নিশ্চয়ই আমি- আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনই কাউকে রক্ষা করতে পারব না; এবং আমি তাঁর পাশ থেকে কখনই এক আশ্রয়ও পাব না'-

২৩. 'আল্লাহর পক্ষ থেকে এক পৌঁছানো ও তাঁর বাণী প্রচার ছাড়া'; এবং যে আল্লাহকে ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, এরপর তার জন্য নিশ্চয়ই জাহান্নামের আগুন। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী।

২৪. তাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা তা দেখবে- এরপর তারা তখন জানবে- কে দুর্বল এক সাহায্যকারী ও সংখ্যায় এক অল্প।

২৫. বল, 'আমি জানি না, যা তোমাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে তা কি নিকটস্থ অথবা আমার রব তোমাদের জন্য এক সময় বানাবেন'?

২৬. 'তিনি সকল অদৃশ্য জ্ঞাত। এরপর তিনি তাঁর অদৃশ্যের উপর একজনকেও জাহির করেন না' -

২৭. 'সে ছাড়া- তিনি যাকে তাঁর রাসূল থেকে মনোনীত করেছেন। নিশ্চয়ই তখন তিনি তার হাতের মাঝ থেকে ও তার পিছন থেকে এক অপেক্ষমানকে উৎসারিত করেন'।

২৮. 'যাতে তিনি জানতে পারেন যে, অবশ্যই তারা তাদের রবের বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। তখন তিনি তাদের কাছে যা, তার প্রতি ঘিরে রাখেন; এবং তিনি এক সংখ্যায় সকল কিছুরই হিসাব গ্রহণ করেন'।

৭৩. সূরা মুজ্জাম্মিল

২০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. 'ও তুমি এই কাপড়ে আচ্ছাদিত'!

২. প্রতি রাতের সাথে দাঁড়াও - এক অল্প ছাড়া।

৩. তার অর্ধেক অথবা তার থেকে কম- এক অল্প।

৪. অথবা তার উপর আরও বাড়িয়ে দাও; এবং এই কুরআন পাঠ কর- এক পাঠে।

৫. নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমার উপর ওজনদার এক কথা দেব।

৬. নিশ্চয়ই প্রতিরাতে জাগরণ- তা অধিক শক্তিশালী ও এক শক্ত পদক্ষেপ; এবং কথায় অধিক দৃঢ়-স্থির।

৭. নিশ্চয়ই তোমার জন্য প্রতি দিনের মধ্যে এক দীর্ঘ কর্ম ব্যস্ততা।

৮. এবং তোমার রবের নাম স্মরণ কর ও তার প্রতি নিবেদিত হও- এক নিবেদিত।

৯. তিনি এই পূর্বের ও এই পশ্চিমের রব। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। এরপর তাঁকেই এক অভিভাবক গ্রহণ কর।

১০. এবং তারা যা বলে, তার উপর ধৈর্য ধর; এবং তাদেরকে উপেক্ষা কর- এক এক সৌন্দর্যমন্ডিত উপেক্ষায়।

১১. এবং আমাকে ও 'সেই নিয়ামতের অধিকারী' এই মিথ্যুকদের ছেড়ে দাও! এবং তাদেরকে এক অল্পই ছাড় দাও।

১২. নিশ্চয়ই আমার কাছে এক শেকল ও জ্বলন্ত এক আগুন-

১৩. এবং গলায় আটকে যাওয়া এক খাদ্য ও যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তি।

১৪. একদিন এই পৃথিবী ও এই পর্বতমালা কাঁপতে থাকবে; এবং এই সকল পর্বতমালা ঝরে পড়া বালুর এক স্তুপ হয়ে যাবে।

১৫. নিশ্চয়ই আমি- আমিই তোমাদের কাছে এক রাসূল পাঠিয়েছি। তোমাদের উপর এক সাক্ষী। যেমন আমি ফির'আওনের কাছে এক রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

১৬. এরপর ফির'আওন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল। এরপর আমি তাকে আটক করলাম- এক মন্দ পরিণামসম্পন্ন এক আটক।

১৭. যদি তোমরা এক দিনকে অস্বীকার করতে থাক- সকল শিশুকে তা এক সাদা চুলো বানিয়ে দেবে! এরপর তোমরা কিভাবে সাবধান হবে?

১৮. সেই সাথে এই আকাশ ভঙ্গুর। তাঁর ওয়াদা এক পরিপূর্ণ হবে।

১৯. নিশ্চয়ই এ সেই উপদেশ। এরপর যে ইচ্ছা করবে- সে তার রবের দিকে এক পথ গ্রহণ করবে।

রুকূ ২

২০. নিশ্চয়ই তোমার রব জানেন, তুমি এমন যে- তুমি ও যারা তোমার সাথে, তাদের মধ্য থেকে একটি দল এই রাতের থেকে দুই-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি দাঁড়ায়; এবং এর অর্ধেক ও এর এক-তৃতীয়াংশ; এবং আল্লাহই এই রাত ও এই দিনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। তিনি তা জানেন- তোমরা যা কখনই হিসাব কর নি। এরপর তিনি তোমাদের সামনে ফিরেছেন। এরপর এই কুরআনের মধ্য থেকে যা সহজ হয় পাঠ কর। তিনি জানেন যে, তোমাদের

থেকে অসুস্থ থাকবে। অপর কেউ আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ থেকে চাইতে এই পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ করতে থাকবে; এবং অপর কেউ আল্লাহর পথের মধ্যে যুদ্ধ করতে থাকবে। এরপর 'এর থেকে' যা সহজ হয় পাঠ কর; এবং 'পরম যোগাযোগ' (আল'সালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন কর ও সেই জাকাত দাও; এবং আল্লাহকে ঋণ দাও- এক উত্তম ঋণ; এবং তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর থেকে যা অগ্রিম পাঠাবে, তোমরা আল্লাহর কাছে তা অধিক কল্যাণকর পাবে; এবং অধিক শ্রেষ্ঠ এক পুরস্কারও; এবং আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৭৪. সূরা মুদাচ্ছির

৫৬ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. 'ও তুমি এই আচ্ছাদিত'!
২. 'উঠে দাঁড়াও এবং সতর্ক কর'।
৩. 'এবং এরপর তোমার রবই শ্রেষ্ঠতম'।
৪. 'এবং এরপর তোমার পোশাক পবিত্র রাখ'।
৫. 'সকল অপরিচ্ছন্নতা এড়িয়ে চল'।
৬. 'বহুগুণ করতে আনুকূল্য করবে না'।
৭. 'এরপর তোমার রবের প্রতি ধৈর্য ধর'।
৮. এরপর যখন পরম শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে-
৯. এরপর সেই সে একদিন সংকটাপূর্ণ।
১০. সকল অস্বীকারকারীর উপর সহজ ভিন্ন কিছু।
১১. আমাকে ও আমি যাকে একাকি সৃষ্টি করেছি তাকে ছেড়ে দাও।
১২. এবং আমি তার জন্য বিপুল সম্পদ বানিয়েছিলাম-
১৩. এবং সন্তান-সন্ততি, সাক্ষীও।
১৪. এবং আমি তার জন্য আশ্রম করেছিলাম- এক আশ্রম,
১৫. তারপরও সে আশা করতে থাকে যে, আমি তাকে বাড়িয়ে দেই।
১৬. কখনই নয়! নিশ্চয়ই সে আমার আয়াতের প্রতি বিরূপ হয়েছে।
১৭. শিগগিরই আমি তাকে এক মাটিতে ঢেকে দেব।
১৮. নিশ্চয়ই সে চিন্তা করেছে ও সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৯. এরপর সে ধ্বংস হবে! কিভাবে সে সিদ্ধান্ত নিল?
২০. তারপর সে ধ্বংস হবেই! কিভাবে সে সিদ্ধান্ত নিল?
২১. তারপর সে তাকাল।
২২. তারপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল।
২৩. তারপর সে পিছন ফিরল ও অহংকার করল।
২৪. তারপর সে বলল, 'এ লোক-পরম্পরা আগত জাদু ছাড়া নয়'।
২৫. 'এ এই মানুষের কথা ছাড়া নয়'।
২৬. শিগগিরই আমি তাকে সাকার-এ তাড়িয়ে নেব।
২৭. এবং তুমি কিভাবে জানবে সাকার কি?
২৮. তা তাকে ধরে রাখবে না এবং তাকে ছাড়বেও না!
২৯. সেই মানুষের প্রতি খোদাইকরণ!
৩০. এর উপরে উনিশ!
৩১. এবং আমি সেই আগুনের সাথীদেরকে এক দূত ছাড়া বানাই নি; এবং যারা অস্বীকার করেছে, আমি তাদের জন্য তাদের সংখ্যা এক কঠিন পরীক্ষা ছাড়া বানায় নি; এবং যাদেরকে এই কিতাব দেওয়া হয়েছে, তারা যাতে নিশ্চিত হতে পারে; এবং যারা বিশ্বাস করে, তারা যাতে এক বিশ্বাস বাড়াতে পারে; এবং যাদেরকে এই কিতাব দেওয়া হয়েছে ও সকল বিশ্বাসী- যাতে তারা সন্দেহ না করে। কিন্তু যাদের হৃদয়ের মধ্যে অসুখ ও এই অস্বীকারকারীরা, তারা যাতে বলতে পারে, 'আল্লাহ কোন ইচ্ছায় এ দিয়ে এক উদাহরণ দিয়েছেন'? আল্লাহ সেইরকমই! তিনি যাকে ইচ্ছা করেন- বিভ্রান্ত হতে দেন; এবং তিনি পথ দেখান- যাকে তিনি ইচ্ছা করেন; এবং তারা তোমার রবের বাহিনীকে জানে না- তিনি ছাড়া; এবং সকল মানুষের জন্য 'এ' উপদেশ ছাড়া নয়।

রুকূ ২

৩২. কখনই নয়! এই চাঁদের শপথ।
৩৩. এবং এই রাতের শপথ- যখন তা ফিরে যায়।
৩৪. এবং সকল ভোরের শপথ- যখন তা আলোকিত করে।
৩৫. নিশ্চয়ই 'এ', নিশ্চিত সর্বশ্রেষ্ঠ একক।
৩৬. সকল মানুষের জন্য এক সতর্কবার্তা।
৩৭. তোমাদের থেকে যে ইচ্ছা করে, যে এগিয়ে যায় অথবা যে পিছনে অবস্থান করে তার জন্য।
৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তিই সে যা অর্জন করে, সে তার প্রতি অঙ্গিকারকৃত।

৩৯. সর্বডানের সাথীরা ছাড়া।
৪০. তারা বাগানগুলোর মধ্যে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে-
৪১. সেই অপরাধীদের সম্পর্কে।
৪২. 'কীসে তোমাদেরকে সাকারের মধ্যে প্রবেশ করাল'?
৪৩. তারা বলবে, 'আমরা পরম সালাতকারীদের (আল'মুসালিইনা الْمُصَلِّينَ: সেই শান্তিস্থাপনকারীদের) মধ্যে ছিলাম না'-
৪৪. 'আমরা সেই অভাবগ্রস্তদের খাওয়ানোতে ছিলাম না'-
৪৫. 'এবং আমরা সেই গালগল্পকারীদের সাথে গালগল্পকরণে ছিলাম'-
৪৬. 'আমরা পরম দ্বীনের দিবসের প্রতি মিথ্যা বলাতে ছিলাম'-
৪৭. 'যতক্ষণ না আমাদের কাছে সেই পরম নিশ্চিত আসল'।
৪৮. এরপর সেই সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসে নি।
৪৯. এরপরও কি তাদের জন্য এই সব উপদেশে পলায়ন?
৫০. তারা এমন, যেমন ভীত-আতঙ্কিত গাধা-
৫১. এক সিংহ থেকে পলায়ন করছে!
৫২. বরং তাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিই চাইতে থাকে যে, তাকে এক উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক।
৫৩. কখনই নয়! বরং তারা পরম আখিরাতে ভয় করে না।
৫৪. কখনই নয়! নিশ্চয়ই তা উপদেশ।
৫৫. এরপর যে ইচ্ছে করে, সে তা স্মরণ করুক।
৫৬. এবং আল্লাহ যাতে ইচ্ছা করেন ছাড়া- তারা উপদেশ নেবে না। তিনিই পরম সাবধানতা অবলম্বনে নিকটজন; এবং তিনিই পরম ক্ষমায় নিকটজন।

৭৫. সূরা কিয়ামা

৪০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. না! আমি পরম কিয়ামতের দিনের প্রতি কসম করছি!
২. এবং না! আমি সেই সমালোচনাকারী ব্যক্তির প্রতি কসম করছি।
৩. এই মানুষ কি হিসাব করে যে, আমি তাদের হাড়গোড় জড় করতে পারব না?
৪. বরং আমি তার উপরও সক্ষম যে, আমি তার আঙুলের ডগাও গড়ে তুলতে পারি।

৫. বরং এই মানুষ আকাঙ্খা করতে থাকে- যাতে সে তার নেতৃত্ব উৎসারিত করতে পারে।
৬. সে প্রশ্ন করে, 'কখন সেই কিয়ামতের দিন'?
৭. এরপর যখন সকল দৃষ্টি ধাঁধিয়ে যাবে-
৮. এবং এই চাঁদকে গিলে ফেলবে-
৯. এবং এই সূর্য ও এই চাঁদকে সংযুক্ত করা হবে-
১০. সে দিন এই মানুষ বলতে থাকবে, 'কোথায় সেই পালানোর স্থান'?
১১. শুধুই তেমন নয়! নেই আশ্রয়ও।
১২. সে দিন তোমার রবের দিকেই সকলে আশ্রয়প্রার্থী।
১৩. সে দিন সকল মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে- সে যাসহ অগ্রিম পাঠিয়েছে ও সে যা পিছনে রেখে গেছে।
১৪. বরং এই মানুষ তার নিজের উপরই দৃষ্টিসম্পন্ন-
১৫. যদিও সে তার অজুহাত ছুড়ে মারে।
১৬. তোমার জিহ্বা তার প্রতি তাড়াহুড়ো করার জন্য তার সাথে নাড়াবে না।
১৭. নিশ্চয়ই আমার উপরই তার সমাবেশ; এবং তার পাঠও।
১৮. এরপর আমি যখন তা পাঠ করি, এরপর সেই পাঠ অনুসরণ কর।
১৯. তারপর নিশ্চয়ই আমারই উপর তার ব্যাখ্যা।
২০. শুধুই তেমন নয়! বরং তোমরা চরম তাড়াহুড়ো ভালোবাস।
২১. এবং তোমরা পরম আখিরাত পরিহার কর!
২২. সে দিন মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল-
২৩. তাদের রবের দিকে তাকিয়ে।
২৪. এবং সে দিন মুখমণ্ডল বিবর্ণও-
২৫. সে অনুমান করবে যে, এ দিয়ে দুরাবস্থা করা হবে।
২৬.না! শুধুই তেমনই নয়। যখন তা গলার হাড়ে পৌঁছবে,
২৭. তখন বলা হবে, 'কে সুস্থ'?
২৮. তখন সে অনুমান করবে তা এমন যে, পরম পৃথকীকরণ।
২৯. তখন সেই পায়ের সাথে সেই পা চরম গুটানো।
৩০. সে দিন তোমার রবের দিকেই সকলে চালিত।

রুকূ ২

৩১. সে সত্য গ্রহণ করে নি এবং যোগাযোগ করে নি- (সাল্লা صَلَّىٰ: সালাত করে) নি-

৩২. কিন্তু সে মিথ্যা বলেছিল এবং মুখ ফিরিয়েছিল।
৩৩. তারপর সে দম্ভ করতে করতে তার পরিজনের কাছে ফিরে গেল।
৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য! এরপরও দুর্ভোগ!
৩৫. তোমার জন্য তাপরও দুর্ভোগ! এরপরও দুর্ভোগ!
৩৬. এই মানুষ কি হিসাব করে যে, তাকে এক অবহেলায় ছেড়ে দেওয়া হবে?
৩৭. সে কি এক স্খলন থেকে এক শুক্রবিন্দু ছিল না?
৩৮. এরপর সে এক আলাকা ছিল। এরপর তিনি তাকে সৃষ্টি করলেন। এরপর তিনি তাকে গড়ে তুললেন।
৩৯. এরপর তার থেকে সেই দু'য়ের জোড়া বানালেন- এই পুরুষ ও এই নারী।
৪০. তিনি যাদের উপর জীবন দিয়েছেন, সেই সিদ্ধান্তদাতার প্রতিই কি নয়- তার সেই মৃত্যু?

৭৬. সূরা দাহ্‌র বা ইন্‌সান

৩১ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. মহাকালের মধ্য থেকে এই মানুষের উপর কি এক সময় এসেছে? সে কি কখনই স্মরণযোগ্য এক কিছু ছিল না?
২. নিশ্চয়ই আমি- আমিই মানুষকে সেই এক মিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে পরীক্ষা করি। এরপর আমি তার এক শ্রবণশক্তি ও এক দৃষ্টিশক্তি বানিয়েছি।
৩. নিশ্চয়ই আমি তাকে পথ দেখিয়েছি- পরম পথ। সে এক কৃতজ্ঞ হতে পারে; এবং সে এক অস্বীকারকারীও হতে পারে।
৪. নিশ্চয়ই আমি- আমিই সকল অস্বীকারকারীর জন্য শেকল ও এক বেড়ী এবং আগুনের এক শিখা প্রস্তুত করেছি।
৫. নিশ্চয়ই 'সকল নীতিবানরা' (আল'আবরা-রা الْأَبْرَارَ) পেয়ালা থেকে পান করবে। এর মিশ্রণে এক কাফুর হবে-
৬. এক ঝরনা! আল্লাহর দাসেরা এ থেকে পান করবে। এ এক নির্মলতায় উৎসারিত হয়েছে।
৭. তারা সকল সতর্কবার্তার প্রতি পূর্ণ করেছিল; এবং তারা এক দিনকে ভয় করেছে- যাতে এক মন্দ লক্ষণ ছিল।

৮. তারা তাঁর ভালোবাসার উপর এক অভাবগ্রস্থকে ও এক ইয়াতীমকে এবং এক বন্দীকে সেই খাদ্য খাওয়াত-
৯. 'আমরা তোমাদেরকে শুধুমাত্র খাওয়াই- আল্লাহ এই মুখের প্রতি'। আমরা তোমাদের থেকে এক পুরস্কার চাই না; এবং এক কৃতজ্ঞতাও নয়'।
১০. 'নিশ্চয়ই আমরা- আমরা আমাদের রবের থেকে কঠিন দুর্যোগপূর্ণ এক দিনকে ভয় করি'।
১১. এরপর আল্লাহ তাদেরকে সেই পরম দিনের মন্দসমূহে রক্ষা করবেন; এবং তাদেরকে এক উজ্জ্বলতার ও এক সুখের সাক্ষাত করাবেন।
১২. এবং তারা যার প্রতি ধৈর্য ধরেছিল, তিনি তাদেরকে তার পুরস্কার দেবেন এক বাগান ও এক স্বাচ্ছ্যন্দ।
১৩. তারা এর মধ্যের সেই সব সিংহাসনের উপর হেলানদানকারী। তারা এর মধ্যে এক উত্তাপ দেখবে না; এবং এক হিম-শীতলতাও নয়।
১৪. এবং এক দুনিয়া- তাদের সামনে এর ছায়া। নাগালেই থরে থরে ঝুলন্ত ফল- এক নাগালেই!
১৫. এবং তাদের সামনে রুপা থেকে পাত্রসহ ঘুরতে থাকবে; এবং পেয়ালা হবে স্বচ্ছ স্ফটিকের-
১৬. স্বচ্ছ স্ফটিকের রুপা থেকেও। তারা তাদের মন মতো এর সিদ্ধান্ত নেবে।
১৭. এবং তাদেরকে এর মধ্যে এক পেয়ালায় পান করতে দেওয়া হবে। এর মিশ্রণ এক জানজাবিলের-
১৮. এর মধ্যেই এক ঝরনা। নাম হয়েছে সালসাবিল।
১৯. তাদের সামনে অমর শিশু-সন্তনেরা ঘিরে থাকবে। তুমি যখন তাদেরকে দেখবে, তুমি তাদেরকে মনে করবে ছড়ানো-ছিটানো মুক্তা।
২০. এবং তুমি যখন তাকাবে, তারপর তুমি দেখতে পাবে এক নিয়ামত; এবং বিশাল এক রাজ্য।
২১. তাদের উপরের পোশাক সবুজ সুক্ষ্ম সিল্কের ও ভারী বুটিদারও; এবং তারা অলংকৃত হবে রুপা থেকে বালা-কংকনে; এবং তাদের রব তাদেরকে এক বিশুদ্ধ পানীয় পান করতে দেবেন।
২২. নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য এ হবে এক পুরস্কার। তখন তোমাদের প্রচেষ্টা এক প্রশংসিত হবে।

রুকূ ২

২৩. নিশ্চয়ই আমি, আমিই- আমিই তোমার প্রতি এক নাজিলে এই কুরআন নাজিল করেছি।

২৪. এরপর তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্য ধর; এবং তাদের থেকে এক পাপীকে অথবা এক অস্বীকারকারীকে মানবে না।
২৫. এবং তোমার রবের নামগুলো সকালে ও সন্ধ্যায় স্মরণ কর-
২৬. এবং প্রতি রাতের মধ্যেও। এরপর তাঁর প্রতি সিজ্‌দা কর; এবং এক দীর্ঘ রাতে তাঁর মহিমা ঘোষণা কর।
২৭. নিশ্চয়ই এগুলো পরম তাড়াহুড়ো ভালোবাসে; এবং তারা তাদের পিছনের ওজনদার এক দিনকে উপেক্ষা করে।
২৮. আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি; এবং আমিই তাদের কাঠামো শক্তিশালী করেছি; এবং আমি যখন ইচ্ছা করি- আমি তাদের প্রতিকৃতি এক বদলে বদলে দিতে পারি।
২৯. নিশ্চয়ই এ সেই উপদেশ। এরপর যে ইচ্ছা করে- সে তার রবের দিকের এক পথ গ্রহণ করুক।
৩০. কিন্তু আল্লাহ ইচ্ছা করেন ছাড়া- তোমরা তাতে ইচ্ছা করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ এক জ্ঞাত, এক বিচক্ষণ।
৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তিনি তাকে তাঁর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করান। কিন্তু সকল জালিম- তিনি তাদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছেন।

৭৭. সূরা মুর্‌সালাত

৫০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. পরম এক ন্যায্যতার প্রেরণকারীর শপথ!
২. এরপর পরম প্রবলকারীর- এক প্রবলকরণের।
৩. পরম বিস্তারকারীর এক বিস্তারের শপথ।
৪. এরপর পরম পৃথকীকরণকারীর- এক পৃথকীকরণের।
৫. এরপর পরম সাক্ষাৎদানকারীর এক উপদেশের।
৬. এক ওজর-আপত্তিকরণ অথবা এক সতর্কতার।
৭. নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছে, তার সম্পর্কে নিশ্চিত ঘটমান।
৮. এরপর যখন সকল নক্ষত্র নিভে যাবে-

৯. এবং যখন এই আকাশ ভেঙে পড়বে-
১০. এবং যখন সকল পর্বত বিস্ফোরিত হবে-
১১. এবং যখন সকল রাসূলের নির্ধারিত সময় হবে।
১২. কি জন্য একদিন মেয়াদপূর্ণ হবে?
১৩. কোন দিনের জন্য সকল ফয়সালা?
১৪. কিসে তুমি জানতে পারবে যে, সে দিন সকল ফয়সালার?
১৫. সে দিন সকল মিথ্যুকের জন্য দুর্ভোগ।
১৬. আমি কি সেই পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করি নি?
১৭. তারপর আমি তাদের সকল পরবর্তীকে তার অনুগামী করব।
১৮. আমি সকল অপরাধীর প্রতি সেইরকমই করে থাকি।
১৯. সে দিন সকল মিথ্যুকের জন্য দুর্ভোগ।
২০. আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করি নি?
২১. এরপর আমি তা এক নিরাপদ বাসস্থানের মধ্যে বানিয়েছি।
২২. সর্বজন জানা এক সিদ্ধান্তসহ।
২৩. এরপর আমি সিদ্ধান্ত নেই। এরপর পরম সিদ্ধান্তের নিয়ামত!
২৪. সে দিন সকল মিথ্যুকের জন্য দুর্ভোগ।
২৫. আমি কি এই পৃথিবীকে এক ধরণী বানাই নি?
২৬. এক জীবিত ও এক মৃতের জন্য?
২৭. এবং আমি এর মধ্যে সুউচ্চ দৃঢ় পর্বতমালা বানিয়েছি; এবং আমি তোমাদেরকে সুমিষ্ট এক পানি পান করতে দিয়েছি।
২৮. সে দিন সকল মিথ্যুকের জন্য দুর্ভোগ।
২৯. তোমরা যার প্রতি মিথ্যা বলেছিলে, তার দিকেই অগ্রসর হও।
৩০. অগ্রসর হও তিন 'স্তম্ভের অধিকারী ছায়ার দিকে-
৩১. এ নয় ছায়া; এবং সেই জ্বলন্ত শিখার মধ্যে তা তাদের উপকারও করবে না।
৩২. নিশ্চয়ই এ মন্দসহ অট্টালিকার মতো ছুড়ে মারবে।
৩৩. তা এমন, যেমন হলুদাভ উট।
৩৪. সে দিন সকল মিথ্যুকের জন্য দুর্ভোগ।
৩৫. এ একদিন- তারা কথা বলবে না।
৩৬. এবং এরপর তাদের জন্য ওজর-আপত্তিকরণের অনুমতিও দেওয়া হবে না।
৩৭. সে দিন সকল মিথ্যুকের জন্য দুর্ভোগ।

৩৮. এ দিন পরম ফয়সালার। আমি তোমাদেরকে ও সকল পূর্ববর্তীদেরকে জমায়েত করেছি।
৩৯. এরপর যদি তোমাদের জন্য এক কৌশল থাকে, এরপর আমার বিরুদ্ধে কৌশল কর।
৪০. সে দিন সকল মিথ্যুকের জন্য দুর্ভোগ।

রুকূ ২

৪১. নিশ্চয়ই পরম সাবধানতা অবলম্বনকারীরা ঝরনাধারায়- ঝরনা ও ছায়ার মধ্যে।
৪২. এবং তারা যা আকাঙ্ক্ষা করবে- তার থেকে ফলমূল।
৪৩. 'এক তৃপ্তিতে খাও ও পান কর- তোমরা তার প্রতিই সেই কর্মে ছিলে'।
৪৪. নিশ্চয়ই আমি সকল উত্তম কর্মশীলকে সেইরকমই পুরস্কার দেই।
৪৫. সে দিন সকল মিথ্যুকের জন্য দুর্ভোগ।
৪৬. 'এক অল্পই খাও ও ভোগ করে নাও। নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী'।
৪৭. সে দিন সকল মিথ্যুকের জন্য দুর্ভোগ।
৪৮. এবং তাদের প্রতি যখন বলা হয়, 'রুকু কর'। তারা রুকু করে না।
৪৯. সে দিন সকল মিথ্যুকের জন্য দুর্ভোগ।
৫০. এরপর তারা তারই পরবর্তীতে কোন সেই 'হাদিসে' (হাদিসি حَدِيثٍ: কথা/বাণী/বর্ণনাতে) বিশ্বাস করবে?

ত্রিশতম পারা

৭৮. সূরা নাবা'

৪০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. তারা তাদের সম্পর্কে কি জিজ্ঞাসা করছে?
২. এই সকল সর্বশ্রেষ্ঠ খবর সম্পর্কে?
৩. সেই যা, তারা যার সম্পর্কে বিভেদকারী?
৪. শুধুই এমন নয়! তারা জানতে পারবে!
৫. তারপরও শুধু এমন নয়! তারা জানতে পারবে!
৬. আমি কি এই পৃথিবীকে এক বিছানা বানাই নি?
৭. এবং এই পর্বতমালাকে এক ধাপে ধাপে?
৮. আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক জোড়ায়।

৯. আমি তোমাদের ঘুমকে এক বিশ্রাম বানিয়েছি।
১০. আমি এই রাতকে এক আবরণ বানিয়েছি।
১১. এবং আমি এই দিনকে এক জীবন পদ্ধতি বানিয়েছি।
১২. এবং আমি দৃঢ়-স্থিত 'এক বহু' নির্মাণ করেছি।
১৩. এবং আমি তোমাদের উর্ধ্বে জ্বলন্ত এক প্রদীপ বানিয়েছি।
১৪. এবং আমি সেই বৃষ্টি বর্ষিত এক প্রচুর পানি নাজিল করি।
১৫. আমি যাতে তা দিয়ে এক শস্য ও এক উদ্ভিদ বের করে আনতে পারি-
১৬. এবং এক সমন্বিত বাগান।
১৭. নিশ্চয়ই এক নির্ধারিত সময়ে সেই ফয়সালার দিন।
১৮. একদিন পরম শিংগার মধ্যে ফুঁ দেওয়া হবে। এরপর তোমরা এক দলে দলে আসতে থাকবে-
১৯. এবং এই আকাশ খুলে যাবে। এরপর এক দরজা হয়ে যাবে।
২০. এবং সকল পর্বত চলতে শুরু করবে। এরপর তা এক মরীচিকা হয়ে যাবে।
২১. নিশ্চয়ই জাহান্নাম এক অপেক্ষমান থাকবে-
২২. সকল সীমালঙ্ঘনকারীর জন্য এক ফেরার স্থান।
২৩. তারা এর মধ্যে এক অসীম কাল অবস্থান করবে।
২৪. তারা এর মধ্যে এক শীতলতার স্বাদ নিতে পারবে না; এবং নয় পানীয়েরও-
২৫. এক ফুটন্ত ও এক ক্ষত নিসৃত পানি ছাড়া।
২৬. এক প্রতিফল- এক যোগ্যতার!
২৭. নিশ্চয়ই তারা এক হিসাবের আশাতে ছিল না।
২৮. এবং তারা এক মিথ্যুক। তারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলত।
২৯. এবং আমি তার সকল কিছুই এক কিতাবে গণনা করে রেখেছি।
৩০. এরপর স্বাদ নাও! এরপর আমি তোমাদেরকে এক শাস্তি ছাড়া বাড়াব না।

রুকূ ২

৩১. নিশ্চয়ই সাবধানীদের জন্য এক সাফল্য-
৩২. নন্দনকানন ও আঙুরের ঝোপ-
৩৩. এবং মুখোমুখি এক সমবয়সী সাথীরা-
৩৪. এবং ভরা এক পেয়ালা।
৩৫. তারা এর মধ্যে অসার কথা শুনবে না; এবং এক মিথ্যাও নয়।
৩৬. তোমার রবের থেকে এক হিসাবের পুরস্কার ও এক উপহার।

৩৭. পরম দয়াময় এই আকাশমণ্ডলী এবং এই পৃথিবী ও যা তাদের উভয়ের মাঝের- তার রব। তাঁর থেকে তাদেরকে এক বক্তব্যের মালিকানা দেওয়া হয় নি।

৩৮. একদিন সকল রূহ ও সকল ফেরেশতা এক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। পরম দয়াময় যার জন্য অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া কথা বলতে পারবে না; এবং সে এক সঠিক বলবে।

৩৯. সেই-ই পরম সত্য- পরম দিন। এরপর যে ইচ্ছা করে, সে তার রবের দিকে এক প্রত্যাবর্তন গ্রহণ করুক।

৪০. নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাদেরকে নিকটবর্তী এক শাস্তিতে হুঁশিয়ার করেছি। সে দিন সকল মানুষ তার হাত যা অগ্রিম পাঠিয়েছে, তা দেখতে পাবে। তখন সকল অস্বীকারকারী বলতে থাকবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমার! আমি যদি এক মাটি হতে পারতাম'!

৭৯. সূরা নাজি'আত

৪৬ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. শপথ সকল উৎপাটকের- এক ডুবন্ত।

২. শপথ সকল হালকাকারীর এক হালকাকরণে।

৩. শপথ সকল সাঁতারুর এক সাঁতারের।

৪. এরপর সকল দৌড়বিদের এক দৌড় প্রতিযোগিতার।

৫. এরপর সকল ব্যবস্থাপকের এক আদেশের।

৬. একদিন কাঁপন ধরাবে- চরম কাঁপন।

৭. সকল পরবর্তীরা তা অনুসরণ করবে।

৮. সেদিন হৃদয়গুলো সন্ত্রস্ত-

৯. এদের দৃষ্টি বিনত।

১০. তারা বলে, 'আমরা কি নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনকারী'?

১১. 'সেই পূর্বাবস্থার মধ্যে? তখন কি আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত এক হাড়গোড় হব'?

১২. তারা বলে, 'তখন এগুলোর প্রত্যাবর্তন ক্ষতিই'।

১৩. এরপর তা শুধুমাত্র এক বিকট আওয়াজ- একটিই।

১৪. এরপর লক্ষ্য কর! তারা সেই জাগরণের প্রতি।

১৫. তোমার কাছে কি মূসার 'হাদিস' (হাদিসু حَدِيثُ) এসেছে?

১৬. যখন তার রব তাকে পরম পবিত্র তু'ওয়ায় পবিত্র সেই উপত্যাকার দিকে ডাকলেন!

১৭. 'ফির'আওনের কাছে যাও! নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে'।

১৮. এবং বল, 'তোমার জন্য কি সেই দিক, তোমাকে যা পবিত্র করবে'?

১৯. 'এবং আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাব। এরপর তুমি ভয় করবে'!

২০. এরপর সে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সকল আয়াত দেখাল।

২১. কিন্তু সে তা মিথ্যা বলল ও অমান্য করল।

২২. এরপর সে পিঠ ফেরালো ও চেষ্টা করতে লাগল।

২৩. এরপর সে সমবেত করল ও সে ডাকল।

২৪. এরপর সে বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব'।

২৫. এরপর আল্লাহ তাকে সেই পূর্বে ও পরম আখিরাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিতে ধরলেন।

২৬. নিশ্চয়ই যে ভয় করে তার জন্য তারই মধ্যে নিশ্চিত শিক্ষা।

রুকূ ২

২৭. তোমরাই কি এক সৃষ্টিতে অধিক শক্তিশালী হয়েছ; অথবা এই আকাশ? তিনিই এ নির্মাণ করেছেন।

২৮. তিনি উত্তোলিত করেছেন 'এর ব্যাপ্তি'। এরপর তিনি তা গড়েছেন।

২৯. এবং তিনি এর রাতকে অন্ধকার করেছেন এবং এর দিনের আলো বের করেছেন।

৩০. এবং তিনি তারই পরবর্তীতে এই পৃথিবী- এ উর্বর করেছেন।

৩১. তিনি এর থেকে এর পানি ও এর চারণক্ষেত্র বের করেছেন।

৩২. এবং তিনি এই পর্বতমালা- এ দৃঢ় করেছেন।

৩৩. তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের জন্য তা এক ভোগ-সামগ্রি।

৩৪. এরপর যখন চরম কঠিন সেই সংকট আসবে-

৩৫. সেদিন সকল মানুষ স্মরণ করবে- কী সে চেষ্টা করেছে!

৩৬. এবং যারা দেখার- তাদের জন্য পরম জ্বলন্ত আগুন প্রদর্শন করা হবে।

৩৭. এরপর যে সীমালঙ্ঘন করেছে, সে তার মধ্যেই।

৩৮. এবং সে এই দুনিয়ার এই জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল।

৩৯. এরপর নিশ্চয়ই সেই জ্বলন্ত আগুনই এর পরম বাসস্থান।

৪০. এরপর যারা তার মধ্যে দাঁড়িয়ে তার রবকে ভয় করেছে এবং সেই ব্যক্তি সকল খেয়ালখুশি থেকে থেমেছে-

৪১. এরপর নিশ্চয়ই এর পরম বাসস্থান পরম বাগানে।
৪২. তারা তোমাকে পরম সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, 'কখন এর আগমন'?
৪৩. এর উপদেশ থেকে- তোমার কিসের সম্পর্কে?
৪৪. তোমার রবের কাছেই এর চূড়ান্ত।
৪৫. যে এর ভয় করে- তুমি শুধুমাত্র তার সতর্ককারী।
৪৬. তারা এমন যে, একদিন তারা এ দেখবে- তারা যেন এক সন্ধ্যা অথবা সকাল ছাড়া কখনই অবস্থান করে নি!

৮০. সূরা 'আবাসা

৪২ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. সে ভ্রূ কুঁচকালো ও মুখ ফিরিয়ে নিল-
২. যাতে অন্ধ লোকটি তার কাছে আসল।
৩. কিসে তোমাকে জানাতে পারে- সে যাতে পরিশুদ্ধ হতে পারত?
৪. অথবা সে উপদেশ গ্রহণ করত। এরপর সেই উপদেশ তার উপকারে আসত!
৫. কিন্তু যে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে-
৬. এরপর তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ।
৭. যখন তা তোমার উপর নয়, যাতে সে নিজেকে পবিত্র করে।
৮. কিন্তু যে তার থেকে নিজে উদ্যোগী হয়ে তোমার কাছে আসল-
৯. এবং সে ভয় করে-
১০. এরপর তুমি এতে সরে গেলে!
১১. না! কখনই তেমন নয়! নিশ্চয়ই এ উপদেশ।
১২. এরপর যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ করবে।
১৩. সম্মানিত গ্রন্থের মধ্যের-
১৪. উত্তোলিত পবিত্র-
১৫. হাত দিয়ে অঙ্কিত-
১৬. উন্নত নীতি-নৈতিকতার ভিত্তি।
১৭. এই মানুষের কি মৃত্যু হয়েছে? কিভাবে সে অস্বীকার করে?
১৮. তিনি তাকে কিসের থেকে সৃষ্টি করেছেন?

১৯. তিনি তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেন।
২০. তারপর তিনি তাকে সেই পথ সহজ করে দেন।
২১. তারপর তিনি তার মৃত্যু ঘটান। এরপর তাকে কবরে দেন।
২২. তারপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন, তিনি তাকে তুলে আনবেন।
২৩. শুধুই তেমন নয়! তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পালন করে নি।
২৪. এরপর এই মানুষ তার খাবারের দিকে দেখুক।
২৫. আমি- আমিই এক বর্ষণে এই পানি বর্ষণ করি।
২৬. তারপর আমি এক উর্বরতায় এই ভূমিকে উর্বর করি।
২৭. এরপর আমিই এর মধ্যে এক ফসল উৎপন্ন করি-
২৮. এবং এক আঙুর ও এক শাক-সব্জি-
২৯. এবং এক জলপাই ও এক খেজুর গাছ-
৩০. এবং এক ঘন বনভূমি-
৩১. এবং এক ফলমুল ও ঘাস-
৩২. তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের জন্য এক ভোগসামগ্রী।
৩৩. এরপর যখন সেই কান ফটানো গর্জন আসবে-
৩৪. সে দিন এই মানুষ তার ভাইয়ের থেকে পালাতে থাকবে-
৩৫. এবং তার মা ও তার পিতা-
৩৬. এবং তার স্ত্রী-সাথী ও তার সন্তান-সন্ততিও।
৩৭. সে দিন প্রত্যেক মানুষের জন্যই তাকে তাদের থেকে এক বিষয় ব্যস্ত রাখবে।
৩৮. সে দিন উজ্জ্বল মুখমণ্ডল-
৩৯. শুভসংবাদ গ্রহণকারীর হাসিতে।
৪০. এবং সে দিন মূখমণ্ডল- এর উপর ধুলোমলিনও!
৪১. তাদেরকে কালিমা ঢেকে দেবে।
৪২. তারাই- তারা সেই অস্বীকারকারী ও সেই পাপাচারী।

৮১. সূরা তাকভীর

২৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. যখন এই সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে-
২. এবং যখন সব তারা ছিটকে পড়বে-

৩. এবং সকল পবর্ত চলতে থাকবে-
৪. এবং যখন সকল পূর্ণ গর্ভবতী উট পরিত্যক্ত হবে-
৫. এবং যখন সকল বন্য পশু সমবেত করা হবে-
৬. এবং যখন সকল সমুদ্র উপচে পড়বে-
৭. এবং যখন সকল ব্যক্তিকে জোটবদ্ধ করা হবে-
৮. এবং যখন সেই জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে-
৯. 'তাকে কিসের প্রতি পাপে হত্যা করা হয়েছিল'?
১০. এবং যখন সকল গ্রন্থ খুলে রাখা হবে-
১১. এবং যখন এই আকাশের আবরণ সরে যাবে-
১২. এবং যখন জ্বলন্ত আগুন উসকে দেওয়া হবে-
১৩. এবং সকল বাগানকে কাছে আনা হবে-
১৪. তখন সকল ব্যক্তি জানতে পারবে- সে যা এনেছে।
১৫. এরপরও নয়! আমি সকল পশ্চাদপসরণকারীর প্রতি কসম করছি-
১৬. সকল বহমান, সকল অপসৃয়মান।
১৭. এই রাতের শপথ, যখন তা গত হয়-
১৮. এবং সকল ভোরের, যখন তা নিজেই ফুটে ওঠে।
১৯. নিশ্চয়ই 'এ' নিশ্চিত সম্মানিত রাসূলের কথা-
২০. শক্তিধর পরম আরশের অধিকারীর কাছে নিরাপদ-
২১. মান্যবর, বিশ্বস্ত।
২২. এবং তোমাদের সাথী উন্মাদদের সাথে নয়-
২৩. এবং অবশ্যই সে সেই দিগন্তের প্রতি পরম স্পষ্টভাবে তা দেখেছে।
২৪. সে এই অদৃশ্যের উপর অতিরঞ্জনসহ নয়।
২৫. এবং তা অভিশপ্ত শয়তানের কথাসহ নয়।
২৬. এরপর তোমরা কোথায় যাচ্ছ?
২৭. তা এই বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া নয়।
২৮. তোমাদের থেকে যে ইচ্ছা করে ও যে স্থির থাকতে চায় তার জন্য।
২৯. এবং তোমরা ইচ্ছা করবে না তা ছাড়া- আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন।

৮২. সূরা ইন্‌ফিতার

১৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. যখন এই আকাশ ভেঙে পড়বে-
২. যখন সকল নক্ষত্র বিক্ষিপ্ত হবে-
৩. যখন সকল সমুদ্র উথলে উঠবে-
৪. এবং যখন সকল কবর উন্মোচিত হবে-
৫. তখন সকল ব্যক্তি জানবে, সে যা অগ্রিম পাঠিয়েছে ও সে যা পিছনে রেখে গেছে।
৬. 'ও তোমরা এই মানুষ! তোমাকে কিসে তোমার পরম সম্মানিত রবের প্রতি-প্রতারিত করল?
৭. তিনি একজন তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তোমাকে গড়ে তুলেছেন। এরপর তিনি তোমাকে সম-অধিকার দিয়েছেন (ফা'আদালাকা فَعَدَلَكَ: এরপর তিনি তোমাকে সমতাপূর্ণ করেছেন/ তোমাকে সাম্য স্থাপনের জ্ঞান দিয়েছেন)।
৮. তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেছেন, তার মধ্যেই তোমাদের আকৃতি। তিনিই তোমাকে চালনা করেছেন।
৯. শুধুই তেমন নয়! বরং তোমরা এই দ্বীনের প্রতি মিথ্যা আরোপ কর।
১০. এবং নিশ্চয়ই তোমাদের উপর নিশ্চিত হেফাজতকারীরা-
১১. সম্মানিত লেখক।
১২. তোমরা যা কর, তারা তা জানে।
১৩. নিশ্চয়ই 'পরম নীতিবানরা' (আল'আবরা-রা الْأَبْرَارَ: পরম নৈতিক ভিত্তিসম্পন্নরা) নিশ্চিত নিয়ামতের মধ্যে।
১৪. এবং নিশ্চয়ই সকল অপরাধী নিশ্চিত জ্বলন্ত আগুনে।
১৫. তারা পরম দ্বীনের দিবসে এতে পুড়তে থাকবে।
১৬. এবং তারা এর থেকে অদৃশ্যের প্রতি নয়।
১৭. এবং কিসে তোমাকে জানাতে পারবে কি সেই দ্বীনের দিবস?
১৮. তারপর কিসে তোমাকে জানাতে পারবে কি সেই দ্বীনের দিবস?
১৯. সেদিন কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির জন্য এক কিছুরই মালিক হতে পারবে না; এবং সেই দিন আল্লাহরই জন্যই সকল আদেশ।

৮৩. সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

৩৬ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. দুর্ভোগ সেই মাপে-কমদানকারীর জন্য।
২. তারাই তারা- তারা যখন এই মানুষের সামনে পূর্ণ করে মেপে নেয়–
৩. কিন্তু তারা যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা তাদেরকে ওজন করে দেয়, তারা কমিয়ে দেয়।
৪. তারা চিন্তা করে না কি এমন যে, তারা পুনরুত্থানে-
৫. কঠিন এক দিনের সাথে?
৬. সেদিন সকল মানুষ এই বিশ্ব জগতের রবের প্রতি দাঁড়িয়ে থাকবে।
৭. শুধুই তেমন নয়! নিশ্চয়ই সকল অপরাধীর কিতাব নিশ্চিত সিজ্জীনের মধ্যে।
৮. কিসে তোমাকে জানাতে পারে সিজ্জীন কি?
৯. এক লিখিত কিতাব!
১০. সেই দিন সকল মিথ্যুকের জন্য দুর্ভোগ!
১১. তারাই- যারা দ্বীন দিবসের প্রতি মিথ্যা বলে।
১২. কিন্তু সেই সীমালঙ্ঘনকারী পাপীরা ছাড়া তার প্রতি কেউ মিথ্যা বলে না।
১৩. যখন তার সামনে আমার আয়াত পাঠ করা হয়; সে বলে, 'সেই পূর্ববর্তীদের গল্প-কথা'!
১৪. শুধুই তেমন নয়! বরং তারা যা অর্জন করছে, তাই তাদের হৃদয়ের উপর চেপে বসেছে।
১৫. শুধুই তেমন নয়! নিশ্চয়ই সেই দিন তারা তাদের রবের থেকে নিশ্চিত হিজাবধারী!
১৬. তারপর তারা নিশ্চয়ই পরম জ্বলন্ত আগুনে নিশ্চিত পুড়বে!
১৭. এরপর বলা হবে, 'এ সেই তা, তোমরা যার প্রতি মিথ্যা বলনে ছিলে'।
১৮. শুধুই এমন নয়! নিশ্চয়ই সকল নীতিবানের (আল'আবরা-রা الْأَبْرَارَ) কিতাব নিশ্চিত ইল্লিয়্যীনের মধ্যে।
১৯. কিসে তোমাকে জানাতে পারবে ইল্লিয়্যীন কি?
২০. এক লিখিত কিতাব।
২১. সকল নিকটজন তার সাক্ষী দেবে।
২২. নিশ্চয়ই 'সকল নীতিবান' নিশ্চিত নিয়ামতের মধ্যে-
২৩. তারা সেই সিংহাসনের উপরে তাকাতে থাকবে-

২৪. তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে। তাদের মুখমণ্ডলের মধ্যে পরম নিয়ামতের উজ্জলতা।
২৫. তাদেরকে সিল-গালাকৃত বিশুদ্ধ পানীয় পান করতে দেওয়া হবে-
২৬. তার সিল-গালা দৃঢ়ভাবে আটকানো; এবং সকল প্রতিযোগী তারই সম্পর্কে নিজে নিজে প্রতিযোগিতা করুক।
২৭. এবং এর মিশ্রণ তাস্‌নীমের-
২৮. এক ঝরনাধারা! যারা সেই নিকটজন, তারা এ সহ পান করবে।
২৯. নিশ্চয়ই যারা অপরাধ করেছে তারা, যারা বিশ্বাস করেছে তাদের সম্পর্কে হাসি-ঠাট্টাকরণে ছিল।
৩০. এবং যখন তারা তাদেরকে অতিক্রম করত, তারা তাদের প্রতি চোখ টিপতে থাকত।
৩১. এবং যখন তারা তাদের লোকদের কাছে ফিরত, তখন তারা উৎফুল্ল-
৩২. এবং যখন তারা তাদেরকে দেখত; তারা বলত, 'নিশ্চয়ই এগুলো নিশ্চিত বিভ্রান্ত!
৩৩. কিন্তু তাদেরকে তাদের উপর হেফাজতকারী পাঠান হয় নি।
৩৪. এরপর যারা বিশ্বাস করেছে, আজ এই দিনে তাদের মধ্য থেকেই সেই অস্বীকারকারীদের প্রতিই হাসাহাসি করা হচ্ছে-
৩৫. এই সিংহাসনের উপরে তাকিয়ে তাকিয়ে।
৩৬. সেই অস্বীকারকারীরা কি তার পুরস্কার পেল- তারা যা করেছিল?

৮৪. সূরা ইন্‌শিকাক্‌

২৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. যখন এই আকাশ খণ্ড বিখণ্ড হবে-
২. এবং সে তার রবের প্রতি শুনবে; এবং তা সত্য হবে।
৩. এবং যখন এই পৃথিবী সম্প্রসারিত হবে-
৪. এবং ছুড়ে ফেলবে যা এর মধ্যে; এবং সে শূন্য হবে-
৫. এবং তার রবের প্রতি সে অনুমতি চাইবে; এবং তা সত্য হবে।
৬. 'ও তোমরা এই মানুষ! নিশ্চয়ই তুমি তোমার রবের প্রতি এক পরিশ্রমে কঠোর পরিশ্রমী! এরপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে'।

৭. এরপর যাকে তার সম্পর্কে তার কিতাব তার ডানের প্রতি দেওয়া হবে-
৮. এরপর দ্রুতই তার হিসাব হয়ে যাবে- এক সহজ হিসাব!
৯. এবং সে তার নিকটজনদের কাছে ফিরে যাবে - এক সুখী।
১০. এবং যাকে তার সম্পর্কে তার কিতাব তার পিঠের পিছনে দেওয়া হবে-
১১. এরপর সে দ্রুতই এক ধ্বংসকে ডাকতে থাকবে-
১২. এবং সে পুড়বে এক আগুনের শিখায়।
১৩. নিশ্চয়ই সে তার নিকটজনদের মধ্যে এক সুখী ছিল!
১৪. নিশ্চয়ই সে অনুমান করত যে, সে কখনই ফিরবে না!
১৫. হ্যাঁ! নিশ্চয়ই তার রব ছিলেন তার প্রতি এক দ্রষ্টা।
১৬. এরপরও নয়! আমি এই গোধূলির আলোর প্রতি কসম করছি-
১৭. এবং এই রাতের; এবং তা যা ঢেকে রাখে-
১৮. এবং এই চাঁদের শপথ- যখন তা পূর্ণ হয়।
১৯. তোমরা নিশ্চিত এক ধাপের থেকে আরেক ধাপে চড়বে।
২০. এরপর তাদের জন্য কি হলো যে, তারা বিশ্বাস করে না?
২১. এবং যখন তাদের সামনে 'এ'- এই কুরআন পাঠ করা হয়, তারা সিজ্‌দা করে না?
২২. বরং যারা অস্বীকার করে, তারা মিথ্যা বলতে থাকে।
২৩. এবং আল্লাহই অধিক জানেন, তারা যাসহ তাদের ঝুলি বানায়।
২৪. এরপর তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির প্রতি শুভসংবাদ দাও-
২৫. তাদেরকে ছাড়া- যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে। তাদের জন্য সমাপ্তিবিহীন পুরস্কার।

৮৫. সূরা বুরূজ

২২ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. এই আকাশের শপথ, যা এই তারকামণ্ডলকে ধারণ করে আছে -
২. এবং সেই পরম ওয়াদাকৃত পরম দিনের-
৩. এবং সাক্ষী ও তার সাক্ষ্যের।
৪. সেই চুল্লির সাথীরা ধ্বংস হয়েছিল!
৫. সেই আগুনে সেই জ্বালানী ছিল-
৬. যখন তারা এর সামনে বসা।

৭. এবং তারা সেই বিশ্বাসীদের প্রতি যার উপর যা করছিল- তারা তার সাক্ষী।
৮. এবং তারা তাদের থেকে তা ছাড়া প্রতিহিংসায় ছিল না যে, তারা পরম ক্ষমতাবান, পরম প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেছিল।
৯. তিনি একজন! তাঁরই জন্য এই আকাশমণ্ডলীর ও এই পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব; এবং আল্লাহ সকল কিছুর উপর সাক্ষী।
১০. নিশ্চয়ই তাদের যারা সেই বিশ্বাসী পুরুষ ও সেই বিশ্বাসী নারীদেরকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিল, তারপর তারা কখনই তওবা করে নি- এরপর তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি; এবং তাদের জন্য পরম জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।
১১. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে- তাদের জন্য বাগান। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। সেই-ই পরম শ্রেষ্ঠ সাফল্য।
১২. নিশ্চয়ই তোমার রবের থাবা নিশ্চিত শক্তিশালী।
১৩. নিশ্চয়ই তিনি- তিনিই শুরু করেছেন; এবং তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন।
১৪. এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম স্নেহময়।
১৫. পরম মর্যদাবান, পরম আরশের অধিকারী।
১৬. তিনি যার জন্য চান- তিনি করেন।
১৭. তোমার কাছে কি সেই সৈন্যবাহিনীর 'হাদিস' (হাদিসু حَدِيثُ: কথা/ইতিহাস) এসেছে?
১৮. ফির'আওন ও সামূদের?
১৯. বরং যারা অস্বীকার করে, তারা মিথ্যার মধ্যে।
২০. এবং আল্লাহ তাদের পিছন থেকে ঘেরাওকারী।
২১. বরং তা মর্যাদাবান কুরআন।
২২. ফলকের মধ্যে হেফাজতে।

৮৬. সূরা তারিক

১৭ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. এই আকাশের ও রাতের সেই আগন্তুকের শপথ।
২. কিসে তোমাকে জানাতে পারে কি সেই আগন্তুক?
৩. পরম তীক্ষ্ণ সেই তারাকামণ্ডলী।
৪. কোনো ব্যক্তিই নেই, যার উপর তার হেফাজতকারী নেই।
৫. এরপর তাকে যাতে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই মানুষকে তার থেকে দেখতে দাও!

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্খলিত পানি থেকে-
৭. তা সেই মেরুদণ্ড ও সেই সংযুক্তির মাঝ থেকে বেরিয়ে আসে।
৮. নিশ্চয়ই তিনি 'তার' প্রত্যাবর্তনে নিশ্চিত সিদ্ধান্তদাতা।
৯. সেদিন সকল গোপনীয়তা পরীক্ষা করা হবে-
১০. এরপর 'তার জন্য' কোনো শক্তি থেকে নেই ও সাহায্যকারীও নয়।
১১. শপথ এই আকাশের, যা পরম প্রত্যাবর্তন ধারণ করে!
১২. এবং শপথ ভূমির, যা পরম ভঙ্গুরতা ধারণ করে।
১৩. নিশ্চয়ই 'তা' নিশ্চিত ফয়সালাকারী কথা।
১৪. এবং 'তা' নয় সেই আমোদফূর্তির প্রতি।
১৫. নিশ্চয়ই তারা কৌশল করছে- এক কৌশল-
১৬. এবং আমিও কৌশল করি- এক কৌশল!
১৭. এরপর এই সকল অস্বীকারকারীকে অবকাশ দাও। তাদেরকে এক সামান্য অবকাশ দাও।

৮৭. সূরা আ'লা

১৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. তোমার রবের নামের মহিমা ঘোষণা কর- তিনি পরম উঁচু।
২. তিনি একজন সৃষ্টি করেছেন। এরপর গড়ে তুলেছেন।
৩. এবং তিনি একজন সিদ্ধান্ত নেন। এরপর পথ দেখান।
৪. এবং তিনি একজন সকল চারণভূমি বের করে আনেন-
৫. এরপর তিনি তাকে ধূসর এক খড়কুটা বানান।
৬. আমি তোমাকে পাঠ করাব। এরপর তুমি ভুলবে না।
৭. আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া। নিশ্চয়ই তিনি জানেন সকল প্রকাশ্য এবং যা গোপন করা হয়।
৮. এবং আমি তোমাকে সকল সহজের প্রতি সহজ করে দেব।
৯. যদি এই উপদেশ উপকারে আসে, এরপর উপদেশ দাও।
১০. যে ভয় করে, সে এ উপদেশ গ্রহণ করবে।
১১. কিন্তু চরম নিকৃষ্টরা এ উপেক্ষা করবে।
১২. সেই-ই! সে চরম কঠিন পরম আগুনে পুড়তে থাকবে।
১৩. তারপর সে এর মধ্যে মরবেও না এবং বাঁচবেও না।
১৪. অবশ্যই যে পরিশুদ্ধ হয়েছে, সে সফল হয়েছে।

১৫. এবং সে তার রবের নাম স্মরণ করেছে। 'এরপর যোগাযোগ করেছে' (ফাসাল্লা فَصَلَّى: এরপর সালাত করেছে)।
১৬. বরং তোমরা এই দুনিয়ার এই জীবনকে অগ্রাধিকার দাও-
১৭. কিন্তু পরম আখিরাতই কল্যাণকর ও চিরস্থায়ী।
১৮. নিশ্চয়ই এ নিশ্চিত সেই গ্রন্থের মধ্যে- সেই পূর্বের।
১৯. গ্রন্থ ইবরাহীমের এবং মূসার।

৮৮. সূরা গাশিয়া

২৬ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. তোমার কাছে কি সেই সর্বগ্রাসির 'হাদিস' (হাদিসু حَدِيثُ) এসেছে?
২. যে দিন মুখমণ্ডল অবনত-
৩. পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত?
৪. তারা এক উত্তপ্ত আগুনে পুড়বে-
৫. তাদেরকে ফুটন্ত ঝরনা থেকে পান করতে দেওয়া হবে।
৬. তাদের জন্য কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ থেকে ছাড়া খাদ্য থাকবে না,
৭. তা তাদেরকে ক্ষুধা থেকে পুষ্টি দেবে না এবং কাজেও আসবে না।
৮. সে দিন নিয়ামতপূর্ণ মুখমণ্ডলও-
৯. তাদের কর্ম-প্রচেষ্টার জন্য সন্তুষ্টিপূর্ণ-
১০. সুউচ্চ বাগানের মধ্যে।
১১. তারা এর মধ্যে এক গালগল্প শুনবে না-
১২. এর মধ্যে বহমান ঝরনাধারা-
১৩. উত্তোলিত আসন-
১৪. এবং রক্ষিত স্থানে পেয়ালা-
১৫. এবং সারিবদ্ধ কুশন-
১৬. এবং ছড়ানো গালিচা।
১৭. এরপরও কি তারা এই উটের দিকে তাকাবে না? কিভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে?
১৮. এবং এই আকাশের দিকে? কিভাবে তা উত্তোলিত করা হয়েছে?
১৯. এবং এই পর্বতমালার দিকে? কিভাবে তা অংশ করা হয়েছে?
২০. এবং পৃথিবীর দিকে? কিভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে?
২১. এরপর উপদেশ দাও। তুমি শুধুমাত্র উপদেশদাতা।

২২. তুমি তাদের উপর লেখকসহ হও নি।
২৩. তাকে ছাড়া- যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অস্বীকার করে।
২৪. এরপর আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন- চরম গুরুতর পরম শাস্তি।
২৫. নিশ্চয়ই আমার কাছেই তাদের ফিরে আসা-
২৬. এরপর নিশ্চয়ই আমার উপরই তাদের হিসাব।

৮৯. সূরা ফাজ্‌র

৩০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. শপথ সকল ভোরের-
২. শপথ দশ রাতের-
৩. শপথ সকল জোড়ের, শপথ বেজোড়ের-
৪. শপথ এই রাতের- যখন তা পার হতে থাকে।
৫. তারই মধ্যে কি তাদের জন্য কসম- এক বুঝদারের?
৬. তুমি কি দেখ নি তোমার রব আ'দ-এর প্রতি কেমন করেছিলেন?
৭. ইরাম! সেই স্তম্ভগুলোর অধিকারী?
৮. সেই তা, এই নগরও যার উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে নি!
৯. এবং সামূদ! তাদের যারা সেই উপত্যকার সাথের সেই শিলাখণ্ডে খোদাই করেছিল?
১০. এবং সকল শিবিরের অধিপতি ফির'আওন?
১১. যারা তাদের সেই ভূমিতে সীমালঙ্ঘন করেছিল!
১২. এরপর এর মধ্যের অধিকাংশই সেই চরম ফাসাদে?
১৩. এরপর তোমার রব তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।
১৪. নিশ্চয়ই তোমার রব নিশ্চিত পরম প্রখর দৃষ্টিসহ।
১৫. এরপর যখন তার রব এই মানুষকে তার যাতে যে পরীক্ষা করেন, এরপর তাকে যখন নিয়ামত করেন ও তাকে সম্মান দেন- এরপর সে বলতে থাকে, 'আমার রব আমাকে সম্মান দিয়েছেন'।
১৬. এবং তিনি যখন সেই তাতেই তাকে পরীক্ষা করেন, এরপর তার উপর তার রিজিকের সিদ্ধান্ত দেন- তারপর সে বলতে থাকে, 'আমার রব আমাকে হীন করেছেন'।
১৭. কখনই তেমন নয়! বরং তোমরা সেই ইয়াতীমকে সম্মান কর না-
১৮. এবং তোমরা সেই অভাবগ্রস্তকে খাওয়ানোর উপর প্রয়োজন অনুভব কর না-

১৯. এবং তোমরা সেই উত্তরাধিকারীত্ব একেবারে এক গেলায় খেয়ে ফেল-
২০. এবং তোমরা সকল ধনসম্পদ অতিরিক্ত এক ভালোবাসায় ভালোবাস।
২১. বরং যখন এক ধাক্কার পর এক ধাক্কায় এই পৃথিবীকে গুড়িয়ে দেওয়া হবে-
২২. এবং তোমার রব আসবেন; এবং সকল ফেরেশতারাও- এক সারির পর এক সারি-
২৩. এবং সেই দিন তারা জাহান্নামসহ আসবে। সেই দিন এই মানুষ এই সব উপদেশ স্মরণ করতে থাকবে। তখন তার প্রতি কি হবে?
২৪. সে বলতে থাকবে, 'হায়! দুর্ভোগ আমার! আমি কি এই আমার জীবনের জন্য অগ্রিম পাঠিয়েছি'!
২৫. এরপর সে দিন তার শাস্তিতে অপর কাউকেই শাস্তি দেওয়া হবে না।
২৬. এবং তার অঙ্গীকারে অপর কেউ অঙ্গীকার করবে না।
২৭. 'ও তোমরা সকল ব্যক্তি'!
২৮. 'তোমরা তোমার রবের দিকে এক সন্তুষ্টিতে ফিরে আস- এক সন্তুষ্টকারী।
২৯. 'এরপর প্রবেশ কর'।
৩০. 'এবং আমার বাগানে আমার দাসদের মধ্যে প্রবেশ কর'।

৯০. সূরা বালাদ

২০ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. না! আমি এই নগরীর কসম করছি - এর প্রতি।
২. এবং এই নগরীতে- এর প্রতি তুমি স্বাধীন-
৩. এবং জন্মদাতা ও জন্মগ্রহণকারী।
৪. নিশ্চয়ই আমি এই মানুষকে কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।
৫. সে কি হিসাব করে যে, তার উপর কেউ কখনই সিদ্ধান্ত নেবে না?
৬. সে বলতে থাকে, 'আমি এক প্রচুর সম্পদ ধ্বংস করেছি'।
৭. সে কি হিসাব করে যে, কেউ কখনই তাকে দেখছে না?
৮. আমি কি কখনই তার জন্য দুটি চোখ বানাই নি?
৯. এবং এক জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট?
১০. এবং আমি কি তাকে পথ দেখাই নি- সেই দুটি পথ?
১১. এরপর সে সেই চূড়ান্ত গন্তব্যের উদ্যোগ নেয় নি!
১২. এবং কিসে তুমি জানতে পারবে- কি সেই চূড়ান্ত গন্তব্য!

১৩. 'মুক্ত কর দাস'-
১৪. 'অথবা দুর্ভিক্ষপীড়িত দিনগুলোর মধ্যে খাওয়াবে'-
১৫. 'নিকট আত্মীয়তার অধিকারী ইয়াতীমদেরকে'-
১৬. 'অথবা যাকে দুঃখ-কষ্ট ধরেছে- এক দুস্থকে'।
১৭. 'তারপর যারা বিশ্বাস করে সে তাদের মধ্যে থাকে। তখন সে পরম ধৈর্যের প্রতি নির্দেশ দেয়; এবং সে পরম দয়াপরায়ণতার প্রতি নির্দেশ দেয়'।
১৮. তারাই সর্ব ডানের সাথী।
১৯. কিন্তু তাদের যারা আমার আয়াতের প্রতি অস্বীকার করেছে- তারাই সর্ব বামের সাথী।
২০. তাদের সামনে অবরুদ্ধ আগুন।

৯১. সূরা শাম্‌স

১৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. শপথ এই সূর্যের ও এর উজ্জ্বলতার-
২. এবং শপথ এই চাঁদের, যখন সে এতে প্রতিফলন করে-
৩. এবং শপথ এই দিনের, যখন সে এতে প্রকাশ করে-
৪. এবং এই রাতের, যখন সে এতে ঢেকে রাখে-
৫. এবং শপথ এই আকাশের ও তার- তিনি এতে যা নির্মাণ করেছেন (বানাহাআ بَنَاهَا)-
৬. এবং শপথ এই পৃথিবীর ও তার- তিনি তাতে যা ছড়িয়ে দিয়েছেন-
৭. এবং ব্যক্তির ও তার- তিনি এর যা গড়ে তুলেছেন।
৮. এরপর তিনি একে জানিয়েছেন এর পাপাচার এবং এর সাবধানতা অবলম্বন' (ওয়া-তাকওয়াহা وَتَقْوَاهَا)।
৯. অবশ্যই সে সফল হবে- যে এতে পরিশুদ্ধ হয়।
১০. এবং অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে- যে এ পদদলিত করে।
১১. সামূদরা এতে সীমালঙ্ঘনসহ মিথ্যা বলেছিল-
১২. যখন এদের অধিক হতভাগ্যরা উঠে আসল!
১৩. এরপর আল্লাহর রাসূল তাদের প্রতি বলেছিল, 'উট ও এর পানীয় আল্লাহরই'।

১৪. এরপর তারা তাকে মিথ্যুক বলল; এবং তারা একে কেটে ফেলল। এরপর তাদের রব তাদের পাপের প্রতি তাদের উপর 'তামাতামা' করে দিলেন। এরপর তাদেরকে সমান করে দিলেন।
১৫. এবং তিনি এর পরিণতিতে দ্বিধা করেন না।

৯২. সূরা লায়ল

২১ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. শপথ এই রাতের, যখন এ ঢেকে রাখে-
২. শপথ এই দিনের, যখন এ উদ্ভাসিত হয়-
৩. এবং এই পুরুষ ও এই নারীর- তিনিই তা সৃষ্টি করেছেন।
৪. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রচেষ্টা নিশ্চিত বৈচিত্র্যময়-
৫. এরপর তাদের মধ্যে যে দান করে ও ভয় করে-
৬. এবং পরম উত্তমের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকে-
৭. এরপর আমি তাকে পরম সহজের প্রতি সহজ করে দেব।
৮. এবং তাদের মধ্যে যে কৃপণতা করে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে-
৯. এবং পরম উত্তমের প্রতি মিথ্যা বলে-
১০. এরপর আমি তাকে চরম কষ্ট-ক্লেশের দিকে সহজ করে দেব।
১১. এবং যখন তার পতন হবে, তার থেকে তার সম্পদ কাজে আসবে না।
১২. নিশ্চয়ই আমারই উপর নিশ্চিত এই পথ-নির্দেশ।
১৩. এবং নিশ্চয়ই আমার সাথেই নিশ্চিত সর্বশেষ ও সর্বপ্রথম।
১৪. এরপর আমি তোমাদেরকে জ্বলন্ত এক আগুনের হুঁশিয়ার করছি!
১৫. এ চরম অপরাধীদের ছাড়া পোড়াবে না-
১৬. সেই যে মিথ্যা বলেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।
১৭. কিন্তু এর থেকে সকল সাবধানতা অবলম্বনকারীকে সরিয়ে রাখা হবে-
১৮. সেই যে তার সম্পদ পরিশুদ্ধ করতে দান করেছিল-
১৯. কিন্তু তার কাছের কারো প্রতি নিয়ামত থেকে প্রতিফল পেতে নয়-
২০. তার পরম উঁচু রবের সন্তুষ্টি চাইতে থাকা ছাড়া।
২১. এবং শিগগিরই সে নিশ্চিত সন্তুষ্ট হবে।

৯৩. সূরা দুহা

১১ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. শপথ এই দিনের উজ্জ্বলতার-
২. এবং এই রাতের, যখন এ নিঝুম হয়।
৩. তোমার রব তোমাকে ত্যাগ করেন নি; এবং তিনি বিরূপও হন নি।
৪. এবং তোমার জন্য সেই পূর্বের থেকে এই পরবর্তীকাল নিশ্চিত কল্যাণকর।
৫. তোমার রব শিগগিরই তোমাকে নিশ্চিত দেবেন। এরপর তুমি সন্তুষ্ট হবে।
৬. তিনি কি তোমাকে এক ইয়াতীম পান নি? এরপর আশ্রয় দিয়েছেন।
৭. এবং তিনি তোমাকে এক বিভ্রান্ত পেলেন, এরপর পথ দেখালেন।
৮. এবং তিনি তোমাকে এক নিঃস্ব পেলেন, এরপর অভাবমুক্ত করলেন।
৯. এরপর তার যাতে সেই ইয়াতীম, এরপর তাতে কঠোর হবে না।
১০. এবং তার যাতে সেই প্রার্থী, এরপর তাকে তাড়িয়ে দেবে না।
১১. এবং তোমার রব সেই যা নিয়ামতসহ, এরপর তাঁর হাদিস বল।

৯৪. সূরা ইনশিরাহ্

৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. আমি কি তোমার জন্য তোমার বুক প্রশস্ত করে দেই নি?
২. এবং আমি তোমার থেকে তোমার বোঝা সরিয়ে দিয়েছি-
৩. সেই যা তোমার পিঠ ভেঙে দিচ্ছিল।
৪. এবং আমি তোমার জন্য তোমার স্মরণ শক্তি উত্তোলিত করেছি।
৫. এরপর নিশ্চয়ই চরম কষ্টের সাথে এক সহজ!
৬. নিশ্চয়ই চরম কষ্টের সাথেই এক সহজ।
৭. এরপর যখন তুমি শেষ কর, এরপরও তুমি ঘাম ঝরিয়ে যাও।
৮. এবং এরপরও তোমার রবের প্রতি আশা করতে থাক।

৯৫. সূরা তীন

৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. শপথ সেই তীনের; এবং শপথ সেই জায়তুনের-
২. এবং সিনাই-এ তূরের-
৩. এবং পরম নিরাপদ এ সেই নগরীর।
৪. নিশ্চয়ই আমি এই মানুষকে অতি উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি,
৫. তারপর আমি তাকে অতি নিচুতে ফিরিয়ে দেই- এক নিচু।
৬. তাদেরকে ছাড়া- যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে। এরপর তাদের জন্য সমাপ্তিবিহীন পুরস্কার।
৭. এরপরও কি এই দ্বীনের পরবর্তীতে তারা তোমাকে মিথ্যা বলতে পারে?
৮. আল্লাহ কি বিচক্ষণতাসহ পরম বিচারক থাকেন না?

৯৬. সূরা 'আলাক

১৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. তোমার রবের নামসহ পাঠ কর। তিনিই একজন সৃষ্টি করেছেন।
২. তিনি এই মানুষকে আলাক থেকে সৃষ্টি করেছেন।
৩. পাঠ কর; এবং তোমার রব পরম উদার।
৪. তিনি একজন এই কলম দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন।
৫. এই তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন তা, সে যা কখনই জানতে পারত না।
৬. শুধুই তেমন নয়! নিশ্চয়ই এই মানুষ নিশ্চিত সীমালঙ্ঘনকারী-
৭. যাতে সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াতে দেখে।
৮. নিশ্চয়ই তোমার রবের কাছেই চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন।
৯. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে নিষেধ করে-
১০. এক দাস- যখন 'সে যোগাযোগ করে' (সাল্লা صَلَّى: সালাত করে)?
১১. তুমি কি দেখছ, যদি সে এই পথ-নির্দেশের উপর হয়-
১২. অথবা সে কি সেই সাবধানতা অবলম্বনের প্রতি আদেশ দেয়?
১৩. তুমি দেখছ কি, যদি সে মিথ্যা বলে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?
১৪. সে কি জানে না এমন যে, আল্লাহ তার প্রতি দেখেন?
১৫. শুধুই এমন না! যদি না সে থামে, আমি তাকে তার সেই চুলের ঝুটিসহ নিশ্চিত টেনে নিয়ে যাব-
১৬. মিথ্যাবাদী, পাপীর চুলের ঝুটি!

১৭. এরপর সে ডাকুক, যাকে সে ডেকে থাকে!
১৮. আমিও সেই জাহান্নামের প্রহরীদেরকে ডাকব।
১৯. শুধুই তা নয়! তুমি তাকে মানবে না; এবং তুমি সিজ্‌দা কর ও নিকটবর্তী হও।

৯৭. সূরা কাদ্‌র

৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. নিশ্চয়ই আমি রাতের সেই সিদ্ধান্তে 'তা' নাজিল করেছি।
২. এবং কিসে তোমাকে তা জানাতে পারবে- 'রাতের সেই সিদ্ধান্ত'?
৩. রাতের সেই সিদ্ধান্ত এক হাজার মাস থেকে কল্যাণকর।
৪. তাদের রবের আদেশে এরই মধ্যে সেই ফেরেশ্‌তা ও সেই রূহ- প্রত্যেকে অনুমতিসহ নাজিল হয়।
৫. এতে শান্তি, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই ভোরের উদয়।

৯৮. সূরা বায়্যিনা

৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. তাদেরকে এই স্পষ্ট প্রমাণ যতক্ষণ না দেওয়া হলো- এই কিতাবের লোকজন ও সেই মুশরিকদের থেকে যারা অস্বীকার করেছিল, তারা মুক্ত হতে পারে নি।
২. আল্লাহর পক্ষ থেকে এক রাসূল পবিত্র এক গ্রন্থ পাঠ করছে-
৩. এর মধ্যে লিখিত চিরস্থায়ী মূল্য।
৪. এবং যাদেরকে সেই কিতাব দেওয়া হয়েছিল- তাদের কাছে সেই স্পষ্ট প্রমাণের যা আসল, তারা তার পরবর্তী থেকে ছাড়া বিভক্ত হয় নি-
৫. এবং তাঁর প্রতি এই দ্বীনে একনিষ্ঠতায় সরাসরি হয়ে এবং পরম যোগাযোগ (আল'সালাতা الصَّلَاةَ) স্থাপন করে ও সেই জাকাত প্রদান করে- আল্লাহর প্রতি দাসত্ব করা ছাড়া তাদেরকে আদেশ করা হয় নি; এবং তাই-ই পরম সঠিক দ্বীন।
৬. নিশ্চয়ই এই কিতাবের লোকজন ও সেই মুশরিকদের মধ্যে যারা অস্বীকার করে- তারা জাহান্নামে আগুনের মধ্যে। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী। তারাই- তারা পরম মুক্তজগতে অধম।

৭. নিশ্চয়ই তাদের যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে, তারাই- তারা সেই মুক্ত জগতে কল্যাণকর।
৮. তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার চিরস্থায়ী বাগান। এর নিচ থেকে সেই নদী বয়ে যায়। তারা এর মধ্যে স্থায়ী বসতকারী- অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট; এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। সেই-ই তার জন্য- যে তার রবকে ভয় করে।

৯৯. সূরা জিল্‌জাল

৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. যখন এই পৃথিবী এর কাঁপনে কাঁপতে থাকবে-
২. এবং এই পৃথিবী এর ভার বের করে দেবে-
৩. তখন এই মানুষ বলবে, 'কী এর জন্য'?
৪. সে দিন পৃথিবী এর খবরের 'হাদিস' জানাবে।
৫. এর প্রতি এমন যে, তোমার রব এর প্রতি ওহি করবেন।
৬. সে দিন এই মানুষের অন্তর এক বিক্ষিপ্ত হবে। যাতে তাদের আমল দেখানো হবে -
৭. এরপর যে ওজনে অণু পরিমাণ এক কল্যাণ করেছে- সে তা দেখবে।
৮. এবং যে ওজনে অণু পরিমাণ এক মন্দ করেছে- সে তাও দেখবে।

১০০. সূরা 'আদিয়াত

১১ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. শপথ সেই এক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটন্তের-
২. এরপর এক অভিযানে সেই স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিকারীর-
৩. এরপর এক ভোরের সেই চলকের-
৪. এরপর তার সাথে উড়ে চলা এক ধুলার-
৫. এরপর তার সাথে মাঝামাঝি হয়, এক জমায়েতে।
৬. নিশ্চয়ই এই মানুষ তার রবের প্রতি নিশ্চিত অকৃতজ্ঞ।
৭. এবং নিশ্চয়ই সে তারই উপর নিশ্চিত সাক্ষী।
৮. এবং নিশ্চয়ই সে সকল কল্যাণকে ভালোবাসার প্রতি নিশ্চিত কঠোর।

৯. এরপর কি সে জানে না, যা সেই কবরের মধ্যে- কখন তা উল্টে দেওয়া হবে?
১০. এবং যা এই বুকের মধ্যে, তা প্রকাশ করা হবে?
১১. নিশ্চয়ই সেদিন তাদের রব তাদের প্রতি নিশ্চিত অবগত।

১০১. সূরা কারি'আ

১১ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. চরম বিপর্যয়!
২. চরম বিপর্যয় কি?
৩. এবং কিসে তোমাকে জানানো যায়, চরম বিপর্যয় কি?
৪. একদিন এই মানুষ পতঙ্গের মতো চরম বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে-
৫. এবং এই পাহাড়-পর্বত সেই উড়ন্ত পশমের মতো হয়ে যাবে।
৬. এরপর যার পাল্লা ভারী হবে, সে তার মধ্যে-
৭. এরপর সে সন্তোষজনক এক জীবন-যাপনের মধ্যে।
৮. এবং যার পাল্লা হালকা হবে, সে তার মধ্যে-
৯. এরপর তার বাসস্থান হাওবিয়ায়।
১০. এবং কিসে তোমাকে জানানো যায়, কি এই তা?
১১. প্রচণ্ড উত্তপ্ত এক আগুন।

১০২. সূরা তাকাছুর

৮ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. চরম প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে বিচ্যুত করে দেয়-
২. যতক্ষণ না তোমরা সেই কবর দেখ।
৩. শুধু তাই নয়! শিগগিরই তোমরা জানবে!
৪. তারপরও শুধু তা-ই নয়! শিগগিরই তোমরা জানবে!
৫. শুধু তাও নয়! যদি তোমরা পরম এক জ্ঞান নিশ্চিত জানতে!
৬. তোমরা সেই জ্বলন্ত আগুন নিশ্চিত দেখবে।
৭. তারপরও! তোমরা নিশ্চয়ই এ চাক্ষুস দেখবে- পরম নিশ্চিত!
৮. তারপর সেই দিনে তোমাদেরকে সকল নিয়ামত সম্পর্কে নিশ্চিত প্রশ্ন করা হবে।

১০৩. সূরা 'আসর

৩ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. শপথ পরম সময়ের!
২. নিশ্চয়ই এই মানুষ নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে-
৩. তারা ছাড়া- যারা বিশ্বাস করে ও সকল সৎকাজ করে; এবং পরম সত্যের প্রতি আদেশ দেয় ও পরম ধৈর্যের প্রতি আদেশ দেয়।

১০৪. সূরা হুমাযা

৯ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. পিছনে নিন্দাকারী প্রত্যেক নিন্দুকের প্রতি দুর্ভোগ!
২. সেই তারা- যে এক সম্পদ জমা করে; এবং সে তার অঙ্ক গণনা করতে থাকে।
৩. সে হিসাব করতে থাকে এমন যে, তার সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে।
৪. কিন্তু তেমন নয়! নিশ্চিত তাকে সেই হুতামার মধ্যে ছুড়ে ফেলা হবে!
৫. এবং কিসে তোমাকে জানানো যায়, কি এই হুতামা!
৬. আল্লাহর পরম ইন্ধনকৃত আগুন!
৭. তার সকল অনুভূতির উপর সেই যা বাড়তে থাকবে;
৮. নিশ্চয়ই এ তাদের উপর চাপানকৃত!
৯. স্তরগুলোর মধ্যে বাড়ন্ত!

১০৫. সূরা ফীল

৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. তুমি কি দেখ নি তোমার রব সেই সকল হাতির সাথীদের প্রতি যা করেছিলেন?
২. তিনি কি তাদের কৌশল বানিয়ে দেন নি এক ব্যর্থতার মধ্যে?
৩. এবং তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে এক পাখি পাঠালেন।
৪. তারা তাদেরকে পোড়া মাটি থেকে শিলাখণ্ডসহ আঘাত করল।
৫. এরপর তিনি তাদেরকে খড়কুটার মতো চর্বিত বানালেন।

১০৬. সূরা কুরায়শ

৪ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ॥

১. কুরায়য়েশদের পরিচিতির জন্য!
২. তাদের পরিচিতি প্রতি শীতকালে ও প্রতি গ্রীষ্মের বাণিজ্যে।
৩. এরপর তারা এ এই গৃহের রবের দাসত্ব করুক।
৪. তিনি একজন তাদেরকে ক্ষিদে থেকে খাবার দেন; এবং তিনিই তাদেরকে ভীতি থেকে নিরাপত্তা দেন।

১০৭. সূরা মা'উন

৭ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. তুমি কি তাকে দেখেছ- যে এই দ্বীনের প্রতি মিথ্যা বলে?
২. এরপর সেই-ই! সে একজন সকল ইয়াতীমকে তাড়িয়ে দেয়।
৩. এবং সে চরম দুস্থকে খাওয়ানোর উপর 'প্রয়োজন' মনে করে না।
৪. এরপর 'সেই যোগাযোগকারীদের জন্য' (লিল'মুসাল্লিনা لِلْمُصَلِّينَ) দুর্ভোগ!
৫. তারাই তারা- যারা 'তাদের যোগাযোগের' (সালাতিহিম صَلَاتِهِمْ: তাদের সালাতের) প্রতি অমনোযোগী।
৬. তারাই তারা- যারা দেখাতে থাকে।
৭. এবং তারা সকল ক্ষুদ্র সাহায্য-সহযোগিতায় বিরত থাকে।

১০৮. সূরা কাওছার

৩ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমাকে সকল প্রাচুর্যতা দিয়েছি।
২. এরপর তোমার রবের সাথে যোগাযোগে থাক (ফা'সাল্লি فَصَلِّ: এরপর সালাত কর); এবং লেগে থাক (ওয়া'ইনহার وَانْحَرْ: এবং সেচ দিতে থাক, ঘাম ঝরাতে থাক/ উৎসর্গ/ত্যাগ/আলো ছড়াতে থাক)।
৩. নিশ্চয়ই তোমার শত্রুরা- তারাই চরম বিচ্ছিন্ন।

১০৯. সূরা কাফিরূন

৬ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. বল, 'ও তোমরা সব অস্বীকারকারী'!
২. 'তোমরা যার দাসত্ব কর, আমি তার দাসত্ব করি না'।
৩. 'এবং আমি যার দাসত্ব করি, তোমরা তার দাসত্বকারী নও'।
৪. 'এবং তোমরা যার দাসত্ব করছ, আমি তার দাসত্বকারী নই'।
৫. 'এবং আমি যার দাসত্ব করি, তোমরা তার দাসত্বকারী নও'।
৬. 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন'।

১১০. সূরা নাস্‌র

৩ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. যখন আল্লাহর সাহায্য ও সেই বিজয় আসে।
২. এবং তুমি দেখতে পাও এই মানুষ এক দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করছে।
৩. এরপর প্রশংসার সাথে তোমার রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা কর ও তাঁর ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি ফিরনেওয়ালা হয়েছেন।

১১১. সূরা লাহাব

৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হাত; এবং ধ্বংস হোক সেও।
২. তার থেকে তার সম্পদ ও সে যা অর্জন করেছে কাজে আসবে না।
৩. সে জ্বলন্ত শিখার ধারক এক আগুনে পুড়বে।
৪. এবং সেই জ্বালানি বহনকারী তার স্ত্রীও!
৫. এর গলার মধ্যে পাকানো আঁশ থেকে দড়ি।

১১২. সূরা ইখ্‌লাস

৪ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. বল, 'তিনিই আল্লাহ- একমাত্র'।
২. 'আল্লাহই পরম চিরন্তন'।
৩. 'তিনি কখনই জন্ম দেন না; এবং তাঁকেও কখনই জন্ম দেওয়া হয় নি'।
৪. 'এবং তাঁর জন্য কখনই এক সমতুল্য হতে পারে না। তিনি একমাত্র'।

১১৩. সূরা ফালাক

৫ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. বল, 'আমি এই ভোরের আলোর রবের প্রতি আশ্রয় চাই'।
২. 'তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ থেকে'।
৩. 'এবং অন্ধকারত্বের মন্দ থেকে- যখন এ ছড়িয়ে পড়ে'।
৪. 'এবং সেই গেরোর মধ্যের সকল ফুঁ'দাতার মন্দ থেকে'।
৫. 'এবং সকল হিংসুকের মন্দ থেকে- যখন সে হিংসা করে'।

১১৪. সূরা নাস

৬ আয়াত

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

১. বল, 'আমি সকল মানুষের রবের প্রতি আশ্রয় চাই'।
২. 'সকল মানুষের মালিক'।
৩. 'সকল মানুষের ইলাহ'।
৪. 'সকল মন্ত্রণাদাতা ও সকল উস্কানিদাতার মন্দ থেকে'-
৫. 'যে একজন এই মানুষের বুকের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয়'-
৬. 'এই মানুষ ও সেই জিনের মধ্য থেকে'।

কুরআনে কিছু দূ'আ, প্রার্থনা ও অঙ্গীকার

পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ

১. সূরা ফাতিহা- কুরআন পাঠ প্রার্থনা দিয়ে শুরু। এই সূরা পাঠ একজন মুসলিমের জন্য পরম দয়াময়ের কাছে আনুগত্য প্রকাশে কিছু আবিশ্যিক স্বীকারোক্তি ও পথ-নির্দেশ প্রার্থনা এবং তা মেনে চলার অঙ্গিকার। এই আনুগত্য ও অঙ্গীকার মেনে চলার উপরই আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তাঁর পথ দেখাবেন এবং তা সহজ করে দেবেন- সেটি নির্ভর করে।

॥ নামসহ আল্লাহর- পরম দয়াময়, পরম দয়ালু ॥

১. ১-৭: সকল প্রশংসা এই বিশ্ব জগতের রব আল্লাহরই জন্য। পরম দয়াময়, পরম দয়ালু। পরম দ্বীন দিবসের মালিক। আমরা শুধুমাত্র আপনারই দাসত্ব করি; এবং আমরা শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য চাই। আমাদেরকে পথ দেখান- পরম সরল সোজা সেই পথ। আপনি যাদেরকে অনুগ্রহ করেছেন তাদের পথ- তাদের সামনের। চরম অসন্তোষপ্রাপ্ত ভিন্ন- তাদের সামনের; এবং বিভ্রান্তদেরটি নয়।

(বিসমি আল্লাহি আল-রহমানি আল-রহীমি)

(আল'হামদূ লিল্লাহি রাব্বি আল-আলামীনা, আল-রহমানি আল-রহীমি; মালিকী ইয়াওমা আল-দ্বীনি; ইয়াক্বা না'বুদু ওয়া'ইয়াক্বা নাসতা'য়ীনু; ঈহদিনা আল-সিরাতি আল-মুসতাক্বীমা; সিরাত আল্লাজিনা আন'আমতা আলাইহিম; গ্বাইরি আল-মাগদূবি আলাইহিম, ওয়া আল-দ্বল্লীনা।)

২. ক্বাবা ঘর প্রতিষ্ঠাকালীন ইবরাহীম ও ঈসমাইল (সালামুন আলা মুরসালিনা)-এর প্রার্থনা। আল্লাহ যাতে আমাদেরকে মুসলিম হিসাবে গ্রহণ করেন ও আমাদেরকে পথ দেখান- সে জন্য আমাদেরও এ প্রার্থনা করা আবশ্যক:

২. ১২৭-১২৯: 'ও আমাদের রব! আমাদের থেকে গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আপনি- আপনিই সর্ব শ্রোতা, সর্ব জ্ঞাত'। 'ও আমাদের রব! আপনার জন্য আমাদের উভয়কেই মুসলিম এবং আপনারই জন্যই আমাদের বংশধরদের থেকে এক মুসলিম জাতি বানান; এবং আমাদেরকে আমাদের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দিন; এবং আমাদের সামনে ফেরেন। নিশ্চয়ই আপনি- আপনি পরম ফিরনেওয়ালা, পরম দয়ালু'।

(রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না, ইন্নাকা আন্তা আল-ছামী'য়ু, আল-'আলীমু; রব্বানা ওয়া-ইজ'আলনা মুসলিমাইনি লাকা, ওয়া মিন যুররিয়্যাতিনা উম্মাতান মুসলিমাতান লাকা, ওয়া-আরিনা মানাছিকানা; ওয়া'তুব আলাইনা, ইন্নাকা আন্তা আল-তাওওয়াবু আল-রাহীমু)

৩. আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম ও ঈসমাইল (সালামুন আলাইহি)-এর মুসলিম হওয়ার ঘোষণাঃ

২. ১৩১: ... 'আমি এই বিশ্ব জগতের রবের জন্য মুসলিম হলাম'।

(আছলামতু লি'রাব্বি আল-আলামীনা)-

৪. বিশ্বাস করা এবং মুসলিম হওয়ার অঙ্গিকার/ঘোষণা

২. ১৩৬: ... 'আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর প্রতি ও যা নাজিল হয়েছে আমাদের উপর এবং যা নাজিল হয়েছে ইবরাহীম ও ইসমাঈল এবং ইসহাক ও ইয়া'কূব এবং তাদের বংশধরদের প্রতি; এবং যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে; এবং তাদের রবের থেকে যা দেওয়া হয়েছে সকল নবীকে; এবং আমরা তাদের থেকে একজনের মধ্যেও পার্থক্য করি না; এবং আমরা তাঁরই জন্য মুসলিম'।

(আমান্না বিল্লাহি ওয়া'মা উনজ্বিলা ইলাইনা; ওয়া-মা উনজ্বিলা ইলা ইবরাহিমা ওয়া'ঈসমাঈল ওয়া'ঈসহাকা, ওয়া'ইয়াকুবা; ওয়াল-আছবাত্বি ওয়া'মা উতিয়া মূসা ওয়া'ঈসা ওয়া'মা উতিয়া আল-নাবিয়্যূনা মিন রাব্বিহিম; লা নুফাররিক্বু বাইনা আহাদিন মিনহুম; ওয়া'নাহ্নূ লাহু মুছলিমূনা)

৫. আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশঃ

২. ১৩৮. 'রং আল্লাহরই; এবং কে আল্লাহর পক্ষে এক রং-এ উত্তম? এবং আমরা তাঁরই জন্য দাস'

(সিব'গ্বাতা আল্লাহি; ওয়ামান আহসানু মিনা আল্লাহি সিব'গ্বাতান? ওয়া-নাহ্নূ লাহু আ'বিদূনা)

৬. কারো উপর বিপদ-আপদ আপতিত হলে দূ'আঃ

২. ১৫৬: ... 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্য; এবং আমরা নিশ্চয়ই তাঁরই কাছে ফেরতগামী'।

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া'ইন্না ইলাইহি রাআজি'য়ূনা)

৭. ইহকালে ও পরকালে ভালো থাকার জন্য দূ'আঃ

২. ২০১: 'ও আমাদের রব! আমাদেরকে দেন এই দুনিয়ার মধ্যে এক উত্তম ও পরম আখিরাতের মধ্যেও এক উত্তম; এবং আমাদেরকে পরম আগুনের শাস্তিতে রক্ষা করেন'-

(রাব্বানা আতিনা ফি আল'দুনিয়া হাসানাতান; ওয়া-ফি আল'আখিরাতি হাসানাতান; ওয়া-ক্বিনা আজাবা আল-নারি)

৮. শত্রুপক্ষ বা কোনো বিপদের সামনে দাড়িয়ে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনাঃ

২. ২৫০: ... 'ও আমাদের রব! আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দেন এবং আমাদের পা দৃঢ় রাখবেন; এবং আমাদেরকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের সামনে সাহায্য করেন'।

(রাব্বানা আফরিগ্ব আলাইনা সাবরান, ওয়া-সাব্বিত আক্বদাআমানা; ওয়া-উনসুরনা আলা আল-ক্বাওমি আল-কাফিরূনা)

৯. আয়াত আল'কুরসি- সকলের উপর আল্লাহ; আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে দূ'আঃ

২. ২৫৫: আল্লাহু- নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাকে তন্দ্রাচ্ছন্নতা ধরতে পারে না; এবং ঘুমও নয়। তার জন্যই যা এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে। কে সে, যে একজন তাঁর অনুমতিসহ ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তিনি জানেন, যা তাদের হাতের মাঝে ও যা তাদের পিছনে; এবং তিনি যার প্রতি ইচ্ছা করেন ছাড়া- তারা তাঁর জ্ঞান থেকে কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীতে বিস্তৃত; এবং এদের উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; এবং তিনি সমুচ্চ, পরম শ্রেষ্ঠ।

(আল্লাহু, লা ইলাহা ইল্লা; হুয়া আল-হাইয়ু, আল-ক্বাইয়্যুমু; লা ত্বাখুজুহু ছিনাতুন ওয়া'লা নাওমুন; লাহু মা ফী আল'সামাওয়াতি, ওয়ামা ফী আল'আরদ্বি। মান যা আল্লাজ্বি ইয়াশফা'উ ইনদাহু ইল্লা বিইজ্বনীহি। ইয়ালামু মা বায়না আইদ্বিহিম ওয়া'মা খালফাহুম; ওয়া'লা ইউহিত্বূনা বিশাইয়িন মিন ইলমীহি ইল্লা বী'মা শা'আ; ওয়াসিআ কুরছিয়্যুহু আল'সামাওয়াতি ওয়াল'আরদা; ওয়া'লা ইয়াঊদুহু হিফযুহুমা; ওয়া'হুয়া আল'আলিয়্যু, আল'আযীমু)

১০. রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান) এবং রাসুলের অনুসারী বিশ্বাসীরা এই দূ'আ পাঠ করেছেন। রাসুলের সকল অনুসারীর জন্য তা পাঠ আবিশ্যিক। সেই সাথে কুরআন পাঠ শোনার পর বিশ্বাস করা ও তা মানার স্বীকারোক্তি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে দূ'আঃ

২. ২৮৫-২৮৬: ... 'আমরা তাঁর রাসূলদের থেকে একজনের মাঝেও পার্থক্য করি না'; 'আমরা শুনেছি ও পালন করেছি'। 'ও আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন; এবং আপনার কাছেই পরম গন্তব্য'।

'ও আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা আমরা ভুল করি, আমাদেরকে ধরবেন না'। 'ও আমাদের রব! --এবং আমাদের উপর এক বোঝা চাপাবেন না, যেমন আপনি তাদের উপরে চাপিয়েছিলেন- যারা আমাদের আগে থেকে'। 'ও আমাদের রব!--- এবং আমাদের যার শক্তি নেই- আমাদেরকে আমাদের জন্য তাসহ চাপিয়ে দেবেন না; এবং আমাদের প্রতি মার্জনা করেন; এবং আমাদের জন্য ক্ষমা করেন; এবং আমাদেরকে রহমত করেন- আপনিই আমাদের অভিভাবক। এরপর আমাদেরকে অস্বীকারকারী সকল সম্প্রদায়ের সামনে সাহায্য করেন'।

(লা নূফাররিকূ বাইনা আহদিন মিন রাসূলিহি ..., ছামি'না ওয়া-আতা'না, গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকা আল-মাসীরু। লা ইউকাল্লিফূ আল্লাহ নাফসান ইল্লা ঊসআহা লাহা মা কাছাবাত্ব ওয়া'আলাইহা মা ইক্বতাছাবাত্ব; রাব্বানা, লা তুআখিযনা ইন নাছীনা আও আখত্বা'না, রাব্বানা, ওয়ালা তাহমিল আলাইনা ইস্বরান কামা হামালতাহু আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা-; রাব্বানা- ওয়া-লা তুহাম্মিল'না লা ত্বাক্বাতা লানা বিহি ওয়া উ'ফু আন্না ওয়া-ইগ্বফির লানা ওয়া ইরহামনা, আনতা মাওলানা। ফা-উনসুরনা আলা আল-ক্বাওমি আল-কাফিরীন।

১১. আল্লাহর পথে যাত্রা শুরুর পর প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এই দু'আ পাঠ আবিশ্যিক। রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান) এই দু'আ পাঠ করেছেনঃ

৩. ৮-৯: ... 'ও আমাদের রব! আপনি যখন আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন, তার পরবর্তীতে আমাদের অন্তরকে সত্য লঙ্ঘনপ্রবণ করবেন না; এবং আমাদের জন্য আপনার নিজের থেকে এক রহমত দান করেন। নিশ্চয়ই আপনি- আপনি পরম দাতা'। 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি এই মানবজাতিকে এক দিনের জন্য একত্র করবেন। সন্দেহ নেই এর মধ্যে। নিশ্চয়ই আল্লাহ এই সকল ওয়াদা ভঙ্গ করেন না'।

(রাব্বানা লা তুজিগ্ব ক্বুলূবানা, বা'দা ইয হাদাইতানা, ওয়া-হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমাতান; ইন্নাকা আন্তা আল-ওয়াহহাবু; রাব্বানা ইন্নাকা জামী'য়ু আল-নাছি লিইয়াওমিন; লা রাইবা ফীহি; ইন্না আল্লাহা লা ইউখলিফু আল-মী'য়াদা)।

১২. দ্বীন ইসলাম বা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে যে কেউ বিতর্ক করলে আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান) এই দু'আ পাঠ করার আদেশ দেন এবং তিনি তা পাঠ করেছেন

৩. ১২ 'আমি মুসলিম হয়েছি। আমার মুখ আল্লাহরই জন্য ... তোমরা কি মুসলিম হয়েছ' ...?

(আসলামতু, ওয়াজ্বহিয়া লিল্লাহি ...-আ-আসলামতুম?)

১৩. আল্লাহর পথে যাত্রী সেই ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত ও ব্যয়কারী

প্রত্যেক ক্ষমাপ্রার্থীর জন্য তাদের দু'আ। রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান) এই দু'আ পাঠ করেছেনঃ

৩. ১৬. ১৭: ... 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাস করেছি, এরপর আমাদের জন্য আমাদের পাপ ক্ষমা করেন এবং আমাদেরকে পরম আগুনের শাস্তিতে রক্ষা করেন';

(রাব্বানা ইন্না আ-মান্না ফা-ইগ্ব-ফির লানা জুনুবানা; ওয়া-ক্বীনা আজাবা আল-নারি)

১৪. আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে রিজিকের জন্য দু'আ। আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এই দু'আ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন এবং রাসুল এই দু'আ পাঠ করেছেনঃ

৩. ২৬-২৭: ... 'ও আল্লাহ- মালিক পরম সার্বভৌমত্বের! আপনি সেই রাজত্ব দেন- যাকে আপনি ইচ্ছা করেন; এবং আপনি তার থেকে এই রাজত্ব কেড়ে নেন- যা আপনি ইচ্ছা করেন; এবং আপনি ইজ্জত দেন- যাকে আপনি ইচ্ছা করেন; এবং আপনি হীন করেন- যাকে আপনি ইচ্ছা করেন। আপনার হাত দিয়েই সকল কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা'।

'আপনি এই রাতকে এই দিনের মধ্যে প্রবেশ করান; এবং আপনি এই দিনকে এই রাতের মধ্যে প্রবেশ করান; এবং আপনি সকল মৃতের মধ্য থেকে সকল জীবিতকে বের করে আনেন; এবং আপনি সকল জীবিতের মধ্য থেকে সব মৃতকে বের করে আনেন। যাকে আপনি ইচ্ছা করেন, আপনি তাকে হিসাব ভিন্নই রিজিক দেন'।

(আল্লাহুমা মালিকা আল-মুলকি তু'তি আল-মুলকা মান তাশাউ; ওয়া-তানজি'য়ু আল-মুলকা মিম্মান তাশাউ, ওয়া-তু'য়িজ্বুজ্ব মান তাশাউ, ওয়া-তুযিল্লু মান তাশাউ; বিইয়াদিকা আল-খায়রু; ইন্নাকা 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীরুন।

তূলিজু আল-লায়লা ফি আল-নাহারি, ওয়া-তূলিজু আল-নাহারা ফি আল-লায়লি ওয়া তুখরিজু আল-হাইয়্যা মিনা আল-মাইয়্যিতি ওয়া-তুখরিজু আল-মাইয়্যিতা মিনা আল-হাইয়্যি; ওয়া-তারজুকু মান তাশাউ বিগ্বাইরি হিসাবিন।)

১৫. সন্তান জন্মদানকালে ইমরানের স্ত্রীর (মারিয়মের মায়ের) প্রার্থনাঃ

৩. ৩৫: ... 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি- যা আমার গর্ভের মধ্যে, আমি তা এক উৎসর্গে আপনার প্রতি প্রতিজ্ঞা করছি। এরপর আমার থেকে তা গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আপনি- আপনি পরম শ্রোতা, পরম জ্ঞাত'।

(রাব্বি ইন্নি নাযারতু, লাকা মা ফী বাত্বনী, মুহাররারান; ফা-তাক্বাব্বাল মিন্নী; ইন্নাকা আন্তা আল-ছামী'য়ু আল-'আলীমু)

১৬. সন্তান কামনা করে নবী যাকারিয়ার প্রার্থনাঃ

৩. ৩৮: ... 'ও আমার রব! আপনার নিজের থেকে আমাকে দান করেন এক বংশধর- এক ভালো কিছু। নিশ্চয়ই আপনি এই প্রার্থনার শ্রোতা'।

(রাব্বি হাব লী মিন লাদুনকা যুররিয়্যাতান, ত্বাইয়্যিবাতান; ইন্নাকা ছমী'য়ু আল-দু'য়া'য়ি)

১৭. আল্লাহর পথে সাহায্যকারী হওয়ার অঙ্গিকার, ক্ষমা প্রার্থনা এবং সাক্ষ্যদানকারীদের সাথে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য দু'আ। ঈসা (সালামুন আলাইহি)-এর অনুগত শিষ্যদের উক্তিঃ

৩. ৫২-৫৩: ... 'আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করি; এবং আমরা আমাদের প্রতি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা মুসলিম'।

'ও আমাদের রব! আপনি যা নাজিল করেছেন, আমরা তার প্রতি বিশ্বাস করছি; এবং আমরা এই রাসূলকে অনুসরণ করছি। এরপর আমাদেরকে সকল সাক্ষ্যদানকারীর সাথে তালিকাভুক্ত করেন'।

(নাহুনু আনসারী আল্লাহি; আমান্না বিল্লাহি ওয়া-ইশহাদ বি-আন্না মুসলিমূনা; রাব্বানা আমান্না বিমা আনজ্বালতা ওয়া-ইত্তাবা'না আল-রাছূলা; ফা-উকতুবনা মাআ আল-শাহিদীনা)

১৮. নিজে মুসলিম হওয়ার ঘোষণা। আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এই দু'আ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন এবং রাসুল এই দূ'আ পাঠ করেছেনঃ

৩. ৮৪: ... 'আমরা বিশ্বাস করি- আল্লাহর প্রতি এবং যা নাজিল হয়েছে আমাদের উপর ও যা নাজিল হয়েছে ইবরাহীম এবং ইসমাঈল এবং ইসহাক ও ইয়া'কূব ও তাদের বংশধরদের উপর; এবং তাদের রবের থেকে যা দেওয়া হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং সকল নবীকেই। আমরা তাদের থেকে একজনের মাঝেও পার্থক্য করি না' এবং আমরা তাঁরই জন্য মুসলিম।

(আমান্না বিল্লাহি ওয়া-মা ঊনজ্বিলা 'আলাইনা, ওয়া-মা উনজ্বিলা আলা ইবরাহীমা ওয়া-ইসমাঈলা, ওয়া-ইছহাক্বা, ওয়া-ইয়া'ক্বুবা ওয়াল-আছবাত্বি, ওয়া-মা উতিয়া মূছা, ওয়া-ঈছা ওয়াল-নাবিয়্যূনা মিন রাব্বিহিম; লা নুফাররিক্বু বায়না আহাদিন মিনহুম ওয়া-নাহনু লাহু মুছলিমূনা)

১৯. একজন বিশ্বাসীর জন্য কখনো কখনো তার কোন কাজে পাপ এবং বাড়বাড়ি হতে পারে। বিশেষ করে অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের মোকাবেলায়। এ জন্য ক্ষমা ও আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে দূ'আঃ

৩. ১৪৭: ... 'ও আমাদের রব! আমাদের বিষয়ে আমাদের জন্য আমাদের পাপ ও আমাদের বাড়াবাড়ি ক্ষমা করেন; এবং আমাদের পা স্থির রাখেন; এবং আমাদেরকে সকল চরম অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের সামনে সাহায্য করেন'।

(রাব্বানা ইগ্ব'ফির লানা যুনূবানা ওয়া- ইছরাফানা ফী আমরিনা; ওয়া-সাব্বিত আক্বদামানা, ওয়া-উনসুরনা আলা আল-ক্বাওমি আল-কাফিরিনা)

২০. দাঁড়িয়ে ও বসায় এবং শয়নে আল্লাহকে স্মরণ এবং আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করার পর এই দু'আ পাঠ আবিশ্যিকঃ

৩. ১৯১-১৯৪: ... 'ও আমাদের রব! আপনি একে এক নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি। আপনি মহান! এরপর আপনি আমাদেরকে পরম আগুনের শাস্তিতে রক্ষা করেন'। 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি- আপনি যাকে পরম আগুনে প্রবেশ করালেন, এরপর অবশ্যই আপনি তাকে লাঞ্ছিত করলেন। তখন জালিমদের জন্য নেই সাহায্যকারীদের থেকে'।

'ও আমাদের রব! আমরা নিশ্চয়ই শুনেছি- এক আহ্বায়ক বিশ্বাসের জন্য ডাকছেন যে, তোমাদের রবের প্রতি বিশ্বাস কর। এরপর আমরা বিশ্বাস করেছি'। 'ও আমাদের রব! এরপর আমাদের জন্য আমাদের পাপ ক্ষমা করেন; এবং আমাদের থেকে আমাদের মন্দ কাজগুলোদূর করে দেন; এবং আমাদেরকে পরম নীতিবানদের সাথে মৃত্যু দেন'। 'ও আমাদের রব! আপনি আপনার রাসূলদের সামনে আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমাদেরকে তা দেন; এবং আপনি পরম কিয়ামতের দিন আমাদের হেয় করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না'।

(রাব্বানা মা খালাক্বতা হাযা বাত্বিলান; সুবহানাকা- ফা-ক্বিনা 'আযাবা আল-নারি; রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলি আল-নারা, ফাক্বাদ আখজ্বায়তাহু- ওয়া'মা লিল-য়ালিমীনা মিন আনাস্বারিন। রাব্বানা ইন্নানা ছামি'না মুনাদিয়ান, ইউনাদী লিল-ঈমানি আন: আমিনূ বি-রাব্বিকুম, ফা-আমান্না-- রাব্বানা ফা-ইগফির লানা যুনূবানা; ওয়া-কাফফির 'আন্না ছাইয়্যিআতিনা, ওয়া তাওওয়াফফানা মা'য়া আল-আবরারি; রাব্বানা ওয়া-আতিনা মা ওয়াদতানা আলা রুছুলিকা, ওয়া-লা তুখজ্বিনা ইয়াওমা আল-ক্বিয়ামাতি- ইন্নাকা লা তুখলিফু আল-মি'য়াদা)।

২১. কোনো জনপদ বা রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী ক্ষমতাবানদের থেকে ক্ষতিগ্রস্থ নিপিড়িত চরম অসহায় পুরুষ, নারী এবং শিশুদের জন্য দূ'আঃ

৪. ৭৫: ... 'ও আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদের এর থেকে বের করে নিয়ে যান- এর লোকজন চরম জালিম; এবং আমাদের জন্য আপনার কাছ থেকে এক অভিভাবক বানান; এবং আপনার কাছ থেকে আমাদের জন্য এক সাহায্যকারী বানান'?

(রাব্বানা আখরিজ্বনা মিন হাজ্বিহি আল'ক্বারইয়াতি আল'যালিমী আহলুহা, ওয়া'ইজ্বাল লানা মিন লাদুনকা ওয়ালিয়্যান; ওয়া'ইজ্বাল লানা মিন লাদুনকা নাস্বীরান)

২২. আল্লাহর নিয়ামত তাঁর কিতাব পাঠ করা বা পাঠ শোনার পর তাঁর আদেশ পালনে অঙ্গিকারঃ

৫.৭. ... 'আমরা শুনলাম এবং আমরা মানলাম'

(সামি-না ওয়া আত্বা'য়ানা)

২৩. আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্তি, রাসুল মুহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-এর উপর যা নাজিল হয়েছে, কুরআন পাঠ করা বা পাঠ শোনার পর প্রার্থনা ও অঙ্গিকারের দূ'আঃ

৫. ৮৩-৮৪: ... 'ও আমাদের রব! আমরা বিশ্বাস করেছি! এরপর আপনি আমাদেরকে সকল সাক্ষীর সাথে তালিকাভুক্ত করেন'। 'এবং কী তা আমাদের জন্য যে, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করব না- যখন আমাদের কাছে পরম সত্যের মধ্য থেকে তা এসেছে; এবং আমরা আশাও করি যে, আমাদের রব আমাদেরকে পরম সৎকর্মশীল সেই সম্প্রদায়ের সাথে রাখবেন'?

(রাব্বানা আমান্না ফা-উক্ব'তুবনা মাআ আল-শাহিদীনা; ওয়া'মা লানা নূ'মিনূ বিল্লাহি; ওয়া যা'আনা মিনা আল'হাকি; ওয়া নাত্বমা'উ আন ইউদ্ব'খ্বিলুউনা রাব্বানা মা'আ আল'ক্বওমি আল'স্বালিহিনা))-

২৪. আকাশ থেকে খাদ্য/রিজিক প্রার্থনা করে ঈসা (সালামুন আলাইহি)-এর দূ'আঃ

৫. ১১৪: ... 'ও আল্লাহ, আমাদের রব! এই আকাশের মধ্য থেকে আমাদের সামনে খাদ্য-ভরা থালা পাঠান। আমাদের জন্য তা এক ঈদ হবে। আমাদের জন্যই প্রথম এবং আমরাই শেষ; এবং আপনার থেকে এক আয়াতও; এবং আমাদেরকে রিজিক দেন- যখন আপনিই কল্যাণকর পরম রিজিকদাতা'।

(আল্লাহুমা, রাব্বানা আনজ্বিল আলাইনা মাঈদাতান মিনা আল'সামায়ী, তাকূনা লানা ঈদান লি'আওয়্যালিনা ওয়া'আখিরীনা ওয়া'আইয়্যাতান মিনক্বা; ওয়া-উরজুক্বনা ওয়া আনতা খায়রু আল-রাজ্বিক্বীনা)

২৫. ইবরাহিম (সালামুন আলাইহি)-এর দূ'আঃ

৬. ৭৭-৭৮: ... 'আমার রব আমাকে যদি না নিশ্চিত পথ দেখান, আমি নিশ্চিত চরম বিভ্রান্ত সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হয়ে যাব'। ... 'ও আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই তোমরা যা শরীক কর, আমি তা থেকে মুক্ত'।

(লা-ইন লাম ইয়াহদ্বীনী রাব্বি লা আকূনান্না মিনা আল-ক্বাওমি আল'দ্বা-লিনা; ইয়া'ক্বাওমি ইন্নি বারিওন মিম্মা তুশ'রিকূউনা)

২৬. আল্লাহর পথে যাত্রায় ইবরাহিম (সালামুন আলাইহি)-এর দূ'আ। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবিশ্যিক

৬. ৭৯: ... 'নিশ্চয়ই আমি- আমি মুখ ফিরিয়েছি; আমার মুখ এক সরাসরি তাঁর জন্য- যিনি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এবং আমি এই সকল মুশরিকদের মধ্যে নই'।

(ইন্নি ওয়াজ্জাহতু লিল্লাযী, ফাত্বারা আল-ছামাওয়াতি ওয়াল-আরদ্বা- হানীফান, ওয়া-মা আনা মিনা আল-মুশরিকীনা)

২৭. ভুল করে ফেলার পর আদমের প্রার্থনাঃ

৭. ২৩: ... 'ও আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদেরকে জুলুম করেছি; এবং যদি না আপনি আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন ও আমাদেরকে রহমত করেন, নিশ্চিত আমরা সকল ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে হব'।

(রাব্বানা য্বালামনা আনফুছানা; ওয়া-ইন লাম তাগ্বফির লানা- ওয়া-তারহামনা লা-নাকূনান্না মিনা আল-খাছিরীনা)

২৮. আল্লাহর একত্ববাদ ও সত্য পথ সম্পর্কে নিজ সম্প্রদায়ের সাথে মতভেদ হওয়ার পর শু'আব (সালামুন আলাইহি)-এর দূ'আঃ

৭. ৮৯: ... 'আমাদের রব সকল কিছুই এক জ্ঞানে ঘিরে রেখেছেন- আমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করি। 'ও আমাদের রব, আমাদের মাঝে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে পরম সত্যসহ নিষ্পন্ন করে দিন এবং আপনিই শ্রেষ্ঠ নিষ্পন্নকারী।

(ওয়াছি'য়া রাব্বুনা কুল্লা শাইয়িন ইলমান; আলা আল্লাহি তাওয়াক্কালনা; রাব্বানা ইফতাহ বায়নানা; ওয়া-বায়না ক্বাওমিনা বিল-হাক্বক্বি; ওয়া-আনতা খায়রু আল-ফাতিহীনা)

২৯. ফিরআওনের যাদুকররা মুসলিম হওয়ার পর ফিরআওন তাদেরকে হত্যার হুমকি দিলে চরম বিপদের মুখে তাদের প্রার্থনাঃ

৭. ১২৫-১২৬: ... 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তনকারী'। ... 'ও আমাদের রব! আমাদের উপর এক ধৈর্য ঢেলে দিন; এবং আমাদেরকে মুসলিমে পূর্ণ করে দিন'।

(ইন্না ইলা রাব্বিনা মুনক্বালিবূউনা; ... রাব্বানা আফরিগ্ব আলাইনা সাবরান; ওয়া-তাওয়াফফানা মুসলিমীনা)

৩০. মুসা (সালামুন আলাইহি)-এর সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে যখন তারা তা বুঝতে পারল, তারপর ক্ষমা প্রার্থনাঃ

৭. ১৪৯. ... 'আমাদের রব আমাদেরকে যদি না রহমত করেন ও আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন, নিশ্চিত আমরা চরম ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হব'।

(লা-ইন লাম ইয়ারহামনা রাব্বুনা ওয়া ইয়াগ্বফির লানা- লানাকূনান্না মিনা আল'খাসিরূনা)

৩১. মুসা (সালামুন আলাইহি)-এর ভাই হারুনের (সালামুন আলাইহি)-এর দূ'আঃ

৭. ১৫১. ... 'ও আমার রব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করেন; এবং আমাদেরকে আপনার রহমতের মধ্যে দাখিল করেন; এবং আপনিই দয়াময়, পরম দয়ালু'।

(রাব্বি ইগ্ফির লী, ওয়া-লী আক্‌রী; ওয়া আদ্‌খিল'না ফী রাহমাত্বিকা- ওয়া আনতা আরহামূ আল'রা-হীমিনা)

৩২. মূসা (সালামুন আলাইহি)-এর সম্প্রদায়ের সত্তর পুরুষকে ভূমিকম্প আঘাত করলে মূসা (সালামুন আলাইহি)-এর প্রার্থনা। কোনো ভুলের জন্য আল্লাহর থেকে কোনো কিছুতে আঘাতপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে দু'আঃ

৭. ১৫৫-১৫৬: ... 'ও আমার রব! আপনি যদি ইচ্ছা করতেন, আপনি তাদেরকে এবং আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন আগে থেকেই। আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন তা দিয়ে- আমাদের থেকে সেই নির্বোধরা যা করেছে? তা আপনার পরীক্ষা ছাড়া নয়। আপনি এ দিয়ে বিভ্রান্ত করেন- যাকে আপনি ইচ্ছা করেন; এবং আপনি পথ দেখান- যাকে আপনি ইচ্ছা করেন। আপনিই আমাদের অভিভাবক। এরপর আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন ও আমাদেরকে দয়া করেন- যখন আপনিই কল্যাণকর পরম ক্ষমাশীল'। 'এবং আমাদের জন্য এই দুনিয়ার মধ্যে ও পরম আখিরাতের মধ্যে এক উত্তম লিখিত করেন। নিশ্চয়ই আমরা আপনারই দিকেই পথপ্রাপ্ত হয়েছি'।

(রাব্বি লা্ও শ্বি'তা আহলাকতাহুম মিন ক্বাবলূ ওয়া'ইলাইয়া বীমা ফা'আলা আল-ছুফাহা'য়ু, মিন্না ইন হিয়া ইল্লা ফিতনাতুকা তুদিল্লু হা মান তাশ্বাও আনতা ওয়্যালিউনা; ফা-ইগ্ফির লানা ওয়া'ইরহামু ওয়া'আনতা খাইরূ আল-গ্বাফিরীনা)

৩৩. মায়েদের গর্ভধারণের পর দু'আঃ

৭. ১৮৯: ... 'আপনি যদি আমাদেরকে এক সৎকর্মশীল দেন, নিশ্চিত আমরা সকল কৃতজ্ঞের মধ্যে হব'।

(লা' ইন আত্বাইতানা স্বালিহান, লানা'কুনান্না মিনা আল শ্বাকিরান)

৩৪. কেউ কুরআন থেকে উপদেশ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর মুখ ফিরিয়ে নিলে এই দু'আ পাঠ করতে হবে এবং নিজের সিদ্ধান্ত মতো কাজ নিজে করে যেতে হবে। আল্লাহ রাসুল (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এই দু'আ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন এবং রাসুল এই দু'আ পাঠ করেছেনঃ

৯. ১২৯: ... 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি; এবং তিনিই পরম আরশের রব- সর্বশ্রেষ্ঠ'।

(হাছবিয়া আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়া, আলাইহি তাওয়াককালতু- ওয়া হুয়া রাব্বু আল-আরশি, আল-আযীমি)

৩৫. আল্লাহর প্রশংসাসহ তার মাহাত্ম ঘোষণা করে বেহেশতে সৎকর্মশীলদের দু'আঃ

১০. ১০: ... 'ও আল্লাহ আপনি সুমহান'; 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের রব আল্লাহর জন্য'!

(সুবহানাকা আল্লাহুম্মা, ... আল-হামদু লিল্লাহি, ... রাব্বি আল-আলামীনা)

৩৬. মূসা (সালামুন আলাইহি)-এর সম্প্রদায়ের বিপদে-আপদে আল্লাহর উপরই নির্ভর করে দু'আ।

১০. ৮৫-৮৬: ... 'আমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করলাম'। 'ও আমাদের রব! আমাদেরকে এই জালিম সম্প্রদায়ের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা বানাবেন না'; 'এবং আপনি আপনার রহমত দিয়ে আমাদেরকে চরম অস্বীকারকারী এই সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করেন'।

('আলা আল্লাহি তাওক্কালনা; রাব্বানা লা তাজ'আলনা ফিতনাতান লিল-ক্বাওমি আল-য্বালিমীনা; ওয়া-নাজ্জিনা বিরাহমাতিকা মিনা আল-ক্বাওমি আল-কাফিরীনা)

৩৭. নৌকার চড়ার পর নুহ (সালামুন আলাইহি)-এর দু'আ, যে কোনো যানবাহনে চড়ার পর এই দু'আ পাঠ করলে আমরা আল্লাহর রহমত ও সাহায্য পেতে পারি- যাতে আমরা নিরাপদ থাকতে পারব- ইনশা আল্লাহঃ

১১. ৪১: ... আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি। আমার প্রতিপালক অবশ্যয় ক্ষমাশীল।

(বিসমি আল্লাহি মাযরাহা ওয়া-মূর'সাহা। ইন্না রাব্বি লা-গাফূরুন, রাহিমূন।)

৩৮. আল্লাহ পছন্দ করেন না, সে সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার ফলে তেমন কিছু আল্লাহর কাছে চাওয়ার পর ভুল বুঝতে পেরে নুহ (সালামুন আলাইহি)-এর দু'আঃ

১১. ৪৭: ... 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি আশ্রয় চাচ্ছি, যাতে না আমি আপনাকে ডাকি তার প্রতি- আমার জন্য যাতে জ্ঞান হয় নি; এবং আমার প্রতি আপনি ক্ষমা করবেন ও আমাকে রহমত করবেন ছাড়া আমি সকল ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে হব'।

(রাব্বি, ইন্নি আ'উযু বিকা আন আছআলাকা, মা লাইছা লী বিহি 'ইলমুন; ওয়া-ইল্লা তাগফির লী, ওয়া-তারহামনী আকুন মিনা আল-খাছিরীনা)

৩৯. আল্লাহর উপর শু'আব (সালামুন আলাইহি)-এর নির্ভরতা, এই দু'আ পাঠ করে আমরা আল্লাহর উপর নির্ভরতার ঘোষণা দিতে পারিঃ

১১. ৮৮: ... এবং আল্লাহর সাথে ছাড়া আমার কোন সক্ষমতাও নেই। তাঁরই উপর আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই কাছে আমি ফিরে যাব'।

(ওয়া-মা তাওফীক্বী ইল্লা বিল্লাহি, আলাইহি তাওয়াক্কালতু- ওয়া ইলাইহি উনীবু)

৪০. আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্তির শোকর করে ইউসুফ (সালামুন আলাইহি)-এর প্রার্থনাঃ

১২. ১০১: ... 'ও আমার রব! অবশ্যই আপনি আমাকে এই রাজ্য থেকে দিয়েছেন; এবং আমাকে সেই হাদিসের তাৎপর্য থেকে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনিই এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর স্রষ্টা। আপনিই এই দুনিয়ায় মধ্যে ও পরম

আখিরাতে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে এক মুসলিমে পূর্ণ করে দিন এবং আমাকে সকল সৎকর্মশীলের সাথে সংযুক্ত করে দিন'।

(রাব্বি ক্বাদ আত্বাইত্বানী মিনা আল'মুলক্বী; ওয়া আল্লামত্বানী ত্বাওইল্বী আল-আহা'দিথী; ফাতিরা আল-ছামাওয়াতি ওয়াল-আরদ্বি; আন্তা ওয়ালিয়্যি ফি আল-দুনিয়া ওয়াল-আখিরাতি- তাওয়াফফানী মুছলিমান; ওয়া আল-হিক্বনী বিল-স্বালিহীনা)

৪১. আল্লাহর নিয়ামত প্রাপ্তির শোকর করে পিতা-মাতা, সন্তান ও নিজের জন্য ক্ষমা চেয়ে ইবরাহিম (সালামুন আলাইহি)-এর প্রার্থনাঃ

১৪. ৩৮-৪১: 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি- আপনি জানেন যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি; এবং আল্লাহর সামনে এই পৃথিবীর মধ্যের ও এই আকাশমণ্ডলীর মধ্যের কিছু থেকেই গোপন থাকে না'।

'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি একজন এই বৃদ্ধ বয়সের সামনে আমার জন্য ইস্‌মাঈল ও ইস্‌হাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার রব সকল আহবানের নিশ্চিত শ্রোতা'।

'ও আমার রব! আমাকে ও আমার বংশধরদের থেকে 'পরম যোগাযোগে' দণ্ডায়নকারী বানান'। 'ও আমাদের রব! এবং আমার আহবান কবুল করেন'।

'ও আমাদের রব! যে দিন সকল হিসাব স্থাপন করা হবে, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি এবং সকল বিশ্বাসীর প্রতি ক্ষমা করবেন'।

(রাব্বানা ইন্নাকা ত্বা'লামূ মা নূ'খফি ওয়া-মা নু'লীনূ ওয়া-মা ইয়াখ্বফা আলা আল্লাহি মিন শাইয়িন ফী আল-আরদ্বী ওয়া-লা ফী আল-স্বামা-ই; আল-হামদু লিল্লাহি আল্লাজি ওয়াহাবা লী আলা আল-কীবারি ঈস'মাইলা ওয়া ইস'হাকা। ইন্না রাব্বি লা-সামিঊ আল'দূউআ; রাব্বি ইজ'আলনী মুক্বীমা আল-স্বালাতি ওয়ামিন যুররিইয়্যাতী, রাব্বানা- ওয়া-তাক্বাব্বাল দু'য়া'য়ি; রাব্বানা ইগ্‌ফিরলী ওয়া-লি-ওয়ালিদায়য়া ওয়ালিল-মু'অমিনীনা- ইয়াওমা ইয়াক্বুমু আল-হিছাব)

৪২. মাতা-পিতার প্রতি আল্লাহর আদেশ মতো ব্যবহার/আচরণ /কর্তব্য/কাজ (পূর্বের আয়াত ১৭.২৩ এ ওয়াবিল'ওয়ালিদ্বিয়ানী وَبِالْوَالِدَيْنِ) করার পর বা মাতা-পিতাকে স্মরণ করে দূ'আ। আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এই দু'আ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন এবং রাসুল এই দূ'আ পাঠ করেছেনঃ

১৭.২৪: ... 'ও আমার রব! তাদের প্রতি রহম করেন, যেভাবে তারা আমাকে শিশুকালে লালন-পালন করেছিলেন'।

(রাব্বি ইরহামহুমা কামা রাব্বায়ানী স্বাগ্বীরান)

৪৩. সালাতের পর দূ'আ। আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এই দু'আ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন এবং রাসুল এই দূ'আ পাঠ করেছেনঃ

১৭. ৮০-৮১: ... 'ও আমার রব! আমাকে সত্যবাদীতার এক প্রবেশ দ্বারে প্রবেশ করান; এবং আমাকে সত্যবাদীতার এক বহির্দ্বারে বের করেন; এবং আমার জন্য আপনার থেকে এক সাহায্যকারীর কর্তৃত্ব বানান'। 'পরম সত্য এসেছে; এবং চরম মিথ্যা কথন ধ্বংস হয়েছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা কথন এক ধ্বংসই'।

(রাব্বি আদখিলনী মুদখালা স্বিদক্বিন, ওয়া-আখরিজনী মুখরাজা স্বিদক্বিন; ওয়া-ইজ'য়াল লী মিন লাদুনকা ছুলত্বানান নাস্বীরান, ... জ্বা আল'হাক্ব ওয়া'জাহাকা আল'বাত্বিলূ, আন্না আল'বাত্বিলূ কানা জ্বাহূক্বান)

৪৪. সিজদায় দূ'আঃ

১৭. ১০৮: ... 'সুমহান আমাদের রব! নিশ্চয়ই আমাদের রবের ওয়াদাগুলো নিশ্চিত এক কার্যকরী'।

(ছুবহানা রাব্বিনা, ইন কানা ওয়া'অদু রাব্বিনা লা-মাফ'য়ূলান)

৪৫. আল্লাহর একত্ববাদ ও সত্য পথ সম্পর্কে নিজ সম্প্রদায়ের সাথে মতভেদ হওয়ার পর গুহায় আশ্রয়গ্রহণের আগে যুবকদের পথ প্রার্থনাঃ

১৮. ১০: ... 'ও আমাদের রব! আপনার কাছ থেকে আমাদের বিষয়ে আমাদেরকে এক রহমত দেন; এবং আমাদের জন্য এক সঠিক পথের ব্যবস্থা করে দেন'।

(রাব্বানা আতিনা মিন লাদুনকা রাহমাতান; ওয়া-হাইয়্যি'অ লানা মিন আমরিনা রাশাদান)

৪৬. ধনী বন্ধু তার এক বিশ্বাসী বন্ধুকে হীনগ্রস্থ মনে করে অহংকার করার পর বিশ্বাসী বন্ধুর আল্লাহর একাত্ববাদ ঘোষণা করে দু'আঃ

১৮.৩৮-৩৯: ... 'কিন্তু তিনিই আল্লাহ- আমার রব; এবং আমি আমার রবের সাথে একজনকেও শরীক করি না'। ... 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন- আল্লাহকেসহ ছাড়া কোনো শক্তি নেই'?

(লাকিন্না হুয়া আল্লাহ- রাব্বি; ওয়া-লা 'উশরিকু বিরাব্বি ... মা শা'য়া আল্লাহু; লা ক্বুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি)

৪৭. সন্তান কামনায় নবী জাকারিয়া (সালামুন আলাইহি)-এর প্রার্থনাঃ

১৯.৪: ... 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি- আমার থেকে সকল হাড়-গোড় দুর্বল হয়েছে; এবং এই মাথা এক সাদায় ধবধবে হয়েছে'; এবং 'ও আমার রব! আমি আপনার প্রতি ডেকে কখনই এক দুর্দশাগ্রস্ত হই নি'; 'এবং আমার স্ত্রী যখন এক বন্ধ্যা হয়েছে, নিশ্চয়ই আমি- আমি আমার পিছনের থেকে সেই উত্তরসূরীদের ভয় করি। এরপর আমার জন্য আপনার কাছ থেকে এক উত্তরসূরী দান করেন'।

(রাব্বি ইন্নি ওয়াহানা আল'আজমূ মিন্নি, ওয়া-ইশতা'য়ালা আল'রাশু শাইবান, ওয়ালাম আকূন বি-দু'য়া'য়িকা রাব্বি ... শ্বাক্বিয়ান ...ওয়া ইন্নি কিফতু আল-মাওয়ালীয়্যা মিন ওয়ারায়ী, ওয়াক্বানাতি ইমরাত্বাই আ-ক্বীরান ফাহাব লী মিন লাদুনক্বা ওয়ালীয়্যান)

৪৮. ফেরেশতা যখন মারিয়মের সামনে মনুষ্য আকৃতি নিল তখন নিজ সতীত্ব রক্ষায় মারিয়মের দূ'আঃ

১৯. ১৮: ... 'নিশ্চয়ই আমি- আমি তোমার থেকে পরম দয়াময়ের প্রতি আশ্রয় নিচ্ছি- যদি তুমি হও এক সাবধানী'।

(ইন্নী আ'য়ূযু বিল-রাহমানি মিনকা- ইন কূনতা তাক্বিয়্যান)।

৪৯. মুসা (সালামুন আলাইহি)-এর দূ'আ, আল্লাহ এই প্রার্থনা কবুল করেনঃ

২০. ২৫-২৮: ... 'ও আমার রব! আমার জন্য আমার বুক প্রশস্ত করে দেন'।

'এবং আমার জন্য আমার বিষয় সহজ করে দেন'; এবং আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দেন'। 'তারা আমার কথা বুঝতে পারবে'।

(রাব্বি ইশরাহ লি সাদরি; ওয়া-ইয়াছছির লি আমরি; ওয়া-উহলুল উক্বদাতান মিন লিছানী- ইয়াফক্বাহূ ক্বাউলি)

৫০. যারা রাতে তাদের রবের প্রতি দাঁড়ায় ও সিজদা করে এবং আল্লাহ নির্দেশিত সৎকাজ করে তারা বেহেশতবাসী। তারা এই দূ'আ পাঠ করেঃ

২৫. ৬৫-৬৬: 'ও আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি সরিয়ে দেন। নিশ্চয়ই এর শাস্তি এক অপূরণীয় ক্ষতি'। 'নিশ্চয়ই এ মন্দ এক বাসস্থান ও বিশ্রামের স্থান'।

(রাব্বানা ইস'রীফ আন্না আজাবা জাহান্নামা। ইন্না আজাবাহা ক্বানা গ্বারা'মান। ইন্নাহা সা'আত মুসতাক্বাররান ওয়া-মুক্বা'মান)

৫১. যারা রাতে তাদের রবের প্রতি দাঁড়ায় ও সিজদা করে ও আল্লাহ নির্দেশিত সৎকাজ করে তারা এবং এই দূ'আ পাঠ করে- তারা বেহেশতবাসী এবং তারা দুনিয়াতেরও তাদের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি নিয়ে সম্মানজনক জীবন যাপন করেঃ

২৫. ৭৪: 'ও আমাদের রব! আমাদের প্রতি আমাদের যুগল ও সন্তান-সন্ততি থেকে আমাদের চোখের প্রশান্তি দান করেন; এবং আমাদেরকে সকল সাবধানীর জন্য এক নেতা বানান'।

(রাব্বানা হাব লা'না মিন আজ্বওয়া'জিনা ওয়া-জুররিয়্যাতিনা ক্বুররাতা আ'ইউমিন, ওয়া-ইজ'আলনা লিল'মুত্তাকীনা ইমা'মান)

৫২. আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এই দূ'আ পাঠের আদেশ দেন এবং তিনি তা পাঠ করেছেনঃ

২০. ১১৪: ... 'ও আমার রব, আমাকে এক জ্ঞান বাড়িয়ে দেন '

(রাব্বি জ্বিদনী 'ইলমান)

৫৩. নবী আইউব (সালামুন আলাইহি)-এর দূ'আ; তিনি যখন চরম দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে আল্লাহকে ডেকেছিলেন, এরপর আল্লাহ তার প্রতি সাড়া দিলেন; এবং তিনি তার প্রতি যা দুর্দশা ছিল, তা সরিয়ে দিলেন; এবং তাকে তার পরিবার পরিজন দিলেনঃ

২১. ৮৩: ... 'নিশ্চয়ই আমি- আমাকে চরম দুর্দশা ছুঁয়েছে; এবং আপনি দয়াময়, পরম দয়ালু'!

(আন্নি মাস্সানিয়্যা আল-দূরূ; ওয়া আনতা আরহামূ আল-রা'হিমিনা)

৫৪. আল্লাহর আদেশ অমান্য করে বিপদে পড়ার পর (মাছ তাকে গিলে ফেলল) আল্লাহর মাহাত্ম ঘোষণা করে নবী ইউনূস (সালামুন আলাইহি)-এর দূ'আ। এই দূ'আ পাঠ করার পর আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

২১. ৮৭: ... 'নেই ইলাহ আপনি ছাড়া! আপনিই সুমহান! নিশ্চয়ই আমি- আমি সকল জালিমের মধ্যে হয়েছি'।

(লা ইলাহা ইল্লা আনতা ছুবহানাকা; ইন্নি কুনতু মিনা আল-য়্বালিমীনা)

৫৫. নবী জাকারিয়া সন্তান চেয়ে যে দূ'আ পাঠ করলেন, এরপর আল্লাহ তার প্রতি সাড়া দিলেন; তিনি তার জন্য তার স্ত্রীকে যোগ্য করলেন এবং তিনি তার জন্য ইয়াহ্ইয়াকে দিলেনঃ

২১. ৮৯: ... 'ও আমার রব! আপনিই যখন সকল উত্তরাধিকারিতে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে এক একাকী ছেড়ে রাখবেন না'।

(রাব্বি লা তাজারনি ফারদান; ওয়া আনতা খাইরু আল-ওয়া'রিস্বিনা)

৫৬. নূহ (সালামুন আলাইহি) সেই নৌকার উপর আসীন হলে, আল্লাহ তাকে এই দূ'আ পাঠ করার আদেশ দেন এবং তিনি তা পাঠ করেন।

২৩. ২৮- ২৯: ... 'সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। তিনি একজন আমাদেরকে এই চরম জালিম সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রক্ষা করেছেন'। 'ও আমার রব! আপনিই যখন পরম শ্রেষ্ঠ নাজিলকারী, আমাকে এক কল্যাণকর অবতরণস্থলে নামিয়ে দেন।

'আল-হামদু লিল্লাহি, আল্লাযী নাজজানা মিনা আল-ক্বাওমি আল-য়্বালিমীনা, ... রাব্বি আনজ্বিলনী মুনজ্বালান মুবারাকান ওয়া-আনতা খায়রু আল-মুনজ্বিলীনা'

৫৭. আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এই দূ'আ পাঠের আদেশ দেন এবং তিনি তা পাঠ করেছেনঃ

২৩. ৯৩- ৯৪: ... 'ও আমার রব! তাদেরকে যা ওয়াদা করা হয়েছে, আপনি যদি আমাকে তা দেখানে চান', 'ও আমার রব! এরপরও আপনি আমাকে চরম জালিম সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে বানাবেন না'।

(রাব্বি ইম্মা তুরিয়াননী মা ইউআদূনা, রাব্বি ফা'লা তাজ্বা'লনী ফি আল ক্বাউমী আল-যালিমীনা)

৫৮. শয়তান থেকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য আল্লাহ্ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এই দূ'আ পাঠের আদেশ দেন এবং তিনি তা পাঠ করেছেনঃ

২৩. ৯৭-৯৮: ... 'ও আমার রব! আমি সেই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আপনার প্রতি আশ্রয় চাই'- এবং 'ও আমার রব! আমি আপনার প্রতি আশ্রয় চাই, যেন না তারা আমার কাছে উপস্থিত হয়'।

(রাব্বি, আ'য়ূযু বিকা মিন হামাজ্বাতি আল-শায়াত্বীনি; ওয়া আ'য়ূযু বিকা রাব্বি আন ইয়াহদ্বুরূনি)

৫৯. আল্লাহ জানিয়েছেন যারা পৃথিবীতে এই দূ'আ পাঠ করতেন তারাই বেহেশতেবাসীঃ

২৩. ১০৯: ... 'ও আমাদের রব! আমরা বিশ্বাস করি, এরপর আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন; এবং আমাদেরকে দয়া করেন। আপনিই কল্যাণকর পরম দয়ালু'।

(রাব্বানা আমাননা, ফা-ইগ্বফির লানা ওয়া-ইরহামনা- ওয়া-আনতা খায়রু আল-রাহিমীনা)

৬০. আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এই এই দূ'আ পাঠের আদেশ দেন এবং তিনি তা পাঠ করেছেনঃ

২৩. ১১৮: ... 'ও আমার রব, ক্ষমা করেন ও দয়া করেন; এবং আপনিই কল্যাণকর পরম দয়ালু।

(রাব্বি ইগ্ব'ফির ওয়া-ইরহাম ওয়া-আনতা খায়রু আল-রাহিমীনা)

৬১. যখন কেউ কারো সম্পর্কে সত্য জ্ঞান ছাড়া বা সত্যতা যাচাই ভিন্নই কারো সম্পর্কে মন্দ কথা বলে তা শোনার পর প্রকৃত বিশ্বাসীরা এই দূআ পাঠ করবেঃ

২৪. ১৬: ... 'আমরা এর প্রতি যে কথা বলছি, আমাদের জন্য এ হতে পারে না। সুমহান আপনি! এ গুরুতর অপবাদ'!

(মা ইয়াকূনূ লানা আন লাতাকাল্লামা বিহাজ্বা- সুবহানাক্বা; হাজ্বা বূহ'তানূন আযিমুন)

৬২. আল্লাহ সম্পর্কে ইবরাহিম (সালামুন আলাইহি)-এর ঘোষণা এবং তাঁর সাহায্য চেয়ে প্রার্থনাঃ

২৬. ৭৮-৮৫: 'তিনিই একজন আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন'; 'এবং তিনি একজন- যিনি আমাকে খাদ্য দেন ও আমাকে পানীয় দেন'; 'এবং আমি যখন রোগাক্রান্ত হই, এরপর তিনিই আমাকে সুস্থ করেন'; 'এবং তিনি একজন আমার মৃত্যু ঘটাবেন। তারপর তিনিই আমার জীবন দেবেন'; 'এবং আমি আশা করি যে, তিনি একজন- তিনি পরম বিচারের দিনে আমার প্রতি আমার পাপ ক্ষমা করবেন'। 'ও আমার রব! আমাকে এক বিচক্ষণতা দান করেন; এবং আমাকে সকল সৎকর্মশীলের সাথে যুক্ত করেন'; 'এবং আমার

জন্য সকল পরবর্তীদের মধ্যে সত্যবাদিতার এক ভাষা বানিয়ে দেন'; 'এবং আমাকে পরম নিয়ামতের বাগানগুলোর উত্তরাধিকারীদের থেকে বানিয়ে দেন'।

(আল্লাজি খালাক্বনা- ফা'হুয়া ইয়াহদীনি; ওয়া'আল্লাজি ইউত্ব'য়িমুনী ওয়া'ইয়াসক্বীনি; ওয়া ইজ্বহা মারিদ্ব'তু- ফা'হুয়া ইয়াশফীনি; ওয়া'আল্লাজি ইউত্ব'য়িমুনী সুম্মা ইউহ'ইনী; ওয়া আল্লাজি আত্বমা-উ আন ইয়াগ্বফিরা লি খাত্বীআতী ইয়াওমা আল-দ্বীনি; রাব্বি হাব লী হুকমান, ওয়া-আলহিক্বনী বিল-স্বালিহীনা, ওয়া-ইজ'য়াল লী লিছানা স্বিদক্বিন ফি আল-আখিরীনা; ওয়া-ইজ'য়ালনী মিন ওয়ারাসাতি জান্নাতি আল-না'য়ীমি)

৬৩. আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দাউদ ও সূলায়মান (সালামুন আলা'মুরসালিনা)-এর দূ'আঃ

২৭. ১৫: ... 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যিনি একজন আমাদেরকে তাঁর পরম বিশ্বাসী দাসদের থেকে অনেকের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন'।

(আল'হামদু লিল্লাহি- আল্লাজি ফাদ্বালনা আলা কাছিরীন মিন ইবাদিহী আল'মুমিনূনা)

৬৪. পিঁপড়াসহ সকল পশুপাখির ভাষা জানার জন্য শুকরিযা ও ক্ষমতাধর রাজ্য প্রদানের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নবী সূলায়মান (সালামুন আলাইহি)-এর দূ'আঃ

২৭. ১৯: ... 'ও আমার রব! আমাকে ক্ষমতা দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, তার যা আপনি আমার উপর ও আমার পিতামাতার উপর নিয়ামত করেছেন; এবং যাতে আমি এক সৎকাজ করতে পারি, যা আপনাকে সন্তুষ্ট করে; এবং আমাকে আপনার নিয়ামতসহ আপনার পরম সৎকর্মশীল দাসদের মধ্যে প্রবেশ করান'।

(রাব্বি আওজ্বি'অনী আন আশকুরা নি'অমাতাকা, আল্লাতী আন'য়ামতা 'আলায়য়া ওয়া-'আলা ওয়ালিদায়য়া, ওয়া-আন আ'অমালা স্বালিহান; তারদ্বাহু ওয়া-আদখিলনী বি-রাহমাতিকা ফী 'ইবাদিকা আল-স্বালিহীনা)

৬৫. আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এই দূ'আ পাঠের আদেশ দেন এবং তিনি তা পাঠ করেছেনঃ

২৭. ৫৯: ... 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য; এবং তিনি যাদেরকে মনোনীত করেছেন তাঁর সেই দাসদের উপর শান্তি'!

(আল-হামদু লিল্লাহি ওয়া-ছালামুন 'আলা 'ইবাদিহি আল্লাযীনা ইস্বত্বাফা)

৬৬. মুসা (সালামুন আলাইহি) এক ব্যক্তিকে হত্যা করার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনায় যে দূ'আ করেনঃ

২৮. ১৬-১৭: ... 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি- আমি আমার নিজেকে জুলুম করেছি, এরপর আমার প্রতি ক্ষমা করেন'। 'ও আমার রব! আপনি যাসহ আমার

উপর নিয়ামত করেছেন, এরপর আমি কখনই এই অপরাধীদের জন্য এক সাহায্যকারী হব না'।

(রাব্বি ইন্নী স্বালামতু নাফছী, ফা-ইগ্বফির লী; রাব্বি বিমা আন'য়ামতা 'আলায়য়া, ফা-লান আকূনা স্বাহীরান লিল-মুজরিমীনা)

৬৭. ফিরআউন মুসা (সালামুন আলাইহি)-এর বিরুদ্ধে হত্যার আদেশ প্রদান করার পর তিনি যখন শহর ত্যাগ করেন তখন যে দূ'আ করেনঃ

২৮. ২১-২২: 'ও আমার রব! আমাকে চরম জালিম এই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে রক্ষা করেন'। 'আমি আশা করি, আমার রব আমাকে পথ দেখাবেন তাতে- সরল-সমান সেই পথে'।

(রাব্বি নাজ্জিনী মিনা আল-ক্বাওমি আল-স্বালিমীনা। 'আছা, রাব্বি আন ইয়াহদিয়ানী ছাওয়াআ আল-ছাবীলা')

৬৮. মুসা (সালামুন আলাইহি)-এর বিরুদ্ধে ফিরআউন হত্যার আদেশ প্রদান করার পর তিনি শহর ত্যাগ করে ভিন্ন শহরে নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার পর যে দূ'আ করেনঃ

২৮. ২৪: ... 'ও আমার রব! নিশ্চয়ই আমি- আপনি আমার জন্য আমার কাছে কল্যাণকর থেকে যা নাজিল করবেন- আমি তার কাঙ্গাল'।

(রাব্বি ইন্নী লিমা আনজ্বালতা ইলায়য়া মিন খায়রিন- ফাক্বীরুন)

৬৯. রাসুলের মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-এর অনুসারী বিশ্বাসীদের সামনে যখন কুরআন পাঠ করা হয়, সে পাঠ শোনা শেষ হওয়ার পরে দূ'আঃ

২৮ ৫৩: 'আমরা এতে বিশ্বাস করি। নিশ্চয়ই 'এ' আমাদের রবের থেকে পরম সত্য। নিশ্চয়ই আমরা- আমরা এর আগে থেকেই মুসলিম ছিলাম'।

(আমান্না বিহী ইন্নাহু আল-হাক্বক্ব মিন রাব্বিনা, ইন্না কূন্না মিন ক্বাবলিহী মুছলিমীনা)

৭০. মানুষের অসার কথাবার্তা শোনা থেকে বিশ্বাসীরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যে আবিশ্যিক দূ'আ পাঠ করবেনঃ

২৮. ৫৫: ... 'আমাদের জন্য আমাদের আমল এবং তোমাদের জন্য তোমাদের আমল। তোমাদের উপর শান্তি। আমরা চরম অজ্ঞদের চাই না'।

(লানা আমালূনা, ওয়া'লাকুম আমালূকুম; সালামুন আলাইকুম; লা নাবতাগ্বী আল-জাহিলীনা)

৭১. আল্লাহর পথে যাত্রার পর ইবরাহিম (সালামুন আলাইহি)-এর প্রার্থনাঃ

৩৭. ৯৯-১০০: ... 'নিশ্চয়ই আমি আমার রবের দিকেই যাচ্ছি। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন'।

'ও আমার রব! আমাকে পরম সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে দান করেন'।

(ইন্নী যাহিবুন ইলা রাব্বি ছা-ইয়াহদীনি; রাব্বি হাব লী মিনা আল-স্বালিহীনা)

৭২. সোলায়মান (সালামুন আলাইহি)-এর ক্ষমা প্রার্থনা ও রাজ্য প্রার্থনায় দূ'আঃ

৩৮. ৩৫. ... 'ও আমার রব! আমাকে ক্ষমা করেন; এবং আমাকে এক রাজ্য দেন, যা আমার পরবর্তী থেকে একজনের জন্যও চাওয়া হবে না। নিশ্চয়ই আপনি পরম দাতা'।

(রাব্বি ইগ্বফির লী; ওয়া হাব লী মুলক্বান লা ইয়াবাগ্বী লী-আহদিন মিন বা-দ্বী; ইন্নাকা আনত্বা আর-ওয়াহাবু)

৭৩. শয়তান থেকে আশ্রয় চেয়ে নবী আইউবের দূ'আ

৩৮.৪১: ... 'এই যে আমি, সেই শয়তান আমাকে ক্লান্তি ও এক শাস্তিসহ স্পর্শ করছে'।

(আন্নি মাসাসানিয়্যা আল-শাইয়াত্বানু বী-নূসবিন ওয়া আজ্বাবীন)

৭৪. আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এই দূ'আ পাঠের আদেশ দেন এবং তিনি তা পাঠ করেছেনঃ

৩৯. ১১-১৪: ... 'নিশ্চয়ই আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন এক আন্তরিকতায় আল্লাহর দাসত্ব করি। তাঁরই জন্যই এই দ্বীন'।

'এবং আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি যেন এই মুসলিমদের মধ্যে প্রথম হই'।

'যদি আমি আমার রবকে অমান্য করি, আমি নিশ্চয়ই এক দিনের কঠিন এক শাস্তির ভয় করি'।

'আমি আল্লাহর দাসত্ব করি এক আন্তরিকতায়। তাঁর জন্যই আমার দ্বীন'।

(ইন্নি উমির'তু আন আ'অবুদা আল্লাহ- মুখলিস্বান লাহু আল'দ্বীনা; ওয়া উমির'তু লি'আন আকূনা আওলা আল-মুছলিমীনা; ইন্নি আখাফু ইন আস্বায়তু রাব্বি আযাবা ইয়াওমিন আযিমিন; ... আল্লাহ আ'বুদু মুখলিস্বান লাহু দ্বীনি)

৭৫. কারো সাথে মতবিরোধ হলে আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এই দূ'আ পাঠের আদেশ দেন এবং তিনি তা পাঠ করেছেনঃ

৩৯. ৪৬. ... 'ও আল্লাহ! আপনি এই আকাশমণ্ডলী ও এই পৃথিবীর স্রষ্টা! আপনি সকল অদৃশ্য ও সকল প্রকাশ্য জ্ঞাত! আপনি আপনার দাসদের মাঝে সে সম্পর্কে হুকুম দিয়ে দেন- তারা যে সম্পর্কে মতবিরোধকরণে ছিল'।

(আল্লাহুমা ফাত্বিরা আল'সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি; আলিমা আল'গ্বায়েবি ওয়াল শাহাদাতি; আনতা তাহকুমু বায়না ইবাদিকা ফী মা কানূ ফীহি ইয়াখ্বতালিফূনা)

৭৬. যারা আল্লাহর আরশ ধারণ করে আছে তারা যে দূ'আ পাঠ করতে থাকেনঃ

৪০. ৭-৯: ... 'ও আমাদের রব! আপনি এক রহমতে ও এক জ্ঞানে সকল কিছুই ঘিরে রেখেছেন। এরপর যারা তওবা করে ও আপনার পথ অনুসরণ করে, তাদের প্রতি ক্ষমা করেন; এবং তাদেরকে পরম জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেন।

'ও আমাদের রব! আপনি তাদেরকে; এবং তাদের পিতা-মাতা ও তাদের পতি-পত্নী এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের থেকে যারা সৎকর্মশীল হয়, তাদেরকেও স্থায়ী

বাগানে প্রবেশ করাবেন। আপনি তাদেরকে তার ওয়াদাও করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ'।

'এবং আপনি তাদেরকে সকল মন্দে রক্ষা করেন; এবং সেই দিন আপনি যাকে সকল মন্দে রক্ষা করবেন, এরপর আপনি অবশ্যই তাকে রহমত করলেন; এবং সেই-ই তা পরম শ্রেষ্ঠ পরম সাফল্য'।

(রাব্বানা ওয়াছি'অতা কুল্লা শাইয়িন রাহমাতান ওয়া-'ইলমান, ফা-ইগ্ফির লিল্লাযীনা তাবূ ওয়া-ইত্তাবা'য়ূ ছাবীলাকা ওয়া-ক্বিহিম 'আযাবা আল-জাহিমি; রাব্বানা ওয়া-আদখিলহুম জাননাতি 'আদনিন, আল্লাতী ওয়া-আদতাহুম ওয়া-মান স্বালাহা মিন 'আবা'য়িহিম ওয়া-আজ্বওয়াজিহিম ওয়া-যুররিয়য়াতহিম; ইন্নাকা আনতা আল-'আজ্বীজ্বু, আল-হাকীমু; ওয়া-ক্বিহিমু আল-ছায়য়িআতি ওয়া-মান তাক্বি আল-ছায়য়িআতি ইয়াওমায়িযিন, ফাক্বাদ রাহিমাতহু; ওয়া-যালিকা; হুয়া আল-ফাওজ্বু আল-'আযীমু)

৭৭. এই দূ'আ পাঠ করে যারা আল্লাহর প্রতি অবিচলিত থাকে তাদের সামনে ফেরেশতারা নাজিল হয় এবং এই ফেরেশেতারা অভয় দেয় যে তারা এই দূ'আ পাঠকারীদের সাথে থাকবেঃ

৪১. ৩০: ... 'আমাদের রব আল্লাহ'

(রাব্বুনা আল্লাহু)

৭৮. উট, নৌকা বা যে কোনো যানবাহনে চড়ার পর আল্লাহর এই নিয়ামত স্মরণে এই দূআ পাঠ করার জন্য আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান) ও বিশ্বাসীদেরকে আদেশ দিয়েছেন এবং তারা তা পাঠ করেছেনঃ

৪৩.১৩-১৪: ... 'সুমহান তিনি! আমরা যখন এর প্রতি সক্ষম হতে পারতাম না- তিনিই তখন আমাদের জন্য এ অধীন করে দিয়েছেন'।

'এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের দিকে নিশ্চিত প্রত্যাবর্তনকারী'।

(সুব'হানা- আল্লাজি স্বাখারা লানা হাজ্বা ওয়া-মা কূন্না লাহু মুক্বরীনিনা; ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লা মুনক্বালিবুউনা)

৭৯. কেউ মুসলিম ও বিশ্বাসী পরিবারের সন্তান হলে বা মুসলিম হতে চাইলে মুসলিম হওয়ার জন্য ও আল্লাহর পথে সয়ংসম্পূর্ণভাবে নিজের যাত্রার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। সেই সাথে নিজেকে ও সন্তানদের সংশোধন করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা। বয়স ৪০ বছর পূর্তি হওয়ার পর এই দূ'আ পাঠ সকলের জন্য আবিশ্যিকঃ

৪৬. ১৫: ... 'ও আমার রব! আমাকে ক্ষমতা দেন, আমি যাতে আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি- আপনি আমার ও আমার মা-বাবার উপর সেই যা নিয়ামত করেছেন; এবং আমি যাতে এক সৎকাজ করতে পারি- আপনাকে যা সন্তুষ্ট করে; এবং আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সংশোধন করে দিন। নিশ্চয়ই আমি আপনার দিকেই ফিরেছি; এবং নিশ্চয়ই আমি সকল মুসলিমের মধ্যে'।

(রাব্বি আওজি'নি, আন আ'শুকরা নিয়ামাতাকা আল্লাতি আন'আমতা আলাইয়া, ওয়া'আলা ওয়ালিদাইয়্যা, ওয়া'আন আ'মালা স্বালিহান, তারদ্বাহু; ওয়া'আস্বলিহ লি ফী জুররিয়্যাতি; ইন্নি তুব'তু ইলাইকা; ওয়া'ইন্নি মিনা আল'মুসলিমীনা) ... * ৪০ বছর বয়সে প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবিশ্যিক প্রার্থনা-পূর্ণ আয়াত দেখুন।

৮০. আল্লাহর মাহাত্ম এবং তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর নামসমূহ। আল্লাহ তাঁর প্রশংসাসহ তাঁর নামের মাহাত্ম ঘোষণা করার জন্য বারবার তাগাদা দিয়েছেন এই নামগুলো স্মরণ ও পাঠ যে কোনো বিশ্বাসীর জন্য খুবই প্রয়োজনীয়ঃ

৫৯. ২২-২৪: 'তিনিই আল্লাহ। তিনি একজন। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। জ্ঞাত- সকল অদৃশ্য ও সকল প্রকাশ্য। তিনি পরম দয়াময়, পরম দয়ালু।

তিনিই আল্লাহ। তিনি একজন। নেই ইলাহ তিনি ছাড়া। পরম অধিপতি, পরম পবিত্র, পরম শান্তিদাতা, পরম আমানত রক্ষাকারী, পরম নিরাপত্তাদানকারী, পরম ক্ষমতাশালী, পরম প্রবল, পরম বিশালত্ব। আল্লাহ তার থেকে সুমহান, তারা যাকে শরীক করে।

তিনিই আল্লাহ- পরম সৃজনকর্তা, পরম উদ্ভাবক, পরম আকৃতি দাতা। তারই জন্য পরম সৌন্দর্যের সকল নাম; তাঁরই প্রতি তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা করে থাকে- যা এই আকাশমণ্ডলী মধ্যে ও যা এই পৃথিবীর মধ্যে; এবং তিনি পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ।

(হুয়া আল্লাহু, আল্লাজি- লা ইলাহ ইল্লা হুয়া। আলিমূ আল'গ্বয়েবি ওয়াল'শাহদাতি; হূয়া আল'রাহমানু, আল'রাহিইমু। হুয়া আল্লাহু, আল্লাজি- লা ইলাহ ইল্লা হুয়া- আল'মালিকু, আল'কুদ্দুসু, আল'সালামু, আল'মুমিনু, আল'মুহাইমিনু, আল'আজিইজু, আল'জব্বারু, আল'মুতাকাব্বিরু। সুবানাক্বা আল্লাহি আম্মা ইউশরিকূনা- হুয়া আল্লাহু আল'খালিকু আল'বারিউ, আল'মুসাবিরু; লাহু আল'আসমাউ- আল'হুসনা। ইউসাব্বিহু লাহু মা ফী আল'সামাওয়াতি ওয়াল'আরদ্বি। ওয়া হুয়া আল'আজিইজু, আল'হাক্বীমু)

৮১. পিতাসহ অস্বীকারকারী-মূর্তিপূজক সম্প্রদায়ের সাথে ইবরাহিম (সালামুন আলাইহি) সম্পর্ক ছিন্ন করার পর তার প্রার্থনা। আল্লাহ জানিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাদের মধ্যে এক উত্তম আদর্শ রয়েছেঃ

৬০. ৪-৫: ... 'ও আমারদের রব! আপনার উপরই আমরা নির্ভর করি; এবং আপনার দিকেই আমরা ফিরেছি; এবং আপনার কাছেই চূড়ান্ত গন্তব্য'।

'ও আমাদের রব! যারা অস্বীকার করে- আমাদেরকে তাদের জন্য এক পরীক্ষা বানাবেন না; এবং আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন'। 'ও আমাদের রব! নিশ্চয়ই আপনি- আপনিই পরম ক্ষমতাশালী, পরম বিচক্ষণ'।

(রাব্বানা আলাইকা তাওক্কালনা, ওয়া'আলাইকা আনাব না, ওয়া'ইলাইকা আল'মাশিরু; (রাব্বানা লা' তাজাআলনা ফিতনাতান লিল্লাজিনা কাফারু, ওয়া'ইগফির লানা; রাব্বানা ইন্নাকা আনতা আল'আজিইজু, আল'হাক্বীমু)

৮২. কিয়ামতের দিন আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান) এবং তার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে- তাদের হাতের মাঝে ও তাদের ডানের দিকে তাদের জ্যোতি দৌড়াবে। তারা বলবেনঃ

৬৬. ৮: ... 'ও আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ করে দিন; এবং আমাদের প্রতি ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই আপনি সকল কিছুর উপর সিদ্ধান্তদাতা'।

(রাব্বানা আতমিন লানা নুরানা, ওয়া'ইগ্ফির লানা; ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদিরিন)

৮৩. নুহ (সালামুন আলাইহি)-এর প্রার্থনাঃ

৭১. ২৮: ... 'ও আমার রব! আমার ও আমার পিতামাতার প্রতি ক্ষমা করেন; এবং তাদের প্রতিও, যারা আমার গৃহে প্রবেশ করে- এক বিশ্বাসী; এবং সকল বিশ্বাসী পুরুষ ও সকল বিশ্বাসী নারীর প্রতিও; এবং এই সকল জালিমকে এক ধ্বংসযজ্ঞ ছাড়া বাড়াবেন না'।

(রাব্বি ইগ্ফির লি, ওয়া'লিওয়ালিদায়্যিয়া ওয়া'লিমান দ্বাখালা বায়তিয়া মুমিনান; ওয়া'লিলমুমিনিনা, ওয়াল'মুমিনাতি, ওয়া'লা তাজিদি আল'জালিমিনা ইল্লা তাবারান)

৮৪. সূরা ইখ্লাসে আল্লাহ রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে প্রার্থনা ও তাঁর একাত্ববাদ ঘোষণায় এ সূরা পাঠের আদেশ দেন এবং তিনি তা পাঠ করেছেনঃ

১১২. সূরা ইখ্লাস

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

'তিনিই আল্লাহ- একমাত্র'।

'আল্লাহই পরম চিরন্তন'।

'তিনি কখনই জন্ম দেন না; এবং তাঁকেও কখনই জন্ম দেওয়া হয় নি'।

'এবং তাঁর জন্য কখনই এক সমতুল্য হতে পারে না। তিনি একমাত্র'।

(হুয়া আল্লাহু আহাদূন, আল্লাহু আল'সামাদূ, লাম ইয়ালিদ, ওয়'লাম ইউলিদ, ওয়া'লাম ইয়াকুন লাহু কুফুয়ান-আহাদূন)

৮৫. সূরা ফালাক-এ আল্লাহ মানুষসহ তাঁর সকল সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রবের আশ্রয় প্রার্থনার জন্য রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এ সূরা পাঠের আদেশ দেন এবং তিনি তা পাঠ করেছেনঃ

১১৩. সূরা ফালাক

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

'আমি এই ভোরের আলোর রবের প্রতি আশ্রয় চাই'।

'তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ থেকে'।

'এবং অন্ধকারত্বের মন্দ থেকে- যখন এ ছড়িয়ে পড়ে'।

'এবং সেই গেরোর মধ্যের সকল ফুঁ'দাতার মন্দ থেকে'।

'এবং সকল হিংসুকের মন্দ থেকে- যখন সে হিংসা করে'।

(আউজু বিরাব্বি আল'ফালাক্বি, মিন শাররি মা খালাক্বা, ওয়া মিন শাররি গ্বাসিকিন ইজ্বা ওয়াকাবা, ওয়া মিন শাররি আল'নাফাসাতি আল'উকাদ্বি, ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইজা হাসাদা)

৮৬. সূরা নাস-এ আল্লাহ মানুষ, জ্বিনসহ- মানুষের নিজের মনের কুমন্ত্রনা থেকে নিজ হৃদয়ের পরিশুদ্ধতা অর্জনে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণে ও তাঁর সাহায্যে প্রার্থনার জন্য রাসুল মূহাম্মদ (সালামুন আলাইহি ওয়া-সাল্লিমা তাসলিমান)-কে এ সূরা পাঠের আদেশ দেন এবং তিনি তা পাঠ করেছেন। আল্লাহ অন্য এক আয়াতে বলেছেন, হৃদয়ের পরিশুদ্ধতা অর্জন ছাড়া কারো পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব নয়।

১১৪. সূরা নাস:

॥ পরম দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামসহ ॥

'আমি সকল মানুষের রবের প্রতি আশ্রয় চাই'।

'সকল মানুষের মালিক'।

'সকল মানুষের ইলাহ'।

'সকল মন্ত্রণাদাতা ও সকল উস্কানিদাতার মন্দ থেকে'-

'যে একজন এই মানুষের বুকের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয়'-

'এই মানুষ ও সেই জিনের মধ্য থেকে'।

(আউজু বিরাব্বি আল'নাছি, মালিকী আল'নাছি, ইলাহি আল'নাছি- মিন শাররি আল'ওয়াসওয়াসি, আল'খ্বানাসি; আল্লাজি ইউওয়াসসূ ফি সুদূরী আল'নাছু, মিনা আল'জ্বিনাতি, ওয়াল'নাছি)

(বিঃ দ্রঃ কুরআন পাঠ শুরু হয়েছে এক অঙ্গিকার ও প্রার্থনার মাধ্যমে এবং কুরআনের শেষের তিনটি সূরা- সেখানেও অঙ্গীকার ও প্রার্থনা। তা দিয়েই কুরআন পাঠ শেষ হয়েছে। সুতরাং অঙ্গীকার রক্ষার জন্য সত্যিকার প্রচেষ্টা এবং আল্লাহর সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা/দূ'আ কুরআন পাঠে অর্থাৎ আল্লাহর পথ প্রাপ্তি এবং সে পথে সফল হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়)